আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ : ২

আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ

দ্বিতীয় খণ্ড

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
কর্ত্তৃক
সংগৃহীত অনূদিত ও পরিবর্দ্ধিত

দীপায়ন
২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ

শকাব্দ ১৮১৪

প্রকাশক

দীপায়ন

২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৯

দূরভাষ ২৪১ ৪১৫০

অক্ষরস্থাপন

কম্পোজিট

৩৪/২, বাজিয়ে শিবপুর রোড

শিবপুর, হাওড়া ৭১১১০২

গ্রন্থন

ইস্ট এন্ড ট্রেডার্স কেশব সেন স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য ঃ ১৭৫ টাকা

মহামতি চরকাচার্য ও সুশ্রুতাচার্য

সশ্রদ্ধ স্মরণ

দীপায়ন-এর আয়ুর্বেদ বিষয়ক চিরায়ত গ্রন্থাবলী

প্রাচীন ভারতের আয়ুর্বেদ ও রসায়নচিন্তা
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

চিকিৎসা-সংগ্রহ (মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদে ১খণ্ড)
শার্ঙ্গধর

রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ (মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদে ১খণ্ড)
আচার্য গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

চক্রদত্ত (সরল বঙ্গানুবাদে ১খণ্ড)
শ্রীচক্রপাণি দত্ত

ভাবপ্রকাশ (মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদে ৪খণ্ড)
আচার্য্য ভাবমিশ্র

অষ্টাঙ্গহৃদয় (সরল বঙ্গানুবাদে ২খণ্ড)

রসরত্ন সমুচ্চয় (সরল বঙ্গানুবাদে ১খণ্ড)
মহর্ষি বাগ্ ভট্টাচার্য্য

আয়ুর্বেদ শিক্ষা (৪খণ্ড)
আয়ুর্বেদাচার্য্য অমৃতলাল গুপ্ত

সুশ্রুত সংহিতা (সরল বঙ্গানুবাদে ৩ খণ্ড)
মহর্ষি সুশ্রুতাচার্য্য

রসার্ণব (মূল সংস্কৃত শ্লোক তৎসহ সরল বঙ্গানুবাদে ১খণ্ড)
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্পাদিত

নাড়ীবিজ্ঞান ও নাড়ীপ্রকাশ (সরল বঙ্গানুবাদ)
মহর্ষি কণাদ

মাধবকর নিদান-সহ ভৈষজ্য রত্নাবলী (৩ খণ্ড)
ভিষগ্বর গোবিন্দদাস বিশারদ

সরল পারিবারিক আয়ুর্বেদ চিকিৎসা (সরল বাংলায় ১খণ্ড)

প্রকাশকের কথা

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত 'আয়ুর্বেদ সংগ্রহে'র মতো সুবৃহৎ আয়ুর্বেদগ্রন্থ সুলভ নয়। এত সরল ভাষায় নানান গভীর বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত ও সন্নিবিষ্ট হয়েছে যে সুদূর গ্রামাঞ্চলেও আয়ুর্বেদ চিকিৎসক বা বিষয়ে প্রবেশ করতে সক্ষম এমন গৃহস্থ ব্যক্তিরও ঔষধ তৈল ঘৃত মোদক গুড়িকা অরিষ্ট ও আসবাদি প্রস্তুত করার জন্য আর কারও সাহায্যের প্রয়োজন হবে না— এতই সার্বিক এর সংকলন, এতই সামগ্রিক এর পরিকল্পনা। প্রত্যেক রোগের নিদান ভেদে চিকিৎসা এখানে গভীর ও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। আবার পরিণত ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকরাও রোগাধিকার অনুযায়ী যে-সব মূল্যবান ধাতুজ ঔষধের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা সহজেই এখান থেকে সূত্রোদ্ধার করে তৈরি করতে পারবেন। এই গ্রন্থের অন্যতম মূল্যবান অংশ হচ্ছে আয়ুর্বেদের সামগ্রিক পরিচয়, শারীরপ্রকরণ, স্নেহস্বেদ ও পঞ্চকর্মের বিধি, পরিভাষা ও দ্রব্যগুণ-সম্পর্কিত বিবরণ। এছাড়া রোগী দেখার নিয়ম, নাড়ীবিজ্ঞান, নিদান, চিকিৎসা, ঔষধ তৈরির জন্য দ্রব্যসমূহের পরিমাণ মাত্রা অনুপাত, পথ্যাপথ্য অনুপানের নির্দেশও সযত্নে রচিত। আমরা সুবিধের জন্য গ্রন্থটিকে ৪টি খণ্ডে ভাগ করে নিয়েছি, কিন্তু প্রতিটি খণ্ডই এক অর্থে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ মিলিয়ে দেখে একটি সঠিক পাঠও প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছি। নতুন সংস্করণটি পাঠকের কাজে লাগলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
জ্বরাধিকার	
জ্বরসংপ্রাপ্তিঃ	১
জ্বরলক্ষণম্	১
জ্বরচিকিৎসা-সাধারণবিধি	১
ষড়ঙ্গপানীয়ম্	৪
আমপচ্যমানপক্কজ্বরলক্ষণানি	৫
জ্বরপূর্ব্বলক্ষণম্	৯
জ্বরপূর্ব্বস্বরূপ-চিকিৎসা	৯
সাধারণ-জ্বরচিকিৎসা	১০
ধান্যপটোলম্	১০
বৃশ্চীরাদিঃ	১০
গুড়ূচ্যাদিঃ	১০
আরগ্বধাদিঃ	১০
পথ্যাদিঃ (আরোগ্যপঞ্চকম্)	১০
মুস্তপর্পটকং নাগরাদি চ	১০
শিংশপাদি	১১
বাতজ্বরলক্ষণম্	১১
বাতজ্বর-চিকিৎসা	১১
শুণ্ঠ্যাদিপাচনম্	১১
গুড়ূচ্যাদিপাচনম্	১১
শঠ্যাদিকষায়ঃ	১২
দর্ভমূলাদিকষায়ঃ	১২
শ্রীফলাদিকষায়ঃ	১২
ভূনিম্বাদিকষায়ঃ	১২
দুরালভাদিকষায়ঃ	১২
বিশ্বাদিকষায়ঃ	১৩
পঞ্চমূল্যাদিকষায়ঃ	১৩
কণাদিকষায়ঃ	১৩
কাকোল্যাদিকষায়ঃ	১৩
গ্রন্থ্যাদিকষায়ঃ	১৩

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
শালপর্ণ্যাদিকষায়ঃ	১৪	পিপ্পলাদ্যবলেহঃ	২০
শতপুষ্পাদিঃ	১৪	কট্‌ফলাদ্যবলেহঃ (চাতুর্ভদ্রাবলেহিকা)	২০
কাশ্মর্য্যাদিকষায়ঃ	১৪	অষ্টাঙ্গবলেহঃ (কট্‌ফলাদিলেহঃ)	২০
কিরাতাদিকষায়ঃ	১৪	সিন্ধুবারক্কাথঃ	২০
পিপ্পল্যাদিকষায়ঃ	১৪	বাসাদিকষায়ঃ	২০
মরিচাদিকষায়ঃ	১৪	নিম্বাদিকষায়ঃ	২০
শতাবরীস্বরসঃ	১৫	মরিচাদিকষায়ঃ	২১
পিত্তজ্বরলক্ষণম্	১৫	নিদিগ্ধিকাদিকষায়ঃ	২১
পিত্তজ্বর-চিকিৎসা	১৫	কটুকাদিক্কাথঃ	২১
তিক্তাদিপাচনম্	১৫	তিক্তাদিকষায়ঃ	২১
কট্‌ফলাদিপাচনম্	১৫	ত্রিফলাদিঃ	২১
দুঃস্পর্শাদিকষায়ঃ	১৫	মুস্তাদ্যপাচনম্	২২
পর্পটাদিকষায়ঃ	১৬	কটুত্রিকাদ্যঃ	২২
দ্রাক্ষাদিকষায়ঃ	১৬	ভূনিম্বাদিঃ	২২
পটোলাদিকষায়ঃ	১৬	বাতপিত্তজ্বরলক্ষণম্	২২
হ্রীবেরাদিকষায়ঃ	১৬	বাতপিত্তজ্বর-চিকিৎসা	২২
কলিঙ্গাদিপাচনম্	১৬	নিদিগ্ধিকাদিকষায়ঃ	২২
বিশ্বাদিকষায়ঃ	১৬	নবাঙ্গঃ কষায়ঃ	২২
গুড়ূচ্যাদিকষায়ঃ	১৭	গুড়ূচ্যাদিঃ ক্কাথঃ	২৩
কিরাতাদিকষায়ঃ	১৭	বৃহদ্‌গুড়ূচ্যাদিঃ	২৩
দ্রাক্ষাদিকষায়ঃ	১৭	ঘনচন্দনাদি	২৩
যবপটোলম্	১৭	ত্রিফলাদিকষায়ঃ	২৩
দুরালভাদিকষায়ঃ	১৭	আরগ্বধাদিকষায়ঃ	২৩
ধানাশর্করা	১৮	পঞ্চভদ্রকষায়ঃ	২৪
আম্রাদিফান্টঃ	১৮	মধুকাদি	২৪
শতধৌতঘৃতম্	১৮	মুস্তাদিঃ	২৪
কফজ্বরলক্ষণম্	১৯	কিরাতাদিঃ	২৪
কফজ্বরচিকিৎসা	১৯	পিত্তশ্লেষ্মজ্বরলক্ষণম্	২৪
মাতুলুঙ্গশিফাদ্যং কণাদিকল্কঃ	১৯	পিত্তশ্লেষ্মজ্বর-চিকিৎসা	২৫
মধুপিপ্পলী	১৯	কন্টকার্য্যাদিকষায়ঃ	২৫

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃ
পটোলাদি	২৫	পিত্তশ্লেষ্মহরোঽষ্টাদশাঙ্গঃ	৩২
অমৃতাষ্টকঃ	২৫	মুস্তাদ্যোগণঃ	৩৩
চাতুর্ভদ্রক-পাঠাসপ্তকৌ	২৫	দ্বাত্রিংশাঙ্গ	৩৩
বাসাম্বরসঃ	২৫	বৃহত্যাদিগণঃ	৩৩
পঞ্চতিক্তকষায়ঃ	২৬	শট্যাদিগণঃ	৩৩
পটোলাদি	২৬	বৃহৎকট্ফলাদিঃ	৩৪
কটুকীচূর্ণম্	২৬	বাতোল্বণসন্নিপাতজ্বরলক্ষণম্	৩৪
বাতশ্লেষ্মজ্বরলক্ষণম্	২৬	বাতোল্বণসন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা	৩৪
বাতশ্লেষ্মজ্বর-চিকিৎসা	২৬	কট্ফলাদিকষায়ঃ	৩৪
পঞ্চকোলম্	২৭	পিত্তোল্বণসন্নিপাতজ্বরলক্ষণম্	৩৪
নিম্বাদিঃ	২৭	পিত্তোল্বণসন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা	৩৫
ক্ষুদ্রাদিঃ	২৭	পরূষকাদি	৩৫
দশমূলীকষায়ঃ	২৭	চন্দনাদি	৩৫
পটোলাদি	২৮	কিরাতাদি সপ্তকম্	৩৫
মুস্তাদিঃ	২৮	কফোল্বণসন্নিপাতজ্বরলক্ষণম্	৩৫
দার্ব্ব্যাদিকষায়ঃ	২৮	কফোল্বণসন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা	৩৫
পথ্যাদিপাচনম্	২৮	বাতপিত্তোল্বণসন্নিপাতজ্বর-লক্ষণম্	৩৬
সান্নিপাতিকজ্বরলক্ষণম্	২৮	বাতপিত্তোল্বণসন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা	৩৬
সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা	২৯	বাতশ্লেষ্মোল্বণসন্নিপাতজ্বর-লক্ষণম্	৩৬
লঙ্ঘনম্	২৯	বাতশ্লেষ্মোল্বণসন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা	৩৬
কফোল্বণে শীতাঙ্গাদৌ (স্বেদবিধিঃ)	২৯	পিত্তশ্লেষ্মোল্বণসন্নিপাতজ্বর-লক্ষণম্	৩৬
নস্যানি	৩০	পিত্তশ্লেষ্মোল্বণসন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা	৩৬
নিষ্ঠীবনম্	৩০	ত্র্যল্বণসন্নিপাতজ্বরে যোগরাজঃ	৩৭
অষ্টাঙ্গাবলেহিকা	৩১	শীতাঙ্গাদিত্রয়োদশসন্নিপাতজ্বরেষু	৩৭
অঞ্জনম্	৩১	শীতাঙ্গস্য চিকিৎসা	৩৭
কণ্টকার্য্যাদি-পাচনম্	৩১	তন্দ্রিকস্য চিকিৎসা	৩৭
দশমূলম্	৩১	প্রলাপকস্য চিকিৎসা	৩৮
দ্বাদশাঙ্গঃ	৩২	রক্তনিষ্ঠীবনশ্চিকিৎসা	৩৮
চতুর্দ্দশাঙ্গঃ	৩২	ভুগ্ননেত্রস্য চিকিৎসা	৩৮
বাতশ্লেষ্মহরোঽষ্টাদশাঙ্গঃ	৩২	অভিন্যাসজ্বরলক্ষণম্	৩৮

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
অভিন্যাসজ্বর-চিকিৎসা	৩৯
কারব্যাদি ক্বাথঃ	৩৯
শৃঙ্গ্যাদি ক্বাথঃ	৩৯
মাতুলুঙ্গাদিঃ	৪০
আগন্তুজ্বর-লক্ষণম্	৪১
আগন্তুজ্বর-চিকিৎসা	৪১
বিষমজ্বরলক্ষণম্	৪২
বিষমজ্বর-চিকিৎসা	৪৩
মহৌষধাদিপাচনম্	৪৪
পটোলাদি	৪৪
বিষমজ্বরঘ্নভার্গ্যাদিঃ	৪৪
মধুকাদিঃ	৪৪
মুস্তাদিঃ	৪৫
ভার্গ্যাদিঃ	৪৫
বৃহদ্ভার্গ্যাদিঃ	৪৫
দাস্যাদিঃ	৪৫
দার্ব্ব্যাদিঃ	৪৬
পঞ্চ কষায়াঃ	৪৬
তৃতীয়কজ্বরঘ্নমহৌষধাদিঃ	৪৬
উশীরাদিঃ	৪৬
পটোলাদিঃ (তৃতীয়কজ্বরে)	৪৭
বাসাদিঃ (চতুর্থকে)	৪৭
মুস্তাদিঃ (চতুর্থকে)	৪৭
পথ্যাদিঃ (চতুর্থকে)	৪৭
মূলিকাধারণাদয়ঃ প্রয়োগাঃ	৪৮
অষ্টাঙ্গধূপঃ	৪৯
অপরাজিতোধূপঃ	৪৯
অজাদিধূপঃ	৫০
সহদেব্যাদি-ধূপঃ	৫০
মাহেশ্বরধূপঃ	৫০
শীতপূর্ব্বদাহপূর্ব্বজ্বর-লক্ষণম্	৫০
শীতপূর্ব্বদাহপূর্ব্বজ্বর-চিকিৎসা	৫১
[illegible]পূর্ব্বজ্বরে ভদ্রাদিকষায়ঃ	৫১
শীতপূর্ব্বজ্বরে ঘনাদিকষায়ঃ	৫১
দাহপূর্ব্বজ্বরে বিভীতকাদিকষায়ঃ	৫২
দাহপূর্ব্বজ্বরে মহাবলাদিকষায়ঃ	৫২
জীর্ণজ্বর-চিকিৎসা	৫২
নিদিগ্ধিকাদিঃ	৫২
রাত্রিজ্বরে গুড়ুচ্যাদিঃ	৫৩
দ্রাক্ষাদিঃ	৫৩
প্লীহজ্বরে নিদিগ্ধিকাদিঃ	৫৩
রসাদিধাতুগতজ্বর-লক্ষণম্	৫৪
রসাদিধাতুগতজ্বর-চিকিৎসা	৫৫
জ্বরস্যোপদ্রবাঃ	৫৫
জ্বরোপদ্রব-চিকিৎসা	৫৫
শ্বাসোপদ্রব-চিকিৎসা	৫৬
মূর্চ্ছোপদ্রব-চিকিৎসা	৫৬
অরুচ্যুপদ্রব-চিকিৎসা	৫৬
বমনোপদ্রব-চিকিৎসা	৫৬
তৃষ্ণোপদ্রব-চিকিৎসা	৫৭
অতিসারোপদ্রব-চিকিৎসা	৫৭
পাঠাদিপাচনম্	৫৭
বিড়্গ্রহোপদ্রবচিকিৎসা	৫৭
পুষ্পরেচনী গুড়িকা	৫৮
হিক্কোপদ্রব-চিকিৎসা	৫৮
কাসোপদ্রব-চিকিৎসা	৫৮
দাহোপদ্রব-চিকিৎসা	৫৯
চূর্ণপ্রকরণম্	৫৯
সুদর্শনচূর্ণম্	৫৯
আমলকাদিচূর্ণম্	৬০

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
জ্বরভৈরবচূর্ণম্	৬০
জ্বরনাগময়ূরচূর্ণম্	৬০
নবজ্বরাদৌ রসপ্রয়োগঃ	৬১
হিঙ্গুলেশ্বরঃ	৬২
শীতভঞ্জী রসঃ	৬২
তরুণজ্বরারিঃ	৬২
স্বচ্ছন্দভৈরবঃ	৬২
স্বচ্ছন্দভৈরবো রসঃ	৬৩
নবজ্বরেভাঙ্কুশঃ	৬৩
নবজ্বরেভসিংহঃ	৬৩
নবজ্বরহরবটী	৬৩
নবজ্বরারিরসঃ	৬৩
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো রসঃ	৬৪
শ্রীমৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ	৬৪
রত্নগিরিরসঃ	৬৫
নবজ্বরাঙ্কুশঃ	৬৫
অগ্নিকুমাররসঃ	৬৫
চণ্ডেশ্বরো রসঃ	৬৬
জয়াবটী	৬৬
জয়ন্তীবটিকা	৬৬
যোগবাহিকা জয়া জয়ন্তী	৬৭
ত্রিপুরভৈরবো রসঃ	৬৭
জ্বরধূমকেতুঃ	৬৮
শ্রীরামরসঃ	৬৮
প্রচণ্ডেশ্বররসঃ	৬৮
বৈদ্যনাথবটী	৬৮
প্রতাপমার্ত্তণ্ডো রসঃ	৬৯
উদকমঞ্জরীরসঃ	৬৯
অমৃতমঞ্জরী	৬৯
জ্বরনৃসিংহো রসঃ	৬৯
অচিন্ত্যশক্তী রসঃ	৭০
ত্রৈলোক্যডুম্বুররসঃ	৭০
গদমুরারিঃ	৭১
জ্বরঘ্নী বটিকা	৭১
শীতারিরসঃ	৭১
জ্বরহরবটী	৭১
সান্নিপাতিকজ্বর-চিকিৎসা	৭১
মোহান্ধসূর্য্যো রসঃ	৭১
নস্যভৈরবঃ	৭২
উন্মত্তরসঃ	৭২
বমনপ্রয়োগঃ	৭২
অঞ্জনভৈরবঃ	৭২
কুলবধূঃ	৭৩
শ্রীবেতালো রসঃ	৭৩
ব্রহ্মরন্ধ্র রসঃ	৭৩
ত্রৈলোক্যসুন্দরো রসঃ	৭৩
সৌভাগ্যবটী	৭৪
চক্রী	৭৪
চক্রী (মতান্তরে)	৭৪
আনন্দভৈরবী বটী	৭৫
মৃতোত্থাপনো রসঃ	৭৫
সন্নিপাতভৈরবো রসঃ	৭৫
সূচিকাভরণো রসঃ	৭৫
সূচিকাভরণো রসঃ (মতান্তরে)	৭৬
বৃহৎ সূচিকাভরণো রসঃ	৭৬
মৃতসঞ্জীবনো রসঃ	৭৬
পানীয়বটিকা	৭৭
সিদ্ধফলায়াঃ পানীয়বটিকায়া বিধিঃ	৭৮
প্রাণেশ্বরো রসঃ	৭৯
রসরাজেন্দ্রঃ	৮০

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
স্বেদশৈত্যারিরসঃ	৮০	মৃগমদাসবঃ	৯২
পঞ্চবক্ত্ররসঃ	৮০	মধ্যজীর্ণ বিষমজ্বরচিকিৎসা	৯২
সন্নিপাতসূর্য্যো রসঃ	৮১	জ্বরমাতঙ্গকেশরী রসঃ	৯২
ত্রিদোষনীহারসূর্য্যো রসঃ	৮১	রসমঙ্গলোক্তো জ্বরমুরারী রসঃ	৯৩
প্রতাপতপনো রসঃ	৮১	শ্রীজ্বরমুরারিঃ	৯৩
ঘোরনৃসিংহরসঃ	৮১	চন্দ্রশেখরো রসঃ	৯৩
মৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ	৮২	জ্বরভৈরবো রসঃ	৯৪
শ্রীসন্নিপাতমৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ	৮২	স্বচ্ছন্দভৈরবো রসঃ	৯৪
সন্নিপাতভৈরবঃ	৮৩	জ্বরকেশরী	৯৪
দ্বিতীয়সন্নিপাতভৈরবঃ	৮৩	বিদ্যাধরো রসঃ	৯৫
কালাগ্নিভৈরবো রসঃ	৮৪	অর্দ্ধনারীশ্বরো রসঃ	৯৫
বড়বানলঃ	৮৪	স্বল্পজ্বরাঙ্কুশো রসঃ	৯৫
বৃহদ্বড়বানলো রসঃ	৮৪	স্বল্পজ্বরাঙ্কুশো রসঃ (মতান্তরে)	৯৬
সন্নিপাতবড়বানলো রসঃ	৮৫	মধ্যমজ্বরাঙ্কুশো রসঃ	৯৬
স্বচ্ছন্দনায়কঃ (অভিন্যাসে)	৮৫	মহাজ্বরাঙ্কুশো রসঃ	৯৬
সিংহনাদরসঃ	৮৫	মহাজ্বরাঙ্কুশো রসঃ (মতান্তরে)	৯৬
চিন্তামণিরসঃ	৮৬	সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশবটী	৯৭
চিন্তামণিরসঃ (মতান্তরে)	৮৬	জ্বরারি অভ্রম্	৯৭
ত্রৈলোক্যচিন্তামণিঃ	৮৭	চন্দনাদি লৌহম্	৯৭
কফকেতুরসঃ	৯৭	চূড়ামণিরসঃ	৯৮
দ্বিতীয়কফকেতুরসঃ	৮৭	বৃহজ্জ্বরচূড়ামণিঃ	৯৮
স্বল্পকস্তুরীভৈরবো রসঃ	৮৮	ভানুচূড়ামণিঃ	৯৮
বৃহৎ কস্তুরীভৈরবো রসঃ	৮৮	জ্বরান্তকো রসঃ	৯৯
শ্লেষ্মকালানলো রসঃ	৮৮	চিন্তামণিরসঃ	৯৯
শ্রীকালানলো রসঃ	৮৯	চিন্তামণিরসঃ (মতান্তরে)	৯৯
মৃতসঞ্জীবনী	৮৯	বৃহজ্জ্বরচিন্তামণিঃ	১০০
রসেশ্বরঃ	৯০	ত্রিপুরারি রসঃ	১০০
অর্কমূর্ত্তি রসঃ	৯০	জ্বরাশনিরসঃ	১০০
ত্রিদোষদাবানলকালমেঘঃ	৯০	জ্বরকালকেতুরসঃ	১০১
শ্রীপ্রতাপলঙ্কেশ্বরো রসঃ	৯১	জ্বরারিরসঃ	১০১

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীরসরাজঃ	১০১	শীতারি রসঃ	১১৩
পর্ণখণ্ডেশ্বরঃ	১০২	জ্বরশূলহরো রসঃ	১১৪
বিশ্বেশ্বররসঃ	১০২	জীবনানন্দাভ্রম্	১১৪
মুদ্রাঘোটকো রসঃ	১০২	মকরধ্বজঃ	১১৫
ত্র্যাহিকারিরসঃ	১০২	গন্ধককজ্জলীবিধিঃ	১১৫
চাতুর্থকারী রসঃ	১০৩	লৌহাসবঃ	১১৫
বাতপিত্তান্তকরসঃ	১০৩	অমৃতারিষ্টঃ	১১৬
জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররসঃ	১০৩	ঘৃতপ্রকরণম্	১১৬
কল্পতরুরসঃ	১০৪	পিপ্পল্যাদ্যং ঘৃতম্	১১৭
কল্পতরুরসঃ (মতান্তরে)	১০৪	ক্ষীরষট্পলকং ঘৃতম্	১১৭
বিদ্যাবল্লভো রসঃ	১০৫	দশমূলষট্পলকং ঘৃতম্	১১৭
শ্রীজয়মঙ্গলো রসঃ	১০৫	বাসাদ্যঘৃতম্	১১৭
ষড়াননো রসঃ	১০৬	গুড়ুচ্যাদিঘৃতানি	১১৮
বসন্তমালতীরসঃ	১০৬	তৈলপ্রকরণম্	১১৮
বিষমজ্বরান্তকলৌহঃ	১০৬	অঙ্গারক-তৈলম্	১১৮
পুটপাকবিষমজ্বরান্তকো লৌহঃ	১০৬	বৃহদঙ্গারক-তৈলম্	১১৮
শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররসঃ	১০৭	লাক্ষাদিতৈলম্	১১৯
পর্পটীরসঃ	১০৮	মহালাক্ষাদি তৈলম্	১১৯
লক্ষ্মীবিলাসো রসঃ	১০৮	বৃহৎ পিপ্পল্যাদিতৈলম্	১১৯
মহারাজবটী	১০৯	ষট্কট্বরতৈলম্	১২০
সর্ব্বজ্বরহরলৌহম্	১০৯	মহাষট্কট্বরতৈলম্	১২০
বৃহৎসর্ব্বজ্বরহরলৌহম্	১১০	কিরাতাদিতৈলম্	১২০
বৃহৎসর্ব্বজ্বরহরলৌহম্ (মতান্তরে)	১১০	বৃহৎ কিরাতাদি তৈলম্	১২১
ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরসঃ	১১১	চন্দনাদিতৈলাদি	১২২
বৃহদ্বিষমজ্বরান্তকো রসঃ	১১১	অগুর্ব্বাদিতৈলাদি	১২৩
বৃহজ্জ্বরান্তকলৌহম্	১১১	দুগ্ধপ্রকরণম্	১২৪
পঞ্চাননো রসঃ	১১২	ক্ষীরপাকবিধিঃ	১২৪
শীতভঞ্জী রসঃ	১১২	পথ্যাপথ্যবিধিঃ	১২৫
বিক্রমকেশরী রসঃ	১১৩	নবজ্বরেহ্ পথ্যম্	১২৫
মেঘনাদো রসঃ	১১৩	মধ্যজ্বরে পথ্যম্	১২৫

বিষয়	
পুরাণজ্বরে পথ্যম্	১২৫
জ্বরে পথ্যম্	১২৬

জ্বরাতিসারাধিকার

জ্বরাতিসারনিদানম্	১২৭
জ্বরাতিসার-চিকিৎসা	১২৭
উৎপলষট্‌কম্	১২৮
পাঠাদিঃ	১২৮
কুটজাদিঃ	১২৮
ধান্যশুণ্ঠী	১২৮
নাগরাদিঃ	১২৯
হ্রীবেরাদি	১২৯
গুড়ূচ্যাদিঃ	১২৯
উশীরাদি	১২৯
পঞ্চমূল্যাদি	১২৯
বৃহৎপঞ্চমূল্যাদিঃ	১৩০
বিল্বপঞ্চকম্	১৩০
কলিঙ্গাদিগুড়িকা	১৩১
উৎপলাদিচূর্ণম্	১৩১
ব্যোষাদিচূর্ণম্	১৩১
বৃহৎ কুটজাবলেহঃ	১৩১
তন্ত্রান্তরোক্তো বৃহৎ কুট	১৩২
(গ্রহণীগজেন্দ্রাবলেহঃ)	১৩২
মৃতসঞ্জীবনী বটী	১৩২
সিদ্ধপ্রাণেশ্বরো রসঃ	১৩৩
কনকসুন্দরো রসঃ	১৩৩
কনকপ্রভা বটী	১৩৩
গগনসুন্দরো রসঃ	১৩৪
মৃতসঞ্জীবনোঃ রসঃ	১৩৪
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	১৩৪

বিষয়	পৃঃ

অতিসারাধিকার

অতিসারনিদানম্	১৩৫
আমপক্বলক্ষণম্	১৩৬
আমপক্কয়োরপরলক্ষণম্	১৩৬
আমাতিসার-চিকিৎসা	১৩৬
স্বল্পশালপর্ণ্যাদিঃ	১৩৭
বৃহচ্ছালপর্ণ্যাদিঃ	১৩৮
ধান্যপঞ্চকং ধান্যচতুষ্কঞ্চ	১৩৮
বৎসকাদিকাথঃ	১৩৯
পথ্যাদিকষায়ঃ	১৩৯
যমান্যাদি	১৩৯
কলিঙ্গাদি	১৩৯
কঞ্চটাদি	১৩৯
কুটজাদিঃ	১৩৯
ত্র্যাষণাদি চূর্ণম্	১৪০
খড়যূষঃ	১৪০
শুণ্ঠ্যাদি চূর্ণম্	১৪০
হরীতক্যাদি চূর্ণম্	১৪০
বাতাতিসার-লক্ষণম্	১৪১
বাতাতিসার-চিকিৎসা	১৪১
পূতিকাদিকষায়ঃ	১৪১
পথ্যাদিকষায়ঃ	১৪১
বচাদিকষায়ঃ	১৪১
পিত্তাতিসার-লক্ষণম্	১৪১
পিত্তাতিসার-চিকিৎসা	১৪২
মধুকাদি	১৪২
বিল্বাদিকষায়ঃ	১৪২
কট্‌ফলাদিকষায়ঃ	১৪২
কিরাততিক্তাদি	১৪২
অতিবিষাদি	১৪২

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্লেষ্মাতিসারলক্ষণম্	১৪২
শ্লেষ্মাতিসার-চিকিৎসা	১৪২
পথ্যাদিকষায়ঃ	১৪২
ক্রিমিশত্রাদিকষায়ঃ	১৪৩
চব্যাদিকষায়ঃ	১৪৩
পাঠাদিচূর্ণম্	১৪৩
হিঙ্গ্বাদিচূর্ণম্	১৪৩
বব্বূল্যাদিযোগঃ	১৪৩
পথ্যাদি চূর্ণম	১৪৩
ত্রিদোষাতিসারলক্ষণম্	১৪৪
ত্রিদোষাতিসার-চিকিৎসা	১৪৪
সমঙ্গাদিকষায়ঃ	১৪৪
পঞ্চমূলীবলাদিকষায়ঃ	১৪৪
কুটজপুটপাকঃ	১৪৪
শ্যোনাকপুটপাকঃ	১৪৫
কুটজলেহঃ	১৪৫
কুটজাষ্টকঃ	১৪৫
শোকজাতিসার-লক্ষণম্	১৪৬
শোকাদিজাতিসার চিকিৎসা	১৪৬
পৃশ্নিপর্ণ্যাদিকষায়ঃ	১৪৬
শোথাতীসার-চিকিৎসা	১৪৭
দ্বিদোষজাতিসার-চিকিৎসা	১৪৭
পিত্তশ্লেষ্মাতিসার-চিকিৎসা	১৪৭
মুস্তাদিঃ	১৪৭
সমঙ্গাদিঃ	১৪৭
বাতশ্লেষ্মাতিসার-চিকিৎসা	১৪৮
চিত্রকাদি	১৪৮
বাতপিত্তাতিসার-চিকিৎসা	১৪৮
কলিঙ্গাদিঃ	১৪৮
প্রমথ্যাত্রয়ম্	১৪৮
রক্তাতিসারলক্ষণম্	১৪৮
রক্তাতিসার-চিকিৎসা	১৪৮
চন্দনকল্কঃ	১৪৯
কুটজদাড়িমকষায়ঃ	১৪৯
রসাঞ্জনাদি চূর্ণম্	১৫০
নারায়ণচূর্ণম্	১৫১
অতিসার-সাধারণচিকিৎসা	১৫২
বিল্বাদিঃ	১৫২
পটোলাদিঃ	১৫২
প্রিয়ঙ্গ্বাদিঃ	১৫২
জম্বাদিঃ	১৫২
বৎসকাদিঃ	১৫২
হ্রীবেরাদিঃ	১৫২
দশমূলশুণ্ঠী	১৫৩
অহিফেনযোগঃ	১৫৩
প্রবাহিকালক্ষণম্	১৫৪
প্রবাহিকা-চিকিৎসা (আমাশয়রোগ)	১৫৪
লবঙ্গাভ্রযোগঃ	১৫৪
লবঙ্গদ্রাবকঃ	১৫৫
অতিসারে রসপ্রয়োগঃ	১৫৫
অতিসারবারণো রসঃ	১৫৫
বৃহৎ কনকসুন্দররসঃ	১৫৫
পূর্ণচন্দ্রোদয়ো রসঃ	১৫৬
অহিফেনবটিকা	১৫৬
জাতীফলাদি বটী	১৫৬
কারুণ্যসাগরো রসঃ	১৫৬
প্রাণেশ্বরো রসঃ	১৫৭
অমৃতার্ণবঃ	১৫৭
ভুবনেশ্বরঃ	১৫৭
জাতীফলরসঃ	১৫৮

বিষয়	

অভয়নৃসিংহো রসঃ ১৫৮
আনন্দভৈরবো রসঃ ১৫৮
আনন্দভৈরবো রসঃ (তন্ত্রান্তরোক্ত) ১৫৯
কর্পূররসঃ ১৫৯
কুটজারিষ্টঃ ১৫৯
অহিফেনাসবঃ ১৫৯
বব্বূল্যাদারিষ্টঃ ১৬০
ষড়ঙ্গঘৃতম্ ১৬০
পথ্যাপথ্যবিধিঃ ১৬০

গ্রহণীরোগাধিকার

গ্রহণীরোগনিদানম্ ১৬২
গ্রহণীরোগ-চিকিৎসা ১৬২
চিত্রকগুড়িকা ১৬৩
বাতজগ্রহণীরোগ-নিদানম্ ১৬৪
বাতজগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা ১৬৪
শালপর্ণ্যাদিকষায়ঃ ১৬৪
পিত্তজগ্রহণীরোগনিদানম্ ১৬৪
পিত্তজগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা ১৬৫
তিক্তাদিকষায়ঃ ১৬৫
শ্রীফলাদিকল্কঃ ১৬৫
নাগরাদ্যচূর্ণম্ ১৬৫
কফজগ্রহণীরোগনিদানম্ ১৬৬
কফজগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা ১৬৬
চাতুর্ভদ্রকষায়ঃ ১৬৬
শঠ্যাদিচূর্ণম্
রাস্নাদি চূর্ণম্
বাতপিত্তজগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা ১৬৭
মুণ্ড্যাদিগুড়িকা ১৬৭
বার্ত্তাকুগুড়িকা ১৬৭
বাতশ্লেষ্মজগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা ১৬৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

কর্পূরাদি চূর্ণম্ ১৬৮
তালীশাদিবটী ১৬৮
পিত্তশ্লেষ্মজগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা ১৬৮
মুষল্যাদি-যোগঃ ১৬৮
ত্রিদোষজগ্রহণীনিদানম্ ১৬৮
ত্রিদোষজগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা ১৬৯
পঞ্চপল্লবম্ ১৬৯
সংগ্রহগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা ১৬৯
কামচারমণ্ডূরম্ ১৭০
চূর্ণ-প্রকরণম্ ১৭০
পাঠাদ্যং চূর্ণম্ ১৭০
কপিত্থাষ্টকচূর্ণম্ ১৭০
স্বল্পগঙ্গাধরচূর্ণম্ ১৭০
মহাগঙ্গাধরচূর্ণম্ ১৭১
বৃহদ্‌গঙ্গাধরচূর্ণম্ ১৭১
বৃদ্ধগঙ্গাধরচূর্ণম্ ১৭১
স্বল্পলবঙ্গাদ্যং চূর্ণম্ ১৭২
তন্ত্রান্তরোক্তং বৃহল্লবঙ্গাদ্যং চূর্ণম্ ১৭২
স্বল্পনায়িকাচূর্ণম্ ১৭৩
বৃহন্নায়িকাচূর্ণম্ ১৭৩
মার্কণ্ডেয়চূর্ণম্ ১৭৪
গ্রহণীশার্দ্দূলচূর্ণম্ ১৭৪
জীরকাদ্যং চূর্ণম্ ১৭৪
অজাজ্যাদি চূর্ণম্ ১৭৫
কঞ্চটাবলেহঃ ১৭৫
দশমূলগুড়ঃ ১৭৫
কল্যাণগুড়ঃ ১৭৬
কুষ্মাণ্ডগুড়কল্যাণকঃ ১৭৬
মুস্তকাদ্যমোদকঃ ১৭৭
শ্রীকামেশ্বরমোদকঃ ১৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠা
কামেশ্বর মোদকঃ	১৭৮	শ্রীনৃপতিবল্লভঃ	১৯০
মেথীমোদকঃ	১৭৮	বৃহন্নৃপবল্লভঃ	১৯১
বৃহন্মেথীমোদকঃ	১৭৯	পূর্ণকলা বটিকা	১৯১
জীরকাদিমোদকঃ	১৭৯	বজ্রকপাটো রসঃ	১৯২
বৃহজ্জীরকাদিমোদকঃ	১৮০	বড়বানুখো রসঃ	১৯২
অগ্নিকুমারমোদকঃ	১৮০	হংসপোট্টলী	১৯২
স্বল্পচুক্রসন্ধানম্	১৮১	গ্রহণীকবজ্রকপাটঃ	১৯২
বৃহচ্চুক্রসন্ধানম্	১৮১	শম্বূকাদিবটিকা	১৯৩
তক্রারিষ্টঃ	১৮২	রাজবল্লভো রসঃ	১৯৩
পিপ্পল্যাদ্যাসবঃ	১৮২	মহারাজনৃপবল্লভ	১৯৩
আয়ামকাঞ্জিকম্	১৮২	মহারাজনৃপতিবল্লভো রসঃ	১৯৪
রসপ্রয়োগঃ	১৮৩	দুগ্ধবটী	১৯৪
গ্রহণীকপাটো রসঃ	১৮৩	দুগ্ধবটী (মতান্তরে)	১৯৪
সংগ্রহগ্রহণীকপাটঃ	১৮৪	লৌহপর্পটী	১৯৫
গ্রহণীশার্দ্দূলবটিকা	১৮৪	স্বর্ণপর্পটী	১৯৫
গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা	১৮৪	পঞ্চামৃতপর্পটী	১৯৬
স্বল্পগ্রহণীকপাটো রসঃ	১৮৫	রসপর্পটী	১৯৬
বৃহদ্গ্রহণীকপাটো রসঃ	১৮৫	বিজয়পর্পটী	১৯৯
অগস্তিসূতরাজো রসঃ	১৮৫	তন্ত্রান্তরোক্ত বিজয়পর্পটী	২০০
অগ্নিসূনুরসঃ	১৮৬	হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরসঃ	২০১
অগ্নিকুমারো রসঃ	১৮৬	বিল্বগর্ভঘৃতম্	২০১
জাতীফলাদ্যা বটী	১৮৬	শুণ্ঠীঘৃতম্	২০১
জাতীফলাদ্যা বটিকা	১৮৬	নাগরঘৃতম্	২০১
মহাগন্ধকং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরশ্চ	১৮৭	চিত্রকঘৃতম্	২০২
শ্রীবৈদ্যনাথবটিকা	১৮৮	বিল্বাদিঘৃতম্	২০২
খসর্পণবটী	১৮৮	চাঙ্গেরীঘৃতম্	২০২
অভ্রবটিকা	১৮৯	মরিচাদ্যং ঘৃতম্	২০২
গ্রহণীকপাটো রসঃ	১৮৯	মহাষট্পলকং ঘৃতম্	২০৩
বিজয়াবটিকা	১৮৯	বিল্বতৈলম্	২০৩
পীযূষবল্লীরসঃ	১৯০	গ্রহণীমিহিরতৈলম্	২০৪

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বৃহদ্‌গ্রহণীমিহিরতৈলম্	২০৪
দাড়িমাদ্যং তৈলম্	২০৫
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২০৫
অর্শোরোগাধিকার	
অর্শোরোগনিদানম্	২০৬
অর্শোরোগ-চিকিৎসা	২০৯
শৃঙ্গবেরক্কাথঃ	২১২
রক্তার্শোলক্ষণম্	২১২
রক্তার্শশ্চিকিৎসা	২১২
চন্দনাদিক্কাথঃ	২১৩
অশ্বগন্ধাদিধূপঃ	২১৪
অর্কমূলাদিধূপঃ	২১৪
ধুস্তুরাদিঃ	২১৪
দেবদালীযোগঃ	২১৫
ভল্লাতামৃতযোগঃ	২১৫
করঞ্জাদি চূর্ণম্	২১৫
লবণোত্তমাদ্যচূর্ণম্	২১৫
মরিচাদি চূর্ণম্	২১৫
সমশর্করং চূর্ণম্	২১৬
কর্পূরাদ্যং চূর্ণম্	২১৬
বিজয়চূর্ণম্	২১৬
দশমূলগুড়ঃ	২১৭
শ্রীবাহুশালো গুড়ঃ	২১৭
অগস্তিমোদকঃ	২১৮
ভল্লাতকাদি মোদকঃ	২১৮
নাগরাদি মোদকঃ	২১৮
স্বল্পশূরণ মোদকঃ	২১৮
বৃহচ্ছূরণ মোদকঃ	২১৯
কাঙ্কায়ন মোদকঃ	২১৯
মাণিভদ্রো মোদকঃ	২১৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রাণদা বটিকা	২২০
নাগার্জ্জুনপ্রয়োগঃ	২২১
দন্ত্যারিষ্টম্	২২১
কুটজলেহঃ	২২২
মাণশূরণাদ্যং লৌহম্	২২২
অগ্নিমুখং লৌহম্	২২২
চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা	২২৩
রসপ্রয়োগঃ	২২৪
রসগুড়িকা	২২৪
তীক্ষ্ণমুখো রসঃ	২২৪
অর্শঃকুঠারো রসঃ	২২৪
চক্রাখ্যো রসঃ	২২৪
চঞ্চৎকুঠারো রসঃ	২২৫
শিলাগন্ধকবটকঃ	২২৫
জাতীফলাদিবটী	২২৫
পঞ্চাননবটী	২২৫
নিত্যোদিতরসঃ	২২৬
অষ্টাঙ্গো রসঃ	২২৬
কাসীসাদ্যং তৈলম্	২২৬
বৃহৎকাসীসাদ্যং তৈলম্	২২৬
পিপ্পল্যাদ্যং তৈলম্	২২৭
উদকষট্‌পলকং ঘৃতম্	২২৭
ব্যোষাদ্যং ঘৃতম্	২২৭
চব্যাদি ঘৃতম্	২২৭
কুটজাদ্যঘৃতম্	২২৮
সুনিষণ্ণক-চাঙ্গেরী ঘৃতম্	২২৮
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২২৯
অগ্নিমান্দ্যাদিরোগাধিকার	
অগ্নিমান্দ্যাদিনিদানম্	২৩০
অগ্নিমান্দ্যাদি-চিকিৎসা	২৩১

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বড়বানলচূর্ণম্	২৩২	পঞ্চ যোগাঃ	২৪৩
বড়বামুখচূর্ণম্	২৩২	বিসূচিকায়া বিশেষ চিকিৎসা	২৪৪
সৈন্ধবাদি চূর্ণম্	২৩২	উৎক্লেশস্য লক্ষণম্	২৪৫
সৈন্ধবাদ্যং চূর্ণম্	২৩২	অলসকচিকিৎসা	২৪৫
হিঙ্গ্বষ্টকং চূর্ণম্	২৩৩	রসপ্রয়োগঃ	২৪৬
স্বল্পাগ্নিমুখচূর্ণম্	২৩৩	আদিত্যরসঃ	২৪৬
বৃহদগ্নিমুখচূর্ণম্	২৩৩	বড়বানলরসঃ	২৪৬
ভাস্করলবণম্	২৩৪	হুতাশনরসঃ	২৪৭
অগ্নিমুখলবণম্	২৩৪	বৃহদ্ধুতাশনো রসঃ	২৪৭
তীক্ষ্ণাগ্নি-চিকিৎসা	২৩৫	অজীর্ণকন্টকো রসঃ	২৪৭
আমাজীর্ণলক্ষণম্	২৩৫	শ্রীরামবাণরসঃ	২৪৭
আমাজীর্ণাদিচিকিৎসাবিধিঃ	২৩৫	অগ্নিকুমারো রসঃ	২৪৮
আমাজীর্ণ-চিকিৎসা	২৩৫	বৃহদগ্নিকুমারো রসঃ	২৪৮
বিদগ্ধাজীর্ণলক্ষণম্	২৩৬	পাশুপতো রসঃ	২৪৮
বিদগ্ধাজীর্ণ-চিকিৎসা	২৩৬	অমৃতকল্পবটী	২৪৯
বিষ্টব্ধাজীর্ণলক্ষণম্	২৩৭	অমৃতবটী	২৪৯
রসশেষাজীর্ণলক্ষণম্	২৩৭	ক্ষুধাসাগরো রসঃ	২৪৯
বিষ্টব্ধরসশেষাজীর্ণ-চিকিৎসা	২৩৭	ভক্তবিপাকবটী	২৫০
সুকুমারমোদকম্	২৩৮	অগ্নিতুণ্ডীরসঃ	২৫০
গুড়াষ্টকম্	২৩৮	পঞ্চামৃতবটী	২৫০
বিশিষ্টদ্রব্যাজীর্ণে বিশিষ্টং পাচনদ্রব্যম্	২৩৯	অগ্নিরসঃ	২৫১
সাধারণ চিকিৎসা	২৩৯	জ্বালানলো রসঃ	২৫১
লবঙ্গাদ্যং মোদকম্	২৩৯	লবঙ্গাদিবটী	২৫১
ত্রিবৃতাদি মোদকম্	২৪০	বৃহল্লবঙ্গাদিবটী	২৫১
হরীতকীপ্রয়োগঃ	২৪০	টঙ্কণাদিবটী	২৫২
অমৃতহরীতকী	২৪০	জাতীফলাদিবটী	২৫২
শার্দ্দূলকাঞ্জিকম্	২৪১	শঙ্খবটী, মহাশঙ্খবটী	২৫২
মুস্তকারিষ্টঃ	২৪১	শঙ্খবটী (ত্রয়ম্)	২৫৩
ক্ষারগুড়ঃ	২৪২	মহাশঙ্খবটী (দ্বৌ)	২৫৪
বিসূচিকাদিনিদানম্	২৪২	অজীর্ণহরী বটী	২৫৫
বিসূচিকা-চিকিৎসা	২৪৩	অজীর্ণারিরসঃ	২৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ভাস্করো রসঃ	২৫৫
ক্রব্যাদরসঃ	২৫৬
প্রদীপনো রসঃ	২৫৬
মহোদধিবটী	২৫৬
বিজয়রসঃ	২৫৭
বীরভদ্রাভ্রকম্	২৫৭
রসরাক্ষসঃ	২৫৭
ত্রিফলালৌহম্	২৫৮
বিশ্বোদ্দীপকাভ্রম্	২৫৮
অগ্নিঘৃতম্	২৫৮
অগ্নিকরঘৃতম্	২৫৯
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২৫৯
ক্রিমিরোগাধিকার	
ক্রিমিনিদানম্	২৬১
ক্রিমিরোগ-চিকিৎসা	২৬৩
পারসীয়াদি চূর্ণম্	২৬৪
দাড়িমাদিকষায়ঃ	২৬৫
মুস্তাদিকষায়ঃ	২৬৫
পারিভদ্রাবলেহঃ	২৬৫
রসপ্রয়োগঃ	২৬৬
ক্রিমিকালানলো রসঃ	২৬৬
ক্রিমিমুদগরো রসঃ	২৬৬
ক্রিমিবিনাশো রসঃ	২৬৬
ক্রিমিহরো রসঃ	২৬৭
ক্রিমিরোগারিরসঃ	২৬৭
কীটমর্দ্দো রসঃ	২৬৭
ক্রিমিঘ্নো রসঃ	২৬৭
বিড়ঙ্গলৌহম্	২৬৭
ক্রিমিঘাতিনী গুড়িকা	২৬৮
ত্রিফলাদ্যং ঘৃতম্	২৬৮
বিড়ঙ্গঘৃতম্	২৬৮

বিষয়	
	২৬৮
ধুস্তুর তৈলম্	২৬৯
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২৬৯
পাণ্ডুরোগাধিকার	
পাণ্ডুরোগ-নিদানম্	২৭০
পাণ্ডুরোগ-চিকিৎসা	২৭১
ফলত্রিকাদিকষায়ঃ	২৭২
য়ঃ	২৭২
াগঃ	২৭৩
কামলানিদানম্	২৭৩
কামলা-চিকিৎসা	২৭৩
কুম্ভকামলাদিনিদানম্	২৭৫
কুম্ভকামলা-চিকিৎসা	২৭৫
হলীমকনিদানম্	২৭৫
হলীমক-চিকিৎসা	২৭৫
যোগরাজঃ	২৭৬
আমলক্যবলেহঃ	২৭৬
ধাত্র্যরিষ্টঃ	২৭৬
নবায়স চূর্ণম্	২৭৭
নিশালৌহম্	২৭৭
ত্রিকত্রয়াদ্যং লৌহম্	২৭৭
	২৭৭
বিড়ঙ্গাদিলৌহম্	২৭৮
অষ্টাদশাঙ্গলৌহম্	২৭৮
দার্ব্ব্যাদিলৌহম্	২৭৮
বজ্রবটকমণ্ডুরম্	২৭৮
পুনর্নবাদিমণ্ডুরম্	২৭৯
পঞ্চামৃত লৌহমণ্ডুরম্	২৭৯
ত্র্যাষণাদি মণ্ডুরম্	২৭৯
ত্রৈলোক্যসুন্দরো রসঃ	২৮০
চন্দ্রসূর্য্যাত্মকো রসঃ	২৮০

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রাণবল্লভো রসঃ	২৮১
পঞ্চাননবটী	২৮১
পাণ্ডুসূদনো রসঃ	২৮১
পাণ্ডুপঞ্চাননো রসঃ	২৮২
আনন্দোদয়ো রসঃ	২৮২
অমৃতলতাদ্যং ঘৃতম্	২৮২
হরিদ্রাদ্যং ঘৃতম্	২৮২
মূর্ব্বাদ্যং ঘৃতম্	২৮৩
ব্যোষাদ্যং ঘৃতম্	২৮৩
দ্রাক্ষা ঘৃতম্	২৮৩
পুনর্নবাতৈলম্	২৮৩
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২৮৪

রক্তপিত্তরোগাধিকার

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
রক্তপিত্তনিদানম্	২৮৫
রক্তপিত্ত-চিকিৎসা	২৮৬
ধন্যাকাদিহিমঃ	২৮৮
হ্রীবেরাদিক্বাথঃ	২৮৮
অটরূষকাদিক্বাথঃ	২৮৮
বাসকক্বাথঃ	২৮৮
উশীরাদিচূর্ণম্ (দাহতৃষ্ণাদৌ)	২৯১
এলাদিগুড়িকা	২৯১
খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহঃ	২৯১
বৃহৎকুষ্মাণ্ডাবলেহঃ	২৯২
কুষ্মাণ্ডখণ্ডঃ	২৯৩
বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ডঃ	২৯৩
বাসাখণ্ডঃ	২৯৪
রসপ্রয়োগঃ	২৯৪
অর্কেশ্বরঃ	২৯৪
রক্তপিত্তান্তকো রসঃ	২৯৫
রসামৃতরসঃ	২৯৫
সুধানিধি রসঃ	২৯৫
কপর্দ্দকো রসঃ	২৯৫

বিষয়	পৃ
শর্করাদ্যং লৌহম্	২৯৬
সমশর্করং লৌহম্	২৯৬
শতমূল্যাদি লৌহম্	২৯৬
খণ্ডকাদ্যং লৌহম্	২৯৬
উশীরাসবঃ	২৯৭
বাসাঘৃতম্	২৯৮
দূর্ব্বাদ্যং ঘৃতম্	২৯৮
সপ্তপ্রস্থঘৃতম্	২৯৮
হ্রীবেরাদ্যং তৈলম্	২৯৮
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	২৯৯

রাজযক্ষ্মরোগাধিকার

বিষয়	পৃ
রাজযক্ষ্মক্ষতক্ষীণনিদানম্	৩০১
রাজযক্ষ্ম-চিকিৎসা	৩০২
ব্যবায়াদিহেতুকশোষনিদানম্	৩০৪
ব্যবায়শোষ-চিকিৎসা	৩০৫
শোকশোষ-চিকিৎসা	৩০৫
ব্যায়ামশোষ-চিকিৎসা	৩০৫
অধ্বশোষ-চিকিৎসা	৩০৫
ব্রণশোষ-চিকিৎসা	৩০৫
উরঃক্ষতনিদানম্	৩০৫
উরঃক্ষত-চিকিৎসা	৩০৬
বলাদিচূর্ণম্	৩০৬
চূর্ণপ্রকরণম্	৩০৭
লবঙ্গাদিচূর্ণম্	৩০৭
শৃঙ্গ্যর্জ্জুনাদ্যচূর্ণম্	৩০৭
ত্রিকট্বাদি চূর্ণম্	৩০৭
এলাদি চূর্ণম্	৩০৭
জাতীফলাদিচূর্ণম্	৩০৮
কর্পূরাদ্যং চূর্ণম্ (হৃদয়দাহে)	৩০৮
সপ্তদশাঙ্গঃ	৩০৮
ত্রয়োদশাঙ্গঃ	৩০৯
সিতোপলাদিলেহঃ	৩০৯

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বাসাবলেহঃ	৩০৯
বৃহদ্‌বাসাবলেহঃ	৩১০
বৃহদ্‌বাসাবলেহঃ (রসার্ণবস্য)	৩১০
অমৃতপ্রাশাবলেহঃ	৩১০
চ্যবনপ্রাশঃ	৩১১
দ্রাক্ষারিষ্টঃ	৩১২
যক্ষ্মারিলৌহম্‌	৩১২
রাস্নাদিলৌহম্‌	৩১২
শিলাজত্বাদি লৌহম্‌	৩১৩
বিন্ধ্যবাসি যোগঃ	৩১৩
কনকসুন্দরো রসঃ	৩১৩
বৃহচ্চন্দ্রামৃতো রসঃ	৩১৪
ক্ষয়কেশরী	৩১৪
ক্ষয়কেশরী (মতান্তরে)	৩১৪
চূড়ামণি রসঃ	৩১৫
মৃগাঙ্কো রসঃ	৩১৫
মহামৃগাঙ্কো রসঃ	৩১৬
রাজমৃগাঙ্করসঃ	৩১৬
মহাভ্রবটী	৩১৭
কাঞ্চনাভ্ররসঃ	৩১৭
বৃহৎকাঞ্চনাভ্ররসঃ	৩১৮
কল্যাণসুন্দরাভ্রম্‌	৩১৮
রসেন্দ্রগুড়িকা	৩১৮
বৃহদ্‌ রসেন্দ্রগুড়িকা	৩১৯
লোকেশ্বরপোট্টলীরসঃ	৩১৯
হেমগর্ভপোট্টলীরসঃ	৩২০
রত্নগর্ভপোট্টলী রসঃ	৩২০
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো রসঃ	৩২১
পারাশরঘৃতম্‌	৩২১
অজাপঞ্চকঘৃতম্‌	৩২১
বলাগর্ভং ঘৃতম্‌	৩২২
জীবন্ত্যাদ্যঘৃতম্‌	৩২২
অমৃতপ্রাশঘৃতম্‌	৩২২

বিষয়	পৃষ্ঠ
বৃহচ্চন্দনাদি তৈলম্‌	৩২৩
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	৩২৩
কাসরোগাধিকার	
কাসনিদানম্‌	৩২৫
বাতজকাসলক্ষণম্‌	৩২৬
বাতজকাস-চিকিৎসা	৩২৬
অপরাজিতাদিলেহঃ	৩২৬
পিত্তকাসলক্ষণম্‌	৩২৬
পিত্তজকাস-চিকিৎসা	৩২৭
কফজকাসলক্ষণম্‌	৩২৮
কফজকাস-চিকিৎসা	৩২৮
ক্ষতজকাসনিদানম্‌	৩২৯
ক্ষতজকাস-চিকিৎসা	৩২৯
ক্ষয়জকাসনিদানম্‌	৩২৯
ক্ষয়জকাস-চিকিৎসা	৩৩০
কাসস্য সাধারণ-চিকিৎসা	৩৩০
কটফলাদিঃ	৩৩০
হরীতক্যাদিগুড়িকা	৩৩১
মরিচাদিগুড়িকা	৩৩১
মরিচাদ্যং চূর্ণম্‌	৩৩১
সমশর্করচূর্ণম্‌	৩৩২
এলাদিচূর্ণম্‌	৩৩২
ব্যাঘ্রীহরীতকী	৩৩২
অগস্ত্যহরীতকী	৩৩২
বৃহদ্বাসাবলেহঃ	৩৩৩
তালীশাদ্যং চূর্ণং গুড়িকা চ	৩৩৩
ধূমপানবিধিঃ	৩৩৪
রসপ্রয়োগঃ	৩৩৫
পঞ্চামৃতরসঃ	৩৩৫
পুরন্দরবটী	৩৩৫
চন্দ্রামৃতা বটী (চন্দ্রামৃতরসঃ)	৩৩৫
কাসান্তকো রসঃ	৩৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
কাসকুঠারঃ	৩৩৬
কাসসংহারভৈরবো রসঃ	৩৩৬
পিত্তকাসান্তকো রস	৩৩৭
অমৃতার্ণবরসঃ	৩৩৭
মহাকালেশ্বরো রসঃ	৩৩৭
জয়াগুড়িকা	৩৩৭
বৃহদ্রসেন্দ্রগুড়িকা	৩৩৮
ভাগোত্তরগুড়িকা	৩৩৮
শৃঙ্গারাভ্রম্ সার্ব্বভৌমরসঃ বৃহচ্ছৃঙ্গারাভ্রম্	৩৩৯
শ্রীডামরানন্দাভ্রম্	৩৪০
বিজয়ভৈরবরসঃ	৩৪০
কাসলক্ষ্মীবিলাসঃ	৩৪০
মহোদধিঃ	৩৪১
সমশর্কর লৌহম্	৩৪১
বসন্ততিলকরসঃ	৩৪২
কন্টকারীঘৃতম্	৩৪২
বৃহৎকন্টকারীঘৃতম্	৩৪২
দশমূলঘৃতম্	৩৪২
দশমূলাদ্যং ঘৃতম্	৩৪৩
দশমূলষট্পলকং ঘৃতম্	৩৪৩
চন্দনাদ্য তৈলম্	৩৪৩
বাসাচন্দনাদ্য তৈলম্	৩৪৩
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	৩৪৪
হিক্কাশ্বাসরোগাধিকার	
হিক্কাশ্বাসনিদানম্	৩৪৬
হিক্কাশ্বাস-চিকিৎসা	৩৪৭
ধূমপ্রয়োগঃ	৩৪৯
শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণম্	৩৫০
হরিদ্রাদিচূর্ণম্	৩৫০
ভার্গীগুড়ঃ	৩৫১
ভার্গীশর্করা	৩৫১
শৃঙ্গীগুড়ঘৃতম্	৩৫২
বিজয়বটী	৩৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ডামরেশ্বরাভ্রম্	৩৫৩
পিপ্পল্যাদ্যং লৌহম্	৩৫৩
মহাশ্বাসারি লৌহম্	৩৫৪
শ্বাসকুঠারো রসঃ	৩৫৪
তন্ত্রান্তরোক্তঃ শ্বাসকুঠারো রসঃ	৩৫৪
শ্বাসভৈরবো রসঃ	৩৫৫
সূর্য্যাবর্ত্তো রসঃ	৩৫৫
শ্বাসচিন্তামণিঃ	৩৫৫
হিংস্রাদ্যং ঘৃতম্	৩৫৫
তেজোবত্যাদ্যং ঘৃতম্	৩৫৬
কনকাসবঃ	৩৫৬
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	৩৫৬
স্বরভেদাধিকার	
স্বরভেদনিদানম্	৩৫৯
স্বরভেদ-চিকিৎসা	৩৬০
মৃগনাভ্যাদিরবলেহঃ	৩৬১
চব্যাদি চূর্ণম্	৩৬১
নিদিগ্ধিকাবলেহঃ	৩৬১
কল্যাণাবলেহঃ	৩৬২
ভৈরবো রসঃ	৩৬২
ত্র্যম্বকাভ্রম্	৩৬২
ব্যাঘ্রীঘৃতম্	৩৬৩
সারস্বতঘৃতম্ (ব্রাহ্মীঘৃতম্)	৩৬৩
ভৃঙ্গরাজাদ্যং ঘৃতম্	৩৬৩
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	৩৬৪
অরোচকাধিকার	
অরোচকনিদানম্	৩৬৫
অরোচক-চিকিৎসা	৩৬৬
দাড়িমাদি চূর্ণম্	৩৬৭
যমানীষাড়বঃ	৩৬৭
কলহংসম্	৩৬৮
তিন্তিড়ীপানকম্	৩৬৮

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
আর্দ্রকমাতুলুঙ্গাবলেহঃ	৩৬৮
রসালা	৩৬৮
সুলোচনাভ্রম্	৩৬৯
সুধানিধিরসঃ	৩৬৯
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	৩৬৯
ছর্দ্দি-রোগাধিকার	
ছর্দ্দিনিদানম্	৩৭১
বাতজচ্ছর্দ্দিলক্ষণম্	৩৭২
বাতজচ্ছর্দ্দিচিকিৎসা	৩৭২
পিত্তজচ্ছর্দ্দিলক্ষণম্	৩৭২
পিত্তজচ্ছর্দ্দিচিকিৎসা	৩৭২
কফজচ্ছর্দ্দিলক্ষণম্	৩৭৩
কফজচ্ছর্দ্দিচিকিৎসা	৩৭৩
ত্রিদোষজচ্ছর্দ্দিলক্ষণম্	৩৭৪
ত্রিদোষজচ্ছর্দ্দিচিকিৎসা	৩৭৪
বীভৎসজাদিচ্ছর্দ্দিলক্ষণম্	৩৭৫
বীভৎসজাদিচ্ছর্দ্দিচিকিৎসা	৩৭৫
এলাদি চূর্ণম্	৩৭৬
রসেন্দ্রঃ	৩৭৬
বমনামৃতরসঃ	৩৭৬
বৃষধ্বজরসঃ	৩৭৬
পদ্মকাদ্যং ঘৃতম্	৩৭৬
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	৩৭৭
তৃষ্ণারোগাধিকার	
তৃষ্ণানিদানন্	৩৭৮
বাতজতৃষ্ণালক্ষণম্	৩৭৯
বাতজতৃষ্ণাচিকিৎসা	৩৭৯
পিত্তজতৃষ্ণালক্ষণম্	৩৭৯
পিত্তজতৃষ্ণাচিকিৎসা	৩৭৯
কফজতৃষ্ণালক্ষণম্	৩৮০
কফজতৃষ্ণাচিকিৎসা	৩৮০
ক্ষতজক্ষয়জামজান্নজতৃষ্ণালক্ষণম্	৩৮১
ক্ষতজাদিতৃষ্ণাচিকিৎসা	৩৮১
রসাদি চূর্ণম্	৩৮৩
মহোদধিরসঃ	৩৮৩
কুমুদেশ্বরো রসঃ	৩৮৪
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	৩৮৪
মূর্চ্ছারোগাধিকার	
মূর্চ্ছানিদানম্	৩৮৬
মূর্চ্ছারোগ-চিকিৎসা	৩৮৮
ভ্রমনিদ্রাতন্দ্রালক্ষণম্	৩৮৯
ভ্রমচিকিৎসা	৩৮৯
নিদ্রা-তন্দ্রা-চিকিৎসা	৩৯০
সন্ন্যাসনিদানম্	৩৯০
সন্ন্যাস-চিকিৎসা	৩৯১
মূর্চ্ছান্তকো রসঃ	৩৯১
অশ্বগন্ধারিষ্টঃ	৩৯১
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	৩৯২
মদাত্যয়াদিরোগাধিকার	
মদাত্যয়াদিনিদানপূর্ব্বকলক্ষণম্	৩৯৪
মদাত্যয়াদিচিকিৎসা	৩৯৫
অষ্টাঙ্গলবণম্	৩৯৭
কোদ্রবাদিমদ-চিকিৎসা	৩৯৭
ফলত্রিকাদ্যচূর্ণম	৩৯৮
এলাদ্যো মোদকঃ	৩৯৮
মহাকল্যাণবটী	৩৯৯
পুনর্নবাদ্যং ঘৃতম্	৩৯৯
বৃহদ্ধাত্রীতৈলম্	৩৯৯
শ্রীখণ্ডাসবঃ	৪০০
পথ্যাপথ্যবিধিঃ	৪০০

আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ

পরার্দ্ধম্

চিকিৎসা-প্রকরণম্

জ্বরাধিকার

দক্ষাপমানসংক্রুদ্ধ-রুদ্রনিশ্বাসসম্ভবঃ। জ্বরোঽষ্টধা পৃথগ্‌দ্বন্দ্ব-সংঘাতাগন্তুজঃ স্মৃতঃ।।
জ্বরোৎপত্তি—মহাদেব দক্ষাপমানে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই নিঃশ্বাস হইতেই জ্বরের প্রথম সৃষ্টি হয়। জ্বর আট প্রকার, যথা—পৃথগ্‌জ অর্থাৎ বাতজ, পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ, দ্বন্দ্বজ অর্থাৎ বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ এবং সন্নিপাতজ ও আগন্তুজ।

জ্বরসংপ্রাপ্তিঃ

মিথ্যাহারবিহারাভ্যাং দোষা হ্যামাশয়াশ্রয়াঃ। বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরদাঃ স্যুরসানুগাঃ।।
অবিহিত আহার-বিহারাদি দ্বারা বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া আমাশয় নামক স্থানে গমন করে, তথায় আমরসকে দূষিত ও কোষ্ঠের অগ্নিকে বাহিরে নিক্ষিপ্ত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। অগ্নি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়াই ত্বক্ উষ্ণ হইয়া থাকে।

জ্বরলক্ষণম্

স্বেদবরোধঃ সন্তাপঃ সর্ব্বাঙ্গগ্রহণং তথা। যুগপদ্‌যত্র রোগে চ স জ্বরো ব্যপদিশ্যতে।।
যে রোগে একদা ঘর্ম্মরোধ, সন্তাপ ও সর্ব্বাঙ্গবেদনা লক্ষিত হয়, তাহার নাম জ্বর। ''কিন্তু সন্তাপই জ্বরের প্রধান লক্ষণ।''

জ্বরচিকিৎসা-সাধারণবিধিঃ

অংশাংশং যত্র দোষাণাং বিবেক্তুং নৈব শক্নুয়াৎ। ক্রিয়াং সাধারণীং তত্র বিদধীত চিকিৎসকঃ।।

যে স্থলে দোষের (বায়ু, পিত্ত, কফের) প্রাবল্য কিংবা খর্ব্বতা বুঝিতে পারা না যায়, সে স্থলে সাধারণ বিধি অনুসারে চিকিৎসা করিবে।

নবজ্বরে দিবাস্বপ্ন-স্নানাভ্যঙ্গান্নমৈথুনম্। ক্রোধপ্রবাতব্যায়াম-কষায়াংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।। ফাণ্টাদীনাং প্রয়োগস্তু ন নিষিদ্ধঃ কদাচন।।

নবজ্বরে দিবানিদ্রা, স্নান, তৈলাদিমর্দ্দন, গুরু অন্ন ভোজন, মৈথুন, ক্রোধ, প্রবল বায়ু সেবন, ব্যায়াম ও কষায় পরিবর্জ্জন করিবে। কিন্তু ফাণ্টাদির প্রয়োগ কোন অবস্থাতেই নিষিদ্ধ নহে।

ন দ্বিরদ্যান্ন পূর্ব্বাহ্নে নাভিষ্যন্দি কদাচন। ন নক্তং ন গুরুপ্রায়ং ভুঞ্জীত তরুণজ্বরী।। পরিষেকান্ প্রদেহাংশ্চ স্নেহান্ সংশোধনানি চ। দিবাস্বপ্নং ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং শিশিরং জলম্।। ক্রোধ-প্রবাত ভোজ্যানি বর্জ্জয়েৎ তরুণজ্বরী। শোষচ্ছর্দ্দিমদান্ মূর্চ্ছা ভ্রমতৃষ্ণাদ্যারোচকান্। প্রাপ্নোত্যুপদ্রবানেতান্ পরিষেকাদিসেবনাৎ।।

দ্বির্ভোজন, প্রাতঃকালে ও রাত্রিতে ভোজন, শ্লেষ্মবৃদ্ধিকারক এবং গুরুপাক ভোজন করা তরুণজ্বরে কর্ত্তব্য নহে। জলাভিষেক, গাত্রে চন্দনাদি প্রলেপ, স্নেহপান (অভ্যঙ্গ), সংশোধন অর্থাৎ বমন বিরেচন বস্তি ও শিরোবিরেচনরূপ সম্যক্ শোধন, দিবানিদ্রা, মৈথুন, ব্যায়াম, শীতলজল, ক্রোধ, অধিক বায়ুসেবন ও ভোজ্য দ্রব্য, তরুণজ্বরী এই সমুদয় পরিবর্জ্জন করিবে। উল্লিখিত নিষিদ্ধ ক্রিয়া পরিত্যাগ না করিলে মুখশোষ, বমি, মত্ততা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, তৃষ্ণা ও অরুচি, এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়।

সামান্যতো জ্বরী পূর্ব্বং নির্ব্বাতে নিলয়ে বসেৎ। নির্ব্বাতমায়ুষো বৃদ্ধিমারোগ্যং কুরুতে যতঃ।। ব্যজনস্যানিলস্তৃষ্ণা-স্বেদমূর্চ্ছাশ্রমাপহঃ। নবজ্বরী ভবেদ্ যত্নাদ্ গুর্ব্বুষ্ণবসনাবৃতঃ।।

জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি বায়ুশূন্য গৃহে বাস করিবে, কারণ তদ্দারা আয়ুর বৃদ্ধি ও আরোগ্য লাভ হয়। বায়ুর প্রয়োজন হইলে পাখা দ্বারা বাতাস করিবে। পাখার বায়ু—তৃষ্ণা, ঘর্ম্মনির্গম, মূর্চ্ছা ও শ্রম অপনোদন করে। তরুণজ্বরে স্থূল ও উষ্ণ বস্ত্রে শরীর আবৃত করিয়া রাখিবে।

দোষেঽল্পে লঙ্ঘনং পথ্যং মধ্যে লঙ্ঘনপাচনম্। প্রভূতে শোধনং তচ্চ মূলাদুন্মূলয়েন্মলান্।।

পীড়া অল্পদোষবিশিষ্ট হইলে শুদ্ধ লঙ্ঘন, মধ্যবিধ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অধিক দোষবিশিষ্ট হইলে লঙ্ঘন ও পাচন এবং প্রভূত দোষবিশিষ্ট হইলে শোধন (বিরেচনাদি) ব্যবস্থেয়। শোধনক্রিয়া দ্বারা মল সমস্ত একেবারে নির্ম্মূল অর্থাৎ দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া যায় (কিন্তু রোগির অবস্থা ও বলাবল বিবেচনা করিয়া এবং যে যে স্থলে শোধন নিষেধ, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বমন বিরেচনাদি শোধনক্রিয়া কর্ত্তব্য)।

আমাশয়স্থো হত্বাগ্নিং সামো মার্গান্ পিধাপয়ন্। বিদধাতি জ্বরং দোষস্তস্মাল্লঙ্ঘনমাচরেৎ।।

আমযুক্ত দোষ (বায়ু, পিত্ত ও কফ) আমাশয়স্থ হইয়া অগ্নিমান্দ্য ও শরীরের রসবহ এবং ঘর্ম্মবহ পথসকলকে অবরোধ করিয়া জ্বরোৎপাদন করে। এই জন্য নবজ্বরে উপবাস দেওয়া উচিত।

অনবস্থিতদোষাগ্নের্লঙ্ঘনং দোষপাচনম্। জ্বরঘ্নং দীপনং কাঙ্ক্ষারুচিলাঘবকারকম্।।

দোষ ও অগ্নি স্বস্থানে অবস্থিত না হওয়াতে জ্বর উৎপন্ন হয়, এইরূপ অবস্থায় লঙ্ঘন দিলে

দোষের পরিপাক, জ্বরনাশ, অগ্নিবৃদ্ধি, ভোজনে ইচ্ছা, রুচি ও শরীরের লঘুতা জন্মিয়া থাকে।

প্রাণাবিরোধিনা চৈনং লঙ্ঘনেনোপপাদয়েৎ। বলাধিষ্ঠানমারোগ্যং যদর্থোঽয়ং ক্রিয়াক্রমঃ।।

রোগির বল বিবেচনা করিয়া উপবাস করাইবেন। বলক্ষয়কারী লঙ্ঘন অনুচিত, কারণ বলাধানই আরোগ্যের প্রধান অবলম্বন এবং আরোগ্যের জন্যই এই চিকিৎসাক্রম উক্ত হইয়াছে।

বাতমূত্রপুরীষাণাং বিসর্গে গাত্রলাঘবে। হৃদয়োদগারকণ্ঠাস্য-শুদ্ধৌ তন্দ্রাক্লমে গতে।। স্বেদে জাতে রুচৌ চাপি ক্ষুৎপিপাসাসহোদয়ে। কৃতং লঙ্ঘনমাদেশ্যং নির্ব্ব্যথে চান্তরাত্মনি।।

যখন অধোবায়ু, মল ও মূত্র প্রবর্ত্তিত, গাত্র লঘু, হৃদয় উদগার কণ্ঠ ও মুখ বিশুদ্ধ, তন্দ্রা ও ক্লান্তি অপগত, ঘর্ম্ম উদ্ভূত, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সহিত রুচি সঞ্জাত এবং চিত্ত প্রসন্ন হইবে, তখনই জানিবে রোগিকে যথোপযুক্ত উপবাস দেওয়ান হইয়াছে, আর অধিক লঙ্ঘনের প্রয়োজন নাই, তখন বলরক্ষার নিমিত্ত আহারাদির ব্যবস্থা করিবে।

পর্ব্বভেদোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ কাসঃ শোষো মুখস্য চ। ক্ষুৎপ্রণাশোঽরুচিস্তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং শ্রোত্রনেত্রয়োঃ।। মনসঃ সম্ভ্রমোঽতীক্ষ্ণমূর্দ্ধবাতস্তমো হৃদি। দেহাগ্নিবলহানিশ্চ লঙ্ঘনেঽতিকৃতে ভবেৎ।।

অতিরিক্ত উপবাসে রোগির হস্তাদিতে খাল্‌ধরা, সর্ব্বশরীরে বেদনা, কাস, মুখশোষ, অক্ষুধা, অরুচি, তৃষ্ণা, দর্শন ও শ্রবণশক্তির হ্রাস, মনের চাঞ্চল্য ও উদগারাদির বাহুল্য, মোহ এবং শরীরের দুর্ব্বলতা ও অগ্নির তেজোহ্রাস হইয়া যায়।

কফোৎক্লেশঃ সহৃল্লাসঃ ষ্ঠীবনঞ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ। কণ্ঠাস্যহৃদয়াশুদ্ধিস্তন্দ্রা স্যাদ্ হীনলঙ্ঘনে।।

উপবাস অপূর্ণ হইলে কফোৎক্লেশ (বমনের নিমিত্ত কফের উপস্থিতি), হৃল্লাস (গা বমি-বমি করা), মুহুর্ম্মুহুঃ ষ্ঠীবন (হৃদয় হইতে কফ নির্গম), তন্দ্রা এবং কণ্ঠ মুখ ও হৃদয়ের অবিশুদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

জ্বরে লঙ্ঘনমেবাদাবুপদিষ্টমৃতে জ্বরাৎ। ক্ষয়ানিলভয়ক্রোধ-কামশোকশ্রমোদ্ভবাৎ।।

ধাতুক্ষয়কৃতজ্বর, নিরাম বাতজ্বর এবং ভয়, ক্রোধ, কাম, শোক ও শ্রমজনিত জ্বর ভিন্ন অন্য জ্বরের প্রথমাবস্থায় উপবাস দেওয়া কর্ত্তব্য।

তৎ তু মারুতক্ষুত্তৃষ্ণা-মুখশোষভ্রমান্বিতে। কার্য্যং ন বালে ন বৃদ্ধে ন গর্ভিণ্যাং ন দুর্ব্বলে।।

কিন্তু বায়ুগ্রস্ত এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মুখশোষ ও ভ্রমার্ত্ত ব্যক্তিকে, বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী ও দুর্ব্বলকে উপবাস দেওয়াইবে না।। বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাদিগকে লঘু পথ্য দিবে।

সদ্যোভুক্তস্য বা জাতে জ্বরে সন্তর্পণোত্থিতে। বমনং বমনার্হস্য শস্তমিত্যাহ বাগ্‌ভটঃ।।

বাগ্‌ভট কহিয়াছেন, আহার বা স্নানাদি করিয়া জ্বর হইলে, রোগী যদি বমনার্হ হয়, অর্থাৎ শিশু, দুর্ব্বল ও গর্ভিণী না হয়, তাহা হইলে বমন করানই প্রশস্ত।

কফপ্রধানানুৎক্লিষ্টান্ দোষানামাশয়স্থিতাম্। বুদ্ধা জ্বরকরান্ কালে বম্যানাং বমনৈর্হরেৎ।।

আমাশয়স্থ কফপ্রধান জ্বরকারক দোষসকল যদি উৎক্লিষ্ট অর্থাৎ স্বস্থান হইতে বহির্গমনোন্মুখ এবং রোগীও যদি বমনযোগ্য হয়, তাহা হইলে যথোপযুক্ত সময়ে বমন করাইবে।

অনুপস্থিতদোষাণাং বমনং তরুণে জ্বরে। হৃদ্রোগং শ্বাসমানাহং মোহঞ্চ কুরুতে ভৃশম্॥ উপরোক্ত কারণ ব্যতীত নবজ্বরে বমন করাইলে হৃদ্রোগ, শ্বাস, আনাহ (মলমূত্ররোধক রোগ) ও মোহ জন্মিয়া থাকে।

যথর্ত্তু পক্বপানীয়ং পিবেৎ কিঞ্চিন্নিবারয়ন্। তৃষ্ণা গরীয়সী ঘোরা সদ্যঃপ্রাণবিনাশিনী। তস্মাদ্দেয়ং তৃষার্ত্তায় পানীয়ং প্রাণধারণম্॥

যে যে ঋতুতে যে যে প্রণালীতে জল পাকের ব্যবস্থা আছে, তদ্রূপ জল সিদ্ধ করিয়া রোগিকে অল্পপরিমাণে খাইতে দিবে (অথবা সকল ঋতুতেই অর্দ্ধাবশিষ্ট বা ত্রিপাদাবশিষ্ট করিয়া জল প্রদান করিবে)। অতিশয় তৃষ্ণায় জল না খাইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। অতএব রোগিকে প্রাণধারণোপযোগী অল্প জল পান করিতে দিবে।

তৃষ্যতে সলিলং চোষ্ণং দদ্যাৎ বাতকফজ্বরে। মদ্যোত্থে পৈত্তিকে বাপি শীতলং তিক্তকৈঃ শৃতম্॥

বাতশ্লেষ্মজ্বরে তৃষ্ণানিবারণার্থ রোগিকে উষ্ণজল পান করিতে দিবে। মদ্যপানজনিত বা পৈত্তিক জ্বরে, নিম্নলিখিত ষড়ঙ্গ অথবা মুস্তক প্রভৃতি তিক্তদ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া, ঐ জল শীতল হইলে পানার্থ প্রয়োগ করিবে (ইহাতে অগ্নির দীপ্তি ও পরিপাকশক্তি বর্দ্ধিত হয়)।

ষড়ঙ্গপানীয়ম্

মুস্তপর্পটকোশীর-চন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ। শৃতশীতং জলং দদ্যাৎ পিপাসাজ্বরশান্তয়ে॥

মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, বেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ মিলিত ২ তোলা কুটিয়া ৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২ সের থাকিতে নামাইবে এবং বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইয়া রোগিকে পান করিতে দিবে। ইহাতে পিপাসাজ্বর প্রশমিত হইবে।

জ্বরিতং ষড়হেতীতে লঘ্বন্নপ্রতিভোজিতম্। পাচনং শমনীয়ং বা কষায়ং পায়য়েৎ তু তম্॥ সপ্তাহাৎ পরতোঽস্তব্ধে সামে স্যাৎ পাচনং জ্বরে। নিরামে শমনং স্তব্ধে সামে নৌষধাচরেৎ॥

ছয় দিনের পর অর্থাৎ জ্বরের সপ্তম দিবসে রোগিকে লঘু পথ্য দিয়া, তৎপর দিন পাচন বা শমন কষায় পান করাইবে। অর্থাৎ সাত দিনের পর যদি রসের পরিপাক না হয় অথচ মলমূত্রাদির প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে পাচন কষায়, আর যদি মলমূত্রাদির নিঃসরণ এবং রসেরও পরিপাক হয়, তাহা হইলে শমন কষায় ব্যবস্থেয়। কিন্তু যদি রসের পরিপাক ও মলমূত্রাদির নিঃসরণ উভয়ই না হয়, তাহা হইলে জ্বরঘ্ন কোন ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া যাহাতে দোষের পাক ও মলমূত্রের প্রবৃত্তি হয়, এরূপ কষায় ব্যবস্থা করিবে। রোগ যদি অতি ভয়ঙ্কর বা আশু মারাত্মক হয়, তাহা হইলে অচির-জ্বরিতকেও লঘুবীর্য্য ঔষধ দিবার বিধান আছে, তথায় সপ্তাহকাল অপেক্ষা করিতে হইবে না। ১৬ গুণ জল দ্বারা ক্বাথ্য সিদ্ধ করিয়া (অনুক্ত স্থলে ক্বাথ্যদ্রব্য দুই তোলা লইবে) চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইবে, তাহাকে কষায়, ক্বাথ বা পাচন

বলা যায়]।

আমপচ্যমানপক্কজ্বর-লক্ষণানি

লালাপ্রসেকো হৃল্লাস-হৃদয়াশুদ্ধ্যরোচকাঃ। তন্দ্রালস্যাবিপাকাস্য-বৈরস্যং গুরুগাত্রতা।। ক্ষুন্নাশো বহুমূত্রত্বং স্তব্ধতা বলবান্ জ্বরঃ। আমজ্বরস্য লিঙ্গানি ন দদ্যাত্তত্র ভেষজম্। ভেষজং হ্যামদোষস্য ভূয়ো জ্বলয়তি জ্বরম্।।

চিকিৎসার জন্য জ্বরের অপক্ক, পচ্যমান এবং পক্ক লক্ষণ বিবেচনা করিবে। লালাস্রাব, বমনোদ্বেগ, হৃদয়ের অশুদ্ধি অর্থাৎ বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মাধিক্য, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, অপরিপাক, মুখের বিরসতা, গাত্রগুরুতা, ক্ষুধানাশ, মূত্রবাহুল্য, শরীরের স্তব্ধতা ও অতিশয় জ্বরবেগ, এই সকল লক্ষণ জ্বরের অপক্কাবস্থায় দৃষ্ট হয়। অপক্কজ্বরে ঔষধ সেবন করা বিধেয় নহে , ঔষধ সেবন করিলে জ্বরের বেগ আরও বর্দ্ধিত হয়।

জ্বরবেগোঽধিকস্তৃষ্ণা প্রলাপঃ শ্বসনং ভ্রমঃ। মলপ্রবৃত্তিরুৎক্লেশঃ পচ্যমানস্য লক্ষণম্।।

অত্যন্ত জ্বরবেগ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, মলনির্গম ও বমনবেগ, এই সমস্ত লক্ষণ জ্বরের পচ্যমান অবস্থায় দেখা যায়।

ক্ষুৎ ক্ষামতা লঘুত্বং চ গাত্রাণাং জ্বরমার্দ্দবম্। দোষপ্রবৃত্তিরষ্টাহো নিরামজ্বরলক্ষণম।।

ক্ষুধা, শরীরের কৃশতা, গাত্রের লঘুতা, জ্বরের মৃদুতা, বায়ু পিত্ত কফ ও মলের নিঃসরণ এবং অষ্টাহকাল, এইগুলি জ্বরের পক্ক লক্ষণ।

বমিতং লঙ্ঘিতং কালে যবাগূভিরুপাচরেৎ। যথাস্বৌষধসিদ্ধাভির্মণ্ডপূর্ব্বাভিরাদিতঃ।।

রোগির অবস্থাবিশেষে কখন বমন, কখন উপবাস, কখন কখন বমন ও উপবাস, এই সকল দ্বারা সম্যক্‌রূপে দোষের পরিপাক হইলে আহার দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু একেবারে গুরুদ্রব্য ভোজন করিতে না দিয়া প্রথমতঃ মণ্ড, তৎপরে যবাগূ (পেয়া ও বিলেপী, এই দ্বিবিধ যবাগূ এস্থলে যথাক্রমে ব্যবহার্য্য বুঝিতে হইবে) দেওয়া উচিত, অপিচ যে যে জ্বরে যে যে ঔষধের বিধি আছে, সেই সেই ঔষধ দ্বারা অথবা দোষের প্রকোপ বুঝিয়া যে যে ঔষধ যে যে দোষের পাচক, সেই সেই ঔষধ দ্বারা উক্ত মণ্ডাদি সিদ্ধ করিতে হইবে।

লাজপেয়াং সুখজরাং পিপ্পলীনাগরৈঃ শৃতাম্। পিবেজ্জ্বরী জ্বরহরাং ক্ষুদ্বানল্পাগ্নিরাদিতঃ।।

ক্ষুধার্ত্ত জ্বররোগী অগ্নির অল্পতা হেতু প্রথমে পিপুল ও শুঁঠের ক্কাথে প্রস্তুত লাজপেয়া (খৈ-এর মণ্ড) ভক্ষণ করিতে পারিবে, যেহেতু তাহা জ্বরনাশক এবং অনায়াসেই জীর্ণ হয়।

পেয়াং বা রক্তশালীনাং পার্শ্ববস্তিশিরোরুজি। শ্বদংষ্ট্রাকণ্টকারীভ্যাং সিদ্ধাং জ্বরহরাং পিবেৎ।।

রোগীর পার্শ্বদ্বয়ে, বস্তিদেশে (মূত্রাশয়ে) ও মস্তকে বেদনা থাকিলে, গোক্ষুর ও কন্টকারী এই উভয় ঔষধের সহিত রক্তশালি (দাউদ্‌খানি) তন্ডুলের 'পেয়া' প্রস্তুত করিয়া তাহাকে আহার করিতে দিবে। ইহা দ্বারা জ্বরনাশ হয়।

কোষ্ঠে বিবদ্ধে সরুজি পিবেৎ পেয়াং শৃতাং জ্বরী। মৃদ্বীকাপিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকনাগরৈঃ।।

যদি জ্বরাক্রান্ত রোগির কোষ্ঠবদ্ধ থাকে এবং বেদনা অনুভূত হয়, তাহা হইলে দ্রাক্ষা, পিপুলের মূল, চৈ, চিতা এবং শুঁঠ, এই সকল দ্রব্যের সহিত 'পেয়া' প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে।

পঞ্চমূল্যা লঘীয়স্যা গুর্ব্ব্যা তাভ্যাং সধান্যয়া। কণয়া যূষপেয়াদি-সাধনং স্যাদ্‌যথাক্রমম্।।
বাতপিত্তে বাতকফে ত্রিদোষে শ্লেষ্মপিত্তজে। যবাগূঃ স্যাৎ ত্রিদোষঘ্নী ব্যাঘ্রীদুঃস্পর্শাগোক্ষুরৈঃ।।

বাতপিত্তজ্বরে লঘুপঞ্চমূলের সহিত, বাতশ্লেষ্মজ্বরে বৃহৎ পঞ্চমূলের সহিত, সান্নিপাতিক জ্বরে লঘু ও বৃহৎ উভয়ের অর্থাৎ দশমূলের সহিত এবং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে ধনে ও পিপুলের সহিত যূষ পেয়াদি পাক করিয়া রোগিকে আহার করিতে দিবে। কন্টকারী, দুরালভা ও গোক্ষুর, ইহাদের সহিত সিদ্ধ পেয়াদিও ত্রিদোষঘ্ন।

কর্ষার্দ্ধং কিণাশুণ্ঠ্যোঃ কল্কদ্রব্যস্য বা পলম্। বিনীয় পাচয়েদ্‌যুক্ত্যা বারিপ্রস্থেন চাপরাম্।।

কল্কসাধ্য যবাগূ প্রস্তুতের পরিভাষা, যথা—পিপুল ও শুঁঠ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য ২ তোলা (মধ্যবীর্য্য দ্রব্য ৪ তোলা) এবং মৃদুবীর্য্যসম্পন্ন দ্রব্য ৮ তোলা গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করত চারি সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া কল্কসাধ্য যবাগূ পাক করিবে এবং যদ্যপি রোগির অগ্নির বল অধিক থাকে, তবে বিবেচনাপূর্ব্বক উক্ত নিয়মে আবশ্যকমত আট সের কি তদধিক জল দ্বারা যথাপ্রয়োজন যবাগূ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে পারিবে।

যড়ঙ্গপরিভাষৈব প্রায়ঃ পেয়াদিসম্মতা।

ক্বাথসাধ্য যবাগূ প্রস্তুত করিতে হইলে পূর্ব্বে যড়ঙ্গপানীয় প্রস্তুত করিবার বিধান যেরূপ কথিত হইয়াছে, সেই নিয়মানুসারে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা যবাগূ প্রস্তুত করিবে।

যবাগূমুচিতাদ্ভক্তাচ্চতুর্ভাগকৃতাং বদেৎ।

রোগী যে পরিমিত তণ্ডুলের অন্ন আহার করিতে পারিবে, তাহার চারি ভাগের এক ভাগ তণ্ডুল দ্বারা যবাগূ প্রস্তুত করিবে। তণ্ডুলগুলি অর্দ্ধচূর্ণ করিয়া লওয়া আবশ্যক।

সিক্‌থকৈ-রহিতো মণ্ডঃ পেয়া সিক্‌থসমন্বিতা। যবাগূর্ব্বহুসিক্‌থা স্যাদ্বিলেপী বিরলদ্রবা।।

যবাগূ তিনপ্রকার—মণ্ড, পেয়া ও বিলেপী। যাহাতে সিক্‌থক (সিটা) নাই অথচ তরল, সেই যবাগূকে মণ্ড কহে। যে যবাগূতে সিক্‌থক অল্প এবং তরলভাগ অধিক, তাহাকে পেয়া কহে। যাহাতে সিক্‌থক অধিক ও তরল পদার্থের ভাগ অল্প থাকে, সেই যবাগূকে বিলেপী কহে।

অন্নং পঞ্চগুণে সাধ্যং বিলেপী তু চতুর্গুণে। মণ্ডশ্চতুর্দ্দশগুণে যবাগূঃ যড়্‌গুণেঽম্ভসি।।
অষ্টাদশগুণে তোয়ে যূষঃ শার্ঙ্গধরেরিতঃ।।

তণ্ডুলের পরিমাণ যত, তাহার পাঁচগুণ জল দিয়া অন্ন পাক করিতে হয়। নয়গুণ জল দিয়া বিলেপী, উনিশগুণ জল দিয়া মণ্ড, একাদশগুণ জল দিয়া পেয়া এবং আঠারগুণ জল দিয়া যূষ পাক করিবে।

পাংশুধানে যথা বৃষ্টিঃ ক্লেদয়ত্যতিকর্দ্দমম্। তথা শ্লেষ্মণি সংবৃদ্ধে যবাগূঃ শ্লেষ্মবর্দ্ধনী।।

যেমন ধূলিরাশিতে বৃষ্টি পতিত হইলে অতিশয় কর্দ্দম জন্মে, সেইরূপ প্রবল শ্লেষ্মাবস্থায় যবাগূ সেবন করিলে শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

মদাত্যয়ে মদ্যনিত্যে গ্রীষ্মে পিত্তকফাধিকে। ঊর্দ্ধগে রক্তপিত্তে চ যবাগূরহিতা জ্বরে॥

মদাত্যয়গ্রস্ত ব্যক্তির জ্বররোগে, নিত্য মদ্যপায়িব্যক্তির জ্বরে, গ্রীষ্মকালীন জ্বরে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে এবং ঊর্দ্ধগরক্তপিত্তাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বরে যবাগূ অতিশয় অহিতকারী।

তত্র তর্পণমেবাগ্রে প্রদেয়ং লাজশক্তুভিঃ। জ্বরাপহৈঃ ফলরসৈর্যুক্তং সমধুশর্করম্॥
দ্রবণালোড়িতাস্তে স্যুস্তর্পণং লাজশক্তবঃ॥

পূর্বোক্ত জ্বরে যবাগূ না দিয়া অগ্রে দ্রাক্ষা, দাড়িম প্রভৃতি জ্বরনাশক ফলের রসের লাজচূর্ণ (খৈ-এর গুঁড়া) এবং মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া আলোড়ন করত আহার করিতে দিবে। এইরূপ আহারকে তর্পণ কহে।

শ্রমোপবাসানিলজে হিতো নিত্যং রসৌদনঃ। মুদ্গযূষৌদনশ্চাপি দেয়ঃ কফসমুদ্ভবে।
স এব সিতয়া যুক্তঃ শীতঃ পিত্তজ্বরে হিতঃ॥ রসো মাংসরস, তেন উপসিক্ত ওদনো রসৌদনঃ।

পরিশ্রম, উপবাস ও বায়ুজন্য জ্বরে মাংসরসের সহিত অন্ন সিক্ত করিয়া আহার করিতে দিবে। কফজ্বরে মুদ্গযূষের (মুগের ডাইলের যূষের) সহিত অন্ন ব্যবস্থেয়। পৈত্তিকজ্বরে মুদ্গযূষসংযুক্ত অন্ন শীতল করিয়া চিনি সহযোগে আহার করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

রক্তশাল্যাদয়ঃ শস্তাঃ পুরাণাঃ ষষ্টিকৈঃ সহ। যবাগ্বোদনলাজার্থে জ্বরিতানাং জ্বরাপহাঃ॥

পুরাতন রক্তশালি (দাউদ্খানি) প্রভৃতি ধান্য ও ষষ্টিক (ষাইট্) ধান্য জ্বরনাশক, অতএব ইহা দ্বারা যবাগূ, অন্ন ও খৈ প্রস্তুত করিয়া জ্বররোগিকে আহার করিতে দিবে।

মুদ্গামলকযূষস্তু বাতপিত্তাত্মকে হিতঃ। হ্রস্বমূলকযূষস্তু কফবাতাত্মকে হিতঃ।
নিম্বকূলকযূষস্তু হিতঃ পিত্তকফাত্মকে॥

বাতপৈত্তিক জ্বরে আমলকীর সহিত সিদ্ধ মুগের যূষ এবং বাতশ্লেষ্মজ্বরে কচি মূলার সহিত সিদ্ধ মুগের যূষ এবং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে নিম্ব ও পল্‌তার সহিত সিদ্ধ মুগের যূষ হিতকারী।

মুদ্গান্ মসূরাংশ্চণকান্ কুলত্থান্ সমুকুষ্ঠকান্। আহারকালে যূষার্থে জ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ॥

জ্বররোগিকে মুগ, মসূর, ছোলা, কুলত্থকলায় ও বনমুগ, এই সকল দাইলের যূষ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

পটোলপত্রং বার্ত্তাকুং কূলকং কারবেল্লকম্। কর্কোটকং পর্পটকং গোজিহ্বাং বালমূলকম্।
পত্রং গুড়ূচ্যাঃ শাকার্থে জ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ॥

পটোলপত্র, বার্ত্তাকু, পটোল, করলা, কাঁক্‌রোল, ক্ষেতপাপড়া, গোজিয়াশাক, কচি মূলা ও গুলঞ্চের পত্র, এই সকল দ্রব্য পাক করিয়া জ্বররোগিকে আহার করিতে দিবে।

জ্বরিতো হিতমশ্নীয়াদ্ যদ্যপ্যস্যারুচির্ভবেৎ। অন্নকালে হ্যভুঞ্জানঃ ক্ষীয়তে ম্রিয়তেঽথবা॥

জ্বররোগির আহারে অরুচি হইলেও তাহাকে অনাহারে না রাখিয়া বা কুপথ্য ভোজন না করাইয়া হিতকর দ্রব্য ভোজন করাইবে। কারণ ক্ষুধার সময়ে আহার না করিলে বা কুপথ্য আহার করিলে তাহার শরীরক্ষয় এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

অরুচৌ মাতুলুঙ্গস্য কেশরং সাজ্যসৈন্ধবম্। ধাত্রীদ্রাক্ষাসিতানাং বা কল্কমাস্যেন ধারয়েৎ॥
অরুচি উপস্থিত হইলে টাবালেবুর কেশর, ঘৃত ও সৈন্ধব সংযোগে মুখে ধারণ করিলে অথবা আমলকী, দ্রাক্ষা ও চিনি এই সকল দ্রব্যের কল্ক মুখমধ্যে রাখিলে অরুচি নষ্ট হইয়া থাকে।

সাতত্যাৎ স্বাদ্বভাবাদ্বা পথ্যং দ্বেষ্যত্বমাগতম্। কল্পনাবিধিভিস্তৈস্তৈঃ প্রিয়ত্বং গময়েৎ পুনঃ॥

রোগির পক্ষে যাহা সুপথ্য, তাহা যদি পুনঃপুনঃ ভোজন করাতে অথবা বিস্বাদ হওয়াতে রোগির অপ্রিয় হয়, তাহা হইলে রন্ধনশাস্ত্রের বিধানানুসারে বিবিধ প্রকার কল্পনা করিয়া যাহাতে উহা মুখপ্রিয় হয়, এরূপ করিয়া পাক করত রোগিকে ভোজন করিতে দিবে।

জ্বরিতং জ্বরমুক্তং বা দিনান্তে ভোজয়েল্লঘু। শ্লেষ্মক্ষয়বিবৃদ্ধোষ্মা বলবাননলস্তদা॥

জ্বরাক্রান্ত অথবা জ্বরমুক্ত রোগিকে দিনান্তে (অপরাহ্নে) লঘু ভোজন করাইবে, কারণ তৎকালে শ্লেষ্মক্ষয় হওয়াতে অগ্নির উষ্মা ও বল বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পীতাম্বুর্লঙ্ঘিতঃ ক্ষীণোঽজীর্ণী ভুক্তঃ পিপাসিতঃ। ন পিবেদৌষধং জন্তুঃ সংশোধনমথেতরৎ॥

জলপানের অন্তে ও উপবাসের পরে সংশোধন বা শমন ঔষধ সেবন করা বিধেয় নহে। আর ক্ষীণশরীর, অজীর্ণ-রোগগ্রস্ত, ভুক্ত ও পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষেও সংশোধন বা শমন ঔষধ সেবন অবিধেয়।

বীর্য্যাধিকং ভবতি ভেষজমন্নহীনং হন্যাৎ তদাময়মসংশয়মাশু চৈব। তদ্বালবৃদ্ধযুবতীমৃদুভিশ্চ পীতং গ্লানিং পরাং নয়তি চাশু বলক্ষয়ঞ্চ॥

আহারের পূর্ব্বে ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু অন্নহীন ঔষধের বীর্য্য অধিক প্রকাশ পায়, সুতরাং তদ্দ্বারা শীঘ্র নিশ্চয়ই রোগ নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যবস্থা বালক, বৃদ্ধ, যুবতী ও কোমল ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রশস্ত নহে। কারণ তাহাতে উহাদের অত্যন্ত গ্লানি উপস্থিত হয় ও বলক্ষয় হইয়া থাকে।

অনুলোমোঽনিলঃ স্বাস্থ্যং ক্ষুৎ তৃষ্ণা সুমনস্কতা। লঘুত্বমিন্দ্রিয়োদগার-শুদ্ধির্জীর্ণৌষধাকৃতিঃ॥

ঔষধ উত্তমরূপে জীর্ণ হইলে বায়ুর অনুলোমতা, শরীরের সুস্থতা ও লঘুতা, মনের প্রফুল্লতা, ক্ষুধা ও পিপাসার উদয় এবং ইন্দ্রিয়ের নির্ম্মলতা ও উদগারের শুদ্ধি হইয়া থাকে।

ক্লমো দাহোঽঙ্গসদনং ভ্রমো মূর্চ্ছা শিরোরুজা। অরতির্বলহানিশ্চ সাবশেষৌষধাকৃতিঃ॥

ঔষধ উত্তমরূপে জীর্ণ না হইয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিলে শরীরের ক্লান্তি, দাহ ও অবসন্নতা হয় এবং ভ্রম, মূর্চ্ছা, শিরঃপীড়া, চিত্তচাঞ্চল্য ও দৌর্ব্বল্য জন্মিয়া থাকে।

ঔষধশেষে ভুক্তঃ পীতঞ্চ তথৌষধং সশেষেঽন্নে। ন করোতি গদোপশমং প্রকোপয়ত্যন্যরোগাংশ্চ॥

ঔষধ উত্তমরূপে জীর্ণ না হইতেই আহার করিলে অথবা অন্ন সম্যক্ পরিপাক না হইতে হইতেই ঔষধ সেবন করিলে পীড়ার উপশম হয় না, প্রত্যুত অন্যান্য রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

শীঘ্রং বিপাকমুপযাতি বলং ন হিংস্যাৎ অন্নাবৃতং ন চ মুহুর্বদনান্নিরেতি।
প্রাগ্‌ভুক্তসেবিতমথৌষধমেতদেব দদ্যাচ্চ বৃদ্ধশিশুভীরুবরাঙ্গনাভ্যঃ॥

বৃদ্ধ, শিশু ও ভীরুস্বভাব ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সেই সেবিত ঔষধ শীঘ্র পরিপাকপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং ইহাতে বলহানি হয় না এবং ঐ ঔষধ ভক্ষিত দ্রব্য দ্বারা আবৃত থাকাতে পুনঃ পুনঃ মুখ দ্বারা নির্গত হইতেও পারে না।

জ্বরপূর্ব্বলক্ষণম্

শ্রমোঽরতিবিবর্ণত্বং বৈরস্যং নয়নপ্লবঃ। ইচ্ছাদ্বেষৌ মুহুশ্চাপি শীতবাতাতপাদিষু॥
জৃম্ভাঙ্গমর্দ্দো গুরুতা রোমহর্ষোঽরুচিস্তমঃ। অপ্রহর্ষশ্চ শীতঞ্চ ভবত্যুৎপৎস্যতি জ্বরে॥
সামান্যতো বিশেষাৎ তু জৃম্ভাত্যর্থং সমীরণাৎ। পিত্তান্নয়নয়োর্দাহঃ কফাদন্নারুচির্ভবেৎ।
রূপৈরন্যতরাভ্যান্তু সংসৃষ্টৈর্দ্বন্দ্বজং বিদুঃ। সর্ব্বলিঙ্গসমাবায়ঃ সর্ব্বদোষপ্রকোপজে॥

বিনা পরিশ্রমে শ্রান্তিবোধ, চিত্তের অস্থিরতা, শরীরের বিবর্ণতা, মুখের বিরসতা ও চক্ষুর্দ্বয়ের সজলতা, শীত, বাত ও আতপাদিতে বারংবার ইচ্ছা, বারংবার দ্বেষ, হাই উঠা, অঙ্গবেদনা, শরীরে ভারবোধ, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকারদর্শন, আনন্দাভাব ও অধিক শীত, এই সকল লক্ষণ বা ইহাদের কতকগুলি সর্ব্বপ্রকার জ্বর হইবার পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে জ্বরের সামান্য পূর্ব্বরূপ বলা যায়। আর বাতিকজ্বর হইবার পূর্ব্বে উক্ত সামান্য পূর্ব্বরূপের সহিত অত্যন্ত জৃম্ভা (হাই উঠা), পিত্তজ্বরের পূর্ব্বে নয়নের দাহ, কফজ্বর হইবার পূর্ব্বে অন্নে অরুচি এবং বাতপিত্তজ্বরের পূর্ব্বে জৃম্ভা ও চক্ষুর্দাহ, বাতশ্লেষ্মজ্বরের পূর্ব্বে জৃম্ভা ও অন্নে অরুচি, পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের পূর্ব্বে চক্ষুর্দাহ ও অন্নে অরুচি এবং সান্নিপাতিক জ্বর হইবার পূর্ব্বে জৃম্ভা, চক্ষুর্দাহ ও অন্নে অরুচি, এই লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়। ইহাদিগের দ্বারা ভাবি বাতজাদি বিশেষ বিশেষ জ্বরের উপলব্ধি হয় বলিয়া ইহাদিগকে বিশিষ্টপূর্ব্বরূপ বলে।

জ্বরপূর্ব্বরূপ-চিকিৎসা

পূর্ব্বরূপে প্রযুঞ্জীত জ্বরস্য লঘুভোজনম্। লঙ্ঘনঞ্চ যথাদোষং বিরেকং বাতিকে পুনঃ॥
পায়য়েৎ সর্পিরেবাচ্ছং পৈত্তিকে তু বিরেচনম্। মৃদু প্রচ্ছর্দ্দনং তদ্বৎ কফজে তু বিধীয়তে॥
দ্বন্দ্বজে তু দ্বয়ং কুর্য্যাদ্‌বুদ্ধ্যা সর্ব্বন্তু সর্ব্বজে॥

জ্বরের উপক্রমে দোষের বলাবল ও রোগির অবস্থা বুঝিয়া লঘু ভোজন বা উপবাস দেওয়ান অথবা বিরেচন কর্ত্তব্য। বাতিকজ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় বিশুদ্ধ ঘৃত পান, পৈত্তিক জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় বিরেচন এবং শ্লৈষ্মিক জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় মৃদু বমন বিধেয়। দ্বন্দ্বজ জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় উক্ত উভয়বিধ ও ত্রিদোষজ জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় ত্রিবিধ ক্রিয়াই ব্যবস্থেয়।

সাধারণ-জ্বর-চিকিৎসা

দীপনং কফবিচ্ছেদি বাতপিত্তানুলোমনম্। জ্বরঘ্নং পাচনং ভেদি শৃতং ধান্যপটোলয়োঃ ॥

ধনে ও পটোলপত্রের ক্বাথ জ্বরঘ্ন, পাচক, ভেদক, অগ্নির উদ্দীপক, কফনাশক ও বাতপিত্তের অনুলোমক। ইহা সাধারণ জ্বরে প্রযোজ্য।

বৃশ্চীরাদি

বৃশ্চীর-বিল্ব-বর্ষাভূ-পয়ঃ সোদকমেব চ। পচেৎ ক্ষীরাবশেষং তৎ পেয়ং সর্ব্বজ্বরাপহম্॥

শ্বেতপুনর্নবা, বেলমূলের ছাল ও রক্তপুনর্নবা মিলিত ২ তোলা লইয়া ১৬ তোলা দুগ্ধ ও ৬৪ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া, দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, রোগিকে পান করাইলে সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

গুড়ূচ্যাদিঃ

গুড়ূচী ধান্যকারিষ্টং পদ্মকং রক্তচন্দনম্। এষ সর্ব্বান্ জ্বরান্ হন্তি গুড়ূচ্যাদিস্তু দীপনঃ। হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি-পিপাসাদাহনাশনঃ ॥

গুলঞ্চ, ধনিয়া, নিমছাল, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, বমনবেগ, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ দূরীভূত হয়। ইহা অগ্নির দীপক।

আরগ্বধাদিঃ

আরগ্বধগ্রন্থিকমুস্ততিক্তা-হরীতকীভিঃ ক্বথিতঃ কষায়ঃ। সামে সশূলে
কফবাতপিত্তে জ্বরে হিতো দীপনপাচনশ্চ ॥

সোঁদালের আঠা, পিপুলমূল, মুতা, কট্‌কী ও হরীতকী, এই ক্বাথ রোগিকে পান করাইলে আমদোষ ও সর্ব্বাঙ্গিবেদনাসংযুক্ত ত্রিদোষসংসৃষ্ট জ্বর বিনষ্ট হয় এবং ইহা অগ্নিপ্রদীপক ও পরিপাচক।

পথ্যাদি (আরোগ্যপঞ্চকম্)

পথ্যারগ্বধতিক্তাত্রিবৃদামলকৈঃ শৃতং তোয়ম্। পাচনং সারকমুক্তং মুনিভির্জীর্ণজ্বরে সামে ॥

হরীতকী, সোঁদাল, কট্‌কী, তেউড়ী এবং আমলকী, এই পাঁচটিকে জলে সিদ্ধ করিলে যে কষায় প্রস্তুত হয়, তাহাই পথ্যাদি। মুনিরা বলেন, আমযুক্ত জীর্ণজ্বরে এই কষায় পাচন ও সারক (উপরি-কথিত আরগ্বধাদি ও পথ্যাদি এই দুইটি কষায়কে আরোগ্যপঞ্চক কহে)।

মুস্তপর্পটকং নাগরাদি চ

পক্বা জ্বরে কষায়ং বা মুস্তপর্পটকং পিবেৎ। সনাগরং পর্পটকং পিবেদ্ বা সদুরালভাম্॥

ক্ষেত্‌পাপ্‌ড়া ও মুতা, অথবা শুঁঠ, ক্ষেত্‌পাপ্‌ড়া ও দুরালভা, ইহার ক্বাথ পান করিলে জ্বর বিনষ্ট হয়।

শিংশপাদি

উদকাদ্দ্বিগুণং ক্ষীরং শিংশপোশীরমেব চ। তৎ ক্ষীরশেষং ক্বথিতং পেয়ং সর্ব্বজ্বরাপহম্॥

জল হইতে দ্বিগুণ দুগ্ধসহ শিশুকাষ্ঠ ও বেণার মূল সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিবে। ইহা সকল প্রকার জ্বরনাশক।

বাতজ্বর-লক্ষণম্

বেপথুর্ব্বিষমো বেগঃ কণ্ঠৌষ্ঠপরিশোষণম্। নিদ্রানাশঃ ক্ষবস্তম্ভো গাত্রাণাং রৌক্ষ্যমেব চ॥
শিরোহৃদ্গাত্রগ্বক্ত্র-বৈরস্যং গাঢ়বিট্‌কতা। শূলাধ্মানে জৃম্ভনঞ্চ ভবত্যনিলজে জ্বরে॥

বাতিক জ্বরে—কম্প, বিষম বেগ অর্থাৎ জ্বরাগমের বা জ্বরবৃদ্ধির কালের বিষমতা ও ঔষ্ণ্যাদির বিষমতা এবং কণ্ঠ ও ওষ্ঠের শোষ, অনিদ্রা, ক্ষবস্তম্ভ (হাঁচি না হওয়া), দেহের রুক্ষতা, সমস্ত গাত্রে বিশেষতঃ মস্তকে ও হৃদয়ে অধিক বেদনা, মুখের বিরসতা, মলের কঠিনতা, উদরে শূলবেদনা ও আধ্মান এবং জৃম্ভণ (হাই উঠা), এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

বাতজ্বর-চিকিৎসা

বিল্বাদিপঞ্চমূলস্য ক্বাথঃ স্যাদ্বাতিকে জ্বরে। পাচনং পিপ্পলীমূল-গুড়ূচীবিশ্বজোঽথবা॥

বেল, শ্যোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারি, এই পাঁচটি গাছের শিকড়ের ছাল মিলিত ২ তোলা, অথবা পিপুলমূল, গুলঞ্চ ও শুঁঠ মিলিত ২ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করাইলে বাতিক জ্বর নষ্ট হয়।

বিল্বাদিপঞ্চমূলী চ গুড়ূচ্যামলকে তথা। কুস্তুম্বুরুসমো হ্যেষ কষায়ো বাতিকে জ্বরে॥

পূর্ব্বোক্ত বিল্বাদি পঞ্চমূল, গুলঞ্চ, আমলকী এবং ধনিয়া সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। এই ক্বাথ সেবনে বাতিক জ্বর বিনষ্ট হয়।

শুণ্ঠ্যাদিপাচনম্

বিশ্বভেষজকৈরাত-কুরুবিন্দগুড়ূচিকাঃ। পাচনং স্মৃতমেতেষাং দেয়ং পবনজে জ্বরে॥

বাতিক জ্বরে দোষের পরিপাকার্থ শুঁঠ, চিরতা, নাগরমুতা ও গুলঞ্চ, এই পাচনটি ব্যবস্থা করিবে।

গুড়ূচ্যাদিপাচনম্

গুড়ূচীপিপ্পলীমূল-নাগরৈঃ পাচনং স্মৃতম্। দদ্যাদ্বাতজ্বরে পূর্ণ-লিঙ্গে সপ্তমবাসরে॥

বাতিক জ্বরের সপ্তম দিবসে সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে গুলঞ্চ, পিপুলমূল ও শুঁঠ, ইহাদের পাচন প্রয়োগ করিবে।

শঠ্যাদিকষায়ঃ

শঠীনিশাদ্বয়ং দারু শুণ্ঠী পুষ্করমূলকম্। এলা গুড়ূচী কটুকা পর্পটশ্চ যবাসকঃ।। শৃঙ্গী কিরাততিক্তঞ্চ দশমূলং তথৈব চ। ক্বাথমেষাং পিবেৎ কোষ্ণং সিন্ধুচূর্ণযুতং নরঃ। জ্বরান্ সর্ব্বান্ দ্রুতং হন্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা।।

শঠী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু, শুঁঠ, কুড়, এলাইচ, গুলঞ্চ, কট্‌কী, ক্ষেত্‌পাপ্‌ড়া, দুরালভা, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, চিরতা ও দশমূল, ইহাদের ঈষদুষ্ণ ক্বাথে সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতাদি সর্ব্বপ্রকার জ্বর সত্বর প্রশমিত হয়।

দর্ভমূলাদিকষায়ঃ

দর্ভং বলা গোক্ষুরকং পচেৎ পাদাবশেষিতম্। শর্করাঘৃতসংযুক্তং পিবেদ্বাতজ্বরাপহম্।।

দর্ভমূল (কুশ, কাস বা উলুমূল), বেড়েলা ও গোক্ষুর মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। এই ক্বাথে চিনি ও ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতিক জ্বর বিনষ্ট হয়।

শ্রীফলাদিকষায়ঃ

শ্রীফলং সর্ব্বতোভদ্রা কামদূতীচ শোণকঃ। তকরী গোক্ষুরঃ ক্ষুদ্র বৃহতী কলশী স্থিরা।। রাস্না কণা কণামূলং কুষ্ঠং শুণ্ঠী কিরাতকঃ। মুস্তাবলামৃতাবালং দ্রাক্ষা যাসঃ শতাহ্বিকা।। এষাং ক্বাথো নিহন্ত্যেব প্রভঞ্জনকৃতজ্বরম্। সোপদ্রবঞ্চ যোগোত্তয়ং সর্ব্বযোগবরঃ স্মৃতঃ।।

বেলছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, শ্যোনাছাল, গণিয়ারিছাল, গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, চাকুলে, শালপাণি, রাস্না, পিপুল, পিপুলমূল, কুড়, শুঁঠ, চিরতা, মুতা, বেড়েলা, গুলঞ্চ, বাবলা, দ্রাক্ষা, দুরালভা ও শুল্‌ফা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে সোপদ্রব বাতিক জ্বর নিশ্চয়ই নিবৃত্ত হয়। ইহা একটি শ্রেষ্ঠ যোগ।

ভূনিম্বাদিকষায়ঃ

ভূনিম্বমুস্তাজলকণ্টকারী-দ্বয়ামৃতাগোক্ষুরনাগরাণাম্। সশালপর্ণীদ্বয়পৌষ্করাণাং ক্বাথং পিবেদ্বাতভবজ্বরার্ত্তঃ।।

চিরতা, মুতা, বালা, কণ্টকারী, বৃহতী, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, শুঁঠ, শালপাণি, চাকুলে ও কুড়, ইহাদের কষায় পান করিলে বাতিক জ্বর প্রশমিত হয়।

দুরালভাদিকষায়ঃ

দুরালভানাগরতিক্তপাঠা-শঠীবৃহৈরগুজটাকষায়ঃ। পীতঃ সশূলং শময়েজ্জ্বরঞ্চ সশ্বাসকাসং

পবনপ্রসূতম্।।

বাতিক জ্বরে গাত্রকাম্‌ড়ানি, কাস ও শ্বাস থাকিলে দুরালভা, শুঁঠ, কট্‌কী, আক্‌নাদি, শঠী, বাসক ও এরণ্ডমূলের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

বিশ্বাদিকষায়ঃ

বিশ্বামৃতাগ্রন্থিকসিদ্ধতোয়ম্ মরুজ্জ্বরঃ স্যাৎ পিবতঃ কুতোঽয়ম্। ক্বাথোঽথ
কুস্তুম্বুরুদেবদারু-ক্ষুদ্রৌষধৈঃ পাচনমত্র চারু।।

শুঁঠ, গুলঞ্চ ও পিপুলমূল, ইহাদের ক্বাথ যে পান করিবে, তাহার বাতিক জ্বর কেন থাকিবে? ধনিয়া, দেবদারু, কণ্টকারী এবং শুঁঠ, এই পাচন বাতজ্বরের সুন্দর ঔষধ।

পঞ্চমূল্যাদিকষায়ঃ

পঞ্চমূলীবলারাস্নাকুলত্থৈঃ সহ পৌষ্করৈঃ। ক্বাথো হন্যাচ্ছিরঃকম্পং পর্ব্বভেদং মরুজ্জ্বরম্।।

বৃহৎ পঞ্চমূল (বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল ও গণিয়ারিছাল), বেড়েলা, রাস্না, কুলথকলাই ও কুড়, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে শিরঃকম্প, সন্ধিস্থলবেদনা ও বাতিক জ্বর নিবারিত হয়।

কণাদিকষায়ঃ

কণারসোনামৃতবল্লিবিশ্বা-নিদিগ্ধিকাসিন্দুকভূমিনিম্বৈঃ। সমুস্তকৈরাচরিতঃ
কষায়ো হিতাশিনাং হন্তি গদানিমাংস্তু।। জ্বরং মরুৎকোপসমুদ্ভবং তথা
বলাসজঞ্চানলমন্দতাঞ্চ। কণ্ঠাবরোধং হৃদয়াবরোধং স্বেদঞ্চ হিক্কাঞ্চ হিমত্বমোহান্।।

পিপুল, রসুন, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কণ্টকারী, নিসিন্দা, চিরতা ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ পান ও সুপথ্য ভোজন করিলে বাতিকজ্বর, কফজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, কণ্ঠ ও হৃদয়রোধ, ঘর্ম্ম, হিক্কা, হিমাঙ্গতা ও মূর্চ্ছা প্রশমিত হয়।

কাকোল্যাদিকষায়ঃ

কাকোলী বৃহতী মুস্তা কুষ্ঠং দারু বৃষা মতা। শুণ্ঠীক্বাথঃ সিতাযুক্তো
হন্তি বাতজ্বরং পরম্।।

কাকোলী, বৃহতী (বা কণ্টকারী), মুতা, কুড়, দেবদারু, বাসক ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গ্রন্থ্যাদিকষায়ঃ

গ্রন্থিকং পর্পটা বাসা ভার্গী বিশ্বা গুড়ূচিকা। এভিঃ সুসাধিতং তোয়ং
তীব্রবাতজ্বরাপহম্।।

পিপুলমূল, ক্ষেত্পাপড়া, বাসক, বামুনহাটী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ তীব্র বাতজ্বর নাশক।

শালপর্ণ্যাদিকষায়ঃ

শালপর্ণী বলা দ্রাক্ষা গুড়ূচী সারিবা তথা। আসাং ক্বাথং পিবেৎ কোষ্ণং তীব্রবাতজ্বরচ্ছিদম্॥

শালপাণি, বেড়েলা, দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ ও অনন্তমূল, ইহাদের ঈষদুষ্ণ ক্বাথ সেবনে তীব্র বাতজ্বর নিবারিত হয়।

শতপুষ্পাদিঃ

শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং দেবদারু হরেণুকা। কুস্তুম্বুরূণি নলদং মুস্তঞ্চৈবাশু সাধয়েৎ। ক্ষৌদ্রেণ সিতয়া চাপি যুক্তঃ ক্বাথোঽনিলাত্মকে॥

শুল্ফা, বচ, কুড়, দেবদারু, রেণুক, ধনে, বেণামূল ও মুতা, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ, মধু ও চিনির সহিত সেবন করিলে বাতজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কাশ্মর্য্যাদিকষায়ঃ

কাশ্মরীসারিবাদ্রাক্ষা-ত্রায়মাণামৃতাভবঃ। কষায়ঃ সগুড়ঃ পীতো বাতজ্বরবিনাশনঃ॥

গাম্ভারী, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, বলাডুমুর ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ পুরাতন গুড়ের সহিত পান করিলে বাতজ্বর নিবারিত হয়।

কিরাতাব্দামৃতোদীচ্য-বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরৈঃ। সস্থিরাকলসীবিশ্বৈঃ ক্বাথো বাতজ্বরাপহঃ॥

চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ, বালা, বৃহতী, কন্টকারী, গোক্ষুর, শালপাণি, চাকুলে ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ বাতজ্বরনাশক।

পিপ্পল্যাদিকষায়ঃ

পিপ্পলীসারিবাদ্রাক্ষা-শতপুষ্পাহরেণুভিঃ। কৃতঃ কষায়ঃ সগুড়ো হন্যাৎ পবনজজ্বরম্॥

পিপুল, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, শুল্ফা ও রেণুকা, ইহাদের ক্বাথে পুরাতন গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতজ্বর প্রশমিত হয়।

মরিচাদিকষায়ঃ

মরিচং রুচকং শুণ্ঠী কিরাতঞ্চ হরীতকী। পিপ্পলী কটুকী চৈব বাতজ্বরবিনাশনম্॥

মরিচ লবণ, শুঁঠ, চিরতা, হরীতকী, পিপুল ও কট্কী, ইহাদের ক্বাথ বাতজ্বরনাশক।

শতাবরীস্বরসঃ

সদ্যো বাতজ্বরং হন্তি শতাবর্য্যমৃতারসঃ। সমাসাৎ সগুড়ঃ পীতো বলহীনস্য দেহিনঃ॥

শতমূলী ও গুলঞ্চের রসে পুরাতন গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দুর্ব্বল রোগিরও সদাই বাতিকজ্বর উপশমিত হয়।

পিত্তজ্বর-লক্ষণম্

বেগস্তীক্ষ্ণোঽতিসারশ্চ নিদ্রাল্পত্বং তথা বমিঃ। কণ্ঠৌষ্ঠমুখনাসানাং পাকঃ স্বেদশ্চ জায়তে॥
প্রলাপো বক্ত্রকটুতা মূর্চ্ছা দাহো মদস্তৃষা। পীতবিণ্মূত্রনেত্রত্বং পৈত্তিকে ভ্রম এব চ॥

পিত্তজ্বরে—তীক্ষ্ণবেগ, অতিসারবৎ তরল মলভেদ, অল্প নিদ্রা, বমি এবং কণ্ঠ ওষ্ঠ মুখ ও নাসিকার পাক অর্থাৎ এই সকল স্থানে ক্ষত হওয়া, আর ঘর্ম্মনির্গম, প্রলাপবাক্যকথন, মুখতিক্ততা, মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, পিপাসা এবং মল মূত্র ও নেত্রের পীতবর্ণতা ও গাত্রঘূর্ণন, এই সকল লক্ষিত হয়।

পিত্তজ্বর-চিকিৎসা

তিক্তাদি পাচনম্

তিক্তামুস্তাযবৈঃ পাঠাকট্‌ফলাভ্যাং সহোদকম্। পক্বং সশর্করং পীতং পাচনং পৈত্তিকে জ্বরে॥

পিত্তজ্বরে—কট্‌কী, মুতা, যবতণ্ডুল, আক্‌নাদি ও কট্‌ফল, ইহাদের ক্বাথ চিনির সহিত পান করিলে দোষের পরিপাক হয়।

কটফলাদি পাচনম্

কট্‌ফলেন্দ্রযবাম্বষ্ঠা তিক্তামুস্তৈঃ শৃতং জলম্। পাচনং দশমেঽহ্নি স্যাৎ তীব্রপিত্তজ্বরে নৃণাম্॥

তীব্র পিত্তজ্বরের দোষপাকার্থ দশমদিবসে কট্‌ফল, ইন্দ্রযব, আক্‌নাদি, কট্‌কী ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

দুঃস্পর্শাদিকষায়ঃ

দুঃস্পর্শ-বাসা-কটুকা-হরেণু-প্রিয়ঙ্গু-ভূনিম্বকৃতঃ কষায়ঃ পীতো হি পিত্তপ্রভবং সদাহং জ্বরং জয়েদাশু সিতাসমেতঃ।

দুরালভা, বাসক, কট্‌কী, রেণুক, প্রিয়ঙ্গু ও চিরতা, ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সদাই পিত্তজ্বর প্রশমিত হয়।

পর্পটাদিকষায়ঃ

একঃ পর্পটকঃ শ্রেষ্ঠঃ পিত্তজ্বরবিনাশনঃ। কিং পুনর্যদি যুজ্যেত চন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ।।

একমাত্র ক্ষেত্পাপ্ড়ার কাথই পিত্তজ্বর নিবারণের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। তাহার সহিত যদি রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ যোগ করিয়া ক্বাথ করা যায়, সেই ক্বাথ যে অবশ্যই পিত্তজ্বর নিবারণ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

দ্রাক্ষাদিকষায়ঃ

দ্রাক্ষা হরীতকী মুস্তা কটুকা কৃতমালকঃ। পর্পটশ্চ কৃতঃ ক্বাথ এষাং পিত্তজ্বরাপহঃ।।
মুখশোষপ্রলাপান্তর্দ্দাহমূর্চ্ছাভ্রমপ্রণুৎ। পিপাসা-রক্তপিত্তানাং শমনো ভেদনো মতঃ।।

দ্রাক্ষা, হরীতকী, মুতা, কট্‌কী ও ক্ষেত্পাপ্ড়া, ইহাদের ক্বাথে সোঁদালের আঠা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর ও তদুপদ্রব মুখশোষ, প্রলাপ, অন্তর্দ্দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও পিপাসা নিবারিত হয়। ইহা ভেদক ও রক্তপিত্তের প্রশমক।

পটোলাদিকষায়ঃ

পটোলযবধান্যাক-মধুকং মধুসংযুতম্। হন্তি পিত্তজ্বরং দাহং তৃষ্ণাঞ্চাতিপ্রমাথিনীম্।।

পিত্তজ্বরে দাহ ও প্রবল পিপাসা থাকিলে পটোলপত্র, যব, ধনে ও যষ্টিমধু, ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

হ্রীবেরাদিকষায়ঃ

হ্রীবেরচন্দনোশীর-ঘনপর্পটসাধিতম্। দদ্যাৎ তু শীতলং বারি তৃড়্ছর্দ্দিজ্বরদাহনুৎ।।

বালা, রক্তচন্দন, বেণার মূল, মুতা ও ক্ষেত্পাপ্ড়ার ক্বাথ শীতল করিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর, উগ্র পিপাসা, বমি ও দাহ প্রশমিত হয়।

কলিঙ্গাদিপাচনম্

কলিঙ্গং কট্‌ফলং মুস্তাং পাঠা কটুকরোহিণী। পক্বং সশর্করং পীতং পাচনং পৈত্তিকে জ্বরে।।

ইন্দ্রযব, কট্‌ফল, মুতা, আক্‌নাদি ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথ চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পৈত্তিকজ্বরে দোষের পরিপাক হয়।

বিশ্বাদিকষায়ঃ

বিশ্বাম্বুপর্পটোশীর-ঘনচন্দনসাধিতম্। দদ্যাৎ সুশীতলং বারি তৃড়্ছর্দ্দিজ্বরদাহনুৎ।।

শুঁঠ, বালা, ক্ষেত্পাপ্ড়া, বেণার মূল, মুতা ও রক্তচন্দনের ক্বাথ শীতল করিয়া সেবন করিলে পিত্তজ্বর, পিপাসা, দাহ ও বমি নিবারিত হয়।

গুড়ূচ্যাদিকষায়ঃ

গুড়ূচী ভূনিম্বশ্চ বালং বীরণশ্চলকম্। লঘু মুস্তং ত্রিবৃদ্ধাত্রী দ্রাক্ষা বাসা চ পর্পটিঃ॥
এষাং ক্বাথো হরত্যেব জ্বরং পিত্তকৃতং দ্রুতম্। সোপদ্রবমপি প্রাতর্নিপীতো মধুনা সহ॥

গুলঞ্চ, চিরতা, বালা, বেণার মূল, অগুরুকাষ্ঠ, মুতা, তেউড়ী, আমলকী, দ্রাক্ষা, বাসক ও ক্ষেত্পাপ্ড়া, এই সকলের ক্বাথ প্রাতঃকালে মধুসহ সেবন করিলে উপদ্রবসংযুক্ত পিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়।

কিরাতাদিকষায়ঃ

কিরাতামৃতধান্যাক-চন্দনোশীরপর্পটৈঃ। সপদ্মকৈঃ কৃতঃ ক্বাথো হন্তি পিত্তভবং জ্বরম্।
দাহতৃষ্ণাশ্রমারুচিমুৎক্লেশং বমথুং ক্লমম্॥

চিরতা, গুলঞ্চ, ধনে, রক্তচন্দন, বেণার মূল, ক্ষেত্পাপ্ড়া ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে পৈত্তিকজ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, অরুচি, বমনবেগ, বমি ও ক্লান্তি (দোষজ গ্লানি) নিবারিত হয়।

দ্রাক্ষাদিকষায়ঃ

দ্রাক্ষাচন্দনপদ্মানি মুস্তাতিক্তামৃতাপি চ। ধাত্রী বালমুশীরঞ্চ লোধ্রেন্দ্রযবপর্পটাঃ॥ পরূষকং প্রিয়ঙ্গুশ্চ যবাসো বাসকস্তথা। মধুকং কূলকং চাপি কিরাতো ধান্যকং তথা॥ এষাং ক্বাথো নিহন্ত্যেব জ্বরং পিত্তসমুত্থিতম্। তৃষ্ণাং দাহং প্রলাপঞ্চ রক্তপিত্তং ভ্রমং ক্লমম্॥ মূর্চ্ছাং ছর্দ্দিং তথা শূলং মুখশোষমরোচকম্। কাসং শ্বাসঞ্চ হৃল্লাসং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, মুতা, কট্‌কী, গুলঞ্চ, আমলকী, বালা, বেণার মূল, লোধ, ইন্দ্রযব, ক্ষেত্পাপ্ড়া, ফল্‌সা, প্রিয়ঙ্গু, দুরালভা, বাসক, যষ্টিমধু, পটোলপত্র, চিরতা ও ধনে, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে নিশ্চয়ই পিত্তজ্বর এবং তৃষ্ণা, দাহ, প্রলাপ, রক্তপিত্ত, ভ্রম, ক্লম, মূর্চ্ছা, বমি, শূল, মুখশোষ, অরুচি, কাস, শ্বাস ও বমনবেগ প্রশমিত হয়।

যবপটোলম্

পটোলযবনিঃক্বাথো মধুনা মধুরীকৃতঃ। তীব্রপিত্তজ্বরামর্দ্দী পানাত্তৃড়্দাহনাশনঃ॥

পিত্তজ্বর যদি প্রবল হয়, এবং তাহাতে যদি তৃষ্ণা ও দাহ থাকে, তাহা হইলে পটোলপত্র ও যবের চাউল মিলিত দুই তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া উহাতে অর্দ্ধতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিবে।

দুরালভাদিকষায়ঃ

দুরালভাপর্পটকপ্রিয়ঙ্গু-ভূনিম্ববাসা-কটুরোহিণীনাম্। জলং পিবেচ্ছর্করয়াবগাঢ়ং
তৃষ্ণাস্রপিত্তজ্বরদাহযুক্তঃ॥

দুরালভা, ক্ষেত্পাপ্ড়া, প্রিয়ঙ্গু, চিরতা, বাসক ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া

উহা মধুরীকৃত করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, জ্বর ও দাহ প্রশমিত হয়।

ধান্যশর্করা

ব্যুষিতং ধন্যাকজলং প্রাতঃ পীতং সশর্করং পুংসাম্। অন্তর্দ্দাহং শময়ত্যচিরাদ্দূরপ্ররূঢ়মপি।।

পিত্তজ্বরে যদি প্রবল অন্তর্দ্দাহ থাকে, তাহা হইলে ৪ তোলা ধনে, ১৬ তোলা জলে (ব্যবহার অর্দ্ধমাত্রায়) সন্ধ্যার সময় ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে সেই বাসি জল চিনির সহিত পান করিতে দিবে, তাহাতে প্রবল অন্তর্দ্দাহ প্রশমিত হইবে।

আম্রাদিফান্টঃ

আম্রজম্বূকিসলয়ৈর্বটশুঙ্গপ্ররোহকৈঃ। উশীরেণ কৃতঃ ফান্টঃ সক্ষৌদ্রো জ্বরনাশনঃ।
পিপাসাচ্ছর্দ্দ্যতীসারান্ মূর্চ্ছাং জয়তি দুস্তরাম্।।

আম ও জামের কচিপাতা, বটশূঙ্গ (বটের অবিকসিত পত্র) এবং বটাঙ্কুর ও বেণার মূল, ইহাদের ফান্ট (কষায়বিশেষ) প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর, পিপাসা, বমি, অতিসার ও প্রবল মূর্চ্ছা উপশমিত হয়।

শতধৌতঘৃতম্

শতধৌতঘৃতস্য লেপতো দবথুর্নাশমুপৈতি তৎক্ষণাৎ। অথবা পিচুমর্দ্দপত্রজ-স্বরসপ্রোত্থিত ফেনলেপতঃ।।

শতধৌত ঘৃত অথবা নিমপাতার রস ফেনাইয়া সেই ফেনা গাত্রে মাখাইলে তৎক্ষণাৎ দাহ নিবারিত হয়।

পলাশস্য বদর্য্যা বা নিম্বস্য মৃদুপল্লবৈঃ। অম্লপিষ্টৈঃ প্রলেপোঽয়ং হন্যাদ্দাহযুতং জ্বরম্।।

পলাশ, কুল বা নিমের কচি কচি পাতা কাঁজিতে বাটিয়া গাত্রে মাখাইলেও দাহজ্বর প্রশমিত হয়।

ঘৃতভৃষ্টাম্লপিষ্টা চ ধাত্রী লেপাচ্চ দাহনুৎ।।

আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঞ্জিকের সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে দাহ নিবৃত্তি হয়।

জিহ্বাতালুগলক্লোম-শোষে মূর্দ্ধ্নি তু দাপয়েৎ। কেশরং মাতুলুঙ্গস্য মধুসৈন্ধবসংযুতম্।।

জিহ্বা, তালু, গল ও ক্লোম শুষ্ক হইলে টাবালেবুর কেশর, মধু ও সৈন্ধবের সহিত সংযুক্ত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে তালুশোষ প্রভৃতি নিবারিত হয় (এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, জীর্ণজ্বরেই এইরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে, কারণ তরুণজ্বরে প্রদেহাদির নিষেধ আছে)।

পিত্তজ্বরেণ তপ্তস্য ক্রিয়াং শীতাং সমাচরেৎ। উত্তানসুপ্তস্য গভীরতাম্র-কাংস্যাদিপাত্রং বিনিধায় নাভৌ। তত্রাম্বুধারা বহুলা পতন্তী নিহন্তি দাহং ত্বরিতং সুশীতা।।

পিত্তজ্বরসন্তপ্ত রোগির পক্ষে শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য। পিত্তজ্বরিকে উত্তানভাবে (চিৎ করিয়া)

শোয়াইয়া তাহার নাভির উপরে একটি বড় তাম্র বা কাংস্য পাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে শীতল জলধারা পাতিত করিবে। এইরূপ করিলে আশু দাহ নিবারণ হইবে।

অম্লপিষ্টৈঃ সুশীতৈর্বা পলাশতরুজৈর্দিহেৎ। বদরীপল্লবোত্থেন ফেনেনারিষ্টকস্য বা॥

পলাশবৃক্ষের কচি পত্র কাঞ্জিকের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা কুলের বা নিম্বের কচি পত্র কাঞ্জিকের সহিত মন্থন করিয়া তদুৎপন্ন ফেনা লইয়া রোগির গাত্রে মর্দ্দন করিলে শীঘ্র দাহশান্তি হয়।

অথ গোতক্রসংসিক্ত-শীতলীকৃতবাসসা। কাঞ্জিকার্দ্রপটেনাব-গুণ্ঠনং দাহনাশনম্॥

পিত্তপ্রকোপহেতু প্রবল দাহ হইলে গব্য তক্রে অথবা কাঞ্জিতে বস্ত্র আর্দ্র করিয়া গাত্রে জড়াইয়া দিবে, তাহাতেও দাহ নিবারিত হইয়া থাকে।

কফজ্বর-লক্ষণম্

স্তৈমিত্যং স্তিমিতো বেগ আলস্যং মধুরাস্যতা। শুক্লমূত্রপুরীষত্বং স্তম্ভস্তৃপ্তিরথাপি চ। নাত্যুষ্ণগাত্রতা চ্ছর্দ্দিরঙ্গসাদো২বিপাকিতা। গৌরবং শীতমুৎক্লেদো রোহর্ষো২তিনিদ্রতা। প্রতিশ্যায়ো২রুচিঃ কাসঃ কফজে২ক্ষ্ণোশ্চ শুক্লতা॥

কফজ্বরে — স্তৈমিত্য (শরীর আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ প্রতীতি), জ্বরের মন্দবেগ, আলস্য, মুখমাধুর্য্য, মল মূত্র ও নেত্রের শুক্লবর্ণতা, শরীরের স্তব্ধতা, ভুক্তবান্ ব্যক্তির ন্যায় অন্নে অনভিলাষ, গাত্রের নাত্যুষ্ণতা, বমন, অঙ্গাবসাদ, অপরিপাক, শরীরে ভারবোধ, শীতানুভব, বমনভাব, রোমাঞ্চ, অতিনিদ্রা, প্রতিশ্যায় (মুখ-নাসিকা হইতে জলস্রাব), অরুচি ও কাস, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

কফজ্বর-চিকিৎসা

মাতুলুঙ্গশিফাদ্যং কণাদিকঞ্চ

মাতুলুঙ্গশিফা-বিশ্ব-ব্রাহ্মীগ্রন্থিকসম্ভবম্। কফজ্বরে২ম্বু সক্ষারং পাচনং বা কণাদিকম্॥

টাবালেবুর মূল, শুঁঠ, ব্রাহ্মীশাক ও পিপুলমূল, ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া, সেই ক্বাথ অথবা পিপ্পল্যাদিগণের ক্বাথ কফজ্বরে প্রয়োগ করিবে, তাহাতে আমদোষের পরিপাক হইবে। পিপ্পল্যাদিগণ পূর্ব্বখণ্ডে সুশ্রুতোক্তগণে লিখিত হইয়াছে।

মধুপিপ্পলী

ক্ষৌদ্রোপকুল্যাসংযোগঃ শ্বাসকাসজ্বরাপহঃ। প্লীহানং হন্তি হিক্কাঞ্চ বালানাঞ্চ প্রশস্যতে॥

কফজ্বরে কাস, শ্বাস, প্লীহা ও হিক্কা থাকিলে পিপুলচূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিতে দিবে। ইহা বালকদিগের পক্ষেও প্রশস্ত।

পিপ্পল্যাদ্যবলেহ

পিপ্পলীং ত্রিফলাঞ্চাপি সমভাগাং জ্বরী লিহন্। মধুনা সর্পিষা বাপি কাসী শ্বাসী সুখী ভবেৎ॥

কট্‌ফলাদ্যবলেহ (চাতুর্ভদ্রাবলেহিকা)

কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী কৃষ্ণা চ মধুনা সহ। শ্বাসকাস-জ্বরহরো লেহোঽয়ং কফনাশনঃ॥

কফজ্বরে কাস ও শ্বাস থাকিলে পিপুলচূর্ণ ও ত্রিফলাচূর্ণ সমভাগে লইয়া মধু বা ঘৃতের সহিত, অথবা কট্‌ফল, কুড়, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী ও পিপুলচূর্ণ তুল্যাংশে লইয়া মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। তাহাতে উক্ত উপদ্রব নিবারিত হইবে। কট্‌ফলাদ্যবলেহকে চাতুর্ভদ্রাবলেহিকাও কহে।

ঊর্দ্ধজত্রুগরোগঘ্নী সায়ং স্যাদবলেহিকা। অধোরোগহরী যা তু সা পূর্ব্বং ভোজনান্মতা॥

ঊর্দ্ধজত্রুগত অর্থাৎ বক্ষঃ ও গ্রীবাসন্ধির উপরিভাগস্থ রোগনাশার্থ অবলেহ সায়ংকালে এবং জত্রুর অধোগত রোগনিবারণার্থ ভোজনের পূর্ব্বে সেবন করা কর্ত্তব্য।

অষ্টাঙ্গাবলেহ (কট্‌ফলাদিলেহ)

কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী যমানী কারবী তথা। কটুত্রয়ঞ্চ সর্ব্বাণি সমভাগানি চূর্ণয়েৎ॥
আর্দ্রকস্বরসৈর্লিহ্যান্মধুনা বা কফজ্বরী। কাসশ্বাসারুচিচ্ছর্দ্দি-শ্লেষ্মানিলনিবৃত্তয়ে॥

কফজ্বরে কাস, শ্বাস, অরুচি, বমি এবং শ্লেষ্মা ও অনিলদুষ্টি নিবারণার্থ কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, কৃষ্ণজীরা ও ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া আদার রস বা মধুর সহিত অবলেহ করিতে দিবে।

সিন্ধুবারক্কাথ

সিন্ধুবারদলক্কাথং কণাঢ্যং কফজে জ্বরে। জঙ্ঘয়োশ্চ বলে ক্ষীণে কর্ণে চ পিহিতে পিবেৎ॥

কফজ্বরে জঙ্ঘার দৌর্ব্বল্য ও শ্রবণশক্তির অল্পতা হইলে, নিসিন্দাপাতার ক্কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

বাসাদিকষায়

বাসাক্ষুদ্রামৃতাক্কাথঃ ক্ষৌদ্রেণ জ্বরকাসহৃৎ॥

বাসক, কণ্টকারী ও গুলঞ্চের ক্কাথ মধুর সহিত পান করিলে কফজ্বর ও তদুপদ্রব কাস প্রশমিত হয়।

নিম্বাদিকষায়

নিম্ববিশ্বামৃতাদারু-শঠীভূনিম্বপৌষ্করম্। পিপ্পল্যো বৃহতী চেতি ক্কাথো হন্তি কফজ্বরম্॥

নিমছাল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু, শঠী, চিরতা, কুড়, পিপ্পলী ও বৃহতী ইহাদের ক্বাথ কফজ্বরনাশক।

মরিচাদিকষায়

মরিচং পিপ্পলীমূলং নাগরং কারবী কণা। চিত্রকং কট্‌ফলং কুষ্ঠং সসুগন্ধি বচা শিবা॥
কন্টকারী জটা শৃঙ্গী যমানী পিচুমর্দ্দকঃ। এষাং ক্বাথো হরত্যেব জ্বরং সোপদ্রবং কফাৎ॥

মরিচ, পিপুলমূল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, চিতা, কট্‌ফল, কুড়, মুতা, বচ, হরীতকী, কণ্টকারী, জটামাংসী, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, যমানী ও নিম, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে কফজ্বর ও তাহার উপদ্রব প্রশমিত হয়।

নিদিগ্ধিকাদিকষায়

নিদিগ্ধিকাচ্ছিন্নরুহোপকুল্যা বিশ্বৌষধৈঃ সাধিতমম্বুপীতম্। হন্তি জ্বরশ্বাসবলাসকাস শূলাগ্নিমান্দ্যং জঠরানিলঞ্চ॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, পিপুল ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে কফজ্বর, কাস, শ্বাস, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও উদরের কুপিত বায়ু বিনষ্ট হয়।

কটুক্যাদিক্বাথ

কটুকং চিত্রকং নিম্বং হরিদ্রাতিবিষে বচাম্। কুষ্ঠমিন্দ্রযবং মূর্ব্বাং পটোলঞ্চাপি সাধিতম্।
পিবেন্মরিচসংযুক্তং সক্ষৌদ্রং শ্লৈষ্মিকে জ্বরে॥

কট্‌কী, চিতা, নিমছাল, হরিদ্রা, আতইচ, বচ, কুড়, ইন্দ্রযব, মূর্ব্বা ও পল্‌তা, ইহাদের ক্বাথে অল্প মরিচচূর্ণ ও অধিক পরিমাণে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফজ্বর বিনষ্ট হয়। কোন কোন তন্ত্রকারের মতে কট্‌কী হইতে বচ পর্য্যন্ত একটি যোগ এবং কুড় হইতে পল্‌তা পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যোগ, অর্থাৎ অর্দ্ধ অর্দ্ধ শ্লোকে এক একটি যোগ।

তিক্তাদিকষায়

তিক্তানিম্ববিষাব্যোষ-শক্রাহ্বাভিঃ শৃতং জলম্। পিবেৎ কফজ্বরং হন্তি হিক্কাকাসসমন্বিতম্॥

কট্‌কী, নিম, আতইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে হিক্কা ও কাসসংযুক্ত কফজ্বর বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলাদি

ত্রিফলাপটোলবাসা-চ্ছিন্নরুহাতিক্তরোহিণীষড়্‌গ্রন্থাঃ। মধুনা শ্লেষ্মসমুত্থে দশমূলীবাসকস্য বা ক্বাথঃ॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পল্‌তা, বাসক, গুলঞ্চ, কট্‌কী ও বচ, অথবা দশমূল ও বাসক,

ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত সেবন করিলে কফজ্বর নিহত হয়।

মুস্তাদ্য-পাচনম্

মুস্তং বৎসকবীজানি ত্রিফলা কটুরোহিণী। পরূষকাণি চ ক্বাথঃ কফজ্বর-বিনাশনঃ।।

মুতা, ইন্দ্রযব, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কট্‌কী ও ফল্‌সার ক্বাথ পানে কফজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কটুত্রিকাদ্য

কটুত্রিকং নাগপুষ্পং হরিদ্রা কটুরোহিণী। কৌটজঞ্চ ফলং হন্যাৎ সেব্যমানং কফজ্বরম্।।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, নাগকেশর, হরিদ্রা, কট্‌কী এবং ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ কফজ্বরিকে সেবন করিতে দিবে।

ভূনিম্বাদি

ভূনিম্বনিম্বপিপ্পল্যঃ শঠী শুণ্ঠী শতাবরী। গুড়ূচী বৃহতী চেতি ক্বাথো হন্যাৎ কফজ্বরম্।।

চিরতা, নিমছাল, পিপুল, শঠী, শুঁঠ, শতমূলী, গুলঞ্চ ও বৃহতী, ইহাদের ক্বাথ সেবনে কফজ্বর নিবারিত হয়।

বাতপিত্তজ্বর-লক্ষণম্

তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ভ্রমো দাহঃ স্বপ্ননাশঃ শিরোরুজা। কণ্ঠাস্যশোষো বমথূ রোমহর্ষোহরুচিস্তমঃ।
পর্ব্বভেদশ্চ জৃম্ভা চ বাতপিত্তজ্বরাকৃতিঃ।।

তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, গাত্রঘূর্ণন, দাহ, নিদ্রানাশ, মস্তকবেদনা, কণ্ঠ ও মুখের শোষ, বমন, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকার দর্শন, পর্ব্বভেদ (পর্বস্থানে ভঙ্গবৎ বেদনা) ও জৃম্ভা, এইগুলি বাতপিত্ত-জ্বরের লক্ষণ।

বাতপিত্তজ্বর-চিকিৎসা

নিদিগ্ধিকাদিক্বাথঃ

নিদিগ্ধিকাবলারাস্না-ত্রায়মাণামৃতাযুতৈঃ। মসূরবিদলৈঃ ক্বাথো বাতপিত্তজ্বরং জয়েৎ।।

কন্টকারী, বেড়েলা, রাস্না, বলাডুমুর, গুলঞ্চ ও মসূরকলায় (কাহার মতে শ্যামালতা), ইহাদের ক্বাথ পানে বাতপিত্তজ্বর প্রশমিত হয়।

নবাঙ্গকষায়

বিশ্বামৃতাব্দভূনিম্বৈঃ পঞ্চমূলীসমন্বিতৈঃ। কৃতঃ কষায়ো হন্ত্যাশু বাতপিত্তোদ্ভবং জ্বরম্।।

শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, চিরতা, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কন্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের ক্বাথ আশু বাতপিত্তজ্বর নষ্ট করে।

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ

গুড়ূচীনিম্বধন্যাকং পদ্মকং রক্তচন্দনম্। এষ সর্ব্বান্ জ্বরান্ হন্তি গুড়ূচ্যাদিস্তু দীপনঃ। হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি-পিপাসাদাহনাশনঃ ।।

গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই গুড়ূচ্যাদি কষায় পান করিলে অগ্নির দীপ্তি এবং সকল প্রকার জ্বর, হৃল্লাস (বমির বেগ), অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ নিবারিত হয় (দাহ ও পিপাসা অধিক থাকিলে বৃদ্ধ বৈদ্যগণ এই ক্বাথ শীতল করিয়া মধুসহ সেবন করিতে বলেন)।

বৃহদ্গুড়ূচ্যাদি

গুড়ূচী চন্দনং পদ্ম-নাগরেন্দ্রযবাসকম্। অভয়ারগ্বধোদীচ্য-পাঠাধান্যাব্দরোহিণী কষায়ং পায়য়েদেতং পিপ্পলীচূর্ণসংযুতম্। কাসশ্বাসজ্বরান্ হন্তি পিপাসাদাহনাশনঃ। বিন্মূত্রানিলবিষ্টম্ভে ত্রিদোষপ্রভবেঽপি চ।।

গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, দুরালভা, হরীতকী, সোঁদাল, বালা, আক্নাদি, ধনে, মুতা ও কট্কী, ইহাদের কষায়ে পিপ্পলীচূর্ণ অর্দ্ধ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কাস, শ্বাস, জ্বর, পিপাসা ও দাহ নষ্ট হয়। মল, মূত্র ও বায়ু স্তম্ভিত হইয়া থাকিলে ইহা প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক স্থলেও ইহা দ্বারা উপকার হয়।

ঘনচন্দনাদি

ঘনচন্দনপর্পটকং কটুকত্বমৃণালপটোলদলং সজলম্। শৃতশীতসিতান্বয়ি পিত্তহরং জ্বরছর্দ্দিতৃষারুচিদাহহরম্।।

মুতা, রক্তচন্দন, ক্ষেত্পাপ্ড়া, কট্কী, বেণার মূল, পটোলপত্র ও বালা মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—চিনি অর্দ্ধ তোলা। শীতল হইলে পান করিবে। ইহাতে জ্বর, পিত্ত, বমি, তৃষ্ণা, অরুচি ও দাহ নিবারিত হয়।

ত্রিফলাদিকষায়

ত্রিফলাশাল্মলীরাস্না-রাজবৃক্ষাটরূষকৈঃ। শৃতমম্বু হরেৎ তূর্ণং বাতপিত্তোদ্ভবং জ্বরম্।।

ত্রিফলা, শিমূলমূল, রাস্না, সোঁদালফল ও বাসক, ইহাদের ক্বাথ বাতপিত্তজ্বরনাশক।

আরগ্বধাদিকষায়

আরগ্বধফলং মুস্তং যষ্টীমধুকমেব চ। উশীরমভয়া চৈব হরিদ্রা দারুসাহ্বয়া।। পটোলং পিচুমর্দ্দশ্চ গুড়ূচী কটুরোহিণী। এষাং শীতকষায়ঃ স্যাদ্বাতপিত্তভবে জ্বরে।।

সোঁদালফল, মুতা, যষ্টিমধু, উশীর, হরীতকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পল্‌তা, নিমছাল, গুলঞ্চ ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথ বাতপিত্তজ্বরে হিতকর।

পঞ্চভদ্রকষায়

গুড়ূচী পর্পটং মুস্তং কিরাতং বিশ্বভেষজম্। বাতপিত্তজ্বরে দেয়ং পঞ্চভদ্রমিদং শুভম্॥

গুলঞ্চ, ক্ষেত্‌পাপড়া, মুতা, চিরতা ও শুঁঠ, এই পঞ্চভদ্রের ক্বাথও বাতপিত্তজ্বরে প্রশস্ত।

মধুকাদি

মধুকং শারিবে দ্রাক্ষা মধুকং চন্দনোৎপলম্। কাশ্মীরীং পদ্মকং লোধ্রং ত্রিফলাং পদ্মকেশরম্॥ পরূষকং মৃণালঞ্চ ন্যসেদুষ্ণমবারিণি। মধুলাজসিতাযুক্তং তৎ পীতমুষিতং নিশি॥ বাতপিত্তজ্বরং দাহ-তৃষ্ণামূর্চ্ছাবমিভ্রমান্। শময়েদ্রক্তপিত্তঞ্চ জীমূতানিব মারুতঃ॥

যষ্টিমধু, অনন্তমূল, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, মৌলফুল, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, গাম্ভারীফল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, ত্রিফলা, পদ্মকেশর, ফল্‌সা ও বেণার মূল, এই সকল দ্রব্য মোট ২ তোলা লইয়া কুট্টিত করিয়া রাত্রিতে চালুনি জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতঃকালে তাহাতে মধু, চিনি ও খৈ-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। তাহাতে বাতপিত্তজ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, বমি, গাত্রঘূর্ণন ও রক্তপিত্ত নিবারিত হইবে।

মুস্তাদি

মুস্তপর্পটকোৎপল-কিরাতোশীরচন্দনাৎ কর্ষঃ। শর্করয়া চ দীয়তে বাতপিত্তজ্বরে বহুধা দৃষ্টফলঃ॥

মুতা, ক্ষেত্‌পাপ্‌ড়া, নীলসুঁদি, চিরতা, সুগন্ধি বেণার মূল ও রক্তচন্দন, ইহাদের কষায় চিনিসহ পান করিলে বাতপিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়। বহুবার ইহার ফল প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে।

কিরাতাদি

কিরাততিক্তামলকীশঠীনাং দ্রাক্ষোষণানাগরকামৃতানাম্। ক্বাথঃ সুশীতো গুড়সংযুতঃ স্যাৎ সপিত্তবাতজ্বরনাশহেতুঃ॥

চিরতা, আমলকী, শঠী, দ্রাক্ষা, পিপুল, শুঁঠ এবং গুলঞ্চ, এই ক্বাথ শীতল করিয়া গুড়সহ সেবন করিলে বাতপিত্তজ্বর আশু নিবারিত হয়।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরলক্ষণম্

লিপ্ততিক্তাস্যতা তন্দ্রা মোহঃ কাসোঽরুচিস্তৃষা। মুহুর্দাহো মুহুঃ শীতং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাকৃতিঃ॥

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে মুখ শ্লেষ্মা দ্বারা লিপ্ত ও পিত্ত দ্বারা তিক্ত হয় এবং তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা ও মুহুর্ম্মুহুর্দাহ এবং মুহুর্ম্মুহুঃ শীত, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বর-চিকিৎসা

কণ্টকার্য্যাদিকষায়

কণ্টকার্য্যমৃতা ভার্গী নাগরেন্দ্রযবাসকম্। ভূনিম্বং চন্দনং মুস্তং পটোলং কটুরোহিণী।।
কষায়ং পায়য়েদেতং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহম্। দাহতৃষ্ণারুচিচ্ছর্দ্দি-কাসহৃৎপার্শ্বশূলনুৎ।।

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরতা, রক্তচন্দন, মুতা, পল্‌তা ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরঘ্ন এবং দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, কাস, হৃদয়শূল ও পার্শ্বশূল নাশক।

পটোলাদি

পটোলং চন্দনং মূর্ব্বা তিক্তা পাঠামৃতা গণঃ। পিত্তশ্লেষ্মারুচিচ্ছর্দ্দি-জ্বরকণ্ডূবিষাপহঃ।।

পল্‌তা, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, কট্‌কী, আক্‌নাদি ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বর এবং অরুচি, বমি, কণ্ডূ ও বিষদোষ নিবারক।

অমৃতাষ্টক

অমৃতেন্দ্রযবারিষ্ট-পটোলং কটুরোহিণী। নাগরং চন্দনং মুস্তং পিপ্পলীচূর্ণসংযুতম্।। অমৃতাষ্টক ইত্যেষ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ। হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি-পিপাসাদাহনাশনঃ।।

গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পল্‌তা, কট্‌কী, শুঁঠ, রক্তচন্দন ও মুতা, ইহাদের ক্বাথে অর্দ্ধ তোলা পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, বমনবেগ, বমন, অরুচি, পিপাসা ও দাহ নিবারণ হয়।

চাতুর্ভদ্রক-পাঠাসপ্তকৌ

কিরাতং নাগরং মুস্তং গুড়ূচীঞ্চ কফাধিকে। পাঠোদীচ্যমৃণালৈস্তু সহ পিত্তাধিকে পিবেৎ।।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে যদি শ্লেষ্মার আধিক্য থাকে, তাহা হইলে চিরতা, শুঁঠ, মুতা ও গুলঞ্চ এই দ্রব্যচতুষ্টয়ের ক্বাথ, এবং পিত্তাধিক্য থাকিলে পাঠাসপ্তক অর্থাৎ এই দ্রব্যচতুষ্টয়ের সহিত আক্‌নাদি, বালা ও বেণার মূল এই তিনটি যোগ করিয়া তাহার ক্বাথ পান করিতে দিবে।

বাসাস্বরস

সপত্রপুষ্পবাসায়া রসঃ ক্ষৌদ্রসিতাযুতঃ। কফপিত্তজ্বরং হন্তি সাস্রপিত্তং সকামলম্।।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাক্রান্ত রোগির যদি রক্তপিত্ত ও কামলা দোষ থাকে, তাহা হইলে পত্র ও পুষ্পসহ বাসকের রস বাহির করিয়া তাহাতে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

পঞ্চতিক্তকষায়

ক্ষুদ্রামৃতাভ্যাং সহ নাগরেণ সপুষ্করঞ্চৈব কিরাততিক্তম্। পিবেৎ কষায়ন্ত্বিহ পঞ্চতিক্তং জ্বরং নিহন্ত্যষ্টবিধং সমগ্রম্।।

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কুড় ও চিরতা, এই পঞ্চতিক্তের ক্বাথ সেবন করিলে অষ্টবিধ জ্বর সম্যগ্‌রূপে নিবারিত হয়।

পটোলাদি

পটোলযবধন্যাক-মুদগামলকচন্দনম্। পৈত্তিকে শ্লেষ্মপিত্তোত্থে জ্বরে তৃড়্‌ছর্দ্দিদাহনুৎ।।

পিত্তজ বা পিত্তশ্লেষ্মজ জ্বরে তৃষ্ণা, বমি ও দাহ থাকিলে, পল্‌তা, যব, ধনে, মুগ, আমলকী
ের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

কটুকীচূর্ণম্

সশর্করামক্ষমাত্রাং কটুকীঞ্চোষ্ণবারিণা। পীত্বা জ্বরং জয়েজ্জন্তুঃ পিত্তশ্লেষ্মসমুদ্ভবম্।।

চূর্ণ ১ তোলা ও চিনি ১ তোলা একত্র করিয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয়।

বাতশ্লেষ্মজ্বর-লক্ষণম্

স্তৈমিত্যং পর্ব্বণাং ভেদো নিদ্রাগৌরবমেব চ। শিরোগ্রহঃ প্রতিশ্যায়ঃ কাসঃ স্বেদপ্রবর্ত্তনম্। সন্তাপো মধ্যবেগশ্চ বাতশ্লেষ্মজ্বরাকৃতিঃ।।

স্তৈমিত্য (শরীর আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ প্রতীতি), পর্ব্বভেদ, নিদ্রাধিক্য, শিরোবেদনা, প্রতিশ্যায়, কাস, সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম, সন্তাপ, জ্বরের মধ্যবেগ অর্থাৎ নাতিতীক্ষ্ণ নাতিমৃদু বেগ, এইগুলি বাতশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ।

বাতশ্লেষ্মজ্বর-চিকিৎসা

কফবাতজ্বরে স্বেদান্ কারয়েদ্রুক্ষনির্ম্মিতান্। স্রোতসাং মার্দ্দবং কৃত্বা নীত্বা পাবকমাশয়ম্। হত্বা বাতকফস্তম্ভং স্বেদো জ্বরমপোহতি।। খর্পরভৃষ্ট-পটস্থিত-কাঞ্জিকসিক্তো হি বালুকাস্বেদঃ। শময়তি বাতকফাময়-মস্তকশূলাঙ্গভঙ্গাদীন্।। বীক্ষ্য স্বেদবিধিং কুর্য্যাৎ স্বেদনং বালুকাদিভিঃ। সর্ব্বাঙ্গে যদি বা যত্র বেদনা সংপ্রজায়েতে।। শীতশূলব্যুপরমে স্তম্ভগৌরবনিগ্রহে। সংজাতমার্দ্দবে স্বেদে স্বেদনাদ্‌বিরতির্মতো।।

বাতশ্লেষ্মজ্বরে রোগিকে রুক্ষ স্বেদ দিবে, তাহাতে স্রোতঃসকল মৃদু, অগ্নি স্বস্থানে প্রত্যাগত এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার স্তব্ধতা বিনষ্ট হইয়া জ্বর নিবারিত হয়। খোলায় বালুকা ভাজিয়া বস্ত্রে বন্ধনপূর্ব্বক কাঁজিতে সিক্ত করিয়া স্বেদ প্রদান করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত পীড়া, মস্তকশূল ও অঙ্গভঙ্গাদি নিবারিত হয়। যদি সর্ব্বাঙ্গে বা কোন অঙ্গবিশেষে বেদনা থাকে, তাহা হলে বেদনাস্থানে বালুকাস্বেদ দিবে। শীত, শূল, স্তব্ধতা ও গাত্রগৌরব নিবারিত ও স্রোতঃসকলের

মৃদুতা হইলে স্বেদক্রিয়া রহিত করিবে।

আমজ্বরে বাতবলাসজে বা কফোত্থিতে মারুতসম্ভবে বা। ত্রিদোষজে স্বেদমুদাহরন্তি স্তম্ভপ্রমোহাঙ্গরুজাপ্রশান্ত্যৈ।।

বাতিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও আমজ্বরে স্তব্ধতা, মূর্চ্ছা ও গাত্রবেদনা শান্তির জন্য স্বেদক্রিয়া কর্ত্তব্য।

পিপ্পলীভিঃ শৃতং তোয়মনভিস্যন্দি দীপনম্। বাতশ্লেষ্মবিকারঘ্নং প্লীহাজ্বরবিনাশনম্।।

২ তোলা পিপুলের ক্কাথ সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মরোগ এবং দাহজ্বর নিবারিত হয়। ইহা অনভিষ্যন্দি ও অগ্নির দীপক।

মুস্তানাগরভূনিম্বং ত্রয়মেতৎ ত্রিকার্ষিকম্। কফবাতামশমনং পাচনং জ্বরনাশনম্।।

মুতা, শুঁঠ ও চিরতা, এই তিনটি দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে লইয়া ক্কাথ প্রস্তুত করিবে, সেই ক্কাথ বায়ু, শ্লেষ্মা ও আমদোষের শমক, পাচক এবং জ্বরনাশক।

পঞ্চকোলম্

পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকনাগরৈঃ। দীপনীয়ঃ শৃতো বর্গঃ কফানিলগদাপহঃ। কোলমাত্রোপযোগিত্বাৎ পঞ্চকোলমিদং স্মৃতম্।।

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ, ইহাদের ক্কাথ সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মরোগ নষ্ট এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। কোল অর্থাৎ তোলক পরিমাণে প্রযোজিত হয় বলিয়া, ইহার নাম পঞ্চকোল।

নিম্বাদি

নিম্বামৃতাবিশ্বদারু কট্‌ফলং কটুকা বচা। কষায়ং পায়য়েদাশু বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহম্। পর্ব্বভেদশিরঃশূল-কাসারোচকপীড়িতম্।।

বাতশ্লেষ্মজ্বরে পর্ব্বভেদ, শিরঃশূল, কাস ও অরুচি থাকিলে নিম্বাদি অর্থাৎ নিমছাল, গুলঞ্চ, শুঁঠ, দেবদারু, কট্‌ফল, কট্‌কী ও বচ, ইহাদের ক্কাথ ব্যবস্থা করিবে।

ক্ষুদ্রাদি

ক্ষুদ্রামৃতানাগরপুষ্করাহ্বয়ৈঃ কৃতঃ কষায়ঃ কফমারুতোত্তরে। সশ্বাসকাসারুচিপার্শ্বরুক্‌করে জ্বরে ত্রিদোষপ্রভবেঽপি শস্যতে।।

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও কুড়, ইহাদের কষায় সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মোল্বণ জ্বর, শ্বাস, কাস, অরুচি ও পার্শ্বশূল নিবারিত হয়। ইহা সান্নিপাতিকজ্বরেও প্রশস্ত।

দশমূলী-কষায়

দশমূলীরসঃ পেয়ঃ কণাযুক্তঃ কফানিলে। অবিপাকেঽতিনিদ্রায়াং পার্শ্বরুক্‌শ্বাসকাসকে।।

বাতশ্লেষ্মজ্বরে যদি বাতাদি দোষের সম্যক্ পরিপাক না হয় এবং অতিনিদ্রা, পার্শ্বশূল, শ্বাস ও কাস থাকে, তাহা হইলে দশমূলের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

পটোলাদি

তৃষ্ণান্বিতে বাতকফার্ত্তিশূলে সশ্বাসকাসারুচিবিড়্বিবন্ধে। হিতং জলং দীপনপাচনঞ্চ পটোলশুণ্ঠীযবপিপ্পলীনাম্।।

বাতশ্লেষ্মজ্বরে তৃষ্ণা, বেদনা, কাস, শ্বাস, অরুচি ও মলবদ্ধতা থাকিলে পল্তা, শুঁঠ, যব ও পিপুলের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। এই ক্বাথ অগ্নির দীপক ও দোষের পাচক।

মুস্তাদি

মুস্তং পর্পটকঃ শুণ্ঠী গুডূচী সদুরালভা। কফবাতারুচিচ্ছর্দ্দি-দাহশোষজ্বরাপহঃ।।

এই জ্বরে অরুচি, বমি, দাহ ও শোষ থাকিলে মুতা, ক্ষেত্পাপ্ড়া, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও দুরালভার ক্বাথ সেবন করাইবে।

দার্ব্বাদি-কষায়

দারুপর্পটিভার্গ্যব্দ-বচাধান্যককট্ফলৈঃ। সাভয়াবিশ্বপূতীকৈঃ ক্বাথো হিঙ্গুমধূৎকটঃ।।
কফবাতজ্বরে পীতো হিক্কাশোষগলগ্রহান্। শ্বাসকাসপ্রসেকাংশ্চ হন্যাং তরুমিবাশনিঃ।।

বাতশ্লেষ্মজ্বরে হিক্কা, শোষ, গলবদ্ধতা, কাস, শ্বাস ও মুখপ্রসেক থাকিলে দেবদারু, ক্ষেত্পাপ্ড়া, বামুনহাটী, মুতা, বচ, ধনে, কট্ফল, হরীতকী, শুঁঠ ও নাটাকরঞ্জ, ইহাদের ক্বাথে হিং ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। বজ্রপাতে যেমন তরু বিনষ্ট হয়, এই ক্বাথ পানেও তদ্রূপ বাতশ্লেষ্মজ্বর এবং হিক্কাদি উপদ্রবসকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পথ্যাদি পাচনম্

পথ্যা কুস্তুম্বরী মুস্তা শুণ্ঠী কট্তৃণপর্পটম্। সকট্ফলবচা ভার্গী দেবাহ্বং মধু-হিঙ্গুমৎ।।
কফবাতজ্বরেষ্বেব কুক্ষিহৃৎপার্শ্ববেদনাঃ। কণ্ঠাময়াস্যশ্বয়থু-শ্বাসকাসান্নিযচ্ছতি।।

হরীতকী, ধনে, মুতা, শুঁঠ, গন্ধতৃণ, ক্ষেত্পাপ্ড়া, কট্ফল, বচ, বামুনহাটী ও দেবদারু, ইহাদের ক্বাথে মধু ও হিঙ্গু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর ও তদানুষঙ্গিক কুক্ষি হৃদয় ও পার্শ্ববেদনা, গলরোগ, মুখশোথ, কাস ও শ্বাস বিনষ্ট হয়।

সান্নিপাতিকজ্বর-লক্ষণম্

ক্ষণে দাহঃ ক্ষণে শীতমস্থিসন্ধিশিরোরুজা। সাস্রাবে কলুষে রক্তে নির্ভুগ্নে চাপি লোচনে।।
সস্বনৌ সরুজৌ কর্ণৌ কণ্ঠঃ শূকৈরিবাবৃতঃ। তন্দ্রা মোহঃ প্রলাপশ্চ কাসঃ শ্বাসোহরুচির্ভ্রমঃ।।
পরিদগ্ধা খরস্পর্শা জিহ্বা স্রস্তাঙ্গতা পরম্। ষ্ঠীবনং রক্তপিত্তস্য কফেনোম্মিশ্রিতস্য চ।।
শিরসো লোঠনং তৃষ্ণা নিদ্রানাশো হৃদি ব্যথা। স্বেদমূত্রপুরীষাণাং চিরাদ্দর্শনমল্পশঃ।। কৃশত্বং নাতিগাত্রাণাং প্রততং কণ্ঠকূজনম্। কোঠানাং শ্যাবরক্তানাং মণ্ডলানাঞ্চ দর্শনম্।। মূকত্বং স্রোতসাং পাকো গুরুত্বমুদরস্য চ। চিরাৎ পাকশ্চ দোষাণাং সন্নিপাতজ্বরাকৃতিঃ।।

সন্নিপাতজ্বরে ক্ষণে ক্ষণে দাহ, ক্ষণে ক্ষণে শীত, অস্থি সন্ধি ও মস্তক বেদনা, চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ আবিল (ঘোলাটে) রক্তবর্ণ বিস্ফারিত বা অতি কুটিল, কর্ণদ্বয় নানাপ্রকার শব্দ ও বেদনাবিশিষ্ট, কণ্ঠ যেন শূক (ধান্যাদির শোঁয়া) দ্বারা আবৃত, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, প্রলাপভাষণ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ এবং গোজিহ্বাসদৃশ খরস্পর্শ, অঙ্গসকল অত্যন্ত শিথিল, মুখ হইতে কফের সহিত রক্ত বা পিত্তের অল্পোদ্গীরণ, ইতস্ততঃ শিরশ্চালন, তৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, হৃদয়ে ব্যথা, দীর্ঘকালান্তে মল মূত্র ও ঘর্ম্মের অতি অল্প পরিমাণে নির্গম, দোষপূর্ণত্বহেতু শরীরের নাতিকৃশত্ব, কণ্ঠে নিরন্তর অব্যক্ত শব্দ, শ্যাব বা রক্তবর্ণ কোঠের (বোল্‌তা-দষ্ট স্থানের ন্যায় শোথের) ও মণ্ডলাকৃতি চিহ্নসমূহের উৎপত্তি, অতি অল্প কথন, মুখনাসাদি স্রোতঃসকলের পাক, উদরে ভারবোধ, রসপূর্ণত্বহেতু বাতাদি দোষের অতি বিলম্বে পরিপাক, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা

লঙ্ঘনং বালুকাস্বেদো নস্যং নিষ্ঠীবনং তথা। অবলেহোঽঞ্জনঞ্চৈব প্রাক্ প্রযোজ্যং ত্রিদোষজে।।
সন্নিপাতজ্বরে পূর্ব্বং কুর্য্যাদামকফাপহম্। পশ্চাৎ শ্লেষ্মণি সংক্ষীণে শময়েৎ পিত্তমারুতৌ।।

সন্নিপাতজ্বরে প্রথমে লঙ্ঘন, বালুকাস্বেদ, নস্য, নিষ্ঠীবন, অবলেহ ও অঞ্জন প্রযোজ্য। এই জ্বরে অগ্রে আম অর্থাৎ অপক্ক আহাররস ও কফ দমন করিয়া পশ্চাৎ পিত্ত ও বায়ুর শমতা করিবে।

লঙ্ঘনম্

ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা দশরাত্রমথাপি বা। লঙ্ঘনং সন্নিপাতেষু কুর্য্যাদ্বারোগ্যদর্শনাৎ।।
দোষাণামেব সা শক্তির্লঙ্ঘনে যা সহিষ্ণুতা। ন হি দোষক্ষয়ে কশ্চিৎ সহতে লঙ্ঘনাদিকম্।।
(আদিশব্দাৎ বালুকাস্বেদাদিগ্রহণম্।)

সন্নিপাতজ্বরে তিন দিন, পাঁচ দিন, দশ দিন অথবা যতদিন না আরোগ্য দর্শন হয়, তত দিন উপবাস করা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত দোষের শক্তি থাকিবে, সে পর্য্যন্ত রোগী উপবাস সহ্য করিতে পারিবে। দোষের ক্ষয় হইলে আর উপবাস ও বালুকাস্বেদাদি সহিতে পারিবে না।

কফোল্বণে শীতাঙ্গাদৌ

ন স্বেদব্যতিরেকেণ সন্নিপাতঃ প্রশাম্যতি। তস্মান্মুহুর্ম্মুহুঃ কার্য্যং স্বেদনং সন্নিপাতিনাম্।।
সন্নিপাতে জলময়ো নরাণাং বিগ্রহো ভবেৎ। বিনা বহ্ন্যুপচারেণ কস্তং শোষয়িতুং ক্ষমঃ।।
প্রয়োগা বহবঃ সন্তি সবিষা নির্ব্বিষা অপি। বহ্ন্যস্ত্রাণং বিনা প্রায়ো ন বীর্য্যং দর্শয়ন্তি তে।।
প্রতিক্রিয়াবিধাবেবং যস্য সংজ্ঞা ন জায়তে। পাদতলে ললাটে বা দহেল্লৌহশলাকয়া।।

শ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতজ্বরে সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইলে, স্বেদক্রিয়া ব্যতিরেকে সন্নিপাতের শান্তি হয় না। অতএব সান্নিপাতিকজ্বরে মুহুর্ম্মুহুঃ স্বেদ প্রদান করিবে। সন্নিপাতে মনুষ্যদিগের দেহ জলময় হয়, সুতরাং অগ্নিক্রিয়া ব্যতিরেকে কে তাহা শোষণ করিতে পারে? সন্নিপাতজ্বরের

সবিষ ও নির্ব্বিষ বহুবিধ ঔষধ আছে বটে, কিন্তু অগ্নির তাপ ব্যতিরেকে তাহারা প্রায়ই নিজ নিজ বীর্য্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। নানাপ্রকার প্রতিকার করাতেও যাহার সংজ্ঞা লাভ না হয়, তাহার পদতল বা ললাট অগ্নিসন্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে।

নস্যানি

সৈন্ধবং শ্বেতমরিচং সর্ষপঃ কুষ্ঠমেব চ। বস্তমূত্রেণ সংপিষ্য নস্যং তন্দ্রাবিনাশনম্।। মধূকসারসিন্ধুত্থ-বচোষণকণাঃ সমাঃ। শ্লক্ষ্ণং পিষ্টাম্ভসা নস্যং কুর্য্যাৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনম্।। ষড়্গ্রন্থিসৈন্ধবকণাঃ সমধূকসারাঃ পিষ্টাঃ সমেন মরিচেন জলৈঃ কদুষ্ণৈঃ। নস্যাং নিবারয়তি শীঘ্রমচেতনত্বং তন্দ্রাপ্রলাপসহিতং শিরসো গুরুত্বম্।। লশুনং মরিচং পিষ্টং নস্যং স্যাৎ শ্লেষ্মনাশনম্।। সিতিকুক্কুটিকাণ্ডজজল-পানান্নস্যাদপ্যঞ্জনাচ্চ। দুঃসাধনসন্নিপাতঃ প্রবলোঽপ্যাশ্বেব শমমেতি।। মাতুলুঙ্গার্দ্রকরসং কোষ্ণং ত্রিলবণান্বিতম্। অন্যদ্বা সিদ্ধিবিহিতং তীক্ষ্ণং নস্যং প্রযোজয়েৎ।। তেন প্রভিদ্যতে শ্লেষ্মা প্রভিন্নশ্চ প্রমুচ্যতে। শিরোহৃদয়কণ্ঠাস্য-পার্শ্বরুক্ চোপশাম্যতি।।

সৈন্ধবলবণ, সজিনাবীজ, শ্বেতসর্ষপ ও কুড়, প্রত্যেক সমানভাগে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া নস্য লইলে তন্দ্রা নিবারিত হয়। (ইতি সৈন্ধবাদি নস্য।)
মৌলসার, সৈন্ধব, বচ, মরিচ ও পিপুল সমভাগে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া নস্য লইলে সংজ্ঞালাভ হয়। (ইতি মধূকসারাদি নস্য।)
পিপুলমূল, সৈন্ধব, পিপুল ও মৌলসার ইহাদের সমভাগ চূর্ণ এবং সমুদয় চূর্ণের সমপরিমিত মরিচচূর্ণ ঈষদুষ্ণ জলে পেষণ করিয়া নস্য লইলে অচেতনত্ব, তন্দ্রা, প্রলাপ ও শিরোগুরুত্ব আশু নিবারিত হয়।
রসুন ও মরিচ পেষণ করিয়া নস্যরূপে ব্যবহার করিলে কফনাশ হয়। কালকুক্কুটের ডিম্বমধ্যস্থ তরলাংশ পান করিলে বা তাহার নস্য লইলে অথবা অঞ্জন দিলে দুঃসাধ্য প্রবল সন্নিপাতও আশু প্রশমিত হয়।
টাবালেবুর রস, আদার রস ও ত্রিলবণ (সৈন্ধব, বিট্ ও সচল) ঈষদুষ্ণ করিয়া নস্য প্রদান করিবে, অথবা সিদ্ধিস্থানোক্ত তীক্ষ্ণ নস্য প্রয়োগ করিবে, তাহাতে শ্লেষ্মা তরল হইয়া নির্গত এবং মস্তক হৃদয় কণ্ঠ মুখ ও পার্শ্বদেশের বেদনা প্রশমিত হইবে।

নিষ্ঠীবনম্

আর্দ্রকস্বরসোপেতং সৈন্ধবং সকটুত্রয়ম্। আকণ্ঠং ধারয়েদাস্যে নিষ্ঠীবেচ্চ পুনঃপুনঃ।। তেনাস্য হৃদয়াচ্ছ্লেষ্মা মন্যাপার্শ্বশিরোগলাৎ। লীনোঽপ্যাকৃষ্যতে শুষ্কো লাঘবঞ্চাস্য জায়তে।। পর্ব্বভেদো জ্বরো মূর্চ্ছা-নিদ্রাকাসগলাময়াঃ। মুখাক্ষিগৌরবং জাড্যমুৎক্লেদশ্চোপশাম্যতি।। সকৃদ্দ্বিত্রিচতুঃ কুর্য্যাদ্ দৃষ্ট্বা দোষবলাবলম্। এতদ্ধি পরমং প্রাহুর্ভৈষজং সন্নিপাতিনাম্।। আর্দ্রকস্বরসমুষ্ণং কৃত্বা সৈন্ধবাদিচূর্ণমনুরূপং দত্ত্বা নিষ্ঠীবনমুপদিশন্তি বৃদ্ধাঃ।।

সৈন্ধবলবণ ও ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ) আদার রসে মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ মুখে ধারণ ও পুনঃপুনঃ নিষ্ঠীবন করিবে। এই ক্রিয়া দ্বারা রোগির হৃদয়, মন্যা, পার্শ্ব, মস্তক ও গলদেশ

হইতে অতি লীন ও শুষ্ক শ্লেষ্মাও আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়া যাইবে। তাহাতে দেহ লঘু হইবে এবং পর্ব্বভেদ, জ্বর, মূর্চ্ছা, নিদ্রা, কাস, গলরোগ, মুখ ও নেত্রের গুরুতা, শরীরের জড়তা ও বমনভাব প্রশমিত হইবে। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া একবার, দুইবার, তিনবার কিংবা চারিবার পর্য্যন্তও নিষ্ঠীবন করা যাইতে পারে। ইহা সন্নিপাতরোগে শ্রেষ্ঠ ঔষধ। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ ঈষদুষ্ণ আদার রসে উপযুক্ত পরিমাণে সৈন্ধবাদি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

অষ্টাঙ্গাবলেহিকা

কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী ব্যোষং যাসশ্চ কারবী। শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং চৈতন্মধুনা সহ লেহয়েৎ।।
এষাবলেহিকা হন্তি সন্নিপাতং সুদারুণম্। হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ কণ্ঠরোগং নিযচ্ছতি।।
ঊর্দ্ধগশ্লেষ্মহরণে উষ্ণে স্বেদাদিকর্ম্মণি। বিরোধ্যুষ্ণে মধু ত্যক্ত্বা কার্য্যোযার্দ্রকজৈ রসৈঃ।।

কট্‌ফল, কুড়, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত অবলেহন করিলে সুদারুণ সন্নিপাত, হিক্কা, শ্বাস, কাস ও কণ্ঠরোগ নিবারিত হয়। ঊর্দ্ধগ শ্লেষ্মহরণার্থ স্বেদাদি উষ্ণক্রিয়া কর্ত্তব্য হইলে, মধুর পরিবর্ত্তে আদার রস দিয়া অবলেহ প্রস্তুত করিবে। কারণ মধু ও উষ্ণতা পরস্পরবিরোধী।

শিরীষাদ্যঞ্জনম্

শিরীষবীজগোমূত্র-কৃষ্ণামরিচসৈন্ধবৈঃ। অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধায় সরসোনশিলাবচৈঃ।।

শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিলা ও বচ গোমূত্রে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে রোগির চৈতন্য হয় (কোন কোন মতে শিরীষবীজ হইতে সৈন্ধব পর্য্যন্ত একটি যোগ এবং রসুন হইতে বচ পর্য্যন্ত আর একটি যোগ)।

অসুরাহ্বয়পতঙ্গস্য বিট্‌চূর্ণং মধুসংযুতম্। অঞ্জনাদ্ বোধয়েন্মুগ্ধং তন্দ্রিত সন্নিপাতিনম্।।

আরসুলার নাদি মধুর সহিত মাড়িয়া অঞ্জন দিলে মূর্চ্ছিত, তন্দ্রিত সান্নিপাতিক রোগির চৈতন্য লাভ হয়।

কণ্টকার্য্যাদিপাচনম্

কণ্টকারীদ্বয়ং শুণ্ঠী ধান্যকং সুরদারু চ। এভিঃ শৃতং পাচনং স্যাৎ সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্।।

কণ্টকারী, বৃহতী, শুঁঠ, ধনে ও দেবদারু, ইহাদের পাচন সর্ব্বজ্বরনাশক।

দশমূলম্

বিল্বশ্যোনাকগাম্ভারী-পাটলাগণিকারিকাঃ। দীপনং কফবাতঘ্নং পঞ্চমূলমিদং মহৎ।। শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরম্ বাতপিত্তাপহং বৃষ্যাং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্।। উভয়ং দশমূলং হি সন্নিপাতজ্বরাপহম্। কাসে শ্বাসে চ তন্দ্রায়াং পার্শ্বশূলে চ শস্যতে। পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং কণ্ঠহৃদ্‌গ্রহনাশনম্।।

বিল্ব, শ্যোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারি, মিলিত এই পাঁচটিকে বৃহৎ পঞ্চমূল কহে। ইহা অগ্নির দীপক ও বাতশ্লেষ্মনাশক। আর শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, মিলিত এই পাঁচটিকে স্বল্প পঞ্চমূল বলে। ইহা বাতপিত্তনাশক ও বৃষ্য। এই উভয় পঞ্চমূল মিলিত হইলে তাহাকে দশমূল কহা যায়। দশমূলের ক্বাথ পিপুলচূর্ণের সহিত সেবন করিলে সন্নিপাতজ্বর, কাস, শ্বাস, তন্দ্রা, পার্শ্বশূল এবং কণ্ঠ ও হৃদয়ের বেদনা নিবারিত হয়।

দ্বাদশাঙ্গ

দশমূলীকষায়স্তু সপৌষ্করকণান্বিতঃ। সন্নিপাতে জ্বরে দেয়ঃ শ্বাসকাসসমন্বিতে।।

কাস ও শ্বাস উপদ্রবযুক্ত সন্নিপাতজ্বরে পূর্ব্বোক্ত দশমূল এবং কুড় ও পিপুল, এই দ্বাদশাঙ্গ ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

চতুর্দ্দশাঙ্গ

চিরজ্বরে বাতকফোল্বণে বা ত্রিদোষজে বা দশমূলমিশ্রঃ। কিরাততিক্তাদিগণঃ প্রযোজ্যঃ শুদ্ধ্যর্থিনে বা ত্রিবৃতাবিমিশ্রঃ।।

দীর্ঘকালের জ্বরে বা বাতশ্লেষ্মোল্বণ সান্নিপাতিকজ্বরে পূর্ব্বোক্ত দশমূল এবং কিরাততিক্তাদি গণ অর্থাৎ চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুঁঠ, এই চতুর্দ্দশাঙ্গের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। বিরেচন আবশ্যক হইলে সেই ক্বাথের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় তেউড়ীমূলচূর্ণ (ছয় আনা বা অর্দ্ধ তোলা) মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

বাতশ্লেষ্মহরোহষ্টাদশাঙ্গ

দশমূলী শঠী পৌষ্করং সদুরালভম্। ভার্গী কুটজবীজঞ্চ পটোলং কটুরোহিণী।। অষ্টাদশাঙ্গ ইত্যেষ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ। কাসহৃদ্‌গ্রহপার্শ্বার্ত্তি-শ্বাসহিক্কাবমীহরঃ।।

বাতশ্লেষ্মোল্বণ-সন্নিপাতজ্বরে, হৃদয়ে ও পার্শ্বে বেদনা এবং কাস, শ্বাস, হিক্কা ও বমি থাকিলে পূর্ব্বোক্ত দশমূল, শঠী, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, কুড়, দুরালভা, বামুনহাটী, ইন্দ্রযব, পল্‌তা ও কট্‌কী, এই অষ্টাদশাঙ্গের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

পিত্তশ্লেষ্মহরোহষ্টদশাঙ্গ

ভূনিম্বদারুদশমূলমহৌষধাব্দ-তিক্তেন্দ্রবীজধনিকেভকণাকষায়ঃ।
তন্দ্রাপ্রলাপকসনারুচিদাহমোহ-শ্বাসাদিযুক্তমখিলং জ্বরমাশু হন্তি।।

চিরতা, দেবদারু, দশমূল, শুঁঠ, মুতা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ধনে ও গজপিপ্পলী, ইহাদের কষায় পান করিলে তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ ও শ্বাসাদি উপদ্রবযুক্ত জ্বর আশু বিনষ্ট হয়।

মুস্তাদ্যো গণ

মুস্তপর্পটকোশীর-দেবদারুমহৌষধম্। ত্রিফলা ধন্বযাসশ্চ নীলী কম্পিল্লকস্ত্রিবৃৎ।। কিরাততিক্তকং পাঠা বলা কটুকরোহিণী। মধুকং পিপ্পলীমূলং মুস্তাদ্যো গণ উচ্যতে। অষ্টাদশাঙ্গমুদিতমেতদ্বা সন্নিপাতনুৎ।। পিত্তোত্তরে সন্নিপাতে হিতঞ্চোক্তং মনীষিভিঃ। মন্যাস্তম্ভে উরোঘাত উরঃপার্শ্বশিরোগ্রহে।।

মুতা, ক্ষেত্পাপ্ড়া, উশীর, দেবদারু, শুঁঠ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, দুরালভা, বননীল, কমলাগুঁড়ি, তেউড়ী, চিরতা, আক্নাদি, বেড়েলা, কট্কী, যষ্টিমধু ও পিপুলমূল, ইহাদিগকে মুস্তাদ্য গণ বলা যায়। ইহার অন্য নাম অষ্টাদশাঙ্গ। ইহা সন্নিপাতজ্বরনাশক। পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে, মন্যাস্তম্ভে, উরোঘাতে এবং হৃদয়, পার্শ্ব ও শিরোবেদনায় ইহা বিশেষ হিতকর।

দ্বাত্রিংশাঙ্গ

ভার্গীভূনিম্বনিম্বা ঘনকটুকবচা ব্যোষবাসাবিশালা-রাস্নানন্তাপটোলী-সুরতরুরজনী-পাটলাতিন্দুকৈশ্চ। ব্রাহ্মীদার্বীগুড়ূচী ত্রিবৃতমতিবিষা-পুষ্করত্রায়মাণৈ-ব্যাঘ্রীসিংহীকলিঙ্গৈ-স্ত্রিফলশঠিযুতৈঃ কল্পিতস্তুল্যভাগৈঃ।। ক্বাথো দ্বাত্রিংশনামা ত্রিভিরধিকদশান্ সন্নিপাতান্ নিহন্তি উরুস্তম্ভান্ত্রবৃদ্ধী গলগদমরুচিং সর্ব্বসন্ধিগ্রহার্ত্তিং মাতঙ্গৌঘান্ নিহন্যান্মৃগরিপুরিহ চেদ্ রোগজালং তথৈব।।

বামুনহাটী, চিরতা, নিম, মুতা, কট্কী, বচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বাসক, রাখালশশা, রাস্না, শ্যামালতা (বা অনন্তমূল), ঝিঙ্গা, দেবদারু, হরিদ্রা, পারুল, গাব, ব্রাহ্মীশাক, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, তেউড়ী, আতইচ, কুড়, বলাডুমুর, কণ্টকারী, বৃহতী, ইন্দ্রযব, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও শঠী, এই ৩২টি দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে ত্রয়োদশ প্রকার সান্নিপাতিক জ্বর, শূল, কাস, হিক্কা, শ্বাস, উদরাধ্মান, উরুস্তম্ভ, অন্ত্রবৃদ্ধি, গলরোগ, অরুচি ও সন্ধিসমূহের বেদনা প্রভৃতি নিবারিত হয়।

বৃহত্যাদিগণ

বৃহত্যৌ পুষ্করং ভার্গী শঠী শৃঙ্গী দুরালভা। বৎসকস্য চ বীজানি পটোলং কটুরোহিণী।। বৃহত্যাদিগণঃ প্রোক্তঃ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ। কাসাদিষু চ সর্ব্বেষু দেয়ঃ সোপদ্রবেষু চ।।

বৃহতী, কণ্টকারী, কুড়, বামুনহাটী, শঠী, কাঁক্ড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, ইন্দ্রযব, পল্তা ও কট্কী, এই বৃহত্যাদিগণের ক্বাথ পান করিলে সান্নিপাতিক জ্বর এবং তদুপদ্রব কাসাদি নিবারিত হয়।

শট্যাদিগণ

শটী পুষ্করমূলঞ্চ ব্যাঘ্রী শৃঙ্গী দুরালভা। গুড়ূচী নাগরং পাঠা কিরাতং কটুরোহিণী।। এষ শট্যাদিকো বর্গঃ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ। কাসহৃদ্গ্রহপার্শ্বার্ত্তি-শ্বাসে তন্দ্রাঞ্চ শস্যতে।।

শটী, কুড়, কণ্টকারী, কাঁক্ড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আক্নাদি, চিরতা ও কট্কী, এই শট্যাদিগণের ক্বাথ সন্নিপাত জ্বরনাশক এবং কাস, শ্বাস, হৃদ্ব্যথা, পার্শ্ববেদনা ও তন্দ্রা রোগে হিতকর।

বৃহৎকট্‌ফলাদি

কট্‌ফলাব্দবচাপাঠা-পুষ্করাজাজিপর্পটৈঃ। শৃঙ্গীকলিঙ্গধন্যাকং শটী ভৃঙ্গকণাহ্বয়ম্।।
তিক্তাভয়াম্বুকৈরাতং ভার্গী রামঠকং বলা। দশমূলী কণামূলং নিঃক্বাথ্য ক্বাথমুত্তমম্।
হিঙ্গ্বার্দ্রকরসোপেতং সন্নিপাতবিনাশনম্। গলগণ্ডং গণ্ডমালাং স্বরভেদং গলাময়ান্।।
কর্ণমূলোদ্ভবং শোথং হন্যাদ্ধনুমুখাময়ান্। কফবাতজ্বরং কাসং তথা হন্তি শিরোগদান্।
শিরোগুরুত্বং বাধির্য্যং নিহন্তি কফবাতিকম্।।

কট্‌ফল, মুতা, বচ, আক্‌নাদি, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেত্‌পাপ্‌ড়া, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, ইন্দ্রযব, ধনে, শটী, ভৃঙ্গরাজ, পিপুল, কট্‌কী, হরীতকী, বালা, চিরতা, বামুনহাটী, ধলা আঁকড়া, বেড়েলা, দশমূল ও পিপুলমূল ইহাদের ক্বাথে হিং ও আদার রস মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, স্বরভেদ, গলরোগ, কর্ণমূলশোথ, হনুগ্রহ, মুখরোগ, বাতশ্লেষ্মজ্বর, কাস, শিরোরোগ, শিরোগুরুত্ব ও কফবাতজ বধিরতা বিনষ্ট হয়।

বাতোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-লক্ষণম্

সন্ধ্যস্থিশিরসাং শূলং প্রলাপোগৌরবং ভ্রমঃ। বাতোল্বণে স্যাদ্ দ্ব্যনুগে তৃষ্ণাকণ্ঠাস্যশুষ্কতা।।

সন্ধি অস্থি ও মস্তকে শূলবদ্ব্যথা, প্রলাপ, দেহের গৌরব, ভ্রম, পিপাসা এবং কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, এই সকল লক্ষণ বাতোল্বণ-হীন-পিত্তশ্লেষ্ম সান্নিপাতিক জ্বরে প্রকাশিত হয়।

বাতোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা

পঞ্চমূলীকষায়ঞ্চ দদ্যাদ্বাতোত্তরে জ্বরে। ভৃশোষ্ণং বা সুখোষ্ণং বা দৃষ্ট্বা দোষবলাবলম্।।

বাতোল্বণ সন্নিপাতজ্বরে দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া অত্যুষ্ণ বা ঈষদুষ্ণ বৃহৎপঞ্চমূলের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে।

কট্‌ফলাদিকষায়

কট্‌ফলাব্দবচাপাঠা-পুষ্করাজাজিপর্পটৈঃ। দেবদার্ব্বভয়াশৃঙ্গী-কণাভূনিম্বনাগরৈঃ।।
ভার্গীকলিঙ্গকটুকা-শঠীকট্‌তৃণধান্যকৈঃ। সমাংশৈঃ সাধিতঃ ক্বাথো হিঙ্গ্বার্দ্রকরসৈর্যুতঃ।।
কর্ণমূলোদ্ভবং শোথং হন্তি মন্যাগলাশ্রয়ম্। কফবাতজরং শ্বাসং কাসং হিক্কাং হনুগ্রহম্।।
গলগণ্ডং গণ্ডমালাং স্বরভেদং কফাং কম্। শিরোগুরুত্বং বাধির্য্যং বৃদ্ধিঞ্চ কফমেদসোঃ।।

কট্‌ফল, মুতা, বচ, আকনাদি, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেত্‌পাপ্‌ড়া, দেবদারু, হরীতকী, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, পিপুল, চিরতা, শুঁঠ, বামুনহাটী, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, শঠী, কটতৃণ (মাদুরকাঠিবিশেষ) ও ধনে, ইহাদের ক্বাথে হিং ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয়া উহা সেবন করিলে বাতোল্বণ ও কফোল্বণ সন্নিপাত জ্বর এবং কর্ণমূল-শোথ, শ্বাসকাসাদি রোগসকল প্রশমিত হয়।

পিত্তোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর লক্ষণম্

রক্তবিণ্মূত্রতা দাহঃ স্বেদস্তৃষ্ণা বলক্ষয়ঃ। মূর্চ্ছা চেতি ত্রিদোষে স্যাল্লিঙ্গং পিত্তে গরীয়সি।।

মল ও মূত্রের রক্তবর্ণতা এবং দাহ, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা, বলক্ষয় ও মূর্চ্ছা, এইগুলি পিত্তোল্বণ সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ।

পিত্তোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা

পরূষকাদি

পরূষকাণি ত্রিফলা দেবদারু সকট্‌ফলম্। চন্দনং পদ্মকঞ্চৈব তথা কটুকরোহিণী।। পৃশ্নিপর্ণী শৃতস্ত্বেভিরুষিতং শীতলং জলম্। পিত্তোত্তরে নৃণামেতৎ সন্নিপাতে চিকিৎসিতম্।।

ফল্‌সা, ত্রিফলা, দেবদারু, কট্‌ফল, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, কট্‌কী ও চাকুলে, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে সেই শীতল ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। ইহা পিত্তোল্বণ সন্নিপাতজ্বরে শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

চন্দনাদি

চন্দনং পদ্মকঞ্চৈব তথা কটুকরোহিণী। পৃথক্‌পর্ণীসম সিদ্ধমুষিতং শীতলং জলম্। পিত্তোত্তরে নৃণামেতৎ সন্নিপাতে চিকিৎসিতম্।।

রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, কট্‌কী ও চাকুলে, এই সকল দ্রব্য পূর্ব্ববৎ ক্বাথ করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে সেই ক্বাথ শীতল অবস্থায় প্রয়োগ করিবে। তাহাতেও পিত্তোল্বণ সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হইবে।

কিরাতাদিসপ্তকম্

কিরাততিক্তকং মুস্তং গুড়ূচী বিশ্বভেষজম্। পাঠোদীচ্যং মৃণালঞ্চ শৃতং পিত্তাধিকে পিবেৎ।।

পিত্তাধিক সন্নিপাতজ্বরে চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আক্‌নাদি, বালা ও মৃণাল, ইহাদের ক্বাথ হিতকর।

কফোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-লক্ষণম্

আলস্যারুচিহৃল্লাস-দাহবম্যরতিভ্রমৈঃ। কফোল্বণং সন্নিপাতং তন্দ্রাকাসেন চাদিশেৎ।।

আলস্য, অরুচি, বমনবেগ, দাহ, বমি, অস্থিরতা, ভ্রম, তন্দ্রা ও কাস, এই সকল লক্ষণ কফোল্বণ সান্নিপাতিক জ্বরে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

কফোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা

কফোল্বণ সন্নিপাতজ্বরে পূর্ব্বোক্ত বৃহত্যাদি ও বৃহৎকট্‌ফলাদির ক্বাথ প্রয়োগ করিবে।

বাতপিত্তোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-লক্ষণম্

ভ্রমঃ পিপাসা দাহশ্চ গৌরবং শিরোসোঽতিরুক্। বাতপিত্তোল্বণে বিদ্যাল্লিঙ্গং মন্দকফে জ্বরে।।

ভ্রম, পিপাসা, দাহ, শরীরে ভার বোধ ও মস্তকে অতিশয় ব্যথা, এইগুলি বাতপিত্তোল্বণ হীনকফ সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ।

বাতপিত্তোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা

বাতপিত্তহরং বৃষ্যং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্। তৎক্বাথো মধুনা হন্তি বাতপিত্তোল্বণং জ্বরম্।।

বাতপিত্তোল্বণ সন্নিপাতজ্বরে বাতপিত্তহর ও বৃষ্য স্বল্পপঞ্চমূলের ক্বাথ মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে।

বাতশ্লেষ্মোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-লক্ষণম্

শৈত্যং কাসোঽরুচিস্তন্দ্রা-পিপাসাদাহহৃদ্ব্যথাঃ। বাতশ্লেষ্মোল্বণে ব্যাধৌ লিঙ্গং পিত্তানুগে বিদুঃ।।

শৈত্য, কাস, অরুচি, তন্দ্রা, পিপাসা, দাহ ও হৃদয়ে ব্যথা, এই সমস্ত লক্ষণ বাতকফোল্বণ হীনপিত্ত সান্নিপাতিক জ্বরের জানিবে।

বাতশ্লেষ্মোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা

কিরাততিক্তকং মুস্তং গুড়ূচী বিশ্বভেষজম্। চাতুর্ভদ্রকমিত্যাহুর্বাতশ্লেষ্মোল্বণে জ্বরে।।

বাতশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতজ্বরে চাতুর্ভদ্রক অর্থাৎ চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-লক্ষণম্

ছর্দ্দিঃ শৈত্যং মুহুর্দাহস্তৃষ্ণা মোহোঽস্থিবেদনা। মন্দবাতে ব্যবস্যন্তি লিঙ্গং পিত্তকফোল্বণে।।

বমন, শৈত্য, মুহুর্ম্মুহুর্দাহ, তৃষ্ণা, মোহ ও অস্থিবেদনা, এই লক্ষণগুলি পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ হীনবাত সান্নিপাতিক জ্বরে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ-সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা

পর্পটং কট্‌ফলং কুষ্ঠমুশীরং চন্দনং জলম্। নাগরং মুস্তকং শৃঙ্গী পিপ্পল্যোসাং শৃতং হিতম্। তৃষ্ণাদাহাগ্নিমান্দ্যেষু পিত্তশ্লেষ্মোল্বণে জ্বরে।।

ক্ষেত্‌পাপ্‌ড়া, কট্‌ফল, কুড়, উশীর, রক্তচন্দন, বালা, শুঁঠ, মুতা, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও পিপুল, ইহাদের ক্বাথ পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতজ্বরে তৃষ্ণা দাহ ও অগ্নিমান্দ্যে হিতকর।
(সান্নিপাতিক জ্বরে দোষত্রয়ের মধ্যে একের হীনাবস্থা অপরের মধ্যাবস্থা ও অন্যের প্রবলাবস্থা

দৃষ্ট হইলে সাধারণ সন্নিপাতজ্বর চিকিৎসোক্ত দশমূল, চতুর্দ্দশাঙ্গ ও অষ্টাদশাঙ্গ প্রভৃতি ক্বাথ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।)

ত্র্যুল্বণ-সন্নিপাতজ্বরে

যোগরাজঃ

নাগরং ধান্যকং ভার্গী পদ্মকং রক্তচন্দনম্। পটোলং পিচুমর্দ্দশ্চ ত্রিফলা মধুকং বলা।। শর্করা কটুকা মুস্তা গজাহ্বা ব্যাধিঘাতকঃ। কিরাততিক্তমমৃতা দশমূলী নিদিগ্ধিকা।। যোগরাজো নিহন্ত্যেষ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ। সন্নিপাতসমুত্থানং মৃত্যুমপ্যাগতং জয়েৎ।।

শুঁঠ, ধনে, বামুনহাটী, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, পটোলপত্র, নিম্ব, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কট্‌কী, মুতা, গজপিপ্পলী, সোন্দাল, চিরতা (দুই ভাগ গ্রহণার্থ মূলে কিরাত ও তিক্ত পৃথক্ পঠিত হইয়াছে, অতএব চিরতা ২ ভাগ লইবে), গুলঞ্চ, দশমূল ও কন্টকারী, ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে তাহা ত্রিদোষোল্বণ সন্নিপাতজ্বর নিবারিত করে।

শীতাঙ্গাদি-ত্রয়োদশসন্নিপাতজ্বরেষু

শীতাঙ্গস্য চিকিৎসামাহ

ভাস্বম্মূলং জীরকব্যোষভার্গী ব্যাঘ্রী শুণ্ঠী পুষ্করং গোজলেন। সিদ্ধং সদ্য শীতগাত্রার্ত্তিমোহ শ্বাসশ্লেষ্মোদ্রেককাসান নিহন্তি।। কর্কোটিকাকন্দরজঃ কুলত্থ কৃষ্ণাবচাকট্‌ফল কৃষ্ণ জীরৈঃ। কিরাততিক্তানলকট্‌ফলাম্বু-পথ্যাভিরুদ্বর্ত্তনমত্র শস্তম্।।

শীতাঙ্গচিকিৎসা—আকন্দমূল, জীরক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বামুনহাটী, কন্টকারী, শুঁঠ ও কুড়, এই সকল দ্রব্য মোট ২ তোলা মাত্রায় গ্রহণ করিয়া ৩২ তোলা গোমূত্রে সিদ্ধ করিবে এবং ৮ তোলা শেষ থাকিতে নামাইবে। ইহা সেবন করিলে শীতগাত্রতা, মোহ, শ্বাস, শ্লেষ্মোদ্রেক এবং কাস আশু বিনষ্ট হয়।

পীতঘোষার মূল, কুলথকলাই, পিপুল, বচ, কট্‌ফল, কৃষ্ণজীরা, চিরতা, চিতার মূল, কট্‌ফল, বালা ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ ও সূক্ষ্ম চূর্ণ করত গাত্রে মর্দ্দন করিবে।

তন্দ্রিকস্য চিকিৎসা

ক্ষুদ্রামৃতাপৌষ্করনাগরাশি শৃতানি পীতানি শিবাযুতানি। শুণ্ঠীকণাগস্তিরসোষণানি নস্যেন তন্দ্রাবিজয়োল্বণানি।।

কন্টকারী, গুলঞ্চ, কুড়, শুঁঠ এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা গ্রহণ করিয়া ৩২ তোলা জলে পাক করত ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে এবং তাহাতে হরীতকীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। আর শুঁঠ, পিপুল, বকপুষ্পরস ও মরিচ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র বাটিয়া নাসাতে নস্য দিবে। ইহাতে তন্দ্রা নষ্ট হয়।

প্রলাপকস্য চিকিৎসা

সতগরবরতিক্তারেবতাম্ভোদতিক্তা-নলদতুরগগন্ধাভারতীহারহূরাঃ।
মলয়জদশমূলীশঙ্খপুষ্পীসুপক্কাঃ প্রলপনমুপহন্যুঃ পানতো নাতিদূরাৎ।।

তগর, ক্ষেত্পাপ্ড়া, সোঁদাল, মুতা, কট্কী, নলদ (লামজ্জক— নির্গন্ধ উশীর, তদলাভে বেণার মূল), অশ্বগন্ধা, ভারতী (ব্রহ্মযষ্টি), হারহূরা (দ্রাক্ষা), শ্বেতচন্দন, দশমূল ও শঙ্খপুষ্পী (শঙ্খিনী লতা), এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে প্রলাপ নষ্ট হয়।

রক্তনিষ্ঠীবনশ্চিকিৎসা

রোহিষধন্বযবাসকবাসা পর্পটগন্ধলতাকটুকাভিঃ। শর্করয়া সমমেষ কষায়ঃ ক্ষতনিষ্ঠীবিন উদ্যদুপায়ঃ।।

রোহিষ (গন্ধতৃণবিশেষ), দুরালভা, বাসক, ক্ষেত্পাপ্ড়া, গন্ধলতা (প্রিয়ঙ্গু) ও কট্কী, ইহাদের ক্বাথ ছাঁকিয়া তাহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তবমন নিবৃত্ত হয়।

পদ্মকচন্দনপর্পটমুস্তং জাতিকজীবকচন্দনবারি। ক্লীতকনিম্বযুতং পরিপক্কং বারি ভবেদিহ শোণিতহারি।।

পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, ক্ষেত্পাপ্ড়া, মুতা, জাতীপুষ্প, জীবক, চন্দন, গন্ধবালা, যষ্টিমধু ও নিমছাল, ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে রক্তোদ্গম নিবারণ হইয়া থাকে।

ভুগ্ননেত্রস্য চিকিৎসা

তুরঙ্গগন্ধা লবণোগ্রগন্ধা-মধুকসারোষণমাগধীভিঃ। বস্তাম্বুশুণ্ঠীলসুনান্বিতাভির্নস্যং কৃশাং ভুগ্নদৃশং করোতি।।

অশ্বগন্ধা, সৈন্ধবলবণ, বচ, মৌলসার, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও লসুন তুল্যভাগে লইয়া ছাগমূত্রে বাটিয়া নাসিকাতে নস্য দিলে ভুগ্ননেত্র রোগের উপশম হয়।

অভিন্যাসজ্বর-লক্ষণম্

ত্রয়ঃপ্রকুপিতা দোষা উরঃস্রোতোহনুগামিনঃ। আমাভিবৃদ্ধ্যা গ্রথিতা বুদ্ধীন্দ্রিয়মনোগতাঃ।।
জনয়ন্তি মহাঘোরমভিন্যাসং জ্বরং দৃঢ়ম্। শ্রুতৌ নেত্রে প্রসুপ্তিঃ স্যান্ন চেষ্টাং কাঞ্চিদীহতে।।
ন চ দৃষ্টির্ভবেৎ তস্য সমর্থা রূপদর্শনে। ন ঘ্রাণং ন চ সংস্পর্শং শব্দং বা নৈব বুধ্যতে।।
শিরো লোঠয়তেহভীক্ষ্ণমাহারং নাভিনন্দতি। কূজতি তুদ্যতে চৈব পরিবর্ত্তনমীহতে।।
অল্পং প্রভাষতে কিঞ্চিদভিন্যাসঃ স উচ্যতে। প্রত্যাখ্যাতঃ স ভূয়িষ্ঠঃ কশ্চিদেবাত্র সিদ্ধ্যতি।।

অত্যন্ত কুপিত বাতাদি দোষত্রয়, বক্ষঃস্থলস্থ স্রোতঃসমূহে গমন করিয়া আমরসের সহিত মিলিত হইয়া চক্ষুঃকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে বিকৃত করত অতি কঠিন ও ভয়ঙ্কর অভিন্যাস নামক সন্নিপাতজ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বরে রোগী নিশ্চেষ্ট এবং দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি রহিত হয়, কাহাকেও চিনিতে পারে না ও কাহারও শব্দ বুঝিতে পারে না। সর্ব্বদা

মস্তক সঞ্চালন, কুন্থন ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে থাকে। কিছুই আহার করিতে চাহে না, নিরন্তর সূচীবেধবৎ বেদনা অনুভব করে। কথা ত কহেই না—যদি কহে, তাহাও অতি অল্প। এই রোগী বিশেষরূপে ত্যাজ্য, কদাচিৎ কেহ বা এই ভয়ঙ্কর জ্বর হইতে মুক্তিলাভ করে।

নিদ্রোপেতমভিন্যাসং ক্ষীণং বিদ্যাদ্ধতৌজসম্।।

অভিন্যাসজ্বর সান্নিপাতিক জ্বরেরই প্রবল অবস্থাবিশেষ মাত্র। এই জ্বরে রোগী সর্ব্বদাই নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে। অভিন্যাস এবং সন্নিপাতজ্বর ক্ষীণধাতুগত হইলে তাহাকে হতৌজা কহে। সুশ্রুতে উক্ত আছে—

অভিন্যাসস্তু তং প্রাহুর্হতৌজসমথাপরে। সন্নিপাতজ্বরং কৃচ্ছ্রমসাধ্যমপরে জগুঃ।।

সেই অভিন্যাস জ্বরকেই কেহ কেহ হতৌজা কহেন। সন্নিপাতজ্বর কৃচ্ছ্রসাধ্য, কেহ কেহ অসাধ্যও বলেন।

অভিন্যাসজ্বর-চিকিৎসা

সন্নিপাতে প্রকম্পন্তং প্রলপন্তং ন বৃংহয়েৎ। তৃষ্ণাদাহাভিভূতেঽপি ন দদ্যাচ্ছীতলং জলম্।।

সন্নিপাতজ্বরে যে রোগী প্রলাপবাক্য কহে ও কম্পিত হয়, তাহার পক্ষে বৃংহণ (সন্তর্পণক্রিয়া) নিষিদ্ধ এবং সে যদি তৃষ্ণা ও দাহে অভিভূত হয়, তাহা হইলেও তাহাকে শীতল জল পান করিতে দিবে না।

কারব্যাদি ক্বাথ

কারবীপুষ্করৈরণ্ড-ত্রায়ন্তীনাগরামৃতাঃ। দশমূলী শঠী শৃঙ্গী যাসো ভার্গী পুনর্নবাঃ।। তুল্যা মূত্রেণ নিঃক্বাথ্য পীতাঃ স্রোতোবিশোধনাঃ। অভিন্যাসজ্বরং ঘোরমাশু ঘ্নন্তি সমুদ্ধতম্।।

কৃষ্ণজীরা, কুড়, এরণ্ডমূল, বলাডুমুর, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দশমূল, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, বামুনহাটী ও পুনর্নবা মিলিত ২ তোলা, গোমূত্র ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; এই ক্বাথ পান করিলে স্রোতঃসকল বিশুদ্ধ এবং অতি উৎকট অভিন্যাসজ্বর নষ্ট হয়।

শৃঙ্গ্যাদিক্বাথ

শৃঙ্গীভার্গ্যভয়াজাজী-কণাভূনিম্বপর্পটৈঃ। দেবদারুবচাকুষ্ঠ-যাসকট্‌ফলনাগরৈঃ।।
মুস্তধন্যাকতিক্তেন্দ্র-যবপাঠাংরেণুভিঃ হস্তিপিপ্পল্যপামার্গ-পিপ্পলীমূলচিত্রকৈঃ।।
বিশালারগ্বধারিষ্ট-শটীবাকুচিকাফলৈঃ। বিড়ঙ্গরজনীদার্ব্বী-যমনীদ্বয়সংযুতৈঃ।।
সমাংশৈর্বিহিতঃ ক্বাথো হিঙ্গ্বার্দ্রকরসান্বিতঃ। অভিন্যাসজ্বরং ঘোরং হন্তি তন্দ্রাঞ্চ তৎক্ষণাৎ।।
প্রমোহং কর্ণশূলঞ্চ সন্নিপাতাংস্ত্রয়োদশ। হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ তথা সর্ব্বানুপদ্রবান্।।

কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটী, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, পিপ্পলী, চিরতা, ক্ষেত্পাপড়া, দেবদারু, বচ, কুড়, দুরালভা, কট্‌ফল, শুঁঠ, মুতা, ধনে, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, আক্‌নাদি, রেণুক, গজপিপ্পলী, আপাং, পিপুলমূল, চিতা, রাখালশসা, সোন্দাল, নিম্ব, শঠী, সোমরাজীবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা,

দারুহরিদ্রা, যমানী ও বনযমানী, ইহাদের ক্বাথে হিং ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে উৎকট অভিন্যাসজ্বর ও ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতজ্বর এবং তন্দ্রা, মোহ, কর্ণশূল, হিক্কা, শ্বাস, কাস ও অন্যান্য উপদ্রব প্রশমিত হয়।

মাতুলুঙ্গাদি

মাতুলুঙ্গাশ্মভিদ্‌বিল্ব-ব্যাঘ্রীপাঠোরুবূকজঃ। ক্বাথো লবণমূত্রাঢ্যোঽভিন্যাসানাহশূলনুৎ।।

টাবালেবু, পাষাণভেদী, বিল্বমূল, কণ্টকারী, আক্‌নাদি ও এরণ্ডমূল, ইহাদের ক্বাথে সৈন্ধবলবণ ও গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিবে। তাহাতে ঘোরতর অভিন্যাসজ্বর, আনাহ ও শূলরোগ বিনষ্ট হইবে।

কণ্ঠরোধকফশ্বাস-হিক্কাসন্ন্যাসপীড়িতঃ। মাতুলুঙ্গার্দ্রকরসং দশমূল্যম্ভসা পিবেৎ।।

কণ্ঠরোধ, কফ, শ্বাস, হিক্কা ও সন্ন্যাস রোগে পীড়িত হইলে দশমূলের ক্বাথে টাবালেবুর ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে হইবে।

স্বেদোদ্গমে জ্বরে দেয়শ্চূর্ণো ভৃষ্টকুলত্থজঃ। ঘর্ষেজ্জিহ্বাং জড়াং সিন্ধু-ত্র্যূষণৈঃ সাম্লবেতসৈঃ।। উচ্ছুষ্কাং স্ফুটিতাং জিহ্বাং দ্রাক্ষয়া মধুপিষ্টয়া। লেপয়েৎ সঘৃতপ্তাস্যং সন্নিপাতাত্মকে জ্বরে।।

সন্নিপাতজ্বরে ঘর্ম্ম হইলে কুলত্থকলাই ভাজিয়া তাহার চূর্ণ গাত্রে মাখাইবে। জিহ্বার জড়তা হইলে থৈকল, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ একত্র চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিবে। জিহ্বা শুষ্ক ও স্ফুটিত হইলে মুখ ঘৃতাক্ত করিয়া মধুপিষ্ট কিস্‌মিস্‌ দ্বারা জিহ্বা লেপন করিবে।

কাকজঙ্ঘাজটা নিদ্রাং জনয়েচ্ছিরসি স্থিতা।

কাকজঙ্ঘার (কেউয়া ঠেঙ্গার) মূল মস্তকে ধারণ করিলে রোগির নিদ্রা হইবে।

সন্নিপাতজ্বরস্যান্তে কর্ণমূলে সুদারুণঃ। শোথঃ সঞ্জায়তে তেন কশ্চিদেব প্রমুচ্যতে।। রক্তাবসেচনৈঃ পূর্ব্বং সর্পি পানৈশ্চ তং জয়েৎ। প্রদেহৈঃ কফবাতঘ্নৈর্বমনৈঃ কবলগ্রহৈঃ।। কুলত্থকট্‌ফলে শুণ্ঠী কারবী চ সমাং শিকৈঃ সুখোষ্ণৈর্লেপনং দদ্যাৎ কর্ণমূলে মুহুর্ম্মুহুঃ।। গৈরিকং পাংশুজং শুণ্ঠী বচাকট্‌ফলকাঞ্জিকম্‌। কর্ণশোথহরো লেপঃ সন্নিপাতজ্বরে নৃণাম্‌।। সুখো দশমূলেন প্রলেপোঽপি মহাফলঃ। বীজপূরকমূলানি চাগ্নিমন্থং তথৈব চ।। সনাগরং দেবদারু চব্যচিত্রকপেষিতম্‌। প্রলেপনমিদং শ্রেষ্ঠং গলে শ্বয়থুনাশনম্‌।।

সন্নিপাত জ্বরাবসানে কর্ণমূলে সুদারুণ শোথ হয়, সেই শোথে কদাচিৎ কেহ রক্ষা পায়। কর্ণমূলে শোথ হইলে প্রথমে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করাইবে এবং পঞ্চতিক্ত ঘৃত বা ত্রিফলাঘৃতাদি পান করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মঘ্ন প্রলেপ, বমন ও কবল ব্যবস্থা করিবে। কুলত্থকলাই, কট্‌ফল, শুঁঠ ও কৃষ্ণজীরা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া (অগ্নিস্বিন্ন সিজপত্র রসে) পেষিত ও সুখোষ্ণ করিয়া কর্ণমূলে মুহুর্ম্মুহুঃ প্রলেপ দিবে।

গেরিমাটি, পাঙ্গালবণ, শুঁঠ, বচ ও কট্‌ফল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে কাঁজিতে পেষণ করিয়া

প্রলেপ দিলেও কর্ণমূল-শোথ নিবারিত হয়। দশমূলের সুখোষ্ণ প্রলেপও বিশেষ উপকারী। টাবালেবুর মূল, গণিয়ারী, দেবদারু, শুঁঠ, চৈ ও চিতামূল সমাংশে পেষণ করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রলেপ দিলে গলশোথ প্রশমিত হয়।

আগন্তুজ্বর-লক্ষণম্

অভিঘাতাভিচারাভ্যামভিষঙ্গাভিশাপতঃ। আগন্তুর্জায়তে দোষৈর্যথাস্বং তং বিভাবয়েৎ।। শ্যাবাস্যতা বিষকৃতে তথাতীসার এব চ। ভক্তারুচিঃ পিপাসা চ তোদশ্চ সহ মূর্চ্ছয়া।। ওষধিগন্ধজে মূর্চ্ছা শিরোরুগ্‌বমথুস্তথা। কামজে চিত্তবিভ্রংশস্তন্দ্রালস্যমভোজনম্।। হৃদয়ে বেদনা চস্য গাত্রঞ্চ পরিশুষ্যতি। ভয়াৎ প্রলাপঃ শোকাচ্চ ভবেৎ কোপাচ্চ বেপথুঃ।। অভিচারাভিশাপাভ্যাং মোহস্তৃষ্ণা চ জায়তে। ভূতাভিষঙ্গাদুদ্বেগো হাস্যরোদনকম্পনম্।। কামশোকভয়াদ্ বায়ুঃ ক্রোধাৎ পিত্তং ত্রয়ো মলাঃ। ভূতাভিষঙ্গাৎ কুপ্যন্তি ভূতসামান্যলক্ষণাঃ।।

আগন্তুজ্বর। শস্ত্র লোষ্ট্র মুষ্টি বা লগুড়াদি দ্বারা আঘাত, অভিচার অর্থাৎ নিরপরাধ ব্যক্তির মারণার্থে শ্যেনাদি যাগবিশেষ, অভিষঙ্গ অর্থাৎ ভূতগ্রহের ও কামাদির সম্বন্ধ এবং ব্রাহ্মণাদির অভিশাপ, এই সকল কারণে আগন্তুজ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপর্য্যুক্ত অভিঘাতাদি যে যে কারণে বাতাদি যে যে দোষের প্রকোপ হয়, সেই সেই কারণোদ্ভূত আগন্তুজ্বরেও তত্তদ্দোষের অনুবন্ধ থাকে।

বিষকৃত জ্বরে মুখের শ্যাববর্ণতা, অতিসার, অন্নে অরুচি, পিপাসা, অঙ্গে সূচীবেধবৎ বেদনা ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে।

ওষধিবিশেষের আঘ্রাণে যে জ্বর হয়, তাহাতে মূর্চ্ছা, শিরোবেদনা ও বমি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে।

অভিমত কামিন্যাদির অপ্রাপ্তিজন্য যে কামজ জ্বর হয়, তাহাতে চিত্তভ্রংশ, তন্দ্রা, আলস্য, অরুচি, হৃদয়ে বেদনা ও গাত্রশোষ, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ভয়, শোক ও কোপজনিত জ্বরে প্রলাপ ও কম্প হইয়া থাকে।

অভিচার ও অভিশাপজনিত জ্বরে মোহ ও তৃষ্ণা এবং ভূতাভিষঙ্গজ জ্বরে উদ্বিগ্নচিত্ততা, হাস্য, রোদন ও কম্প হইয়া থাকে।

কামজ, শোকজ ও ভয়জ জ্বরে বায়ুর প্রকোপ, ক্রোধজ জ্বরে পিত্তের প্রকোপ এবং ভূতাভিষঙ্গজ জ্বরে বাত, পিত্ত, কফ, এই তিন দোষেরই প্রকোপ হইয়া থাকে। আর যে ভূতগ্রহের আশ্রয়ে জ্বর হয়, সেই ভূতের হাস্য রোদনাদি যে লক্ষণ, তাহাও প্রকাশ পায়।

আগন্তুজ্বর-চিকিৎসা

অভিঘাতজ্বরে যুঞ্জ্যাৎ ক্রিয়ামুষ্ণবিবর্জ্জিতাম্। কষায়ং মধুরং স্নিগ্ধং যথাদোষমথাপি বা।।

অভিঘাতজন্য আগন্তুজ্বরে উষ্ণবর্জ্জিত ক্রিয়া, কষায় মধুর ও স্নিগ্ধ দ্রব্যের উপযোগ এবং বাতাদি যে দোষের লক্ষণ প্রকাশিত হইবে, সেই দোষের চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

অভিচারাভিশাপোত্থৌ জ্বরৌ হোমাদিনা জয়েৎ। দানস্বস্ত্যয়নাতিথ্যৈরুৎপাতগ্রহপীড়জৌ।।

অভিচার (শ্যেনাদি যজ্ঞ দ্বারা নিরপরাধের মারণ) ও অভিশাপ হইতে জ্বর হইলে হোম, প্রায়শ্চিত্ত, বলি ও মঙ্গলানুষ্ঠানাদি দ্বারা এবং উৎপাত ও গ্রহবৈগুণ্য হেতু জ্বর হইলে দান, স্বস্ত্যয়ন ও অতিথিসংকার প্রভৃতি দ্বারা তাহার প্রতিকার করা কর্ত্তব্য।

ওষধিগন্ধাবিষজৌ বিষপিত্তপ্রসাধনৈঃ। জয়েৎ কষায়ৈর্ম্মতিমান্ সর্ব্বগন্ধকৃতৈর্ভিষক্।।

ওষধিগন্ধ ও বিষজনিত আগন্তুজ্বর, বিষ ও পিত্তনাশক ঔষধ দ্বারা এবং নিম্নলিখিত সর্ব্বগন্ধকৃত কষায় দ্বারা নিবারিত করিবে।

চাতুর্জ্জাতককর্পূরং কঙ্কোলাগুরুকুঙ্কুমম্। লবঙ্গসহিতঞ্চৈব সর্ব্বগন্ধং বিনির্দ্দিশেৎ।।

চাতুর্জাত (দারুচিনি, এলাইচ, নাগকেশর ও তেজপত্র), কর্পূর, কাঁক্‌লা, অগুরু, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ, ইহাদিগকে সর্ব্বগন্ধ কহে।

ক্রোধজে পিত্তজিৎ কাম্যা অর্থাঃ সদ্বাক্যমেব চ।। আশ্বাসেনেষ্টলাভেন বায়োঃ প্রশমনেন চ। হর্ষবৈশ্চ শমং যান্তি কামশোকভয়জ্বরাঃ।। কামাৎ ক্রোধজ্বরো নাশং ক্রোধাৎ কামসমুদ্ভবঃ। যাতি তাভ্যামুভাভ্যাঞ্চ ভয়শোকসমুদ্ভবঃ।।

ক্রোধজ জ্বরে পিত্তনাশক চিকিৎসা, কাম্য অর্থ প্রদান ও হিতবাক্য কথন এবং কাম শোক ও ভয়জনিত জ্বরে আশ্বাসপ্রদান, ইষ্টবস্তুলাভ, বায়ুর প্রশমন ও হর্ষোৎপাদন কর্ত্তব্য। কামোদয়ে ক্রোধজ্বর, ক্রোধোদয়ে কামজ্বর এবং কাম ও ক্রোধের উদয়ে ভয়জ ও শোকজ জ্বর নিবারিত হয়।

ভূতবিদ্যাসমুদ্দিষ্টৈর্ব্বন্ধাবেশনতাড়নৈঃ। জয়েদ্ ভূতাভিষঙ্গোত্থং মনঃসান্ত্বৈশ্চ মানসম্।।

বন্ধন, আবেশন ও তাড়ন (মন্ত্রপূত সর্ষপাদি দ্বারা অভিহনন) দ্বারা ভূতাবেশজনিত জ্বর এবং সান্ত্বনা দ্বারা মানসিক জ্বর প্রশমিত করিবে।

বিষমজ্বর-লক্ষণম্

দোষোঽল্পোঽহিতসম্ভূতো জ্বরোৎসৃষ্টস্য বা পুনঃ। ধাতুমন্যতমং প্রাপ্য করোতি বিষমজ্বরম্।। (সন্ততং সততান্যেদ্যুস্তৃতীয়কচতুর্থকান্।।) সন্ততং রসরক্তস্থঃ সোঽন্যেদ্যুঃ পিশিতাশ্রিতঃ। মেদোগতস্তৃতীয়েঽহ্নি অস্থিমজ্জগতঃ পুনঃ।। কুর্য্যাচ্চতুর্থকং ঘোরমন্তকং রোগসঙ্করম্।। সপ্তাহং বা দশাহং বা দ্বাদশাহমথাপি বা। সন্তত্যা যোঽবিসর্গী স্যাৎ সন্ততঃ স নিগদ্যতে।। অহোরাত্রে সততকো দ্বৌ কালাবনুবর্ত্ততে। অন্যেদ্যুষ্কস্ত্বহোরাত্র এককালং প্রবর্ত্ততে।। তৃতীয়কস্তৃতীয়েঽহ্নি চতুর্থেঽহ্নি চতুর্থকঃ।। কেচিদ্ভূতাভিষঙ্গোত্থং ব্রুবতে বিষমজ্বরম্।। কফপিত্তাৎ ত্রিকগ্রাহী পৃষ্ঠাদ্বাতকফাত্মকঃ। বাতপিত্তাচ্ছিরোগ্রাহী ত্রিবিধঃ স্যাৎ তৃতীয়কঃ।। চতুর্থকো দর্শয়তি প্রভাবং দ্বিবিধং জ্বরঃ। জঙ্ঘাভ্যাং শ্লৈষ্মিকঃ পূর্ব্বং শিরস্তোঽনিলসম্ভবঃ।। বিষমজ্বর এবান্যশ্চতুর্থকবিপর্য্যয়ঃ। মধ্যেঽহনী জ্বরয়ত্যাদাবন্তে চ মুঞ্চতি।। নিত্যং মন্দজ্বরো রুক্ষঃ শূনকস্তেন সীদতি। স্তব্ধাঙ্গঃ শ্লেষ্মভূয়িষ্ঠো নরো বাতবলাসকী।।

প্রলিম্পন্নিব গাত্রাণি ঘর্ম্মেণ গৌরবেণ চ। মন্দজ্বরবিলোপী চ সশীতঃ স্যাৎ প্রলেপকঃ।।

যথাবিধি চিকিৎসা না করিয়া যদি কোন উগ্রবীর্য্য ঔষধাদি দ্বারা হঠাৎ জ্বর নিবৃত্ত করা হয়, তাহা হইলে জ্বরোৎপাদক কুপিত বাতাদি দোষ সম্পূর্ণরূপে প্রশান্ত না হইয়া অনতিবল হইয়া থাকে। পরে আহার বিহারাদির অনিয়ম ঘটিলে সেই অনতিবল দোষ পুনর্ব্বার বলবান্ হইয়া রসরক্তাদি কোন ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষম জ্বর উৎপাদন করে (কখন কখন প্রথম হইতেই বিষম জ্বর হইতে দেখা যায়)। ইহা সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চতুর্থকাদি নামে অভিহিত।

বাতাদি দোষ যে যে ধাতুকে আশ্রয় করিয়া যে যে জ্বর উৎপাদন করে, তাহা লিখিত হইতেছে—দোষ রসস্থ হইয়া সন্তত, রক্তস্থ হইয়া সতত, মাংসাশ্রিত হইয়া অন্যেদ্যুষ্ক, মেদোগত হইয়া তৃতীয়ক এবং অস্থিমজ্জাগত হইয়া চতুর্থক জ্বর উৎপাদন করে। এই চতুর্থক জ্বর অতি ভয়ঙ্কর, যমরূপী ও নানারোগসঙ্কুল।

যে জ্বর সাত দিন, দশ দিন বা দ্বাদশ দিন নিয়ত ভোগ করে, তাহার নাম সন্তত।

যে জ্বর দিবারাত্রের মধ্যে দুইবার অর্থাৎ দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার কিংবা কেবল দিনেই দুইবার অথবা রাত্রিতেই দুইবার হইয়া থাকে, তাহার নাম সততক (দ্বৈকালিক)।

যে জ্বর দিবারাত্রের মধ্যে একবার মাত্র হইয়া থাকে, তাহার নাম অন্যেদ্যুষ্ক।

যে জ্বর প্রতি তৃতীয় দিনে অর্থাৎ একদিন অন্তর হয়, তাহাকে তৃতীয়ক এবং যাহা প্রতি চতুর্থ দিনে অর্থাৎ দুই দিন অন্তর হইয়া থাকে, তাহাকে চতুর্থক কহে। কেহ কেহ ভূতাভিষঙ্গোত্থ জ্বরকে বিষমজ্বর কহিয়া থাকেন।

তৃতীয়ক জ্বর পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ হইলে উৎপন্ন হইবার সময় প্রথমে ত্রিক (কটী ও মেরুদণ্ডের সন্ধি) স্থানে, বাতশ্লেষ্মোল্বণ হইলে পৃষ্ঠে এবং বাতপিত্তোল্বণ হইলে মস্তকে বেদনা জন্মাইয়া থাকে। চতুর্থক জ্বর শ্লেষ্মোল্বণ হইলে অগ্রে জঙ্ঘাদ্বয়ে এবং বাতোল্বণ হইলে মস্তকে বেদনা জন্মাইয়া পরে সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়।

যে জ্বর মধ্যের দুই দিন ক্রমাগত ভোগ করিয়া আদি ও অন্ত দুই দিন বিরত থাকে, তাহাকে চতুর্থক-বিপর্যায় কহে। চতুর্থক-বিপর্য্যয়ও বিষমজ্বর।

বাতবলাসক জ্বরে রোগী শ্লেষ্মবহুল, জড়প্রায়, রুক্ষদেহ, শোথবিশিষ্ট ও অবসন্ন হয়। এই জ্বর নিত্যই মন্দ মন্দ ভাবে হইয়া থাকে। প্রলেপক নামে আর এক প্রকার জ্বর আছে, তাহাতে রোগির শরীর ঘর্ম্ম ও গৌরব দ্বারা লিপ্তবৎ বোধ হয়, এই জ্বর মন্দ ভাবে হইয়া থাকে, কিন্তু জ্বরকালে শীতানুভব হয়। এইরূপ জ্বর যক্ষ্মারোগে হইয়া থাকে।

বিষমজ্বর-জীর্ণজ্বর-চিকিৎসা

বিষমাশ্চ জ্বরাঃ সর্ব্বে সন্নিপাতসমুদ্ভবাঃ। অথোল্বণস্য দোষস্য তেষু কার্য্যং চিকিৎসিতম্।।

সকল প্রকার বিষমজ্বরই সান্নিপাতিক, তাহাদের মধ্যে যে জ্বরে যে দোষের আধিক্য দেখিবে, সেই দোষেরই চিকিৎসা করিবে।

বাতপ্রধানং সর্পির্ভিব স্তিভিঃ সানুবাসনৈঃ। বিরেচনঞ্চ পয়সা সর্পিষা সংস্কৃতেন চ। বিষমং তিক্তশীতৈশ্চ জ্বরং পিত্তোত্তরং জয়েৎ।। বমনং পাচনং রুক্ষমন্নপানঞ্চ লঙ্ঘনম্। কষায়োষ্ণঞ্চ বিষমে জ্বরে শস্তং কফোত্তরে।।

বাতপ্রধান বিষমজ্বরে ঘৃতপান ও স্নেহবস্তি ব্যবস্থা করিবে। পিত্তপ্রধান বিষমজ্বরে দুগ্ধপান বা বিরেচক-ঔষধ-সিদ্ধ ঘৃত পান দ্বারা বিরেচন করাইবে এবং তিক্ত ও শীতবীর্য্য দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। কফপ্রধান বিষমজ্বরে বমন, পাচন, রুক্ষ অন্ন পান, লঙ্ঘন এবং কষায় ও উষ্ণবীর্য্য ঔষধ প্রশস্ত।

মহৌষধাদি পাচনম্

মহৌষধগ্রন্থিকতালপর্ণী-মার্কণ্ডিকারগ্বধবালপথ্যাঃ। সক্ষাবমেষাং বিষমজ্বরে চ হিতং শৃতং পাচন-রেচনঞ্চ।।

শুঁঠ, পিপুলমূল, তালমূলী, মার্কণ্ডিকা (লতাবিশেষ, কাঁকরোল ভেদ), সোন্দাল, বালা ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ইহা পাচক ও রেচক এবং বিষমজ্বরে হিতকর।

পটোলাদি

পটোলযষ্টিমধুতিক্তরোহিণী-ঘনাভয়াভিবিষমজ্বরেঘ্নঃ। কৃতঃ কষায়স্ত্রিফলামৃতাবৃষৈঃ পৃথক্ পৃথক্ বা বিষমজ্বরাপহঃ।

পলতা, যষ্টিমধু, কট্‌কী, মুতা ও হরীতকী ইহাদের ক্বাথ, ত্রিফলা, গুলঞ্চ ও বাসক এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ কিংবা মিলিত সমস্ত দ্রব্যের ক্বাথ বিষমজ্বরনাশক।

বিষমজ্বরঘ্ন-ভার্গ্যাদি

ভার্গীপর্পটবিশ্ববাসককণাভূনিম্বর্নিম্বামৃতা-মুস্তাধন্বকভেষজৈশ্চ দশভির্নিঘ্নন্তি সর্ব্বজ্বরান্। জীর্ণান্ ধাতুগতাংস্তথাতিবিষমান্ সোপদ্রবান্ দারুণান্ ক্বাথোঽয়ং যদি যুগ্মবাসরবিদং দদ্যাদ্ যমাদ্রক্ষিতা।।

বামুনহাটী, ক্ষেত্‌পাপ্‌ড়া, শুঁঠ, বাসক, পিপ্পলী, চিরতা, নিম, গুলঞ্চ, মুতা ও দুরালভা, মিলিত এই দশটি দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার জীর্ণজ্বর, ধাতুগতজ্বর ও সোপদ্রব উৎকট বিষমজ্বর প্রশমিত হয়।

মধুকাদি

মধুকং চন্দনং মুস্তং ধাত্রী ধান্যমুশীরকম্। ছিন্নোদ্ভবং পটোলঞ্চ ক্বাথঃ সমধুশর্করঃ।।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সন্ততাদ্যং সুদারুণম্। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।।

যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মুতা, আমলকী, ধনে, বেণার মূল, গুলঞ্চ ও পটোলপত্র, পূর্ব্ববৎ ক্বাথ। প্রক্ষেপ—মধু ২ মাষা, চিনি ২ মাষা। ইহাতে অষ্টবিধ জ্বর ও সন্ততাদি সুদারুণ

জ্বর বিনষ্ট হয়।

মুস্তাদি

মুস্তামলক গুড়ূচী-বিশ্বৌষধকন্টকারিকাক্বাথঃ। পীতঃ সকণাচূর্ণঃ সমধুর্বিষমজ্বরং হন্তি।।

মুতা, আমলা, গুলঞ্চ, শুন্ঠী ও কন্টকারী ইহাদের পূর্ব্ববৎ ক্বাথ। প্রক্ষেপ—পিপুলচূর্ণ ২ মাষা, মধু ২ মাষা। ইহা বিষমজ্বরনাশক।

ভার্গ্যাদি

ভার্গ্যব্দপর্পটকপুষ্করশৃঙ্গবেরপথ্যাকণাহ্বদশমূলকৃতঃ কষায়ঃ। সদ্যো নিহন্তি বিষমজ্বরসন্নিপাত-জীর্ণজ্বরশ্বয়থুশীতকবহ্নিসাদান্।।

বামুনহাটী, মুতা, ক্ষেত্পাপ্ড়া, কুড়, শুঁঠ, হরীতকী, পিপ্পলী, বিল্ব, শ্যোনা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কন্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের পূর্ব্ববৎ ক্বাথ। ইহা বিষমজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, জীর্ণজ্বর, শোথ, শীত ও অগ্নিমান্দ্য নিবারণ করে।

বৃহদ্ভার্গ্যাদি

ভার্গী পথ্যা কটুঃ কুষ্ঠং পর্পটং মুস্তকং কর্ণা। অমৃতং দশমূলঞ্চ নাগরং ক্বাথয়েদ ভিষক্।। হন্তি ধাতুগতং সর্ব্বং বহিঃস্থং শীতসংযুতম্। সততাদ্যং জ্বরং ঘোরং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্। প্লীহানং যকৃতং গুল্মং শয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ।।

বামুনহাটী, হরীতকী, কট্কী, কুড়, ক্ষেত্পাপ্ড়া, মুতা, পিপুল, গুলঞ্চ, দশমূল ও শুঁঠ ইহাদের কষায় পান করিলে ধাতুগত সততাদি ঘোরতর জ্বর, বহিঃস্থ ও শীত সংযুক্ত জ্বর এবং মন্দাগ্নি, অরুচি, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম ও শোথ নষ্ট হয়।

দাস্যাদি

দাসীদারুকলিঙ্গলোহিতলতাশ্যামাকপাঠাশঠী-শুণ্ঠোশীরকিরাতকুঞ্জরকণাত্রায়ন্তিকাপদ্মকৈঃ। বজ্রীধান্যকনাগরাব্দসরলৈঃ শিগ্রুম্বুসিংহীশিবাব্যাঘ্রীপর্পটদর্ভমূলকটুকানন্তামৃতাপুষ্করৈঃ।। ধাতুস্থং বিষমং ত্রিদোষজনিতঞ্চৈকাহিকং দ্ব্যাহিকং কামৈঃ শোকসমুদ্ভবঞ্চ বিবিধং তং ছর্দ্দিযুক্তং নৃণাম্। পীতো হন্তি ক্ষয়োদ্ভবং সততকং চাতুর্থকং ভূতজং যোগোহ্য়ং মুনিভিঃ পুরা নিগদিতো জীর্ণজ্বরে দুস্তরে।।

নীলঝিণ্টী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, আক্নাদি, শঠী, শুণ্ঠী, উশীর, চিরতা, গজপিপ্পলী, বলাডুমুর, পদ্মকাষ্ঠ, হাড়যোড়া, ধনে, শুঁঠ, মুতা, সরলকাষ্ঠ, সজিনার ছাল, বালা, বৃহতী, হরীতকী, কন্টকারী, ক্ষেত্পাপ্ড়া, কুশমূল, কট্কী, অনন্তমূল, গুলঞ্চ ও কুড়, ইহাদের ক্বাথে অর্দ্ধ তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে ধাতুস্থ বিষম জ্বর, ত্রিদোষজনিত জ্বর, ঐকাহিক ও দ্ব্যাহিক জ্বর, কামজ্বর, শোকজনিত জ্বর, বমিসহিত জ্বর, ক্ষয়জন্য জ্বর, সতত, চতুর্থক, ভূতজ এবং দুঃসাধ্য জীর্ণজ্বর নিবারিত হয়।

দার্ব্ব্যাদি

দার্ব্বীকলিঙ্গমঞ্জিষ্ঠা-ব্যাঘ্রীদারুগুড়ূচিকাঃ। ভূধাত্রী পর্পটং শ্যামা তগরং করিপিপ্পলী।। ক্ষুদ্রা নিম্বং ঘনং ব্যাধির্নাগরং পদ্মকং শঠী। রামাটরূষঃ সরলং ত্রায়মাণাস্থিসন্ধিকম্।। ভূনিম্বারুষ্করং পাঠা কুশং কটুকরোহিণী। মাগধী ধান্যকঞ্চেতি ক্বাথং মধুযুতং পিবেৎ।। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্। দ্বন্দ্বজং বিষমং ঘোরং সততাদ্যং সুদারুণম্।। অন্তঃস্থঞ্চ বহিঃস্থঞ্চ ধাতুস্থঞ্চ বিশেষতঃ। সর্ব্বজ্বরং নিহন্ত্যাশু তথা চ দৈর্ঘ্যরাত্রিকম্।। শীতং কম্পং ভৃশং দাহং শ্বাসং সকামলম্।। শোষং হন্যাৎ তথা শোথং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্। শূলমষ্টবিধং হন্তি প্রমেহানপি বিংশতিম্।। প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ হলীমকম্। পৃথগ্ দোষাংশ্চ বিবিধান সমস্তান বিষমজ্বরান্। তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।।

দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, কণ্টকারী, দেবদারু, গুলঞ্চ, ভূম্যামলকী, ক্ষেত্পাপ্ড়া, শ্যামালতা, শিউলীছোপ, গজপিপ্পলী, ক্ষুদ্রা, নিমছাল, মুতা, কুড়, শুণ্ঠী, পদ্মকাষ্ঠ, শঠী, রাম, বাসকমূল, সরলকাষ্ঠ, বলাডুমুর, হাড়যোড়া, চিরতা, ভেলার মুটি, আক্নাদি, কুশমূল, কট্কী, পিপুল ও ধনে, ইহাদের পূর্ব্ববৎ ক্বাথ। প্রক্ষেপ—মধু অর্দ্ধ তোলা। এই কষায় পান করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, দ্বন্দ্বজ, সততক প্রভৃতি সুদারুণ বিষমজ্বর, অন্তঃস্থ, বহিঃস্থ, ধাতুস্থ, দৈর্ঘরাত্রিক এই সকল জ্বর, শীত, কম্প, অত্যন্ত দাহ, কার্শ্য, ঘর্ম্মনির্গম, বমি, গ্রহণী, অতিসার, কাস, শ্বাস, কামলা, শোষ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, অষ্টবিধ শূল, বিংশতি প্রমেহ, প্লীহা, অগ্রমাংস, যকৃত ও হলীমক ইত্যাদি নানাবিধ রোগ বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় নষ্ট হয়।

পঞ্চকষায়

কলিঙ্গকঃ পটোলস্য পত্রং কটুকরোহিণী। পটোলং শারিবা মুস্তং পাঠা কটুকরোহিণী। নিম্বং পটোলং ত্রিফলা মৃদ্বীকা মুস্তবৎসকৌ। কিরাততিক্তসমৃতা চন্দনং বিশ্বভেষজম্।। গুড়ূচ্যামলকং মুস্তমর্দ্ধশ্লোকসমাপনাঃ।। কষায়াঃ শময়ন্ত্যাশু পঞ্চ পঞ্চবিধান্ জ্বরান্। সন্ততং সততান্যেদ্যুস্তৃতীয়কচতুর্থকান্।।

ইন্দ্রযব, পলতা ও কট্কীর ক্বাথ সন্তত জ্বর ; পল্তা, অনন্তমূল, মুতা, আক্নাদি ও কট্কীর ক্বাথ সতত জ্বর ; নিমছাল, পল্তা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দ্রাক্ষা, মুতা ও ইন্দ্রযবের ক্বাথ অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর ; চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন ও শুঁঠের ক্বাথ তৃতীয়ক জ্বর ; এবং গুলঞ্চ, আমলকী ও মুতার ক্বাথ চতুর্থক জ্বর নাশ করে।

তৃতীয়কজ্বরঘ্ন-মহৌষধাদিঃ মহৌষধামৃতামুস্ত-চন্দনোশীরধান্যকৈঃ। ক্বাথস্তৃতীয়কং হন্তি শর্করামধুযোজিতঃ।।

শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, রক্তচন্দন, উশীর ও ধনে, ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে তৃতীয়ক (একদিন অন্তর) জ্বর প্রশমিত হয়। (ইহা সিদ্ধফল।)

উশীরাদি

উশীরং চন্দনং মুস্তং গুড়ূচী ধান্যনাগরম্। অম্ভসা ক্বথিতং পেয়ং শর্করামধুযোজিতম্। জ্বরে

তৃতীয়কে দেয়ং তৃষ্ণাদাহসমন্বিতে।।

তৃতীয়ক জ্বরে তৃষ্ণা ও দাহ থাকিলে উশীর, রক্তচন্দন, মুতা, গুলঞ্চ, ধনে ও শুঁঠের ক্বাথ, চিনি ও মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিতে দিবে।

পটোলাদি (তৃতীয়ক জ্বরে)

পটোলারিষ্টমৃদ্বীকাঃ শ্যামাকস্ত্রিফলা বৃষঃ। ক্বাথ ঐকাহিকং হন্তি শর্করামধুযোজিতঃ।।

পল্‌তা, নিমছাল, কিস্‌মিস্, শ্যামালতা, ত্রিফলা ও বাসকের ক্বাথ চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও তৃতীয়ক জ্বর প্রশমিত হয়।

বাসাদি (চতুর্থকে)

বাসাধাত্রীস্থিরাদারু-পথ্যানাগরসাধিতঃ। সিতামধুযুতঃ ক্বাথশ্চাতুর্থিকবিনাশনঃ।।

বাসকছাল, আমলকী, শালপাণি, দেবদারু, হরীতকী ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে, তাহাতে চতুর্থক জ্বর নিবারিত হইবে।

মুস্তাদি (চতুর্থকে)

মুস্তাপাঠাশিবাক্বাথশ্চাতুর্থিকজ্বরাপহঃ। দুগ্ধেন ত্রিফলা পীতা হন্তি চাতুর্থকং জ্বরম্।।

মুতা, আক্‌নাদি ও হরীতকীর ক্বাথ, কিংবা দুগ্ধের সহিত ত্রিফলার ক্বাথ (বা কল্ক) পান করিলে চাতুর্থক জ্বর প্রশমিত হয়।

পথ্যাদি (চতুর্থকে)

পর্থ্যাস্থিরানাগরদেবদারু-ধাত্রীবৃষৈরুৎক্বথিতঃকষায়ঃ। সিতোপলামাক্ষিকসংপ্রযুক্ত-শ্চাতুর্থকং হন্ত্যচিরেণ পীতঃ।।

হরীতকী, শালপাণি, শুঁঠ, দেবদারু, আমলকী ও বাসক, ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিল চতুর্থক জ্বর আশু নিবারিত হয়।

অজাজী গুড়সংযুক্তা বিষমজ্বরনাশিনী। অগ্নিসাদং জয়েৎসম্যগ্ বাতরোগাংশ্চ নাশয়েৎ।।

কৃষ্ণজীরাচূর্ণ অর্দ্ধ তোলা, পুরাতন গুড় অর্দ্ধ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিষমজ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও বাতরোগ বিনষ্ট হয় (চক্রদত্ত বলেন, কৃষ্ণজীরা অল্প ভাজিয়া লইবে)।

রসোনকল্কং তিলতৈলমিশ্রং যোহশ্নাতি নিত্যং বিষমজ্বরার্ত্তঃ। বিমুচ্যতে সোহপাচিরাজ্জ্বরেণ বাতাময়ৈশ্চাপি সুঘোররূপৈঃ।।

রসুন (দগ্ধ করিয়া তাহা) তিলতৈলের সহিত বাটিয়া প্রতিদিন সেবন করিলে শীঘ্র বিষমজ্বর

ও ভয়ঙ্কর বাতরোগ নিবারিত হয়।

গুড়প্রগাঢ়াং ত্রিফলাং পিবেদ্ বা বিষমার্দ্দিতঃ।।

হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী সমভাগে চূর্ণ করিয়া সর্ব্বসমান পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

মূলিকাধারণাদয়ঃ প্রয়োগাঃ

কাকজঙ্ঘা বলা শ্যামা ব্রহ্মদণ্ডী কৃতাঞ্জলীঃ। পৃশ্নিপর্ণী ত্বপামার্গস্তথা ভৃঙ্গরাজোঽষ্টমঃ।।
এষামন্যতমং মূলং পুষ্যেণোদ্ধৃত্য যত্নতঃ। রক্তসূত্রেণ সংবেষ্ট্য বদ্ধমৈকাহিকং জয়েৎ।।

কাকজঙ্ঘা, বেড়েলা, শ্যামালতা, বামুনহাটী, লজ্জাবতী লতা, চাকুলে, আপাং ও ভৃঙ্গরাজ, ইহাদের মধ্যে কোন একটি গাছের মূল পুষ্যানক্ষত্রে তুলিয়া লাল সূতায় বান্ধিয়া হস্তে ধারণ করিলে ঐকাহিক জ্বর নিবারিত হয়।

অপামার্গজটা কট্যাং লোহিতৈঃ সপ্ততন্তুভিঃ। বদ্ধা বারে রবেস্তূর্ণং জ্বরং হন্তি তৃতীয়কম্।।

রবিবারে আপাঙ্গের মূল সাতগাছি লাল সূতা দিয়া কটীতে বাঁধিলে শীঘ্র তৃতীয়ক জ্বর নষ্ট নয়।

উলূকদক্ষিণং পক্ষং সিতসূত্রেণ বেষ্টয়েৎ। বধ্নীয়াদ্ বামকর্ণে তু হরত্যেকাহিকং জ্বরম্।।

পেঁচার দক্ষিণ পক্ষ সাদা সূতায় বান্ধিয়া বাম কর্ণে ধারণ করিলে ঐকাহিক জ্বর প্রশমিত হয়।

কর্কটস্য বিলোদ্ভূত মৃদা তত্তিলকং কৃতম্। ঐকাহিকং জ্বরং হন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।।

কাঁকড়ার গর্ত্তের মৃত্তিকা দ্বারা তিলক করিলে ঐকাহিক জ্বর নিবৃত্ত হয়।

কর্ণস্যমলজালেন বর্ত্তিং কৃত্বা প্রযত্নতঃ। জ্বালয়েৎ তিলতৈলেন কজ্জলং গ্রাহয়েচ্ছনৈঃ।
অঞ্জয়েন্নেত্রযুগলং ত্র্যাহিকজ্বরশান্তয়ে।।

কর্ণের মল লইয়া বর্ত্তিকা করিয়া তিলতৈলের সহিত জ্বালাইয়া তাহাতে কজ্জল প্রস্তুত করিবে, চক্ষুর্দ্বয়ে ঐ কজ্জলের অঞ্জন লইলে ত্র্যাহিক জ্বর শান্ত হয়।

মূলং জয়ন্ত্যাঃ শিরসা ধৃতং সর্ব্বজ্বরাপহম্।। (জয়ন্ত্যাঃ শ্বেতজয়ন্ত্যা ইত্যুপদেশঃ।)

শ্বেত জয়ন্তীর মূল মস্তকে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর প্রশমিত হয়।

শিরীষপুষ্পস্বরসো রজনীদ্বয়সংযুতঃ। নস্যাং সর্পিঃ সমাযোগাজ্জ্বরং চাতুর্থিকং জয়েৎ।।

শিরীষ কুসুমের রসে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা বাটিয়া ঘৃত সহযোগে নস্য গ্রহণ করিলে চাতুর্থক জ্বর বিনষ্ট হয়।

চাতুর্থিকহরং নস্যং মুনিদ্রুমদলাম্বুনা।।

বকপত্রের রসের নস্য লইলেও চাতুর্থক জ্বর নিবারিত হয়।

শৈলুষমগুনরজঃ পুরুষানুরূপং শুক্লাঙ্গবৎসসুরভীপয়সা নিপীতম্। আদিত্যবারভবপালিদিনে নরাণাং চাতুর্থিকং হরতি কষ্টমপি ক্ষণেন।।

রবিবারে পালার দিবসে বিশুদ্ধ হরিতাল শুক্লবৎসা গাভীর দুগ্ধের সহিত উপযুক্ত (১ রতি) মাত্রায় সেবন করিলে দুঃসাধ্য চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়।

শ্বেতার্ককরবীরস্য চাশ্বিন্যাং মূলমুদ্ধরেৎ। পীতং তণ্ডুলতোয়েন পৃথক্ চাতুর্থনাশনম্।।

অশ্বিনীনক্ষত্রে শ্বেত আকন্দের কিংবা করবীর মূল উদ্ধৃত করিয়া ৬ রতি মাত্রায় চালুনি জলে বাটিয়া পান করিলে চাতুর্থক জ্বর প্রশমিত হয়।

অম্লোটজসহস্রেণ দলেন সুকৃতাং পিবেৎ। পেয়াং ঘৃতপ্লুতাং জন্তুশ্চাতুর্থকহরীং ত্র্যহম্।।

আমরুলের সহস্রটি পত্রের সহিত দ্বিগুণ তণ্ডুলের পেয়া প্রস্তুত করিয়া ঘৃতসহ তিন দিন সেবন করিলে চাতুর্থক জ্বর প্রশমিত হয়।

কাকমাচীদ্ভবং মূলং কর্ণে বদ্ধং নিশাজ্বরম্। নিহন্তি নাত্র সন্দেহো যথা সূর্য্যোদয়স্তমঃ।।

কাকমাচীর মূল কর্ণে বান্ধিলে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনাশের ন্যায় নিশ্চয়ই রাত্রিজ্বর বিদূরিত হয়।

মূলকং কেশরাজস্য কৃত্বা তৎ সপ্তখণ্ডকম্। আর্দ্রকৈঃ সহ ভুঞ্জীত সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্।।

ভৃঙ্গরাজের মূল সপ্ত খণ্ড করিয়া এক এক খণ্ড আদার সহিত ভক্ষণ করিলে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর নষ্ট হয়।

কৃষ্ণাম্বরদৃঢ়বদ্ধ-গুগ্‌গুলুকপুচ্ছজঃ। ধূপশ্চাতুর্থিকং হন্যাৎ তমঃ সূর্য্য ইবোদিতঃ।।

ভৃঙ্গরাজাদির রসে বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণ করিয়া তাহাতে গুগ্‌গুলু ও পেচকের পুচ্ছ দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া তাহার ধূপ (ভাপ্‌রা) প্রদান করিলে চাতুর্থক জ্বর বিনষ্ট হয়।

অষ্টাঙ্গধূপ

পলঙ্কষা নিম্বপত্রং বচা কুষ্ঠং হরীতকী। সর্ষপাঃ সযবাঃ সর্পির্ধূপনং জ্বরনাশনম্।।

গুগ্‌গুলু, নিম্বপত্র, বচ, কুড়, হরীতকী, শ্বেতসর্ষপ, যব ও ঘৃত, এই অষ্টাঙ্গের ধূপ (ভাপ্‌রা) প্রদান করিলে বিষমজ্বর প্রশান্ত হয়।

অপরাজিতো ধূপ

পুরধ্যামবচাসর্জ্জ-নিম্বার্কাগুরুদারুভিঃ। সর্ব্বজ্বরহরোধূপঃ কার্য্যোঽয়মপরাজিতঃ।।

গুগ্‌গুলু, গন্ধতৃণ, বচ, ধূনা, নিম্বপত্র, আকন্দ, অগুরু ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য একত্র

করিয়া তাহার ধূপ প্রদান করিলে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর নিবারিত হয়।

অজাদি-ধূপ

অজায়াশ্চর্ম্মরোমাণি বচাকুষ্ঠপলঙ্কষাঃ। নিম্বপত্রাণি মধু চ ধূপনং জ্বরনাশনম্।।

ছাগের চর্ম্ম ও লোম এবং বচ, কুড়, গুগ্‌গুলু, নিমপাতা ও মধু, এই সকল দ্রব্যের ধূপ জ্বরনাশক।

সহদেব্যাদি-ধূপ

সহদেবীবচাভদ্রা-নাকুলীভিঃ প্রধূপনম। প্রদেহোদ্বর্ত্তনং কুর্য্যাদেভির্বা জ্বরশান্তয়ে।।

গন্ধভাদুলে, বচ, মুতা ও রাস্না, ইহাদের ধূপ, প্রদেহ বা উদ্বর্ত্তন বিষমজ্বরনাশক।

মাহেশ্বর-ধূপ

হিঙ্গুলং দেবকাষ্ঠঞ্চ শ্রীবেষ্টং ঘৃতমেব চ। গব্যাস্থীনি তথা ধ্যামং নির্ম্মাল্যং কটুরোহিণী।। সর্ষপং নিম্বপত্রাণি পিচ্ছাহিকঞ্চুকং তথা। মার্জ্জারবিষ্ঠা গোশৃঙ্গং মদনস্য ফলানি চ।। দ্বে বৃহত্যৌ বচা চৈব কার্পাসাস্থিতুষাস্তথা। ছাগগোমায়ুবিট্ চৈব হস্তিদন্তস্তথৈব চ।। এতৎ সর্ব্বং সমাহৃত্য ছাগমূত্রেণ ভাবয়েৎ। উদূখলে তু সংকুট্য স্থাপয়েন্মৃন্ময়ে শুভে।। ঘ্রাণমাত্রেণ ধূপোঽয়ং দীয়তে যত্র বেশ্মনি। ন তত্র সর্পাস্তিষ্ঠন্তি ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ।। এষ মাহেশ্বরো ধূপোঃ সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ। ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ চতুর্থকম্। এবমাদীন্ জ্বরান্ সর্ব্বান্নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।। ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় উমাপতয়ে সম্পন্নায় নন্দিকেশ্বরায় ইতি মন্ত্রেণাভিমন্ত্রয়েৎ।।

হিঙ্গুল, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গব্যঘৃত, গরুর অস্থি, গন্ধতৃণ, শিবনির্ম্মাল্য, কট্‌কী, শ্বেতসর্ষপ, নিম্বপত্র, ময়ূরপুচ্ছ, সাপের খোলস, বিড়ালের বিষ্ঠা, গোশৃঙ্গ, মদনফল, বৃহতী, কণ্টকারী, বচ, কার্পাসবীজ, তুষ, ছাগবিষ্ঠা, শৃগালবিষ্ঠা ও হস্তিদন্ত, এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে ভাবনা দিয়া উদূখলে কুটিয়া মৃত্তিকাপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক তাহার ধূপ প্রয়োগ করিবে। সেই ধূপ গ্রহণ করিলে ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক ও চতুর্থকাদি সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর নষ্ট হয়। যে গৃহে ধূপ প্রদান করা যায়, তথায় সর্প, পিশাচ ও রাক্ষস থাকিতে পারে না।

শীতপূর্ব্ব-দাহপূর্ব্ব-জ্বরলক্ষণম্

বিদগ্ধেঽম্লরসে দেহে শ্লেষ্মাপিত্তে ব্যবস্থিতে। তেনার্দ্ধং শীতলং দেহে চার্দ্ধঞ্চোষ্ণং প্রজায়তে।। কায়ে দুষ্টং যদা পিত্তং শ্লেষ্মা চান্তে ব্যবস্থিতঃ। তেনোষ্ণত্বং শরীরস্য শীতত্বং হস্তপাদয়োঃ।। কায়ে শ্লেষ্মা যদা দুষ্টং পিত্তঞ্চান্তে ব্যবস্থিতম্। শীতত্বং তেন গাত্রাণামুষ্ণত্বং হস্তপাদয়োঃ।। ত্বক্‌স্থৌ শ্লেষ্মানিলৌ শীতমাদৌ জনয়তো জ্বরে। তয়োঃ প্রশান্তয়োঃ পিত্তমন্তে দাহং করোতি চ।। করোত্যাদৌ তথা পিত্তং ত্বক্‌স্থং দাহমতীব চ। তস্মিন্ প্রশান্তে ত্বিতরৌ কুরুতঃ শীতমন্ততঃ।। দ্বাবেতৌ দাহশীতাদি-জ্বরৌ সংসর্গজৌ স্মৃতৌ। দাহপূর্ব্বস্তয়োঃ কষ্টঃ

কৃচ্ছ্রসাধ্যতমশ্চ সঃ।।

যদি আহার-রস পরিপাক না হইয়া দূষিত হয় এবং যদি দুষ্ট পিত্ত ও দুষ্ট শ্লেষ্মা বিভাগানুসারে অর্থাৎ হরগৌরীরূপে কিংবা নরসিংহআকারে শরীরের অর্দ্ধার্দ্ধ ভাগে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে যে ভাগে পিত্ত থাকে, দেহের সেই ভাগ উষ্ণ এবং যে ভাগে শ্লেষ্মা থাকে, সেই ভাগ শীতল হয়।

যদি দুষ্ট পিত্ত কোষ্ঠে এবং শ্লেষ্মা হস্তে ও পাদে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে রোগির শরীর উষ্ণ ও হস্ত পদ শীতল হয়। আর যদি ইহার বিপর্যায় ঘটে অর্থাৎ কোষ্ঠে দুষ্ট শ্লেষ্মা ও হস্ত পদে দুষ্ট পিত্ত অবস্থিতি করে, তাহা হইলে শরীর শীতল ও হস্ত পদ উষ্ণ থাকে। যদি দুষ্ট শ্লেষ্মা ও দুষ্ট বায়ু ত্বক্‌স্থ অথবা ত্বগ্‌গত রসস্থ হয়, তাহা হইলে অগ্রে শীত জন্মাইয়া পরে জ্বর উৎপাদন করে এবং কিছুক্ষণ পরে যখন ঐ শ্লেষ্মানিলের বেগ কমিয়া যায়, তখন শেষে পিত্ত দাহ উপস্থিত করিয়া থাকে। ইহাকে শীতপূর্ব্ব জ্বর কহে। আর সেই প্রকারে দুষ্ট পিত্ত যদি ত্বক্‌স্থ বা ত্বগ্‌গত রসস্থ হয়, তাহা হইলে অগ্রে দাহ জন্মাইয়া পরে জ্বর উৎপাদন করে, ক্রমে ঐ পিত্ত মন্দবেগ হইলে শ্লেষ্মা ও বায়ু শেষে শীত জন্মাইয়া থাকে। ইহাকে দাহপূর্ব্ব জ্বর কহে। এই দাহপূর্ব্ব ও শীতপূর্ব্ব জ্বরদ্বয়কে সংসর্গজ বলিয়া জানিবে অর্থাৎ ইহা দোষদ্বয়ের বা দোষত্রয়ের সম্বন্ধে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জ্বরদ্বয়ের মধ্যে দাহপূর্ব্ব জ্বর অতি কষ্টপ্রদ ও কৃচ্ছ্রসাধ্যতম।

শীতপূর্ব্ব-দাহপূর্ব্ব-জ্বরচিকিৎসা

ভদ্রাদিকষায়

ভদ্রাধন্যাকশুণ্ঠীভিগুড়ূচীমুস্তপদ্মকৈঃ। রক্তচন্দনভূনিম্ব পটোলবৃষপৌষ্করৈঃ।। কটুকেন্দ্রযবারিষ্ট-ভার্গীপর্পটকৈঃ সমম্। ক্বাথং প্রাতর্নিষেবেত সর্ব্বশীতজ্বরাপহম্।।

কট্‌ফল, ধনে, শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, চিরতা, পল্‌তা, বাসক, কুড়, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, নিমছাল, বামুনহাটী ও ক্ষেত্‌পাপ্‌ড়া, ইহাদের ক্বাথ প্রাতঃকালে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শীতজ্বর নিবারিত হয়।

শীতপূর্ব্বজ্বরে

ঘনাদিকষায়

ঘননিম্বমহৌষধামৃতা কটুবার্ত্তাকিপটোলবৎসজৈঃ। বিহিতং মধুনা যুতং পিবেৎ কিল শীতজ্বরশান্তয়ে শৃতম্।।

মুতা, নিমছাল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, তিৎবেগুন, পলতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে শীতজ্বর প্রশান্ত হয়।

দাহপূর্ব্বজ্বরে

বিভীতকাদিকষায়

বিভীতো ব্যাধিঘাতশ্চ কটুকা ত্রিবৃতাভয়া। ক্বাথো হ্যয়ং তৃষাদাহ-বিষমজ্বরনাশকৃৎ।।

বহেড়া, সোন্দাল, কট্কী, তেউড়ী ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে দাহপূর্ব্ব বিষমজ্বর এবং তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

দাহপূর্ব্বজ্বরে

মহাবলাদিকষায়

মহাবলামূলমহৌষধাভ্যাং ক্বাথো নিহন্যাদ্বিষমজ্বরং হি। শীতং সকম্পং পরিদাহযুক্তং বিনাশয়েদ্ দ্বিত্রিদিনপ্রয়োগাৎ।।

পাতালগরুড়ী লতার মূল ও আতইচের ক্বাথ দুই-তিন দিন সেবন করিলে দাহ, শীত ও কম্পযুক্ত বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

বাতশ্লেষ্মজ্বরোক্তা স্যাৎ ক্রিয়া বাতবলাসকে।। জীর্ণজ্বরে কফে ক্ষীণে দাহতৃষ্ণাসমন্বিতে। পয়ঃ পীযূষসদৃশং তন্নবে তু বিষোপমম্।। চন্দনাদ্যং হিতং তৈলং শোষাধিকারকীর্ত্তিতম্। তথা নারায়ণং তৈলং জীর্ণজ্বরহয়ং পরম্।।

বাতবলাসক-জ্বরে বাতশ্লেষ্ম জ্বরোক্ত চিকিৎসা করিবে। ক্ষীণকফ জীর্ণজ্বরে দাহ ও তৃষ্ণা থাকিলে গব্যদুগ্ধ পান করিতে দিবে, জীর্ণজ্বরে দুগ্ধ অমৃততুল্য, কিন্তু নুতন জ্বরে উহা বিষোপম। শোষাধিকারোক্ত চন্দনাদি তৈল ও নারায়ণ তৈল জীর্ণজ্বরের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

জীর্ণজ্বর-চিকিৎসা

পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তঃ ক্বাথশ্ছিন্নরুহোদ্ভবঃ। জীর্ণজ্বরকফধ্বংসী পঞ্চমূলীকৃতোঽথবা।।
পিপ্পলীমধুসংমিশ্রং গুড়ূচীস্বরসং পিবেৎ। জীর্ণ জ্বরকফপ্লীহ-কাসারোচকনাশনম্।।

গুলঞ্চের ক্বাথে অথবা মহৎপঞ্চমূলের (বেলছাল, শ্যোণাছাল, গামারছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারিছালের) ক্বাথে দুই আনা পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জীর্ণজ্বর ও কফ বিনষ্ট হয়। গুলঞ্চের স্বরস, পিপুলচূর্ণ ও মধু সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলেও জীর্ণজ্বর, কফ, প্লীহা, কাস ও অরুচি নিবারণ হইয়া থাকে।

নিদিগ্ধকাদিঃ

নিদিগ্ধিকানাগরকামৃতানাং। কাথং পিবেন্মিশ্রিতপিপ্পলীকম্। জীর্ণজ্বরারোচককাসশূল
শ্বাসাগ্নিমান্দ্যার্দ্দিতপীনসেধু।। হন্ত্যূর্দ্ধগাময়ং প্রায়ঃ সায়ঃ তেনোপযুজ্যতে।
সায়মন্যথা প্রাতরিষ্যতে। পিত্তানুবন্ধে সন্ত্যজ্য পিপ্পলীং প্রক্ষিপেন্মধু।।

কণ্টকারী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথে দুই মাষা পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জীর্ণজ্বর, অরুচি, কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, অর্দ্দিত ও পীনস রোগ প্রশমিত হয়। ইহা ঊর্দ্ধগ রোগ নিবারণ করে বলিয়া সায়ংকালে সেবনীয়। রাত্রিজ্বরে এই ক্বাথ সায়ংকালে, অন্যত্র প্রাতঃকালে সেব্য। পিত্তপ্রধান স্থলে পিপুলচূর্ণের পরিবর্ত্তে মধু প্রক্ষেপ দিবে।

রাত্রিজ্বরে

গুড়ূচ্যাদিঃ

গুড়ূচীমুস্তভূনিম্বং ধাত্রী ক্ষুদ্রা চ নাগরম্। বিল্বাদিপঞ্চমূলঞ্চ কটুকেন্দ্রযবাসকম্।। নিশাভবং জ্বরং বাত-কফপিত্তসমুদ্ভবম্। চিরোত্থং দ্বন্দ্বজং হন্তি সকণং মধুসংযুতম্।।

গুলঞ্চ, মুতা, চিরতা, আমলকী, কণ্টকারী, শুঁঠ, বেলছাল, শ্যোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, কট্‌কী, ইন্দ্রযব ও দুরালভা, ইহাদের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ দুই আনা ও মধু দুই মাষা প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে বাতজ, পিত্তজ, কফজ, দ্বন্দ্বজ ও চিরোৎপন্ন রাত্রিজ্বর নিবারিত হয়।

দ্রাক্ষাদিঃ

দ্রাক্ষামৃতা শঠী শৃঙ্গী মুস্তকং রক্তচন্দনম্। নাগরং কটুকা পাঠা ভূনিম্বঃ সদুরালভঃ।। উশীরং ধান্যকং পদ্মং বালকং কণ্টকারিকা। পুষ্করং পিচুমর্দ্দশ্চ দশাষ্টাঙ্গমিদং স্মৃতম্। জীর্ণজ্বরারুচিশ্বাস-কাসশ্বয়থুনাশনম্।।

জীর্ণজ্বরে কাস, শ্বাস, শোথ ও অরুচি থাকিলে দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুতা, রক্তচন্দন, শুঁঠ, কট্‌কী, আক্‌নাদি, চিরতা, দুরালভা, উশীর, ধনে পদ্মকাষ্ঠ, বালা, কণ্টকারী, কুড় ও নিম্ব, এই অষ্টাদশাঙ্গের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে।

প্লীহজ্বরে

নিদিগ্ধিকাদিঃ

নিদিগ্ধিকাগণঃ পথ্যা তথা রোহীতকো মতঃ। ক্বাথং কৃত্বা ক্ষিপেৎ তত্র যবক্ষারং কণাযুতম্। এতস্য পানমাত্রেণ প্লীহজ্বরবিনাশনম্।। (নিদিগ্ধকাগণঃ—স্বল্পপঞ্চমূলম্।)

নিদিগ্ধিকাদিগণ (শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর), হরীতকী ও রোড়া, ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার ২ মাষা ও পিপুলচূর্ণ ২ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। তাহাতে প্লীহজ্বর নিবারিত হইবে।

অস্থিকর্কটপঞ্চাঙ্গং শুণ্ঠ্যা চিরজ্বরপ্রণুৎ।। অস্থিরকর্কটস্য মূলবল্কলপত্রপুষ্পফলং সংক্ষুদ্য পোট্টলীং বদ্ধা দগ্ধ্বা রসং গৃহীত্বাতঃ (২ তোলা) শুণ্ঠ্যা পেয়ঃ।

হাড়কাঁকড়ার মূল ছাল পত্র পুষ্প ও ফল কুটিয়া পুটুলী বান্ধিয়া পোড়াইবে। ইহার নিঃসৃত

রস ২ তোলা লইয়া শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে, তাহাতে বহুকালের জ্বর নিবারিত হইবে।

গুড়ূচী পর্পটো ভেক-পর্ণী চ হিলমোচিকা। পটোলং পুটপাকেন রস এষাং মধুপ্লুতঃ।
বাতপিত্তজ্বরং হন্তি চিরোত্থমপি দারুণম্।।

গুলঞ্চ, ক্ষেত্পাপ্ড়া, থানকুনি, হেলেঞ্চা ও পল্‌তা, পুটপাকে ইহাদের রস বাহির করিয়া কিঞ্চিৎ মধু দিয়া ঐ রস ২ তোলা পান করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন দারুণ বাতপিত্তজ্বর নিবারিত হয়।

মধুনা সর্ব্বজ্বরনুচ্ছেফালীদলজো রসঃ।

শেফালীপত্রের রস মধু দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর উপশমিত হয়।

রসাদিধাতুগতজ্বর-লক্ষণম্

গুরুতা হৃদয়োৎক্লেশঃ সদনং ছর্দ্দ্যরোচকৌ। রসস্থে তু জ্বরে লিঙ্গং দৈনাঞ্চাস্যোপজায়তে।।
রক্তনিষ্ঠীবনং দাহো মোহশ্ছর্দ্দনবিভ্রমৌ। প্রলাপঃ পিড়কা তৃষ্ণা রক্তপ্রাপ্তে জ্বরে নৃণাম্।।
পিণ্ডিকোদ্বেষ্টনং তৃষ্ণা সৃষ্টমূত্রপুরীষতা। উষ্মান্তর্দ্দাহবিক্ষেপৌ গ্লানিঃ স্যান্মাংসগে জ্বরে।।
ভৃশং স্বেদস্তৃষা মূর্চ্ছা প্রলাপশ্ছর্দ্দিরেব চ। দৌর্গন্ধ্যারোচকৌ গ্লানির্ম্মেদঃস্থে চাসহিষ্ণুতা।।
ভেদোঽস্থাং কূজনং শ্বাসো বিরেকশ্ছর্দ্দিরেব চ। বিক্ষেপনঞ্চ গাত্রাণামেতদস্থিগতে জ্বরে।।
তমঃপ্রবেশনং হিক্কা কাসঃ শৈত্যং বমিস্তথা। অন্তর্দ্দাহো মহাশ্বাসো মর্ম্মচ্ছেদশ্চ মজ্জগে।।
মরণং প্রাপ্নুয়াৎ তত্র শুক্রস্থানগতে জ্বরে। শেফসঃ স্তব্ধতা মোক্ষঃ শুক্রস্য তু বিশেষতঃ।।

রসাদি সপ্তধাতুগত জ্বরের লক্ষণ—জ্বর বিশেষরূপে রস-ধাতুকে প্রাপ্ত হইলে দেহের গুরুতা, বমনভাব, অবসাদ, বমি, অরুচি ও ক্লান্তচিত্ততা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

জ্বর রক্তগত হইলে মুখ হইতে অল্প অল্প রক্তোদ্গীরণ, দাহ, মোহ, বমন, বিভ্রম, প্রলাপ, পিড়কা (ব্রণবিশেষ) ও তৃষ্ণা, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। জ্বর মাংসগত হইলে জঙ্ঘামাংসপিণ্ডে অর্থাৎ পায়ের ডিমে দণ্ডাদি দ্বারা পীড়নবৎ বেদনা, তৃষ্ণা, মলমূত্রের অতিপ্রবৃত্তি, বাহিরে তাপ অন্তরে দাহ, হস্তপদাদি সঞ্চালন ও গ্লানি, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

জ্বর মেদোগত হইলে অতিশয় ঘর্ম্ম, পিপাসা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমন, শরীরে দুর্গন্ধ, অরুচি, গ্লানি ও অসহিষ্ণুতা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

জ্বর অস্থিগত হইলে অস্থিসমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, কুন্থন, শ্বাস, মলরেচন, বমন ও হাত-পা ছোঁড়া, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

জ্বর মজ্জাগত হইলে অন্ধকারদর্শন, হিক্কা, কাস, শীত, বমি, অন্তর্দ্দাহ, মহাশ্বাস ও হৃদয়চ্ছেদবৎ বেদনা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শুক্রগত জ্বরে পুরুষাঙ্গ জড়বৎ স্তব্ধ অথচ তাহা হইতে বিশেষরূপে শুক্র ক্ষরিত হয়। এই জ্বরে রোগির মৃত্যুই হইয়া থাকে।

রসাদিধাতুগতজ্বর-চিকিৎসা

রসস্থে চ জ্বরে তস্মিন্ কুর্য্যাদ্ বমনলঙ্ঘনে। সেকসংশমনালেপ-রক্তমোক্ষাস্ত্বসৃগ্গতে।। তীক্ষ্ণান্ বিরেকাংশ্চ তথা কুর্য্যান্মাংসগতে জ্বরে। মেদঃস্থে রেচনং স্বেদোবমনঞ্চ প্রশস্যতে। অস্থিস্থে মর্দ্দনং স্বেদো মজ্জশুক্রগতং ত্যজেৎ।।

জ্বর রসধাতুগত হইলে বমন ও লঙ্ঘন ; রক্তগত হইলে জলসেক, সংশমন, প্রলেপন ও রক্তমোক্ষণ ; মাংসগত হইলে তীক্ষ্ণ বিরেচন ; মেদোগত হইলে বমন, বিরেচন ও স্বেদ; অস্থিগত হইলে মর্দ্দন ও স্বেদ কর্ত্তব্য ; কিন্তু জ্বর মজ্জগত বা শুক্রগত হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে।

রসরক্তাশ্রিতঃ সাধ্যো মাংসমেদোগতশ্চ যঃ। অস্থিমজ্জগতশ্চাপি শুক্রস্থস্তু ন সিধ্যতি।।

রস রক্ত মাংস ও মেদোগত জ্বর সাধ্য। অস্থি-মজ্জাগত জ্বরও কদাচিৎ সাধ্য হইতে পারে। কিন্তু শুক্রগত জ্বর কখনই সাধ্য হয় না।

জ্বরস্যোপদ্রবাঃ

শ্বাসো মূর্চ্ছারুচিশ্ছর্দ্দি-তৃষ্ণাতিসারবিড়্‌গ্রহাঃ। হিক্কাকাসাঙ্গদাহাশ্চ জরস্যোপদ্রবা দশ।।

শ্বাস, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা, অতিসার, মলবদ্ধতা, হিক্কা, কাস ও দাহ, এই দশটি জ্বরের উপদ্রব।

সঞ্জাতোপদ্রবো ব্যাধিস্ত্যাজ্যো ন স্যাচ্চিকিৎসকৈঃ। ব্যাধৌ শান্তে প্রণশ্যন্তি সদ্যঃ সর্ব্বেহ্প্যুপদ্রবাঃ। অতো ব্যাধিং জয়েদ্ যত্নাৎ পূর্ব্বং পশ্চাদুপদ্রবম্।। ভিষগ্ যোহ্কুশলঃ সোহ্ত্র জয়েৎ পূর্ব্বমুপদ্রবম্। তেষ্বপি প্রচুরেষু প্রাঙ্নাশয়েদাশুকারিণম্।। মূলব্যাধিং জয়েৎ পূর্ব্বং জেয়ো যো বা ভবেদ্ বলী। অবিরোধেন বা কুর্য্যাদুভয়োরপি চ ক্রিয়াম্।।

ব্যাধির শান্তি হইলেই উপদ্রবের শান্তি হইয়া থাকে, অতএব উপদ্রবসকল প্রকাশ হইলেও চিকিৎসকের ব্যাধি ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব অগ্রে যত্নপূর্ব্বক রোগের প্রতিকার করা উচিত, পশ্চাৎ উপদ্রবের চিকিৎসা করিবে। যে চিকিৎসক অনভিজ্ঞ, সেই প্রথমে উপদ্রবের শান্তি করিতে চেষ্টা করে। যদি প্রচুর উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও অগ্রে সকলের প্রতিকারচেষ্টা না করিয়া তাহাদের মধ্যে যেটি আশু বিপজ্জনক, প্রথমে তাহারই শান্তি করিবে। ব্যাধিসঙ্কর স্থলে অগ্রে মূল ব্যাধি বা যেটি বলবান্ সেইটির প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। যদি মূল ব্যাধির ও উপদ্রবের শান্তি একেবারেই করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে উভয়ের এরূপ চিকিৎসা করিবে, যেন পরস্পর-বিরোধী না হয়।

জ্বরোপদ্রব-চিকিৎসা

শ্বাসোপদ্রব-চিকিৎসা

সিংহী ব্যাঘ্রী তাম্রমূলী পটোলী শৃঙ্গী ভার্গী পুষ্করং রোহিণী চ। সাকং শঠ্যা শৈলমলাশ্চ

বীজং শ্বাসং হন্যাৎ সন্নিপাতে দশাঙ্গঃ।।

বৃহতী, কন্টকারী, দুরালভা, পটোলপত্র, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটী, কুড়, কট্‌কী, শটী ও শৈলমলীর বীজ (কৈকেয়া, হিন্দুস্থানে প্রসিদ্ধ), এই দশাঙ্গ ক্বাথ শ্বাসোপদ্রব-নিবারক।

মধুনা কৃষ্ণাকট্‌ফল-কর্কটশৃঙ্গীভবং চূর্ণম্। শ্বাসাময়ে মহোগ্রে লীঢ়া লোকঃ সুখী ভবতি।।

পিপুল, কট্‌ফল ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে উগ্র শ্বাস প্রশমিত হয়।

বন্যোপলাগ্নিতাপিত-দাত্রস্যাগ্রেণ পঞ্জরে দাহঃ। অপহরতি শ্বাসাময়মসংশয়ং ভাষিতং মুনিভিঃ।।

বিলঘুঁটের অগ্নিতে দাত্র উত্তপ্ত করিয়া তাহার অগ্রভাগ দ্বারা পাঁজরায় দাগ দিলে শ্বাস নিবারিত হয়।

মূর্চ্ছোপদ্রব-চিকিৎসা

আর্দ্রকস্য রসৈর্নস্যং মূর্চ্ছায়ামাচরেন্নরঃ। অঞ্জনঞ্চ প্রযুঞ্জীত মধুসিন্ধুশিলোষণৈঃ।।
শীতাম্ভসাক্ষিসেকঃ সুরভিধূপঃ সুগন্ধি পুষ্পঞ্চ। মৃদুতালবৃন্তবাতঃ কোমলকদলীদলস্পর্শঃ।।

জ্বরে মূর্চ্ছা হইলে আদার রসের নস্য এবং সৈন্ধবলবণ, মনঃশিলা ও মরিচচূর্ণ এই দ্রব্যত্রয় মধুর সহিত মিলাইয়া তাহার অঞ্জন দিবে। আর চক্ষুতে শীতল জলসেক, সুরভিধূপ প্রদান, সুগন্ধি পুষ্পাঘ্রাণ, মৃদু মৃদু তালবৃন্ত ব্যজন ও কচি কদলীপত্র স্পর্শ মূর্চ্ছাপনোদনে প্রশস্ত।

অরুচ্যপদ্রব-চিকিৎসা

অরুচৌ তু শৃঙ্গবেরজরসকৈঃ সোষ্ণৈঃ সিন্ধুজৈঃ কবলঃ। সিন্ধূত্থমাতুলুঙ্গীফলকেশরধারণং বক্ত্রে।।

জ্বরে অরুচি উপস্থিত হইলে সৈন্ধবলবণের সহিত আদার রস গরম করিয়া তাহা অথবা সৈন্ধবের সহিত টাবালেবুর কেশর মুখে ধারণ করিবে।

অরুচৌ মাতুলুঙ্গস্য কেশরং সাজ্যসৈন্ধবম্। ধাত্রীদ্রাক্ষাসিতানাং বা কল্কমাস্যে তু ধারয়েৎ।।

ঘৃত ও সৈন্ধবের সহিত টাবালেবুর কেশর বা চিনির সহিত আমলকী ও দ্রাক্ষার কল্ক মুখে ধারণ করিলে অরুচি নিবারিত হয়।

বমনোপদ্রব-চিকিৎসা

ক্বাথো গুড়ুচ্যাঃ সমধুঃ সুশীতঃ পীতঃ প্রশান্তিং বমনস্য কুর্য্যাৎ। বিণ্মক্ষিকাণাং মধুনাবলীঢ়া সচন্দনা শর্করয়ান্বিতা বা।।

গুলঞ্চের ক্বাথ সুশীতল করিয়া মধুর সহিত পান করিলে বমনোপদ্রবের শান্তি হয়। মধু,

• চন্দন অথবা চিনির সহিত মক্ষিকার বিষ্ঠা লেহন করিলেও বমন নিবারিত হইয়া থাকে।

তৃষ্ণোপদ্রব-চিকিৎসা

দন্তশঠবীজপূরক-দাড়িমবদরৈঃ সচুক্রকৈবদনে। লেপো জয়তি পিপাসামথ রজতগুটী মুখান্তঃস্থা।

কয়েৎবেল, টাবালেবু, দাড়িম, কুল ও মহাদা (অম্লদ্রব্যবিশেষ), এই সকল দ্রব্য বাটিয়া মুখে লেপ দিলে, অথবা রজতগুটিকা মুখাভ্যন্তরে ধারণ করিলে পিপাসা দূরীভূত হইয়া থাকে।

শীতং পয়ঃ ক্ষৌদ্রযুতং নিপীতমাকণ্ঠমাশ্বেব তদুদ্বমেচ্চ। তর্ষপ্রকর্ষপ্রশমায় রক্তে দদ্যাদ্ গদক্ষৌদ্রবটাগ্রলাজান্।।

প্রবল পিপাসা শান্তির জন্য, শীতল জল মধুর সহিত আকণ্ঠ পান করাইয়া তৎক্ষণাৎ বমন করাইবে। কুড়, বটাঙ্কুর ও খৈ-চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলেও পিপাসার শান্তি হয়।

অতিসারোপদ্রব-চিকিৎসা

বৎসাদনীবৎসকবারিবাহ-বিশ্বম্ভরা নিম্ববিষাঃ সবিশ্বাঃ। জ্বরেহতিসারং ত্বরিতং জয়ন্তি বিশ্বামৃতাবৎসকবারিবাহাঃ।।

গুলঞ্চ, কুড়চিছাল, মুতা, চিরতা, নিমছাল, আতইচ ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ অথবা শুঁঠ, গুলঞ্চ, কুড়চিছাল ও মুতা এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে ত্বরায় অতিসারোপদ্রব নিবৃত্তি পায়।

পাঠাদিপাচনম্

পাঠামৃতাপর্পটমুস্তবিশ্বা-কিরাততিক্তেন্দ্রযবান্ বিপাচ্য। পিবন্ হরত্যেব হঠেন সর্ব্বন্ জ্বরাতিসারানপি দুর্নিবারান্।।

আকনাদিমূল, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, মুতা, আতইচ, চিরতা ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য মোট ২ তোলা, ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে। ইহা পান করাইলে ভয়ানক জ্বরাতিসারও নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

বিড়গ্রহোপদ্রব-চিকিৎসা

বিড়গ্রহে বাতজিৎ কর্ম্ম কুর্য্যাদত্রানুলোমনম্। মলং প্রবর্ত্তয়েদাশুতীক্ষ্ণাভিঃ ফলবর্ত্তিভিঃ।।

জ্বরে মলবিবদ্ধতা উপদ্রব উপস্থিত হইলে বায়ুর অনুলোমক ও শান্তিকর ক্রিয়াসকল করিবে এবং গুহ্যে তীক্ষ্ণ ফলবর্ত্তি প্রয়োগ দ্বারা মল নির্গত করাইবে। ময়নাফলাদি ঔষধ দ্বারা যে বর্ত্তি প্রস্তুত হয়, তাহাকে ফলবর্ত্তি কহে।

পথ্যারগ্বধতিক্তা-ত্রিবৃদামলকৈঃ শৃতং তোয়ম্। জীর্ণজ্বরে বিবন্ধে দদ্যাদাশ্বেব বিড়গ্রহঃ

শাম্যেৎ।।

জীর্ণজ্বরে মলবদ্ধতা থাকিলে হরীতকী, সোন্দালের আঠা, কট্‌কী, তেউড়ী ও আমলকী, ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে, তাহাতে মলবিবদ্ধতা দূর হইবে।

পুষ্পরেচনী গুড়িকা

দেবদালী স্বর্ণপুষ্পং গুড়েন গুড়িকা কৃতা। গুদমধ্যে প্রদেয়ৈষা পাতয়েচ্চ মহাগদম্।। অধশ্চ সামমায়াতি পুনঃ সা দীয়তে গুদে। প্রক্ষাল্য বারিণা চৈনাং বারংবারং প্রদাপয়েৎ।। অনেন ক্রমযোগেণ মলমামং বিরেচনম্। জায়তে সকলং দেহং শুদ্ধবর্ণং নিরাময়ম্।।

ঘোষাফল ও সোন্দাল সমভাগে একত্র গুড় দিয়া মর্দ্দন করিয়া লম্বাকৃতি বটক প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি গুহ্যদেশে প্রদান করিয়া নির্গত করিলে আম নির্গত হইবে। পুনরায় উক্ত বর্ত্তি জলে ধৌত করিয়া গুহ্যদেশে প্রদান করিবে। এইরূপ বারংবার করিবে। ইহাতে আম ও মল নির্গত হইয়া শরীর নিরাময় ও বর্ণ বিশুদ্ধ হইবে।

হিক্কোপদ্রব-চিকিৎসা

নীরেণ সিন্ধুত্থরজোহতিসূক্ষ্মং নস্যাঞ্চ নূনং বিনিহন্তি হিক্কাম্। শুণ্ঠী হঠাদ্বা সিতয়া সমেতা ধূপোঽথবা হিঙ্গুসমুদ্ভবশ্চ।।

জ্বরে হিক্কা হইলে, জলের সহিত সৈন্ধবচূর্ণের অথবা চিনির সহিত শুণ্ঠীচূর্ণের নস্য কিংবা নাসিকায় হিঙ্গুর ধূম গ্রহণ করিবে।

অশ্বত্থবল্কলং শুষ্কং দগ্ধং নির্ব্বাপিতং জলে। তজ্জলং পানমাত্রেণ হিক্কাং ছর্দ্দিঞ্চ নাশয়েৎ।।

অশ্বত্থগাছের শুষ্ক ছাল দগ্ধ ও তাহা জলে নির্ব্বাপিত করিয়া সেই জল পান করিলে হিক্কা ও বমি নিবারিত হয়।

শুষ্কস্যাশ্বপুরীষস্য ধূপো হিক্কাং নিবারয়েৎ। অপি সর্ব্বাত্মিকাঞ্চৈব যোগরাড়য়মীরিতঃ।।

শুষ্ক অশ্বপুরীষের ধূম গ্রহণ করিলে সান্নিপাতিক হিক্কাও নিবারিত হয়।

কাসোপদ্রব-চিকিৎসা

কাসে কণা কণামূলং কলিদ্রুমফলং রজঃ। সবিশ্বভেষজং লিহ্যান্মধুনা বা বৃষারসম্।।

জ্বরে কাসোপদ্রব উপস্থিত হইলে পিপুল, পিপুলমূল, বহেড়া ও শুঁঠ, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন কিংবা বাসকের রস মধুসহ পান করিলে কাসোপদ্রব নিবারিত হয়।

বিভীতকং ঘৃতাভ্যক্তং গোশকৃৎপরিবেষ্টিতম্। স্বিন্নমগ্নৌ হরেৎ কাসং ধ্রুবমাস্যবিধারিতম্।।

ঘৃতাভ্যক্ত বহেড়া গোবরের মধ্যে পুরিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করত সেই বহেড়া মুখে ধারণ করিলে কাসোপদ্রব বিনষ্ট হয়।

বিভীতকত্বঙ্মরিচং লবঙ্গং সর্ব্বৈঃ সমানং খদিরস্য সারম্। বব্বূলজক্কাথকৃতা বটীয়ং **মুখস্থিতা কাসহরা ক্ষণেন**।।

বহেড়ার ছাল, মরিচ ও লবঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসম খদির, এই সকল দ্রব্য বাব্‌লার **ক্কাথে বটী করিয়া মুখে ধারণ** করিলে আশু কাসোপদ্রব নিবারিত হয়।

দাহোপদ্রব-চিকিৎসা

দাহাধিকারলিখিতং দাহে কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্। পরং জ্বরাবিরুদ্ধং যন্মুখ্যো নাশ্যো জ্বরো যতঃ।।

দাহোপদ্রব-নিবারণার্থ দাহাধিকারোক্ত চিকিৎসা করিবে; পরন্তু সেই চিকিৎসা যেন জ্বরের অবিরোধী হয়, যেহেতু জ্বর ও দাহের মধ্যে জ্বরই প্রধান নাশ্য।

চূর্ণপ্রকরণম্

সুদর্শন-চূর্ণম্

কালীয়কন্তু রজনী দেবদারু বচা ঘনম্। অভয়া ধন্বযাসশ্চ শৃঙ্গী ক্ষুদ্রা মহৌষধম্।। ত্রায়ন্তী পর্পটং নিম্বো গ্রন্থিকং বালকং শঠী। পৌষ্করং মাগধী মূর্ব্বা কুটজং মধুযষ্টিকা।। শিগ্রুৎপলং সেন্দ্রযবং বরী দার্ব্বী কুচন্দনম্। পদ্মকং সরলোশীরং ত্বচং সৌরাষ্ট্রিকা স্থিরা।। যমান্যতিবিষা বিল্বং মরিচং গন্ধপত্রকম্। ধাত্রী গুড়ূচী কটুকং সচিত্রকপটোলকম্।। কলসী চৈব সর্ব্বাণি সমভাগানি কারয়েৎ। সর্ব্বদ্রব্যস্য চার্দ্ধন্তু কৈরাতং সংপ্রকল্পয়েৎ।। এতৎ সুদর্শনং নম্নি জ্বরান্ হন্তি ন সংশয়ঃ। পৃথগ্‌দোযাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্।। প্রাকৃতং বৈকৃতঞ্চৈব সৌম্যং তীক্ষ্ণমথাপি বা। অন্তর্গতং বহিঃস্থঞ্চ নিরামং সামমেব চ।। জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা। নানাদেশোদ্ভবঞ্চৈব বারিদোষভবং তথা।।
বিরুদ্ধভেষজভবং জ্বরমাশু ব্যপোহতি। প্লীহানং যকৃতং গুল্মং হন্ত্যবশ্যং ন সংশয়ঃ।। যথা সুদর্শনং চক্রং দানবানাং নিসূদনম্। তথা জ্বরাণাং সর্ব্বেষামিদমেব নিগদ্যতে।।

কৃষ্ণাগুরু (অভাবে অগুরু), হরিদ্রা, দেবদারু, বচ, মুতা, হরীতকী, দুরালভা, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী, শুঠ, বলাডুমুর, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, নিমছাল, পিপ্পলীমূল, বালা, শঠী, কুড়, পিপ্পলী, মূর্ব্বামূল, কুড়্‌চিছাল, যষ্টিমধু, সজিনাবীজ, সুঁদি, ইন্দ্রযব, শতমূলী, দারুহরিদ্রা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, উশীর, দারুচিনি, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, শালপাণি, যমানী, আতইচ, বেলছাল, মরিচ, শালপাণি, যমানী, আতইচ, বেলছাল, মরিচ, গন্ধভাদুলে, আমলকী, গুলঞ্চ, কট্‌কী, চিতামূল, পল্‌তা ও চাকুলে, এই সমুদায় দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং এই সমষ্টির অর্দ্ধাংশ চিরতাচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহার নাম সুদর্শনচূর্ণ (মাত্রা — দুই আনা হইতে আধ তোলা পর্য্যন্ত)। ইহা সেবনে বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক দ্বন্দ্বজ ও সান্নিপাতিক জ্বর, সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর, প্রাকৃত ও বৈকৃত জ্বর, সৌম্য কিংবা তীক্ষ্ণবীর্য্যোত্থিত জ্বর, অন্তর্বেগ বা বহিঃস্থ জ্বর, স্থানদোষজ অথবা জলদোষজ জ্বর ও বিরুদ্ধ-ঔষধ-সেবন- জনিত জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সাধ্যাসাধ্য জ্বর এবং প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্ম আশু উপশমিত হয়।

আমলক্যাদি চূর্ণম্

আমলাং চিত্রকং পথ্যা পিপ্পলী সৈন্ধবং তথা। চূর্ণিতোঽয়ং গণো জ্ঞেয়ং সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ। ভেদী রুচিকরঃ শ্লেষ্ম-জেতা দীপনপাচনঃ।।

আমলকী, চিতা, হরীতকী, পিপুল ও সৈন্ধব, ইহাদের সমভাগচূর্ণ সর্ব্ববিধজ্বরনাশক এবং ভেদী, রুচিকর, শ্লেষ্মঘ্ন, অগ্নিকর ও পাচক।

জ্বরভৈরব চূর্ণম

নাগরং ত্রায়মাণা চ পিচুমর্দ্দো দুরালভা। পথ্যা মুস্তং বচা দারু ব্যাঘ্রী শৃঙ্গী শতাবরী।। পর্পটিং পিপ্পলীমূলং বিশালা পুষ্করং শঠী। মূর্ব্বা কৃষ্ণা হরিদ্রে দ্বে লোধ্রচন্দনমুস্তকম্।। কুটজস্য ফলং বল্কং যষ্টীমধুকচিত্রকম্। শোভাঞ্জনং বলা চাতিবিষা বিষাচ কটুরোহিণী।। মুষলী পদ্মকাষ্ঠঞ্চ যমানী শালপর্ণিকা। মরিচঞ্চামৃতা বিল্বং বালং পঙ্কস্য পর্পটী।। তেজপত্রং ত্বচং ধাত্রী পৃশ্নীপর্ণী পটোলকম্। গন্ধকং পারদং লৌহমভ্রকঞ্চ মনঃশিলা।। এতেষাং সমভাগেন চূর্ণমেব বিনির্দ্দিশেৎ। তদর্দ্ধং প্রক্ষিপেৎ তত্র চূর্ণং ভূনিম্বসম্ভবম্।। মাত্রামস্য প্রযুঞ্জীত দৃষ্ট্বা দোষবলাবলম্। চূর্ণং ভৈরবসংজ্ঞন্তু জ্বরান্ হন্তি ন সংশয়ঃ।। পৃথগ্‌দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্। দ্বন্দ্বজান্ সন্নিপাতোত্থান্ মানসানপি নাশয়েৎ।। প্রাকৃতং বৈকৃতঞ্চৈব সৌম্যং তীক্ষ্ণমথাপি বা। অন্তর্গতং বহিঃস্থঞ্চ নিরামং সামমেব চ।। জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ।। নানাদেশোদ্ভবঞ্চৈব বারিদোষভবং তথা। বিরুদ্ধভেষজভবং জ্বরমাশু ব্যপোহতি।। অগ্নিমান্দ্যং যকৃৎপ্লীহ-পাণ্ডুরোগমরোচকম্। উদরাণ্যন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ রক্তপিত্তং ত্বগ্‌গ্রাময়ম্।। শ্বয়থুঞ্চ শিরঃশূলং বাতাময়রুজাপহম্। জ্বরভৈরবসংজ্ঞন্তু ভৈরবেণ কৃতং শুভম্।।

শুঁঠ, বলাডুমুর, নিমছাল, দুরালভা, হরীতকী, মুতা, বচ, দেবদারু, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শতমূলী, ক্ষেত্‌পাপ্‌ড়া, পিপুলমূল, রাখালশশার মূল, কুড়, শঠী, মূর্ব্বামূল, পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঘণ্টাপারুলি, ইন্দ্রযব, কুড়্‌চিছাল, যষ্টিমধু, চিতামূল, সজিনাবীজ, বেড়েলা, আতইচ, কট্‌কী, তালমূলী, পদ্মকাষ্ঠ, যমানী, শালপাণি, মরিচ, গুলঞ্চ, বেলশুঁঠ, বালা, পঙ্কপর্পটী, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, আমলকী, চাকুলে, পটোলপত্র, গন্ধক, পারদ, লৌহ, অভ্র ও মনঃশিলা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিবে, পরে সমষ্টিচূর্ণের অর্দ্ধাংশ চিরতাচূর্ণ তাহার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে। দোষের বলাবল বুঝিয়া ইহার মাত্রা প্রয়োগ করিবে (মাত্রা—দুই আনা হইতে অর্দ্ধতোলা)। ইহার নাম জ্বরভৈরব চূর্ণ। এই মহৌষধ সেবনে সুদর্শন চূর্ণের বঙ্গানুবাদে লিখিত সর্ব্ববিধ জ্বর উপশমিত হয়, অধিকন্তু উদর, অন্ত্রবৃদ্ধি, পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, চর্ম্মরোগ, শোথ, শিরঃশূল, বাতব্যাধি ও বাতিক শূল প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

জ্বরনাগময়ূরচূর্ণম্

লৌহাভ্রটঙ্কণং তাম্রং তালকং বঙ্গমেব চ। শুদ্ধসূতং গন্ধকঞ্চ শিগ্রুবীজং ফলত্রিকম্।। চন্দনাতিবিষা পাঠা বচা চ রজনীদ্বয়ম্। উশীরং চিত্রকং দেব-কাষ্ঠঞ্চ সপটোলকম্।। জীবকর্ষভকাজাজ্যস্তালীশং বংশলোচনা। কণ্টকার্য্যাঃ ফলং মূলং শঠী পত্রং কটুত্রয়ম্।।

গুড়ূচীস্বত্বধন্যাকং কটুকা ক্ষেত্রপর্পটী। মুস্তকং বালকং বিল্বং যষ্টীমধু সমং সমম্।।
ভাগাচ্চতুর্গুণং দেয়ং কৃষ্ণজীরস্য চূর্ণকম্। তৎসমং তালপুষ্পঞ্চ চূর্ণং দণ্ডোৎপলাভবম্।।
কৈরাতং তৎসমং দেয়ং তৎসমং চপলাভবম্। এতচ্চূর্ণং সমাখ্যাতং জ্বরনাগময়ূরকম্।।
প্রাতর্মাষমিতং খাদ্যাং যুক্ত্যা বা ক্রটিবর্দ্ধনম্। সন্ততাদিজ্বরং হন্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ।।
ক্ষয়োদ্ভবঞ্চ ধাতুস্থং কামশোকোদ্ভবং জ্বরম্। দাহশীতজ্বরং ঘোরং চাতুর্থাদিবিপর্য্যয়ম্।।
জীর্ণঞ্চ বিষমং সর্ব্বং প্লীহানমুদরং তথা। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং হন্তি ন সংশয়ঃ।।
ভ্রমং তৃষ্ণাঞ্চ কাসঞ্চ শূলানাহৌ ক্ষয়ং তথা। যকৃতং গুল্মশূলঞ্চ আমবাতং নিহন্তি চ।।
ত্রিকপৃষ্ঠকটীজানু-পার্শ্বানাং শূলনাশনম্। অনুপানং শীতজলং ন দেয়মুষ্ণবারিণা।।

লৌহ, অভ্র, সোহাগা, তাম্র, হরিতাল, বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, সজিনাবীজ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচন্দন, আতইচ, আক্‌নাদি, বচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, উশীর, চিতামূল, দেবদারু, পল্‌তা, জীবক, ঋষভক, কৃষ্ণজীরা, তালীশপত্র, বংশলোচন, কণ্টকারীর ফল ও মূল, শঠী, তেজপত্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গুলঞ্চের চিনি, ধনে, কট্‌কী, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, মুতা, বালা, বেলছাল, যষ্টিমধু প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ভাগ, কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ৪ ভাগ, তালজটাক্ষার ৪ ভাগ, ডানকুনি শাকচূর্ণ ৪ ভাগ, চিরতাচূর্ণ ৪ ভাগ, সিদ্ধিচূর্ণ ৪ ভাগ। সকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহাতে নানাপ্রকার বিষমজ্বর, জীর্ণজ্বর এবং প্লীহা, উদর, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, শূল, কাস, আমবাত, যকৃৎ ও ক্ষয় প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। অনুপান—শীতল জল। মাত্রা—১ মাষা হইতে ২ মাষা।

নবজ্বরাদৌ রসপ্রয়োগঃ

ন দোষাণাং ন রোগাণাং ন পুংসাঞ্চ পরীক্ষণম্। ন দেশস্য ন কালস্য কার্য্যং রসচিকিৎসিতে।।

রস-চিকিৎসায় দোষের সামতা-নিরামতা, রোগ, ব্যক্তি, দেশ ও কাল, ইহাদের কিছুই বিচার আবশ্যক করে না।

সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো ন জানাতি রসং যদা। সর্ব্বং তস্যোপহাসায় ধর্ম্মহীনো যথা বুধঃ।।

সমুদায় শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়াও রসক্রিয়ায় অনভিজ্ঞ থাকিলে, ধর্ম্মহীন পণ্ডিতের ন্যায় উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

অনুপানে রসা যোজ্যা দেশকালানুসারিভিঃ। দোষঘ্নৈর্মধুনা বাপি কেবলেন জলেন বা।।
(রসা ইত্যুপলক্ষণম্, অন্যান্যপি ভেষজানি যোগ্যানুপানৈর্দেয়ানি।)

রসঘটিত ঔষধসকলের অনুপানার্থ দেশ, কাল ও দোষের বলাবল অনুসারে দোষঘ্ন দ্রব্য বিধান করিবে, অথবা মধু কিংবা কেবল জলসহ ঔষধ সেবন করিবে। অন্যান্য ঔষধের পক্ষেও এই নিয়ম।

যে রসাঃ পিত্তসংযুক্তাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বত্র শম্ভুনা। জলসেকাবগাহাদ্যৈর্বলিনস্তে তু নান্যথা।।
রসজনিতবিদাহে শীততোয়াভিষেকো মলয়জঘনসারালেপনং মন্দবাতঃ। তরুণদধি সিতাঢ্যং নারিকেলীফলাম্ভো মধুরশিশিরপানং শীতমন্যচ্চ শস্তম্।।

শম্ভুপ্রোক্ত যে সকল রস মৎস্যাদির পিত্ত দ্বারা ভাবিত, সেই সকল রস সেবনের পর জলসেচন

ও অবগাহন ক্রিয়া করিলে ঔষধের বল বর্দ্ধিত হয়। রস সেবনে বিদাহ উপস্থিত হইলে গাত্রে শীতল জলাভিষেক, চন্দনাদি অনুলেপন, মন্দ মন্দ বায়ু সেবন, শর্করা সংযুক্ত টাট্‌কা দধি সেবন, ডাবের জল পান, মধুর ও শীতল পানীয় এবং অন্যান্য শীতক্রিয়া হিতকর।

হিঙ্গুলেশ্বরঃ

তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে পিপ্পলীং হিঙ্গুলং বিষম্। দ্বিগুঞ্জা মধুনা দেয়া*বাতজ্বরনিবৃত্তয়ে।।

পিপ্পলী, হিঙ্গুল ও বিষ সমভাগে জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি (ব্যবহার অর্দ্ধরতি) মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা মধুর সহিত সেবন করিলে বাতিক জ্বর উপশমিত হইয়া থাকে।

শীতভঞ্জী-রসঃ

রসহিঙ্গুলগন্ধঞ্চ জৈপালং সম্মিতং ত্রিভিঃ। দন্তীক্কাথেন সংমর্দ্দ্য রসো জ্বরহরঃ পরঃ।।
আর্দ্রকস্বরসেনাথ দাপয়েদ্ রক্তিকাদ্বয়ম্। নবজ্বরং মহাঘোরং নাশয়েদ্ যামমাত্রতঃ।।
শর্করাদধিভক্তঞ্চ পথ্যং দেয়ং প্রযত্নতঃ। শীততোয়ং পিবেচ্চানু ইক্ষুর্মুদ্গরসো হিতঃ।
শীতভঞ্জীরসো নাম্না সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ।।

পারদ, গন্ধক ও হিঙ্গুল প্রত্যেক ১ ভাগ, জয়পালবীজ ৩ ভাগ, একত্র দন্তীক্কাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে মহাঘোর নবজ্বর উপশমিত হয়। ঔষধসেবনান্তে ইক্ষু, মুগের যূষ কিংবা শীতল জল সেবন করা কর্ত্তব্য। চিনি ও দধির সহিত অন্ন পথ্য দিবে।

তরুণজ্বরারিঃ

জৈপাল্‌গন্ধং বিষপারদঞ্চ। তুল্যং কুমারীস্বরসেন মর্দ্দ্যম্। অস্য দ্বিগুঞ্জা হি সিতোদকেন খ্যাতো রসোঽয়ং তরুণজ্বরারিঃ।। দাতব্য এষোঽহনি পঞ্চমে বা ষষ্ঠেঽথবা সপ্তম এব বাপি। জাতে বিরেকে বিগতজ্বরাঃ স্যাৎ পটোলমুদ্গাম্বুনিষেবণেন।।

জয়পাল, গন্ধক, বিষ ও পারদ সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করত ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—চিনির জল। তরুণজ্বরারি নামক এই ঔষধ জ্বরের পঞ্চম, ষষ্ঠ অথবা সপ্তম দিবসে প্রযোজ্য। ইহা সেবনে বিরেচন হইলে জ্বরত্যাগ হইবে। পথ্য—পটোল ও মুদ্গাযূষ।

স্বচ্ছন্দভৈরবঃ

তাম্রভস্ম বিষং হেম্নঃ শতধা ভাবিতং রসৈঃ। গুঞ্জার্দ্ধং সন্নিপাতাদি-নবজ্বরহরং পরম্।।
আর্দ্রাম্বুশর্করাসিন্ধু-যুতঃ স্বচ্ছন্দভৈরবঃ। ইক্ষুদ্রাক্ষাসিতৈর্ব্বারু দধি পথ্যাং রুচৌ দদেৎ।।
(হেম্নঃ ধুস্তূরস্য।)

তাম্রভস্ম ও মিঠাবিষ সমভাগে লইয়া ধুতূরার রসে শতবার ভাবনা দিয়া আধ রতি পরিমাণে বটী করিবে। ইহা আদার রস, চিনি ও সৈন্ধবসহ সেবন করিলে নবজ্বর ও সন্নিপাতাদি জ্বর নিবারিত হয়। পথ্য—ইক্ষু, দ্রাক্ষা, চিনি, শশা ও দধি প্রভৃতি।

*গুঞ্জার্দ্ধং মধুনা দেয়মিতি কচিৎ

স্বচ্ছন্দভৈরবো রসঃ

পিপ্পলীং জাতিকোষঞ্চ পারদং গন্ধকং বিষম্। বারিণা মর্দ্দয়েৎ খল্লে রক্তিকার্দ্ধং প্রযোজয়েৎ।।
স্বচ্ছন্দভৈরবো নাম ভৈরবেণ বিনির্ম্মিতঃ। নবজ্বরং মহাঘোরং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।।

পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, জয়িত্রী ও পিপ্পলী সমভাগে জলে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধরতি পরিমিত বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে নবজ্বর নিবারিত হয় (অবিরাম জ্বরে স্বচ্ছন্দভৈরব দ্বারা জ্বরবিচ্ছেদ হইয়া থাকে)।

নবজ্বরেভাঙ্কুশঃ

সগন্ধটঙ্গং রসতালকঞ্চ বিমর্দ্দ্য সংভাবয় মীনপিত্তৈঃ। দিনদ্বয়ং বল্লমিতং প্রদদ্যাদ্
বৃন্তাকতক্রৌদনমেব পথ্যম্। নবজ্বরেভাঙ্কুশনামধেয়ঃ ক্ষণেম ঘর্ম্মোদ্গামমাতনোতি।।

সোহাগা, গন্ধক, পারদ ও হরিতাল সমভাগে লইয়া মর্দ্দিত করত রোহিতমৎস্যের পিত্তে ২ দিন ভাবনা দিবে। মাত্রা—২ রতি। পথ্য—বেগুন, ঘোল ও অন্ন। এই নবজ্বরেভাঙ্কুশ সেবনে অল্প সময়ের মধ্যে ঘর্ম্মোদ্গাম হইয়া নবজ্বর প্রশমিত হয়।

নবজ্বরেভসিংহঃ

শুদ্ধসূতস্তথা গন্ধং লৌহং তাম্রঞ্চ সীসকম্। মরিচং পিপ্পলীং বিশ্বং সমভাগানি কারয়েৎ।।
অর্দ্ধভাগং বিষং দত্ত্বা মর্দ্দয়েদ্ বাসরদ্বয়ম্। শৃঙ্গবেরাম্বুপানেন দদ্যাদ্গুঞ্জায়ং ভিষক্।। নবজ্বরে মহাঘোরে ধাতুস্থে গ্রহণীগদে। নবজ্বরেভসিংহোঽয়ং সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ প্রত্যেক সমভাগ, বিষ অর্দ্ধভাগ (কেহ্যকেহ বলেন সমষ্টির অর্দ্ধেক বিষ)। একত্র জলে দুই দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহাতে ঘোরতর নবজ্বর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

নবজ্বরহরবটী

রসগন্ধৌ বিষং শুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচানি চ। পথ্যা বিভীতকং ধাত্রী দন্তীবীজঞ্চ শোধিতম্।।
চূর্ণমেষাং সমাংশানাং দ্রোণপুষ্পীরসৈঃ পুটেৎ। বটীং মাষনিভাং কুর্য্যাদ্ ভক্ষয়েৎ নূতনে জ্বরে।।

পারদ, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও শোধিত দন্তীবীজ, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া দ্রোণপুষ্পীর (ঘল্ঘসিয়ার) রসে মর্দ্দন করিবে এবং পুটপাক করিয়া মাষকলায়ের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা নূতন জ্বরে প্রযোজ্য।

নবজ্বরারিরসঃ

একভাগো রসো ভাগ-দ্বয়ঞ্চ শুদ্ধগন্ধকম্। গরলস্য ত্রয়ো ভাগাশ্চতুর্ভাগা হিমাবতী।।
জৈপালকপঞ্চভাগো নিম্বুদ্রববিমর্দ্দিতঃ। ক্রিমিঘ্নপ্রমিতা বট্যঃ কার্য্যাঃ সর্ব্বজ্বরচ্ছিদঃ।।
শৃঙ্গবেরেণ দাতব্যা বটিকৈকা দিনে দিনে। জীর্ণজ্বরে তথাজীর্ণে সমে বা বিষমেঽপি বা।
নিহন্ত্যসৌ জ্বরং সর্ব্বং দাবো

পারদ ১ ভাগ, শোধিত গন্ধক ২ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, স্বর্ণক্ষীরী ৪ ভাগ, জয়পাল ৫ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য কাগ্‌জি লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া বিড়ঙ্গের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। আদার রসের সহিত প্রত্যহ ১ বটী সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিচ্ছিন্ন হয়। ইহা সম বা বিষম জ্বর, জীর্ণজ্বর ও অজীর্ণে প্রয়োগ করিবে।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো রসঃ

শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধঞ্চ বিষঞ্চ জয়পালকম্। কটুত্রয়ঞ্চ ত্রিফলা টঙ্গনঞ্চ সমাংশকম্।। অস্য মাত্রা প্রযোক্তব্যা গুঞ্জাত্রয়সমা ততঃ। সর্ব্বেষু জ্বররোগেষু সামবাতে বিশেষতঃ।। নাশয়েচ্ছ্বাসকাসঞ্চ হ্যগ্নিসাদং বিশেষতঃ। ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পূর্ব্বং রসঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ।।

শোধিত পারদ, গন্ধক, বিষ, জয়পাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও সোহাগার খৈ, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে সর্ব্ববিধ জ্বর, শ্বাস ও কাস, বিশেষতঃ আমবাত ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। এই ঔষধ পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ

বিষস্যৈকস্তথা ভাগো মরিচং পিপ্পলীকণঃ। গন্ধকস্য তথা ভাগো ভাগঃ স্যাট্টঙ্গণস্য বৈ।। সর্ব্বত্র সমভাগঃ স্যাদ্ দ্বিভাগং হিঙ্গুলং ভবেৎ। চূর্ণয়েৎ খল্লমধ্যে তু মুদ্গমানাং বটীং চরেৎ।। জম্বীরস্য রসেনাত্র হিঙ্গুলং ভাবয়েদ্ ভিষক্। রসশ্চেৎ সমভাগঃ স্যাদ্ধিঙ্গুলং নেষ্যতে তদা।। গোমূত্রশোধিতঞ্চাত্র বিষং সৌরবিশোধিতম্। মধুনা লেহনং প্রোক্তং সর্ব্বজ্বরনিবৃত্তয়ে।। দধ্যুদকানুপানেন বাতজ্বরনিবর্হণঃ। আর্দ্রকস্য রসৈঃ পানং দারুণে সান্নিপাতিকে।। জম্বীররসযোগেন অজীর্ণজ্বরনাশনঃ। অজাজীগুড়সংযুক্তো বিষমজ্বরনাশনঃ।। তীব্রজ্বরে মহাঘোরে পুরুষে যৌবনান্বিতে। পূর্ণমাত্রা প্রদাতব্য পূর্বং বটীচতুষ্টয়ম্।। স্ত্রীবালবৃদ্ধক্ষীণেষু চার্দ্ধমাত্রা প্রকীর্ত্তিতা। অতিক্ষীণেহতিবৃদ্ধে চ শিশৌ চাল্পয়স্যপি।। তুর্য্যা মাত্রা প্রদাতব্যা ব্যবস্থাসারনিশ্চিতা। নবজ্বরে মহাঘোরে যামৈকান্নাশায়েজ্জ্বরম্।। মধ্যজ্বরে তথাজীর্ণে ত্রিরাত্রান্নাশয়েদ্ ধ্রুবম্ (অক্ষীণে চ কফাভাবে দাহে চ বাতপৈত্তিকে। সিতাং দদ্যাৎ প্রযত্নেন নারিকেলাম্বু নির্ভয়ম্।।) অয়ং মৃত্যুঞ্জয়ো নাম রসঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ। অনুপানবিশেষেণ নিহন্তি সকলান্ গদান্।।

বিষ ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, পিপ্পলী ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগার খৈ ১ ভাগ, হিঙ্গুল ২ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র জলসহ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া মুগপরিমাণে বটিকা করিবে। এস্থলে জম্বীররসে হিঙ্গুল ভাবনা দিয়া লইতে হইবে। যদি এই ঔষধে ১ ভাগ পারদ মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে হিঙ্গুলের আবশ্যক হইবে না। বিষও গোমূত্রে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লওয়া আবশ্যক। ইহার অনুপান—সাধারণতঃ মধু। বাতজ্বরে দধির মাত, সন্নিপাতে আদার রস, অজীর্ণজ্বরে জম্বীর রস, বিষমজ্বরে কৃষ্ণজীরার চূর্ণ ও পুরাতন গুড়। ইহার পূর্ণমাত্রা ৪ বটী। কিন্তু স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধদিগের অর্দ্ধমাত্রা ২ বটী এবং অতি বৃদ্ধ অতি শিশু ও অতি ক্ষীণরোগির পক্ষে ১ বটী (যদি কফাধিক্য না থাকে এবং রোগী ক্ষীণ

না হয়, তবে ডাবের জল ও চিনিসহ সেবন বিধেয় ; তদ্দ্বারা বাতপৈত্তিক দাহ নিবারিত হইবে)। এই মৃত্যুঞ্জয় রস সর্ব্ববিধ জ্বরনাশক।

রত্নগিরিরসঃ

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মৃততাম্রাভ্রহাটকম্। প্রত্যেকং সূততুল্যং স্যাৎ সূতার্দ্ধং মৃতলৌহকম্।। লৌহার্দ্ধং মৃতবৈক্রান্তং মর্দ্দয়েদ্ ভৃঙ্গজদ্রবৈঃ। পর্পটীরসবৎ পাচ্যং চূর্ণিতং ভাবয়েৎ পৃথক্।। শিগ্রুবাসিকনির্গুণ্ডী-বচাগ্নিভৃঙ্গমুণ্ডিকৈঃ। ক্ষুদ্রামৃতাজয়ন্তীভির্মুনিব্রহ্মীসুতিক্তকৈঃ।। কন্যায়াশ্চ দ্রবৈর্ভাব্যাং প্রতিবারং ত্রিধা ত্রিধা। রুদ্ধা লঘুপুটে পাচ্যং বালুকাযন্ত্রমধ্যগম্।। যন্ত্রং নিরুধ্য যত্নেন স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ। চূর্ণং নবজ্বরে দেয়ং মাষমাত্রং রসস্য বৈ।। কৃষ্ণাধান্যসমাযুক্তং মুহূর্ত্তান্নাশয়েজ্জ্বরম্। অয়ং রত্নগিরির্নাম রসো যোগস্য বাহকঃ।।

বিশুদ্ধ পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ, অভ্র ১ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, লৌহ অর্দ্ধভাগ, বৈক্রান্ত সিকিভাগ, এই সকল দ্রব্য ভৃঙ্গরাজরসে মর্দ্দন ও পর্পটীর ন্যায় পাক করিবে; পরে চূর্ণ করিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যসকলের রসে ক্রমে ক্রমে (প্রত্যেকের রসে ৩ বার) ভাবনা দিবে; যথা—সজিনা, বাসক, নিসিন্দা, বচ, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, ভূকদম্ব, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, জয়ন্তী, বকপুষ্প, ব্রহ্মীশাক, চিরতা ও ঘৃতকুমারী। অনন্তর মূষাতে রুদ্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে লঘু পাক করিবে এবং শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিবে। ইহা নবজ্বরে ব্যবস্থেয়। মাত্রা—১ মাষা (ব্যবহার ২ রতি)। অনুপান—পিপুল ও ধনের ক্বাথ। ইহা সেবনে অতি সত্বর নবজ্বর উপশমিত হয়।

নবজ্বরাঙ্কুশঃ

ক্রমেণ বৃদ্ধান্ রসগন্ধহিঙ্গুলান্ নৈম্বন্তবীজান্যথ দন্তিবারিণা। পিষ্ট্বাস্য গুঞ্জাভিনবজ্বরাপহা। জলেন সার্দ্ধং সিতয়া প্রযোজিতা।।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ, জয়পালবীজ ৪ ভাগ, এই সকল দ্রব্য দন্তীমূলের ক্বাথে (দন্তী ১০ ভাগ, ৮ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নানাইবে, সেই ক্বাথে) মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে নবজ্বর উপশমিত হয়। অনুপান—চিনির জল।

অগ্নিকুমার রসঃ

মরিচোগ্রাকুষ্ঠমুস্তৈঃ সর্ব্বৈরেব সমং বিষম্। পিষ্টাচার্দ্রররসৈনৈব বটিকা রক্তিকামিতা।। আমজ্বরে'প্রথমতঃ শুণ্ঠ্যা চ মধুপিষ্টয়া। আর্দ্রকস্য রসেনাপি নির্গুণ্ড্যাশ্চ কফজ্বরে।। পীনসে চ প্রতিশ্যায়ে আর্দ্রকস্য চ বারিণা। অগ্নিমান্দ্যে লবঙ্গেন শোথে চ দশমূলকৈঃ।। গ্রহণ্যাং সহ শুণ্ঠ্যা চ দশমূল্যাতিসারকে। সামে চ ধান্যশুণ্ঠীভ্যাং পক্কে চ কুটজং মধু।। সন্নিপাতজ্বরারম্ভে পিপ্পল্যার্দ্রকবারিণা। কণ্টকার্য্যা রসৈঃ কাসে শ্বাসে তৈলগুড়ান্বিতম্।। সর্ব্বেষামেব রোগাণামামদোষপ্রশান্তয়ে।। অগ্নিবৃদ্ধিকরো নাম্না বিখ্যাতোঽগ্নিকুমারকঃ।।

মরিচ ২ মাষা, বচ ২ মাষা, কুড় ২ মাষা, মুতা ২ মাষা, বিষ ৮ মাষা। আদার রসে পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আমজ্বরে প্রথমাবস্থায় শুণ্ঠীচূর্ণের সহিত

মধু, কফজ্বরে আদার রস বা নিসিন্দাপত্ররস, পীনস ও প্রতিশ্যায় রোগে আদার রস, অগ্নিমান্দ্যে লবঙ্গচূর্ণ, শোথে দশমূলের কাথ, গ্রহণীরোগে শুণ্ঠীচূর্ণ, অতিসারে দশমূলের কাথ, আমাতিসারে ধনে ও শুণ্ঠীর কাথ, পক্কাতিসারে কুড়চিকাথ ও মধু, সন্নিপাতজ্বরের প্রথমাবস্থায় পিপুল ও আদার রস, কাসে কণ্টকারীর রস, শ্বাসে সর্ষপতৈল ও পুরাতন গুড়। দুইটি বটিকা সেবনে রোগী স্বাস্থ্যপ্রাপ্ত হয়। সকল রোগে আমদোষশান্তির নিমিত্ত এই ঔষধ প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা অগ্নিবৃদ্ধি হয় বলিয়া ইহার নাম অগ্নিকুমার রস।

চণ্ডেশ্বরো রসঃ

রসং গন্ধং বিষং তাম্রং মর্দ্দয়েদেকযামকম্। আর্দ্রকস্বরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ সপ্তবারকম্।। নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসৈ পশ্চান্মর্দ্দয়েৎ সপ্তবারকম্। গুঞ্জৈকার্দ্ররসেনৈব দত্তো হন্তি জ্বরং ক্ষণাৎ। বাতজং পিত্তজং শ্লেষ্ম-দ্বিদোষজমপি ক্ষণাৎ।। সুশীতলজলে স্নানং তৃষ্ণার্থে ক্ষীরভোজনম্। আম্রঞ্চ পনসঞ্চৈব চন্দনাগুরুলেপনং।। এতৎসমো রসো নাস্তি বৈদ্যানাং হৃদয়ঙ্গমঃ। এষ চণ্ডেশ্বরো নাম সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ।।

পারদ, গন্ধক, বিষ ও তাম্র, এই কয়টি দ্রব্য সমভাগে লইয়া এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। পরে আদার রসে ৭ বার ও নিসিন্দাপাতার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। স্নানাদি শৈত্যক্রিয়া ও দুগ্ধাদি সেবন করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর আশু নিবারিত হয়।

জয়াবটী

বিষং ত্রিকটুকং মুস্তং হরিদ্রা নিম্বপত্রকম্। বিড়ঙ্গমষ্টমং চূর্ণং ছাগমূত্রৈঃ সমং সমম্। চণকাভা বটী কার্য্যা স্যাজ্জয়া যোগবাহিকা।।
জয়াবটিকায়াং জয়ন্তীমূলচূর্ণং তুল্যাংশং দেয়ম্, যোগবাহিকত্বাৎ, এবং জয়ন্তীবটিকায়ামপি।

বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুতা, হরিদ্রা, নিমপাতা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, জয়ন্তীমূলচূর্ণ সর্ব্বসমান; একত্র ছাগমূত্রে ভাবনা দিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা যোগবাহিকা। অনুপানবিশেষে জ্বরাদি সর্ব্বরোগঘ্ন। যথা—দুগ্ধসহ সেবনে পিত্তজ্বর, মরিচচূর্ণ ও মধুসহ সেবনে সান্নিপাতিক জ্বর নষ্ট হয়, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

জয়ন্তী বটিকা

বিষং পাঠাশ্বগন্ধা চ বচা তালীশপত্রকম্। মরিচং পিপ্পলী নিম্বমজামূত্রেণ তুল্যকম্। বটিকা পূর্ব্ববৎ কার্য্যা জয়ন্তী যোগবাহিকা।।

বিষ, আক্‌নাদ, অশ্বগন্ধা, বচ, তালীশপত্র, মরিচ, পিপ্পলী ও নিমপাতা প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান জয়ন্তীমূলচূর্ণ, ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া পূর্ব্ববৎ (জয়াবটিকার ন্যায়) বটিকা করিতে হইবে। এই বটিকাও যোগবাহিকা, অনুপানবিশেষ জ্বরাদি সর্ব্বরোগঘ্ন। যথা — দুগ্ধসহ সেবনে পিত্তজ্বর, মরিচচূর্ণ ও মধুসহ সেবনে সান্নিপাতিক জ্বর নষ্ট হয়, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

যোগবাহিকা জয়া জয়ন্তী

বা জয়া বাথ ক্ষীরৈঃ পিত্তজ্বরাপহা। মুদ্গামলকযূষেণ পথ্যং দেয়ং ঘৃতং বিনা।। জয়ন্তী বা জয়া বাথ সক্ষৌদ্রা মরিচান্বিতা। সন্নিপাতিজ্বরং হন্তি রসশ্চানন্দভৈরবঃ।। জয়ন্তী বা জয়া বাথ বিষমজ্বরনুদ্ ঘৃতৈঃ। সর্ব্বজ্বরং মধুব্যোষৈর্গবাং মূত্রেণ শীতকম্।। চন্দনস্য কষায়েণ রক্তপিত্তজ্বরাপহা। জয়ন্তী বা জয়া বাথ মাক্ষীকেন চ কাসজিৎ।। জয়ন্তী বা জয়া বাথ ক্ষীরৈ পাণ্ডুবিনাশিনী।। জয়ন্তী বা জয়া বাথ তণ্ডুলোদকপানতঃ। অশ্মরীং হন্তি নো চিত্রং মূত্রকৃচ্ছ্রং সুদারুণম্। জয়ন্তী বা জয়া বাথ গোমূত্রেণ যুতাং পিবেৎ।। হন্ত্যাশু কাকণং কুষ্ঠং তল্লেপেন চ তদ্ ধ্রুবম্।। দ্বিনিষ্কং কেতকীমূলং পিষ্ট্বাতোয়েন পায়য়েৎ। জয়ন্তী বা জয়া বাথ মেহং হন্তি সুরাহ্বয়ম্।। জয়ন্তী বা জয়া বাথ মেহং হন্তি সুরাহবয়ম্।। জয়ন্তী বা জয়া বাথ মধুনা সর্ব্বমেহনুৎ।। লোধ্রং মুস্তাভয়াতুল্যং কট্ফলঞ্চ জলৈঃ সহ। কাথয়িত্বা পিবেচ্ছানু মধুনা সর্ব্বমেহনুৎ।। জয়ন্তী বা জয়া বাথ গুড়ৈঃ কোষ্ণজলৈঃ সহ। ত্রিদোষোত্থং হরেদ্ গুল্মং রসো বানন্দভৈরবঃ।। জয়ন্তী বা জয়া বাথ হন্তি শুণ্ঠ্যা ভগন্দরম্। জয়ন্তী বা জয়া বাথ তক্রেণ গ্রহণীপ্রণুৎ।। জয়ন্তী বা জয়া বাথ রসশ্চানন্দভৈরবঃ। রক্তপিত্তে ত্রিদোষোত্থে শীততোয়েনই পায়য়েৎ।। জয়ন্তী বা জয়া বাথ ভৃঙ্গদ্রাবৈর্নিশান্ধ্যনুৎ। জয়ন্তী বা জয়া বাথ ঘৃষ্ট্বা স্তন্যেন চাঞ্জনম্। স্রাবণং সর্ব্বদোষোত্থং মাংসবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ।।

জয়ন্তী বটী বা জয়া বটী দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে পিত্তজ্বর নিবারিত হয়। ইহাতে মুগের অথবা আমলকীর যূষ পথ্য দিবে, কিন্তু উক্ত যূষে ঘৃত প্রদান করিবে না। জয়া বা জয়ন্তী বটী ও আনন্দভৈরব রস মধু এবং মরিচের গুঁড়াসহ সেবন করিলে সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়। এই জয়া ও জয়ন্তী বটী ঘৃতসহ বিষমজ্বরে, মধু ও ত্রিকটুচূর্ণসহ সর্ব্বপ্রকার জ্বরে, গোমূত্রসহ শীতজ্বরে, রক্তচন্দনের ক্বাথসহ রক্তপিত্ত জ্বরে, মধুসহ কাসরোগে, দুসহ পাণ্ডুরোগে এবং তণ্ডুলোদকসহ অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে প্রয়োগ করিবে। ইহা গোমূত্রসহ সেবনে বা প্রলেপে কাকণ কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। ৮ মাষা কেয়ার মূল জলসহ বাটিয়া তৎসহ এই ঔষধদ্বয় সেবন করিলে সুরামেহ শমিত হয়। এই ঔষধদ্বয় মধুসহ সেবন করিলে অথবা এই ঔষধ সেবনের পর লোধ, মুতা, হরীতকী ও কট্ফল সমভাগে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া এবং তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ বিনষ্ট হয়। জয়া বটী ও জয়ন্তী বটী বা আনন্দভৈরব রস গুড়মিশ্রিত ঈষদুষ্ণ জলসহ সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত গুল্ম নিবারিত হয়। ভগন্দররোগে শুঁঠচূর্ণসহ, গ্রহণীরোগে ঘোলসহ ঔষধদ্বয় সেবন করাইবে। আনন্দভৈরব রস, জয়া বা জয়ন্তী বটী শীতল জল সহ সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত রক্তপিত্তরোগ নিবারিত হয়। এই ঔষধদ্বয় ভৃঙ্গরাজের রসসহ সেবন করিলে রাত্র্যান্ধতা এবং স্তনদুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে সর্ব্বদোষোত্থ চক্ষুঃস্রাব ও মাংসবৃদ্ধি নিবারিত হয়।

ত্রিপুরভৈরবো রসঃ

বিষটঙ্গবলিম্লেচ্ছ দন্তীবীজং ক্রমাদ্বৃহু। দন্ত্যম্বুমর্দ্দিতং যামং রসস্ত্রিপুরভৈরবঃ।। বল্লো ব্যোষেণ চার্দ্রস্য রসেন সিতয়াথবা। দত্তো নবজ্বরং হন্তি মান্দ্যামানিলশোথহা।। হন্তি শূলং সবিষ্টম্ভমর্শাংসি ক্রিমিজান্ গদান্। পথ্যং তক্রেণ ভোক্তব্যং রসেহস্মিন্ রোগহারিণি।।

(ম্লেচ্ছঃ তাম্রং হিঙ্গুলমিত্যন্যে।)

বিষ ১ ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, তাম্র বা হিঙ্গুল ৪ ভাগ ও দন্তীবীজ ৫ ভাগ, এই সমস্ত দন্তীর ক্বাথে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস, অথবা শুঁঠ, পিপুল, মরিচ এই তিন দ্রব্যের ক্বাথ ও চিনি। ইহা সেবনে নবজ্বর, মন্দাগ্নি, আমবাত, শোথ, শূল, বিষ্টম্ভ, অর্শঃ ও ক্রিমিজ রোগসকল নিবারিত হয়। তক্রের সহিত পথ্য প্রয়োগ করিবে।

জ্বরধূমকেতুঃ

ভবেৎ সমং সূতসমুদ্রফেন-হিঙ্গুলগন্ধং পরিমর্দ্দ্য যত্নাৎ। নবজ্বরে বল্লমিতং ত্রিঘস্রমার্দ্রাম্বুণায়ং জ্বরধূমকেতুঃ।।

পারদ, সমুদ্রফেন, হিঙ্গুল ও গন্ধক, এই সমুদায় সমভাগে গ্রহণ করত আদার রসে ৩ দিন মাড়িয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। ইহা নবজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শ্রীরামরসঃ

গন্ধকং পারদং তুল্যং মরিচঞ্চ ত্রিভিঃ সমম্। বীজং নৈকুম্ভকং মর্দ্দ্যং দন্তীক্বাথেন যামকম্। দ্বিগুঞ্জঃ শূলবিষ্টম্ভানিলমামজ্বরং জয়েৎ।।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, জয়পালবীজ ৩ ভাগ, একত্র করিয়া দন্তীর ক্বাথে ১ প্রহর মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—২ রতি। ইহা সেবনে আমজ্বর, শূল, বিষ্টম্ভ ও বায়ুরোগ উপশমিত হয়।

প্রচণ্ডেশ্বররসঃ

অমৃতং পারদং গন্ধং মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্। সিন্ধুবাররসৈঃ পশ্চাদ্ ভাবয়েদেকবিংশতিম্।। তিলপ্রমাণং দাতব্যং নবজ্বরবিনাশনম্। উদ্বেগে মস্তকে তৈলং তক্রঞ্চাপি প্রদাপয়েৎ। অনুপানমার্দ্ররসঃ প্রচণ্ডেশ্বরসংজ্ঞকঃ।।

বিষ, পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া দুই প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া নিসিন্দাপাতার রসে ২১ বার ভাবনা দিবে, পরে তিলপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। মস্তকের উদ্বেগ থাকিলে তৈল মর্দ্দন করাইবে এবং তক্রসংযুক্ত পথ্য দিবে। ইহা নবজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৈদ্যনাথবটী

শাণং গন্ধমথো রসস্য চ তথা কৃত্বা দ্বয়োঃ কজ্জলীং তিক্তাচূর্ণমথাক্ষমেব সকলং রৌদ্রে ত্রিধা ভাবয়েৎ। পশ্চাৎ তং সুষবীরসেন নতুবা ক্বাথেঽমলে ত্রৈফলে সংশোষ্যা গুড়িকা কলায়সদৃশী কার্য্যা বুধৈর্যত্নতঃ।। জ্ঞাত্বা দোষবলং রসেন সুষবীপত্রস্য পর্ণস্য বা একদ্বিত্রিচতুঃ-ক্রমেণ বটিকাং দদ্যাৎ কদুষ্ণোম্বুনা।। হন্তি শূলনিচয়ং নবজ্বরং পাণ্ডুতামরুচিশোথসঞ্চয়ম্। রেচনে চ দধিভক্তভোজনং বৈদ্যনাথসুকুমাররেচনম্।।

পারদ ।।০ তোলা, গন্ধক ।।০ তোলা, উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। অনন্তর

কট্‌কীচূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া উচ্ছেপাতার রসে অথবা ত্রিফলার ক্বাথে তিনবার ভাবনা দিয়া মটরপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পানের রস কিংবা উচ্ছেপাতার রস ও ঈষদুষ্ণ জল। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া ১টি হইতে ৪টি পর্য্যন্ত বটিকা সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবনে যে কোন প্রকার শূল, নবজ্বর, পাণ্ডু, অরুচি ও শোথ নিবারিত হয়। ইহা বালকদিগের সুখবিরেচক ঔষধ।

প্রতাপমার্ত্তণ্ডো রসঃ

বিষহিঙ্গুলজৈপাল-টঙ্গণং ক্রমবর্দ্ধিতম্। রসঃ প্রতাপমার্ত্তণ্ডঃ সদ্যো জ্বরবিনাশনঃ।।

বিষ ১ ভাগ, হিঙ্গুল ২ ভাগ, জয়পাল ৩ ভাগ ও সোহাগা ৪ ভাগ, এই সমস্ত একত্র জলে মর্দ্দন করত ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সত্বর জ্বর নিবারিত হয়।

উদকমঞ্জরী

সূতো গন্ধষ্টঙ্গণঃ সোষণঃ স্যাদেতৈস্তুল্যা শর্করা মৎস্যপিত্তৈঃ। ভূয়ো ভূয়ো ভাবয়েচ্চ ত্রিরাত্রং বল্লো দেয়ঃ শৃঙ্গবেরস্য বারা।। সম্যক্‌তাপে বারিভক্তং সতক্রং বৃন্তাকাদ্যং পথ্যমত্র প্রদিষ্টম্। অহ্নায়োগ্রং হন্তি সামং প্রভাবাৎ পিত্তাধিক্যে মূর্দ্ধি বারিপ্রয়োগঃ।। (শর্করাত্র বিসম্। অত্র শর্করাস্থানে মনঃশিলায়াং চন্দ্রশেখরো ভবতি।)

পারদ ১ মাষা, গন্ধক ১ মাষা, সোহাগার খৈ ১ মাষা, মরিচ ১ মাষা ও মিঠাবিষ ৪ মাষা, সমুদায় একত্র করিয়া তিন দিবস (২৪ প্রহর) রোহিতমৎস্যের পিত্তে ভাবনা দিবে ও মর্দ্দন করিবে। ২ রতি প্রমাণ বটী। অনুপান—আদার রস। ঔষধ সেবন করিয়া অধিক গরম বোধ হইলে বারিভক্ত (ভিজা ভাত), তক্র ও বেগুণ পথ্য দিবে। পিত্তাধিক্যে মস্তকে জলের পটি দিবে। ইহা দ্বারা আমজ্বর শীঘ্র নষ্ট হয় (ইহাতে মিঠাবিষের পরিবর্ত্তে মনঃশিলা দিলে চন্দ্রশেখর রস হয়)।

অমৃতমঞ্জরী

হিঙ্গুলং মরিচং টঙ্কং পিপ্পলী বিষমেব চ। জাতীকোষং সমং সর্ব্বং জম্বীরাম্ভিবিমর্দ্দিতম্।। গুঞ্জাদ্বয়ং ত্রয়ং বাপি প্রদেয়ং সান্নিপাতিকে। কাসশ্বাসৌ জয়ত্যাশু সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ।।

হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খৈ, পিপুল, বিষ, জায়ফল প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, জম্বীরের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ বা ৩ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর, কাস, শ্বাস ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

জ্বরনৃসিংহো রসঃ

পারদং গন্ধকং তালং ভল্লাতকস্তথৈব চ। বজ্রীক্ষীরসমাযুক্তমেকত্র চ বিমর্দ্দয়েৎ।। মৃত্তিকাভাজনে স্থাপ্যং মুদ্রিতব্যং বিচক্ষণৈঃ। অগ্নিং প্রজ্বালয়েৎ তত্র প্রহরদ্বয়সংখ্যয়া।। শীতলং খল্লয়েৎ তত্র ভাবনা চ প্রদীয়তে। ভৃঙ্গরাজরসৈরত্র গণ্ডদূর্ব্বাভবৈ রসৈঃ।। চিত্রকস্য রসেনাপি ভাবনা দীয়তে পুনঃ। পশ্চাৎ তচ্চূর্ণয়েদ্ যত্নাৎ কূপিকায়াঞ্চ ধারয়েৎ।। জ্বর উৎপদ্যতে যস্য চতুর্থে চাপরে পুনঃ। মাষৈকশ্চ রসো দেয়স্তৎক্ষণান্নাশয়েজ্জ্বরম্। জ্বরে

শান্তে পরং পথ্যং দেয়ং মুদ্গৌদনং পয়ঃ।।

পারদ, গন্ধক, হরিতাল ও ভেলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মনসাসিজের আঠায় মাড়িয়া মৃৎপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক ২ প্রহর পুটপাক করিবে। পরে শীতল হইলে তুলিয়া ভীমরাজ, গেঁটে দূর্ব্বা ও চিতার রসে তিন দিন ভাবনা দিবে এবং চূর্ণ করিয়া রাখিবে। এই চূর্ণ এক মাষা পরিমাণে চাতুর্থকাদি জ্বরে প্রয়োগ করিবে। জ্বর নিবারিত হইলে মুদগযূষ, অন্ন ও দুগ্ধ পথ্য দিবে।

অচিন্ত্যশক্তী রসঃ

রসগন্ধকয়োর্গ্রাহ্যং প্রত্যেকং মাষকদ্বয়ম্। ভৃঙ্গকেশাখ্যনির্গুণ্ডী-মণ্ডূকীপত্রসুন্দরাঃ।। শ্বেতাপরাজিতামূলং শালিঞ্চকাণমারিষম্। সূর্য্যাবর্ত্তঃ সিতশ্চৈষাং চতুর্মাষকসম্মিতৈঃ।। প্রত্যেকং স্বরসৈঃ খল্ল-শিলায়ামবধানতঃ। স্বর্ণমাক্ষিকমাষঞ্চ দত্ত্বা মরিচমাষকম্।। নেপালতাম্রদণ্ডেন দৃষ্ট্বা তৎ কজ্জলদ্যুতি। বটী মুদ্গোপমা কার্য্যা চ্ছায়াশুষ্কা তু রক্ষিতা।। প্রথমে বটিকাস্তিস্রঃ কৃত্বা নবশরাবকে। ততঃ খসর্পণং সূর্য্যাং পূজয়িত্বা প্রণম্য চ।। বারিণা গোলয়িত্বা তু পাতুং দেয়ঞ্চ রোগিণে। স্বেদোপবাসরচিতে ক্লান্তে চাত্যবলে তথা।। দ্বিতীয়েঽহ্নি বটীযুগ্মং বটীমেকাং তৃতীয়কে। যাবন্ত্যো বটিকা দেয়াস্তাবজ্জলশরাবকম্।। তৃষ্ণায়াঞ্চ রসং দদ্যাজ্জাঙ্গলানাং জলং যথা। লুলাপদধিসংযুক্তং ভক্তং ভোজ্যং যথেপ্সিতম্।। লাবপক্ষিরসো দেয়ঃ সংস্কৃতঃ সৈন্ধবাদিভিঃ। পথ্যমগ্নিবলং বীক্ষ্য বারিভক্তরসং তথা। শিরশ্চলনশূলাদৌ তৈলং নারায়ণাদি চ।।

পারদ ২ মাষা, গন্ধক ২ মাষা, একত্র কজ্জলী করিয়া ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, নিসিন্দা, থানকুনি, গিমা, শ্বেত অপরাজিতার মূল, শালিঞ্চ, কাঁটানটে ও শ্বেতহুড়্হুড়ে, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ মাষা করিয়া স্বরস লইয়া তাহাতে মিশ্রিত করিবে। পশ্চাৎ স্বর্ণমাক্ষিক ১ মাষা ও মরিচ ১ মাষা সংযুক্ত করিয়া তাম্রপাত্রে তাম্রখণ্ড দ্বারা মাড়িয়া মুগপ্রমাণ বটিকা করিবে। পরে ছায়ায় শুষ্ক করিবে। নবজ্বরে স্বেদে ও উপবাসে ক্লান্ত এবং অতিদুর্ব্বল রোগিকে এই ঔষধ প্রথম দিবসে ৩ বটী, দ্বিতীয় দিবসে ২ বটী ও তৃতীয় দিবসে ১ বটী নূতন শরাবস্থিত শীতল জলসহ সেবন করাইবে। তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে শীতলজল ও জাঙ্গল পশু বা লাবপক্ষী প্রভৃতির মাংসের রস সেবন করিতে দিবে। পথ্য—মাহিষদধি ও অন্ন। শিরঃকম্প ও শিরঃশূল থাকিলে বিবেচনাপূর্ব্বক নারায়ণাদি তৈল মস্তকে মর্দ্দন বিধেয়।

ত্রৈলোক্যডুম্বুররসঃ

সূতার্কগন্ধচপলা জয়পালতিক্তা পথ্যা ত্রিবৃচ্চ বিষতিন্দুকজং সমাংশম্। সংমর্দ্দ্য বহ্নিপয়সা মধুনা দ্বিগুঞ্জ-স্ত্রৈলোক্যডুম্বুররসোঽভিনবজ্বরঘ্নঃ।।
(অত্র বিষতিন্দুকজং মধুরতিন্দুকফলজম্।)

পারদ, গন্ধক, তাম্র, পিপুল, জয়পাল, কট্‌কী, হরীতকী, তেউড়ীমূল ও কুঁচিলা সমভাগে লইয়া সিজের আঠায় মর্দ্দন করিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা মধুসহ সেবনে নবজ্বর নিবারিত হয়।

গদমুরারিঃ

রসবলিশিললৌহব্যোষতাম্রাণি তুল্যান্যথ সদরদনাগং ভাগমেতৎ প্রদিষ্টম্। ভবতি গদমুরারিশ্চাস্য গুঞ্জাদ্বয়ং বৈ ক্ষপয়তি দিবসেন প্রৌঢ়মামজ্বরাখ্যম্।।
(অত্র শিলা মনঃশিলা, ছান্দসত্বাদ্ হ্রস্বঃ।)

রস, গন্ধক, মনঃশিলা, লৌহ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, তাম্র, হিঙ্গুল ও সীসক, এই সকল দ্রব্য জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে কঠিন আমজ্বর অতি শীঘ্র প্রশমিত হয়।

জ্বরঘ্নী বটিকা

একো ভাগো রসাচ্ছুদ্ধাচ্ছৈলেয়ঃ পিপ্পলী শিবা। আকারকরভো গন্ধঃ কটুতৈলেন শোধিতঃ।।
ফলানি চেন্দ্রবারুণ্যাশ্চতুর্ভাগমিতা অমী। একত্র মর্দ্দয়েচ্চূর্ণমিন্দ্রবারুণিকারসৈঃ।।
মাষোন্মিতাং বটীং কৃত্বা দদ্যাৎ সদ্যোজ্বরে বুধঃ। ছিন্নারসানুপানেন জ্বরঘ্নী বটিকা মতা।

শোধিত পারদ ১ ভাগ, শৈলজ, পিপুল, হরীতকী, আকরকরা, কটুতৈলে শোধিত গন্ধক ও রাখালশশার ফল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৪ ভাগ, একত্র রাখালশশার রসে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—গুলঞ্চরস। ইহাতে সদ্যোজ্বর নিবারিত হয়।

শীতারিরসঃ

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং টঙ্গণঞ্চ সমং সমম্। পারদাদ্দ্বিগুণং দেয়ং জৈপালং তুষবর্জ্জিতম্।।
সৈন্ধবং মরিচং চিঞ্চাত্বগ্‌ভস্ম শর্করাপি চ*। প্রত্যেকং সূতকং তুল্যং জম্বীরৈর্মর্দ্দয়েদ্দিনম্।।
দ্বিগুঞ্জাস্তপ্ততোয়েন বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ। রসঃ শীতারিনামায়ং শীতজ্বরহরঃ পরঃ।।
(* শীতারিরসে শর্করা বিষম্।)

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, টঙ্গণ ১ ভাগ, খোসাবিহীন জয়পাল ২ ভাগ, সৈন্ধব ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, তেঁতুলের ছালভস্ম ১ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র জম্বীররসে একদিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা বাতশ্লেষ্মজ্বরের ও শীতজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—উষ্ণজল।

জ্বরহরী বটী

সীসকং রসসিন্দূরং হরিতালং বিষং সমম্। একত্র মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বং সর্ষপাভাং বটীং চরেৎ॥
জ্বরবিচ্ছেদকালে চ সিতয়া সহ ভোজয়েৎ। দ্বিত্রিবটীপ্রয়োগেণ জ্বরশান্তির্নসংশয়ঃ॥

শোধিত সীসক, হরিতাল, বিষ এবং রসসিন্দূর সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করত সর্ষপের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া ২-৩টি বটী চিনির সহিত প্রয়োগ করিলে জ্বরশান্তি হয়।

সান্নিপাতিক-জ্বরাদৌ

মোহান্ধসূর্য্যো রসঃ

গন্ধেশৌ লশুনাম্ভোভির্মর্দ্দয়েদ্‌যামমাত্রকম্। তস্যোদকেন সংযুক্তং নস্যং তৎ প্রতিবোধয়েৎ।।

মরিচেন সমাযুক্তং হন্তি তন্দ্রাপ্রলাপকম্।।

গন্ধক ও পারদ সমভাগে লইয়া রসুনের রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। রসুনের রসের সহিত ইহার নস্য দিলে রোগির চেতনালাভ হয়। মরিচ সংযোগে ইহা তন্দ্রা ও প্রলাপ নাশ করে।

নস্যভৈরবঃ

মৃতসূতার্কতীক্ষ্ণাগ্নিং টঙ্গণং খর্পরং সমম্। সব্যোমমর্কদুগ্ধেন দিনং সংমর্দ্দয়েদ্ দৃঢ়ম্। অর্কক্ষীরযুতং নস্যং সন্নিপাতহরং পরম্।।

রসসিন্দূর, তাম্র, লৌহ, চিতা, সোহাগার খৈ, খর্পর এবং ত্রিকটু, এই সকল দ্রব্য একদিন আকন্দের আঠায় উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। আকন্দের আঠার সহিত ইহার নস্য দিলে সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়।

উন্মত্তরসঃ

রসং গন্ধঞ্চ তুল্যাংশং ধুস্তূরফলজৈর্দ্রবৈঃ। মর্দ্দয়েদ্দিনমেকন্তু তুল্যং ত্রিকটুকং ক্ষিপেৎ।। উন্মত্তাখ্যো রসো নাম নস্যে স্যাৎ সন্নিপাতজিৎ। সন্নিপাতার্ণবে মগ্নং যোহভ্যুদ্ধরতি রোগিণম্। কস্তেন ন কৃতো ধর্ম্মঃ কাঞ্চ পূজাং ন সোহর্হতি।।

পারদ ও গন্ধক সমভাগে (কজ্জলী করিয়া) ধুতুরাফলের রসে একদিন মর্দ্দন করিবে। পরে তাহার সমান ত্রিকটুচূর্ণ মিশাইবে। এই ঔষধের নস্য গ্রহণ করিলে সন্নিপাতজ জ্বর নিবারিত হয়।

যে ব্যক্তি সান্নিপাতিক রোগিকে রোগমুক্ত করিতে পারেন, তাঁহার কোন্ ধর্ম্ম না করা হয় এবং তিনি কোন্ সম্মানেরই বা অযোগ্য?

বমনপ্রয়োগঃ

কুমারীমূলকর্ষৈকং পিবেৎ কোষ্ণজলেন হি। বমনেন জ্বরং হন্তি বিষমং সুচিরন্তনম্।।

ঘৃতকুমারীর মূল ২ তোলা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিলে বমন হইয়া বহুকালের বিষমজ্বর নিবারিত হয়।

অঞ্জনভৈরবঃ

সূততীক্ষ্ণকণাগন্ধমেকাংশং জয়পালকম্। সর্বৈস্ত্রিগুণিতং জম্ভবারিণা চ সুপেষিতম্। নেত্রাঞ্জনেন হন্ত্যাশু সর্বোপদ্রবমুদ্ধতম্।।

পারদ, লৌহ, পিপুল ও গন্ধক প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, মিলিত সমস্ত দ্রব্যের ৩ গুণ জয়পাল, একত্র মিশাইয়া জামীরের রসে মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ ঘষিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবসংযুক্ত সান্নিপাতিক জ্বর নিবারিত হয়।

কৃলবধূঃ

শুদ্ধসূতং মৃতং নাগং মৃতং তাম্রং মনঃশিলা। তুত্থকং তস্য তুল্যাংশং দিনমেকং বিমর্দ্দয়েৎ।। রসৈশ্চোত্তরবারুণাশ্চণমাত্রা বটী কৃতা। সন্নিপাতং নিহন্ত্যাশু নস্যমাত্রেণ দারুণম্। এষা কুলবধূর্নাম জলৈর্ঘৃষ্টা প্রদাপয়েৎ।।
(অত্র তস্য তুল্যাংশমিতি একভাগতুল্যম্। যদ্যপি নস্যমিত্যুক্তং তথাপাঞ্জনেন ব্যবহরন্তি বৃদ্ধাঃ।)

রসসিন্দূর, সীসক, তাম্র, মনঃশিলা ও তুঁতে, প্রত্যেকটি তুল্যাংশে লইয়া রাখালশশার স্বরসে এক দিবস মর্দ্দন করিয়া চণকপরিমাণ বটিকা করিবে। জলে ঘর্ষণ করিয়া ইহার নস্য লইলে সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হইবে (মূলে নস্যের উল্লেখ থাকিলেও বৃদ্ধ বৈদ্যগণ কুলবধূরস অঞ্জনার্থ প্রয়োগ করিয়া থাকেন)।

শ্রীবেতালো রসঃ

রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব মরিচালং সমাংশিকম্। মর্দ্দয়েচ্ছিলয়া তাবদ্ যাবজ্জায়েত কজ্জলম্।। গুঞ্জামাত্রপ্রমাণেন হরেদ্দ্বাদশসংজ্ঞকম্। সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু সন্নিপাতং সুদারুণম্।। দন্তপঙ্ক্তির্দৃঢ়া যস্য লোচনে ভ্রান্ততারকে। চলিতে চেন্দ্রিয়গ্রামে বেতালং বিনিয়োজয়েৎ।। স্নানেষু লিপ্তদেহেষু মোহগ্রস্তেষু দেহিষু। দাতুমর্হতি বেতালং যমদূতনিবারকম্।।
(চলিতে স্ববিষয়গ্রহণাশক্তে।)

পারদ, গন্ধক, বিষ, মরিচ ও হরিতাল তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া জলে মর্দ্দন করত ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সাধ্যাসাধ্য দ্বাদশপ্রকার সান্নিপাতিক জ্বর ও তজ্জনিত মূর্চ্ছাদি উপশমিত হয়।

ব্রহ্মরন্ধ্ররসঃ

রসাভ্রং গন্ধকং তালং হিঙ্গুলং মরিচং তথা। টঙ্গণং সৈন্ধবোপেতং সর্ব্বাংশমমৃতং তথা। সর্ব্বপাদসমোপেত-মহিষীপিত্তমর্দ্দিতম্। ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রযোক্তব্যং সন্ন্যাসজ্ঞানসঙ্গমে।। স শ্রকলসৈঃ স্নানং লেপনং চন্দনাদিভিঃ। ইক্ষুমুদ্গংসং ভোজ্যং তক্রভক্তং যথেপ্সিতম্।।

পারদ, গন্ধক, অভ্র, হরিতাল, হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খৈ ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক তুল্যাংশ, সর্ব্বসমান বিষ; এই সমুদয় দ্রব্য, সমষ্টির চতুর্থাংশ মহিষীপিত্ত দ্বারা মর্দ্দন করিবে। ব্রহ্মরন্ধ্রে একটু ক্ষত করিয়া এই ঔষধ লাগাইবে। ইহাতে সান্নিপাতিক বিকারে অজ্ঞানতাদোষ বিনষ্ট হয়। মস্তকে প্রচুর শীতলজল সেক করিবে ও রোগিকে ইক্ষু প্রভৃতি ঠাণ্ডা জিনিস ব্যবহার করিতে দিবে।

ত্রৈলোক্যসুন্দরো রসঃ

রসগন্ধকয়োর্মাষৌ প্রত্যেকং কজ্জলীকৃতৌ। শক্রধ্বং মূষলী চৈব পুস্তুরকেশরাজকম্।। দেবদালী জয়ন্তী চ তথা মণ্ডূকপর্ণিকা। এষাং পত্ররসৈঃ শাণৈঃ শিলায়াং খল্লয়েৎ পুনঃ।।

শোষয়িত্বা বটী কার্য্যা ত্বনেকা রাজিকোপমা। ত্রিদোষজং জ্বরং হন্তি তথা প্রবলকোষ্ঠকম্।।
তপ্তে তু নারিকেলস্য জলং দেয়ং প্রযত্নতঃ। ত্রৈলোক্যসুন্দরো নাম সন্নিপাতহরো রসঃ।।

কজ্জলী ২ মাষা লইয়া কুড়চি, তালমূলী, কেশুর্ত্তে, ঘোষালতা, জয়ন্তী এবং থানকুনি, ইহাদের প্রত্যেকের পাতার অর্দ্ধতোলা পরিমিত রসে ভাবনা দিয়া শ্বেতসর্ষপপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সান্নিপাতিকজ্বর প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনে গরম বোধ হইলে নারিকেলের জল খাইতে দিবে।

সৌভাগ্যবটী

সৌভাগ্যামৃতজীরপঞ্চলবণব্যোষাভয়াক্ষামলানিশ্চন্দ্রাভ্রকশুদ্ধগন্ধকরসানেকীকৃতান্ ভাবয়েৎ। নির্গুণ্ডীযুগভৃঙ্গরাজকবৃষাপামার্গপত্রোল্লসৎপ্রত্যেকস্বরসো সিদ্ধগুড়িকা হন্তি ত্রিদোষোদরম্।। যেষাং শীতমতীব দেহমখিলং স্বেদদ্রবার্দ্রীকৃতং নিদ্রা ঘোরতরা সমস্তকরণব্যামোহমুগ্ধং মনঃ। শূলশ্বাসবলাসকাসসহিতং মূর্চ্ছারুচীতৃড়্জ্বরং তেষাং বৈ পরিহৃত্য মৃত্যুবদনাৎ প্রত্যানয়েজ্জীবনম্।।

সোহাগার খৈ, বিষ, জীরা, সৈন্ধব, করকচ, বিট্, সচল ও সাম্ভার লবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, অভ্র, গন্ধক ও রস, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া নিসিন্দা (মতান্তরে শেফালিকা), পরে ভৃঙ্গরাজ, কেশুর্ত্তে, বাসক ও অপামার্গ, ইহাদের পাতার রসে ভাবনা দিয়া (২ রতি) পরিমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে ঘোর নিদ্রাদি উপদ্রবযুক্ত সান্নিপাতিক বিকার নিবারিত হয়।

চক্রী

রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব ধুস্তূরং মরিচং তথা। শোধিতঞ্চ তথা তালং মাক্ষিকঞ্চ সমাংশিকম্।।
দন্তীক্বাথেন সংভাব্য গুঞ্জামাত্রা তু চক্রিকা। সাধ্যাসাধ্যান্ নিহন্ত্যাশু সন্নিপাতাংস্ত্রয়োদশ।।

পারদ, গন্ধক, বিষ, ধুতূরাবীজ, মরিচ, হরিতাল ও স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেক তুল্যাংশ গ্রহণ করিয়া দন্তীর কাথে ভাবনা দিয়া ১ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে (অনুপান—আদার রস)। ইহা সেবনে সাধ্য এবং অসাধ্য ত্রয়োদশ প্রকার সান্নিপাতিক জ্বর নিবারিত হয়।

চক্রী (মতান্তরে)

শম্ভোঃ কণ্ঠবিভূষণং সমরিচং তালং তথা পারদং দেবীবীজযুতং সুশোধিতমিতং জৈপালবীজোত্তমম্। দন্তীমূলযুতং সমাগবিধফলং সর্ব্বং সমাংশং নয়েৎ তৎ সর্ব্বং পরিমর্দ্দ্য সর্গুঞ্জাপ্রমাণং রসম্।। দদ্যাদ্ঘোরতরে ত্রয়োদশবিধে দোষে চ চক্র্যাহ্বয়ং চ তৃষয়া সম্পীড়িতে মানবে।।

বিষ, মরিচ, হরিতাল, পারদ, গন্ধক, জয়পালবীজ, দন্তীমূল ও পিপুল, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া আদার রসে ভাবনা দিয়া ১ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। ইহা সেবনে তন্দ্রা, দাহ ও পিপাসাযুক্ত ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত নিবারিত হয়।

আনন্দভৈরবী বটী

বিষং ত্রিকটুকং গন্ধং টঙ্গণং মৃতশুল্বকম্। ধুস্তূরস্য চ বীজানি হিঙ্গুলং নবমং স্মৃতম্।। এতানি সমভাগানি দিনৈকং বিজয়ারসৈঃ। মর্দ্দয়েচ্চণকাভা তু বটিকানন্দভৈরবী।। ভক্ষয়িত্বা পিবেচ্চানু রবিমূলকষায়কম্। সব্যোষং হন্তি নো চিত্রং সন্নিপাতং সুদারুণম্।

বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাম্র, ধুতূরার বীজ ও হিঙ্গুল, এই সমুদয় তুল্যাংশে লইয়া সিদ্ধির ক্বাথে ভাবনা দিয়া চণকবৎ বটিকা করিবে। অনুপান—শুঁঠ, পিপুল ও মরিচচূর্ণ সংযুক্ত আকন্দমূলের ক্বাথ। ইহা সেবনে দারুণ সন্নিপাত নিবারিত হয়।

মৃতোত্থাপনো রসঃ

শুদ্ধং সূতং দ্বিধাগন্ধং শিলা চ বিষহিঙ্গুলম্। মৃত*-কান্তাভ্রতাম্রায়স্তালকং মাক্ষিকং সমম্।। অম্লবেতসজম্বীর-চাঙ্গেরীণাং রসেন চ। নির্গুণ্ডীহস্তিশুণ্ড্যোশ্চ দ্রবৈর্মর্দ্দ্যং দিনত্রয়ম্।। রুদ্ধা তু ভূধরে পাচ্যং দিনান্তে তৎ সমুদ্ধরেৎ। চিত্রকস্য কষায়েণ মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্।। মাষমাত্রং প্রদাতব্যং হিঙ্গুব্যোষার্দ্রকদ্রবৈঃ। সকর্পূরানুপানং স্যান্মৃতস্যোত্থাপনে রসে।। পীড়িতং সন্নিপাতেন গতং বাপি যমালয়ম্। তৎক্ষণাজ্জীবয়ত্যেষ পথ্যং ক্ষীরৈঃ প্রযোজয়েৎ।।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, মনঃশিলা, বিষ, হিঙ্গুল, অভ্র, তাম্র, লৌহ, হরিতাল ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক এক এক ভাগ, এই সমুদয় একত্র করিয়া অম্লবেতস, গোঁড়ালেবু, আমরুল, নিসিন্দা ও হাতিশুঁড়া, ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ভূধরযন্ত্রে এক দিবস পাক করিবে। পরে চিতামূলের ক্বাথে দুই প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া মাষকলায় সদৃশ বটী করিবে। অনুপান—কর্পূর, হিঙ্গু ও ত্রিকটুচূর্ণ সংযুক্ত আদার রস। ইহা সেবনে ঘোর সন্নিপাত জ্বর প্রশমিত হয়।

সন্নিপাতভৈরবো রসঃ

হিঙ্গুলস্য বিশুদ্ধস্য সার্দ্ধতোলচতুষ্টয়ম্। গন্ধকস্য বিষস্যাপি প্রত্যেকং তোলকদ্বয়ম্।। সমাষকদ্বয়ঞ্চৈব কনকাৎ তোলকত্রয়ম্। মাষৈকাধিকতোলৈকং টঙ্গণস্য তথৈব চ।। সংমর্দ্দ্য জম্বীররসৈর্বটীশ্ছায়াবিশোষিতাঃ। গুঞ্জৈকপরিমাণাস্তু কারয়েৎ কুশলো ভিষক্।। একান্তু ভক্ষয়েৎ তাসাং গোলয়িত্বার্দ্রকদ্রবৈঃ। ঘোরে ত্রিদোষে দাতব্যঃ সন্নিপাতকভৈরবঃ।।

হিঙ্গুল ৪।।০ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ২ মাষা, বিষ ২ তোলা ২ মাষা, ধুতূরাবীজ ৩ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা ১ মাষা, এই সকল দ্রব্য গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে এবং তাহা ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে ঘোরতর সন্নিপাতজ্বর উপশমিত হইয়া থাকে।

সূচিকাভরণো রসঃ

রসগন্ধকনাগঞ্চ বিষং স্থাবরজঙ্গমম্। মাৎস্যবারাহমায়ূর-চ্ছাগপিত্তৈশ্চ ভাবয়েৎ।। সূচিকাভরণো নাম ভৈরবেণ প্রকীর্ত্তিতঃ।। সূচিকাগ্রেণ দাতব্যঃ সন্নিপাতকুলান্তকঃ।।

* কান্তাদিঃ অভ্রবিশেষণম্।

(মাত্রয়া আর্দ্রকরসেন খাদেৎ। সাতিসারে সন্নিপাতে বিশেষতো দেয়ঃ।)

পারদ, গন্ধক, সীসক, কাঠবিষ ও কৃষ্ণসর্পবিষ, এই সমুদয় একত্র করিয়া রোহিতমৎস্যের পিত্তে, শূকরের পিত্তে, ময়ূরের পিত্তে এবং ছাগপিত্তে যথাক্রমে ভাবনা দিয়া ক্ষুদ্র সর্ষপপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সন্নিপাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ (অতিসারসংযুক্ত সন্নিপাতে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। ঔষধ সেবনান্তে মস্তকে শীতল জল দিবে এবং অন্যান্য শৈত্যক্রিয়া করিবে)।

সূচিকাভরণো রসঃ (মতান্তরে)

অমৃতং গরলং দারু সর্ব্বতুল্যাঞ্চ হিঙ্গুলম্। পঞ্চপিত্তেন সংমর্দ্দ্য সর্ষপাভাং বটীং চরেৎ।।
বটিকা সূচিকাগ্রেণ সন্নিপাতকুলান্তকৃৎ। তিলঞ্চ তিলতৈলঞ্চ ভোজনং দধিভক্তকম্।।
(সহস্রশো দৃষ্টফলেয়ং বটিকা।)

কাঠবিষ, কৃষ্ণসর্পবিষ ও দারমুজ প্রত্যেক ১ ভাগ ও হিঙ্গুল ৩ ভাগ, একত্র করিয়া রোহিতমৎস্য, বরাহ, মহিষ, ছাগ ও ময়ূর, ইহাদের পিত্তে যথাক্রমে এক এক দিন ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে। অনুপান—ডাবের জল। ইহা সেবনান্তে তিলতৈল মর্দ্দন ও অন্যান্য শীতলক্রিয়া করা বিধেয়। এই ঔষধ সেবনে বিকারগ্রস্ত মৃতপ্রায় রোগিকে সুস্থ হইতে দেখা গিয়াছে।

বৃহৎ সূচিকাভরণো রসঃ

রসগন্ধকনাগাভ্রং বিষং স্থাবরজঙ্গমম্। মাৎস্যমাহিষমায়ূর-চ্ছাগপিত্তৈর্বিভাবয়েৎ।।
সূচিকাভরণো নাম ভৈরবেণ প্রকীর্ত্তিতঃ। দাতব্যঃ সূচিকাগ্রেণ পয়ঃপেটীজলেন চ।।
ত্রয়োদশসন্নিপাতে বিসূচ্যামতিসারকে। ত্রিদোষজে তথা কাসে দাপয়েৎ কুশলো ভিষক্।।
পয়ঃপেটীশতং দদ্যাৎ ভোজনং দধিভক্তকম্। তথা সুভর্জ্জিতং মাংসং লেপনং তিলচন্দনৈঃ।
রোগিণো যৎ প্রিয়ং দ্রব্যং তস্মৈ তচ্চ প্রদাপয়েৎ।।

পারদ, গন্ধক, সীসা, অভ্র, কাঠবিষ ও কৃষ্ণসর্পবিষ তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ মৎস্য, মহিষ, ময়ূর ও ছাগপিত্ত দ্বারা ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে। অনুপান—নারিকেলজল। ইহা সেবনে ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত, ত্রিদোষজন্য কাস, বিসূচিকা ও অতিসার উপশমিত হয়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগির গাত্রে তিলতৈল ও চন্দনাদি লেপন করিয়া দিবে এবং নারিকেল, দধি ও রোগির প্রিয় আহার্য্যসকল সেবন করিতে দিবে।

মৃতসঞ্জীবনো রসঃ

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং খল্লে তং কজ্জলীকৃতম্। অভ্রলৌহকয়োর্ভস্ম তাম্রভস্ম সমং সমম্।।
বিষতালবরাটী চ শিলা হিঙ্গুলচিত্রকম্। হস্তিশুণ্ডী চাতিবিষা ত্র্যূষণং হেমমাক্ষিকম্।। চূর্ণং বিমর্দ্দয়েদ্দ্রাবৈরার্দ্রকস্য দিনত্রয়ম্। নির্গুণ্ডীবিজয়ার্দ্রাবৈস্ত্রিদিনং মর্দ্দয়েৎ পুনঃ।। কাচকূপ্যাং নিবেশ্যাথ বালুকাযন্ত্রকে পচেৎ দ্বিযামান্তে সমুদ্ধৃত্য মর্দ্দয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ।। মৃতসঞ্জীবনো নাম রসোঽয়ং শঙ্করোদিতঃ। মৃতোঽপি সন্নিপাতার্ত্তো জীবত্যেব ন সংশয়ঃ।।

(নাতঃ পরতরঃ কশ্চিৎ সন্নিপাতহরো রসঃ।)

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, কজ্জলী করিয়া ইহার সহিত অভ্র, লৌহ, তাম্র, বিষ, হরিতাল, কড়িভস্ম, মনঃশিলা, হিঙ্গুল, স্বর্ণমাক্ষিক, চিতামূল, হাতিশুঁড়ার মূল, আতইচ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ (কাহারও মতে ত্রিকটু মিলিত ১ তোলা) প্রত্যেকেই গন্ধকতুল্য; আদা, নিসিন্দা এবং সিদ্ধি ইহাদের রসে তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া কুট্টিতবস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা সংলিপ্ত কাচকূপীতে (শিশিতে বা বোতলে) উপরিলিখিত ঔষধ স্থাপন করিয়া বালুকাযন্ত্রে দুই প্রহর কাল পাক করিবে। পরে ঔষধ বাহির করিয়া আদার রসে পুনরায় ভাবনা দিয়া (১ রতি প্রমাণ) বটিকা করিবে (আবশ্যকবোধে ২ রতি মাত্রাতে সেবনীয়। ঔষধসেবনে অতিরিক্ত গরম হইলে শীতলক্রিয়া বিধেয়)। ইহা সেবনে মৃতপ্রায় সন্নিপাতগ্রস্ত রোগীও সুস্থতা লাভ করে (সন্নিপাতঘ্ন ঔষধের মধ্যে এইটি শ্রেষ্ঠ)।

পানীয়-বটিকা

রসমাষকচত্বারি ইষ্টকাগুণ্ডকে গ্রহঃ। শোধয়িত্বা ততঃ শোধ্যং তীক্ষ্ণপর্ণে তথাদ্রকে।। স্বর্ণধুস্তুরসত্ত্বে চ বৃদ্ধদারদ্রবে তথা। কন্যকানিজসত্ত্বে চ রসশোধনমুত্তমম্।। গন্ধকং রসতুল্যন্তু প্রক্ষাল্য তণ্ডুলাম্বুনা। কৃত্বা তৈলসমং দর্ব্ব্যাং নির্ব্বাপ্য চিত্রকদ্রবে।। দ্বাভ্যাং কজ্জলিকাং কৃত্বা লৌহচূর্ণস্য মাষকম্। সুবর্ণমাক্ষিকমপি তত্র লৌহসমং দদেৎ।। কৃত্বা কণ্টকবেধ্যন্তু তাম্রং কজ্জললেপিতম্। মুহূর্ত্তং ধম্যতস্তাম্রং দ্রুতং চূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ।। একীকৃত্য তু তং সর্ব্বং ততঃ প্রস্তরভাজনে। মর্দ্দয়েৎ তাম্রদণ্ডেন দত্ত্বা চৈষাং নিজদ্রবন্।। প্রথমে কেশরাজশ্চ দ্বিতীয়ে গ্রীষ্মসুন্দরঃ। তৃতীয়ে ভৃঙ্গরাজশ্চ চতুর্থে ভেকপর্ণিকা।। পঞ্চমে চ নিসুন্দারঃ ষষ্ঠে চ রসপূর্ব্বিকা। সপ্তমে পারিভদ্রশ্চ অষ্টমে রক্তচিত্রকঃ।। শক্রাশনঞ্চ নবমে দশমে কাকমাচিকা। একাদশে তথা নীলা দ্বাদশে হস্তিশুণ্ডিকা।। অমীষামৌষধানান্তু প্রত্যেকস্ত পলদ্রবম্। মর্দ্দয়েৎ তু প্রযত্নেন দ্বাদশাহেন সাধকঃ।। ততঃ পারদমানন্তু দত্ত্বা ত্রিকটুগুণ্ডকম্। বটিকাং রাজিকাতুল্যাং ছায়াশুষ্কাং সমাচরেৎ।। ততঃ শম্বুকজে পাত্রে কর্ত্তব্যা বটিকা ত্বিয়ম্। শরাবে শঙ্খপাত্রে বা কৃত্বা সলিলগোলিতম্। অত্যন্তদোষদুষ্টায় জ্ঞানশূন্যায় রোগিণে। ঊর্দ্ধযোনিং সমভ্যর্চ্চ্য প্রদদ্যাদ্ বটিকাদ্বয়ম্।। ঢক্কয়েৎ তং ততঃ পশ্চান্নরং স্থূলপটাদিভিঃ। মলমূত্রাগমাৎ সদ্যঃ স সাধ্যো ভবতি দ..ম্।। দধ্যন্নন্তু ততো দদ্যাৎ পিবেদ্ বাপি যথেচ্ছয়া। দদ্যাদ্ বাতহরং তৈলম..য় সদৈব হি।। চিরজ্বরে পিবেদ্ বারি পঞ্চমূলীপ্রসাধিতম্। গ্রহণ্যাং রক্তপাতে চ পিবেদতিবিষাং গদী।। পিবেৎ পর্পটজং বারি ঘোরে কম্পজ্বরে তথা। তথা জ্বরাতিসারে চ ক্ষীরকসা জলং পিবেৎ।। মন্দাগ্নৌ কামলায়াঞ্চ সংগ্রহগ্রহণীগদে। কাসে শ্বাসে সদা কার্য্যা পানীয়বটিকা ত্বিয়ম্।।

পারদ ৪ মাষা লইয়া প্রথমতঃ ইষ্টকচূর্ণে মর্দ্দন করিবে। পরে ইষ্টকচূর্ণ ফেলিয়া দিয়া কামরাঙ্গা, আদা, কনকধুতুরা, বীজতাড়কমূল ও ঘৃতকুমারী, ইহাদের প্রত্যেকের রসে মর্দ্দন করিবে। অপর পাত্রে ৪ মাষা গন্ধক তণ্ডুলজলে প্রক্ষালন করিয়া লৌহপাত্রে অগ্নিসন্তাপে গলাইবে, গলিত গন্ধক চিতাপাতার রস দিয়া নির্ব্বাপিত করিবে। অনন্তর উক্ত পারদ ও ৪ মাষা গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া সূক্ষ্ম ও শোধিত তাম্রপত্রে ঐ কজ্জলী লেপন করিবে।

।পিত তাম্রপত্র পুটে পাক করিলে মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্ম হইয়া যাইবে। লৌহ ১ মাষা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ মাষা ও উক্ত প্রকারে ভস্মীভূত তাম্র ৪ মাষা একত্র তাম্রদণ্ডে মর্দ্দন করিয়া কেশুরে, গিমেশাক, ভৃঙ্গরাজ, থুলকুড়ি, নিসিন্দা, লতাফট্‌কী, নিমপাতা, লালচিতা, সিদ্ধি, কাকমাচী, নীলবৃক্ষ ও হাতিশুঁড়া, ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল রসে যথাক্রমে ১২ দিন ভাবনা দিবে। পরে তাহাতে ত্রিকটুচূর্ণ ৪ মাষা মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দনপূর্ব্বক রাইসর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে এবং ছায়ায় শুকাইবে।

সান্নিপাতিক জ্বরে অজ্ঞানাবস্থায় দুই বটিকা সেবন করাইবে। ঔষধ-সেবনান্তে বাতহর তৈলাদি মর্দ্দন ও শরীর বস্ত্রাবৃত করিবে। ইহার অনুপান—চিরজ্বরে পঞ্চমূলীর ক্বাথ, রক্তগ্রহণীতে আতইচের ক্বাথ, ঘোরতর কম্পজ্বরে ক্ষেতপাপ্‌ড়ার রস ও জ্বরাতিসারে জীরা-ভিজার জল।

সিদ্ধফলায়াঃ পানীয়বটিকায়া বিধিঃ

অনাথনাথো জগদেকনাথঃ শ্রীলোকনাথঃ প্রথমঃ প্রসন্নঃ। জগাদ পানীয়বটীং সুপট্টীং তামেব বক্ষ্যামি গুরুপ্রসাদাৎ।। জয়ার্কস্বরসঞ্চৈব নির্গুণ্ডী বাসকং তথা। বাট্যালকং করঞ্জশ্চ সূর্য্যাবর্ত্তকচিত্রকৌ।। ব্রহ্মীবনকার্পাসীঞ্চ ভৃঙ্গরাজং বিনিক্ষিপেৎ। দন্তী চ ত্রিবৃতা চৈব তথারগ্বধপত্রকম্।। সহদেবামরং ভন্টী তথা ত্রিপুরভন্টিকা। মণ্ডূকপর্ণী পিপ্পল্যৌ দ্রোণপুষ্পকবায়সী।। গুঞ্জাকিনী কেশরাজস্তথা যোজনমল্লিকা। আসারণেতি বিখ্যাতো ধুস্তূরঃ কনকস্তথা।। ত্রৈলোক্যবিজয়া চৈব তথা শ্বেতাপরাজিতা। প্রত্যেকং কার্ষিকঞ্চৈব রসমাকৃষ্য ভাজনে।। একৈকঞ্চ রসং দত্ত্বা মর্দ্দয়েল্লৌহদণ্ডতঃ। চণ্ডাতপে চ সংশোষ্য ক্ষীরং তত্র পুনঃ ক্ষিপেৎ।। সুহীক্ষীরঞ্চার্কদুগ্ধং বটদুগ্ধং তথৈব চ। প্রত্যেকং কার্ষিকং দত্ত্বা মর্দ্দয়েচ্চ পুনঃপুনঃ।। সুমর্দ্দিতঞ্চ তং জ্ঞাত্বা যদ্বা পিণ্ডত্বমাগতম্। দ্রব্যাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য বস্ত্রপূতানি কারয়েৎ।। দগ্ধহীরঞ্চাতিবিষাং কোচিলামভ্রকং তথা। পারদং শোধিতঞ্চৈব গন্ধকং বিষমাধুরং।। হরিতালং বিষঞ্চৈব মাক্ষিকঞ্চ মনঃশিলা। প্রত্যেকঞ্চ চতুর্ম্মাষং সর্ব্বং চূর্ণীকৃতঞ্চ তৎ।। প্রক্ষিপ্য মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বং শোষয়িত্বা পুনঃপুনঃ। সুমর্দ্দিতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা চাঙ্গেরীস্বরসেন চ।। উত্থাপ্য ভেষজং দৃষ্টা যদা পিণ্ডত্বমাগতম্। তিলপ্রমাণা গুড়িকাঃ কারয়েন্মতিমান্ ভিষক্।। ত্রিদোষজনিতো বৈদ্য-মুক্তোঽপি বহুসম্মতঃ। লঙ্ঘনৈর্বালুকাস্বেদৈঃ প্রক্রান্তো দীনদর্শনঃ।। সংপূজ্য করণাধারং প্রণম্য চ খসর্পণম্। শরাবে বারিণা ঘৃষ্ট্বা বিংশতিং বটিকাঃ পিবেৎ।। পীততদ্‌ভেষজং পশ্চাদ্ বস্ত্রৈরাচ্ছাদয়েন্নরম্। রসলগ্নং বপুর্জ্ঞাত্বা দদ্যাদ্বারি সুশীতলম্।। শরাবপ্রমিতং বারি পাতব্যঞ্চ পুনঃপুনঃ। সন্নিপাতজ্বরঞ্চৈব দাহঞ্চৈব সুদারুণম্। কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ বিড়্‌গ্রহঞ্চাশ্মরীং জয়েৎ।। মূত্ররোগবিবন্ধে তু দাতব্যং ক্ষীরসংযুতম্। পঞ্চতৃণকৃতক্বাথং দাতব্যঞ্চ পুনঃপুনঃ।। পানীয়বটিকা হ্যেষা লোকনাথেন নির্ম্মিতা। লোকানামুপকারায় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী।।

জয়ন্তী, আকন্দ, নিসিন্দা, বাসক, বেড়েলা, ডহরকরঞ্জ, হুড়্‌হুড়ে, চিতা, বামুনহাটী, বনকার্পাস, ভৃঙ্গরাজ, দন্তী, তেউড়ী, সোন্দালপত্র, ডানকুনি, অমরকন্দ, ভাঁট, বড় ভাঁট, থানকুনি, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, ঘলঘসিয়া, কাকমাচী, কুঁচ, কেশুর্ত্তে, হাপরমালী, আলাঙ্কু, কনকধুতুরা, সিদ্ধি ও শ্বেতাপরাজিতা, ইহাদের প্রত্যেকের স্বরস যথাক্রমে এক এক কর্ষ (২ তোলা) লইয়া প্রস্তরপাত্রে লৌহদণ্ডে মর্দ্দিত ও আতপে শুষ্ক করিয়া লইবে। পরে উহার সহিত ক্রমে সিজের আঠা, আকন্দের আঠা ও বটের আঠা ২ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত

করিবে এবং মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। অনন্তর পারদ ।।০ তোলা, গন্ধক ।।০ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া ঐ পিণ্ডের সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে দগ্ধ হীরক, আতইচ, কুঁচিলা, অভ্র, শৃঙ্গীবিষ, হরিতাল, গরল, স্বর্ণমাক্ষিক ও মনঃশিলা প্রত্যেক ৪ মাষা (।।০ তোলা) করিয়া লইয়া পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের সহিত মিলিত করত আমরুলের রসে মর্দ্দন করিবে ও তিলপ্রমাণ বটিকা করিবে। ২০টি বটিকা আদার রসে বা জলে গুলিয়া সেবনের নিয়ম কথিত আছে, কিন্তু এখনকার সময়ে ২-৩ বটিকা সেবন করান হয়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগিকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিবে এবং পুনঃপুনঃ শীতল জল পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে সান্নিপাতিক জ্বর ও অন্যান্য রোগ সত্বর বিনষ্ট হয়। মূত্রকৃচ্ছ্র থাকিলে দুগ্ধ ও পঞ্চতৃণমূলের পাচন-সহ এই ঔষধ সেবনীয়।

প্রাণেশ্বরো রসঃ

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং সূতার্দ্ধবিষসংযুতম্। *সমস্তং মর্দ্দয়েৎ তালমূলীনীরৈস্ত্র্যহং বুধঃ।। পুরয়েৎ কূপিকান্তশ্চ **মুদ্রয়িত্বা বিশোষয়েৎ। সপ্তভির্মৃত্তিকাবস্ত্রৈর্বেষ্টয়িত্বা তু শোষয়েৎ।। পুটেৎ কুম্ভীপ্রমাণেন স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ। গৃহীত্বা কূপিকামধ্যান্মর্দ্দয়েচ্চ দিনং ততঃ।। অজাজী জীরকংহিঙ্গু-সর্জ্জিকাটঙ্গনৈর্যুতম্।। গুগ্‌গুলুঃ পঞ্চলবণং যবক্ষারো যমানিকা।। মরিচং পিপ্পলী চৈব প্রত্যেকঞ্চ সমাংশতঃ। এষাং কষায়েণ পুনর্ভাবয়েৎ সপ্তধাতপে।। নাগবল্লীদলযুতং পঞ্চগুঞ্জংরসেশ্বরম্। দদ্যান্নবজ্বরে তীব্রে কোষ্ণং বারি পিবেদনু।। প্রাণেশ্বরো রসো নাম্না সন্নিপাতপ্রকোপজিৎ। শীতজ্বরে দাহপূর্ব্বে গুল্মে শূলে ত্রিদোষজে।। বাঞ্ছিতং ভোজনং দদ্যাৎ কুর্য্যাচ্চন্দনলেপনম্। তাপোদ্রেকস্য শমনং বলাধিষ্ঠানকারকম্। ভবেচ্চ নাত্র সন্দেহঃ স্বাস্থ্যঞ্চ লভতে নরঃ।।

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, বিষ অর্দ্ধ তোলা, এই সকল দ্রব্য তালমূলীর রসে ৩ দিন মর্দ্দন করিবে। পরে মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্র দ্বারা কাচকূপিকা সাতপুরু বেষ্টন করিয়া ঐ কূপিকায় ঔষধ স্থাপন করত মুখ বন্ধ করিবে এবং শুষ্ক করিয়া লইবে। পরে কুম্ভীপুটে ঐ কূপিকা রাখিয়া পুট দিবে। শীতল হইলে কূপিকা উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। অনন্তর কৃষ্ণজীরা, জীরা, হিঙ্গু, সাচিক্ষার, সোহাগার খৈ, গুগগুলু, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, যমানী, মরিচ ও পিপুল, এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকটি সমভাগে লইয়া ঔষধপরিমিত করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্যের দশ (আট) গুণ জলে অষ্টমাংশ ক্বাথ করিয়া তাহা দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। পানের সহিত সেব্য। ইহা সন্নিপাত জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। তীব্র নবজ্বরে উষ্ণজল সহ সেবনীয়।

যে জ্বরে প্রথমে দাহ হইয়া পরে শীত হয়, সেই জ্বরে প্রাণেশ্বর ব্যবস্থেয়। ইহা দ্বারা অন্যান্য অনেক রোগ উপশমিত হয়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগির আকাঙ্ক্ষানুযায়ী ভোজন দিবে এবং তাহার গাত্রে চন্দনাদি লেপন করাইয়া দিবে। তাহাতে তাপাধিক্য নিবারিত ও বল বর্দ্ধিত হইবে এবং রোগী স্বাস্থ্য লাভ করিবে।

মৃতাভ্রং বিষসংযুতমিতি বা পাঠঃ।
কূপিকেতি কাচকূপিকা।

রসরাজেন্দ্রঃ

পলং শুদ্ধস্য সূতস্য পলং তাম্রময়োরজঃ। অভ্রং নাগং পলং বঙ্গং পলং গন্ধকতালকম্।। পলং শুদ্ধবিষং চূর্ণং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ। মর্দ্দয়েৎ কাকমাচ্যাশ্চ আর্দ্রকস্য রসেন চ।। মাৎস্যাবারাহমায়ূর-চ্ছাগমাহিষপিত্তকৈঃ। মর্দ্দয়েদ্ ভিন্নভিন্নঞ্চ ত্রিকটোরম্বুভিস্তথা। সিদ্ধোহয়ং রসরাজেন্দ্রো ধন্বন্তরিপ্রকাশিতঃ।। গুঞ্জামাত্রং রসং দদ্যাৎ সুরসারসসংযুতম্। মেঘধারাপ্রবাহেণ ধারিতং বারি মস্তকে।। অনিবারো যদা দাহস্তদা দেয়া চ শর্করা।। ভোজনং দধিসংযুক্তং বারমেকন্তু দাপয়েৎ।। ঈশ্বরেণ হতঃ কামঃ কেশবেন চ দানবাঃ। পাবকেন যথা শীতমনেন চ তথা জ্বরঃ।।

পারদ, তাম্র, লৌহ, অভ্র, সীসা, বঙ্গ, গন্ধক, হরিতাল ও বিষ, এই সমুদায় প্রত্যেক ১ পল করিয়া লইয়া একত্র কাকমাচীর ও আদার রসে মর্দ্দন করিয়া রোহিতমৎস্য, বরাহ, ময়ূর, ছাগ ও মহিষ, ইহাদের পিত্তে যথাক্রমে ভাবনা দিবে, পরে ত্রিকটুর ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—তুলসীপাতার রস। ঔষধ সেবনান্তে রোগির মস্তকে শীতল জল ঢালিবে এবং অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইলে চিনির পানা ও একবার মাত্র দধির সহিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে সান্নিপাতিক জ্বর উপশমিত হয়।

স্বেদশৈত্যারিরসঃ

তাম্রশুণ্ঠ্যর্কমূলানি দ্বিনিষ্কাণি পৃথক্ পৃথক্। ঐক্যতঃ পঞ্চলবণাৎ পলং পিষ্ট্বা পুটং দদেৎ।। গন্ধেশশঙ্খভস্মানি বেদনিষ্কমিতানি চ। দেবদালীরসৈঃ পিষ্ট্বা ত্রিদিনং কেকিপিত্ততঃ।। স্বেদশৈত্যাপনুত্ত্যর্থং কল্পমাত্রাং প্রযোজয়েৎ। দধ্না সম্মর্দ্দয়েৎ পাত্রে জলযোগং সমাচরেৎ। পথ্যং ঘৃতং সিন্ধু মুদগ ইক্ষুঃ খর্জ্জূরগোস্তনী।।

তাম্রভস্ম, শুঁঠ ও আকন্দমূল প্রত্যেক ২ তোলা, পঞ্চলবণ মিলিত ৮ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিবে। পরে তাহার সহিত পারদ, গন্ধক ও শঙ্খভস্ম প্রত্যেক ৪ তোলা মিশাইয়া ঘোষালতার রসসহ পেষণ করিয়া ময়ূরের পিত্তে তিন দিন ভাবনা দিতে হইবে। এই ঔষধ ১ রতি মাত্রায় দধির সহিত সেবন করিলে যুগপৎ ঘর্ম্মনির্গম ও শীতানুভব নিবারিত হয়। গরম বোধ হইলে মস্তকে জলধারা দেওয়া আবশ্যক। পথ্য—ঘৃত, সৈন্ধবলবণ, মুদ্গযূষ, ইক্ষু, খর্জ্জূর ও দ্রাক্ষা।

পঞ্চবক্ত্ররসঃ

গন্ধেশটঙ্গমরিচং বিষং ধুস্তূরজৈর্দ্রবৈঃ। দিনং বিমর্দ্দিতং শুষ্কং পঞ্চবক্ত্রে ভবেদ্ রসঃ।। আর্দ্রকস্য দ্রবেণৈষ দাতব্যো রক্তিকামিতঃ। সন্নিপাতজ্বরে দেয়ো ঘোরে তদ্দোষনাশনঃ।।

গন্ধক, পারদ, সোহাগার খৈ, মরিচ ও বিষ, এই সকল দ্রব্য ধুতুরামূলের রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমাণে আদার রসসহ সেবন করিলে ঘোর সান্নিপাতিক জ্বর ও তদ্দোষ নিবারিত হয়।

সন্নিপাতসূর্য্যো রসঃ

হিঙ্গুলং গন্ধকং তাম্রং মরিচং পিপ্পলী বিষম্। শুণ্ঠী কনকবীজঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।। বিজয়াপত্রতোয়েন ত্রিদিনং ভাবয়েৎ সুধীঃ। দ্বিগুঞ্জং পর্ণখণ্ডেন অর্ককাথং পিবেদনু।। নিহন্তি সন্নিপাতোত্থান্ গদান্ ঘোরান্ সুদারুণান্। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকঞ্চ বিশেষতঃ।

হিঙ্গুল, গন্ধক, তাম্র, মরিচ, পিপুল, বিষ, শুঁঠ ও কনকধুতুরাবীজ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া সিদ্ধির ক্বাথে তিন দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পাণের রস ও আকন্দের ক্বাথ। ইহা সেবনে ঘোরতর সন্নিপাত উপশমিত হয়।

ত্রিদোষনীহারসূর্য্যো রসঃ

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং কৃশানু-রসৈর্বিমর্দ্দ্যাষ্টদিনানি ঘর্ম্মে। রসাষ্টভাগস্তমৃতঞ্চ দদ্যাদ্ বিমর্দ্দয়েদ্ বহ্নিরসেন কিঞ্চিৎ।। পিত্তৈস্তু সম্ভাবিত এষ দেয়স্ত্রিদোষনীহারবিনাশসূর্য্যঃ।।

১ ভাগ পারদ ও ২ ভাগ গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া ৮ দিন চিতার রসে মর্দ্দন ও রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে পারার ৮ ভাগের ১ ভাগ বিষ উহার সহিত মিশাইয়া চিতার রসে অল্প মর্দ্দনপূর্ব্বক পঞ্চ প্রকার পিত্ত দ্বারা (মৎস্য, শূকর, ময়ূর, ছাগ ও মহিষ ইহাদের পিত্ত গ্রহণীয়) ভাবনা দিবে। ইহা সন্নিপাতজ্বরে প্রযোজ্য। ত্রিদোষরূপনীহার-বিনাশনে এই ঔষধ সূর্য্যসদৃশ।

প্রতাপতপনো রসঃ

গন্ধকং হিঙ্গুলং তালং সূতকং লৌহটঙ্গণম্। খর্পরং সাচিকাক্ষারং মাঞ্জিষ্ঠং হিঙ্গুলং সমম্।। রসেন মর্দ্দিতং পিত্তং নির্গুণ্ডীহস্তিশুণ্ডয়োঃ। অষ্টযামং পচেৎ কূপ্যাং নিরুধ্য সিকতাহ্বয়ে।। ততঃ সিদ্ধং সমাদায় রক্তিকামার্দ্রকেণ চ। সন্নিপাতবিনাশায় প্রতাপতপনো রসঃ। দধিভক্তং তথা দুগ্ধং ছাগমাংসঞ্চ ভোজয়েৎ।।

গন্ধক, হিঙ্গুল, হরিতাল, পারদ, লৌহ, সোহাগার খৈ, খর্পর, সাচিক্ষার, মঞ্জিষ্ঠাচূর্ণ ও হিঙ্গুল, প্রত্যেক তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া নিসিন্দা ও হাতিশুঁড়ার রসে মর্দ্দন করিবে। পরে অন্ধমূষায় স্থাপন করিয়া বালুকাযন্ত্রে অষ্টপ্রহর পাক করিবে। পাক সমাধা হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। অনুপান—আদার রস। ১ রতি মাত্রায় সেবনীয়। ইহা সেবনে সান্নিপাতিক জ্বর নিবারিত হয়। এই ঔষধসেবী রোগিকে দুগ্ধ, দধিসহ অন্ন এবং ছাগমাংসরস প্রভৃতি পথ্য দিবে।

ঘোরনৃসিংহরসঃ

ভাগৈকং মৃততাম্রস্য দ্বিভাগং মৃতলৌহকম্। ত্রিভাগং মৃতবঙ্গঞ্চ চতুর্ভাগং মৃতাভ্রকম্।। মাক্ষিকং রসগন্ধৌ চ তথা শুদ্ধা মনঃশিলা। চত্বার্য্যেতানি তাম্রস্য প্রত্যেকং তুল্যমেব চ।। গরলঞ্চাভ্রতুল্যং স্যাৎ ত্রিকটুশ্চাভ্রতুল্যকঃ। এতৎ সর্ব্বসমং দেয়ং বিষমাখ্যং (বিষমুষ্টিং) তথৈব চ।। এতৎ সর্ব্বস্য দ্রব্যস্য দ্বিগুণং কালকূটকম্। মাৎস্যমাহিষমায়ূর-ঘৃষ্টিপিত্তৈর্বিভাবয়েৎ।। চিত্রকস্য দ্রবেণৈব প্রত্যেকং যামমাত্রকম্। সর্ষপাভা বটী কার্য্যা তপে ততঃ।। দাপয়েদ্ বটিকামেকাং পয়ঃপেটারসেন চ। ত্রয়োদশসন্নিপাতে

বিসূচ্যামতিসারকে।। ত্রিদোষজে তথা কাসে দাপয়েৎ কুশলো ভিষক্। পয়ঃপেটীশতং দদ্যাদ্ ভোজনং দধিভক্তকম্। ঘোরনৃসিংহনামায়ং রসানামুত্তমো রসঃ।।

তাম্র ১ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ, বঙ্গ ৩ ভাগ, অভ্র ৪ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ, রস ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ, কৃষ্ণসর্পবিষ ৪ ভাগ, ত্রিকটু ৪ ভাগ, কুঁচিলা ২২ ভাগ ও কাষ্ঠবিষ ৮৮ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া রোহিতমৎস্য, মহিষ, ময়ূর ও শূকর ইহাদের পিত্তে এবং চিতার রসে একপ্রহর করিয়া ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিবে। অনন্তর সর্ষপপ্রমাণ বটিকা করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। ডাবের জলের সহিত এক এক বটিকা প্রযোজ্য। ইহার দ্বারা ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত, বিসূচিকা ও অতিসার প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

মৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ

সূতং গন্ধকটঙ্গণং শুভবিষং ধুস্তূরবীজং কটুম্। নীত্বা ভাগযথোত্তরদ্বিগুণিতঞ্চোন্মত্তমূলাম্বুনা। কুর্য্যান্মাষবটীং সুখাতিসুখদাং সর্ব্বান্ জ্বরান্ নাশয়েদেষ শ্রীশিবশাসনাৎ প্রজনিতঃ সূতশ্চ মৃত্যুঞ্জয়ঃ।। নারিকেলসিতাযুক্তং বাতপিত্তজ্বরং জয়েৎ। মধুনা শ্লেষ্মপিত্তোত্থং জ্বরং সংনাশয়েদ্ ধ্রুবম্। সন্নিপাতজ্বরং ঘোরং নাশয়েদার্দ্রনীরতঃ।।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগার খৈ ৪ ভাগ, বিষ ৮ ভাগ, ধুতূরাবীজ ১৬ ভাগ, ত্রিকটু মিলিত ৩২ ভাগ, এই সমুদায় ধুতূরামূলের রসে একত্র মর্দ্দন করিয়া মাষপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর উপশমিত হয়। ডাবের জল ও চিনিসহ বাতপৈত্তিক জ্বর, মধুসহ পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর এবং আদার রসসহ সেবনে সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়।

শ্রীসন্নিপাত-মৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ

বিষং সূতকগন্ধৌ চ পিত্তং মৎস্যময়ূরয়োঃ। আজবারাহপিত্তে চ মহিষ্যাশ্চাপি যোজয়েৎ।। হরিতালঞ্চ সব্যোষং বানরীবীজসংযুতম্। অপামার্গং চিত্রমূলং জয়পালঞ্চ কল্কয়েৎ।। এতৎ সর্ব্বং সমাংশেন অজামূত্রেণ মর্দ্দয়েৎ। মাষেণ সদৃশী কার্য্যা বটিকা সদ্‌ভিষগ্‌বরৈঃ।। মহাজ্বরে মহাশীতে মহাশীতজ্বরেঽপি চ। মজ্জগতে সন্নিপাতে বিসূচ্যাং বিষমজ্বরে।। অসাধ্যে মানবে ধুঞ্জ্যাদৈকাহজরনাশিনী। জলোদরে শিথিলাঙ্গে নাসাস্রাবে চ পীনসে।। অজীর্ণে মূর্চ্ছনাভাবে শ্লেষ্মভাবেঽতিদুর্জ্জয়ে। শোথকামলপাণ্ড্বাদি-সর্ব্বরোগাপহারকঃ।। সন্নিপাতমৃত্যুঞ্জয়ো জ্ঞানজ্যোতিঃপ্রকাশকঃ। ভৃঙ্গরাজরসেনায়ং রসরাজঃ প্রদীয়তে।। নির্ব্বাতনির্জ্জনস্থানে বহুবস্ত্রসমাবৃতে। প্রস্বেদঃ ক্ষণমাত্রেণ জায়তে চিহ্নমীদৃশম্।। মূর্চ্ছিতঃ পতিতো ভূমৌ দহ্যমানঃ পুনঃপুনঃ। এবং চিহ্নং সমালোক্য বদেন্নৈরুজামাতুরে।। পথ্যং যদ্‌যাচতে রোগী তদ্দাতব্যং প্রযত্নতঃ। দধ্যোদনং শীতজলং দাতব্যং তদ্‌বিচক্ষণৈঃ।। এবং মহারসঃ শ্রেষ্ঠঃ শম্ভুনা প্রেরিতো ভুবি। কৃপয়া সর্ব্বভূতানাং জ্ঞানজ্যোতিঃপ্রকাশকঃ।

বিষ, পারদ, গন্ধক, মৎস্যপিত্ত, ময়ূরপিত্ত, ছাগপিত্ত, শূকরপিত্ত, মহিষীপিত্ত, হরিতাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আলকুশীবীজ, আপাঙ্গের মূল, চিতামূল ও জয়পাল, এই সমুদায় দ্রব্য শিলাতে পেষণ করিয়া ও ছাগমূত্রে মর্দ্দন করিয়া মাষকলায় প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান— ভৃঙ্গরাজের রস। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ প্রভূত শীতযুক্ত

• সান্নিপাতিক জ্বরের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। উপরন্তু ইহা দ্বারা জলোদর, অজীর্ণ, পাণ্ডু প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রশমিত হয়। ঔষধ সেবন করাইয়া রোগিকে মোটা কাপড়ে আবৃত করিয়া নির্জ্জন ও নির্ব্বাত স্থানে রাখিবে। যখন দেখিবে রোগী মুহুর্ম্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িতেছে ও তাহার গাত্রে অপর্য্যাপ্ত দাহ হইতেছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে রোগী ব্যাধিমুক্ত হইয়াছে। তৎকালে রোগির আকাঙ্ক্ষানুযায়ী পথ্য দিবে। দধিসহ অন্ন এবং শীতল দ্রব্য প্রভৃতি নির্ভয়ে ব্যবহার করান যাইতে পারে।

সন্নিপাতভৈরবঃ

রসং বিষং গন্ধকঞ্চ হরিতালং ফলত্রয়ম্। জয়পালং ত্রিবৃৎ স্বর্ণং তাম্রসীসাভ্রলৌহকম্।। অর্কক্ষীরং লাঙ্গলী চ স্বর্ণমাক্ষিকমেব চ। সমং কৃত্বা রসেনৈষাং ত্রিংশদ্বারঞ্চ মর্দ্দয়েৎ।। অর্কঃ শ্বেতোঽলম্বুষা চ সূর্য্যাবর্ত্তশ্চ কারবী। কাকজঙ্ঘা শোণকশ্চ কুষ্ঠং ব্যোষবিকঙ্কতম্।। সূর্য্যমণিশ্চন্দ্রকান্তো নির্গুণ্ডী চ মহাজটা। ধুস্তূরদন্তীপিপ্পল্যো দশাষ্টাঙ্গমিদং শুভম্।। রসতুল্যং প্রদাতব্যং দত্ত্বা তোয়ং চতুর্গুণম্। শিষ্টৈকগুণতোয়েন ভাবনাবিধিরিষ্যতে।। ভাবনায়াং ভাবনায়াং শোষণং মুহুরিষ্যতে। ততশ্চ বটিকাং কৃত্বা ভৈরবায় বলিং দদেৎ।। রসোঽয়ং শ্রীসন্নিপাত-ভৈরবো জ্বরনাশনঃ। সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তং জ্বরং হন্তি ন সংশয়ঃ।। সন্নিপাতজ্বরং হন্তি জীর্ণঞ্চ বিষমং তথা। ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ চাতুর্থকমপি ধ্রুবম্।। জ্বরঞ্চ জলদোষোত্থং সর্ব্বদোষসমাকুলম্। ভৈরবস্যপ্রসাদেন জগদানন্দকস্থলী।।

সর্ব্বং চূর্ণং সমং কৃত্বা অর্কমূলাদিপিপ্পলীমূলান্তানামষ্টাদশানাং মিলিত্বা রসাদিসামগ্রীতুল্যানাং চতুর্গুণজলৈকগুণশিষ্টক্কাথেন ত্রিংশদ্বারমাতপে ভাবনীয়ম্। প্রতিবারং যত্নেন শোষয়িত্বা কলায়প্রমাণা বটিকাঃ কৃত্বা ব্যাধানুরূপমার্দ্রকরসেন জ্বরিণে দদ্যাৎ। বিরেকাদনন্তরং শুণ্ঠীজীরকতোয়প্রক্ষালিতমন্নং দদ্যাৎ। অজাতে বিরেকে পুনরপি রসং দদ্যাৎ। ব্যাধিনিবৃত্তৌ কদাচিদ্ বাতপীড়ায়াং বাতচিকিৎসা কার্য্যা।

রস, বিষ, গন্ধক, হরিতাল, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, জয়পালবীজ, তেউড়ীমূল, ধুতূরাবীজ, তাম্র, সীসা, অভ্র, লৌহ, আকন্দের আঠা, লাঙ্গলী ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া নিম্নলিখিত ভাব্য দ্রব্যসকলের ক্বাথে ৩০ বার ভাবনা দিয়া মটরপ্রমাণ বটিকা করিবে। ভাব্যদ্রব্য যথা—শ্বেত আকন্দমূল, মুণ্ডিরী, হুড়্হুড়ে, কৃষ্ণজীরা, কাকজঙ্ঘা, শ্যোণাছাল, কুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বৈঁচ, রক্তসূর্য্যমণিপুষ্প, শ্বেতসূর্য্যমণিপুষ্প, নিসিন্দা, রুদ্রজটা, ধুতূরা, দন্তী ও পিপুলমূল। এই ঔষধ সেবনে সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়।

দ্বিতীয়সন্নিপাতভৈরবঃ

পারদং গন্ধকং তালং বৎসনাভং ত্রিভিঃ সমম্। দারুমুষঞ্চ গরলং সর্ব্বসা সমহিঙ্গুলম্।। মুদগপ্রমাণাং বটিকাং কারয়েৎ কুশলো ভিষক্। সন্নিপাতে বটীমেকামার্দ্রদ্রাবৈঃ প্রদাপয়েৎ। রসো মহাপ্রভাবোঽয়ং সন্নিপাতস্য ভৈরবঃ।।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, বৎসনাভ ৩ ভাগ, দারমুজ্ ১ ভাগ, কৃষ্ণসর্পবিষ ১ ভাগ, হিঙ্গুল ৮ ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া মুদগপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে সান্নিপাতিক জ্বর উপশমিত হয়।

কালাগ্নিভৈরবো রসঃ

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং মর্দ্দয়েদ্ গোক্ষুরদ্রবৈঃ। ভাবিতঞ্চ বিশোষ্যাথ চূর্ণয়েদতিচিক্কণম্।। চূর্ণতুল্যং মৃতং তাম্রং তাম্রাদষ্টাংশিকং বিষম্। হিঙ্গুলং রসভাগঞ্চ দ্বৌ ভাগৌ কনকস্য চ।। বাণভাগোঽত্র গোদন্তো বাণভাগা মনঃশিলা। টঙ্গণং নেত্রভাগঞ্চ ঋতুভাগঞ্চ খর্পরম্।। ব্রহ্মভাগঞ্চ জৈপালং নেত্রভাগং হলাহলম্। মাক্ষিকঞ্চাগ্নিভাগঞ্চ লৌহং বঙ্গঞ্চ ভাগকম্।। সর্ব্বান্ খল্লোদরে ক্ষিপ্ত্বা ক্ষীরেণার্কস্য মর্দ্দয়েৎ। দশমূলকষায়েণ মর্দ্দয়েৎ যামমাত্রকম্।। পঞ্চমূলকষায়েণ তথৈব চ বিমর্দ্দয়েৎ। চণমাত্রাং বটীং কৃত্বা বলং জ্ঞাত্বা প্রযোজয়েৎ।। সর্ব্বং ত্রিদোষজং হন্তি সন্নিপাতং সুদারুণম্। পূর্ব্ববদ্ দাপয়েৎ পথ্যং জলযোগঞ্চ কারয়েৎ।। পথ্যং শাল্যোদনং দেয়ং দধিভক্তসমন্বিতম্। কালাগ্নিভৈরবো নাম রসোঽয়ং ভূরিপূজিতঃ।।

শোধিত পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ একত্র কজ্জলী করিয়া তাহা গোক্ষুররসে মর্দ্দিত, ভাবিত ও শুষ্ক করণানন্তর অতি চিক্কণ চূর্ণ করিয়া লইবে। ঐ চূর্ণসহ চূর্ণতুল্য তাম্র, তাম্রের অষ্টাংশ বিষ, হিঙ্গুল ১ ভাগ, ধুতুরাবীজ ২ ভাগ, গোদন্তহরিতাল ৫ ভাগ, মনঃশিলা ৫ ভাগ, সোহাগার খৈ ৩ ভাগ, খর্পর ৬ ভাগ, জয়পাল ১ ভাগ, হলাহল ৩ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৩ ভাগ, লৌহ ১ ভাগ ও বঙ্গ ১ ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র আকন্দের আঠায় মর্দ্দন করিয়া পশ্চাৎ দশমূলের ক্বাথে ও পঞ্চমূলের ক্বাথে ক্রমে এক এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সুদারুণ সন্নিপাত উপশমিত হয়। ঔষধ সেবন করাইয়া রোগিকে পূর্ব্ববৎ দধ্যন্ন প্রভৃতি পথ্য দিবে এবং শৈত্যক্রিয়া করিবে।

বড়বানলঃ

কান্তঞ্চ সূতং হরিতালগন্ধং সমুদ্রফেনং লবণানি পঞ্চ। নীলাঞ্জনং তুত্থকমেব রূপ্যং ভস্মপ্রবালানি বরাটকাশ্চ।। বৈক্রান্তশম্বূকসমুদ্রশুক্তিসর্ব্বাণি চৈতানি সমানি কুর্য্যাৎ। সূতং ভবেদ্ দ্বাদশভাগকঞ্চ স্নুহ্যর্কদুগ্ধেন বিমর্দ্দয়েচ্চ।। দিনত্রয়ং বহ্নিরসৈস্ততশ্চ নিবেশয়েৎ তাম্রজসম্পুটে তৎ। মৃদা চ সংলিপ্য রসং পুটেৎ তদ্রসস্ততঃ স্যাদ্বড়বানলাখ্যঃ।। তৎপাদভাগেন বিষং নিয়োজ্য কৃশানুতোয়েন পচেৎ ক্ষণং তৎ। বাতপ্রধানে চ কফপ্রধানে নিয়োজয়েৎ ত্র্যূষণচিত্রযুক্তম্।। দোষত্রয়োত্থেঽপি চ সন্নিপাতে বাতাধিকত্বাদিহ সূতকোক্তঃ।।

কান্তলৌহ, পারদ, হরিতাল, গন্ধক, সমুদ্রফেন, পঞ্চলবণ, নীলাঞ্জন, তুঁতে, রূপা, প্রবাল, কড়ি, বৈক্রান্ত, শম্বূক ও সমুদ্রের ঝিনুকভস্ম, এই সকল দ্রব্য সমানপরিমাণে লইবে এবং দ্বাদশভাগ পারদ লইয়া সিজের আঠা ও আকন্দের আঠা-সহ মর্দ্দন করিবে। অনন্তর চিতামূলের রসে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া তাম্রপুটে রুদ্ধ করিবে, পরে মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া পুট দিবে। অনন্তর উক্ত ঔষধসহ সিকি ভাগ বিষ মিশাইবে এবং চিতামূলের রসে ভাবনা দিয়া পুনঃ পাক করিবে। মাত্রা—২ হইতে ৪ রতি। ইহা দ্বারা সান্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি উপশমিত হয়। অনুপান—চিতার রস ও ত্রিকটুচূর্ণ।

বৃহদ্‌বড়বানলো রসঃ

সূতকং গন্ধকঞ্চৈব হরিতালং মনঃশিলা। অভ্রকং বৎসনাভঞ্চ দারু জঙ্গমজং বিষম্।।

জৈপালাৎ সার্দ্ধশতকং সর্ব্বং সংচূর্ণ্য মর্দ্দয়েৎ। মাংস্যমাহিষমায়ূর-চ্ছাগপিত্তৈর্বিভাবয়েৎ।। বটিকাং শীততোয়েন কুর্য্যাদ্ গুঞ্জাপ্রমাণতঃ। বড়বানলনামায়ং নারিকেলজলেন বৈ। ভক্ষয়েৎ সন্নিপাতার্ত্তো মৃত্যুস্তস্যামুখী ভবেৎ।

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, অভ্র, বৎসনাভ, দারমুজ, কালসর্পবিষ প্রত্যেক এক এক তোলা, জয়পালবীজ ১৫০টি, এই সমুদয় চূর্ণ একত্র মর্দ্দন করিয়া মাৎস্য, মাহিষ, মায়ূর ও ছাগ পিত্তে ভাবনা দিবে এবং শীতল জলে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ডাবের জল। এই ঔষধ সেবনে ঘোরসন্নিপাতে মৃত্যুমুখে পতিত রোগীও স্বাস্থ্যলাভ করে।

সন্নিপাতবড়বানলো রসঃ

রসাষ্টকো‍হ্মৃতং সপ্ত স্যাৎ ষষ্ঠো গন্ধতালয়োঃ। দন্তীবীজানি ষড় ভাগাঃ পঞ্চভাগস্তু টঙ্গণম্।। চত্বারি ধূর্ত্তবীজস্য ব্যোষস্য ত্রিতয়ো ভবেৎ। এতানি বহ্নিমূলস্য ক্বাথেন পরিমর্দ্দয়েৎ।। আর্দ্রকস্য রসেনাথ দেয়ং গুঞ্জাদ্বয়ং হিতম্। বড়বানলসংজ্ঞো‍হ্যং সন্নিপাতহরঃ পরঃ।।

পারদ ৮ ভাগ, বিষ ৭ ভাগ, গন্ধক ৬ ভাগ, হরিতাল ৬ ভাগ, দন্তীবীজ ৬ ভাগ, সোহাগার খৈ ৫ ভাগ, ধুতূরাবীজ ৪ ভাগ ও শুঁঠ, পিপুল, মরিচ প্রত্যেক ৩ ভাগ, এই সমুদায় চিতামূলের ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সন্নিপাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্বচ্ছন্দনায়কঃ

(অভিন্যাসে)

সূতগন্ধকলৌহানি রৌপ্যং সংমর্দ্দয়েৎ ত্র্যহম্। সূর্য্যাবর্ত্তশ্চ নির্গুণ্ডী তুলসী গিরিকর্ণিকা।। অগ্নিবল্ল্যার্দ্রকং বহ্নির্বিজয়া জয়য়া সহ। কাকমাচীরসৈরেষাং পঞ্চপিত্তৈশ্চ ভাবয়েৎ।। অন্ধমূষাগতং পশ্চাদ্ বালুকাযন্ত্রগং দিনম্। বিপচেৎ চূর্ণিতং খাদেন্মাষৈকঞ্চার্দ্রকদ্রবৈঃ।। নির্গুণ্ডীদশমূলানাং কষায়ং সোষণং পিবেৎ। অভিন্যাসং নিহন্ত্যাশু রসঃ স্বচ্ছন্দনায়কঃ। ছাগীদুগ্ধেন মুদগঞ্চ পথ্যমত্র প্রয়োজয়েৎ।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ ও রৌপ্য তুল্যাংশে লইয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যের রসে তিন দিন করিয়া ভাবনা দিবে, যথা—হুড়হুড়ে, নিসিন্দা, তুলসী, শ্বেত অপরাজিতা, শ্বেত চিতামূল, আদা, রক্তচিতামূল, সিদ্ধি, হরীতকী, কাকমাচী ও পঞ্চপিত্ত। পরে অন্ধমূষায় স্থাপন করিয়া বালুকাযন্ত্রে একদিন পাক করিবে। আদার রসসহ ইহার চূর্ণ ১ মাষা পরিমাণে সেবনীয় (ব্যবহার ২ রতি)। পশ্চাৎ মরিচচূর্ণসংযুক্ত নিসিন্দার পাতা ও দশমূলের ক্বাথ পান করিবে। এই ঔষধ সেবনে অভিন্যাস নামক সন্নিপাতজ্বর নিবারিত হয়। ছাগীদুগ্ধ ও মুদ্গযূষ রোগিকে পথ্য দিবে।

সিংহনাদরসঃ

লৌহপাত্রগতে গন্ধে দ্রাবিতে তত্র নিক্ষিপেৎ। শুদ্ধসূতং সমঞ্চাভ্রং ভার্গীদ্রাবং তয়োঃ

সমম্।। নির্গুণ্ড্যাঃ পল্লবোত্থঞ্চ তুত্থং * তুল্যং প্রদাপয়েৎ। পচেন্মৃদ্বগ্নিনা তাবৎ যাবচ্ছুষ্কং দ্রবং দ্বয়ম্।। বিষপাদযুতঃ সোঽয়ং সিংহনাদরসোত্তমঃ। গুঞ্জামাত্রঃ প্রদাতব্যঃ সন্নিপাতজ্বরান্তিকঃ। অনুপানং পিবেদ্ ব্যাঘ্রী-ক্বাথং পুষ্করচূর্ণিতম্।।

* তুল্যমিতি রসেন্দ্রধৃতঃ পাঠঃ।

লৌহপাত্রে ২ তোলা গন্ধক রাখিয়া তাহা অগ্নিসন্তাপে গলাইয়া, উহাতে পারদ ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, তুঁতে ২ তোলা (রসেন্দ্রসার-সংগ্রহের মতে তুঁতে দিবার প্রয়োজন নাই), বামুনহাটীর রস ৪ তোলা ও নিসিন্দাপাতার রস ৪ তোলা নিক্ষেপ করিবে এবং মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে দ্রব শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন নামাইয়া তাহাতে অর্দ্ধতোলা বিষ মিশ্রিত করিবে এবং একত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা—১ রতি। অনুপান—কুড়চূর্ণসংযুক্ত কণ্টকারীর ক্বাথ। ইহা সেবনে সন্নিপাতজ্বর উপশমিত হয়।

চিন্তামণিরসঃ

রসবিষগন্ধকটঙ্গণ-তাম্রযবক্ষারকং ব্যোষম্। তালকফলত্রয়ঞ্চ ক্ষৌদ্রং দত্ত্বা শতং বারান্। সংমর্দ্দ্য রক্তিকমিতা বটিকাঃ কুর্য্যাদ্ ভিষক্ প্রাজ্ঞঃ।। শুণ্ঠীপিষ্টেন চ সমমেকাং দ্বে বাথবা ত্রিস্রঃ। সংপ্রাশ্য নারিকেলী-জলমনুপেয়ং প্রযুঞ্জীত। ভেদানন্তরমেব প্রক্ষালিতভক্তং তক্রমুপযোজ্যম্।। শেষাৎ সৈন্ধবজীরং তক্রং পথ্যঞ্চ প্রযোক্তব্যম্। প্রশময়তি সন্নিপাতজ্বরং তথা জীর্ণং বিষমঞ্চ।। প্লীহানঞ্চাধ্মানং কাসশ্বাসং তথা জীর্ণং বিষমঞ্চ।। প্লীহানঞ্চাধ্মানং কাসশ্বাসং বহ্নিমান্দ্যম্। চিন্তামণী রসোঽয়ং কিল নিয়তং ভৈরবেণ নির্দ্দিষ্টঃ।।

পারদ, বিষ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাম্র, যবক্ষার, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিতাল, বহেড়া, আমলকী ও হরীতকী, এই সমুদায় একশত বার মধুতে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আবশ্যক বোধে ১টি, ২টি বা ৩টি বটিকা শুণ্ঠীচূর্ণ-সহ সেবন করিয়া ডাবের জল পান করিবে। ভেদ হইলে অন্ন ধৌত করিয়া তক্রসহ পথ্য দিবে এবং শেষে সৈন্ধবলবণ, জীরা প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া তক্র পান করাইবে। ইহা সেবনে সন্নিপাতজ্বর ও অন্যান্য রোগ উপশমিত হয়।

চিন্তামণিরসঃ (মতান্তরে)

সূতং গন্ধকমভ্রকং সূতার্দ্ধভাগং বিষম্ তত্রাংশং জয়পালমম্লমৃদিতং তদ্‌গোলকং বেষ্টিতম্। পত্রৈর্ম্মঞ্জুভুজঙ্গবল্লিজনিতৈর্নিক্ষিপ্য খাতে পুটম্ দত্ত্বা কুক্কুটসংজ্ঞকং সহ দলৈঃ সংচূর্ণ্য তত্র ক্ষিপেৎ।। ভাগার্দ্ধং জয়পালবীজমমৃতং তত্তুল্যমেকীকৃতম্ গুঞ্জা নাগরসিন্ধুচিত্রকযুতং সর্ব্বান্ জ্বরান্ নাশয়েৎ। শূলং সংগ্রহণীগদং সজঠরং দধ্যন্নসংসেবিনাম্ তাপে সেচনকারিণাং গদবতাং সূতস্য চিন্তামণেঃ।। অয়মেব রসো দেয়ো মৃতকল্পে গদাতুরে। সন্নিপাতে তথা বাতে ত্রিদোষে বিষমজ্বরে।। অগ্নিমান্দ্যে গ্রহণ্যাঞ্চ শূলে চাতিসৃতৌ তথা। শোথে দুর্নাম্নি চাধ্মানে বাতে সামে নবজ্বরে।।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, বিষ।।০ তোলা, জয়পাল ।০ আনা, এই সকল দ্রব্য গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দিত ও গোলাকার করিয়া তিনটি পাণ দিয়া বেষ্টন ও কুট্টিত বস্ত্রমিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া কুক্কুটপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে

তুলিয়া ঐ পাণ তিনটির সহিত সমুদায় চূর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার জয়পাল অর্দ্ধ তোলা ও বিষ অর্দ্ধ তোলা মিশ্রিত করিবে এবং জলসহ মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। শুঁঠচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ ও চিতার পাতার রসের সহিত মাড়িয়া সেবন করাইবে। ইহাতে সকল প্রকার জ্বর ও অন্যান্য অনেক পীড়া উপশমিত হয়।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণিঃ

রসভস্ম ত্রয়ো ভাগা দ্বিভাগঞ্চ ভুজঙ্গমম্। কালকূটঞ্চ ষড়্ভাগং ভাগৈকং তালকং তথা।। গোদন্তং গগনং তুত্থং শিলাগন্ধকটঙ্গণম্। জয়পালোন্মত্তদন্তী করবীরঞ্চ লাঙ্গলী।। পলাশমূলজৈর্নীরৈঃ সপ্তধা ভাবিতং দৃঢ়ম্। চিত্রমূলকষায়েণ চার্দ্রকস্য চ বারিণা।। মাৎস্যমাহিষমায়ূর-চ্ছাগবারাহডৌণ্ডুভম্। প্রত্যেকং দশধা মর্দ্দ্যং শিলাখল্লে চ সংক্ষয়াৎ।। ধান্যদ্বয়াং বটীং কুর্য্যাচ্ছুদ্ধবস্ত্রেণ ধারয়েৎ। দাতব্যঞ্চানুপানেন নারিকেলোদকেন চ।। তাম্বুলঞ্চ ততো দদ্যাদ্ ভক্ষ্যং শীতোপচারকম্। তিলতৈলং সদা স্নানং ঘৃতমৎস্যাদিভোজনম্। শীতান্নং দধিসংযুক্তং পুরাণান্নঞ্চ ভক্ষয়েৎ।।

রসসিন্দূর ৩ ভাগ, সর্পবিষ ২ ভাগ, কাঠবিষ ৬ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, গোদন্ত, অভ্র, তুঁতে, মনঃশিলা, গন্ধক, সোহাগার খৈ, জয়পালবীজ, ধুতুরাবীজ, দন্তীমূল, করবীর মূল ও ঈশ্‌লাঙ্গলা প্রত্যেক এক এক ভাগ, এই সমুদয় দ্রব্য পলাশমূলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া চিতামূলের ক্বাথ, আদার রস, মৎস্যপিত্ত, ময়ূরপিত্ত, মহিষীপিত্ত, ছাগপিত্ত, বরাহপিত্ত ও ঢোঁড়াসাপের পিত্ত, ইহাদের প্রত্যেকের পিত্ত দ্বারা দশবার মর্দ্দন করিয়া ২ ধান পরিমিত বটিকা করিবে। অনুপান—ডাবের জল। এই ঔষধ সেবনেও শৈত্যক্রিয়া এবং ঘৃত মৎস্যাদি ভোজন বিধেয়। এই ঔষধ দ্বারা সান্নিপাত নিবারিত হয়।

দগ্ধশঙ্খং ত্রিকটুকং টঙ্গণং সমভাগকম্। বিষঞ্চ পঞ্চভিস্তুল্যমার্দ্রতোয়েন মর্দ্দয়েৎ। বারত্রয়ং রক্তিকাঞ্চ বটীং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।। প্রাতঃ সায়ঞ্চ বটিকা-দ্বয়মার্দ্রকবারিণা। কফকেতুঃ কণ্ঠরোধং শিরোরোগঞ্চ নাশয়েৎ। পীনসং কফসঙ্ঘাতং সন্নিপাতং সুদারুণম্।।

শঙ্খভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও সোহাগার খৈ প্রত্যেক এক এক ভাগ, বিষ ৫ ভাগ, এই সমুদয় একত্র আদার রসে ৩ বার মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে কফজন্য কণ্ঠরোধ, শিরোরোগ ও দারুণ সন্নিপাত নিবারিত হয়।

দ্বিতীয়ঃ কফকেতুরসঃ

টঙ্গণং মাগধী শঙ্খং বৎসনাভং সমং সমম্। আর্দ্রকস্বরসেনাথ দাপয়েদ্‌ভাবনাত্রয়ম্।। গুঞ্জামাত্রং প্রদাতব্যমার্দ্রকস্বরসৈর্যুতম্। পীনসে শ্বাসকাসে চ শিরোরোগে গলগ্রহে। কফরোগান্ নিহন্ত্যাশু কফকেতুরয়ং রসঃ।।

সোহাগার খৈ, পিপুল, শঙ্খভস্ম ও কাঠবিষ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া আদার রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা পীনসাদি কফরোগনাশক।

স্বল্পকস্তূরীভৈরবো রসঃ

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং টঙ্গং জাতীকোষফলং তথা। মরিচং পিপ্পলী চৈব কস্তূরী চ সমাংশিকা। রক্তিদ্বয়ং ততঃ খাদেৎ সন্নিপাতে সুদারুণে।।

হিঙ্গুল, বিষ, সোহাগার খৈ, জৈত্রী, জায়ফল, মরিচ, পিপুল ও মৃগনাভি, প্রত্যেক দ্রব্য তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া জল দিয়া মর্দ্দন করিবে এবং ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সান্নিপাতিক জ্বরে ব্যবস্থেয়।

বৃহৎকস্তূরীভৈরবো রসঃ

মৃগমদশশিসূর্য্যা ধাতকী শূকশিম্বী রজতকনকমুক্তা বিদ্রুমং লৌহপাঠাঃ। ক্রিমিরিপুঘনবিশ্বা বারিতালাভ্রধাত্রী রবিদলরসপিষ্টঃ কস্তূরীভৈরবোঽয়ম্।। কস্তূরীভৈরবঃ খ্যাতঃ সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ। আর্দ্রকস্য রসৈঃ পেয়ো বিষমজ্বরনাশনঃ।। দ্বন্দ্বজান্ ভৌতিকান্ বাপি জ্বরান্ কামাদিসম্ভবান্। অভিচারকৃত্য শ্চৈব তথা শক্রকৃতান্ পুনঃ। নিহন্যাদ্ ভক্ষণাদেব ডাকিন্যাদিযুতা স্তথা*।। বিশ্বচূর্ণজীরকাভ্যাং মধুনা সহ পানতঃ। আমাতিসারং গ্রহণীং জ্বরাতীসারমেব চ।। অগ্নিদীপ্তিকরঃ শান্তঃ কাসরোগনিকৃন্তনঃ। ক্ষপয়েদ্ ভক্ষণাদেব মেহরোগ হলীমকম্।। জীর্ণজ্বরং নূতনং বা দ্বিকালীনঞ্চ সন্ততম্। প্রক্ষিপ্তং ভৌতিক বাপি হন্তি সর্ব্বান্ বিশেষতঃ।। ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং বা ত্র্যাহিকং চাতুরাহিকম্। পাঞ্চাহিকম্ ষষ্ঠসংস্থং পাক্ষিকং মাসিকং তথা। সর্ব্বান্ জ্বরান্ নিহন্ত্যাশু ভক্ষণাদার্দ্রকদ্রবৈঃ।।

মৃগনাভি, কর্পূর, তাম্র, ধাইফুল, আলকুশীবীজ, রৌপ্য, স্বর্ণ, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, আক্‌নাদি, বিড়ঙ্গ, মুতা, শুঁঠ, বালা, হরিতাল, অভ্র ও আমলকী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া আকন্দপাতার রসে মর্দ্দন করিবে এবং ১ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। অনুপান— আদার রস। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও বহুবিধ রোগ উপশমিত হয়।

শ্লেষ্মকালানলো রসঃ

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং শৃততাম্রকম্। তুত্থং মনোহ্বা তালঞ্চ কট্‌ফলং ধূর্ত্তবীজকম্।। হিঙ্গু সমাক্ষিকং কুষ্ঠং ত্রিবৃদ্ দন্তী কটুত্রিকম্। ব্যাধিঘাতফলং বঙ্গং টঙ্গণং সমভাগিকম্।। স্নুহীক্ষীরেণ বটিকাঃ কারয়েৎ কুশলো ভিষক্। বিজ্ঞায় কোষ্ঠং কালঞ্চ যোজয়েদ্ রক্তিকাং ক্রমাৎ।। বাতশ্লেষ্মণি মন্দেঽগ্নৌ পিত্তশ্লেষ্মাধিকেঽপি চ। জীর্ণজ্বরে চ শ্বয়থৌ সন্নিপাতে কফোল্বণে।। বলাসপ্রবলং ত্যক্ত্বা ধাতুং বাতাত্মকং নয়েৎ। সেবনাৎ সর্ব্বরোগঘ্নঃ শ্লেষ্মকালানলো রসঃ।।

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, তাম্র, তুঁতে, মনঃশিলা, হরিতাল, কট্‌ফল, ধুতূরাবীজ, হিঙ্গু, স্বর্ণমাক্ষিক, কুড়, তেউড়ী, দন্তী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোন্দাল, বঙ্গ, সোহাগার খৈ, এই সমুদায় একত্র সিজের আঠায় মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে কফোল্বণ সন্নিপাত প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উপশমিত হয়।

* ইতঃ পরং সার্দ্ধদ্বয় শ্লোকাঃ কাশিদাসিকাঃ দৃশ্যন্তে।

শ্রীকালানলো রসঃ

রসং গন্ধং মৃতাভ্রঞ্চ টঙ্গণঞ্চ মনঃশিলা। হিঙ্গুলং গরলং দারু-বিষং তাম্রঞ্চ তৎসমম্।। বিড়ালপদমাত্রন্তু সর্ব্বং শুদ্ধং বিচূর্ণয়েৎ। ভাবনায় চ দাতব্যং লাঙ্গলীমূলকং তথা।। ঘোষামূলং তথা দেয়ং মূলং লোহিতাচিত্রকম্। অপুষ্পফলভূধাত্রী-মূলং ভ্রমররুদ্রকম্*।। বরাহমহিষৌ চ্ছাগো ময়ূরো মৎস্য এব চ। এতেষাঞ্চ দদেৎ পিত্তমার্দ্রকস্য রসেন চ। প্রত্যেকং মর্দ্দিতং শুষ্কং কণামাত্রাপ্রামাণতঃ।।

* ভ্রমরোঽত্র ভ্রমরেষ্টা ভার্গীত্যর্থঃ।

পারদ, গন্ধক, অভ্র, সোহাগার খৈ, মনঃশিলা, হিঙ্গুল, কৃষ্ণসর্পবিষ, দারুমুজ, বিষ ও তাম্র প্রত্যেক ১ কর্ষ (২ তোলা) মাত্রায় গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। পরে নিম্নলিখিত দ্রব্য দ্বারা ভাবনা দিয়া কণিকা মাত্রায় বটিকা করিবে। ভাব্যদ্রব্য যথা—লাঙ্গলীমূল, ঘোষালতার মূল, রক্তচিতার মূল, কচি ভুঁইআমলার মূল, বামুনহাটী ও আকন্দের মূল, ছাগাদি পঞ্চপিত্ত এবং আদার রস। এই ঔষধ সেবনে সান্নিপাতিক বিকার প্রশমিত হয়।

মৃতসঞ্জীবনী

গুড়ং দ্রোণসমং গ্রাহ্যং বর্ষাদূর্দ্ধং পুরাতনম্। বাবরীত্বচমাদায় দাপয়েৎ পলবিংশতিম্।। দাড়িমং বৃষমোচঞ্চ বরাক্রান্তারুণা তথা। অশ্বগন্ধা দেবদারু বিল্বশ্যোণাকপাটলাঃ।। শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরম্। বিশালা বদরী চিত্রং স্বয়ংগুপ্তা পুনর্নবা।। এষাং দশপলান্ ভাগান্ কুট্টয়িত্বা উদূখলে। সুগভীরে চ মৃদ্ভাণ্ডে তোয়মষ্টগুণং ক্ষিপেৎ।। গুড়সংগোলনং কৃত্বা এতৈঃ সংপূরয়েদ্‌বুধঃ। মুখে শরাবকং দত্ত্বা রক্ষয়েদ্ দিনবিংশতিম্।। ষোড়শাদ্দিবসাদূর্দ্ধং দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ। পূগপ্রস্থদ্বয়ঞ্চাত্র কুট্টয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।। ধুস্তুরং দেবপুষ্পঞ্চ পদ্মকোশীরচন্দনম্। শতপুষ্পা যমানী চ মরিচং জীরকদ্বয়ম্।। শঠী মাংসী ত্বগেলা চ সজাতীফলমুস্তকম্। গ্রন্থিপর্ণী তথা শুণ্ঠী মেথী মেষী চ চন্দনম্।। এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ কুট্টয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।। মৃন্ময়ে মোচিকাযন্ত্রে ময়ূরাখ্যেঽপি যন্ত্রকে।। যথাবিধিপ্রকারেণ চালনং দাপয়েদ্ বুধঃ। বুদ্ধিমান্ সৌজলং কৃত্বা উদ্ধরেদ্ বিধিবৎ সুরাম্।। এতস্মদ্যং পিবেন্নিত্যং যথাধাতুবয়ঃক্রমম্। দেবদার্ঢ্যকরং পুষ্টি-বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।। সন্নিপাতে জ্বরে ঘোরে বিসূচ্যাঞ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ। শীতে দেহে প্রযোজ্যেয়ং মৃতসঞ্জীবনী সুরা।।

বৎসরাধিক পুরাতন গুড় ৩২ সের, কুট্টিত বাব্‌লাছাল ২০ পল, দাড়িমছাল, বাসকছাল, মোচরস, বরাহক্রান্তা, আতইচ, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, বেলছাল, শ্যোণাছাল, পারুলছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কন্টকারী, গোক্ষুর, রাখালশশার মূল, কুল, চিতামূল, আলকুশীবীজ ও পুনর্নবা, ইহাদের প্রত্যেক কুট্টিত ১০ পল, জল ২৫৬ সের, এই সমুদায় একত্র একটি গভীর মৃৎপাত্রে (জালার ভিতর) রাখিয়া শরাব দ্বারা মুখ বন্ধ করিবে। ১৬ দিবস পরে উহাতে কুট্টিত সুপারি ৪ সের, ধুতূরামূল, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, উশীর, রক্তচন্দন, শুল্‌ফা, যমানী, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, জটামাংসী, গুড়ত্বক্, এলাইচ, জায়ফল, মুতা, গেঁটেলা, শুঁঠ, মেথী, মেষশৃঙ্গী ও শ্বেতচন্দন প্রত্যেক ২ পল, এই সমুদায় কুট্টিত করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া পুনরায় জালার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। অনন্তর ৪ দিন পরে ঐ সমুদায় যথাবিধানে বকযন্ত্রে চুয়াইয়া মদ্য প্রস্তুত করিবে। বল, অগ্নি ও বয়ঃক্রম অনুসারে মাত্রা নির্দ্ধারণ করিবে। ইহা সেবনে ঘোর সন্নিপাতজ্বর, বিসূচিকা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উপশমিত হয়। উপরন্তু ইহা দ্বারা দেহের

কান্তি, বল, পুষ্টি ও দৃঢ়তা সাধিত হয়।

রসেশ্বরঃ

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং গৃহীত্বা তৎপাদভাগং রবিতারহেম। ভস্মীকৃতং যোজয় মর্দ্দয়াথ দিনত্রয়ং বহ্নিরসেন ঘর্ম্মে।। বিষঞ্চ দত্ত্বাত্র কলাপ্রমাণমজাদিপিত্তৈঃ পরিভাবয়েচ্চ। বল্লদ্বয়ঞ্চাস্য দদীত বহ্নি-কটুত্রয়ার্দ্রস্বরসপ্রযুক্তম্।। তৈলেন চাভ্যক্তবপুশ্চ কুর্য্যাৎ স্নানং জলেনৈব সুশীতলেন। যাবদ্ভবেদ্ দুঃসহমস্য শীতং মূত্রং পুরীষঞ্চ শরীরকম্পঃ। পথ্যে যদীচ্ছা পরিজায়তেঽস্য মরীচখণ্ডং দধিভক্তকঞ্চ। অম্লং দদীতার্দ্রকমত্র শাকং দিনাষ্টকং স্নানমিদঞ্চ পথ্যম্।। রসেন্দ্রচিন্তামণাবস্য সন্নিপাতসূর্য্য ইতি সংজ্ঞা।

রস ৮ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা, তাম্র ২ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, এইসকল দ্রব্য চিতার রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া তাহাতে ষোড়শাংশ বিষ মিশ্রিত করিবে। পরে ছাগ প্রভৃতি পঞ্চপিত্তে ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস, চিতার রস এবং ত্রিকটুচূর্ণ। ইহাতেও পূর্ব্ববৎ দধি ও অম্ল প্রভৃতি পথ্য দিবে এবং রোগিকে উত্তমরূপে তৈল মাখাইয়া সুশীতল জলে এরূপে স্নান করাইবে, যেন তাহাতে রোগির কম্প এবং মলমূত্রাদির প্রবৃত্তি হয়। ক্রমাগত অষ্টাহ স্নানাদি করাইবে।

লৌহাষ্টকং মারিতমর্কভাগং সূতং দ্বিভাগং দ্বিগুণঞ্চ গন্ধম্। বিমর্দ্দয়েদ্ বহ্নিরসেন তাপে দিনত্রয়ঞ্চাত্র বিষং কলাংশম্।। বিক্ষিপ্য পিত্তৈঃ পরিভাবিতোঽয়ম্ রসোঽর্কমূর্ত্তির্ভবতি ত্রিদোষে।। তাম্রস্য পাত্রে তু দিনৈকমাত্রং নিম্বুরসেনাপিচ পিত্তবর্গৈঃ। ক্ষুদ্রার্দ্রকোত্থেন রসেন সূতস্ত্রিদোষদাবানল এষ সিদ্ধঃ।। গুঞ্জাদ্বয়ং ত্র্যূষণযুক্তমস্য দদীত চিত্রার্দ্ররসেন বাপি। নাসাপুটে চাপি নিয়োজনীয়া গুঞ্জাস্য শুণ্ঠীমরিচেন যুক্তা।

(যদি তাম্রপাত্রে জম্বীরাদিরসৈঃ পুনরপি ভাবয়েৎ, তদা ত্রিদোষদাবানলো ভবতি।)

লৌহ, লৌহের অষ্টাংশ তাম্র, দুই ভাগ পারদ, দুই ভাগ গন্ধক, এই সমুদায় একত্র করিয়া তিন দিন চিতার রসে মর্দ্দন করিবে। পরে ষোড়শাংশ বিষ মিশ্রিত করিয়া পঞ্চপ্রকার পিত্ত দ্বারা ভাবিত করিবে। ইহার নাম "অর্কমূর্ত্তি রস"। আর যদি ইহাকে তাম্রপাত্রে স্থাপিত করিয়া পুনর্ব্বার লেবুর রস, পিত্তবর্গ, কন্টকারী ও আদার রস, এই সকল দ্বারা ভাবনা দেওয়া যায়, তাহা হইলে "ত্রিদোষদাবানল রস" প্রস্তুত হয়। মাত্রা—২ রতি। অনুপান—ত্রিকটুচূর্ণসংযুক্ত চিতার রস অথবা আদার রস। ইহা ১ রতি মাত্রায় শুঁঠ ও মরিচচূর্ণ-সহ নস্যার্থে ব্যবহৃত হয়।

ত্রিদোষদাবানল-কালমেঘঃ

তালেন বঙ্গং শিলয়া চ নাগং রসৈঃ সুবর্ণং রবিতারপত্রম্ গন্ধেন লৌহং দরদেন সর্ব্বং পুটে মৃতং যোজয় তুল্যভাগম্।। তত্তুল্যসূতঃ দ্বিগুণঃ গন্ধং তুত্থঞ্চ গন্ধেন সমানভাগম্ নিম্বুত্থতোয়েন বিমর্দ্দ্য সর্ব্বং গোলং প্রকৃত্যাথ মৃদা বিলিপ্য।। পুটঞ্চ দত্ত্বাথ বিমর্দ্দয়েনং গন্ধেন তুল্যেন কৃশানুনীরৈঃ। বিষঞ্চ দত্ত্বাথ কল[illegible]মীনং কৃশানুত্থরসৈঃ পচেৎ তু।।

পিত্তৈস্তথা ভাবিত এষ সূতস্ত্রিদোষদাবানলকালমেঘঃ। বলং দদীতাস্য চ পূর্ব্বযুক্ত্যা দাহোত্তরে তং মধুপিপ্পলীভিঃ।। মুদ্গাশ্চ শাল্যন্নমিহ প্রশস্তং পথ্যং ভবেৎ কোঞ্চমিদং দিনান্তে।।

হরিতালের সহিত বঙ্গ, মনঃশিলার সহিত সীসক, রসের সহিত স্বর্ণ তাম্র ও রৌপ্যপত্র, গন্ধকের সহিত লৌহ জারণ করিয়া পশ্চাৎ হিঙ্গুলের সহিত সমুদায় দ্রব্য পুটে পাক করিবে। ইহাদের সকলের সমান ভাগ লইবে। এবং তৎপরিমিত পারদ, দ্বিগুণ গন্ধক, দ্বিগুণ তুঁতে, এই সকল দ্রব্য লেবুর রসে মর্দ্দিত ও গোলাকার এবং মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া যথানিয়মে পুটপাক করিবে। অনন্তর উহাতে সমান গন্ধক দিয়া চিতার রসে মর্দ্দন করিবে, পশ্চাৎ উহাতে ষোড়শাংশ বিষ মিশ্রিত ও চিতার রসে সিক্ত করিয়া পাক করিবে। পরে মৎস্যাদির পিত্তে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দাহপ্রধান জ্বরে মধু ও পিপ্পলীর সহিত সেবনীয়। অপরাহ্ণে রোগিকে মুগের ডাল ও শালিতণ্ডুলের ঈষদুষ্ণ অন্ন ভোজন করাইবে।

শ্রীপ্রতাপলঙ্কেশ্বরো রসঃ

অপামার্গস্য মূলানাং চূর্ণং চিত্রকমূলজৈঃ। বল্কলৈর্মর্দ্দয়িত্বাথ রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ।। তেন তুল্যাং শুদ্ধগন্ধমভ্রকং পারদং বিষম্। টঙ্গণং তালকঞ্চৈব মর্দ্দয়েদ্ দিনসপ্তকম্।। ত্রিদিনং মুষলীকন্দৈর্ভাবয়েদ্ ঘর্ম্মরক্ষিতম্। মূষাঞ্চ গোস্তনাকারামাপূর্য্যোপরি ঢক্কয়েৎ। সপ্তভির্মৃত্তিকাবস্ত্রৈর্বেষ্টয়িত্বা পুটেল্লঘু।। রসতুল্যং লৌহভস্ম মৃতবঙ্গমহিস্তথা।। মধূকসারজলদং রেণুকং গুগ্গুলুং শিলাম্।। চাম্পেয়ঞ্চ সমাংশং স্যাদ্ ভাগার্দ্ধং শোধিতং বিষম্। তৎ সর্ব্বং মর্দ্দয়েৎ খল্লে ভাবয়েদ্ বিষনীরতঃ।। আতপে সপ্তধা তীব্রে মর্দ্দয়েদ্ ঘটিকাদ্বয়ম্। কটুত্রয়কষায়েণ কনকস্য রসেন চ।। ফলত্রয়কষায়েণ মুনিপুষ্পরসেন চ। সমুদ্রফেননীরেণ বিজয়াপত্রবারিণা। চিত্রকস্য কষায়েণ জ্বালামুখ্যা রসেন চ। প্রত্যেকং সপ্তধা ভাব্যং তদ্বৎ পিত্তৈশ্চ পঞ্চভিঃ।। সর্ব্বস্য সমভাগেন বিষেণ পরিধূপয়েৎ। বিমর্দ্দ্য স্রক্ষয়িত্বা চ রক্ষয়েৎ কূপিকোদরে।। গুঞ্জৈকং বহ্নিনীরেণ শৃঙ্গবেররসেন বা। দদ্যাচ্চ রোগিণে তীব্র-মৌঢ্যবিস্মৃতিশান্তয়ে। ক্ষুরেণ তালুমাহত্য ঘর্ষয়েদার্দ্রনীরতঃ। নোদ্ঘটন্তে যদা দন্তাস্তদা কুর্য্যাদমুং বিধিম্। সেচয়েন্মন্ত্রবিদ্ বৈদ্যো বারাং কুম্ভশতৈর্নরম্।। ভোজনেচ্ছা যদা তস্য জায়তে রোগিণঃ পরম্। দধ্যোদনং সিতাযুক্তং দদ্যাৎ তক্রং সজীরকম্।। পানে পানং সিতাজাতং যদিচ্ছেত দদীত তৎ। এবং কৃতে ন শান্তিঃ স্যাৎ তাপস্য চ রুজস্য চ। সচন্দ্রং চন্দনরসালেপনং কুরু শীতলম্।। যূথিকামল্লিকাজাতী-পুন্নাগবকুলাবৃতাম্। বিধায় শয্যাং তত্রস্থং লেপনশ্চন্দনৈর্মুহুঃ। হাবভাববিলাসোক্তৈঃ কটাক্ষচঞ্চলেক্ষণৈঃ পীনোত্তুঙ্গকুচাপীড়ৈঃ কামিনীপরিরম্ভণৈঃ।। রম্যবীণানিনাদোক্তৈর্গায়নৈঃ শ্রবণামৃতৈঃ।।পুণ্যশ্লোককথাদ্যৈশ্চ সন্তাপহরণং কুরু। দদ্যাদ্ বাতেষু সর্ব্বেষু সিন্ধুজৈঃ সহ বহ্নিভিঃ।। দদ্যাৎ কণামাক্ষিকাব্যাং কামলাহ্বয়পাণ্ডুষু।। তন্তদ্রোগানুপানেনসর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ। অয়ং প্রতাপলঙ্কেশঃ সন্নিপাতহরঃ পরঃ।।

কুট্টিত আপাঙ্গের মূল, চিতামূলের বল্কল স্বরসে মর্দ্দন করিয়া বস্ত্রে নিষ্পীড়নপূর্ব্বক তাহার রস বাহির করিয়া লইবে। পশ্চাৎ ঐ রসের সমান পরিমাণে রস, গন্ধক, অভ্র, বিষ, সোহাগার খৈ ও হরিতাল, এই সকল দ্রব্য লইয়া ঐ দ্রবের সহিত মিলিত করত ৭ দিন মর্দ্দন করিবে।

পরে ৩ দিন তালমূলীর রসে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। তৎপরে উহা মূষামধ্যে স্থাপন করিয়া মৃত্তিকা সহিত বস্ত্র দ্বারা ৭ পুরু বেষ্টন করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। আর লৌহ, বঙ্গ, সীসক, মণ্ডূরসার, মুতা, রেণুকা, গুগ্‌গুলু, মনঃশিলা, নাগেশ্বর প্রত্যেকে রসের সমান, অর্দ্ধভাগ বিষ, এই সকল দ্রব্য খলে মর্দ্দন করিয়া শৃঙ্গীবিষের ক্বাথে সাত বার তীব্র রৌদ্রে ভাবনা দিয়া দুই দণ্ড কাল মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর ত্রিকটুর ক্বাথে, ধুতূরার রসে, ত্রিফলার ক্বাথে, বকপুষ্প রসে, সমুদ্রফেনের জলে, সিদ্ধিভিজার জলে, চিতার ক্বাথে ও ঈশলাঙ্গলার রসে এবং পঞ্চপিত্তে প্রত্যেকে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে, পরে সকলের সমান পরিমাণে বিষ মিলিত করিয়া একত্র মর্দ্দন করিবে, পশ্চাৎ পূর্ব্বলিখিত পারদাদির সহিত এই মর্দ্দিত দ্রব্য সমস্ত মিলিত করিয়া যথানিয়মে কাচকূপিকায় স্থাপন করিবে। ইহা ১ রতি পরিমাণে চিতার অথবা আদার রসের সহিত সেবনীয়। সেবনে অসমর্থ হইলে, রোগির তালুদেশ ক্ষুরের দ্বারা ক্ষত করিয়া ঐ স্থানে আদার রসের সহিত এই ঔষধ ঘর্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগিকে দধ্যন্ন, চিনি ও জীরকচূর্ণ-মিশ্রিত তক্র প্রভৃতি যথেপ্সিত আহার্য্য প্রদান ও শৈত্যক্রিয়া করিবে। তাহাতে তাপ ও রুজার শান্তি না হইলে রোগির গাত্রে চন্দনাদি লেপন ও তাহার আহ্লাদজনক ইচ্ছামত শ্লোকোক্ত অন্যান্য ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। ইহা উপযুক্ত অনুপানের সহিত সর্ব্বরোগে প্রযোজ্য।

মৃগমদাসবঃ

মৃতসঞ্জীবনী গ্রাহ্যা পঞ্চাশৎপলসম্মিতা। তদর্দ্ধং মধু সংগ্রাহ্যং তোয়ং মধুসমং তথা।। কস্তূরীকুড়বং তত্র মরিচং দেবপুষ্পকম্। জাতীফলং পিপ্পলী ত্বগ্‌ভাগান্ দ্বিপলিকান্ ক্ষিপেৎ।। ভাণ্ডে সংস্থাপ্য রুদ্ধা চ নিদধ্যান্মাসমাত্রকম্। বিসূচিকায়াং হিক্কায়াং ত্রিদোষপ্রভবে জ্বরে। বীক্ষ্য কোষ্ঠং বলঞ্চৈব ভিষঙ্ মাত্রাং প্রযোজয়েৎ।।

মৃতসঞ্জীবনী ৫০ পল, মধু ২৫ পল, জল ২৫ পল, মৃগনাভি ৪ পল, মরিচ, লবঙ্গ, জায়ফল, পিপ্পলী ও গুড়ত্বক্ প্রত্যেক ২ পল, এই সমুদায় একত্র করিয়া আবৃতপাত্রে এক মাস রাখিবে, পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা যথাযোগ্য মাত্রায় বিসূচিকা, হিক্কা ও সান্নিপাতিক জ্বরে প্রযোজ্য।

মধ্য-জীর্ণ-বিষম-জ্বরাদৌ

জ্বরমাতঙ্গকেশরী রসঃ

পারদং গন্ধকঞ্চৈব হরিতালং সমাক্ষিকম্। কটুত্রয়ং তথা পথ্যা ক্ষারৌ দ্বৌ সৈন্ধবং তথা।।
নিম্বস্য বিষমুষ্টেশ্চ বীজং চিত্রকমেব চ। এষাং মাষমিতো ভাগো গ্রাহ্যঃ প্রতিসুসংস্কৃতঃ।।
দ্বিমাষং কানকফলং বিষঞ্চাপি দ্বিমাষিকম্। নির্গুণ্ডীস্বরসেনাপি শোষয়েৎ তৎ প্রযত্নতঃ।।
সার্দ্ধরক্তিপ্রমাণেন বটী কার্য্যা সুশোভনা। সর্ব্বজ্বরহরা চৈষা ভেদিনী দোষনাশিনী।।
আমাজীর্ণপ্রশমনী কামলাপাণ্ডুরোগহা। বহ্নিদীপ্তিকরী চৈষা জঠরাময়নাশিনী।।
উষ্ণোদকানুপানেন দাতব্যা হিতকারিণী। ভাষিতো লোকনাথেন জ্বরমাতঙ্গকেশরী।।

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যবক্ষার, সাচিক্ষার,

সৈন্ধবলবণ, নিম্ববীজ, কুঁচিলা ও চিতামূল প্রত্যেক ১ মাষা, জয়পালবীজ ২ মাষা ও বিষ ২ মাষা; এই সকল দ্রব্য যথাযোগ্য শোধনাদি করিয়া ও একত্র মাড়িয়া নিসিন্দাপাতার রসে ভাবনা দিতে হইবে। দেড় রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া উষ্ণ জলসহ সেবন করিতে হইবে। ইহা ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, আম, অজীর্ণ, কামলা, পাণ্ডুরোগ ও জঠররোগ উপশমিত হয়। ইহা ভেদক, অগ্নির দীপক ও দোষনাশক।

রসমঙ্গলোক্তো জ্বরমুরারীরসঃ

শুদ্ধসূতং শুদ্ধগন্ধং বিষঞ্চ দরদং পৃথক্। কর্ষপ্রমাণং কর্ষার্দ্ধং লবঙ্গং মরিচং পলম্।। শুদ্ধং কনকবীজঞ্চ পলদ্বয়মিতং তথা। ত্রিবৃতাকর্ষমেকঞ্চ ভাবয়েদ্দন্তিকদ্রবৈঃ।। সপ্তধা চ ততঃ কার্য্যা গুড়ী গুঞ্জামিতা শুভা। জ্বরমুরারিনামায়ং রসো জ্বরকুলান্তকঃ।। অত্যন্তাজীর্ণপূর্ণে চ জ্বরে বিষ্টম্ভসংযুতে। সর্ব্বাঙ্গগ্রহণে গুল্মে চামবাতেঽম্লপিত্তকে।। কাসশ্বাসে যক্ষ্মরোগেঽপ্যুদরে সর্ব্বসম্ভবে। গৃধ্রস্যাং সন্ধিমজ্জস্থে বাতে শোথে চ দুস্তরে।। যকৃতি প্লীহরোগে চ বাতরোগে চিরোত্থিতে। অষ্টাদশকুষ্ঠরোগে সিদ্ধো গহননির্ম্মিতঃ।।

পারদ, গন্ধক, বিষ ও হিঙ্গুল প্রত্যেক ২ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, ধুতূরাবীজ ১৬ তোলা (এই স্থলে কেহ কেহ বলেন, জয়পাল ১৬ তোলা), তেউড়ী ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া দন্তীর ক্বাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর, অজীর্ণ, বিষ্টম্ভ ও আমবাত প্রভৃতি নষ্ট হয়।

শ্রীজ্বরমুরারিঃ

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং ব্যোষং টঙ্গণং নাগরাভয়া। জয়পালসমাযুক্তং সদ্যো জ্বরবিনাশনম্।। (সর্ব্বচূর্ণসমং জয়পালচূর্ণম্, সর্ব্বং পিষ্ট্বা কলায়প্রমাণা বটী কার্য্যা।)

হিঙ্গুল, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খৈ, শুঁঠ ও হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান জয়পালবীজচূর্ণ, জলে মর্দ্দন করিয়া মটরপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে সদ্যঃ জ্বর নিবৃত্ত হয়।

চন্দ্রশেখরো রসঃ

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মরিচং টঙ্গণং তথা। চতুস্তুল্যা শিলা যোজ্যা মৎস্যপিত্তেন ভাবয়েৎ।। ত্রিদিনং মর্দ্দয়েৎ তেন রসোঽয়ং চন্দ্রশেখরঃ। দ্বিগুঞ্জমার্দ্রকদ্রাবৈর্দেয়ং শীতোদকং হ্যনু।। তক্রভক্তঞ্চ বৃন্তাকং পথ্যং তত্র প্রদাপয়েৎ। ত্রিদিনাৎ শ্লেষ্মপিত্তোত্থমত্যুগ্রং নাশয়েজ্জ্বরম্।।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ ও সোহাগার খৈ ১ ভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান শোধিত মনঃশিলা একত্র মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে রোহিতমৎস্যের পিত্তে ভাবনা দিয়া এবং ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে অত্যুগ্র পিত্তশ্লেষ্মজ্বর তিন দিনের মধ্যে আরোগ্য হয়।

জ্বরভৈরবো রসঃ

ত্রিকটুত্রিফলাটঙ্গ-বিষং গন্ধকপারদম্। জৈপালঞ্চ সমং মর্দ্দ্যং দ্রোণপুষ্পীরসৈর্দিনম্।। তাম্বূলেন সমং প্রাতঃ খাদেদ্ গুঞ্জামিতাং বটীম্। মুদ্গাযূষং শিখরিণীং পথ্যং দেয়ং প্রযত্নতঃ।। নবজ্বরং ত্রিদোষোত্থং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্। দিনৈকেন নিহন্ত্যাশু রসো২য়ং জ্বরভৈরবঃ।।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, সোহাগার খৈ, বিষ, গন্ধক, পারদ ও জয়পাল, এই সমুদায় সমভাগে লইয়া একত্র ঘলঘসিয়ার রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পাণের রস। ইহা সেবনে ত্রিদোষজ নবজ্বর, জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বর অতি সত্বর উপশমিত হয়। রোগিকে মুদ্গাযূষ ও শিখরিণী (সরবৎ) পথ্য দিবে।

স্বচ্ছন্দভৈরবো রসঃ

সমভাগাংশ্চ সংগৃহ্য পারদামৃতগন্ধকান্। জাতীফলস্য ভাগার্দ্ধং দত্ত্বা কুর্য্যাচ্চ কজ্জলীম্।। সর্ব্বার্দ্ধং পিপ্পলীচূর্ণং খল্লয়িত্বা নিধাপয়েৎ। গুঞ্জৈকং বা দ্বিগুঞ্জং বা নাগবল্লীদলৈঃ সহ।। আর্দ্রকস্য রসেনাপিদ্রোণপুষ্পীরসেন বা। শীতজ্বরে সন্নিপাতে বিসূচ্যাং বিষমজ্বরে।। পীনসে চ প্রতিশ্যায়ে জ্বরে২জীর্ণে তথৈব চ। মন্দে২গ্নৌ বমনে চৈব শিরোরোগে চ দারুণে। প্রযোজ্যা ভিষজা সম্যগ্রসঃ স্বচ্ছন্দভৈরবঃ।।

পারদ ৪ ভাগ, বিষ ৪ ভাগ, গন্ধক ৪ ভাগ ও জায়ফল ২ ভাগ, সর্ব্বসমষ্টির অর্দ্ধেক পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ১ বা ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার অনুপান—পাণের রস, আদার রস অথবা ঘলঘসিয়া পাতার রস। ইহা সেবনে জ্বর, শীতজ্বর, সন্নিপাতজ্বর, বিষমজ্বর, মন্দাগ্নি, অজীর্ণ, বিসূচিকা, পীনস ও শিরোরোগ উপশমিত হয়।

জ্বরকেশরী

শুদ্ধসূতং বিষং ব্যোষং গন্ধং ত্রিফলমেব চ। জয়পালং সমং কৃত্বা ভৃঙ্গতোয়েন মর্দ্দয়েৎ।। গুঞ্জামাত্রা বটী কার্য্যা বালানাং সর্ষপাকৃতিঃ। নারিকেলাম্বুনা চাপি সর্ব্বজ্বরবিনাশিনী।। নারিকেলজলং শস্তং কর্ষত্রয়ং পিবেদনু। সিতয়া চ সমং পীতা পিত্তজ্বরবিনাশিনী।। মরিচেন প্রযুক্তা সা সন্নিপাতজ্বরাপহা। পিপ্পলীজীরকাভ্যাঞ্চ দাহজ্বরবিনাশিনী। জ্বরকেশরিনামায়ং রসো জ্বরবিনাশনঃ।।

বিশুদ্ধ পারদ, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গন্ধক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও জয়পালবীজ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করত ১ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে, কিন্তু বালকের পক্ষে সর্ষপপ্রমাণ। ইহা ৬ তোলা ডাবের জলসহ সকল জ্বরে প্রয়োগ করিতে হয়। পিত্তজ্বরে চিনির সহিত, সন্নিপাতে মরিচের সহিত এবং দাহজ্বরে পিপ্পলী ও জীরাসহ সেবন করিতে হইবে।

বিদ্যাধরো রসঃ

রসো গন্ধস্তাম্রং ত্রিকটু কটুকাটঙ্গণবরাত্রিবৃদ্দন্তীহেমদ্যুমণিবিষমেতৎ সমমিদম্। সমস্তৈস্তুল্যং স্যাদ্ বিমলজয়পালোদ্ভবরজস্ততঃ মুক্ক্ষীরেণ প্রগুণমৃদিতং দন্তিসলিলৈঃ।। দ্বিগুঞ্জাস্য প্রৌঢ়ং জয়তি বটিকা সামমতুলম্ জ্বরং পাণ্ডুং গুল্মং গ্রহনিগুদকীলোদ্ভবরুজঃ। মরুচ্ছূলাজীর্ণং প্রবলমপি সামং ক্রিমিগদম্ বিবদ্ধং প্লীহানং যকৃতমপি বিদ্যাধররসঃ।।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কট্‌কী, সোহাগার খৈ, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, তেউড়ীমূল, দন্তীবীজ, ধুস্তুরবীজ, আকন্দমূল ও বিষ, এই সমুদায় দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ লইয়া সর্ব্বসমষ্টির সমান জয়পালচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। অনন্তর সিজের আঠায় ও দন্তীর ক্কাথে ভাবনা দিয়া এবং মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সামজ্বর, পাণ্ডু, গুল্ম, গ্রহণীরোগ, গুদকীলোদ্ভব শূল, বায়ুজন্য প্রবল শূল, অজীর্ণ, ক্রিমি, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্লীহা ও যকৃৎ নিবারিত হয়।

অর্দ্ধনারীশ্বরো রসঃ

রসগন্ধামৃতঞ্চৈব সমং শুদ্ধঞ্চ টঙ্গণম্। মর্দ্দয়েৎ খল্লমধ্যে তু যাবৎ স্যাৎ কজ্জলপ্রভম্।। নকুলারিমুখে ক্ষিপ্ত্বা মৃদা সংবেষ্টয়েদ্ বহিঃ। স্থাপয়েন্মৃন্ময়ে পাত্রে উর্দ্ধাধো লবণং ক্ষিপেৎ।। ভাণ্ডবক্ত্রং নিরুধ্যাথ চতুর্যামং হঠাগ্নিনা। স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য খল্লে কৃত্বা তু কজ্জলীম্।। গুঞ্জামাত্রং প্রদাতব্যং নস্যকর্ম্মণি যোজয়েৎ। বামভাগে জ্বরং হন্তি তৎক্ষণাল্লোককৌতুকম্। কুর্য্যাদ্দক্ষিণভাগেন চারোগ্যং নিশ্চিতং ভবেৎ।। গোপ্যাদ্ গোপ্যতমং প্রোক্তং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ। অর্দ্ধনারীশ্বরো নাম রসোঽয়ং কথিতো ভুবি।।

পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ, একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলবৎ করত কৃষ্ণসর্পের মুখে পুরিয়া ও কাদা দ্বারা লেপন করিয়া লবণপূর্ণ মৃদ্ভাণ্ডের মধ্যে স্থাপন করিবে, পরে ঐ মৃদ্ভাণ্ডের মুখ আবদ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ অগ্নিতে ৪ প্রহর কাল পাক করিবে। মৃদ্ভাণ্ড শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। ইহা ১ রতি মাত্রায় নস্যার্থে ব্যবহার্য্য। ইহার নস্য লইলে অতি আশ্চর্য্যরূপে তৎক্ষণাৎ বামাঙ্গের জ্বর দূরীভূত হইয়া দক্ষিণাঙ্গের জ্বর নিবারিত হয়। ইহা অতি গুহ্যতম ঔষধ।

স্বল্পজ্বরাঙ্কুশো রসঃ

রসস্য দ্বিগুণং গন্ধং গন্ধতুল্যঞ্চ টঙ্গণম্। রসতুল্যং বিষং যোজ্যং মরিচং পঞ্চধা বিষাৎ।। কট্‌ফলং দন্তীবীজঞ্চ প্রত্যেকং মরিচোন্মিতম্। জ্বরাঙ্কুশো রসো নাম মর্দ্দয়েদ্যামমাত্রকম্। মাষৈকেণ নিহন্ত্যাশু জ্বরং জীর্ণং ত্রিদোষজম্।।
(অস্য মাষামাত্রাং শর্করয়া সংনীয় গিলিয়া কিঞ্চিৎ জলং পিবেৎ।)

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগার খৈ ২ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, মরিচ ৫ ভাগ, কট্‌ফল ৫ ভাগ, দন্তীবীজ ৫ ভাগ, একত্র জলসহ এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া এক মাষা পরিমাণে চিনির সহিত গিলিয়া একটু জল পান করিবে। ইহা সেবনে জীর্ণজ্বর ও সান্নিপাতিক জ্বর নিবারিত হয়। ইহা বিরেচক ঔষধ।

স্বল্পজ্বরাঙ্কুশো রসঃ (মতান্তরে)

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং বীজং কনকসম্ভবম্। মহৌষধং টঙ্গণঞ্চ হরিতালং তথা বিষম্।। ভৃঙ্গ রাজাম্বুনা সর্ব্বং মর্দ্দয়িত্বা বটীং চরেৎ। গুঞ্জাপ্রমাণাং খাদেৎ তাং যথাদোষানুপানতঃ।। এষ জ্বরাঙ্কুশো নাম্না বিষমজ্বরনাশনঃ। জ্বরাতিসারমন্দাগ্নীন্ নাশয়েদবিকল্পতঃ।।

পারদ, গন্ধক, ধুতুরাবীজ, শুঁঠ, সোহাগার খৈ, হরিতাল ও বিষ, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিয়া একরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষ বিবেচনা করিয়া অনুপান বিধান করিবে। ইহা সেবনে বিষমজ্বর, জ্বরাতিসার ও মন্দাগ্নি সত্বর দূরীভূত হয়।

মধ্যমজ্বরাঙ্কুশো রসঃ

শুদ্ধং সূতং তথা গন্ধং কর্ষমানং নয়েদ্‌বুধঃ। মহৌষধং টঙ্গণঞ্চ হরিতালং তথা বিষম্।।
রসার্দ্ধং মর্দ্দয়েৎ খল্লে ভৃঙ্গরাজরসেন তু। ত্রিদিনং ভাবনাং দত্ত্বা চতুর্থে বটিকাং ততঃ।।
কুর্য্যাচ্চণকমাত্রাঞ্চ পিপ্পলীমধুসংযুতঃ। এষ জ্বরাঙ্কুশো নাম বিষমজ্বরনাশনঃ।।
(মহৌষধাদীনাং চতুর্ণাং প্রত্যেকং রসার্দ্ধম্।)

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা ও বিষ ১ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে ৩ দিন ভাবনা দিবে। চতুর্থ দিবসে চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু। ইহা সেবনে বিষমজ্বর উপশমিত হয়।

মহাজ্বরাঙ্কুশো রসঃ

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং ধূর্ত্তবীজং ত্রিভিঃ সমম্। চতুর্ণাং দ্বিগুণং ব্যোষ-চূর্ণং গুঞ্জাদ্বয়ং হিতম্।।
জম্বীরস্য চ মজ্জাভিরার্দ্রকস্য রসৈর্যুতম্। মহাজ্বরাঙ্কুশো নাম জ্বরাষ্টকনিসূদনঃ।।
(ব্যোষং মিলিত্বা দ্বিগুণম্।)

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, ধুতুরাবীজ ৩ ভাগ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ মিলিত ১২ ভাগ (প্রত্যেক ৪ ভাগ), একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। গোঁড়ালেবুর শাঁস ও আদার রস অনুপানে সেবনীয়। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়।

মহাজ্বরাঙ্কুশো রসঃ (মতান্তরে)

পারদং গন্ধকং তাম্রং হিঙ্গুলং তালমেব চ। লৌহং বঙ্গং মাক্ষিকঞ্চ খর্পরঞ্চ মনঃশিলা।।
স্বর্ণমভ্রং গৈরিকঞ্চ টঙ্গণং রূপ্যমেব চ*। সর্ব্বাণ্যেতানি তুল্যানি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ।।
জম্বীরতুলসীচিত্র-বিজয়াতিন্তিড়ীরসৈঃ। এভির্দ্দিনত্রয়ং রৌদ্রে নির্জ্জলে খল্লগহ্বরে।। চণমাত্রাং বটীং কৃত্বা চ্ছায়াশুষ্কান্তু কারয়েৎ। মহাগ্নিজননী চৈষা সর্ব্বজ্বরবিনাশিনী।। একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব ত্রিদোষপ্রভবং জ্বরম্।। চাতুর্থকং তথাত্যুগ্রং জলংদোষামুদ্ভবম্। সর্ব্বান্ জ্বরান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা। মহাজ্বরাঙ্কুশো নাম রসোঽয়ং মুনিভাষিতঃ।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতাল, লৌহ, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর, মনঃশিলা, স্বর্ণ, অভ্র,

* [illegible]

গিরিমাটী, সোহাগার খৈ ও রৌপ্য, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া গোঁড়ালেবু, তুলসীপাতা, চিতামূল, সিদ্ধিপাতা ও তেঁতুলপাতা ইহাদের রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে ও ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর উপশমিত হয় এবং অগ্নির অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। জ্বরনাশক ঔষধের মধ্যে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশবটী

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং মরিচং নাগরং কণাম্। ত্বচং জৈপালকং কুষ্ঠং ভূনিম্বং মুস্তকং পৃথক্।। চূর্ণয়িত্বা সমাংশন্তু কজ্জল্যা সহ মেলয়েৎ। নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসে চাপি আর্দ্রকস্য রসে তথা।। ভাবনাং কারয়িত্বা তু বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্। বটিকাং ভক্ষয়িত্বা তু বস্ত্রবেষ্টঞ্চ কারয়েৎ।। এষা জ্বরাঙ্কুশবটী সর্ব্বজ্বরবিনাশিনী। পৃথগ্ দোষাংশ্চ বিবিধান সমস্তান্ বিষমজ্বরান্।। প্রাকৃতং বৈকৃতং বাপি বাতশ্লেষ্মকৃতং তথা। অন্তর্গতং বহিঃস্থঞ্চ নিরামং সামামেব বা। জ্বরমষ্টবিধং হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।।

পারদ এবং গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে। পরে তাহাতে মরিচ, শুঁঠ, পিপুল, জয়পালের ছাল, কুড়, চিরতা ও মুতা, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে পারদের সমান মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দাপাতার রসে ও আদার রসে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই বটী সেবনান্তে বস্ত্রাদি দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করিয়া দিবে। ইহা সেবনে অষ্টবিধ জ্বর, প্রাকৃত ও বৈকৃত জ্বর, বিষমজ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়।

অভ্রম্

অভ্রং তাম্রং রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব সমং সমম্। দ্বিগুণং ধূর্ত্তবীজঞ্চ ব্যোষং পঞ্চগুণং মতম্।। আর্দ্রকস্য রসেনৈব বটী কার্য্যা দ্বিগুঞ্জিকা। অনুপানং প্রযোক্তব্যং যথাদোষানুসারতঃ।। অভ্রং জ্বরারিনামেদং সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।। বিষমাখ্যং জ্বরং হন্তি ধাতুস্থং বিষমজ্বরম্। প্লীহানং যকৃতং গুল্মমগ্রমাংসং সশোথকম্।। হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ মন্দানলমরোচকম্। নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।।

অত্র তাম্রাসহত্বে তাম্রস্থানে টঙ্গংগ্রাহ্যমিত্যুপদেশঃ।

অভ্র, তাম্র, পারদ, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেক এক এক ভাগ, ধুতূরাবীজ ২ ভাগ, শুঁঠ ৫ ভাগ, পিপুল ৫ ভাগ, মরিচ ৫ ভাগ, একত্র আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। দোষাদি বিবেচনাপূর্ব্বক অনুপান ব্যবস্থেয়। ইহা সেবনে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক জ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, বিষমজ্বর, ধাতুগত জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, অগ্রমাংস, শোথ, হিক্কা, শ্বাস, কাস, মন্দাগ্নি ও অরুচি প্রশমিত হইয়া থাকে।

চন্দনাদিলৌহম্

রক্তচন্দনহ্রীবের-পাঠোশীরকণাশিবানাগরোৎপলধাত্রীভিস্ত্রিমদেন সমন্বিতম্। লৌহং নিহন্তি বিবিধান্ সমস্তান্

ত্রিমদং মুস্তকচিত্রকবিড়ঙ্গম্। সমন্বিতমিতি দ্বাদশদ্রব্যসমং লৌহম্। রক্তিদ্বয়ং মধুনা লিহেৎ, পশ্চাৎ মুস্তানুচর্ব্বণং কর্ত্তব্যং বৃদ্ধোপদেশাৎ। রক্তচন্দনেত্যত্র চন্দনাগুর্ব্বিতি পাঠান্তরম্।।

রক্তচন্দন, বালা, আক্নাদি, উশীর, পিপুল, হরীতকী, শুঁঠ, সুঁদীফুল, আমলকী, মুতা, চিতার মূল ও বিড়ঙ্গ, এই সমস্ত সমপরিমাণে লইয়া সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহ মিশ্রিত ও জলে মর্দ্দিত করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বর সত্বর প্রশমিত হয়। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ উপদেশ দেন যে, ঔষধসেবনান্তে মুস্তক চর্ব্বণ করা কর্ত্তব্য।

চূড়ামণিরসঃ

মৃতং সূতং প্রবালঞ্চ স্বর্ণং তারঞ্চ বঙ্গকম্। শুল্বং মুক্তা তীক্ষ্ণমভ্রং সর্ব্বমেকত্র যোজয়েৎ।। জলেন পিষ্ট্বা বটিকা কার্য্যা বল্লপ্রমাণতঃ। ধাতুস্থং সন্নিপাতোত্থং জ্বরং বিষমসম্ভবম্।। কামশোকসমুদ্ভূতং ত্রিদোষজনিতং তথা। কাসং শ্বাসঞ্চ বিবিধং শূলং সর্ব্বাঙ্গসম্ভবম্।। শিরোরোগং কর্ণশূলং দন্তশূলং গলগ্রহম্। বাতপিত্তসমুদ্ভূতাং গ্রহণীং সর্ব্বসম্ভবাম্।। আমবাতং কটীশূলমগ্নিমান্দ্যং বিসূচিকাম্। অর্শাংসি কামলাং মেহং মূত্রকৃচ্ছ্রাদিকঞ্চ যৎ।। তৎ সর্ব্বং নাশয়ত্যাশু বিষ্ণুচক্রমিবাসুরান্। চূড়ামণিরসো হ্যেষ শিবেন পরিকীর্ত্তিতঃ।।

রসসিন্দূর, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, বঙ্গ, তাম্র, মুক্তা, লৌহ ও অভ্র, এই সকল দ্রব্য জলে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে ধাতুস্থ, সন্নিপাতজ, কামশোকোদ্ভূত, ত্রিদোষজনিত ও বিষম জ্বর, কাস, শ্বাস, সর্ব্বাঙ্গগত শূল, শিরোরোগ, কর্ণদন্তশূল, গলগ্রহ, বাতপিত্তজ ও ত্রিদোষজ গ্রহণী, আমবাত, কটীশূল, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা, অর্শ ও মেহ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নিবারিত হয়। এই চূড়ামণিরস শিবনির্ম্মিত।

বৃহজ্জ্বরচূড়ামণিঃ

সুবর্ণসিন্দূরং স্বর্ণং লৌহং তারং মৃগাণ্ডজম্। জাতীফলং জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ ত্রিকণ্টকম্।। কর্পূরং গগনঞ্চৈব চোচং মূষলতালকম্। প্রত্যেকং কর্ষমানন্তু তুরঙ্গঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্।। বিদ্রুমং ভস্মসূতঞ্চ মৌক্তিকং মাক্ষিকং তথা। রাজপট্টং শিখিগ্রীবং সর্ব্বং সংচূর্ণ্য যত্নতঃ।। খল্লে তু চূর্ণমাদায় ভাবয়েৎ পরিকীর্ত্তিতৈঃ। নির্গুণ্ডীফঞ্জিকাবাসা-রবিমূলত্রিকণ্টকৈঃ।। জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা।।

স্বর্ণসিন্দূর, স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য, মৃগনাভি, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, গোক্ষুর, কর্পূর, অভ্র, দারুচিনি, তালমূলী ও হরিতাল প্রত্যেক দুই তোলা, গন্ধক, প্রবাল, রসসিন্দূর, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, কান্তপাষাণ (চুম্বক পাথর) ও তুঁতে প্রত্যেক চারি তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া নিসিন্দাপাতা, বামুনহাটী, বাসকছাল, আকন্দমূল ও গোক্ষুর, ইহাদের প্রত্যেকের স্বরসে অথবা ক্বাথে সাতবার করিয়া ভাবনা দিতে হইবে (এক রতি মাত্রায় বটিকা করিবে)। ইহা সেবনে সাধ্যাসাধ্য অষ্টবিধ জ্বর উপশমিত হয়।

ভানুচূড়ামণিঃ

সুবর্ণং রসসিন্দূরং প্রবালং বঙ্গমেব চ। লৌহং তাম্রং তেজপত্র-যমানীর্বিশ্বভেষজম্।।

সৈন্ধবং মরিচং কুষ্ঠং খদিরং দ্বিহরিদ্রকম্। রসাঞ্জনং মাক্ষিকঞ্চ সমভাগঞ্চ কারয়েৎ।।
বারিণা বটিকা কার্য্যা রক্তিদ্বয়প্রমাণতঃ। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ।।

স্বর্ণ, রসসিন্দূর, প্রবাল, বঙ্গ, লৌহ, তাম্র, তেজপাত, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, মরিচ, কুড়, খদির, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই সমুদায় সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করত ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা প্রাতঃকালে সেবনীয়। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর দূরীভূত হয়।

জ্বরান্তকো রসঃ

ভাস্করো গন্ধকঃ শর্ব্বো দেবী বিহঙ্গতীক্ষ্ণকম্। শোণিতং গগনঞ্চৈব পুষ্পকঞ্চ মহেশ্বরম্।।
ভূনিম্বাদিগণৈর্ভাব্যং মধুনা গুড়িকা দৃঢ়া। চাতুর্থকং তৃতীয়ঞ্চ জ্বরং সন্ততকং তথা। আমজ্বরং ভূতকৃতং সর্ব্বজ্বরমপোহতি।।

তাম্র, গন্ধক, পারদ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, হিঙ্গুল, অভ্র, রসাঞ্জন ও স্বর্ণ এই সকল সমাংশে লইয়া ভূনিম্বাদিগণের ক্বাথে (চিরতা, দেবদারু, শুঁঠ, মুতা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ধনে, গজপিপ্পলী ও দশমূলের দশখানি) ভাবনা দিয়া (২ রতি প্রমাণ) বটিকা করিবে। অনুপান — মধু। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার আমজ্বর, তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বর, ভূতোত্থ জ্বর প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

চিন্তামণিরসঃ

রসং গন্ধং বিষং লৌহং ধূর্ত্তবীজন্ত তৎসমম্। দ্বৌ ভাগৌ তাম্রবহ্নেশ্চ ব্যোষচূর্ণঞ্চ তৎসমম্।।
জম্বীরস্য চ মজ্জাভিরার্দ্রকস্য রসৈর্যুতম্। দ্বিগুঞ্জাং বটিকাং খাদেজ্জ্বরমাশু ব্যপোহতি।।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্। ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ চাতুর্থকবিপর্য্যয়ম্।।
অসাধ্যঞ্চাপি সাধ্যঞ্চ জ্বরঞ্চৈবাতিদুস্তরম্। অগ্নিমান্দ্যে হ্যজীর্ণে চ আধ্মানে হি
অতিসারে হৃদ্দিতে * চৈব অরোচকনিপীড়িতে। জ্বরান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু ভাঃ
যথা।। চিন্তামণিরসো নাম সর্ব্বজ্বরব্যপোহকঃ।।

*ছর্দ্দিতে চ ইতি বা পাঠঃ।

পারদ, গন্ধক, বিষ, লৌহ, ধুস্তুরবীজ প্রত্যেক এক এক ভাগ, তাম্র, চিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ প্রত্যেক ২ ভাগ, গোঁড়ালেবুর শস্যে ও আদার রসে একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক সান্নিপাতিক ঐকাহিক দ্ব্যাহিক চাতুর্থকবিপর্য্যয় অসাধ্য ও সাধ্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর এবং তদুপদর্গ — অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বাতাধ্মান, অতিসার ও অরুচি প্রভৃতি অতি সত্বর দূরীভূত হইয়া থাকে।

চিন্তামণিরসঃ (মতান্তরে)

রসং গন্ধং মৃতং তাম্রং মৃতমভ্রং ফলত্রিকম্। ত্র্যূষণং দন্তীবীজঞ্চ সমং খল্লে বিমর্দ্দয়েৎ।।
দ্রোণপুষ্পীরসৈর্ভাব্যং শুষ্কং তদুপপালিতম্। চিন্তামণিরসো হ্যেষ ত্বজীর্ণে শস্যতে সদা।।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সর্ব্বশূলনিসূদনঃ। গুঞ্জৈকং বা দ্বিগুঞ্জং বা দেয়মার্দ্রকবারিণা।।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও দন্তীবীজ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমানাংশ লইয়া ঘলঘসে পাতার রসে মর্দ্দিত ও ভাবিত এবং ছায়াতে শুষ্ক করিয়া বটিকা করিবে। মাত্রা — ১ রতি বা ২ রতি। অনুপান — আদার রস। অজীর্ণযুক্ত জ্বরে প্রশস্ত। ইহা সেবনে অষ্টবিধ জ্বর ও সর্ব্বপ্রকার শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বৃহজ্জ্বরচিন্তামণিঃ

রসগন্ধকলৌহানি তাম্রং তারং হিরণ্যকম্। হরিতালং খর্পরঞ্চ কাংস্যং বঙ্গঞ্চ বিদ্রুমম্।। মুক্তামাক্ষিককাশীশং শিলা চ টঙ্গণং সমম্। কর্পূরঞ্চ সমং দত্ত্বা ভাবনা সপ্তসপ্তকম্।। ভার্গী বাসা চ নির্গুণ্ডী নাগবল্লী জয়ন্তিকা। কারবেল্লং পটোলঞ্চ শক্রাশনং পুনর্নবা।। আর্দ্রকঞ্চ ততো দদ্যাৎ প্রত্যেকং বারসপ্তকম্। চিন্তামণিরসো নাম সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ।। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্। দ্বন্দ্বজং বিষমাখ্যঞ্চ ধাতুস্থঞ্চ জ্বরং জয়েৎ।। কাসং শ্বাসং তথা শোথং পাণ্ডুরোগং হলীমকম্। প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ বিনাশয়েৎ।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ, হরিতাল, খর্পর, কাঁসা, বঙ্গ, প্রবাল, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, হিরাকস, মনঃশিলা, সোহাগার খৈ ও কর্পূর এই সমুদায় সমভাগে লইয়া নিম্নলিখিত প্রত্যেক দ্রব্য দ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিতে হইবে। ভাবনাদ্রব্য যথা — বামুনহাটী, বাসক, নিসিন্দা, পাণ, জয়ন্তী, করোলা, পটোলপত্র, সিদ্ধিপত্র, পুনর্ণবা ও আদা, ইহাদের যথাসম্ভব স্বরস অথবা ক্বাথ। (১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে)। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর (বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, ধাতুস্থ ও বিষমজ্বর), কাস, শ্বাস, শোথ, পাণ্ডুরোগ, হলীমক, প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংস প্রশমিত হয়।

ত্রিপুরারিরসঃ

হুতাশমুখসংশুদ্ধং রসং তাম্রঞ্চ গন্ধকম্। লৌহমভ্রং বিষঞ্চৈব সর্ব্বং কুর্য্যাৎ সমাংশকম্।। রসার্দ্ধং মৃতরূপ্যঞ্চ শৃঙ্গবেরাম্বুমর্দ্দিতম্। দ্বিগুঞ্জং মধুনা দেয়ং সিতয়ার্দ্রকরসেন বা ।। জ্বরমষ্টবিধং হন্তি বারিদোষভবং তথা।। প্লীহানমুদরং শোথমতীসারং বিনাশয়েৎ। রোগানেতান্ নিহন্ত্যাশু শঙ্করস্ত্রিপুরং যথা।।

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, অভ্র ও বিষ, প্রত্যেক সমানাংশে লইয়া তাহাতে পারদের অর্দ্ধাংশ রৌপ্য মিশ্রিত করিবে, পরে আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। অনুপান—চিনি, মধু অথবা আদার রস। ইহা সেবনে অষ্টবিধ জ্বর, প্লীহা, উদর, শোথ ও অতিসার প্রশমিত হয়।

জ্বরাশনিরসঃ

রসং গন্ধং সৈন্ধবঞ্চ বিষং তাম্রং সমং ভবেৎ। সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহং তৎসমং চূর্ণমভ্রকম্।। লৌহে চ লৌহদণ্ডে চ নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসেন চ। মর্দ্দয়েদ্ যত্নতঃ পশ্চান্মরিচং সূততুল্যকম্।। পর্ণেন সহ দাতব্যো রসোরক্তিকসম্মিতঃ। সর্ব্বজ্বরহরঃ শ্রেষ্ঠো জ্বরান্ হন্তি সুদারুণান্।। কাসং শ্বাসং মহাঘোরং বিষমাখ্যং জ্বরং বমিম্। ধাতুস্যং প্রবলং দাহং জ্বরং দোষত্রয়োদ্ভবম্।।

পারদ, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, বিষ ও তাম্র প্রত্যেক সমানভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহ ও

লৌহসম অভ্র একত্র মিশ্রিত করিয়া লৌহখলে লৌহদণ্ড দ্বারা নিসিন্দাপাতার রসে মর্দ্দন করিবে। পুনর্ব্বার পারদতুল্য মরিচচূর্ণ মিশ্রণ এবং মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পাণের রস। ইহা সেবনে বিষমজ্বর, ধাতুস্থজ্বর, প্রবল দাহ, ত্রিদোষজ জ্বর, শ্বাস ও কাস সত্বর উপশমিত হইয়া থাকে।

জ্বরকালকেতুরসঃ

রসং বিষং গন্ধকতাম্রকঞ্চ মনঃশিলারুষ্করতালকঞ্চ। বিমর্দ্দ্য বজ্রীপয়সা সমাংশং গজাহ্বয়ং তত্র পুটং বিদধ্যাৎ।। দ্বিগুঞ্জমস্যৈব মধুপ্রযুক্তং জ্বরং নিহন্ত্যষ্টবিধং মহোগ্রম্। পুরা ভবান্যৈ কথিতো ভবেন নৃণাং হিতায় জ্বরকালকেতুঃ।।

পারদ, গন্ধক, বিষ, তাম্র, মনঃশিলা, ভেলার মুটি ও হরিতাল প্রত্যেক সমভাগে লইয়া সিজের আঠায় মর্দ্দন করত গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা—২ রতি। মধুসহ সেবনীয়। ইহা সেবনে অষ্টবিধ জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

জ্বরারিরসঃ

দরদবলিরসানাং শুল্বনাগাভ্রকাণাম্ শুভগবিটশিলানাং সর্ব্বমেকত্র যোজ্যম্। বিপিননৃপদলোত্থৈর্ভাবিতং শোষয়েৎ তং দিবসদশসমাপ্তৌ রক্তিকৈকাঞ্চ কুর্য্যাৎ।। একৈকাং ভক্ষয়েদস্য চার্দ্রকস্য রসৈর্যুতাম্। দত্তমাত্রো জ্বরং হন্তি জ্বরারিঃ স নিগদ্যতে। সর্ব্বশূলবিনাশী চ কফপিত্তবিনাশনঃ।।

হিঙ্গুল, গন্ধক, পারদ, তাম্র, সীসক, অভ্র, সোহাগার খৈ, বিট্‌লবণ ও মনঃশিলা, এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগে লইয়া সোন্দালপাতার রসে ১০ দিন ভাবনা দিবে, অনন্তর ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে সদ্যই জ্বর নিবারিত হয়। পরন্তু ইহা সর্ব্বপ্রকার শূলরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং বর্দ্ধিত কফপিত্তের বিনাশক।

শ্রীরসরাজঃ

ভাগৈকং রসরাজস্য ভাগশ্চ হেমমাক্ষিকাৎ। ভাগদ্বয়ং শিলায়াশ্চ গন্ধকস্য ত্রয়ো মতাঃ।। তালকাষ্টাদশ ভাগাঃ শুল্বং স্যাদ্ ভাগপঞ্চকম্। ভল্লাতকাৎ ত্রয়ো ভাগাঃ সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ।। বজ্রীক্ষীরপ্লুতং কৃত্বা দৃঢ়ে মৃন্ময়ভাজনে। বিধায় সুদৃঢ়াং মুদ্রাং পচেদ্ যামচতুষ্টয়ম্।। স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য খল্লয়েৎ সুদৃঢ়ং পুনঃ। গুঞ্জাচতুষ্টয়ঞ্চাস্য পর্ণখণ্ডেন দাপয়েৎ। রসরাজঃ প্রসিদ্ধোহয়ং জ্বরমষ্টবিধং জয়েৎ।।

পারদ ১ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ, মনঃশিলা ২ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, হরিতাল ১৮ ভাগ, তাম্র ৫ ভাগ ও ভেলা ৩ ভাগ, এই সমুদায় একত্র চূর্ণ করিয়া সিজের আঠায় আপ্লুত করিবে, পরে একটি সুদৃঢ় মৃদ্ভাণ্ডের মধ্যে ঐ ঔষধগুলি রাখিয়া শরাব দ্বারা ভাণ্ডের মুখ বন্ধ করিয়া উত্তমরূপে প্রলেপ দিবে। অনন্তর চুল্লীতে স্থাপন করিয়া ৪ প্রহর কাল পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া মর্দ্দন করিবে। ইহা ৪ রতি মাত্রায় পাণের সহিত সেব্য। ইহা সেবনে অষ্টবিধ জ্বর উপশমিত হয়।

পর্ণখণ্ডেশ্বরঃ

সমাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে রসং গন্ধং শিলাং বিষম্। নির্গুণ্ডীস্বরসৈর্ভাব্যং ত্রিবারঞ্চার্দ্রকদ্রবৈঃ।। গুঞ্জৈকং ভক্ষয়েৎ পর্ণে জ্বরং হন্তি মহাদ্ভুতম্।।

পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা ও বিষ সমভাগে লইয়া নিসিন্দাপাতার রসে ও আদার রসে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি মাত্রায় পাণের সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবনে অতি আশ্চর্য্যরূপে জ্বর উপশমিত হয়।

বিশ্বেশ্বররসঃ

পারদং রসকং গন্ধং তুল্যাংশং মর্দ্দয়েদ্রসে। অশ্বত্থজে ত্র্যহং পশ্চাদ্রসে কোলকমূলজে।। নিদিগ্ধিকারসে কাকমাচিকায়া রসে তথা। দ্বিগুঞ্জাং বা ত্রিগুঞ্জাং বা গোক্ষীরেণ প্রদাপয়েৎ। রাত্রিজ্বরং নিহন্ত্যাশু নাম্না বিশ্বেশ্বরো রসঃ।।

পারদ, গন্ধক এবং খর্পর সমভাগে লইয়া অশ্বত্থমূলের রসে, কুলমূলের রসে, কণ্টকারীর রসে ও কাচমাচীর রসে প্রত্যেকে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিতে হইবে। পরে ২-৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া গব্যদুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা রাত্রিজ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মুদ্রাঘোটকো রসঃ

পারদো গন্ধকশ্চৈব ত্রিক্ষারং লবণত্রয়ম্। গুগ্গুলুর্বৎসনাভঞ্চ প্রত্যেকন্তু দ্বিমাষিকম্।। কৃষ্ণোন্মত্তজটানীরৈর্ভাবয়েৎ সপ্তবারকম্। গোক্ষুরেন্দ্রকমারীষ-করঞ্জচিত্রতেজিকা—।। ভুকুরুবকবল্লীভিস্ত্রিফলাবৃহতীরসৈঃ। মর্দ্দিতা বটিকা কার্য্যা কৃষ্ণলাফলসন্নিভা।। ততো বটীদ্বয়ং দত্ত্বা যত্নৈঃ শাট্যাদিভির্বৃতঃ। রসঃ সর্ব্বজ্বরং হন্তি ক্ষণমাত্রান্ন সংশয়ঃ।।

পারদ, গন্ধক, সাচিক্ষার, যবক্ষার, সোহাগার খৈ, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, সচললবণ, গুগ্‌গুলু ও বিষ প্রত্যেক ২ মাষা লইয়া কৃষ্ণধুস্তূরমূলের রসে সাতবার ভাবনা দিবে। পরে গোক্ষুর, ইন্দ্রযব, কাঁটানটে, ডহরকরঞ্জ, চিতামূল, লতাফট্‌কী, ভূমিঝিন্টী, ত্রিফলা ও বৃহতী, ইহাদের যথাসম্ভব ক্বাথে ও স্বরসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার দুই বটী সেবন করিবে। বটিকা সেবনের পর বস্ত্রাদি দ্বারা সর্ব্বশরীর আচ্ছাদিত করিয়া দিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর অতি সত্বর বিনষ্ট হয়।

ত্র্যাহিকারী রসঃ

রসগন্ধশিলাতালং সর্ব্বৈরতিবিষা সমা। রসস্য দ্বিগুণং লৌহং রৌপ্যং লৌহাঙ্ঘ্রিসম্মিতম্।। পিচুমর্দ্দরসেনাপি বিষ্ণুক্রান্তারসেন চ। সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য বটিকাঃ কুর্য্যাদ্ গুঞ্জাত্রয়োন্মিতাঃ।। হনাদতিবিষাক্বাথ-সংযুতোঽয়ং রসোত্তমঃ। ত্র্যাহিকাদীন্ জ্বরান্ সর্ব্বান্ রক্ষাংসীব রঘূদ্বহঃ।।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, আতইচ ৪ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ ও রৌপ্য অর্দ্ধভাগ, এই সমুদায় নিমছালের রসে এবং অপরাজিতার রসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আতইচের ক্বাথ। ইহা সেবনে ত্র্যাহিকাদি সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর উপশমিত হইয়া থাকে।

চাতুর্থকারী রসঃ

রসগন্ধকলৌহাভ্র-হরিতালং সমাংশিকম্। রসার্দ্ধপ্রমিতং হেম সর্ব্বং খল্লোদরে ক্ষিপেৎ।। কৃষ্ণধুস্তূরপয়সা মুনিপুষ্পরসেন চ। ভাবয়িত্বা বটী কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।। চম্পকদ্রাবযোগেন সেবিতো২য়ং রসেশ্বরঃ। চাতুর্থকাদীন্ নিখিলান্ নিহন্যাদ্বিষমজ্বরান।।

(ত্র্যাহিকারিশ্চাতুর্থকারিশ্চ রসো জ্বরবিরতৌ প্রযোজ্য ইতি বৃদ্ধবৈদ্যাঃ।)

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও হরিতাল প্রত্যেক সমভাগ, স্বর্ণ পারদের অর্দ্ধভাগ; এই সমুদায় একত্র করিয়া কৃষ্ণধুতূরা ও বকফুলের রসে মর্দ্দন করত ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। চাঁপাছালের রস ইহার অনুপান। ইহা সেবনে চাতুর্থকাদি সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর উপশমিত হয় (বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা উপরিউক্ত ত্র্যাহিকারি ও চাতুর্থকারি এই দুইটি ঔষধ জ্বরবিরামে সেবন করিতে ব্যবস্থা দেন)।

বাতপিত্তান্তকরসঃ

মৃতসূতাভ্রমুক্তার্ক-তীক্ষ্ণমাক্ষিকতালকম্। গন্ধকং মর্দ্দয়েৎ তুল্যং যষ্টিদ্রাক্ষামৃতারসৈঃ।। ধাত্রীশতাবরীদ্রাবৈর্দ্রবৈঃ ক্ষীরবিদারিজৈঃ। দিনং দিনং বিভাব্যাথ সিতাক্ষৌদ্রযুতা বটী।। মাষমাত্রা নিহন্ত্যাশু বাতপিত্তজ্বরং ক্ষয়ম্। দাহং তৃষ্ণাং ভ্রমং শোষং বাতপিত্তান্তকো রসঃ। সিতাক্ষীরং পিবেচ্চানু যষ্টিক্বাথসিতাযুতম্।।

শোধিত পারদ, গন্ধক, অভ্র, মুক্তা, তাম্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক ও হরিতাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিবে এবং যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, গুলঞ্চ, আমলকী, শতমূলী ও ভূঁইকুমড়া ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক একদিন ভাবনা দিয়া মাষপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান— চিনি ও মধু। ইহাতে বাতপৈত্তিক জ্বর, ক্ষয়, দাহ, তৃষ্ণা, ভ্রম ও শোষ প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনের পর শর্করামিশ্রিত দুগ্ধ কিংবা যষ্টিমধুর ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিবে।

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররসঃ

মূর্চ্ছিতং রসকর্ষৈকং তদর্দ্ধং জারিতাভ্রকম্। তারং তাপ্যঞ্চ রসজং রসকং তাম্রকং তথা।। মৌক্তিকং বিদ্রুমং লৌহং গিরিজং গৈরিকং শিলা। গন্ধকং হেমসারঞ্চ পলার্দ্ধঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।। ক্ষীরাবী সুরবল্লী চ শোথঘ্নী গণিকারিকা। ঝাটামলা জ্যোৎস্নিকা চ সতিক্তা তু সুদর্শনা।। অগ্নিজিহ্বা পূতিতৈলা সূর্পপর্ণী প্রসারণী। প্রত্যেকস্বরসং দত্ত্বা মর্দ্দয়েৎ ত্রিদিনাবধি।। ভক্ষয়েৎ পর্ণখণ্ডেন চতুর্গুঞ্জা প্রমাণতঃ। মহাগ্নিকারকো রোগ-সঙ্করঘ্নঃ প্রয়োগরাট্।। সন্ততং সততান্যেদ্যুস্তৃতীয়কচতুর্থকান্। জ্বরান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।। কাসং শ্বাসং প্রমেহঞ্চ সশোথাং পাণ্ডুকামলাম্। গ্রহণী ক্ষয়রোগঞ্চ সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্। জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্রঃ প্রথিতঃ পৃথিবীতলে।।

মূর্চ্ছিত পারদ ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, রূপা, স্বর্ণমাক্ষিক, রসাঞ্জন, খর্পর, তাম্র, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, শিলাজতু, গেরিমাটী, মনঃশিলা, গন্ধক ও স্বর্ণ ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা; এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া নিম্নলিখিত প্রত্যেক দ্রব্যের স্বরসে তিন বার করিয়া ভাবনা

দিবে (প্রথমে পারদ ও গন্ধককে কজ্জলী করিয়া পরে অন্যান্য দ্রব্য মিলিত করিতে হইবে)। ভাবনাদ্রব্য যথা—ক্ষীরুই, তুলসীপত্র, পুনর্নবা, গণিয়ারি, ভূঁইআমলা, ঘোষালতা, কটুকী, পদ্মগুলঞ্চ, ঈশ্- লাঙ্গলা, লতাফটকী, মুগানি ও গন্ধভাদুলে। ইহা পাণের সহিত ৪ রতি মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, শ্বাস, কাস, প্রমেহ, সশোথ পাণ্ডু, কামলা, গ্রহণী, উপদ্রবযুক্ত ক্ষয়রোগ ও রোগসঙ্কর অতি আশ্চর্য্যরূপে উপশমিত হইয়া থাকে।

কল্পতরু-রসঃ

রসং গন্ধং বিষং তাম্রং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ। ভাবয়েৎ পঞ্চভিঃ পিত্তৈঃ ক্রমশঃ পঞ্চবাসরম্।। নির্গুণ্ডীস্বরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ সপ্তবাসরম্। আর্দ্রকস্য রসেনৈব ভাবয়েচ্চ ত্রিধা পুনঃ।। সর্ষপাভা বটী কার্য্যা ছায়য়া পরিশোষিতা। ততঃ সপ্তবটী যোজ্যা যাবন্ন ত্রিগুণা ভবেৎ। বয়োঽগ্নিদোষকং বুদ্ধা প্রযোজ্যা ভিষজাং বরৈঃ।। অনুপানঞ্চোষ্ণজলং কজ্জলীপিপ্পলীযুতম্।। পানাবশেষে প্রস্বাপ্য বস্ত্রৈরাচ্ছাদয়েন্নরম্। ঘর্ম্মাভ্যাগমনং যাবৎ ততো রোগাৎ প্রমুচ্যতে।। রোগিণং স্নাপয়িত্বা তু ভোজয়েৎ সসিতং দধি। এষ কল্পতরুর্নাম রসঃ পরমদুর্লভঃ।। অসাধ্যং চিরকালোত্থং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্। হন্তি জ্বরাতিসারৌ চ গ্রহণীং পাণ্ডুকামলাম্। ন দেয়ঃ শ্বাসকাসে চ শূলযুক্তে নরে তথা।।

পারদ, গন্ধক, বিষ ও তাম্র, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া পঞ্চপিত্ত (বরাহ, ছাগ, মহিষ, রুইমাছ ও ময়ূর, ইহাদের পিত্তকে পঞ্চপিত্ত কহে) দ্বারা যথাক্রমে ৫ দিন, নিসিন্দাপাতার রসে ৭ দিন, আদার রসে ৩ দিন ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। দোষ, অগ্নি ও বয়স বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় ক্রমশঃ ২১টি পর্য্যন্ত বটিকা সেবন করাইবে। বটিকা সেবনান্তে ঘর্ম্মোদ্গম পর্য্যন্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া রোগী শয়ন করিয়া থাকিবে। ঘর্ম্মোদগমের পর শয্যা ত্যাগ করিয়া চিনিসহ কিঞ্চিৎ দধি পান করিবে। ইহার অনুপান—কজ্জলী, পিপুলচূর্ণ ও উষ্ণজল। ইহা সেবনে অসাধ্য ও চিরোত্থিত জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, জ্বর, অতিসার, গ্রহণী, পাণ্ডু ও কামলা উপশমিত হয়। শ্বাস, কাস ও শূলযুক্ত রোগিকে এই ঔষধ সেবন করাইবে না।

কল্পতরু-রসঃ

শুদ্ধং শঙ্করশুক্রমক্ষতুলিতং মারারিনারীরজস্তদ্বৎ তাবদুমাপতিস্ফুটগলালঙ্কারবস্তু স্মৃতম্।। তাবত্যেব মনঃশিলা চ বিমলা তাবৎ তথা টঙ্গণম্। শুণ্ঠী দ্ব্যক্ষমিতা কণা চ মরিচং দিক্‌পালসংখ্যাক্ষকম্।। বিষাদিবস্তূনি শিলোপরিষ্টাদ্ বিচূর্ণয়েদ্বাসসি শোধয়েচ্চ। ততস্তু খল্লে রসগন্ধকৌ চ চূর্ণঞ্চ তদ্‌যামযুগং বিমর্দ্দ্যম্।। কল্পতরুর্নামধেয়ো যথার্থনামা রসঃ শ্রেষ্ঠঃ। সমীরণশ্লেষ্মগদান্ হরতে মাত্রাস্য স্মৃতা গুঞ্জৈকা।। আর্দ্রকেণ সমমেষ ভক্ষিতো হন্তি বাতকফসম্ভবং জ্বরম্। শ্বাসকাসমুখসেকশীততা-বহ্নিমান্দ্যবিসূচীশ্চ নাশয়েৎ।। নস্যেনাশ্বেব হরতি শিরোঽর্ত্তিং কফবাতজাম্। মোহং মহান্তমপি চ প্রলাপং ক্ষবথুগ্রহম্।।

বিশুদ্ধ পারদ, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেক এক অক্ষ (২ তোলা) পরিমিত। বিশুদ্ধ মনঃশিলা, তারমাক্ষিক ও সোহাগা প্রত্যেক ২ তোলা, শুঁঠ ও পিপুল প্রত্যেক ৪ তোলা এবং মরিচ ২০ তোলা পরিমাণে লইতে হইবে। পারদ ও গন্ধক ভিন্ন আর সমস্ত বস্তু প্রথমতঃ শিলাতে

চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। পরে উক্ত চূর্ণ পারদ ও গন্ধক সহকারে ২ প্রহর কাল মাড়িয়া লইবে। মাত্রা—এক কুঁচ। ইহা একটি প্রধান ঔষধ। ইহার নাম যেরূপ, গুণও তদ্রূপ। ইহাতে বাতজ ও শ্লেষ্মজ ব্যাধির শান্তি হয়। এই রস আদার রসের সহিত সেবন করিলে শ্বাস, কাস, মুখপ্রসেক, শৈত্য, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা এবং বাতজ ও শ্লেষ্মজ জ্বরের শান্তি হয়। ইহার নস্য লইলে কফজ ও বাতজ শিরঃপীড়া, মহামোহ, প্রলাপ এবং ক্ষবথুগ্রহের শান্তি হয়।

বিদ্যাবল্লভো রসঃ

রসম্লেচ্ছশিলাতালাশ্চন্দ্রদ্ব্যগ্ন্যর্কভাগিকাঃ। পিষ্ট্বাতান্ সুযবীতোয়ৈস্তাম্রপাত্রোদরে ক্ষিপেৎ।।
ন্যস্তং শরাবে সংরুধ্য বালুকাযন্ত্রগং পচেৎ। স্ফুটন্তি ব্রীহয়ো যাবৎতচ্ছিরঃস্থাঃ শনৈঃ শনৈঃ।।
সংচূর্ণ্য শর্করাযুক্তং দ্বিবল্লং ভক্ষয়েৎ ততঃ। বিষমাখ্যান্ জ্বরান্ হন্তি তৈলাম্লাদি বিবর্জ্জয়েৎ।।

পারদ ১ ভাগ, তাম্র ২ ভাগ, মনঃশিলা ৩ ভাগ, হরিতাল ১২ ভাগ, উচ্ছেপাতার রসে একত্র মর্দ্দন করিয়া তাহা তাম্রনির্ম্মিত পাত্রে রাখিবে। পরে উহা শরার মধ্যে নিহিত ও মুখ রুদ্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া তাহা চূর্ণ করিবে। পাকপরিজ্ঞানার্থ বালুকাযন্ত্রের উপর কতকগুলি ধান্য স্থাপন করিবে, যখন ধান্যগুলি ফুটিয়া উঠিবে, তখনই জানিবে, পাক সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার মাত্রা—৪ রতি (ব্যবহার ২ রতি)। অনুপান—চিনি। ইহা সেবনে বিষমজ্বর মাত্রই উপশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনকালে তৈলাভ্যঙ্গ ও অম্লাদি ভোজন নিষেধ।

শ্রীজয়মঙ্গলো রসঃ

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং টঙ্গণং তথা। তাম্রং বঙ্গং মাক্ষিকঞ্চ সৈন্ধবং মরিচং তথা।।
সমং সর্ব্বং সমাহৃত্য দ্বিগুণং স্বর্ণভস্মকম্। তদর্দ্ধং কান্তলৌহঞ্চ রূপ্যভস্মাপি তৎসমম্।।
এতৎ সর্ব্বং বিচূর্ণ্যাথ ভাবয়েৎ কনকদ্রবৈঃ। শেফালীদলজৈশ্চাপি দশমূলরসেন চ।।
কিরাতিতিক্তককাথৈস্ত্রিবারং ভাবয়েৎ সুধীঃ। ভাবয়িত্বা ততঃ কার্য্যা গুঞ্জাদ্বয়মিতা বটী।।
অনুপানং প্রযোক্তব্যং জীরকং মধুসংযুতম্। জীর্ণজ্বরং মহাঘোরং চিরকালসমুদ্ভবম্।।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা। পৃথগ্ দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্।।
মেদোগতং মাংসগতমস্থিমজ্জগতং তথা। অন্তর্গতং মহাঘোরং বহিঃস্থঞ্চ বিশেষতঃ।।
নানাদোষাদ্ভবঞ্চৈব জ্বরং শুক্রগতং তথা। নিখিলং জ্বরনামানং হন্তি শ্রীশিবশাসনাৎ।।
জয়মঙ্গলনামায়ং রসঃ শ্রীশিবনির্ম্মিতঃ। বলপুষ্টিকরশ্চৈব সর্ব্বরোগনিবর্হণঃ।।

হিঙ্গুলোথ পারদ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধবলবণ ও মরিচ প্রত্যেক ২ আনা, স্বর্ণ ৪ আনা (মতান্তরে ২ তোলা), লৌহ ২ আনা ও রৌপ্য ২ আনা; ইহাদের চূর্ণ একত্র করিয়া ধুতূরাপত্রের রসে, শেফালীপত্রের রসে, দশমূলের কাথে ও চিরতার কাথে প্রত্যেকে তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু। ইহা সেবনে যে কোন প্রকারের জ্বরই হউক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ইহা বল এবং পুষ্টির জন্যও উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ষড়াননো রসঃ

আরং কাংস্যং মৃতং তাম্রং দরদং পিপ্পলীং বিষম্। তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে যামঞ্চ গুড়্চীরসৈঃ।। মধুনা মর্দ্দয়িত্বা তু গুঞ্জামাত্রং লিহেৎ সদা। জ্বরে মন্দানলে চৈব বাতপিত্তজ্বরেষু চ।। জ্বরে বৈষম্যতরুণে জীর্ণজ্বরে বিশেষতঃ। মুদগান্নং মুদগযূষং বা তক্রভক্তঞ্চ কেবলম্।। নারিকেলোদকং দেয়ং মুদগপথ্যাং বিশেষতঃ। ষড়াননা রসো নাম সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ।।

পিত্তল, কাংস্য, তাম্র, হিঙ্গুল, পিপুল ও বিষ, ইহাদের সমভাগ লইয়া ১ প্রহর কাল গুলঞ্চের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—মধু। ইহা সেবনে সাধারণ জ্বর, বাতপিত্তজ্বর, তরুণজ্বর, বিষমজ্বর, জীর্ণজ্বর ও মন্দাগ্নি উপশমিত হয়। এই বটিকা সেবনের পর রোগিকে মুগের যূষ, তক্র ও নারিকেল-জল পথ্য দিবে।

বসন্তমালতীরসঃ

স্বর্ণং মুক্তা দরদমরিচং ভাগবৃদ্ধ্যা প্রদিষ্টম্ খর্পস্যাষ্টৌ প্রথমমখিলং মর্দ্দয়েন্মৃক্ষণেন। যাবৎ স্নেহো ব্রজতি বিলয়ং নিম্বুনীরেন তাবদ্ গুঞ্জাদ্বন্দ্বং মধুচপলয়া মালতী প্রাগ্‌বসন্তা।। সেবিতেয়ং হরেৎ তূর্ণং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্। ব্যাধীনন্যাংশ্চ কামাদীন্ প্রদীপ্তং কুরুতেহনলম্।।

স্বর্ণ ১ ভাগ, মুক্তা ২ ভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ, খর্পর ৮ ভাগ, এই সমুদায় প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ মাখনসহ মর্দ্দন করিয়া পাতিলেবুর রসে তাবৎ কাল মর্দ্দন করিবে, যাবৎ মাখনের স্নেহভাগ বিলুপ্ত না হইয়া যায়। ২ রতি পরিমাণে এই ঔষধ পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর ও কাস প্রভৃতি অন্যান্য রোগ উপশমিত এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

বিষমজ্বরান্তকলৌহঃ

পারদং গন্ধকং তুল্যং সূতার্দ্ধং জীর্ণতাম্রকম্। তাম্রতুল্যং মাক্ষিকঞ্চ লৌহং সর্ব্বসম নয়েৎ।। জয়ন্ত্যাঃ স্বরসেনৈব কোকিলাক্ষরসেন চ। বাসকার্দ্রপর্ণরসৈঃ পঞ্চধা চ বিমর্দ্দয়েৎ।। পৃথক্ কলায়মানাস্তু বটিকাং কারয়েদ্ বুধঃ। বিষমজ্বরান্তনামায়ং বিষমজ্বরনাশনঃ।। বহ্নিদীপ্তিকরো হৃদ্যঃ প্লীহগুল্মবিনাশনঃ। চক্ষুষ্যো বৃংহণো বৃষ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বরুজাপহঃ।।

পারদ ২ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ, লৌহ ৬ ভাগ, এই সমুদায় জয়ন্তীপাতার রসে, কুলেখাড়ার রসে, বাসকের রসে, আদার রসে ও পানের রসে যথাক্রমে পাঁচবার করিয়া ভাবনা দিয়া মটর পরিমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে বিষমজ্বর, গুল্ম ও প্লীহা প্রশমিত হয়, অধিকন্তু ইহা অগ্নিকারক, হৃদ্য, বল ও পুষ্টিকারক।

পুটপাকবিষমজ্বরান্তকো লৌহঃ

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকেন সুকজ্জলম্। পর্পটীরসবৎ পাচ্যং সূতাঙ্ঘ্রি হেমভস্মকম্।। লৌহং তাম্রমভ্রকঞ্চ রসস্য দ্বিগুণং তথা। বঙ্গকং গৈরিকঞ্চৈব প্রবালঞ্চ রসার্দ্ধকম্।।* মুক্তা শঙ্খং **শুক্তিভস্ম প্রদেয়ং রসপাদিকম্। মুক্তাগৃহে চ সংস্থাপ্য পুটপাকেন সাধয়েৎ।। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ। অনুপানং প্রয়োক্তব্যং কণাহিঙ্গু সসৈন্ধবম্।।

জ্বরমষ্টবিধং হন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবম্। প্লীহানং যকৃতং গুল্মং সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা।। সন্ততং সততাখ্যঞ্চ বিষমজ্বরনাশনম্। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং মেহমরোচকম্।। গ্রহণীমামদোষঞ্চ কাসং শ্বাসঞ্চ তত্র তৎ। মূত্রকৃচ্ছ্রাতিসারঞ্চ নাশয়েদবিকল্পতঃ।। অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বলবর্ণপ্রসাদনঃ। বিষমজ্বরান্তকো নাম্না ধন্বন্তরিপ্রকাশিতঃ।।

হিঙ্গুলোত্থ পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, উত্তমরূপে কজ্জলী করিয়া পর্পটীর ন্যায় পাক করিবে, ইহার সহিত স্বর্ণ সিকি তোলা, লৌহ, অভ্র, তাম্র প্রত্যেক ২ তোলা, বঙ্গ, গেরিমাটী (রসেন্দ্রসারের মতে গেরিমাটী দিতে হয় না), প্রবাল প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, মুক্তা, শঙ্খ ও ঝিনুকভস্ম প্রত্যেক ২ মাষা; এই সমুদায় দ্রব্য জলে মর্দ্দন করিয়া ঝিনুকে পুরিয়া উপরে মাটির লেপ দিবে। পরে ঐ ঝিনুক ২০-২৫ খানি ঘুঁটিয়ার মধ্যস্থ করিয়া পুট দিবে এবং শীতল হইলে ঔষধ গ্রহণ করিবে। মাত্রা—২ রতি। অনুপান—পিপুলচূর্ণ, হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, পাণ্ডু, কামলা, প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, মেহরোগ, অরুচি ও গ্রহণী প্রভৃতি বহুবিধ রোগ সত্বর উপশমিত হয়।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররসঃ

গন্ধকং পারদঞ্চাভ্রং ত্র্যূষণং জীরকদ্বয়ম্। শঠী শৃঙ্গী যমানী চ পুষ্করং রামঠং তথা।। সৈন্ধবং যাবশূকঞ্চ টঙ্গণং গজপিপ্পলী। জাতীকোষাজমোদে চ লৌহং যাসলবঙ্গকম্।। ধুস্তুরবীজং জৈপালং কট্‌ফলং চিত্রকং তথা। প্রত্যেকং কার্ষিকঞ্চৈষাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ।। পাষাণে বিমলে পাত্রে ঘৃষ্টং পাষাণমুদগরৈঃ। বিল্বমূলরসং দত্ত্বা চার্কচিত্রকদন্তিকাঃ।। শিখরী কাঞ্জিকা বাসা নির্গুণ্ডী গণিকারিকা। ধুস্তুরকৃষ্ণজীরঞ্চ পারিভদ্রকপিপ্পলী।। কন্টকার্য্যার্দ্রয়োশ্চৈবমূলান্যেতানি দাপয়েৎ। এষাং মূলরসং দত্ত্বা ঘৃষ্টমাতপশোষিতম্।। গুঞ্জাপ্রমাণাং বটিকাং কারয়েৎ কুশলো ভিষক্। চতুর্ব্বিধবটীং খাদেৎ নিত্যমার্দ্রকবারিণা।। উষ্ণতোয়ানুপানেন শ্লেষ্মব্যাধিং ব্যপোহতি। বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব শিরোরোগাংশ্চ দারুণান্।। প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব পঞ্চগুল্মনিসূদনঃ। উদরাণ্যন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চাপ্যামবাতবিনাশনঃ।। পঞ্চ পাণ্ড্বাময়ান্ হন্তি ক্রিমিশ্লৈষ্ম্যাময়াপহঃ। সোদাবর্ত্তং জ্বরং কুষ্ঠং গাত্রকণ্ড্বাময়াপহঃ।। যথা শুষ্কেন্ধনে বহ্নিস্তথা বহ্নিবিবর্দ্ধনঃ। শ্লেষ্মাময়ি কৃপাহেতো রসেন্দ্রো মুনিভাষিতঃ। শ্লেষ্মশৈলেন্দ্রকো নাম রসেন্দ্রগুড়িকা স্মৃতা।

গন্ধক, পারদ, অভ্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, যমানী, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সোহাগার খৈ, গজপিপ্পলী, জৈত্রী, বনযমানী, লৌহ, দুরালভা, লবঙ্গ, ধুতূরাবীজ, জয়পালবীজ, কট্‌ফল ও চিতামূল প্রত্যেক ২ তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র প্রস্তরখলে মর্দ্দন করিয়া বিল্ব, আকন্দ, চিতা, দন্তী, আপাং, লঘুজীবন্তী (বামুনহাটী), বাসক, নিসিন্দা, গণিয়ারি, ধুতূরা, কৃষ্ণজীরা (ইহার ক্বাথ গ্রহণীয়), পালিধা, পিপুল ও কন্টকারী, ইহাদের মূলের ও আদার রসে ভাবনা দিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে এবং ১ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস ও উষ্ণ জল। জ্বর, শিরোরোগ, শ্লৈষ্মিক বিকার প্রভৃতি বহুবিধ রোগ ইহা দ্বারা উপশমিত হয়।

*বঙ্গঞ্চৈব প্রবালঞ্চ রসার্দ্ধঞ্চ বিনিক্ষিপেদিতি রসেন্দ্রধৃতং পা[illegible] ব্যবহারস্তু পূর্ব্বোক্তৈব।

**মুক্তা শঙ্খমিত্যত্র মুদ্রাশঙ্খমিতি কেচিৎ পঠন্তি ব্যবহারস্ত [illegible]

পর্পটীরসঃ

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং মর্দ্দ্যং ভৃঙ্গরসেন চ। মৃতং তাম্রং লৌহভস্ম পাদাংশেন তয়োঃ ক্ষিপেৎ।। লৌহপাত্রে চ বিপচেচ্চালয়েৎ লৌহচাটুনা। তৎ ক্ষিপেৎ কদলীপত্রে গোময়োপরিসংস্থিতে।। পশ্চাচ্চ চূর্ণয়েৎ খল্লে নির্গুণ্ড্যা ভাবয়েদ্ দিনম্। জয়ন্তীত্রিফলাকন্যা-বাসাভার্গীকটুত্রিকৈঃ।। ভৃঙ্গাগ্নিমূলমুণ্ডীভির্ভাবয়েদ্দিনসপ্তকম্। অঙ্গারৈঃ স্বেদয়েৎ কিঞ্চিৎ পর্পট্যাখ্যো মহারসঃ।। চতুর্গুঞ্জামিতো ভক্ষ্যঃ সম্যক্ শ্লেষ্মজ্বরং জয়েৎ। পথ্যাশুণ্ঠ্যমৃতাক্কাথমনুপানং প্রযোজয়েৎ।।

শোধিত পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ একত্র কজ্জলী করিয়া ভীমরাজের রসে মর্দ্দন করিবে। পরে মিলিত পারদ ও গন্ধকের চতুর্থাংশ পরিমাণে জারিত তাম্র ও লৌহভস্ম লইয়া উক্ত কজ্জলীসহ একত্র লৌহপাত্রে পাক করিবে এবং কোন লৌহদণ্ড দ্বারা বারংবার নাড়িবে। গলিয়া বেশ মিশ্রিত হইলে গোময়োপরি কদলীপত্র স্থাপন করিয়া তাহার উপর ঢালিয়া যথানিয়মে পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ঐ পর্পটী খলে চূর্ণ করিয়া নিসিন্দাপত্রের রসে এক দিন ভাবনা দিবে। অনন্তর জয়ন্তী, ত্রিফলা, ঘৃতকুমারী, বাসক, বামুনহাটী, ত্রিকটু, ভৃঙ্গরাজ, চিতামূল ও মুণ্ডিরীর রসে সাত দিন ভাবনা দিয়া অঙ্গারাগ্নিতে শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহা ৪ রতি পরিমাণে ব্যবহার করিলে শ্লৈষ্মিক জ্বর সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এই ঔষধের অনুপানার্থ হরীতকী, শুঁঠ ও গুলঞ্চের কাথ ব্যবহার করিবে।

লক্ষ্মীবিলাসো রসঃ

পল কৃষ্ণাভ্রচূর্ণস্য তদর্দ্ধৌ রসগন্ধকৌ। তদর্দ্ধং চন্দ্রসংজ্ঞস্য জাতীকোষফলে তথা।। বৃদ্ধদারকবীজঞ্চ বীজং ধুস্তূরকস্য চ। ত্রৈলোক্যবিজয়াবীজং বিদারীমূলমেব চ।। নারায়ণী তথা নাগ-বলা চাতিবলা তথা। বীজং গোক্ষুরকস্যাপি নৈচুলং বীজমেব চ।। এতেষাং কার্ষিকং চূর্ণং পর্ণপত্ররসৈঃ পুনঃ। নিষ্পিষ্য বটিকাকার্য্যা ত্রিগুঞ্জাফলমানতঃ।। নিহন্তি সন্নিপাতোত্থান্ গদান্ ঘোরাংশ্চতুর্ব্বিধান্। বাতোত্থান্ পৈত্তিকাংশ্চৈব নাস্ত্যত্র নিয়মঃ ক্বচিৎ।। কুষ্ঠমষ্টাদশাখ্যঞ্চ প্রমেহান্ বিংশতিং তথা। নাড়ীব্রণং ব্রণং ঘোরং গুদাময়ং ভগন্দরম্।। শ্লীপদং কফবাতোত্থং রক্তমাংসাশ্রিতঞ্চ যৎ। মেদোগতং ধাতুগতং চিরজং কুলসম্ভবম্।। গলশোথমন্ত্রবৃদ্ধিমতীসারং সুদারুণম্। আমবাতং সর্ব্বরূপং জিহ্বাস্তম্ভং গলগ্রহম্।। উদরকর্ণনাসাক্ষি-মুখবৈকৃত্যমেব চ। কাসপীনসযক্ষ্মার্শঃ-স্থৌল্যদৌর্গন্ধ্যনাশনঃ।। সর্ব্বশূলং শিরঃশূলং স্ত্রীণাং গদনিসূদনঃ। বটিকাং প্রাতরেকৈকাং খাদেন্নিত্যং যথাবলম্।। অনুপানমিহ প্রোক্তং মাংসপিষ্টং পয়ো দধি। বারিভক্তসুরাসীধু-সেবনাৎ কামরূপধৃক্।। বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী ন চ শুক্রস্য সংক্ষয়ঃ। ন চ লিঙ্গস্য শৈথিল্যং ন কেশা যান্তি পক্বতাম্।। নিত্যং স্ত্রীণাং শতং গচ্ছেন্ মত্তবারণবিক্রমঃ। দ্বিলক্ষযোজনী দৃষ্টির্জায়তে পৌষ্টিকঃ পরঃ।। প্রোক্তঃ প্রয়োগরাজোঽয়ং নারদেন মহাত্মনা। রসো লক্ষ্মীবিলাসস্তু বাসুদেবে জগৎপতৌ। অভ্যাসাদ্ যস্য ভগবান্ লক্ষনারীষু বল্লভঃ।।
রসগন্ধককর্পূরজাতীকোষজাতীফলানাং পঞ্চানাং প্রত্যেকং পলার্দ্ধং বৃদ্ধদারকবীজাদীনাং নবদ্রব্যাণাং প্রত্যেকং কর্ষ ইতি ভট্টাদিব্যবহারঃ। রাঢ়ীয়াস্তু রসগন্ধকয়োর্মিলিত্বা পলার্দ্ধং কর্পূরস্য রসগন্ধকার্দ্ধং কর্ষং, জাতীকোষফলয়োর্মিলিত্বা কর্ষঃ, বৃদ্ধদারকবীজাদিনবদ্রব্যাণাং মিলিত্বা কর্ষ ইত্যাহুঃ।

অভ্র ৮ তোলা, পারদ, গন্ধক, কর্পূর, জৈত্রী, জায়ফল প্রত্যেক ৪ তোলা, বিদ্ধড়কবীজ, ধুতূরাবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ডমূল, শতমূলী, গোরক্ষচাকুলের মূল, বেড়েলামূল, গোক্ষুরবীজ, হিজলবীজ প্রত্যেক ২ তোলা (মতান্তরে—পারদ, গন্ধক, কর্পূর প্রত্যেক ২ তোলা, জৈত্রী ও জায়ফল প্রত্যেক ১ তোলা, বীজতাড়ক প্রভৃতি নয়টি দ্রব্য মিলিত ২ তোলা); এই সমুদায় পাণের রসে একত্র মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা অনুপানবিশেষে প্রযুক্ত হইলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও নানাবিধ রোগ উপশমিত করে। ধাতুক্ষয়ে মাংসপিষ্ট ও দুগ্ধাদি অনুপান ব্যবস্থেয়।

মহারাজবটী

রসগন্ধকমভ্রঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্। বৃদ্ধদারকবঙ্গঞ্চ লৌহং কর্ষার্দ্ধকং ক্ষিপেৎ।। স্বর্ণং তাম্রং কর্পূরঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষপাদিকম্। শক্রাশনং বরী চৈব শ্বেতসর্জ্জলবঙ্গকম্। কোকিলাক্ষং বিদারী চ মূষলী শূকশিম্বিকম্। জাতীফলং তথাকোষং বলা নাগবলা তথা।। মাষদ্বয়মিতং ভাগং তালমূল্যা রসেন চ। পিষ্ট্বা চ বটিকা কার্য্যা চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণতঃ।। মধুনা ভক্ষয়েৎ প্রাতর্বিষমজ্বরশান্তয়ে। ধাতুস্থাংশ্চ জ্বরান্ সর্ব্বান্ হন্যাদেব ন সংশয়ঃ।। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্। জ্বরং নানাবিধং হন্তি কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং তথা।। বলপুষ্টিকরং নিত্যং কামিনীং রময়েৎ সদা। ন চ শুক্র ক্ষয়ং যাতি ন বলং হ্রাসতাং ব্রজেৎ।। উর্দ্ধগং শ্লেষ্মজং হন্তি সন্নিপাতং সুদারুণম্। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ প্রমেহং রক্তপিত্তকম্। মহারাজবটী খ্যাতা রাজযোগ্যা চ সর্ব্বদা।।

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, বিদ্ধড়কবীজ, বঙ্গ ও লৌহ প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ, তাম্র, কর্পূর প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, সিদ্ধিবীজ, শতমূলী, শ্বেতধূনা, লবঙ্গ, কুলেখাড়া, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, আলকুশীবীজ, জায়ফল, জৈত্রী, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে প্রত্যেক সিকি তোলা পরিমিত; এই সমুদায় একত্র তালমূলীর রসে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—মধু। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর এবং কাস ও শ্বাস প্রভৃতি বহুবিধ রোগ উপশমিত হয়। অধিকন্তু ইহা দেহের বল ও পুষ্টি সাধন করিয়া রতিশক্তি বর্দ্ধিত করে।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহম্

চিত্রকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং মুস্তকং তথা। শ্রেয়সী পিপ্পলীমূলমুশীরং দেবদারু চ।। কিরাততিক্তকং* বালং কটুকী কণ্টকারিকা। শোভাঞ্জনস্য বীজঞ্চ মধুকং বৎসকং সমম্।। লৌহতুল্যাং গৃহীত্বা তু বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্। সর্ব্বজ্বরহরং লৌহং সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ।। বাতিকং পৈত্তিকং শ্লেষ্ম-দ্বন্দ্বজং সান্নিপাতিকম্। জীর্ণজ্বরঞ্চ বিষম রোগসঙ্করমেব চ।। প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ বিনাশয়েৎ। সর্ব্বজ্বরহরং লৌহং চন্দ্রনাথেন ভাষিতম্।।

চিতামূল, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুতা, গজপিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, উশীর, দেবদারু, চিরতা, বালা (পাঠান্তরে আকনাদি), কট্‌কী, কণ্টকারী, সজিনাবীজ, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব প্রত্যেক সমভাগে লইয়া সমষ্টি যত হইবে, সেই পরিমাণে লৌহ মিশ্রিত করিবে। পরে জলসহ মর্দ্দন করিয়া (১ রতি প্রমাণ) বটিকা করিবে। ইহা

*বালমিত্যত্র পাঠোঽয়ং রসেন্দ্রসারসংগ্রহধৃত পাঠঃ।

সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংস নিবারিত হয়।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহম্

দ্বিপলং জারিতং লৌহং রসং গন্ধং দ্বিতোলকম্। তোলকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং মুস্তকং তথা।। শ্রেয়সী পিপ্পলীমূলং হরিদ্রে দ্বে চ চিত্রকম্। আর্দ্রকস্য রসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্।। গুঞ্জাদ্বয়ীং বটীং কৃত্বা ভক্ষয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ। সর্ব্বজ্বরহরং লৌহং সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্।। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্। বিষমজ্বরভূতোত্থ-জ্বরং প্লীহানমেব চ।। মাসজং পক্ষজঞ্চৈব তথা সংবৎসরোত্থিতম্। সর্ব্বান্ জ্বরান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।।

লৌহ ১৬ তোলা, পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুতা, গজপিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা; এই সমুদায় একত্র আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও প্লীহা নিশ্চয়ই উপশমিত হইয়া থাকে।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহম্ (মতান্তরে)

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং তাম্রমভ্রঞ্চ মাক্ষিকম্। হিরণ্যং তারতালঞ্চ কর্ষমেকং পৃথক্ পৃথক্।। মৃতকান্তং পলং দেয়ং সর্ব্বমেকীকৃতং শুভম্। বক্ষ্যমাণৌষধৈর্ভাব্যং প্রত্যেকং দিনসপ্তকম্।। কারবেল্লরসেনাপি দশমূলরসেন চ। পর্পটস্য কষায়েণ ক্বাথেন ত্রৈফলেন চ।। গুড়ূচ্যাঃ স্বরসেনাপি নাগবল্লীরসেন চ। কাকমাচীরসেনৈব নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসেন চ।। পুনর্নবার্দ্রকাম্ভোভির্ভাবনাং পরিকল্প্য চ। রক্তিকাদিক্রমেণৈব বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।। পিপ্পলীগুড়সংযুক্তা বটিকা জ্বরনাশিনী। জ্বরমষ্টবিধং হন্তি চিরকালসমুদ্ভবম্।। বিবিধং বারিদোষোত্থং নামদোষোদ্ভবং তথা। সততাদিজ্বরং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা।। ক্ষয়োদ্ভবঞ্চ ধাতুস্থং কামশোকভয়ং তথা।। অভিঘাতজ্বরঞ্চৈবমভিচারসমুদ্ভবম্। অভিন্যাসং মহাঘোরং বিষমঞ্চ ত্রিদোষজম্।। শীতপূর্ব্বং দাহপূর্ব্বং বিষমং শীতলং জ্বরম্। প্রলেপকজ্বরং ঘোরমর্দ্ধনারীশ্বরং তথা। প্লীহজ্বরং তথা কাসং চাতুর্থকবিপর্য্যয়ম্। পাণ্ডুরোগগণান্ সর্ব্বানগ্নিমান্দ্যমহাগদান্।। এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু পক্ষার্দ্ধেন ন সংশয়ঃ। শাল্যন্নং তক্রসহিতং ভোজয়েদ্ দ্বিজসংযুতম্।। ককারপূর্ব্বকং সর্ব্বং বর্জনীয়ং বিশেষতঃ।। মৈথুনং বর্জয়েৎ তাবদ্ যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ। সর্ব্বজ্বরহরং লৌহং দুর্লভং পরিকীর্ত্তিতম্।।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিশুদ্ধ হরিতাল প্রত্যেক ২ তোলা, জারিত কান্তলৌহ ৮ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করোলাপাতার রসে, দশমূলের ক্বাথে, ক্ষেতপাপ্‌ড়ার ক্বাথে, ত্রিফলার ক্বাথে, গুলঞ্চের রসে, পাণের রসে, কাকমাচীর রসে, নিসিন্দাপাতার রসে এবং পুনর্নবা ও আদার রসে ৭ বার করিয়া ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও পুরাতন গুড়। এই মহৌষধ সেবনে যে কোন প্রকার জ্বরই হউক না কেন, সপ্তাহের মধ্যে নিবারিত হইবে এবং ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, প্লীহা ও কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অনুপান—পুরাতন গুড় ও পিপুলচূর্ণ। শালিতণ্ডুলের অন্ন ও পায়রা প্রভৃতি পক্ষিমাংস পথ্য। সম্পূর্ণ বললাভ না করা পর্য্যন্ত মৈথুনাদি নিষিদ্ধ। কুষ্মাণ্ড, কাঁক্‌রোল প্রভৃতি ককারাদি নামক দ্রব্য অপথ্য।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরসঃ

ভাগত্রয়ং স্বর্ণভস্ম দ্বিভাগং তারমভ্রকম্। লৌহাৎ পঞ্চ প্রবালঞ্চ মৌক্তিকং ত্রয়সম্মিতম্।। ভস্মসূতং সপ্তকঞ্চ সর্ব্বং মর্দ্দ্যান্ত কন্যায়া। ছায়াশুষ্কা বটী কার্য্যা ছাগীদুগ্ধানুপানতঃ।। ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং গুল্মঞ্চাপি প্রমেহনুৎ। জীর্ণজ্বরহরশ্চায়মুন্মাদস্য নিবৃন্তনঃ। সর্ব্বরোগহরশ্চাপি বারিদোষনিবারণঃ।।

স্বর্ণ ৩ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, অভ্র ২ ভাগ, লৌহ ৫ ভাগ, প্রবাল ৩ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ ও রসবিন্দুর ৭ ভাগ; এই সমুদায় দ্রব্য ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করত ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ। ইহা সেবনে ক্ষয়রোগ, কাস, গুল্ম, প্রমেহ, উন্মাদ ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি উপশমিত হয়।

বৃহদ্বিষমজ্বরান্তকো রসঃ

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং কারয়েৎ কজ্জলীং শুভাম্। মৃতসূতং হেম তারং লৌহমভ্রঞ্চ তাম্রকম্।। তালসত্ত্বং বঙ্গভস্ম মৌক্তিকং সপ্রবালকম্। সুবর্ণমাক্ষিকঞ্চাপি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ।। নির্গুণ্ডী নাগবল্লী চ কাকমাচী সপর্পটী। ত্রিফলা কারবেল্লঞ্চ দশমূলী পুনর্নবা।। গুড়ূচী বৃষকশ্চাপি সভৃঙ্গ-কেশরাজকঃ। এতেষাঞ্চ রসেনৈব ভাবয়েৎ ত্রিদিনং পৃথক্।। গুঞ্জামানাং বটীং কুর্য্যাচ্ছাস্ত্রবিৎ কুশলো ভিষক্। পিপ্পলীগুড়কেনৈব লিহেচ্চ বটিকাং শুভাম্।। জ্বরমষ্টবিধং হন্তি নিরামং সামমেব চ। সপ্তধাতুগতঞ্চাপি নানাদোষোদ্ভবং তথা।। সততাদিজ্বরং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা। অভিঘাত-ভিচারোত্থং জীর্ণজ্বরং বিশেষতঃ।।

কজ্জলী, রসসিন্দূর, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, তাম্র, হরিতালভস্ম, বঙ্গ, মুক্তা, প্রবাল ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই সমুদায় সমভাগে গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহের যথাসম্ভব স্বরসে বা ক্বাথে তিন দিন করিয়া ভাবনা দিবে। ভাবনাদ্রব্য যথা—নিসিন্দাপাতা, পাণ, কাকমাচী, ক্ষেতপাপ্ড়া, ত্রিফলা, করোলাপাতা, দশমূল, পুনর্নবা, গুলঞ্চ, বাসকছাল, ভৃঙ্গরাজ ও কেশুর্ত্তে। এক রতি প্রমাণ বটিকা। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও পুরাতন গুড়। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর উপশমিত হয়।

বৃহজ্জ্বরান্তকলোহম্

রসং গন্ধং তোলকঞ্চ জাতীকোষফলে তথা। হেমভস্ম তু পাদৈকং তোলার্দ্ধং রূপ্যলৌহকম্।। অভ্রং শিলাজতু চৈব ভৃঙ্গরাজঞ্চ মুস্তকম্। কেশরাজমপামার্গং লবঙ্গঞ্চ ফলত্রিকম্।। বরাঙ্গ বল্কলঞ্চৈব পিপ্পলীমূলমেব চ। সৈন্ধবঞ্চ বিড়ঞ্চৈব গুড়ূচীচূর্ণমেব চ।। কণ্টকারী রসোনঞ্চ ধান্যকং জীরকদ্বয়ম্। চন্দনং দেবকাষ্ঠঞ্চ দার্ব্বীন্দ্রযবমেব চ।। কিরাততিক্তকং বালং তোলকঞ্চ সমাহরেৎ। দ্বিতোলং মরিচং দেয়ং ভাবয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ।। মাষার্দ্ধ ভক্ষয়েৎ প্রাতর্মধুনা মধুরীকৃতম্। জ্বরং নানাবিধং হন্তি শুক্রস্থং চিরকালজম্।। সাধ্যাসাধ্যবিচারোহত্র নৈব কার্য্যো ভিষগ্বরৈঃ। অন্তর্ধাতুগতঞ্চাপি নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।। ভূতোত্থং শ্রমজঞ্চাপি সন্নিপাতজ্বরং তথা। অসাধ্যঞ্চ জ্বরং হন্তি যথা সূর্য্যোদয়স্তমঃ।। গরুড়ঞ্চ সমালোক্য যথা সর্পঃ পলায়তে। তথৈবাস্য প্রসাদেন জ্বরঃ শীঘ্রং পলায়তে।। বলদং পুষ্টিদঞ্চৈব মন্দাগ্নিনাশনং পরম্। বীর্য্যস্তম্ভকরঞ্চৈব কামলাপাণ্ডুরোগনুৎ।। সদা তু রমতে নারীং ন বীর্য্যং ক্ষয়তাং

ব্রজেৎ। প্রমেহং বিবিধঞ্চৈব বিবিধাং গ্রহণীং তথা। অনুপানবিশেষেণ সর্ব্বব্যাধিং বিনাশয়েৎ।।

(বৃহজ্জ্বরান্তকলৌহে তোলকমিতি রসাদিফলান্তং প্রত্যেকং তোলকভাগম্, হেমভস্ম তু পাদৈকমিতি এক ভাগাপেক্ষয়া পাদৈকম্। বরাঙ্গবল্কলং গুড়ত্বক্। গুড়ূচীচূর্ণমিত্যত্র গুড়ূচীসত্ত্বমিতি ব্যবহরন্তি বৃদ্ধাঃ। রসোনং রসোনকন্দং, তচ্চ দুগ্ধেন পরিশোধিতং গ্রাহ্যম্। ভাবয়েদার্দ্রকদ্রবৈরিতি আর্দ্রকরসৈঃ সপ্তবারং ভাবয়েৎ।)

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, জৈত্রী ১ তোলা, জায়ফল ১ তোলা, স্বর্ণ সিকিতোলা, রৌপ্য অর্দ্ধতোলা, লৌহ অর্দ্ধতোলা, অভ্র, শিলাজতু, ভৃঙ্গরাজ, মুতা, কেশুর্ত্তে, আপাং, লবঙ্গ, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, দারুচিনি, পিপুলমূল, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, গুলঞ্চের চিনি, কন্টকারী, রসুন, ধনে, জীরা, কৃষ্ণজীরা, রক্তচন্দন, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, চিরতা ও বালা প্রত্যেক ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা; এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া আদার রসে সপ্তাহ মর্দ্দনান্তে অর্দ্ধমাষা (ব্যবহার ২-৩ রতি) পরিমাণ বটিকা করিবে। প্রাতঃকালে মধুসহ সেবনীয়। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর উপশমিত ও বলবীর্য্যাদি অসাধারণরূপে বর্দ্ধিত হয়।

পঞ্চাননো রসঃ

শম্ভোঃ কণ্ঠবিভূষণং সমরিচং দৈত্যেন্দ্ররক্তং রবিঃ, পক্ষৌ সাগরলোচনং শশিযুগং ভাগোহ্‌র্কসংখ্যান্বিতঃ। খল্লে তৎ পরিমর্দ্দিতং রবিজলৈর্গুঞ্জৈকমাত্রং দদেৎ সিংহোহ্‌য়ং জ্বরদন্তিদর্পদলনঃ পঞ্চাননাখ্যো রসঃ।। পথ্যঞ্চ দেয়ং দধিভক্তকঞ্চ সিন্ধুত্থপথ্যামধুনা সমেতম্। গন্ধানুলেপো হিমতোয়পানং দুগ্ধঞ্চ দেয়ং শুভদাড়িমঞ্চ।।

বিষ ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, হিঙ্গুল ১ তোলা, তাম্র ২ তোলা, সমুদায়ে এই ১২ তোলা দ্রব্য আকন্দমূলের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রবল জ্বর নাশ হয়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া শীতক্রিয়াদি কর্ত্তব্য।

শীতভঞ্জীরসঃ

পারদং রসকং তালং তুত্থং টঙ্গণগন্ধকম্। সর্ব্বমেতৎ সমং শুদ্ধং কারবেল্ল্যা রসৈর্দ্দিনম্। মর্দ্দয়েৎ তেন কল্কেন তাম্রপাত্রোদরং লিপেৎ। অঙ্গুলার্দ্ধার্দ্ধমানেন তৎ পচেৎ সিকতাহ্বয়ে।। বস্ত্রে যাবৎ স্ফুটন্ত্যেব ব্রীহয়স্তস্য পৃষ্ঠতঃ। তাম্রপাত্রং সমুদ্ধৃত্য চূর্ণয়েন্মরিচৈঃ সমম্।। শীতভঞ্জীরসো নাম দ্বিগুঞ্জং বাতিকজ্বরে। দাতব্যং পর্ণখণ্ডেন মুহূর্ত্তান্নাশয়েজ্জ্বরম্।।

(অত্র রসকং খর্পরম্। শুদ্ধতাম্রং ষট্‌তোলকং তেন নির্ম্মিতং তাম্রখল্লং প্রত্যেকং তোলমিতেন পারদাদিষড়্‌দ্রব্যেণ লিপ্তম্ অধোমুখং কৃত্বা স্থাল্যাং সংস্থাপ্য পাত্রান্তরেণাচ্ছাদ্য বদরীপত্রকল্কেন সন্ধিং নিরুধ্য চ উপরি বালুকাভিঃ স্থালীং পরিপূর্য্য তদুপরি ব্রীহীন্ দত্ত্বা চুল্ল্যাং নিবেশ্য তাবদগ্নিজ্বালা দাতব্যা যাবদ্ ব্রীহয়ো ন স্ফুটন্তি, স্ফুটিতেষু তেষু ব্রীহিষু রসঃ সিদ্ধো ভবতি। পশ্চান্মরিচচূর্ণং ষট্‌তোলকং সর্ব্বমেকীকৃত্য চূর্ণয়িত্বা অস্য দ্বিগুঞ্জং পর্ণখণ্ডেন সহ ভক্ষয়েদিত্যুপদেশঃ।

৬ তোলা পরিমিত বিশুদ্ধ তাম্রে একটি খল প্রস্তুত করিবে। অনন্তর পারদ, খর্পর, হরিতাল,

তুঁতে, সোহাগার খৈ ও গন্ধক এই ছয় দ্রব্য প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণে লইয়া করোলাপত্র-(উচ্ছেপত্র)-রসে মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তাম্রখণ্ডের উদরভাগ সিকি অঙ্গুল পরিমাণে লিপ্ত করিবে। পশ্চাৎ ঐ খণ্ড একটি হাঁড়ীর মধ্যে অধোমুখে স্থাপন করিয়া তাহার উপরিভাগে অপর একটি পাত্র ঢাকা দিয়া বদরীপত্র-কল্কে সন্ধিস্থল লিপ্ত করিবে এবং তাহা বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া উপরিভাগে কতকগুলি ধান্যাদি নিক্ষেপ করিবে। পরে উহা চুল্লীর উপর স্থাপন করিয়া জ্বাল দিবে। উপরের হাঁড়ীর ধান্যসকল ফুটিলে চুল্লী হইতে উহা নামাইয়া ঔষধ উদ্ধার করিয়া উহার সহিত ৬ তোলা মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। ইহা ২ রতি পরিমাণে পাণের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে মুহূর্ত্তমধ্যে বাতিক জ্বর নষ্ট হয়।

বিক্রমকেশরীরসঃ

শুল্বমেকং দ্বিধা তারং মর্দ্দয়েদ্ বিধিবদ্ ভিষক্। পশ্চাদ্ বিষং রসং গন্ধং মেলয়িত্বা তু ভাবয়েৎ। একবিংশতিবারাংশ্চ লিম্পাকবল্কলদ্রবৈঃ।। রসঃ সিদ্ধঃ প্রদাতব্যো গুঞ্জামাত্রো জ্বরান্তকৃৎ। সর্ব্বজ্বরহরঃ খ্যাতো রসো বিক্রমকেশরী।।

তাম্র ১ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া তাহাতে বিষ, পারদ, গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। পশ্চাৎ লেবুমূলের বল্কলের রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

মেঘনাদো রসঃ

* তারং কাংস্যং মৃতং তাম্রং ত্রিভিস্তুল্যঞ্চ গন্ধকম্। ক্বাথেন মেঘনাদস্য পিষ্ট্বা রুদ্ধা পুটে পচেৎ।। ষড়্‌ভিঃ পুটৈর্ভবেৎ সিদ্ধো মেঘনাদো জ্বরাপহঃ। ভক্ষয়েৎ পর্ণখণ্ডেন বিষমজ্বরনাশনঃ। অস্য মাত্রা দ্বিগুঞ্জা স্যাৎ পথ্যং দুগ্ধৌদনং হিতম্।। নাগরাতিবিষামুস্ত-ভূনিম্বামৃতবৎসকৈঃ। সর্ব্বজ্বরাতিসারঘ্নং ক্বাথমস্যানুপায়য়েৎ। তরুণং বা জ্বরং জীর্ণং তৃষ্ণাং দাহঞ্চ নাশয়েৎ।।

রূপা, কাঁসা, তাম্র প্রত্যেক ১ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, একত্র লাল কাঁটানটের ক্বাথে মাড়িয়া ৬ বার গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা—২ রতি। পাণের সহিত সেবনীয়। ইহাতে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। পথ্য—দুগ্ধান্ন। জ্বরাতিসারে শুণ্ঠী, আতইচ, মুতা, চিরতা, গুলঞ্চ, কুড়চিছাল মিলিত ২ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ অনুপানে ঔষধ (মেঘনাদ রস) সেবন করাইবে। ইহাতে তরুণজ্বর, জীর্ণজ্বর, তৃষ্ণা ও দাহ নিবৃত্ত হয়।

শীতারী রসঃ

কুষ্মাণ্ডক্ষারচূর্ণোদকতিলজপৃথক্‌পাচিতং শুদ্ধতালং তুল্যাং সূতেন পিষ্ট্বা ত্রিদিবসমসকৃৎ কারবেল্লদ্রবেণ। ক্ষিপ্ত্বা তৎ খর্পরান্তর্দ্দিনপতিপিহিতং রন্ধ্রমাপাদয়েৎ তং নীরন্ধ্রং চূর্ণপথ্যাগুড়লবণখটীমৃত্তিরপান্তরালম্।। তদ্‌বালুকাপূর্ণঘটে বিদধ্যাচ্ছন্নৈঃ পচেৎ

তাবদুপর্য্যমুষা। ব্রীহির্বিবর্ণত্বমুপৈতি যাবৎ ততস্তু শীতং বিদধীত চূর্ণম্।। সিদ্ধং তচ্চ সমাদদীত তুলসীতোয়েন বল্লোন্মিতং পশ্চাৎ ক্ষৌদ্রকণাসিতাজ্যপয়সা কৃত্বানুপানং গদী ভুঞ্জীতাথ পয়োহন্নমুদগসহিতং সাজ্যঞ্চ হন্যান্নৃণাং তাপং কালবশেন সঞ্চিতময়ং শীতারিনামা রসঃ।।

কুষ্মাণ্ডক্ষার, চূণের জল, তিলের ক্ষার, এই সমুদায় দ্বারা ক্রমে ক্রমে হরিতাল পাক করিয়া তাহার সহিত সমপরিমিত পারদ মিশ্রিত ও করোলাপাতার রসে তিন দিবস ক্রমাগত পেষিত করিয়া শরাবে স্থাপিত করিবে। ঐ শরাব তাম্রপাত্রে আচ্ছাদন করিয়া চূণ, হরীতকী, গুড়, লবণ, খড়ি ও মৃত্তিকা দ্বারা রন্ধ্রভাগ লেপন করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে; যন্ত্রের উপরি স্থাপিত ধান্য স্ফুটিত হইলে পাকক্রিয়া সম্পাদিত হইবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিযা চূর্ণ করিবে। ইহার মাত্রা—২ রতি। তুলসীপত্রের রসে মাড়িয়া মধু, পিপুলচূর্ণ, চিনি, ঘৃত ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। পথ্য—দুগ্ধ, অন্ন, মুগের যূষ ও ঘৃত। ইহাতে সঞ্চিত জ্বর নষ্ট হয়।

জ্বরশূলহরো রসঃ

রসগন্ধকয়োঃ কৃত্বা কজ্জলীং ভাণ্ডমধ্যগাম্। তত্রাধোবদনাং তাম্র-পাত্রীং সংরুধ্য শোষয়েৎ।। পাদাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণেন চুল্ল্যাং জ্বালেন তাং দহেৎ। মাষদ্বয়ং ততস্তস্থং রসপাত্রং সমাহরেৎ।। ...গেন দদ্যাৎ সর্ব্বজ্বরেষ্বমুম্। জীরসৈন্ধবসংলিপ্ত-বক্ত্রায় জ্বরিণে হিতম্। স্বেদোদগমো ...দেবি সর্ব্বেষু পাপ্নসু।। চাতুর্থকাদীন্ বিষমান্ নবমাগামিনং জ্বরম্। সাধারণং সন্নিপাতং ন সংশয়ঃ।।

রস ও গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে। ঐ কজ্জলী দ্বারা একটি তাম্রপাত্র পাদাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ প্রলিপ্ত করত অধোমুখে ভাণ্ডমধ্যে স্থাপিত করিয়া আচ্ছাদন করিবে। সন্ধিস্থলে লেপ দিয়া পাক করিবে। শীতল হইলে এই কজ্জলীলিপ্ত পাত্র চূর্ণ করিয়া যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। মাত্রা—২-৩ রতি। জীরক ও সৈন্ধবলবণ চর্ব্বণান্তে পাণের সহিত ঔষধ সেবনীয়। ইহাতে চাতুর্থকাদি সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

জীবনানন্দাভ্রম্

বজ্রাভ্রং মারিতং কৃত্বা কর্ষযুগ্মং বিচূর্ণিতম্। জীরং কনকবীজঞ্চ কর্ষং বাসারসেন চ।। কন্টকারীরসেনৈব ধাত্রীমুস্তরসেন চ। গুড়ূচ্যাঃ স্বরসেনৈব পলাংশেন পৃথক পৃথক।। মর্দ্দয়িত্বা বটী কার্য্যা গুঞ্জামাত্রা প্রযোজিতা। বিষমাখ্যান্ জ্বরান্ সর্ব্বান্ প্লীহানং যকৃতং বমিম্।। রক্তপিত্তং বাতরক্তং গ্রহণীং শ্বাসকাসকৌ। অরুচিং শূলহৃল্লাসাবর্শাংসি চ বিনাশয়েৎ।। জীবনানন্দনামেদমভ্রং বৃষ্যং বলপ্রদম্। রসায়নবরং শ্রেষ্ঠমগ্নিসন্দীপনং পরম্।।

অভ্র ৪ তোলা, জীরা ২ তোলা, ধুতূরাবীজ ২ তোলা; একত্র চূর্ণ করিয়া বাসক, কণ্টকারী, আমলা, মুতা ও গুলঞ্চ ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত যথাসম্ভব রসে বা ক্বাথে পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে নানাবিধ জ্বর ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

মকরধ্বজঃ

স্বর্ণদলং পলঞ্চৈব রসেন্দ্রঞ্চ পলাষ্টকম্। রসস্য দ্বিগুণং গন্ধং তেনৈব কজ্জলীকৃতম্।। কুমারিকারসৈর্ভাব্যং কাচপাত্রে নিধাপয়েৎ। বালুযন্ত্রে চ সংস্থাপ্য ক্রমাদ্ দিনত্রয়ং পচেৎ।। স্বাঙ্গশীতং সমাদায় পুষ্পারুণরজঃসমম্। যবমাত্রং প্রদাতব্যমহিবল্লীদলেন চ।। এতদভ্যাসতশ্চৈব জরামরণনাশনম্। অনুপানবিশেষেণ করোতি বিবিধান্ গুণান্।। জ্বরং ত্রিদোষজং ঘোরং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্। অন্যাংশ্চ বিবিধান্ রোগান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।।

অতি পাত্‌লা স্বর্ণপত্র ৮ তোলা, পারদ ৬৪ তোলা, শোধিত গন্ধক ১২৮ তোলা। প্রথমতঃ স্বর্ণপত্র ও পারদ একত্র মাড়িয়া পরে গন্ধকসহ মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে কজ্জলী করিবে। অনন্তর উহা ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া একটি সমতল বোতলে পুরিয়া বোতলটি কুট্টিতবস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিয়া বালুকাযন্ত্রে ৩ দিন পাক করিবে। ৩ দিনের পর শীতল অবস্থায় ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা এক যব। অনুপানবিশেষে ইহার দ্বারা বহুবিধ রোগ প্রশমিত হয়। ইহা জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

গন্ধককজ্জলীবিধিঃ

কণ্টকারী সিন্ধুবারস্তথা পূতিকরঞ্জকম্। এতেষাং রসমাদায় কৃত্বা খর্পরখণ্ডকে।। প্রক্ষেপ্যং গন্ধকং তত্র জ্বালং মৃদ্বগ্নিনা দদেৎ। গন্ধকে স্নেহতাপন্নে তৎসমং পারদং ক্ষিপেৎ।। মিশ্রীকৃত্য ততো দ্বাভ্যাং দ্রুতং তমবতারয়েৎ। আমর্দ্দয়েৎ তথা তৎ তু যথা স্যাৎ কজ্জলপ্রভম্।। ততস্তু রক্তিকামস্য মাষকং জীরকস্য চ। মাষৈকং লবণস্যাপি পর্ণে কৃত্বা নিধাপয়েৎ।। জ্বরে ত্রিদোষজে ঘোরে জলমুষ্ণং পিবেদনু। ছর্দ্দ্যাং শর্করয়া দদ্যাৎ সামে দদ্যাৎ তথা গুড়ম্।। ক্ষয়ে চ্ছাগভবং ক্ষীরং প্রদদ্যাদনুপানকম্। রক্তাতীসারে কুটজমূলবল্কলজং রসম্।। রক্তবান্তৌ তথা দদ্যাদুড়ুম্বরভবং জলম্। সর্ব্বব্যাধিহরশ্চায়ং গন্ধককজ্জলীকৃতঃ। আয়ুর্বৃদ্ধিকরশ্চায়ং মৃতঞ্চাপি প্রবোধয়েৎ।।

কণ্টকারী, নিসিন্দা ও নাটাকরঞ্জ ইহাদের রস একটি মাটির খোলায় রাখিয়া চুল্লিকায় স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে গন্ধকচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া মৃদু মৃদু জ্বাল দিবে, গন্ধক দ্রবীভূত হইলে গন্ধকসমান পারদ নিক্ষেপ করিবে, উভয়ে মিশ্রিত হইলে সত্বর নামাইয়া মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। এই কজ্জলী এক রতি, জীরকচূর্ণ দুই আনা, সৈন্ধবলবণ দুই আনা একত্র করিয়া একটি পাণের সহিত সেবন করিবে। ঔষধ সেবনের পর সন্নিপাতজ্বরে উষ্ণজল, বমিতে চিনির পানা, আমে পুরাতন গুড়, ক্ষয়রোগে ছাগদুগ্ধ, রক্তাতীসারে কুড়্চিমূলের ছালের ক্বাথ, রক্তবমনে যজ্ঞডুমুরের রস সেবন করিবে। এই গন্ধককজ্জলী সর্ব্বরোগহর ও আয়ুবর্দ্ধক। ইহা অন্ত্যাবস্থাতেও সংজ্ঞাজনক।

লৌহাসবঃ

লৌহচূর্ণং ত্রিকটুকং ত্রিফলঞ্চ যমানিকা। বিড়ঙ্গং মুস্তকং চিত্রং চতুঃসংখ্যপলং ক্ষিপেৎ।। চূর্ণীকৃত্য ততঃ ক্ষৌদ্রং চতুঃষষ্টিপলং পৃথক্। দদ্যাদ্ গুড়তুলাং তত্র জলদ্রোণদ্বয়ং তথা।। ঘৃতভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য নিদধ্যান্মাসমাত্রকম্। লৌহাসবমমুং মর্ত্যঃ পিবেদ্ বহ্নিকরং পরম্।।

পাণ্ডুশ্বয়থুগুল্মানি জঠরাণ্যর্শসাং রুজম্। প্লীহাময়ং জ্বরং জীর্ণং কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্। অরোচকঞ্চ গ্রহণীং হৃদ্রোগঞ্চ বিনাশয়েৎ।।

লৌহচূর্ণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, যমানী, বিড়ঙ্গ, মুতা ও চিতামূল প্রত্যেক ৪ পল, মধু ৮ সের, গুড় সাড়ে বার সের, জল ১২৮ সের; এই সমুদয় ঘৃতকুম্ভে স্থাপনপূর্ব্বক মুখ আবদ্ধ করিয়া একমাস কাল রাখিয়া দিবে। ইহাকে লৌহাসব কহে। ইহা সেবনে জীর্ণজ্বর, প্লীহা, পাণ্ডু, শোথ, গুল্ম, উদর, অর্শোবেদনা, কাস, শ্বাস, ভগন্দর, অরোচক, গ্রহণী ও হৃদরোগ উপশমিত হয়।

অমৃতায়াঃ পলশতং দশমূলীশতং তথা। চতুর্দ্রোণে জলে পক্কা কুর্য্যাৎ পাদাবশেষিতম্।। শীতে তস্মিন্ রসে পূতে গুড়স্য ত্রিতুলাঃ ক্ষিপেৎ। অজাজীষোড়শপলং পর্পটস্য পলদ্বয়ম্।। সপ্তপর্ণং ত্রিকটুকং মুস্তকং নাগকেশরম্। কটুকাতিবিষে চেন্দ্রযবঞ্চ পলসম্মিতম্।। একীকৃত্য ক্ষিপেদ্ ভাণ্ডে নিদধ্যান্মাসমাত্রকম্। অমৃতারিষ্ট ইত্যেষ সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ।।

গুলঞ্চ সাড়ে বার সের, মিলিত দশমূল সাড়ে বার সের, ২৫৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর ঐ ক্বাথে সাড়ে ৩৭ সের গুড় মিশ্রিত করিবে এবং কৃষ্ণজীরা ২ সের, ক্ষেতপাপ্‌ড়া ১ পোয়া, ছাতিমছাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুতা, নাগেশ্বর, কট্‌কী, আতইচ, ইন্দ্রযব প্রত্যেক ১ পল নিক্ষেপ করিয়া আবদ্ধমুখ ভাণ্ডে এক মাস রাখিবে। ইহাতে অরিষ্ট প্রস্তুত হইবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর উপশমিত হয়।

ঘৃতপ্রকরণম্

জ্বরাঃ কষায়ৈর্বমনৈর্লঙ্ঘনৈর্লঘুভোজনৈঃ। রুক্ষস্য যে ন শাম্যন্তি সর্পিস্তেষাং ভিষগ্‌জিতম্।।

পূর্ব্বোক্ত কষায় পান, বমন, লঙ্ঘন ও লঘু ভোজনাদি দ্বারা রুক্ষতাহেতু যাহাদিগের জ্বরের শান্তি হইতেছে না, তাহাদিগের পক্ষে ঘৃতপান বিধেয়।

নির্দ্দশাহমপি জ্ঞাত্বা কফোত্তরমলঙ্ঘিতম্। ন সর্পিঃ পায়য়েৎ প্রাজ্ঞঃ শমনৈস্তমুপাচরেৎ।। যাবল্লঘুত্বাদশনং দদ্যান্মাংসরসেন তু। ফলং হ্যলং নিগ্রহায় দোষাণাং বলকৃচ্চ তৎ।।

(চরকে দশাহের পর ঘৃতপান ব্যবস্থা লিখিত আছে, এস্থলে তাহার অপবাদ ব্যবস্থা হইতেছে।) দশাহ অতীত হইলেও যদি কফ প্রবল থাকে এবং নিয়মিতরূপে লঙ্ঘন করান না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঘৃতপান ব্যবস্থেয় নহে। সে স্থলে জ্বরের লঘুতা পর্য্যন্ত শমন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে এবং আহারার্থ মাংসের রস পথ্য দিবে। কারণ মাংসরস ভোজনে বলবৃদ্ধি হইলে দুষ্ট বাতাদি দোষত্রয় নিগৃহীত হইয়া থাকে।

মাংসার্থমেণলাবাদীন্ যুক্ত্যা দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ। কুক্কুটাংশ্চ ময়ূরাংশ্চ তিত্তিরিক্রৌঞ্চবর্ত্তকান্। গুরুষ্ণত্বান্ন শংসন্তি জ্বরে কেচিচ্চিকিৎসকাঃ।। লঙ্ঘনেনানিলবলং জ্বরে যদ্যধিকং ভবেৎ। ভিষঙ্‌মাত্রাবিকল্পজ্ঞো দদ্যাৎ তানপি কালবিৎ।।

আহারার্থ এণ (মৃগবিশেষ) ও লাবাদি পক্ষির মাংস যুক্তিপূর্ব্বক ব্যবস্থা করিবে। কুক্কুট, ময়ূর, তিত্তির, বক ও বটের পক্ষির মাংস গুরু ও উষ্ণ বলিয়া কোন কোন চিকিৎসক আহারার্থ বিধি দেন না। কিন্তু লঙ্ঘন প্রযুক্ত জ্বরে যদি বায়ুর বল অধিক হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসক বিবেচনা করিয়া ঐ সকল মাংস ব্যবস্থা করিবেন।

পিপ্পল্যাদ্যং ঘৃতম্

পিপ্পল্যশ্চন্দনং মুস্তমুশীরং কটুরোহিণী। কলিঙ্গকাস্তামলকী শারিবাতিবিষা স্থিরা।। দ্রাক্ষামলকবিল্বানি ত্রায়মাণা নিদিগ্ধিকা। সিদ্ধমেতৈর্ঘৃতং সদ্যো জ্বরং জীর্ণমপোহতি।। ক্ষয়ং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ শিরঃশূলমরোচকম্। অংসাভিতাপমগ্নিঞ্চ বিষমং সন্নিযচ্ছতি। পিপ্পল্যাদ্যমিদং ক্বাপি তন্ত্রে ক্ষীরেণ পচ্যতে।।

যথাবিহিত মূর্চ্ছিত ঘৃত ৪ সের, জল ১৬ সের (কেহ কেহ দুগ্ধ ১৬ সের দিতে বলেন)। কল্কার্থ—পিপুল, রক্তচন্দন, মুতা, উশীর, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ভূঁইআমলা, অনন্তমূল, আতইচ, শালপাণি, দ্রাক্ষা, আমলকী, বেলশুঁঠ, বলাডুমুর ও কন্টকারী ইহাদের সর্ব্বসমষ্টি ১ সের; যথাবিধানে পাক সমাপ্ত করিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা। ইহা সেবনে জীর্ণজ্বর ও কাস প্রভৃতি উপশমিত হয়।

ক্ষীরষট্‌পলকং ঘৃতম্

পঞ্চকোলৈঃ সসিন্ধূত্থৈঃ পলিকৈঃ পয়সা সমম্। সর্পিঃপ্রস্থং শৃতং প্লীহ-বিষমজ্বরগুল্মনুৎ।। অত্র দ্রবান্তরেহনুক্তে ক্ষীরমেব চতুর্গুণম্। দ্রবান্তরেণ যোগে হি ক্ষীরং স্নেহসমং ভবেৎ।।

মূর্চ্ছিত গব্যঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ–পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ১ পল; পাকার্থ জল ১৬ সের। ইহা সেবনে বিষমজ্বর, গুল্ম ও প্লীহা উপশমিত হয়।

দশমূলষট্‌পলকং ঘৃতম্

দশমূলীরসে সর্পিঃ সক্ষীরে পঞ্চকোলকৈঃ। সক্ষারৈর্হন্তি তৎ সিদ্ধং জ্বরকাসাগ্নিমন্দতাঃ। বাতপিত্তকফব্যাধীন্ প্লীহানঞ্চাপি পাণ্ডুতাম্।।

দশমূল ৬ সের, পাকার্থ জল ৪৮ সের, শেষ ১২ সের। কল্কদ্রব্য যথা—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার প্রত্যেক ৮ তোলা। দুগ্ধ ৪ সের, ঘৃত ৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহাতে বিষমজ্বরাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

বাসাদ্যঘৃতম্

বাসাং গুড়ূচীং ত্রিফলাং ত্রায়মাণাং যবাসকম্। পক্ত্বা তেন কষায়েণ পয়সা দ্বিগুণেন চ।। পিপ্পলীমূলমৃদ্বীকা-চন্দনোৎপলনাগরৈঃ। কল্কীকৃতৈশ্চ বিপচেদ্ ঘৃতং জীর্ণজ্বরাপহম্।

বাসক, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, বলাডুমুর ও দুরালভা এই সকল ক্বাথদ্রব্য মিলিত ৪ সের, পাকার্থ

জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের। কল্কার্থ—পিপুলমূল, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও শুঁঠ মিলিত ১ সের। দুগ্ধ ৮ সের, ঘৃত ৪ সের, যথাবিহিত নিয়মে পাক করিবে (পাক বিষয়ে মতভেদ আছে। কাহারও মতে উক্ত ক্বাথ ১৬ সের ও দুগ্ধ ৮ সের, এই ২৪ সের দ্রবে ঘৃত পাক করিবে)। যখন শেষ পাকের লক্ষণ সম্যক্‌রূপে প্রকাশ পাইবে, তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে জীর্ণজ্বর বিনষ্ট হয়।

গুড়ূচ্যাদি-ঘৃতানি

গুড়ূচ্যাঃ ক্বাথকল্কাভ্যাং ত্রিফলায়া বৃষস্য চ। মৃদ্বীকায়া বলায়াশ্চ সিদ্ধাঃ স্নেহা জ্বরচ্ছিদঃ।।

গুলঞ্চ, ত্রিফলা, বাসক, দ্রাক্ষা ও বেড়েলা এই পাঁচটি দ্রব্যের প্রত্যেকের ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা সাধিত পঞ্চপ্রকার ঘৃতও জ্বরনাশক।

তৈলপ্রকরণম্

অভ্যঙ্গাংশ্চ প্রদেহাংশ্চ সস্নেহান্ সাবগাহনান্। বিভজ্য শীতোষ্ণকৃতান্ দদ্যাজ্জীর্ণজ্বরে ভিষক্।। তৈরাশু প্রশমং যাতি বহির্মার্গগতো জ্বরঃ। লভন্তে সুখমঙ্গানি বলং বর্ণশ্চ জায়তে।।

জীর্ণজ্বরে অভ্যঙ্গ (তৈলাদি মর্দ্দন), প্রলেপ, স্নেহ ও স্নানাদি, এই সকল স্থলবিশেষে শীতল ও স্থলবিশেষে উষ্ণ ব্যবস্থা করিবে। অভ্যঙ্গাদি দ্বারা বাহ্যমার্গগত জ্বর আশু প্রশমিত এবং শরীর সুস্থ ও বলবর্ণাদিসম্পন্ন হয়।

অঙ্গারক-তৈলম্

মূর্ব্বা লাক্ষা হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠা সেন্দ্রবারুণী। বৃহতী সৈন্ধবং কুষ্ঠং রাস্না মাংসী শতাবরী।। আরণালাঢ়কেনৈব তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। তৈলমঙ্গারকং নাম সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্।।

যথাবিধি মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের, কাঞ্জিক ১৬ সের। কল্কার্থ—মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশশার মূল, বৃহতী, সৈন্ধবলবণ, কুড়, রাস্না, জটামাংসী ও শতমূলী মিলিত ১ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। পাক শেষ হইলে তৈল ছাঁকিয়া লইবে (পরে তাহাতে কর্পূর, শিলারস ও নখী প্রত্যেক ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া রাখিবে)। এই তৈল মর্দ্দনে সকল প্রকার জ্বর উপশমিত হয়।

বৃহদঙ্গারক-তৈলম্

শুষ্কমূলাদিকস্যাঙ্গৈরঙ্গৈরঙ্গারকস্য চ। পক্বং তৈলং জ্বরহরং শোথপাণ্ড্বাময়াপহম্। বৃহদঙ্গারকং তৈলং জলমত্র চতুর্গুণম্।।

(শুষ্কমূলাদির্যথা—শুষ্কমূলকবর্ষাভূদারুরাস্নামহৌষধৈঃ।)

ক্ষণমিতি দণ্ডচতুষ্টয়ম্।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের। পাকার্থ—কাঁজি ১৬ সের। কল্কার্থ—শুষ্কমূলা, পুনর্নবা, দেবদারু, রাস্না, শুণ্ঠী এবং অঙ্গারক-তৈলোক্ত সমুদায় কল্কদ্রব্য, সর্ব্বসমষ্টিতে ১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। পাকশেষ হইলে তৈল ছাঁকিয়া লইবে। এই তৈল মর্দ্দনে জ্বর, শোথ ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

লাক্ষাদিতৈলম্

লাক্ষাহরিদ্রামঞ্জিষ্ঠা-কল্কৈস্তৈলং বিপাচিতম্। ষড়্গুণেন রনালেন দাহশীতজ্বরাপহম্।।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের। কাঁজি ২৪ সের। কল্কার্থ—লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে দাহ ও শীতজ্বর প্রশমিত হয়।

মহালাক্ষাদিতৈলম্

লাক্ষারসাঢ়কে প্রস্থং তৈলস্য বিপচেদ্ ভিষক্। মস্তাঢ়কসমাযুক্তং পিষ্ট্বা চাত্র সমাবপেৎ।। শতপুষ্পাং হরিদ্রাঞ্চ মূর্ব্বাং কুষ্ঠং হরেণুকম্। কটুকাং মধুকং রাস্নামশ্বগন্ধাঞ্চ দারু চ।। মুস্তকং চন্দনঞ্চৈব পৃথগক্ষসমানকৈঃ। দ্রব্যৈরেতৈস্তু তৎসিদ্ধমভ্যঙ্গান্মারুতাপহম্।। বিষমাখ্যান্ জ্বরান্ সর্ব্বানাশ্বেব প্রশমং নয়েৎ। কাসং শ্বাসং প্রতিশ্যায়ং কণ্ডূদৌর্গন্ধ্যগৌরবম্।। ত্রিকপৃষ্ঠকটীশূলং গাত্রাণাং কুট্টনং তথা। অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং তৈলং লাক্ষাদিকং মহৎ।। লাক্ষায়াঃ ষড়্গুণং তোয়ং দত্ত্বৈকবিংশবারকম্। পরিস্রাব্য জলং গ্রাহ্যং কিংবা ক্বাথং যথোচিতম্।।

লাক্ষাং কুট্টয়িত্বা দোলাযন্ত্রেণ একবিংশতিবারান্ পরিস্রাব্য তজ্জলং গ্রাহ্যম্, যদবশিষ্টং তৎ ত্যাজ্যম্।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের, লাক্ষার ক্বাথ ১৬ সের (লাক্ষা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অথবা লাক্ষা ৩ সের, জল ১৮ সের, লাক্ষা উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া ঐ ১৮ সের জলে মিশাইয়া তাহা দোলাযন্ত্রে ২১ বার ছাঁকিয়া সেই লাক্ষাজল ১৬ সের লইবে)। দধির মাত্ ১৬ সের। কল্কার্থ—শুল্ফা, হরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, কুড়, রেণুক, কট্কী, যষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, মুতা ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধি পাক করিবে। তৈলপাক সমাপ্ত হইলে তাহাতে বিধানানুসারে শিলারস, নখী ও কর্পূর প্রত্যেক ২ তোলা পরিমিত মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও অন্যান্য রোগ প্রশমিত হয়।

বৃহৎপিপ্পল্যাদিতৈলম্

পিপ্পলী মুস্তকং ধান্যং সৈন্ধবং ত্রিফলা বচা। যমানী চাজমোদা চ চন্দনং পুষ্করাহ্বয়ম্।। শঠী দ্রাক্ষা গবাক্ষী চ শালপর্ণী ত্রিকণ্টকম্। ভূনিম্বারিষ্টপত্রাণি মহানিম্বং নিদিগ্ধিকা।। গুড়ূচী পৃশ্নিপর্ণী চ বৃহতী দন্তীচিত্রকৌ। দার্ব্বী হরিদ্রা বৃক্ষাম্লং পর্পটং গজপিপ্পলী।। এতেষাং কার্ষিকৈঃ কল্কৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। দধিকাঞ্জিকতক্রেশ্চ মাতুলুঙ্গরসৈস্তথা।। স্নেহমাত্রাসমৈরেভিঃ শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। সিদ্ধমেতৎ প্রযোক্তব্যং জীর্ণজ্বরমপোহতি।। একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব দোষত্রয়সমুদ্ভবম্। সন্ততং সততান্যেদ্যুস্তৃতীয়কচতুর্থকান্।। মাসজং পক্ষজঞ্চৈব চিরকালানুবন্ধিনম্। সর্ব্বান্ তান্ নাশয়ত্যাশু পিপ্পলাদ্যমিদং শুভম্।।

কল্কার্থ—পিপুল, মুতা, ধনে, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বচ, যমানী, বনযমানী, রক্তচন্দন, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), শঠী, দ্রাক্ষা, রাখালশশার মূল, শালপাণি, গোক্ষুর, চিরতা, নিমপাতা, ঘোড়ানিমছাল, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, চাকুলে, বৃহতী, দন্তীমূল, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, মহাদা, ক্ষেতপাপ্ড়া, গজপিপ্পলী ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের, দধির মাত্, কাঁজি, তক্র, টাবালেবুর রস প্রত্যেক ৪ সের। তৈল পাক সমাপ্ত হইলে সুগন্ধের জন্য সুগন্ধিদ্রব্য নিক্ষেপ করিবে। এই তৈল ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়।

ষট্‌কট্বরতৈলম্

সুবর্চ্চিকানাগরকুষ্ঠমূর্ব্বা-লাক্ষানিশালোহিতযষ্টিকাভিঃ। তৈলং জ্বরে ষড়্গুণতক্রসিদ্ধ-মভ্যঞ্জনাচ্ছীতবিদাহনুৎ স্যাৎ।।

(দধ্নঃ সসারকস্যাত্র তক্রং কট্বরমিষ্যতে।)

কল্কার্থ—সাচিক্ষার, শুঁঠ, কুড়, মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা মিলিত ১ সের। মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের, তক্র ২৪ সের। এই সমুদায়ে যথাবিধি তৈল পাক করিবে। ইহা মর্দ্দনে শীত ও দাহযুক্ত জ্বর নিবারিত হয়। এই স্থলে সারবিশিষ্ট দধির তক্র ব্যবহার্য্য।

মহাষট্‌কট্বরতৈলম্

শুক্তারনালৈর্দধিমস্তুতক্রৈঃ ফলাম্বুভাগেন সমং হি তৈলম্। কৃষ্ণাদিকল্কৈর্মৃদুবহ্নি সিদ্ধমভ্যঞ্জনং বাতকফজ্বরাণাম্।। ঐকাহিকদ্বিত্রিকতুর্থকানাং মাসার্দ্ধমাসদ্বয়মাসিকানাম্।। নিবারণং তদ্বিষমজ্বরাণাং তৈলন্তু ষট্‌কট্বরকং মহৎ স্যাৎ।।

কৃষ্ণাদিগণো যথা—কৃষ্ণাচিত্রকষড়্গ্রন্থা বাসকং বিকসা ঘনম্। গ্রন্থিকৈলে চাতিবিষা রেণুকঞ্চ কটুত্রয়ম্।। যমানী গোস্তনী ব্যাঘ্রী ভূনিম্বো বিল্বচন্দনম্। ভার্গী শ্যামা শিবা ধাত্রী স্থিরা মূর্ব্বা সজীরকা।। সর্ষপং হিঙ্গু কটুকী বিড়ঙ্গঞ্চ সমাংশকম্। এষ কৃষ্ণাদিকো নাম গণো জ্বরবিনাশনঃ।।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের, শুক্ত ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, দধির মাত্ ৪ সের, তক্র ৪ সের, গোঁড়ালেবুর রস ৪ সের। কল্কার্থ—কৃষ্ণাদিগণ যথা—পিপ্পলী, চিতামূল, বচ, বাসকছাল, মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, পিপুলমূল, এলাইচ, আতইচ, রেণুকা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী, দ্রাক্ষা, কণ্টকারী, চিরতা, বেলছাল, রক্তচন্দন, বামুনহাটী, অনন্তমূল, হরীতকী, আমলা, শালপাণি, মূর্ব্বামূল, জীরা, সর্ষপ, হিঙ্গু, কট্‌কী ও বিড়ঙ্গ এই সমুদায় মিলিত ১ সের। তৈলপাক সমাপ্ত হইলে গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়।

কিরাতাদিতৈলম্

মূর্ব্বা লাক্ষা হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠা সেন্দ্রবারুণী। হ্রীবেরং পুষ্করং রাস্না কপিবল্লী কটুত্রয়ম্।। পাঠা চেন্দ্রযবশ্চৈব লবণত্রয়সংযুতম্। বাসকার্কশ্যামাদারু মহাকালফলং তথা।। দধিমস্ত্বারনালেন কৈরাতেন চ সংপচেৎ। প্রস্থং প্রস্থং সমাদায় তৈলপ্রস্থে বিপাচয়েৎ।।

লিপ্তভুক্তজ্বরঞ্চৈব সন্ততং সততং তথা। ধাতুস্থমস্থিমজ্জস্থং জ্বরং সর্ব্বং ব্যপোহতি।। কামলাং গ্রহণীঞ্চৈব চাতিসারং হলীমকম্। প্লীহপাণ্ডুশ্বয়থুঞ্চ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ। নাস্তি তৈলং বরঞ্চাস্মাজ্জ্বরদর্পকুলান্তকম্।।

কটুতৈল ৪ সের, দধির মাত্ ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, চিরতার ক্বাথ ৪ সের। কল্কার্থ—মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশশার মূল, বালা, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), রাস্না, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আক্নাদি, ইন্দ্রযব, সৈ সচললবণ, বিট্লবণ, বাসকছাল, শ্বেত আকন্দের মূল, শ্যামালতা, দেবদারু ও মিলিত ১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, পাণ্ডু ও শোথ প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ প্রশমিত হয়।

বৃহৎ কিরাতাদি তৈলম্

কৈরাতস্য তুলামানং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। কটুতৈলস্য পাত্রার্দ্ধং তেনৈব সাধয়েদ্ ভিষক্।। মূর্ব্বালাক্ষাদ্বয়ক্বাথঃ কাঞ্জিকং দধিমস্তু চ। এতানি তৈলতুল্যানি কল্কানেতাংশ্চ সংপচেৎ।। ভূনিম্বঃ শ্রেয়সী রাস্না কুষ্ঠং লাক্ষেন্দ্রবারুণী। মঞ্জিষ্ঠা চ হরিদ্রে দ্বে মুর্ব্বা মধুকমুস্তকম্।। বর্ষাভূঃ সৈন্ধবং মাংসী বৃহতী চ তথা বিড়ম্। হ্রীবেরং শতমূলী চ চন্দনং কটুরোহিণী।। হয়গন্ধা শতাহ্বা চ রেণুকা সুরদারু চ। উশীরং পদ্মকং ধান্যং পিপ্পলী চ বচা শঠী।। ফলত্রিকং যমান্যৌ দ্বে শৃঙ্গী গোক্ষুর এব চ। পর্ণ্যৌ দ্বে তরুণীমূলং বিড়ঙ্গং জীরকদ্বয়ম্।। মহানিম্বশ্চ হবুষা যবক্ষারো মহৌষধম্। এষাং কর্ষদ্বয়ং ক্ষিপ্তা সাধয়েন্মৃদুবহ্নিনা।। যথাহিবর্গং বিনিহন্তি তার্ক্ষ্যো যথা চ ভাস্বাং স্তিমিরস্য সঙ্ঘম্। তথৈব সর্ব্বং জ্বরবর্গমেতদভ্যঙ্গমাত্রেণ নিহন্তি তৈলম্।। সন্ততং সততাদীংশ্চ নিখিলান্ বিষমজ্বরান্। প্লীহাশ্রিতান্ সশোথান্ বা প্রমেহং জ্বরমেব চ।। অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বলবর্ণকরং পরম্। পাণ্ড্বাদীন্ হন্তি রোগাংশ্চ কিরাতাদ্যমিদং বৃহৎ।।

কটুতৈল ৮ সের। ক্বাথার্থ—চিরতা সাড়ে ১২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; মূর্ব্বামূল ৪ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের; লাক্ষার ক্বাথ ৮ সের; কাঁজি ৮ সের; দধির মাত্ ৮ সের। কল্কার্থ—চিরতা, গজপিপ্পলী, রাস্না, কুড়, লাক্ষা, রাখালশশার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, যষ্টিমধু, মুতা, পুনর্নবা, সৈন্ধবলবণ, জটামাংসী, বৃহতী, বিট্লবণ, বালা, শতমূলী, রক্তচন্দন, কট্কী, অশ্বগন্ধা, শুল্‌ফা, রেণুক, দেবদারু, উশীর, পদ্মকাষ্ঠ, ধনে, পিপ্পলী, বচ, শঠী, ত্রিফলা, যমানী, বনযমানী, কাঁক্ড়াশৃঙ্গী, গোক্ষুর, শালপাণি, চাকুলে, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ঘোড়ানিমের ছাল, হবুষা, শুঁঠ ও যবক্ষার প্রত্যেক ৪ তোলা। পাক শেষ হইলে যথাবিধি গন্ধদ্রব্য প্রদাতব্য। এই তৈল সর্ব্বপ্রকার জীর্ণজ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চন্দনাদ্যমগুর্ব্বাদ্যং তৈলং চরককীর্ত্তিতম্। তথা নারায়ণং তৈলং জীর্ণজ্বরহরং পরম্।।

চরকোক্ত চন্দনাদ্য ও অগুর্ব্বাদ্য তৈল এবং নারায়ণ তৈল জীর্ণজ্বরের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

চন্দনাদি তৈলাদি

চন্দন-শৈলেয়ভদ্রশ্রিয়কালানুসার্য্যভণ্ডী-কালীয়ক-পদ্মা-পদ্মকোশীর-শারিবা-মধুক প্রপৌণ্ডরীক নাগপুষ্পোদীচ্যবন্যা-পদ্মোৎপল-নলিন-কুমুদ-সৌগন্ধিক-পুণ্ডরীকশতপত্র-বিস-মৃণালশালূকশৈবাল-কশেরুকানন্তাকুশকাশেক্ষু-দর্ভশরনল-শালিমূলজম্বু-বেত্র-বেতস-বানীর-গুন্দ্রা-ককুভাসনাশ্বকর্ণ-স্যন্দন-বাতপোথ-শাল-তালধবতিনিশ-খদির-কদর-কদম্ব-কাশ্মর্য্যফলসর্জ্জ-প্লক্ষকপীতনোডুম্বরাশ্বত্থ-ন্যগ্রোধ-লোধ্র-ধাতকী-দূর্ব্বেৎকট-শৃঙ্গাটক-মঞ্জিষ্ঠা-জ্যোতিষ্মতী-পুষ্কর-বীজক্রৌঞ্চাদন-বদর-কোবিদার-কদলী-সংবর্ত্তকারিষ্টকশত পর্ব্বা-শীতকুম্ভিকা-শতাবরী-শ্রীপর্ণী-রোহিণী-শ্রাবণী-মহাশ্রাবণী-শীতপাক্যোদনপাকী-কালাবলাপয়স্যা—বিদারীজীবকর্ষভক-ক্ষুদ্রসহা-মেদামহামেদা-মধুরসর্য্যপ্রোক্তা-তৃণশূন্য-মোচরসাটরূষক-বকুল-কুটজপটোল-নিম্বশাল্মলীনারিকেল-খর্জ্জূর-মৃদ্বীকা-পিয়াল-প্রিয়ঙ্গু-ধন্বনাত্মগুপ্তা-মধূকানামন্যেষাঞ্চ শীতবীর্য্যাণাং যথালাভমৌষধানাং কষায়ং কারয়েৎ। তেন কষায়েণ দ্বিগুণিতপয়সা তেষামেব চ কল্কেন কষায়ার্দ্ধমাত্রং মৃদ্বগ্নিনা সাধয়েৎ তৈলম্। এতৎ তৈলমভ্যঙ্গাদেব সদ্যো দাহজ্বরমপনয়তি, চৌষধৈঃ সুশ্লক্ষ্ণপিষ্টৈঃ সুশীতৈঃ প্রদেহং কারয়েৎ। এতৈরেব চ শৃতশীতং সলিলমবগাহপরিষেকার্থং প্রযুঞ্জীত।।

রক্তচন্দন, শৈলেয়, শ্বেতচন্দন, শৈলজ, ভণ্ডী, কালীয়কাষ্ঠ, বামুনহাটী, পদ্মকাষ্ঠ, উশীর, শ্যামালতা, যষ্টিমধু, পুণ্ডরীয়াকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, বালা, বল্য গণ (পঞ্চাশন্মহাকষায়োক্ত দশটি বলহিত দ্রব্য), ঈষল্লোহিত পদ্ম, নীলোৎপল, নলিন (সহস্রপত্র পদ্ম), কুমুদ, সৌগন্ধিক (সুঁদি), শ্বেতপদ্ম, শতপত্র পদ্ম, বিস, মৃণাল (পদ্মাদির কন্দপ্রভব ক্ষুদ্র মৃণাল), শালূক, শৈবাল, কেশুর, অনন্তমূল, কুশমূল, কাশমূল, ইক্ষুমূল, উলুমূল, শরমূল, নলমূল, শালিধান্যমূল, জামছাল, বেত্র, বেতল (পানীয়ামলক), বানীর (বেতসভেদ), গুলঞ্চ, অর্জ্জুন, অসন (পীতশাল), অশ্বকর্ণ (ক্ষুদ্রশাল), নেমিবৃক্ষ, কিংশুক, শাল, তাল, ধব, তিনিশ, খদির, শ্বেত খদির, কদম্ব, গাম্ভারীফল, ময়নাফল, বৃহৎ শালবৃক্ষ, পাকুড়, আমড়া, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, বট, লোধ, ধাইফুল, দূর্ব্বা, ইকড়, শিঙ্গেড়া, মঞ্জিষ্ঠা, লতাফট্‌কী, পদ্মবীজ, ঘেঁচু, কুল, রক্তকাঞ্চন, কদলী, মুতা, নিম, শতপর্ব্বা (দূর্ব্বাবিশেষ), কুম্ভাডুলতা (কুমুরেলতা), শতমূলী, গাম্ভারী, কট্‌কী, রক্তমুণ্ডিরী, শ্বেতমুণ্ডিরী, বেড়েলা, নীলঝিণ্টী, নীলী, পীতবেড়েলা, ক্ষীরকাকোলী, ভুমিকুষ্মাণ্ড, জীবক, ঋষভক, মুদগপর্ণী, মেদা, মহামেদা, মূর্ব্বা, ঋষ্যপ্রোক্তা (পীতবেড়েলা বা আলকুশী), মল্লিকা, মোচরস, বাসক, বকুল, কুড়চি, পলতা, নিমছাল, শিমূলমূল, নারিকেল, খর্জ্জুর, মৃদ্বীকা, পিয়াল, প্রিয়ঙ্গু, ধন্বনবৃক্ষ, আলকুশী, মৌল এবং অন্যান্য শীতবীর্য্য দ্রব্য; এই সমস্ত ঔষধের মধ্যে যাহা পাওয়া যায়, তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া তাহার ক্বাথ করিবে। এই ক্বাথ এবং ইহার অর্দ্ধ পরিমিত তিলতৈল, তৈলের দ্বিগুণ গব্য দুগ্ধ ও উক্ত দ্রব্যসমূহের কল্ক (তৈলের চতুর্থাংশ) যথাবিধানে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সদ্য দাহজ্বর প্রশমিত হয়। ঐ সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া শরীরে তাহার প্রলেপ দিলেও দাহজ্বর নিবারিত হয়। ঐ সকল দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জলের অবগাহ ও পরিষেক করিলেও দাহজ্বর প্রশমিত হয়।

অগুর্ব্বাদি তৈলাদি

অগুরু-কুষ্ঠ-তগর-নলদপত্রশৈলেয়ক-ধ্যামকহরেণুক-স্থৌণেয়কক্ষেমকৈলাবরাঙ্গদল-পুরতমালপত্র-ভূতিকরৌহিষ-সরল-শল্লকী-দেবদার্ব্বগ্নিমন্থ-বিল্ব-শ্যোণাক-কাশ্মর্য্য-পাটলা-পুনর্নবাবৃহতী-কণ্টকারিকাবৃশ্চীর-শালপর্ণী-পৃশ্নিপর্ণী-মাষপর্ণী-মুদ্গপর্ণী-গোক্ষুরকৈরণ্ড-শোভাঞ্জনকবরুণার্কচিরবিল্বতিল্বক-শঠী-পুষ্করমূলগণ্ডীরোরুবূক-পত্তূরাক্ষীবাশ্মকশিগ্রুমাতুলুঙ্গমুষকপর্ণী-তিলপর্ণী-পীলুপর্ণী-মেষশৃঙ্গীহিংস্রাদন্ত-শঠৈরাবতক-ভল্লাতকাস্ফোতক-কাণ্ডীরাত্বগুপ্তা-কাকাণ্ডেষীকাকরঞ্জ-ধান্যকাজমোদা পৃথ্বীকা-সুমুখসুরসকবককণ্ডীর-কুঠেরক-কালমালক-পর্ণাসক্ষবকফণিজ্ঝক-ভূস্তৃণ-শৃঙ্গবেরপিপ্পলীসর্ষ-পাশ্বগন্ধারাস্নারুহা বরোহাবলাতিবলা-বচা-গুডূচীশতপুষ্পাশীতবল্লীনাকুলী-গন্ধনাকুলীশ্বেতাজ্যোতিষ্মতীচিত্রকাধ্যণ্ডাম্লচাঙ্গেরীতিল-বদরকুলত্থমাষাণামেবং বিধানামন্যেষাঞ্চোষ্ণবীর্য্যাণাং যথালাভমৌষধানাং কষায়ং কারয়েৎ। তেন কষায়েণ তেষামেব চ কল্কেন সুরাসৌবীরকতুষো- দকমৈরেয়মেদকদধিমণ্ডারনালকট্বরপ্রতিবিনীতেন তৈলপাত্রং বিপাচয়েৎ, তেন সুখোষ্ণেন তৈলেনোষ্ণাভিপ্রায়িণং জ্বরিতং সততমভ্যজ্যাৎ। তস্য শীতজ্বরঃ প্রশাম্যতি। এতৈরেব চ শৃতং সুখোষ্ণং সলিলমবগাহার্থং পরিষেকার্থঞ্চ প্রযুঞ্জীত শীতজ্বরপ্রশমনার্থমিতি।

কৃষ্ণাগুরু, কুড়, তগরপাদিকা, বেণা, তেজপত্র, শৈলেয়ক, রামকর্পূরতৃণ, রেণুক, গেঁটেলা, হরিদ্রা, বড় এলাইচ, প্রিয়ঙ্গুপত্র, গুগ্‌গুলু, তমালপত্র, যমানী, রৌহিষ (কত্তৃণ বিশেষ), সরলকাষ্ঠ, শিলারস, দেবদারু, গণিয়ারি, বেলছাল, শ্যোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, পুনর্নবা, বৃহতী, কণ্টকারী, শ্বেতপুনর্নবা, শালপাণি, চাকুলে, মাষাণি, মুগানি, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, সজিনা, বরুণ, আকন্দ, নাটাকরঞ্জ, লোধ, শঠী, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), দূর্ব্বা, রক্তএরণ্ডমূল, বকম, রঞ্জনবৃক্ষ, অম্লকুচা, রক্তসজিনা, মাতুলুঙ্গ, দন্তী, রক্তচন্দন, পীলুপর্ণী, মেষশৃঙ্গী, কালিয়াকড়া, জম্বীর, হাতিশুঁড়া, ভেলা, হাপরমালী, শ্বেতদূর্ব্বা, আলকুশী, মাক্‌ড়া গাব, শরমূল, ডহরকরঞ্জ, ধনে, বনযমানী, ছোট এলাইচ এবং সুমুখ-সুরস-কবক-কণ্ডীর-কুঠেরক-কালমালক ও পর্ণাসি এই সকল বিশেষ তুলসী, হাঁচুটি, ফণিজ্ঝক (তুলসীভেদ), গন্ধতৃণ, শুঁঠ, পিপুল, সর্ষপ, অশ্বগন্ধা, রাস্না, রুহা (স্বনাম খ্যাত), বটাবরোহ, বেড়েলা, পীত বেড়েলা, বচ, গুলঞ্চ, শুল্‌ফা, শীতবল্লী, নাকুলী, গন্ধনাকুলী, শ্বেতাপরাজিতা, জ্যোতিষ্মতী (ঘোষাভেদ), চিতা, আলকুশী, আমরুল, তিল, কুল, কুলত্থ ও এইসমস্ত এবং এই প্রকার অন্যান্য উষ্ণবীর্য্য ঔষধসমূহের মধ্যে যাহা পাওয়া যায়, কষায় ও কল্ক এবং সুরা, সৌবীরক, তুষোদক, মৈরেয়, মেদক, দধিমণ্ড, কাঞ্জীক, কট্বর (তক্র), এইসকল দ্রব্য পরিভাষানুসারে যথামাত্রায় লইয়া যথাবিধানে ইহাদের সহিত ১৬ সের তৈল পাক করিবে। পরে এই তৈল ঈষদুষ্ণ করিয়া উষ্ণাভিপ্রায় অর্থাৎ শীতার্ত্ত জ্বরিত ব্যক্তিকে নিত্য মর্দ্দন করিতে দিবে। উক্ত দ্রব্যসকল উত্তমরূপে পেষণ ও তাহা ঈষদুষ্ণ করিয়া শীতজ্বরিত ব্যক্তির গাত্রে মাখাইবে এবং উক্ত দ্রব্যসমূহের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া সেই জলের পরিষেক ও সেই জলে রোগিকে স্নান করাইবে। তাহাতে শীতজ্বর প্রশমিত হইবে।

যবচূর্ণার্দ্ধকুড়বং মঞ্জিষ্ঠার্দ্ধপলেন তু। তৈলপ্রস্থঃ শতগুণে কাঞ্জিকে সাধিতো জয়েৎ। জ্বরং দাহং মহাবেগমঙ্গানাঞ্চ প্রহর্ষনুৎ।।

তিলতৈল ৪ সের, যবচূর্ণ ১ পোয়া, মঞ্জিষ্ঠা, ৪ তোলা, ৪০০ সের কাঞ্জিক দ্বারা যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে জ্বর ও তদানুষঙ্গিক দাহ, মহাবেগ ও অঙ্গের প্রহর্ষ (গা শিহরিয়া উঠা) প্রশমিত হয়।

সর্জ্জকাঞ্জিকসংসিদ্ধং তৈলং শীতাম্বুমর্দ্দিতম্। জ্বরদাহাপহং লেপাৎ সদ্যো বাতাস্রদাহনুৎ।।

তিলতৈল ৪ সের, কল্কার্থ—ধূনা ১ সের, ১৬ সের কাঁজি দ্বারা পাক করিবে। ঐ পক্ক তৈল শীতল জলে উত্তমরূপে মন্থন করিয়া গাত্রে মাখিলে জ্বর ও তজ্জনিত দাহ এবং বাতরক্ত-জনিত দাহ নিবারিত হইবে।

দুগ্ধপ্রকরণম্

জীর্ণজ্বরে কফে ক্ষীণে ক্ষীরং স্যাদমৃতোপমম্। তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবম্।।
চতুর্গুণেনাম্ভসা চ শৃতং জ্বরহরং পয়ঃ। ধারোষ্ণং বা পয়ঃ শীতং পীতং সদ্যো জ্বরং জয়েৎ।।
ভেষজসিদ্ধমপি যদাহ—জীর্ণজ্বরাণাং সর্ব্বেষাং পয়ঃ প্রশমনং পরম্। পেয়ং তদুষ্ণং শীতং বা যথাস্বমৌষধৈঃ শৃতম্।।

জীর্ণজ্বরে কফ ক্ষীণ হইলে দুগ্ধ অমৃতসদৃশ হিতকর হয়। কিন্তু তরুণজ্বরে দুগ্ধ বিষবৎ প্রাণনাশক হইয়া থাকে। চতুর্গুণ জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ পান করিলে জ্বর নিবৃত্ত হয়। ধারোষ্ণ বা শীতল দুগ্ধ পানেও সদ্য জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। দুগ্ধের সহিত যথাযথ ঔষধ সিদ্ধ করিয়া তাহা উষ্ণ বা শীতল অবস্থায় সেবন করিলে সমুদায় জীর্ণজ্বরের শান্তি হয়।

কাসাৎ শ্বাসাৎ শিরঃশূলাৎ পার্শ্বশূলাচ্চিরজ্বরাৎ। মুচ্যতে জ্বরিতঃ পীত্বা পঞ্চমূলীশৃতং পয়ঃ।।

স্বল্প পঞ্চমূলী ২ তোলা বস্ত্রে বন্ধন করিয়া দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে কাস, শ্বাস, শিরঃশূল, পার্শ্বশূল ও বহুকালের জ্বর উপশমিত হয়।

ক্ষীরপাকবিধিঃ

দ্রব্যাদষ্টগুণং ক্ষীরং ক্ষীরাত্তোয়ং চতুর্গুণম্। ক্ষীরাবশেষঃ কর্ত্তব্যঃ ক্ষীরপাকে ত্বয়ং বিধিঃ।।

দুগ্ধপাকের নিয়ম এই—যে দ্রব্যের সহিত দুগ্ধপাক করিতে হইবে, তাহার অষ্টগুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের চতুর্গুণ জল, সমুদায় একত্র পাক করিবে। জল নিঃশেষ হইলে পাক সমাপ্ত হইবে।

ত্রিকণ্টকবলাব্যাঘ্রী গুড়নাগরসাধিতম্। বর্চ্চোমূত্রবিবন্ধঘ্নং শোথজ্বরহরং পয়ঃ।।

গোক্ষুর, বেড়েলা, কণ্টকারী, শুঁঠ মিলিত ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা। দুগ্ধাবশেষ পাক করিবে, প্রক্ষেপ গুড় অর্দ্ধ তোলা। ইহা সেবন করিলে কোষ্ঠবদ্ধতা, মূত্ররোধ, শোথ ও জ্বর নষ্ট হয়।

শীতং বোষ্ণং জ্বরে ক্ষীরং যথাস্বমৌষধৈঃ শৃতম্।

যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ যে দোষের যে ঔষধ, সেই দোষে সেই দ্রব্যসহ দুগ্ধ পাক করিয়া তাহা যথেচ্ছ অথবা পৈত্তিকে ও বাতপৈত্তিকে শীতল এবং বাতিকে ও বাতশ্লৈষ্মিকে উষ্ণ অবস্থায় পান করিতে দিবে।

এরণ্ডমূলসিদ্ধং বা জ্বরে সপরিকর্ত্তিকে।।

জ্বরে পরিকর্ত্তিকা অর্থাৎ গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকিলে এরণ্ডমূলসিদ্ধ দুগ্ধ উপকারী।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

নবজ্বরেঽপথ্যম্

স্নানং বিরেকং সুরতং কষায়ং ব্যায়ামমভ্যঞ্জনমহ্নি নিদ্রাম্। দুগ্ধং ঘৃতং বৈদলমামিষঞ্চ তক্রং সুরাং স্বাদু গুরু দ্রবঞ্চ। অন্নং প্রবাতং ভ্রমণং ক্রুধঞ্চ ত্যজেৎ প্রযত্নাৎ তরুণজ্বরার্ত্তঃ।।

স্নান, বিরেচন, মৈথুন, কষায়রস, ব্যায়াম, অভ্যঙ্গ, দিবানিদ্রা, দুগ্ধ, ঘৃত, দাল, মৎস্যাদি, তক্র, সুরা, মধুররস, গুরু ও তরল দ্রব্য, অম্ল, পূর্ব্ববায়ু বা প্রবল বায়ু সেবন ও ক্রোধ, এইসকল তরুণজ্বরে যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে।

মধ্যজ্বরে পথ্যম্

পুরাতনাঃ ষষ্টিকশালয়শ্চ বার্ত্তাকুশোভাঞ্জনকারবেল্লম্। বেত্রাগ্রমাষাঢ়ফলং পটোলং কর্কোটকং মূলকপূতিকে চ।। মুদ্গৈর্মসূরৈশ্চণকৈঃ কুলত্থৈর্ম কুষ্টকৈর্বা বিহিতশ্চ যূষঃ। পাঠামৃতাবাস্তুকতণ্ডুলীয়-জীবন্তিশাকানি চ কাকমাচী।। দ্রাক্ষাকপিত্থানি চ দাড়িমানি বৈকঙ্কতান্যেব পচেলিমানি। লঘূনি সাত্ম্যানি চ ভেষজানি পথ্যানি মধ্যজ্বরিণামমূনি।।

পুরাতন ষেটেধান্য ও শালিধান্য, বেগুন, সজনে ডাঁটা, করোলা, বেতের অগ্রভাগ, কেলেকোঁড়া, পটোল, কাঁক্‌রোল, ছোট মূলা, নাটার ডগি, মুগ, মসূর, ছোলা, কুলথকলাই ও বনমুগ ইহাদের যূষ, আক্‌নাদি, গুলঞ্চ, বেতোশাক, ক্ষুদ্র নটেশাক, জীবন্তীশাক, কাকমাচী, কিস্‌মিস্‌, কয়েতবেল, দাড়িম, বৈঁচি এই সকল দ্রব্য এবং স্বয়ংপক্ক, লঘু ও সাত্ম্যদ্রব্য মধ্যজ্বরিদিগের পথ্য।

পুরাণজ্বরে পথ্যম্

বিরেচনং ছর্দ্দনমঞ্জনঞ্চ নস্যঞ্চ ধূমোঽপ্যনুবাসনঞ্চ। শিরাব্যধঃ সংশমনং প্রদেহোঽভ্যঙ্গাবগাহঃ শিশিরোপচারঃ।। এণঃ কুলিঙ্গো হরিণো ময়ূরো লাবঃ শশস্তিত্তিরিকুক্কুটৌ চ। ক্রৌঞ্চঃ কুরঙ্গঃ পৃষতশ্চকোরঃ কপিঞ্জলো বর্ত্তককালপুচ্ছৌ।। গবামজায়াশ্চ পয়ো ঘৃতঞ্চ হরীতকী পর্ব্বতনির্ঝরাম্বুঃ। এরণ্ডতৈলং সিতচন্দনঞ্চ দ্রব্যাণি সর্ব্বাণি পুরেরিতানি। জ্যোৎস্নাপ্রিয়ালিঙ্গনমপ্যয়ং স্যাদ্ গণঃ পুরাণজ্বরিণাং সুখায়।।

বিরেচন, বমন, অঞ্জন, নস্য, ধূমপান, পিচকারী, শিরাবেধ, রোগোপশমক ঔষধ সেবন,

প্রলেপ, তৈলাদি অভ্যঙ্গ, অবগাহন, শিশির সেবন এবং কৃষ্ণসার, হরিণ, চড়ুই, ময়ূর, লাব, শশ, তিত্তির, কুক্কুট, বক, কুরঙ্গ, চিত্রহরিণ, চকোর, চাতক, বটের, কালপুচ্ছ এই সমস্ত প্রাণির মাংস, গব্য ও ছাগদুগ্ধ এবং ঘৃত, হরীতকী, পর্ব্বতের ঝরণার জল, এরণ্ডতৈল, শ্বেতচন্দন, জ্যোৎস্না, প্রিয়জনের আলিঙ্গন ও মধ্যজ্বরোক্ত দ্রব্যসমূহ পুরাতনজ্বরে হিতজনক।

জ্বরেঽপথ্যম্

বমিবেগং দন্তকাষ্ঠমসাত্ম্যমতিভোজনম্। বিরুদ্ধান্নপানানি বিদাহীনি গুরূণি চ।। দুষ্টাম্বু ক্ষারমম্লানি পত্রশাকং বিরূঢ়কম্। নলদম্বু চ তাম্বূলং কালিন্দং লৈকুচং ফলম্।। আড়িমৎস্যঞ্চ পিণ্যাকং ছত্রকং পিষ্টবৈকৃতম্। অভিষ্যন্দীনি চৈতানি জ্বরিতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।। ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ স্নানং চংক্রমণানি চ। জ্বরমুক্তো ন সেবেত যাবন্নো বলবান্ ভবেৎ।।

বমির বেগধারণ, দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তঘর্ষণ, অননুকূল দ্রব্য ভোজন, অতিভোজন, বিরুদ্ধ বিদাহী ও গুরুদ্রব্য আহার, দূষিত জল পান, ক্ষারদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, পত্রশাক, অঙ্কুরিত শস্য, লেবু, পাণ, তরমুজ, ডেলোমান্দার, আড়্মৎস্য, তিলকল্ক, বেঙ্গছাতা, পিষ্টক ও অভিষ্যন্দজনক দ্রব্য ভোজন জ্বরিত ব্যক্তি বর্জ্জন করিবে এবং ব্যায়াম, মৈথুন, স্নান ও ভ্রমণাদি কার্য্য জ্বরমুক্তির পর বলবান্ হওয়া পর্য্যন্ত আচরণ করিবে না।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে জ্বরাধিকারঃ।

জ্বরাতিসারাধিকার

জ্বরাতিসার-নিদানম্

পিত্তজ্বরে পিত্তভবোঽতিসারস্তথাতিসারে যদি বা জ্বরঃ স্যাৎ। দোষস্য দূষ্যস্য সমানভাবা-জ্জ্বরাতিসারঃ কথিতো ভিসগ্‌ভিঃ।।

জ্বরাতিসার একটি স্বতন্ত্র রোগ নহে। জ্বর ও অতিসার এই উভয় রোগের সম্মিলনকে জ্বরাতিসার কহে। যথা—
যদি পিত্তজ্বরে পিত্তজন্য অতিসার অথবা অতিসাররোগে জ্বর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দোষ ও দূষ্য পদার্থের সমতাহেতু ঐ মিলিত রোগকে জ্বরাতিসার কহা যায়।

জ্বরাতিসারয়োরুক্তং নিদানং যৎ পৃথক্ পৃথক্। তৎ স্যাজ্জ্বরাতিসারস্য তেন নাত্রোদিতং পুনঃ।

জ্বর ও অতিসারে পৃথক্ পৃথক্ যে নিদান বলা হইয়াছে, সেই উভয়বিধ মিলিত নিদানই জ্বরাতিসারের জানিবে, অর্থাৎ যে যে কারণে জ্বর ও অতিসার হয়, সেই কারণদ্বয় মিলিত হইয়াই জ্বরাতিসার রোগ আনয়ন করে। অতএব এস্থলে তাহার আর পুনরুল্লেখ করা হয় নাই।

জ্বরাতিসার-চিকিৎসা

জ্বরাতীসারয়োরুক্তং ভেষজং যৎ পৃথক্ পৃথক্। ন তন্মিলিতয়োঃ কার্য্যমন্যোন্যং বর্দ্ধয়েদ্ যতঃ।। প্রায়ো জ্বরহরং ভেদি স্তম্ভনস্ত্বতিসারনুৎ। অতোঽন্যোন্যবিরুদ্ধত্বাদ্ বর্দ্ধনং তৎ

পরস্পরম্। ততস্তৌ প্রতিকুর্ব্বীত বিশেষোক্তচিকিৎসিতৈঃ।।

জ্বর ও অতিসার রোগে যে পৃথক পৃথক ঔষধ উক্ত হইয়াছে, জ্বরাতিসার রোগে সেই উভয়বিধ ঔষধ মিলিত করিয়া প্রয়োগ করিবে না, করিলে পীড়ার বৃদ্ধি হইবে। কারণ জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রায় ভেদক কিন্তু অতিসারঘ্ন ঔষধ ধারক, সুতরাং পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া জ্বরহর ঔষধ দ্বারা অতিসারের বৃদ্ধি এবং অতিসারনাশক ধারক ঔষধ দ্বারা জ্বরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব জ্বরাতিসারে যে বিশেষ চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া রোগের প্রতিকার করিবে।

জ্বরাতীসারিণামাদৌ কুর্য্যাল্লঙ্ঘনপাচনে। প্রায়স্তাবামসম্বন্ধং বিনা ন ভবতো যতঃ।।

জ্বরাতিসার রোগির পক্ষে প্রথমে লঙ্ঘন এবং পাচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, কারণ জ্বর ও অতিসার এই উভয় রোগই আম অর্থাৎ অপক্করসসম্বন্ধ ব্যতিরেকে প্রায়ই উৎপন্ন হয় না। লঙ্ঘন ও পাচন দ্বারা আম রসের পরিপাক হওয়ায় রোগের লাঘব হয়।

জ্বরাতিসারে পেয়াদি-ক্রমঃ স্যাল্লঙ্ঘিতে হিতঃ।।

জ্বরাতিসারে লঙ্ঘিত ব্যক্তির পক্ষে পেয়াদিক্রম হিতজনক, অর্থাৎ প্রথমে লঙ্ঘন দেওয়াইয়া পরে উপযুক্ত পেয়া ও মণ্ড প্রভৃতি লঘু পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

উৎপলষট্‌কম্

জ্বরাতিসারী পেয়াং বা পিবেৎ সাম্লাং শৃতাং নরঃ। পৃশ্নিপর্ণীবলাবিল্ব-নাগরোৎপলধান্যকৈঃ।।

জ্বরাতিসার রোগিকে চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, নীলোৎপল ও ধনে এই ছয়টি দ্রব্যের সহিত পেয়া পাক করিয়া, শুদ্ধ সেই পেয়া অথবা দাড়িমাদির রসে উহা ঈষদম্লীকৃত করিয়া পান করিতে দিবে।

পাঠাদিঃ

পাঠেন্দ্রযবভূনিম্ব-মুস্তপর্পটিকামৃতাঃ। জয়ন্ত্যামমতীসারং সজ্বরং সমহৌষধাঃ।।

জ্বরাতিসারের আমাবস্থায় আকনাদি, ইন্দ্রযব, চিরতা, মুতা, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, গুলঞ্চ ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে। তাহাতে সজ্বর আমাতিসার প্রশমিত হইবে।

কুটজাদিঃ

কুটজো নাগরং মুস্তমমৃতাতিবিষা তথা। এভিঃ কৃতং পিবেৎ ক্বাথং জ্বরাতিসারনাশনম্।।

কুড়চিছাল, শুঁঠ, মুতা, গুলঞ্চ ও আতইচ ইহাদের ক্বাথ সেবনে জ্বরাতিসার নষ্ট হয়।

ধান্যশুণ্ঠী

ধন্যাকং বিশ্বসংযুক্তমামঘ্নং বহ্নিদীপনম্। বাতশ্লেষ্মজ্বরহরং শূলাতীসারনাশনম্।।

জ্বরাতিসারে প্রথম অবস্থায় আমদোষের পরিপাক ও অগ্নির উদ্দীপ্তির জন্য ধনে ও শুঁঠের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা বাতশ্লেষ্মজ্বর, অতিসার ও উদরের কামড়ানি প্রশমিত হয়।

নাগরাদিঃ

নাগরাতিবিষামুস্ত-ভূনিম্বামৃতবৎসকৈঃ। সর্ব্বজ্বরহরঃ ক্বাথঃ সর্ব্বাতীসারনাশনঃ।।

শুঁঠ, আতইচ, মুতা, চিরতা, গুলঞ্চ ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও অতিসার নাশক।

হ্রীবেরাদি

হ্রীবেরাতিবিষামুস্ত-বিল্বনাগরধান্যকৈঃ। পিবেৎ পিচ্ছাবিবন্ধঘ্নং শূলদোষামপাচনম্। সরক্তং হন্ত্যতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্।।

বালা, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও ধনে ইহাদের ক্বাথ পান করিলে মলের পিচ্ছিলতা, বিবদ্ধতা, শূল (পেট কাম্‌ড়ানি) ও আমদোষ নিবারিত হয়। ইহা দ্বারা সরক্ত সজ্বর বা বিজ্বর অতিসার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গুড়ূচ্যাদিঃ

গুড়ূচ্যতিবিষাধান্য-শুণ্ঠীবিল্বাব্দবালকৈঃ। পাঠাভূনিম্বকুটজ-চন্দনোশীরপদ্মকৈঃ। কষায় শীতলঃ পেয়ো জ্বরাতীসারশান্তয়ে। হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি-পিপাসাদাহনাশনঃ।।

গুলঞ্চ, আতইচ, ধনে, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, মুতা, বালা, আক্‌নাদি, চিরতা, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, উশীর ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদের ক্বাথ শীতল করিয়া পান করিলে জ্বরাতিসার, বমনবেগ, অরুচি, বমন, পিপাসা ও দাহ নিবারিত হয়।

উশীরাদি

উশীরং বালকং মুস্তং ধন্যাকং বিশ্বভেষজম্। সমঙ্গা ধাতকী লোধ্রং বিল্বং দীপনপাচনম্।। হন্ত্যরোচকপিচ্ছামং বিবদ্ধং সাতিবেদনম্। সশোণিতমতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্।।

উশীর, বালা, মুতা, ধনে, শুঁঠ, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ ও বেলশুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে অগ্নির দীপ্তি ও আমদোষের পরিপাক হয়। ইহা দ্বারা সাতিবেদন, সরক্ত সজ্বর ও বিজ্বর অতিসার, অরুচি ও মলের পিচ্ছিলতা এবং বিবদ্ধতা বিনষ্ট হয়।

পঞ্চমূলীবলাবিল্ব-গুড়ূচীমুস্তনাগরৈঃ। পাঠাভূনিম্বহ্রীবের-কুটজত্বক্‌ফলৈঃ শৃতম্।। হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ জ্বরদোষং বমিং তথা। সশূলোপদ্রবং শ্বাসং কাসং হন্যাৎ সুদারুণম্।।

(যদ্যপি "পঞ্চমূলী তু সামান্যাৎ যোজ্যা'পৈত্তে কনীয়সী। মহতী পঞ্চমূলী তু বাতশ্লেষ্মোত্তরে হিতা" ইতি বৃন্দেনোক্তম্, তথাপ্যত্র স্বল্পপঞ্চমূলীমেব ব্যবহরন্তি বৃদ্ধাঃ।)

স্বল্পপঞ্চমূল (শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর), বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঁঠ, আক্‌নাদি, চিরতা, বালা, কুড়চিছাল ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ সর্ব্বপ্রকার অতিসার, জ্বর, বমি, শূল এবং সুদারুণ শ্বাস ও কাস বিনষ্ট করে (যদিও স্বল্পপঞ্চমূল

পিত্তাধিক্যে এবং মহৎ পঞ্চমূল বাতশ্লেষ্মাধিক্যে অর্থাৎ পৈত্তিক অতিসারে স্বল্পপঞ্চমূল এবং বাতশ্লৈষ্মিক অতিসারে মহৎ পঞ্চমূল ব্যবস্থেয়, তথাপি বৃদ্ধ বৈদ্যগণ এস্থলে স্বল্পপঞ্চমূলই ব্যবহার করিয়া থাকেন)।

বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদিঃ

পঞ্চমূলীশৃঙ্গবের-শৃঙ্গাটকঞ্চটং ঘনম্। জম্বুদাড়িমপত্রঞ্চ বলা বালং গুড়ূচিকা।। পাঠা বিল্বং সমঙ্গা চ কুটজত্বক্‌ফলং তথা। ধান্যাকং ধাতকীক্কাথং বিষাজীরকসংযুতম্।। পিবেজ্জ্বরাতিসারে চ সরক্তে বাপ্যরক্তকে। অপি যোগশতৈস্ত্যক্তে চাসাধ্যে সর্ব্বরূপকে।।

বেলছাল, শ্যোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শুঁঠ, পানিফলপত্র, কাঁচড়া, মুতা, জামপাতা, দাড়িমপাতা, বেড়েলা, বালা, গুলঞ্চ, আক্‌নাদি, বেলশুঁঠ, বরাক্রান্তা, কুড়্‌চিছাল, ইন্দ্রযব, ধনে ও ধাইফুল, ইহাদের ক্কাথে আতইচচূর্ণ ২ মাষা ও জীরকচূর্ণ ২ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে সরক্ত বা রক্তবিহীন জ্বরাতিসার বিনষ্ট হয়।

কলিঙ্গাতিবিষা শুণ্ঠী কিরাতাম্বুযবাসকম্। জ্বরাতিসারসন্তাপং নাশয়েদবিকল্পতঃ।। বৎসকস্য ফলং দারু রোহিণী গজপিপ্পলী। শ্বদংষ্ট্রা পিপ্পলী ধান্যং বিল্বং পাঠা যমানিকা।। দ্বাবপ্যেতৌ সিদ্ধযোগৌ শ্লোকার্দ্ধেনাভিভাষিতৌ। জ্বরাতিসারশমনৌ বিশেষাদ্দাহনাশনৌ।।

ইন্দ্রযব, আতইচ, শুঁঠ, চিরতা, বালা, দুরালভা। অথবা ইন্দ্রযব, দেবদারু, কট্‌কী, গজপিপ্পলী। কিংবা গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বেলশুঁঠ, আক্‌নাদি ও যমানী। এই যোগত্রয়ের ক্কাথ জ্বরাতিসার ও দাহ নিবারণার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহারা সিদ্ধফল।

নাগরামৃতভূনিম্ব-বিল্ববালকবৎসকৈঃ। সমুস্তাতিবিষোশীরৈর্জ্বরাতিসারহৃজ্জলম্।।

শুঁঠ, গুলঞ্চ, চিরতা, বেলশুঁঠ, বালা, ইন্দ্রযব, মুতা, আতইচ ও উশীর ইহাদের ক্কাথ জ্বরাতিসারনাশক।

মুস্তকবিল্বাতিবিষা-পাঠাভূনিম্ববৎসকৈঃ ক্কাথঃ। মকরন্দগর্ভযুক্তো জ্বরাতিসারৌ জয়েদ্ ঘোরৌ।

মুতা, বেলশুঁঠ, আতইচ, আক্‌নাদি, চিরতা ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ঘোর জ্বরাতিসার নিবৃত্ত হয়।

ঘনজলপাঠাতিবিষা-পথ্যোৎপলধান্যরোহিণীবিশ্বৈঃ। সেন্দ্রযবৈঃ কৃতমণ্ডঃ সাতীসারং জরং জয়তি।।

মুতা, বালা, আক্‌নাদি, আতইচ, হরীতকী, নীলোৎপল, ধনে, কট্‌কী, শুঁঠ ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্কাথ জ্বরাতিসারনাশক।

বিল্বপঞ্চকম্

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলা বিল্বং সদাড়িমম্। বিল্বপঞ্চকমিত্যেতৎ ক্কাথং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ। অতিসারে জ্বরে চ্ছর্দ্দ্যাং শস্যতে বিল্বপঞ্চকম্।।

জ্বরাতিসারে বমি থাকিলে শালপাণি, চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ ও দাড়িমফলের ত্বক্

ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

কলিঙ্গাদিগুড়িকা

কলিঙ্গবিল্বজম্বাম্র-কপিত্থং সরসাঞ্জনম্। লাক্ষাং হরিদ্রে হ্রীবেরং কট্‌ফলং শুকনাসিকাম্।।
লোধ্রং মোচরসং শঙ্খং ধাতকীং বটশুঙ্গকম্। পিষ্ট্বা তণ্ডুলতোয়েন বটকানক্ষসম্মিত্যান্।।
ছায়াশুষ্কান্ পিবেৎ ক্ষিপ্রং জ্বরাতিসারশান্তয়ে। রক্তপ্রসাদনা হ্যেতে শূলাতিসারনাশনাঃ।।

ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, জামের ও আমের আঁটির শস্য, কয়েতবেলের পাতা, রসাঞ্জন, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বালা, কট্‌ফল, চামারকষা, লোধ, মোচরস, শঙ্খভস্ম, ধাইফুল ও বটের শুঙ্গা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তণ্ডুলের জলে পেষণ করিয়া ২ তোলা (ব্যবহার ২ মাষা) পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত ও ছায়ায় শুষ্ক করিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা জ্বরাতিসার, রক্তাতিসার ও উদরের কাম্‌ড়ানি নিবৃত্ত হয়।

উৎপলাদিচূর্ণম

উৎপলং দাড়িমত্বক্ চ পদ্মকেশরমেব চ। পিবেৎ তণ্ডুলতোয়েন জ্বরাতিসারশান্তয়ে।।

নীলোৎপল, পদ্মকেশর ও দাড়িমফলের ত্বক্ একত্র পেষণ করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে জ্বরাতিসার প্রশমিত হয়।

ব্যোষাদিচূর্ণম

ব্যোষং বৎসকবীজঞ্চ নিম্বভূনিম্বমার্কবম্। চিত্রকং রোহিণীং পাঠাং দার্ব্বীমতিবিষাং সমাম্।।
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং সর্ব্বং তত্তুল্যা বৎসকত্বচঃ। সর্ব্বমেকত্র সংযুজ্য পিবেত্তণ্ডুলবারিণা।।
সক্ষৌদ্রং বা লিহেদেতৎ পাচনং গ্রাহি ভেষজম্। তৃষ্ণারুচিপ্রশমনং জ্বরাতিসারনাশনম্।।
প্রমেহং গ্রহণীদোষং গুল্মং প্লীহানমেব চ। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ।।

ব্যোষ (শুঁঠ পিপুল মরিচ), ইন্দ্রযব, নিমছাল, চিরতা, ভীমরাজ, চিতামূল, কট্‌কী, আক্‌নাদি, দারুহরিদ্রা ও আতইচ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টিতুল্য কুড়চিমূলের ছালচূর্ণ; এই সকল দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ তণ্ডুলোদকের (চালুনি জলের) সহিত পান অথবা মধুর সহিত লেহন করিবে। ইহা পাচক ও মলসংগ্রাহক। ইহা দ্বারা জ্বরাতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নিবৃত্ত হয়।

বৃহৎ কুটজাবলেহঃ

কুটজত্বক্‌পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। তেন পাদাবশেষেণ শর্করা-পলবিংশতিম্।। দত্ত্বা পক্কা লেহপাকে চূর্ণানীমানি নিক্ষিপেৎ। পাঠা সমঙ্গা বিল্বঞ্চ ধাতকী মুস্তকং তথা।। দাড়িমাতিবিষালোধ্রং শাল্মলীবেষ্টসর্জ্জকম্। রসাঞ্জনং ধান্যকঞ্চ উশীরং বালকং তথা।। প্রত্যেকমেষাং কর্ষাংশং নিক্ষিপেৎ পাকবিদ্ ভিষক্। শীতে চ মধুনস্তত্র কুড়বার্দ্ধং বিনিক্ষেপেৎ।। সর্ব্বরূপমতীসারং গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীম্। রক্তস্রুতিং জ্বরং শোথং বমিমর্শোগদং তৃষাম্।। অম্লপিত্তং তথা শূলমগ্নিমান্দ্যং নিযচ্ছতি।।

(অতিসারে গ্রহণ্যাঞ্চ দৃষ্টফলোহয়ম্।)

কুড়চিমূলের ছাল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত চিনি ২।।০ সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। লেহবৎ গাঢ় হইলে নিম্নলিখিত চূর্ণসকল প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। প্রক্ষেপদ্রব্য যথা—আক্‌নাদি মূল, বরাক্রান্তা, বেলশুঁঠ, ধাইফুল, দাড়িমফলের ত্বক্, আতইচ, লোধ, মোচরস, শ্বেতধূনা, রসাঞ্জন, ধনে, উশীর ও বালা এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা। শীতল হইলে ১ পোয়া মধু মিশ্রিত করিয়া ভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার, গ্রহণী, রক্তস্রাব, জ্বর, শোথ, বমি, অর্শঃ, তৃষ্ণা, অম্লপিত্ত, শূল ও অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়। মাত্রা—১ তোলা। অনুপান—ছাগদুগ্ধ বা তণ্ডুলোদক।

তন্ত্রান্তরোক্তো বৃহৎকুটজাবলেহঃ

(গ্রহণীগজেন্দ্রাবলেহঃ)

কুটজত্বক্ পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। তেন পাদাবশেষেণ শর্করাপ্রস্থকং পচেৎ।। ততো লেহে ঘনীভূতে চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ। লবঙ্গং জীরকং মুস্তং ধাতকী বিল্ববালকম্।। এলা পাঠা ত্বচং শৃঙ্গী জাতীফলমধুরিকাঃ। শক্রাতিবিষাক্ষাং কাকোলী চ রসাঞ্জনম্।। শাল্মলীবেষ্টকং যষ্টিঃ সমঙ্গা রক্তচন্দনম্। বটশুঙ্গং খদিরঞ্চ জম্বাম্রপল্লবং তথা।। এষামক্ষসমং চূর্ণং প্রক্ষিপেৎ পাকবিদ্ ভিষক্। সিদ্ধেহবতারিতে শীতে মধুনঃ কুড়বং ন্যসেৎ।। খাদয়েৎ কর্ষমাত্রন্তু অনুপানবিধিং শৃণু। অনুপানং প্রদাতব্যং দধিমস্তু ত্বজাপয়ঃ। চম্পককদলীমূল-স্বরসং কর্ষমানতঃ। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ।। রোগং রক্তাতিসারঞ্চ চিরকালসমুদ্ভবম্। পক্কাপক্কমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্।।

(শোথাতীসারে কেবলে বাতিসারে গ্রহণ্যাঞ্চ দৃষ্টফলোহয়ম্।)

কুড়চিমূলের ছাল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ, ১৬ সের। এই ক্বাথের সহিত চিনি, ২ সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। লেহবৎ ঘনীভূত হইলে লবঙ্গ, জীরা, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা, বড় এলাইচ, আক্‌নাদি, দারুচিনি, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, জায়ফল, মৌরি, ইন্দ্রযব, আতইচ, যবক্ষার, কাকোলী, রসাঞ্জন, মোচরস, যষ্টিমধু, বরাহক্রান্তা, রক্তচন্দন, বটের শুঙ্গা, খদির, কচি জামপত্র ও আমপত্র ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে অর্দ্ধসের মধুমিশ্রিত করিয়া ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—দধির মাত, ছাগদুগ্ধ, চম্পকমূলের রস বা কদলীমূলের রস ২ তোলা। প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহা দ্বারা চিরোত্থিত রক্তাতিসার, শোথ ও জ্বর প্রভৃতি নিবারিত হয়।

মৃতসঞ্জীবনী বটী

মাগধী বৎসনাভঞ্চ তয়োস্তুল্যঞ্চ হিঙ্গুলম্। মৃতসঞ্জীবনী খ্যাতা জম্বীররসমর্দ্দিতা।। মূলকস্য চ বীজানাং বটিকা তুল্যরূপিণী। পানীয়া শীততোয়েন জ্বরাতীসারনাশিনী। বিসূচ্যাং সন্নিপাতে চ জ্বরে চৈবাতিদুস্তরে।।

পিপ্পলী ১ ভাগ, বৎসনাভ (কাষ্ঠবিষ) ১ ভাগ, হিঙ্গুল ২ ভাগ, এই দ্রব্যত্রয় জামীর লেবুর রসে উত্তমরূপে মাড়িয়া মূলার বীজতুল্য বটিকা করিবে। সেই বটী শীতল জলসহ সেব্য ইহা জ্বরাতিসারনাশক। বিসূচিকা ও দারুণ সন্নিপাতজ্বরেও মৃতসঞ্জীবনী প্রযোজ্য।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বরো রসঃ

গন্ধেশাভ্রং পৃথগ্ বেদ-ভাগমন্যচ্চ ভাগিকম্। সর্জ্জিটঙ্গযবক্ষারাঃ পঞ্চৈব লবণানি চ।। বরাব্যোযেন্দ্রবীজানি দ্বিজীরাগ্নিযমানিকাঃ। সহিঙ্গু বীজসারঞ্চ শতপুষ্পা সুচূর্ণিতা।। সিদ্ধপ্রাণেশ্বরঃ সূতঃ প্রাণিনাং প্রাণদায়কঃ। মাষৈকং ভক্ষয়েদস্য নাগবল্লীদলৈর্যুতম্।। উষ্ণোদকানুপানঞ্চ দদ্যাৎ তত্র পলত্রয়ম্। জ্বরাতিসারেঽতিসৃতৌ কেবলে বা জ্বরেঽপি চ।। ঘোরে ত্রিদোষজে রোগে গ্রহণ্যামসৃগাময়ে। বাতরোগে চ শূলে চ শূলে চ পরিণামজে।।

গন্ধক, পারদ ও অভ্র প্রত্যেক ৪ মাষা, সর্জ্জিক্ষার, সোহাগার খৈ, যবক্ষার ও পঞ্চলবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, যমানী, হিঙ্গু, বিড়ঙ্গ ও শুলফা প্রত্যেক চূর্ণ ১মাষা; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটী করিবে। অনুপান— পাণের রস। ঔষধ সেবনান্তে উষ্ণজলপান ব্যবস্থেয়। ইহা অতি প্রবল জ্বরাতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য।

কনকসুন্দরো রসঃ

হিঙ্গলুং মরিচং গন্ধং পিপ্পলী টঙ্গণং বিষম্। কনকস্য চ বীজানি সমাংশং বিজয়াদ্রবৈঃ।। মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রন্তু চণমাত্রা বটী কৃতা। ভক্ষণাদ্ গ্রহণীং হন্তি রসং কনকসুন্দরঃ।। অগ্নিমান্দ্যং জ্বরং তীব্রমতিসারঞ্চ নাশয়েৎ। পথ্যং দধ্যোদনং দদ্যাদ্ যদ্বা তক্রৌদনং চরেৎ।।

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, পিপুল, সোহাগার খৈ, বিষ ও ধুস্তুরবীজ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্র-ভিজান জলে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে গ্রহণী, তীব্রজ্বর, অতিসার ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়। পথ্য—দধি বা তক্রের সহিত অন্ন।

কনকপ্রভা বটী

সুবর্ণবীজং মরিচং মরালপাদং কণা টঙ্কণকং বিষঞ্চ। গন্ধং জয়াদ্ভির্দ্দিবসং বিমর্দ্দ্য গুঞ্জাপ্রমাণাং বটিকাং বিদধ্যাৎ।। এষাতিসারগ্রহণীং জ্বরাগ্নিমান্দ্যং নিহন্যাৎ কনকপ্রভেয়ম্। দধ্যোদনং পথ্যমনুষ্ণবারি মাংসং ভজেৎ তিত্তিরিলাবকানাম্।।

ধুতূরার বীজ, মরিচ, গোয়ালিয়া লতা, পিপ্পলী, সোহাগার খৈ, বিষ ও গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সিদ্ধিপত্র-ভিজান জলে এক দিবস মর্দ্দন করিয়া গুঞ্জাপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা কনকপ্রভা নামে অভিহিত। এই বটিকা সেবনে অতিসার, গ্রহণী, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। পথ্য—দধি, অন্ন, অনুষ্ণ জল ও তিত্তির প্রভৃতি পক্ষির মাংস।

গগনসুন্দরো রসঃ

১টঙ্গণং দরদং গন্ধমভ্রকঞ্চ সমং সমম্। দুগ্ধিকায়া রসেনৈব ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্।। দ্বিগুঞ্জং মধুনা দেয়ং শ্বেতসর্জ্জস্য বল্লকম্। বিবিধং নাশয়েদ্রক্তং জ্বরাতীসারমুল্বণম্।। পথ্যং তক্রং পয়শ্ছাগমামশূলং বিনাশয়েৎ। অগ্নিবৃদ্ধিকরো হ্যেষ রসো গগনসুন্দরঃ।।

সোহাগার খৈ, হিঙ্গুল, গন্ধক ও অভ্র সমপরিমাণে লইয়া ক্ষীরুইএর রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান—শ্বেতধূনা ২ রতি ও মধু। ইহা সেবনে প্রবল জ্বরাতিসার, নানাপ্রকার রক্তস্রাব ও আমশূল নিবারিত হয়। ইহা অগ্নিবৃদ্ধিকর। পথ্য—তক্র ও ছাগদুগ্ধ।

মৃতসঞ্জীবনো রসঃ

রসগন্ধৌ সমৌ গ্রাহ্যৌ সূতপাদং বিষং ক্ষিপেৎ। সর্ব্বতুল্যং মৃতঞ্চাভ্রং মর্দ্দ্যং ধুস্তূরজৈর্দ্রবৈঃ।। সর্পাক্ষ্যাশ্চ দ্রবৈর্যামং কষায়েণাথ ভাবয়েৎ। ধাতক্যতিবিষা মুস্তং শুণ্ঠী জীরকবালকম্।। যমানী ধান্যকং বিল্বং পাঠা পথ্যা কণান্বিতম্। কুটজস্য ত্বচং বীজং কপিত্থং বালদাড়িমম্।। প্রত্যেকং কর্ষমাত্রং স্যাৎ কুট্টিতং ক্বাথয়েজ্জলৈঃ। চতুর্গুণং জলং দত্ত্বা যাবৎ পাদাবশেষিতম্।। অনেন ত্রিদিনং ভাব্যং পূর্ব্বোক্তং মর্দ্দিতং রসম্। রুদ্ধা তদ্বালুকাযন্ত্রে ক্ষণং* মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।। মৃতসঞ্জীবনো নাম চাস্য গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্। দাতব্যমনুপানেন চাসাধ্যমপি সাধয়েৎ। ষট্‌প্রকারমতীসারং সাধ্যাসাধ্যং জয়েদ্ ধ্রুবম্।। নাগরাতিবিষা মুস্তং দেবদারু কণা বচা। যমানী বালকং ধান্যং কুটজত্বক্ হরীতকী।। ধাতকীন্দ্রযবৌ বিল্বং পাঠা মোচরসং সমম্। চূর্ণিতং মধুনা লেহ্যমনুপানং সুখাবহম্।।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, বিষ সিকি ভাগ এবং সর্ব্বতুল্য জারিত অভ্র। ধুতূরাপত্রের রসে ও গন্ধনাকুলীর রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিবে এবং ধাইফুল, আতইচ, মুতা, শুঁঠ, জীরা, বালা, যমানী, ধনে, বেলশুঁঠ, আক্‌নাদি, হরীতকী, পিপ্পলী, কুড়্চির ছাল, ইন্দ্রযব, কয়েতবেল ও কচি দাড়িম, এই ১৬টি দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে লইয়া কুট্টিত ও চারিগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইবে; সেই ক্বাথে উপরি উক্ত মর্দ্দিত পারদাদি দ্রব্য তিন দিন ভাবনা দিয়া উহা একটি মৃৎপাত্রে রাখিয়া পাত্রের মুখ শরার দ্বারা আচ্ছাদিত করত সন্ধিস্থলে লেপ দিয়া, মৃদু অগ্নি দ্বারা চারিদণ্ড বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। এই ঔষধ মৃতসঞ্জীবনী রস নামে অভিহিত। মাত্রা—৪ রতি (বৃদ্ধবৈদ্যের ব্যবহার ১ রতি)। ঔষধ সেবন করিয়া শুঁঠ, আতইচ, মুতা, দেবদারু, পিপুল, বচ, যমানী, বালা, ধনে, কুড়্চির ছাল, হরীতকী, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আক্‌নাদি ও মোচরস প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত লেহন করিবে। এই ঔষধ ও লেহনরূপ অনুপান সেবন করিলে সাধ্যাসাধ্য সকল প্রকার অতিসার নিবৃত্ত হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

জ্বরাতিসারের বিশেষ কোন পথ্যাপথ্য নির্দ্দিষ্ট নাই। জ্বর ও অতিসারোক্ত পথ্যাপথ্যই বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে জ্বরাতিসারাধিকারঃ।

---

* ক্ষণমিতি দণ্ডচতুষ্টয়ম্।

অতিসারাধিকার

অতিসার-নিদানম্

গুর্ব্বতিস্নিগ্ধরুক্ষোষ্ণ-দ্রবস্থূলাতিশীতলৈঃ। বিরুদ্ধাধ্যশনাজীর্ণৈর্বিষমৈশ্চাপি ভোজনৈঃ।। স্নেহাদ্যৈরতিযুক্তৈশ্চ মিথ্যাযুক্তৈর্বিষৈর্ভয়ৈঃ। শোকাদ্ দুষ্টাম্বুমদ্যাতি-পানৈঃ সাত্ম্যর্ত্তুপর্য্যয়ৈঃ।। জলাভিরমণৈর্বেগ-বিঘাতৈঃ ক্রিমিদোষতঃ। নৃণাং ভবত্যতীসারো লক্ষণং তস্য বক্ষ্যতে।। সংশম্যাপাং ধাতুরগ্নিং প্রবৃদ্ধঃ শকৃন্মিশ্রো বায়ুনাধঃপ্রণুন্নঃ। সরত্যতীবাতিসারং তমাহুর্ব্যাধিং ঘোরং ষড়্বিধং তং বদন্তি।।

গুরু, অতিস্নিগ্ধ, অতিরুক্ষ, অতি উষ্ণ, অতিদ্রব, অতিস্থূল ও অতিশীতল দ্রব্য ভোজন, বিরুদ্ধ ভোজন (ক্ষীরমৎস্যাদি একত্র ভোজন), অধ্যশন অর্থাৎ পূর্ব্বদিনাহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ভোজন, অপক্ক অন্নভোজন ও বিষমাশন এবং বমন বিরেচন অনুবাসন ও নিরূহার্থ স্নেহাদি ক্রিয়ার অতিযোগ কিংবা মিথ্যাযোগ, স্থাবর বিষ ভক্ষণ, ভয়, শোক এবং দুষ্ট জল ও দুষ্ট মদ্যের অতিপান, সাত্ম্যবিপর্য্যয় অর্থাৎ অনভ্যস্ত ও দেহের প্রতিকূল আহার-বিহারাদি, শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুর ব্যতিক্রম, অধিক জলক্রীড়াদি, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও ক্রিমিদোষ, এই সকল কারণে অতিসার রোগ জন্মিয়া থাকে।
শরীরস্থ দূষিত রস, রক্ত, জল, স্বেদ, মেদঃ, মূত্র, কফ, পিত্ত ও রক্তাদি জলীয় ধাতুসকল অগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া মলের সহিত মিশ্রিত ও বায়ু কর্তৃক অধঃপ্রেরিত হইয়া অতিশয় নিঃসৃত হয় বলিয়া ইহার নাম অতিসার।

আমপক্কক্রমং হিত্বা নাতিসারে ক্রিয়া যতঃ। অতঃ সর্ব্বাতিসারেষু জ্ঞেয়ং পক্কামলক্ষণম্।।

সকল প্রকার অতিসারেই অগ্রে আম ও পক্ব লক্ষণ অবগত হওয়া আবশ্যক। কারণ অতিসার রোগের আমাবস্থার ও পক্কাবস্থার ক্রম অবলম্বন ব্যতীত চিকিৎসাই চলিতে পারে না। যদি আম ও পক্কের ক্রম ত্যাগ করিয়া চিকিৎসা করা যায় অর্থাৎ আমাতিসারে ধারক ও পক্কাতিসারে লঙ্ঘনাদি পাচক ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। অতএব অগ্রে আম ও পক্ব লক্ষণ জানা কর্ত্তব্য।

আমপক্ব-লক্ষণম্

মজ্জত্যামা গুরুত্বাদ্ বিট্ পক্কা তুৎপ্লবতে জলে। বিনাতিদ্রবসংঘাত-শৈত্যশ্লেষ্মপ্রদূষণাৎ।।

আমাতিসারে পুরীষ জলে নিক্ষিপ্ত হইলে গুরুত্বহেতু মগ্ন হইয়া যায় এবং পক্কাতিসারে মগ্ন হয় না। কিন্তু পুরীষ অত্যন্ত দ্রব, অধিক সংহত, অত্যন্ত শীতল বা কফদূষিত হইলে পক্ব পুরীষও জলে নিমগ্ন হয়। অত্যন্ত দ্রব পুরীষ জলের সহিত একীভূত হইয়া যায়।

আমপক্কয়োরপরলক্ষণম্

শকৃদ্ দুর্গন্ধি সাটোপ-বিষ্টম্ভার্ত্তিপ্রসেকিনঃ। বিপরীতং নিরামস্তু কফাৎ পক্কঞ্চ মজ্জতি।।

আমাতিসারে উদর মধ্যে সবেদন গুড়গুড় শব্দ, কাম্‌ড়ানির সহিত অল্প অল্প মলনির্গম, লালা দ্বারা মুখ পরিপূর্ণ ও মলে দুর্গন্ধ হইয়া থাকে; নিরাম অবস্থায় ইহার বিপরীত হয়। কফাতিসারে কফের গুরুত্বপ্রযুক্ত পক্কাবস্থাতেও পুরীষ জলে মগ্ন হয়।

ন তু সংগ্রহণং দদ্যাৎ পূর্ব্বমামাতিসারিণে। দোষা হ্যাদৌ রুধ্যমানা জনয়ন্ত্যাময়ান্ বহূন্।।
শোথপাণ্ড্বাময়প্লীহ-কুষ্ঠগুল্মোদরজ্বরান্। দণ্ডকালসকাধমান-গ্রহণ্যার্শোগদাংস্তথা।।

আমাতিসারের প্রথমাবস্থায় ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। কারণ ধারক ঔষধ দ্বারা দোষ-সকল রুদ্ধ হইয়া শোথ, পাণ্ডু, প্লীহা, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর, জ্বর, দণ্ডক, অলসক, আধ্মান, গ্রহণী ও অর্শঃ প্রভৃতি বহু রোগ উৎপাদন করে।

ক্ষীণধাতুবলার্ত্তস্য বহুদোষোঽতিনিঃসৃতঃ। আমোঽপি স্তম্ভনীয়ঃ স্যাৎ পাচনান্মরণং ভবেৎ।।

কিন্তু অতিসাররোগে যদি অধিক পরিমাণে মল ভেদ ও দোষের প্রবল প্রকোপ দৃষ্ট হয় এবং তাহাতে যদি রোগির ধাতু ও বল ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে আমাবস্থাতেও ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে, কারণ তখন কেবল পাচক ঔষধ দিলে অধিক মলনিঃসরণহেতু রোগির মৃত্যুও ঘটিতে পারে। অতএব আমও স্তম্ভনীয়।

পক্কোঽসকৃদতীসারো গ্রহণীমার্দ্দবাদ্ যদা। প্রবর্ত্ততে তদা কার্য্যঃ ক্ষিপ্রং সাংগ্রাহিকো বিধিঃ।।

গ্রহণীনাড়ীর মৃদুতাবশতঃ পক্কাতিসারে যখন অনবরত পুরীষ নির্গত হয়, তখন শীঘ্র ধারক ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে।

আমাতিসার-চিকিৎসা

আমে বিলঙ্ঘনং শস্তমাদৌ পাচনমেব বা। কার্য্যঞ্চানশনস্যান্তে প্রদ্রবং লঘু ভোজনম্।।

আমাবস্থায় প্রথমতঃ বিশিষ্টরূপে লঙ্ঘন ও পাচন ব্যবস্থেয়। লঙ্ঘনের পর মণ্ড ও পেয়াদি দ্রব অথচ লঘু পথ্য প্রদান করিবে (অতিসারে যে দ্রবপদার্থের নিষেধ আছে, তাহা দুগ্ধাদি অবিহিত দ্রব্য জানিবে, পেয়াদি নিষিদ্ধ নহে)।

লঙ্ঘনমেকং মুক্ত্বান চান্যদস্তীহ ভেষজং বলিনঃ। সমুদীর্ণদোষচয়ং শময়তি তৎ পাচয়ত্যপি।।

সবল রোগির পক্ষে অতিসাররোগে একমাত্র লঙ্ঘন যেমন উপকারী, এরূপ উপকারী ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। লঙ্ঘন দ্বারা অতিবৃদ্ধ দোষের প্রশম ও পরিপাক উভয়ই হইয়া থাকে।

হ্রীবেরশৃঙ্গবেরাভ্যাং মুস্তপর্পটকেন বা। মুস্তোদীচ্যশৃতং তোয়ং দেয়ং বাপি পিপাসবে।
যুক্তেঽন্নকালে ক্ষুৎক্ষামং লঘুন্যন্নানি ভোজয়েৎ।।

অতিসাররোগির পিপাসা থাকিলে বালা ও শুঁঠ কিংবা মুতা ও ক্ষেত্পাপ্ড়া অথবা মুতা ও বালা, ইহাদের দ্বারা সিদ্ধ জল পান করিতে দিবে এবং ক্ষুধাশান্তির জন্য উপযুক্ত ভোজনকালে লঘু অন্ন প্রদান করিবে।

ঔষধসিদ্ধাঃ পেয়া লাজানাং শক্তবোঽতিসারহিতাঃ। বস্ত্রপ্রস্রুতমণ্ডঃ পেয়া চ মসূরযূষশ্চ।।

পূর্ব্বে যে দ্রব অথচ লঘু পথ্য দিবার বিধি কথিত হইয়াছে, তাহা এই— বক্ষ্যমাণ শালপর্ণ্যাদি বা ধান্যপঞ্চকাদি ঔষধে সিদ্ধ পেয়া, খৈএর ছাতু, বস্ত্রপ্রস্রুত মণ্ড, পেয়া ও মসূরযূষ অতিসারে হিতকর।

গুর্ব্বী পিণ্ডী খরাত্যর্থং লঘ্বী সৈব বিপর্য্যয়াৎ। শক্তুনামাশু জীর্য্যেত মৃদুত্বাদবলেহিকা।।

খৈএর ছাতু যদি অল্পজলযুক্ত হইয়া কঠিন পিণ্ডাকার হয়, তাহা হইলে তাহা গুরুপাক হইয়া থাকে, কিন্তু যদি অধিক জলসংযোগে উহাকে অবলেহবৎ করা যায়, তাহা হইলে লঘু হইয়া শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

স্বল্পশালপর্ণ্যাদিঃ

শালপর্ণীবলাবিল্বৈঃ পৃশ্নিপর্ণ্যা চ সাধিতা। দাড়িমাম্লা হিতা পেয়া পিত্তশ্লেষ্মাতিসারিণাম্।।

পিত্তশ্লেষ্মাতিসারির পক্ষে শালপাণি, বেড়েলা, বেলশুঁঠ ও চাকুলে দ্বারা সাধিত এবং দাড়িমের রসে ঈষদম্লীকৃত পেয়া হিতকর।

ধান্যপঞ্চকসংসিদ্ধো ধান্যবিশ্বকৃতোঽথবা। আহারো ভিষজা যোজ্যো বাতশ্লেষ্মাতিসারিণাম্।
বাতপিত্তে পঞ্চমূল্যা কফে বা পঞ্চকোলকৈঃ।।

বাতশ্লেষ্মাতিসারিকে ধান্যপঞ্চকের সহিত অথবা কেবল ধনে ও শুঁঠ এই ঔষধদ্বয়ের সহিত পেয়া পাক করিয়া আহার করিতে দিবে। বাতপিত্তাতিসারিকে স্বল্পপঞ্চমূলের এবং শ্লেষ্মাতিসারিকে পঞ্চকোলের সহিত পেয়া প্রস্তুত করিয়া আহারার্থ দিবে (ধনে, শুঁঠ, মুতা, বালা ও বেলশুঁঠ এই পাঁচটিকে ধান্যপঞ্চক এবং শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই পাঁচটিকে স্বল্পপঞ্চমূল আর পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ এই পাঁচটিকে পঞ্চকোল কহে)।

বৃহচ্ছালপর্ণ্যাদি

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতী কন্টকারিকা। বলাশ্বদংষ্ট্রাবিল্বানি পাঠানাগরধান্যকম্। এতদাহারসংযোগে হিতং সর্ব্বাতিসারিণাম্।।

শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কন্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, বেলশুঁঠ, আক্‌নাদি, শুঁঠ ও ধনে, এই সকল ঔষধের সহিত সাধিত পেয়া সকল প্রকার অতিসাররোগির পক্ষেই হিতজনক।

ধান্যোদীচ্যশৃতং তোয়ং তৃষ্ণাদাহাতিসারনুৎ। আভ্যামেব সপাঠাভ্যাং সিদ্ধমাহারমাচরেৎ।।

অতিসাররোগির যদি তৃষ্ণা ও দাহ থাকে, তাহা হইলে ধনে ও বালা, অথবা ধনে, বালা ও আক্‌নাদি, ইহাদের সহিত পেয়া পাক করিয়া আহারার্থ দিবে।

স্তোকং স্তোকং বিবদ্ধং বা সশূলং যোঽতিসার্য্যতে। অভয়াপিপ্পলীকল্কৈঃ সুখোষ্ণৈস্তং বিরেচয়েৎ।।

অতিসাররোগে যাহার অল্প অল্প অথবা বিবদ্ধ (গুট্‌লে) মল নির্গত হয় এবং উদরে কাম্‌ড়ানি থাকে, তাহাকে হরীতকী ও পিপুল বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া বিরেচনার্থ সেবন করিতে দিবে।

ধান্যপঞ্চকং ধান্যচতুষ্কঞ্চ

ধান্যকং নাগরং মুস্তং বালকং বিল্বমেব চ। আমশূলবিবন্ধঘ্নং পাচনং বহ্নিদীপনম্। ইদং ধান্যচতুষ্কং স্যাৎ পৈত্তে শুণ্ঠীং বিনা পুনঃ।।

অতিসাররোগে আমশূল ও মলের বিবদ্ধতা নিবারণার্থ এবং দোষপাক ও বহ্নিদীপনার্থ ধান্যপঞ্চকের ক্বাথ পান করিতে দিবে। কিন্তু পিত্তাতিসারে ধান্যপঞ্চক না দিয়া ধান্যচতুষ্ক প্রয়োগ করিবে। ধনে, শুঁঠ, মুতা, বালা ও বেলশুঁঠ, এই ধান্যপঞ্চকের শুঁঠ ভিন্ন অবশিষ্ট চারিটিকে ধান্যচতুষ্ক কহে।

নাগরাতিবিষামুস্তৈরথবা ধান্যনাগরৈঃ। তৃষ্ণাতিসারশূলঘ্নং পাচনং দীপনং লঘু।।

অতিসারে তৃষ্ণা এবং উদরে শূলবৎ বেদনা থাকিলে শুঁঠ, আতইচ, মুতা অথবা ধনে ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। এই ক্বাথদ্বয় লঘু এবং আমদোষের পাচক ও অগ্নির দীপক।

পাঠাবৎসকবীজানি হরীতক্যো মহৌষধম্। এতদামসমুত্থানমতীসারং সবেদনম্। কফাত্মকং সপিত্তঞ্চ বর্চ্চো বধ্নাতি চ ধ্রুবম্।।

আক্‌নাদি, ইন্দ্রযব, হরীতকী ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে আমজন্য অতিসার ও বেদনা এবং সকফপিত্ত মলভেদ নিবারিত হইয়া থাকে।

পয়স্যুৎক্বাথ্য মুস্তা বা বিংশতিং ভদ্রকাহ্বয়াঃ। ক্ষীরাবশিষ্টং তৎ পীতং হন্যাদামং সবেদনম্।।

২০টি মুতার পরিমাণ যত, তাহার ৮ গুণ ছাগীদুগ্ধ ও ছাগীদুগ্ধের ৪ গুণ জল একত্র করিয়া, তাহাতে ঐ ২০টি মুতা সিদ্ধ করিবে। যখন জল শুষ্ক হইয়া দুগ্ধাবশেষ হইবে, তখন উহা

নামাইয়া এবং মুতাগুলি ফেলিয়া দিয়া ঐ দুগ্ধ পান করিতে দিবে। ইহাতে আম ও তজ্জনিত বেদনা দূরীভূত হয়।

বৎসকাদি-ক্বাথ

বৎসকাতিবিষাশুণ্ঠী-বিল্বহিঙ্গুযবাম্বুদৈঃ। চিত্রকেণ যুতৈঃ ক্বাথ আমাতীসারনাশনঃ।।

ইন্দ্রযব, আতইচ, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, হিঙ্গু, যব, মুতা ও রক্তচিতা, ইহাদের ক্বাথ সেবনে আমাতিসার নষ্ট হয়।

পথ্যাদি-কষায়

পথ্যাদারুবচামুস্তৈর্নাগরাতিবিষান্বিতৈঃ। আমাতিসারনাশায় ক্বাথমেভিঃ পিবেন্নরঃ।।

আমাতিসারনাশার্থ হরীতকী, দেবদারু, বচ, মুতা, শুঁঠ ও আতইচের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

যমান্যাদি

যমানীনাগরোশির-ধনিকাতিবিষাঘনৈঃ। বালবিল্বদ্বিপর্ণীভির্দীপনং পাচনং ভবেৎ।।

অগ্নির দীপ্তি ও আমের পরিপাক জন্য যমানী, শুঁঠ, উশীর, ধনে, আতইচ, মুতা, কচি বেলশুঁঠ, শালপাণি ও চাকুলের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে।

কলিঙ্গাদি

কলিঙ্গাতিবিষা হিঙ্গু পথ্যা সৌবর্চ্চলং বচা। শূলস্তম্ভবিবন্ধঘ্নং পেয়ং দীপনপাচনম্।।

ইন্দ্রযব, আতইচ, হিঙ্গু, হরীতকী, সৌবর্চ্চললবণ ও বচ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে শূলবৎ বেদনা, স্তম্ভ ও মলের বিবদ্ধতা নাশ এবং অগ্নির দীপ্তি ও আমদোষের পরিপাক হইয়া থাকে।

কঞ্চটাদি

কঞ্চটদাড়িমজম্বু-শৃঙ্গাটকপত্রহ্রীবেরম্। জলধরনাগরসহিতং গঙ্গামপি বেগিনীং রুন্ধ্যাৎ।।

কাঁচ্‌ড়াপত্র, দাড়িমপত্র, জামপত্র, পানিফলপত্র, বালা, মুতা ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ সেবনে অতি বেগবান্ অতিসার রুদ্ধ হয়।

কুটজাদিঃ

কুটজং দাড়িমং মুস্তং ধাতকী বিল্ববালকম্। লোধ্রচন্দনপাঠাশ্চ কষায়ং মধুনা পিবেৎ।।
সামে শূলে চ রক্তে চ পিচ্ছাস্রাবে চ শস্যতে। কুটজাদিরিতি খ্যাতঃ সর্ব্বাতিসারনাশনঃ।।

(বহুশো দৃষ্ট ফলোঽয়ম্।)

ইন্দ্রযব, দাড়িমফলের ত্বক্, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা, লোধ, রক্তচন্দন, আক্‌নাদি

মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ—মধু অর্দ্ধ তোলা। ইহা আম, শূল (কাম্‌ড়ানি), রক্তস্রাব ও মলের পিচ্ছিলতা নিবারণ করে। ইহা অতিসারের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ত্র্যূষণাদিচূর্ণম্

ত্র্যূষণাতিবিষাহিঙ্গু-বলাসৌবর্চ্চলাভয়াঃ। পীত্বোষ্ণেনাম্ভসা হন্যাদামাতীসারমুদ্ধতম্।। অথবা পিপ্পলীমূল-পিপ্পলীদ্বয়চিত্রকান্। সৌবর্চ্চলবচাব্যোষ-হিঙ্গুপ্রতিবিষাভয়াঃ।। পিবেৎ শ্লেষ্মাতিসারার্ত্তশ্চূর্ণিতাংশ্চোষ্ণবারিণা।। হরিদ্রাদিং বচাদিং বা পিবেদামেষু বুদ্ধিমান্। খড়যূষযবাগূষু পিপ্পল্যাদিং প্রয়োজয়েৎ।।

প্রবল আমাতিসারে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আতইচ, হিঙ্গু, বেড়েলা, সচললবণ ও হরীতকীচূর্ণ অথবা পিপ্পলীমূল, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী ও চিতা ইহাদের চূর্ণ; শ্লেষ্মাতিসারে সচললবণ, বচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিঙ্গু, আতইচ ও হরীতকীর চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিতে দিবে। সুবুদ্ধি ভিষক্ আমাতিসারে সুশ্রুতোক্ত হরিদ্রাদি বা বচাদি গণের ক্বাথ এবং সুশ্রুতোক্ত পিপ্পল্যাদিগণের সহিত খড়যূষ ও যবাগূ প্রয়োগ করিবেন (হরিদ্রাদিগণ যথা—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু। বচাদিগণ যথা—বচ, মুতা, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু ও শুঁঠ। পিপ্পল্যাদিগণ যথা—পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, মরিচ, ছোট এলাইচ, যমানী, ইন্দ্রযব, আক্‌নাদি, রেণুক, জীরক, বামুনহাটী, মহানিম, হিঙ্গু, কট্‌কী, শ্বেতসর্ষপ, বিড়ঙ্গ, আতইচ এবং মূর্ব্বা)।

খড়যূষঃ

তক্রং কপিত্থচাঙ্গেরী-মরিচাজাজিচিত্রকৈঃ। সুপক্কঃ খড়যূষোঽয়ময়ং কাম্বলিকোঽপরঃ। দধ্যম্লো লবণস্নেহ-তিলমাষসমন্বিতঃ।।

খড়যূষপাকের বিধি—ঘোল ৪ সের, কয়েৎবেল ও আমরুলশাক প্রত্যেক চারি বা ছয় তোলা এবং মরিচ, কৃষ্ণজীরা ও চিতা সমুদায়ে ২ তোলা; এই সকল দ্রব্যের সহিত কাঁচা মুগের ডাল পাক করিলে যে যূষ হয়, তাহাকে খড়যূষ কহে। এই খড়যূষকে দধি দ্বারা অম্লীকৃত এবং লবণ, তৈল, তিল ও মাষ সংযুক্ত করিয়া পাক করিলে কাম্বলিক নামক যূষ প্রস্তুত হয়।

শুণ্ঠ্যাদিচূর্ণম্

শুণ্ঠীপ্রতিবিষাহিঙ্গু-মুস্তাকুটজচিত্রকৈঃ। চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পীতমামাতীসারনাশনম্।।

শুঁঠ, আতইচ, হিঙ্গু, মুতা, ইন্দ্রযব ও চিতা, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে আমাতিসার নিবারিত হয়।

হরীতক্যাদিচূর্ণম্

হরীতকী প্রতিবিষা সিন্ধু সৌবর্চ্চলং বচা। হিঙ্গু চেতি কৃতং চূর্ণং পিবেদুষ্ণেন বারিণা।।

• হরীতকী, আতইচ, সৈন্ধব ও সৌবর্চ্চললবণ, বচ এবং হিঙ্গু, ইহাদের চূর্ণও উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে আমাতিসার নিবৃত্ত হয়।

বাতাতিসার-লক্ষণম্

অরুণং ফেনিলং রুক্ষমল্পমল্পং মুহুর্ম্মুহুঃ। শকৃদামং সরুক্‌শব্দং মারুতেনাভিসার্য্যতে।।

বাতাতিসারে অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত, রুক্ষ ও অপক্ক মল, গুহ্যদ্বারে শব্দ ও বেদনা জন্মাইয়া অতি অল্প অল্প অথচ মুহুর্ম্মুহুঃ নির্গত হয়।

বাতাতিসার-চিকিৎসা

পূতিকাদিকষাঃ

পূতিকো মাগধী শুণ্ঠী বলা ধান্যং হরীতকী। পক্কাম্বুনা পিবেৎ সায়ং বাতাতীসারশান্তয়ে।।

বাতাতিসার শান্তির জন্য করঞ্জ, পিপ্পলী, শুঁঠ, বেড়েলা, ধনে ও হরীতকী, ইহাদের ক্কাথ সায়ংকালে ব্যবস্থা করিবে।

পথ্যাদি-কষায়ঃ

পথ্যা দারু বচা শুণ্ঠী মুস্তা চাতিবিষামৃতা। ক্কাথ এষাং হরেৎ পীতো বাতাতীসারমুল্বণম্।।

প্রবল বাতাতিসারে হরীতকী, দেবদারু, বচ, শুঁঠ, মুতা, আতইচ ও গুলঞ্চ, ইহাদের পাচন প্রয়োগ করিবে।

বচাদি-কষায়ঃ

বচা চাতিবিষা মুস্তং বীজানি কুটজস্য চ। শ্রেষ্ঠঃ কষায় এতেষাং বাতাতীসারশান্তয়ে।।

বচ, আতইচ, মুতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্কাথ বাতাতিসারের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

পঞ্চমূলীবলাবিশ্ব-ধান্যকোৎপলবিল্বজাঃ। বাতাতীসারিণে দেয়াস্তক্রেণান্যতমেন বা।।

বায়ুজনিত অতিসারে বৃহৎ বা স্বল্প পঞ্চমূল এবং বেড়েলা, শুঁঠ, ধনে, উৎপল ও বেলশুঁঠ এই সকল দ্রব্য তক্র, কাঁজি বা জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া সেই ক্কাথ প্রয়োগ করিবে (তক্র বা কাঁজি দ্বারা ক্কাথ প্রস্তুত করিতে হইলে তাহাতে অর্দ্ধ পরিমিত জল প্রদেয়)।

পিত্তাতিসার-লক্ষণম্

পিত্তাৎ পীতং নীলমালোহিতং বা তৃষ্ণামূর্চ্ছাদাহপাকোপপন্নম্।।

পিত্তাতিসারে মল পীত, নীল বা লোহিত বর্ণ হয়। ইহাতে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ এবং গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও ক্ষত হইয়া থাকে।

পিত্তাতিসার-চিকিৎসা

মধুকাদি

মধুকং কট্‌ফলং লোধ্রং দাড়িমস্য ফলত্বচৌ। পিত্তাতিসারে মধ্বাক্তং পায়য়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা।।

পিত্তাতিসারে যষ্টিমধু, কট্‌ফল, লোধ এবং দাড়িমের কচি ফল ও বল্কল, ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া চালুনি জলের সহিত পান করিতে দিবে।

বিল্বাদিকষায়

বিল্বশক্রযবাম্ভোদ-বালকাতিবিষাকৃতঃ। কষায়ো হন্ত্যতীসারং সামং পিত্তসমুদ্ভবম্।।

আমপিত্তাতিসারে বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, মুতা, বালা ও আতইচ ইহাদের ক্বাথ প্রযোজ্য।

কট্‌ফলাদি-কষায়ঃ

কট্‌ফলাতিবিষাম্ভোদ-বৎসকং নাগরান্বিতম্। শৃতং পিত্তাতীসারঘ্নং দাতব্যং মধুসংযুতম্।।

কট্‌ফল, আতইচ, মুতা, ইন্দ্রযব ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে পিত্তাতিসার নিবৃত্ত

কিরাতত্তি

কিরাততিক্তকং মুস্তং বৎসকং সরসাঞ্জনম্। পিত্তাতীসাররোগঘ্নং সক্ষৌদ্রং বেদনাপহম্।।

চিরতা, মুতা, ইন্দ্রযব ও রসাঞ্জন, ইহাদের চূর্ণ তণ্ডুলোদক ও মধুসহ সেবন করিলে পিত্তাতিসার প্রশমিত হয়।

অতিবিষাদি

সক্ষৌদ্রাতিবিষা পিষ্টা বৎসকস্য ফলং ত্বচম্। তণ্ডুলোদকসংযুক্তং পেয়ং পিত্তাতিসারনুৎ।।

আতইচ, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযবচূর্ণ, মধুসংযুক্ত করিয়া চালুনি জলের সহিত সেবন করিলেও পিত্তাতিসার নিবারিত হয়।

শ্লেষ্মাতিসার-লক্ষণম্

শুক্লং সান্দ্রং শ্লেষ্মণা শ্লেষ্মযুক্তং বিস্রং শীতং হৃষ্টরোমা মনুষ্যঃ।।

কফজনিত অতিসারে শুক্লবর্ণ, গাঢ়, কফমিশ্রিত, আমগন্ধি ও শীতল মল নিঃসৃত হয়। ইহাতে রোগী রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মাতিসার-চিকিৎসা

পথ্যাদি কষায়ঃ

পথ্যাগ্নিকটুকাপাঠা-বচামুস্তকবৎসকৈঃ। সনাগরৈর্জয়েৎ ক্বাথঃ কল্কো বা শ্লৈষ্মিকীং স্রুতিম্।।

• হরীতকী, চিতা, কট্‌কী, আক্‌নাদি, বচ, মুতা, ইন্দ্রযব ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ বা কল্ক শ্লেষ্মাতিসার নিবারণ করে।

ক্রিমিশত্র্বাদি-কষায়ঃ

ক্রিমিশদ্রুবচাবিল্ব-পাঠাধানাককট্‌ফলম্। এষাং ক্বাথং ভিষগ্ দদ্যাদতীসারে বলাসজে।।

বিড়ঙ্গ, বচ, বেলশুঁঠ, আক্‌নাদি, ধনে ও কট্‌ফল, ইহাদের ক্বাথ শ্লেষ্মাতিসারে প্রযোজ্য।

চব্যাদি-কষায়ঃ

চব্যং সাতিবিষং মুস্তং বালবিল্বং সনাগরম্। বৎসকত্বক্‌ফলং পথ্যা চ্ছর্দ্দিশ্লেষ্মাতিসারনুৎ।।

চৈ, আতইচ, মুতা, কচি বেলশুঁঠ, শুঁঠ, কুড়্‌চির ছাল ও কল এবং হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে শ্লেষ্মাতিসার ও বমি নিবৃত্ত হয়।

পাঠাদি চূর্ণম্

পাঠা বচা ত্রিকটুকং কুষ্ঠং কটুকরোহিণী। উষ্ণাম্বুনা বিনিঘ্নন্তি শ্লেষ্মাতীসারমুল্বণম্।।

আক্‌নাদি, বচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড় ও কট্‌কী, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করিলে প্রবল শ্লেষ্মাতিসার নিবারিত হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণম্

হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং ব্যোষমভয়াতিবিষা বচা। পীতমুষ্ণাম্বুনা চূর্ণং শ্লেষ্মাতিসারনাশনম্।।

হিং, সৌবর্চ্চললবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আতইচ ও বচ, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলেও শ্লেষ্মাতিসার বিনষ্ট হয়।

বব্বূলাদিযোগঃ

বব্বূলপত্রং সংপিষ্টং রাত্রৌ জীরদ্বয়ং হিতম্। কর্ষমাত্রং ভবেদ্ ভক্ষ্যং কফাতিসারনাশনম্।।

বাব্‌লাপাতা, জীরা ও কৃষ্ণজীরা বাটিয়া ২ তোলা পরিমাণে রাত্রিতে ভক্ষণ করিলে শ্লেষ্মাতিসার নিবারিত হয়।

পথ্যাদি চূর্ণম্

পথ্যা পাঠা বচা কুষ্ঠং চিত্রকং কটুরোহিণী। চূর্ণমুষ্ণাম্ভসা পীতং শ্লেষ্মাতিসারনাশনম্।।

হরীতকী, আক্‌নাদি, বচ, কুড়, চিতা ও কট্‌কী, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করিলে ...ার প্রশান্ত হয়।

ত্রিদোষাতিসার-লক্ষণম্

বরাহস্নেহমাংসাম্বু-সদৃশং সর্ব্বরূপিণম্। কৃচ্ছ্রসাধ্যমতীসারং বিদ্যাদ্ দোষত্রয়োদ্ভবম্।।

সান্নিপাতিক অতিসারে উক্ত বাতজাদি ত্রিবিধ অতিসারেরই লক্ষণসকল উপস্থিত হয়, অধিকন্তু ইহাতে মল শূকরের চর্ব্বিবৎ বা মাংস-প্রক্ষালন-জলের ন্যায় হইয়া থাকে। এই ত্রিদোষজ অতিসার অতি কষ্টসাধ্য।

ত্রিদোষাতিসার-চিকিৎসা

সমঙ্গাদি-কষায়ঃ

সমঙ্গাতিবিষা মুস্তা বিশ্বং হ্রীবেরধাতকী। কুটজত্বক্‌ফলং বিল্বং ক্বাথঃ সর্ব্বাতিসারনুৎ।।

বরাহক্রান্তা, আতইচ, মুতা, শুঁঠ, বালা, ধাইফুল, কুড়চিরছাল ও ফল এবং বেলশুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ত্রিদোষজ অতিসার নিবৃত্ত হয়।

পঞ্চমূলীবলাদি-কষায়ঃ

পঞ্চমূলীবলাবিল্ব-গুড়ূচীমুস্তনাগরৈঃ। পাঠাভূনিম্ববর্হিষ্ঠ-কুটজত্বক্‌ফলৈঃ শৃতম্।। সর্ব্বজং হন্ত্যতীসারং জ্বরঞ্চাপি তথা বমিম্। সশূলোপদ্রবং শ্বাসং কাসঞ্চাপি সুদুস্তরম্।।

পঞ্চমূল (পিত্তাধিক্যে স্বল্পপঞ্চমূল এবং বাত ও কফাধিক্যে বৃহৎপঞ্চমূল), বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঁঠ, আক্‌নাদি, চিরতা, বালা এবং কুড়চির ছাল ও ফল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ত্রিদোষজ অতিসার, জ্বর, বমি, শূলোপদ্রবযুক্ত শ্বাস ও সুদারুণ কাস প্রভৃতি উপদ্রব প্রশমিত হয়।

অবেদনং সুসম্পক্কং দীপ্তাগ্নেঃ সুচিরোত্থিতম্। নানাবর্ণমতীসারং পুটপাকৈরুপাচরেৎ।।

বেদনাহীন এবং দীর্ঘকালোৎপন্ন ও নানাবর্ণবিশিষ্ট পক্কাতিসারে অগ্নির দীপ্তি থাকিলে পুটপাক ঔষধ ব্যবস্থেয়।

কুটজপুটপাকঃ

স্নিগ্ধং ঘনং কুটজবল্কমজন্তুজগ্ধমাদায় তৎক্ষণমতীব চ পোথয়িত্বা। জম্বুপলাশপুটিতণ্ডুলতোয়সিক্তং বদ্ধং কুশেন চ বহির্ঘনপঙ্কলিপ্তম্।। সুস্বিন্নমেতদবপীড্য রসং গৃহীত্বা ক্ষৌদ্রেণ যুক্তমতিসারবতে প্রদদ্যাৎ। কৃষ্ণাত্রিপুত্রমতপূজিত এষ যোগঃ সর্ব্বাতিসারহরণে স্বয়মেব রাজা।। স্বরসস্য গুরুত্বেন পুটপাকপলং পিবেৎ। পুটপাকস্য পাকোঽয়ং বহিররুণবর্ণতা।।

কীটাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত নহে এরূপ সরস ও পুরু কুড়চিমূলের ছাল লইয়া সদ্যঃ কুট্টিত এবং তাহা তণ্ডুলজলে সিক্ত করিয়া জামপত্র দ্বারা বেষ্টন এবং কুশ দ্বারা বন্ধন করিয়া বহির্ভাগে মৃত্তিকার ঘন প্রলেপ দিয়া অগ্নিতে পুটপাক করিবে। বহিঃস্থ লেপ যখন অরুণবর্ণ হইবে,

তখন অগ্নি হইতে বাহির করিয়া উহার রস নিঙ্‌ড়াইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত (২ তোলা পরিমাণে) সেবন করাইবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার অতিসারের প্রধান ঔষধ।

শ্যোনাক-পুটপাকঃ

ত্বক্‌পিণ্ডং দীর্ঘবৃন্তস্য কাশ্মীরপত্রবেষ্টিতম্। মৃদাবলিপ্তং সুকৃতমঙ্গারেষ্ববকূলয়েৎ।। স্বিন্নমুদ্ধৃত্য নিষ্পীড্য রসমাদায় যত্নতঃ। শীতীকৃতং মধুযুতং পায়য়েদুদরাময়ে।।

শোনাছাল পেষণ করিয়া পিণ্ডাকার করিবে এবং ঐ পিণ্ড গাম্ভারীপত্রে পূর্ব্ববৎ বেষ্টন, কুশ দ্বারা বন্ধন ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া পুটপাক করিবে। ইহা উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিঙ্‌ড়াইয়া রস বাহির করিবে। ঐ রস শীতল হইলে মধুসহ পান করিতে দিবে। ইহাতে সুদারুণ উদরাময় প্রশমিত হয়।

শতং কুটজমূলস্য ক্ষুণ্ণং তোয়ার্ম্মণে পচেৎ। ক্বাথে পাদাবশেষেঽস্মিন্ লেহং পূতে পুনঃ পচেৎ।। সৌবর্চ্চলযবক্ষার-বিড়সৈন্ধবপিপ্পলী-। ধাতকীন্দ্রযবাজাজী-চূর্ণং দত্ত্বা পলদ্বয়ম্।। লিহ্যাদ্ বদরমাত্রং তচ্ছীতং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতম্। পক্বাপক্বমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্। দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং জয়েচ্চৈব প্রবাহিকাম্।।

কুড়্‌চির ছাল ১২।।০ সের কুটিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করত ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐ ক্বাথ পুনর্ব্বার পাক করিয়া লেহবৎ গাঢ় হইলে, উহাতে সচললবণ, যবক্ষার, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, পিপ্পলী, ধাইফুল, ইন্দ্রযব ও জীরা ইহাদের চূর্ণ ১৬ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইয়া লইবে। ১ তোলা (ব্যবহার ।।০ তোলা) মাত্রায় মধুর সহিত লেহনীয়। ইহাতে পক্ব, অপক্ব, নানাবর্ণ ও বেদনাযুক্ত অতিসার, দুর্নিবার্য্য গ্রহণী এবং প্রবাহিকা নিবারিত হয়।

কুটজাষ্টকঃ

তুলামথার্দ্রাং গিরিমল্লিকায়াঃ সংক্ষুদ্য পক্ত্বা রসমাদদীত। তস্মিন্ সুপূতে পলসম্মিতানি শ্লক্ষ্ণানি পিষ্ট্বা সহ শাল্মলেন।। পাঠাং সমঙ্গাতিবিষাং সমুস্তাং বিল্বঞ্চ পুষ্পাণি চ ধাতকীনাম্। প্রক্ষিপ্য ভূয়ো বিপচেৎ তু তাবদ্ দর্ব্বীপ্রলেপঃ স্বরসস্তু যাবৎ।। পীতস্ত্বসৌ কালবিদা জলেন মণ্ডেন বাজাপয়সাথ বাপি। নিহন্তি সর্ব্বস্ত্বতিসারমুগ্রং কৃষ্ণং সিতং লোহিতপীতকং বা।। দোষং গ্রহণ্যা বিবিধঞ্চ রক্তং পিত্তং তথার্শাংসি সশোণিতানি। অসৃগ্দরঞ্চৈবমসাধ্যরূপং নিহন্ত্যবশ্যং কুটজাষ্টকোঽয়ম্।।

(তুলাদ্রব্যে জলদ্রোণো দ্রোণে দ্রব্যতুলা মতা।।)

মনাক্ দর্ব্বীপ্রলেপাবস্থায়াং শাল্মলাদিচূর্ণং প্রক্ষেপ্যম্, শাল্মলাদীনাং প্রত্যেকং পলমানত্বম্। শাল্মলং শাল্মলীনির্য্যাসঃ, অগ্নিমান্দ্যে কোষ্ণজলেন শৃতশীতেন ইত্যন্যে; বস্তিদুষ্টৌ অন্নমণ্ডেন, রক্তে চ্ছাগদুগ্ধেন ইতি ভানুদাসঃ।

কুড়চির কাঁচা ছাল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ঐ ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে, লেহবৎ ঘন হইলে তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্যসকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। প্রক্ষেপ্যদ্রব্য যথা—মোচরস, আক্‌নাদি, বরাহক্রান্তা, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ ও ধাইফুল, প্রত্যেক চূর্ণ ৮ তোলা। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার, রক্তার্শঃ, রক্তপ্রদর ও অনেক প্রকার রোগ বিনষ্ট হয়। অনুপান—অগ্নিমান্দ্যে ঈষদুষ্ণ অথবা শৃত-শীতল জল, বস্তি-দোষে অন্নমণ্ড এবং রক্তস্রাবে ছাগীদুগ্ধ।

শোকজাতিসার-লক্ষণম্

তৈস্তৈর্ভাবৈঃ শোচতোঽল্পাশনস্য বাষ্পোষ্মা বৈ বহ্নিমাবিশ্য জন্তোঃ। কোষ্ঠং গত্বা ক্ষোভয়েৎ তস্য রক্তং তচ্চাধস্তাৎ কাকণন্তীপ্রকাশম্।। নির্গচ্ছেদ্ বৈবিড়্বিমিশ্রং হ্যবিড়্বা নির্গন্ধং বা গন্ধবদ্বাতিসারঃ। শোকোৎপন্নো দুশ্চিকিৎস্যোঽতিমাত্রং রোগো বৈদ্যৈঃ কষ্ট এব প্রদিষ্টঃ।।

যে ব্যক্তি ধনক্ষয় বা বন্ধু-বিয়োগাদিজনিত শোকে কাতর ও তজ্জন্য অল্পাহারী, তাহার শোকজ বাষ্প (নেত্র-গল-নাসাদিগত জল) ও উষ্মা (দেহতেজঃ) কোষ্ঠে গমনপূর্ব্বক জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া রক্তকে স্বস্থান হইতে চালিত করে। সেই গুঞ্জাফল (কুঁচ্) সদৃশ লোহিতবর্ণ রক্ত, মলমিশ্রিত অথবা মলরহিত হইয়া গুহ্যদ্বার দিয়া নির্গত হয়। উহা মলমিশ্রিত হইলে দুর্গন্ধ ও মলরহিত হইলে নির্গন্ধ হইয়া থাকে। এই শোকোৎপন্ন অতিসার অতীব দুশ্চিকিৎস্য ও কষ্টপ্রদ। কারণ শোকাপনোদন ব্যতিরেকে কেবলমাত্র ঔষধ দ্বারা কিরূপে ব্যাধির শান্তি হইবে? রোগোৎপাদক হেতুর পরিত্যাগ ভিন্ন কেবল ঔষধ দ্বারা কোন ব্যাধিই প্রশমিত হইতে পারে না।

শোকাদিজাতিসার-চিকিৎসা

ভয়শোকসমুদ্ভূতৌ জ্ঞেয়ৌ বাতাতিসারবৎ। তয়োর্বাতহরা কার্য্যা হর্ষণাশ্বাসনৈঃ ক্রিয়া।।

ভয়জ ও শোকজ অতিসারের চিকিৎসা বাতাতিসারের ন্যায় জানিবে। এই উভয়বিধ অতিসারে পূর্ব্বোক্ত বাতহরা ক্রিয়া এবং হর্ষোৎপাদন ও আশ্বাসন কর্ত্তব্য।

পৃশ্নিপর্ণ্যাদি-কষায়ঃ

পৃশ্নিপর্ণীবলাবিল্ব-ধান্যকোৎপলনাগরৈঃ। বিড়ঙ্গাতিবিষামুস্তা-দারুপাঠাকলিঙ্গকৈঃ। মরিচেন সমাযুক্তং শোকাতীসারনাশনম্।।

চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধনে, উৎপল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আতইচ, মুতা, দেবদারু, আক্‌নাদি ও কুড়চির ছাল, ইহাদের ক্বাথে মরিচের গুঁড়া প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শোকাতিসার নিবারিত হয়।

শোথাতিসার-চিকিৎসা

শোথঘ্নীন্দ্রযবাঃ পাঠা-শ্রীফলাতিবিষাঘনাঃ। ক্বথিতাঃ সোষণাঃ পীতাঃ শোথাতীসারনাশনাঃ।।

শোথঘ্নী (পুনর্নবা), ইন্দ্রযব, আক্‌নাদিমূল, বেলশুঁঠ, আতইচ, মুতা প্রত্যেক ঔষধ ২৭ রতি পরিমাণে গ্রহণ করিয়া ৩২ তোলা জলে পাক করিয়া ৮ তোলা শেষ রাখিয়া মরিচচূর্ণ ১০ রতিসহ পান করিবে। ইহাতে শোথাতিসার নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গাতিবিষা-মুস্তং দারু পাঠা কলিঙ্গকম্। মরিচেন সমাযুক্তং শোথাতিসারনাশনম্।।

অতিসারে যদি শোথ হয়, তাহা হইলে বিড়ঙ্গ, আতইচ, মুতা, দেবদারু, আক্‌নাদি ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথে মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিতে দিবে।

দ্বিদোষজাতিসার-চিকিৎসা

দ্বিদোষলক্ষণৈর্বিদ্যাদতীসারং দ্বিদোষজম্। তেষাং চিকিৎসা প্রোক্তৈব বিশিষ্টা চ নিগদ্যতে।।

যে অতিসারে দুই দোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে দ্বিদোষজ অতিসার বলা যায়। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অতিসারের চিকিৎসা কথিত হইয়াছে, এক্ষণে দ্বিদোষজ অতিসারের বিশেষ চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

পিত্তশ্লেষ্মাতিসার-চিকিৎসা

মুস্তাদিঃ

মুস্তা সাতিবিষা মূর্ব্বা বচা চ কুটজঃ সমঃ। এষাং কষায়ঃ সক্ষৌদ্রঃ পিত্তশ্লেষ্মাতিসারহৃৎ।।

মুতা, আতইচ, মূর্ব্বা, বচ ও কুড়চিছাল, ইহাদের কষায় মধুর সহিত পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মাতিসার নিবারিত হয়।

সমঙ্গাদিঃ

সমঙ্গা ধাতকী বিল্বমাম্রাস্থ্যম্ভোজকেশরম্। বিল্বং মোচরসং লোধ্রং কুটজস্য ফলত্বচৌ।।
পিবেৎ তণ্ডুলতোয়েন কষায়ং কল্কমেব বা। শ্লেষ্মপিত্তাতিসারঘ্নং রক্তং বাথ নিযচ্ছতি।।

বেড়েলামূল (বা বরাহক্রান্তা), ধাইফুল, বেলশুঁঠ, আমের আঁটি ও পদ্মকেশর; কিংবা বেলশুঁঠ, মোচরস, লোধ, কুড়চির ছাল ও ফল, ইহাদের কষায় অথবা তণ্ডুলোদকের সহিত ইহাদের কল্ক পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মাতিসার ও রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

কুটজাতিবিষা মুস্তং হরিদ্রাপর্ণিনীদ্বয়ম্। সক্ষৌদ্রশর্করং শস্তং পিত্তশ্লেষ্মাতিসারিণাম্।।

পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে কুড়চির ছাল, আতইচ, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শালপাণি ও চাকুলে ইহাদের কাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পানার্থ ব্যবস্থা করিবে।

বাতশ্লেষ্মাতিসার-চিকিৎসা

চিত্রকাদিঃ

চিত্রকাতিবিষা মুস্তং বলা বিম্বং সনাগরম্। বৎসকত্বক্‌ফলং পথ্যা বাতশ্লেষ্মাতিসারনুৎ।।

চিতা, আতইচ, মুতা, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, কুড়চির ছাল ও ফল এবং হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ বাতশ্লেষ্মাতিসারনাশক।

বাতপিত্তাতিসার-চিকিৎসা

কলিঙ্গাদিঃ

কলিঙ্গকবচা মুস্তং দারু সাতিবিষং সমম্। কল্কং তণ্ডুলতোয়েন পিবেৎ পিত্তানিলাময়ী।।

বাতপিত্তাতিসারগ্রস্ত রোগিকে ইন্দ্রযব, বচ, মুতা, দেবদারু ও আতইচ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তণ্ডুলোদকের সহিত উত্তমরূপে বাটিয়া পান করিতে দিবে।

প্রমথ্যাত্রয়ম্

পিপ্পলী নাগরং ধান্যং ভূতিকঞ্চাভয়াং বচাম্। হ্রীবেরভদ্রমুস্তানি বিম্বং নাগরধান্যকম্।।
পৃশ্নিপর্ণী শ্বদংষ্ট্রা চ সমঙ্গা কণ্টকারিকা। তিস্রঃ প্রমথ্যা বিহিতাঃ শ্লোকার্দ্ধৈরতিসারিণাম্।।
কফে পিত্তে চ বাতে চ ক্রমাদেতাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। সংজ্ঞা প্রমথ্যা জ্ঞাতব্যা যোগে পাচনদীপনে।।

কফোল্বণ অতিসারে পিপুল, শুঁঠ, ধনে, যমানী, হরীতকী ও বচ মিলিত ২ তোলা ; পিত্তোল্বণ অতিসারে বালা, মুতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও ধনে মিলিত ২ তোলা ; বাতোল্বণ অতিসারে চাকুলে, গোক্ষুর, বরাহক্রান্তা ও কণ্টকারী মিলিত ২ তোলা ; যথানিয়মে ক্বাথ করিয়া প্রয়োগ করিবে। এই যোগত্রয়কে শাস্ত্রে প্রমথ্যা কহে। যথা—পিপ্পল্যাদি প্রমথ্যা, হ্রীবেরাদি প্রমথ্যা ও পৃশ্নিপর্ণাদি প্রমথ্যা। হ্রীবেরাদি প্রমথ্যাই ধান্যপঞ্চক। প্রমথ্যা শব্দটি বৈদ্যশাস্ত্রের একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা।

রক্তাতিসার-লক্ষণম্

পিত্তকৃন্তি যদাত্যর্থং দ্রব্যাণ্যশ্নাতি পৈত্তিকে। তদোপজায়তেঽতীক্ষ্ণং রক্তাতিসার উল্বণঃ।।

পৈত্তিক অতিসার হইলে বা হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যদি অত্যন্ত পিত্তকর দ্রব্যসকল নিরন্তর আহার করা যায়, তাহা হইলে অতি প্রবল রক্তাতিসার জন্মে।

রক্তাতিসার-চিকিৎসা

গুড়েন খাদিতং বিম্বং রক্তাতিসারনাশনম্। আমশূলবিবন্ধঘ্নং কুক্ষিরোগবিনাশনম্।।

রক্তাতিসারে যদি আমশূল ও মলের বিবদ্ধতা থাকে, তাহা হইলে দগ্ধ বেল গুড়ের সহিত খাইতে দিবে।

শল্লকীবদরীজম্বু-পিয়ালাম্রার্জ্জুনত্বচঃ। পীতাঃ ক্ষীরেণ মধ্বাঢ্যাঃ পৃথক্ শোণিতনাশনাঃ।।

শল্লকীমূলের ছাল, কুলছাল, জামছাল, পিয়ালছাল, আমছাল বা অর্জ্জুনছাল, বাটিয়া ছাগদুগ্ধ ও মধুসহ ভক্ষণ করিতে দিবে। ইহারা প্রত্যেকেই রক্তাতিসারনাশক।

চন্দনকল্কঃ

পীতং মধুসিতাযুক্তং চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা। রক্তাতিসারজিদ্রক্ত-পিত্ততৃড়্দাহমেহনুৎ।।

মধু, চিনি ও চন্দন এই তিন দ্রব্য একত্র তণ্ডুলজলের সহিত পান করিলে রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও মেহ নষ্ট হয়।

কুটজদাড়িম-কষায়ঃ

কষায়ো মধুনা পীতস্ত্বচো দাড়িমবৎসকাৎ। সদ্যো জয়েদতীসারং সরক্তং দুর্নিবারকম্।।

কচি দাড়িমফলের ত্বক্ ও কুড়্চিছাল, ইহাদের ক্বাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে দুর্নিবার রক্তাতিসার সদ্যঃ নিবারিত হয়।

জম্ব্বাম্রামলকানাস্তু পল্লবানথ কুট্টয়েৎ। সংগৃহ্য স্বরসং তেষামজাক্ষীরেণ যোজয়েৎ। তং পিবেন্মধুনা যুক্তং রক্তাতিসারনাশনম্।।

জামের, আমের ও আমলকীর কচি পত্র একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস, মধু ও ছাগদুগ্ধের সহিত সেবনেও রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

বিল্বং ছাগপয়ঃসিদ্ধং সিতামোচরসান্বিতম্। কলিঙ্গচূর্ণসংযুক্তং রক্তাতীসারনাশনম্।।

কিঞ্চিৎ জলমিশ্রিত ছাগদুগ্ধে বেলশুঁঠ সিদ্ধ করিয়া তাহাতে চিনি, মোচরস ও ইন্দ্রযবের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া লেহন করিবে। বৃদ্ধ বৈদ্যের ব্যবহার এই, যথা—বেলশুঁঠ ৮ মাষা, চিনি ১ মাষা, মোচরস ও ইন্দ্রযবচূর্ণ মিলিত ১ মাষা এবং বেলশুঁঠ সিদ্ধ হইবার উপযুক্ত ছাগীদুগ্ধ। ইহাতে রক্তাতিসার নিবৃত্ত হয়।

জ্যেষ্ঠাম্বুনা তণ্ডুলীয়ং পীতঞ্চ সসিতামধু।

কাঁটানটের মূল ২ মাষা, চালুনি জলের সহিত পেষণ করিয়া উহাতে চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে রক্তাতিসার বিনষ্ট হয়।

পীত্বা শতাবরীকল্কং পয়সা ক্ষীরভুগ্ জয়েৎ। রক্তাতীসারং পীত্বা বা তয়া সিদ্ধং ঘৃতং নরঃ।।

শতমূলী ছাগদুগ্ধের সহিত বাটিয়া সেবন করত দুগ্ধ পান করিলে অথবা উহার ক্বাথ ও কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলেও রক্তাতিসার প্রশমিত হয়।

কুটজত্বক্‌কৃতঃ ক্বাথো ঘনীভূতঃ সুশীতলঃ। লেহিতোঽতিবিষাযুক্তঃ সর্ব্বাতীসারনুদ্‌ ভবেৎ।।

যথানিয়মে কুড়্‌চিছালের ক্বাথ করিবে, সেই ক্বাথ পুনঃপাক দ্বারা ঘনীভূত করিয়া তাহাতে আতইচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া লেহন করিতে দিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার প্রশমিত হয়। ইহা প্রবল রক্তাতিসারের একটি মহৌষধ।

কুটজস্য পলং গ্রহ্যমষ্টভাগজলে শৃতম্‌। তথৈব বিপচেৎ ভূয়ো দাড়িমোদকসংযুতম্‌।।
যাবচ্চৈব লসীকাভং শৃতং তদুপকল্পয়েৎ। তস্যার্দ্ধকর্ষং তক্রেণ পিবেদ্রক্তাতিসারবান্‌।
অবশ্যমরণীয়োঽপি মৃত্যোর্যাতি ন গোচরম্‌।।

কুড়্‌চির ছাল ১ পল, ৮ পল জলে সিদ্ধ করিয়া ১ পল থাকিতে নামাইবে এবং ঐ ক্বাথের সহিত উক্ত নিয়মে প্রস্তুত দাড়িমের ক্বাথ সংযুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে ; যখন ঘনীভূত হইয়া লসীকাভ হইবে, তখন নামাইবে। উহার ১ তোলা তক্রের সহিত সেবনীয়। ইহাতে অবশ্যমরণীয় রক্তাতিসার রোগীও রোগমুক্ত হয়।

কল্কস্তিলানাং কৃষ্ণানাং শর্করাভাগসংযুতঃ। আজেন পয়সা পীতঃ সদ্যো রক্তং নিযচ্ছতি।।

কৃষ্ণতিল বাটিয়া তাহার সহিত চতুর্থাংশ চিনি মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সদ্যঃ রক্তাতিসার প্রশমিত হয়।

পয়স্যর্দ্ধোদকে চ্ছাগে হ্রীবেরোৎপলনাগরৈঃ। পেয়া রক্তাতিসারঘ্নী পৃশ্নিপর্ণ্যা চ সাধিতা।।

অর্দ্ধেক জলবিশিষ্ট ছাগদুগ্ধে বালা, উৎপল ও মুতার অথবা কেবল চাকুলের সহ পেয়া পাক করিয়া সেই পেয়া পান করিলেও রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

রসাঞ্জনাদি চূর্ণম্‌

রসাঞ্জনং সাতিবিষং কুটজস্য ফলং ত্বচম্‌। ধাতকীং শৃঙ্গবেরঞ্চ পিবেৎ তণ্ডুলবারিণা।।
ক্ষৌদ্রযুতং প্রণুদতি রক্তাতিসারমুল্বণম্‌। মন্দং দীপয়তে চাগ্নিং শূলঞ্চাপি নিবর্ত্তয়েৎ।।

রসাঞ্জন, আতইচ, ইন্দ্রযব, কুড়্‌চিছাল, ধাইফুল ও শুঁঠ, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তণ্ডুল-জল ও মধুর সহিত সেবন করিলে প্রবল রক্তাতিসার নিবারিত, অগ্নি প্রদীপ্ত ও আমশূল নিবৃত্ত হয়।

নিঃক্বাথ্য মূলমমলং গিরিমল্লিকায়াঃ সম্যক্‌ পলদ্বিতয়মম্বুচতুঃশরাবে। তৎপাদশেষসলিলং খলু শোষণীয়ং ক্ষীরে পলদ্বয়মিতে কুশলৈরজায়াঃ।। প্রক্ষিপ্য মাষকানষ্টৌ মধুনস্তত্র শীতলে। রক্তাতিসারী তং পীত্বা নৈরুজ্যমধিগচ্ছতি।।

কুড়্‌চির ছাল ২ পল, জল ৪ সের, শেষ ১ সের, এই ক্বাথে ছাগদুগ্ধ ২ পল মিশ্রিত করিয়া উহা পুনর্ব্বার পাক করিবে। পরে দুগ্ধাবশেষ হইয়া শীতল হইলে উহাতে মধু ৮ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহাতে রক্তাতিসার প্রশমিত হয়।

বটারোহস্ত সংপিষ্য শ্লক্ষ্ণং তণ্ডুলবারিণা। তৎ পিবেৎ তক্রসংযুক্তমতীসাররুজাপহম্‌।।

বটের ঝুরি চালুনি জলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তক্রসহ পান করিলে অতিসাররোগ নিবারিত হয়।

তণ্ডুলজলপিষ্টাঙ্কোঠমূলককর্ষার্দ্ধপানমপহরতি। সর্ব্বাতীসারগ্রহণীরোগসমূহঞ্চ মহাঘোরম্।।

আঁকড়মূল তণ্ডুলজলে পেষণ করিয়া ১ তোলা পরিমাণে পান করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও প্রবল গ্রহণীরোগসমূহ প্রশমিত হয়।

কল্কঃ কোমলবব্বূল-দলাৎ পীতোঽতিসারহা।।

বাব্লার কচিপাতা বাটিয়া খাইলেও অতিসার বিনষ্ট হয়।

বিশল্যকরণীক্কাথশ্চাথবা কুক্কুরদ্রুজঃ। বারয়েচ্ছোণিতস্রাবং রক্তাতিসারমুল্বণম্।।

৩-৪টি আয়াপানের পাতার ক্বাথ বা কুকুরশোঁকার (কুক্‌শিমে) পাতার রস পান করিলে রক্তস্রাব ও প্রবল রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

পীত্বা সশর্করং ক্ষৌদ্রং চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা। দাহং তৃষ্ণাং প্রমেহঞ্চ সদ্যো রক্তং নিযচ্ছতি।। নবনীতং মধুযুতং লিহেদ্ বা সিতয়া সহ। নাগকেশরসংযুক্তং রক্তসংগ্রহণং পরম্।। মধুপাদং সিতার্দ্ধাংশং নবনীতং চতুর্গুণম্।।

রক্তাতিসারে দাহ, তৃষ্ণা ও প্রমেহরোগ থাকিলে চিনি, মধু ও শ্বেতচন্দন তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করিতে দিবে, ইহাতে ঐ সকল উপদ্রব ত্বরায় নিবারিত হইবে। অথবা মধু ১ মাষা, চিনি ২ মাষা, নবনীত ৪ মাষা, কিংবা নাগকেশর ৪ মাষার সহিত নবনীত ২ তোলা ভক্ষণ করিলে রক্তভেদ নিবারিত হয়।

নারায়ণ-চূর্ণম্

গুড়ূচী বৃদ্ধদারঞ্চ কুটজস্য ফলং তথা। বিল্বঞ্চাতিবিষা চৈব ভৃঙ্গরাজঞ্চ নাগরম্।। শক্রাশনস্য চূর্ণঞ্চ সর্ব্বমেকত্র মেলয়েৎ। চূর্ণমেতৎ সমং গ্রাহ্যং কুটজস্য ত্বচোঽপি চ। গুড়েন মধুনা বাপি লেহয়েদ্ ভিষজাং বরঃ।। শোথং রক্তমতীসারং চিরজং দুর্জ্জয়ং তথা। জ্বরং তৃষ্ণাঞ্চ কাসঞ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকম্।। মন্দানলং প্রমেহঞ্চ গুদজঞ্চ বিনাশয়েৎ। এতন্নারায়ণং চূর্ণং শ্রীনারায়ণভাষিতম্।।

গুলঞ্চ, বিদ্ধড়কবীজ, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আতইচ, ভৃঙ্গরাজ, শুঁঠ ও সিদ্ধিপত্র প্রত্যেক চূর্ণ সমান, কুড়চির ছাল সর্ব্বচূর্ণসমান ; এই সমুদায় একত্র করিয়া গুড় কিংবা মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তাতিসার, শোথ ও জ্বর প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

গুদদাহে প্রপাকে বা পটোলমধুকাম্বুনা। সেকাদিকং প্রশংসন্তি চ্ছাগেন পয়সাপি বা। গুদভ্রংশে প্রকর্ত্তব্য চিকিৎসা তৎপ্রকীর্ত্তিতা।।

গুহ্যদেশে দাহ ও প্রপাক থাকিলে (গুহ্যদেশ পাকিলে) পল্‌তা ও যষ্টিমধুর ক্বাথ অথবা ছাগদুগ্ধ দ্বারা গুহ্যদ্বারে পরিষেকাদি করিবে এবং ক্ষুদ্ররোগে গুদভ্রংশের যে চিকিৎসা উক্ত হইবে, তাহাও করিবে।

অতিসারসাধারণ-চিকিৎসা

বিল্বাদিঃ

বিল্বচূতাস্থিনির্য্যূহঃ পীতঃ সক্ষৌদ্রশর্করঃ। নিহন্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসারং বৈশ্বানর ইবাহুতিম্।।

অতিসারে বমনোপদ্রব থাকিলে বেলশুঁঠ ও আমের আঁটির ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেই ক্বাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিতে দিবে।

পটোলাদিঃ

পটোলযবধন্যাক-ক্বাথঃ পীতঃ সুশীতলঃ। শর্করামধুসংযুক্তশ্ছর্দ্দ্যতীসারনাশনঃ।।

পটোল, যব ও ধনের ক্বাথ শীতল করিয়া সেই ক্বাথ মধু ও চিনির সহিত পান করিলে অতিসার ও বমি নিবারিত হয়।

প্রিয়ঙ্গ্বাদিঃ

প্রিয়ঙ্গ্বঞ্জনমুস্তাখ্যং পায়য়েৎ তু যথাবলম্। তৃষ্ণাতিসারছর্দ্দিঘ্নং সক্ষৌদ্রং তণ্ডুলাম্বুনা।।

অতিসারে তৃষ্ণা ও বমি থাকিলে প্রিয়ঙ্গু, রসাঞ্জন ও মুতা চূর্ণ করিয়া তাহাতে মধু মিশাইয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিতে দিবে।

জম্ব্বাদিঃ

জম্ব্বাম্রপল্লবোশীর-বটশুঙ্গাবরোহকম্। রসঃ ক্বাথোঽথবা চূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ সহ যোজিতম্।।
ছর্দ্দিং জ্বরমতীসারং মূর্চ্ছাং তৃষ্ণাঞ্চ দুর্জ্জয়াম্। নাশয়ত্যচিরাদ্ধন্তি স্রুতিং বানেকহেতুকাম্।।

জামের ও আমের কচিপাতা, উশীর, বটশুঙ্গ ও বটের ঝুরি ইহাদের রস, ক্বাথ অথবা চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে বমি, জ্বর, অতিসার, মূর্চ্ছা ও দারুণ পিপাসা বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা নানাকারণ-জাত অতিসারও প্রশমিত হইয়া থাকে।

বৎসকাদিঃ

সবৎসকঃ সাতিবিষশ্চ বিল্বঃ সৌদীচ্যমুস্তশ্চ কৃতঃ কষায়ঃ। সামে সশূলে চ সশোণিতে চ চিরপ্রবৃত্তেঽপি হিতোঽতিসারে।।

ইন্দ্রযব, আতইচ, বেলশুঁঠ, বালা ও মুতা ইহাদের ক্বাথ পান করিলে আম, শূল ও রক্তবিশিষ্ট দীর্ঘকালোৎপন্ন অতিসারও নিবারিত হয়।

হ্রীবেরাদিঃ

হ্রীবেরধাতকীলোধ্র-পাঠালজ্জালুবৎসকৈঃ। ধান্যকাতিবিষামুস্ত-গুড়ূচীবিল্বনাগরৈঃ।। কৃতঃ কষায়ঃ শময়েদতিসারং চিরোত্থিতম্। অরোচকামশূলাস্র-জ্বরঘ্নঃ পাচনঃ স্মৃতঃ।।

বালা, ধাইফুল, লোধ, আক্‌নাদি, লজ্জালুলতা, ইন্দ্রযব, ধনে, আতইচ, মুতা, শুলঞ্চ, বেলশুঁঠ ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ চিরজ অতিসার, অরুচি, আমশূল, রক্তস্রাব ও জ্বরনাশক এবং দোষপাচক।

দশমূলশুণ্ঠী

দশমূলীকষায়েণ বিশ্বমক্ষসমং পিবেৎ। জ্বরে চৈবাতিসারে চ সশোথে গ্রহণীগদে।।

দশমূলের ক্বাথে ২ তোলা শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে জ্বর, অতিসার, শোথ ও গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।

অহিফেনযোগঃ

অহিফেনং সুসংভৃষ্টং খর্পরে মৃদুবহ্নিনা। পক্বাতিসারশমনং ভেষজং নান্যতঃ পরম্।।

মৃদু অগ্নিতে অহিফেন উত্তমরূপে ভাজিয়া পক্বাতিসারে প্রয়োগ করিবে। ইহার তুল্য অতিসার নিবারক ঔষধ আর নাই। মাত্রা—১ বা ।।০ রতি। শিশুদের সিকি রতি বা তাহার কম। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ বা জল।

জীর্ণেঽমৃতোপমং ক্ষীরমতিসারে বিশেষতঃ। ছাগং তদ্ ভেষজৈঃ সিদ্ধং দেয়ং বা বারিসাধিতম্।।

পুরাতন উদরাময়ে দুগ্ধ অমৃততুল্য, বিশেষতঃ অতিসারঘ্ন ঔষধের সহিত সিদ্ধ ছাগদুগ্ধ জীর্ণাতিসারের পরম ঔষধ। অথবা ছাগদুগ্ধ তিন গুণ জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া সেই দুগ্ধ পান করিলেও বিশেষ উপকার হয়।

কৃত্বালবালং সুদৃঢ়ং পিষ্টৈরামলকৈর্ভিষক্। আর্দ্রকস্বরসেনাথ পূরয়েন্নাভিমণ্ডলম্। নদীবেগোপমং ঘোরমতীসারং বিনাশয়েৎ।।

আমলকী বাটিয়া রোগির নাভির চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে আলি দিয়া তন্মধ্যভাগ আদার রসে পূর্ণ করিবে। তাহাতে নদীবেগোপম অতিসার নিবৃত্ত হইবে।

তথা জাতীফলং পিষ্টা নাভৌ দদ্যাৎ প্রলেপনম্। দুর্নিবারমতীসারং বারয়ত্যনিবারিতম্।।

ঐরূপ জায়ফল বাটিয়া নাভিস্থলে প্রলেপ দিলে দুর্নিবার ও অনিবারিত অতিসার নিবারিত হয়।

আম্রস্য বল্কলং পিষ্টং কাঞ্জিকেন প্রযত্নতঃ। নাভিং সংলেপয়েৎ তেন কল্কেন মতিমান্ ভিষক্। নদীবেগোপমং ঘোরমতীসারং নিবারয়েৎ।।

আমের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলেও অতিবেগবান্ প্রবল অতিসার প্রশমিত হয়।

প্রবাহিকা-লক্ষণম্

বায়ুঃ প্রবৃদ্ধো নিচিতং বলাসং নুদত্যধস্তাদহিতাশনস্য। প্রবাহতোঽল্পং বহুশো মলাক্তং প্রবাহিকাং তাং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ।।

অহিতাহারে বায়ু প্রকুপিত হইয়া সঞ্চিত কফকে মলের সহিত অল্পে অল্পে বারংবার অধঃপ্রেরণ করে। এই রোগে প্রবাহণ অর্থাৎ কুন্থন দ্বারা সমল কফ নিঃসারিত হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহাকে প্রবাহিকা কহিয়া থাকেন।

প্রবাহিকা-চিকিৎসা (আমাশয়রোগ)

বালবিল্বং গুড়ং তৈলং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্। লিহ্যাদ্বাতে প্রতিহতে সশূলঃ সপ্রবাহিকঃ।।

প্রবাহিকা রোগে পেটের কাম্‌ড়ানি ও বায়ু বিবদ্ধ থাকিলে কচিবেল পোড়া, গুড়, তিলতৈল, পিপুল ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে উপকার দর্শে।

পয়সা পিপ্পলীকল্কঃ পীতো বা মরিচোদ্ভবঃ। ত্র্যহাৎ প্রবাহিকাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্।।

পিপ্পলীচূর্ণ অর্দ্ধতোলা অথবা মরিচচূর্ণ ২ মাষা, অর্দ্ধপোয়া দুগ্ধের সহিত তিন দিন সেবন করিলে দীর্ঘকালজাত প্রবাহিকা নিবারিত হয়।

কল্কঃ স্যাদ্ বালবিল্বানাং তিলকল্কশ্চ তৎসমঃ। দধ্নঃ সরাম্লঃ স্নেহাঢ্যঃ খড়ো হন্যাৎ প্রবাহিকাম্।।

কচি বেলপোড়ার শস্য এবং তৎসম নিস্তুষ তিলকল্ক সমভাগে লইয়া দধির সরে অম্লীকৃত এবং স্নেহসংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে প্রবাহিকা রোগ নষ্ট হয়, ইহার নাম খড়যোগ।

বিল্বোষণং গুড়ং লোধ্রং তৈলং লিহ্যাৎ প্রবাহণে।।

বেলশুঁঠ, মরিচ, ইক্ষুগুড় ও লোধ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তিলতৈলের সহিত লেহন করিলে প্রবাহিকা প্রশমিত হয়।

দধ্না সসারেণ সমাক্ষিকেণ ভুঞ্জীত নিশ্চারকপীড়িতস্তু। সুতপ্তকুপ্যক্বথিতেন বাপি ক্ষীরেণ শীতেন মধুপ্লুতেন।।

প্রবাহিকারোগী সসার দধি (যাহা হইতে নবনীত উদ্ধৃত হয় নাই) ও মধুর সহিত, অথবা দুগ্ধ মধ্যে সুতপ্ত কুপ্য (অর্থাৎ সুবর্ণ রৌপ্য ভিন্ন লৌহাদি ধাতু) নিক্ষেপ করত সেই দুগ্ধ শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত, পূর্ব্বোক্ত বিল্বাদি সেবন করিলেও প্রবাহিকা নিবারিত হয়।

তাসামতীসারবদাদিশেচ্চ লিঙ্গং ক্রমঞ্চামবিপক্বতাঞ্চ।।

প্রবাহিকার লক্ষণ, চিকিৎসা এবং আম ও পক্ক লক্ষণ অতিসারের ন্যায় জানিবে। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক বিবেচনাপূর্ব্বক অতিসারের ন্যায় ইহার চিকিৎসা করিবে।

লবঙ্গাভ্রযোগঃ

কুটজং দাড়িমঞ্চৈব কদলীমোচমেব চ। কঞ্চটং তালমূলী চ জম্ব্বাম্রয়োস্ত্বচা সহ।। শৃঙ্গাটকং

বটশৃঙ্গা সর্জ্জবল্কলমেব চ। এষাং দশপলান্ ভাগান্ সংগৃহ্য চ পৃথক্ পৃথক্।। জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্। তদ্রসং পুনরেবাথো পক্বা দর্ব্বী প্রলেপনম্।। তত্র প্রক্ষেপণার্থায় দ্রব্যমেতৎ সুচূর্ণিতম্। লবঙ্গং জীরকং জাতী-ফলঞ্চাতিবিষা সমম্।। এলা মধুরিকা চৈব খদিরং ভৃঙ্গমেব চ। শাল্মলীমোচকং বিল্বং সর্জ্জস্য রসমেব চ।। এতেষাং পলমানেন চাভ্রকং পলমেব চ। সর্ব্বঞ্চ তত্র নিক্ষিপ্য গুড়িকাং কারয়েদ্ ভিষক্।। লবঙ্গাভ্রকযোগোঽয়ং রক্তাতিসারনাশনঃ। শোথাতীসারশমনঃ সর্ব্বশূলনিসূদনঃ।।

কুড়্চিছাল, দাড়িমফলের ছাল, মোচা, কাঁচ্ড়াদাম, তালমূলী, জামছাল, আমছাল, পানিফল, বটের শৃঙ্গ ও শালছাল প্রত্যেক দশ দশ পল লইয়া ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, পরে সেই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। হাতায় লাগে এরূপ গাঢ় হইলে তাহাতে লবঙ্গ, জীরা, জায়ফল, আতইচ, এলাইচ, মৌরি, খদির, দারুচিনি, মোচরস, বেলশুঁঠ, ধূনা ও অভ্র প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে রক্তাতিসার, শোথাতিসার এবং সর্ব্বপ্রকার শূল নিবারিত হইয়া থাকে।

লবঙ্গদ্রাবকঃ

লবঙ্গাতিবিষা মুস্তং পাঠা বিল্বং সধান্যকম্। ধাতকী মোচকং জীর-লোধ্রমিন্দ্রযবং তথা।। বালকং সর্জ্জকঃ শৃঙ্গী সৈন্ধবং নাগরং কণা। বাট্যালকং যবক্ষারমহিফেনং রসাঞ্জনম্।। এতেষাং তুল্যভাগানি লবঙ্গানি প্রদাপয়েৎ। খাখসীস্বরসেনৈব ভাবয়েৎ সপ্তবারকম্।। লবঙ্গ দ্রাবকং নাম সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ। গ্রহণীং চিরজাং হন্তি সশোথাং পাণ্ডুকামলাম্।। অতীসারং নিহন্ত্যাশু সামং নানাবিধং তথা। মন্দাগ্নিং নাশয়েচ্ছীঘ্রমম্লপিত্তং সুদারুণম্। নরাণাঞ্চ হিতার্থায় বিশ্বামিত্রেণ নির্ম্মিতঃ।।

লবঙ্গ, আতইচ, মুতা, আকনাদি, বেলশুঁঠ, ধনে, ধাইফুল, মোচরস, জীরা, লোধছাল, ইন্দ্রযব, বালা, ধূনা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, সৈন্ধব, শুঁঠ, পিপুল, বেড়েলা, যবক্ষার, অহিফেন ও রসাঞ্জন প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টিতুল্য লবঙ্গ, এই সকল দ্রব্য পোস্তঢেঁড়ির রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। এই লবঙ্গ দ্রাবক নামক ঔষধ সেবনে শ্লোকোল্লিখিত অতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগসকল নিবারিত হয়।

অতিসারে রসপ্রয়োগঃ

অতিসারবারণো রসঃ

দরদঃ কৃতকর্পূরং মুস্তেন্দ্রযবসংযুতম্। সর্ব্বাতীসারশমনং খাখসীক্ষীরভাবিতম্।।

শোধিত হিঙ্গুল, পক্ব কর্পূর, মুতা ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য আফিং-ভিজা জলে ভাবনা দিয়া ১ রতি মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার নিবৃত্ত হয়।

বৃহৎকনকসুন্দরো রসঃ

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মরিচং টঙ্গণং তথা।। স্বর্ণবীজং সমং মর্দ্দ্যং ভার্গীদ্রাবৈর্দিনার্দ্ধকম্।। সূততুল্যং মৃতঞ্চাভ্রং রসঃ কনকসুন্দরঃ। অস্য গুঞ্জাদ্বয়ং হন্তি পিত্তাতিসারমুগ্রকম্।।

শোধিত পারদ ও গন্ধক, মরিচ, সোহাগার খৈ ও কাল ধুতূরাবীজ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া বামুনহাটীর রসে ২ প্রহর কাল মর্দ্দন করিবে। পরে পারদের সমান জারিত অভ্র মিশাইয়া লইবে। ইহা ২ রতি পরিমাণে উগ্র পিত্তাতিসার রোগে প্রয়োগ করিবে।

পূর্ণচন্দ্রোদয়ো রসঃ

শুদ্ধঞ্চ তালকং লৌহং গগনঞ্চ পলং পলম্। কর্পূরং পারদং গন্ধং প্রত্যেকং বটকোন্মিতম্।।
জাতীকোযমুরাপত্রং শঠীতালীশকেশরম্। ব্যোষং চোচং কণামূলং লবঙ্গং পিচুসম্মিতম্।।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় গুরুদেবদ্বিজার্চ্চকঃ। নানারূপমতীসারং গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীম্।।
অম্লপিত্তং তথা শূলং শূলঞ্চ পরিণামজম্। রসায়নবরশ্চায়ং বাজীকরণ উত্তমঃ।।

শোধিত হরিতাল, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক এক এক পল, কর্পূর, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ৮ মাষা, জয়িত্রী, মুরামাংসী, তেজপত্র, শঠী, তালীশপত্র, নাগকেশর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, পিপুলমূল ও লবঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া (২ রতি মাত্রায়) প্রাতঃকালে সেবন করিলে নানাপ্রকার অতিসার, সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী, শূল ও পরিণামশূল নিবারিত হয়। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ।

অহিফেনবটিকা

অহিফেনং সখর্জ্জূরং ঘৃষ্ট্বা গুঞ্জৈকমাত্রকম্। রক্তস্রাবমতীসারমতিবৃদ্ধং বিনাশয়েৎ।।

আফিং ও পিণ্ডখর্জ্জূর একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ রতি মাত্রায় সেবন করিলে অতি প্রবল অতিসার ও রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

জাতীফলাদিবটী

জাতীফলঞ্চ খর্জ্জূরমহিফেনং তথৈব চ। সমভাগানি সর্ব্বাণি নাগবল্লীরসেন চ।। বল্লমাত্রা বটী কার্য্যা দেয়া তক্রানুপানতঃ। অতিসারং জয়েদ্ ঘোরং বৈশ্বানর ইবাহুতিম্।।

জায়ফল, পিণ্ডখর্জ্জূর ও আফিং সমভাগে লইয়া পানের রসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—তক্র। ইহা সেবনে অগ্নিতে আহুতির ন্যায় ঘোর অতিসার প্রশমিত হয়।

কারুণ্যসাগরো রসঃ

ভস্মসূতাদ্ দ্বিধা গন্ধং তথা দ্বিত্বং মৃতাভ্রকম্। দিনং সার্ষপতৈলেন পিষ্ট্বা যামং বিপাচয়েৎ।।
রসৈর্ম্মার্কবমূলোত্থৈঃ পিষ্ট্বা যামং বিপাচয়েৎ। ত্রিক্ষারপঞ্চলবণ-বিষব্যোষাগ্নিজীরকৈঃ।।
সবিড়ঙ্গৈস্তুল্যভাগৈরয়ং কারুণ্যসাগরঃ। মাষমাত্রং দদীতাস্য ভিষক্ সর্ব্বাতিসারকে।।
সজ্বরে বিজ্বরে বাপি সশূলে শোণিতোদ্ভবে।। নিরামে শোথযুক্তে বা গ্রহণ্যাং সান্নিপাতিকে।
অনুপানং বিনাপ্যেষ কার্য্যসিদ্ধিং করিষ্যতি।।

রসসিন্দূর ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, জারিত অভ্র ২ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র সর্ষপতৈলে

একদিন মর্দ্দন করিয়া একপ্রহরকাল বালুকাযন্ত্রে অথবা মৃৎকর্পটলিপ্ত পুটে পাক করিবে। পরে ভৃঙ্গরাজমূলের রস দিয়া মাড়িয়া পূর্ব্ববৎ একপ্রহরকাল পাক করিবে। ইহার সহিত ত্রিক্ষার (যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সোহাগাক্ষার), পঞ্চলবণ (কাললবণ, সৈন্ধব, করকচ, বিট ও সচল- লবণ), বিষ, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), চিতা, জীরা ও বিড়ঙ্গ সমভাগে (প্রত্যেক রসসিন্দূরের সমান) মিশাইয়া মাষপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে সজ্বর বা বিজ্বর, শূলযুক্ত, শোণিতোদ্ভব, নিরাম অথবা শোথযুক্ত সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও গ্রহণী বিনষ্ট হয়। অনুপান বিনাও ইহার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয়।

প্রাণেশ্বরো রসঃ

রসগন্ধকমভ্রঞ্চ টঙ্গনং শতপুষ্পকম্। যমানী জীরকাখ্যঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষযুগ্মকম্।। কর্ষমেকং যবক্ষারং হিঙ্গু পটুকপঞ্চকম্। বিড়ঙ্গেন্দ্রযবং সর্জ্জ-রসকঞ্চাগ্নিসংজ্ঞিতম্। ঘৃষ্টা চ বটিকা কার্য্যা নাম্না প্রাণেশ্বরো রসঃ।।

পারদ, গন্ধক, অভ্র, সোহাগার খৈ, শুল্‌ফা, যমানী ও জীরা প্রত্যেক ৪ তোলা, যবক্ষার, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, ধূনা ও চিতা প্রত্যেক ২ তোলা; এই সকল দ্রব্য জলে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটি করিবে। ইহা সেবনে অতিসার প্রশমিত হয়।

অমৃতার্ণবঃ

হিঙ্গুলোত্থো রসো লৌহং গন্ধকং টঙ্গণং শঠী। ধান্যকং বালকং মুস্তং পাঠা জীরং ঘুণপ্রিয়া।। প্রত্যেকং তোলকং চূর্ণং ছাগীক্ষীরেণ পেষিতম্। মাষৈকা বটিকা কার্য্যা রসোঽয়মমৃতার্ণবঃ।। বটিকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্গহনানন্দভাষিতাম্। ধান্যজীরকযূষেণ বিজয়াশণবীজতঃ।। মধুনা ছাগদুগ্ধেন মণ্ডেন শীতবারিণা। কদলীমোচক রসৈঃ কঞ্চটকদ্রবেণ বা।। অতীসারং জয়েদুগ্রমেকজং দ্বন্দ্বজং তথা। দোষত্রয়সমুদ্ভূতমুপসর্গসমন্বিতম্।। শূলঘ্নো বহ্নিজননো গ্রহণ্যর্শোবিকারনুৎ। অম্লপিত্তপ্রশমনঃ কাসঘ্নো গুল্মনাশনঃ।।
ধান্যজীরকযূষেণেতি যূষযোনিত্বাৎ প্রচুরতরং মুদগং প্রদাতব্যম্।

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, লৌহ, সোহাগার খৈ, শঠী, ধনে, বালা, মুতা, আক্‌নাদি, জীরা ও আতইচ, ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা; ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটিকা করিবে। ধনে, জীরা ও মুগের (একত্র) যূষ, সিদ্ধি, শণবীজচূর্ণ, মধু, ছাগদুগ্ধ, মণ্ড, শীতল জল, কদলীপুষ্পের (মোচার) রস অথবা কাঁচড়ার রসের সহিত প্রাতঃকালে সেব্য। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও মূলের লিখিত রোগসকল বিনষ্ট হয়।

ভুবনেশ্বরঃ

সৈন্ধবং ত্রিফলাঞ্চৈব যমানীং বিল্বপেশিকাম্। গৃহধূমং গৃহীত্বা চ প্রত্যেকং সমভাগিকম্।। জলেন মর্দ্দয়িত্বা তু মাষমাত্রাং বটীং চরেৎ। খাদেৎ তোয়ানুপানেন সর্ব্বাতীসারশান্তয়ে।।

সৈন্ধবলবণ, ত্রিফলা, যমানী, বেলশুঁঠ ও গৃহধূম (ঝুল), এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া জল দিয়া মর্দ্দন করত ১ মাষা প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—জল। ইহাতে

সর্ব্বপ্রকার অতিসার উপশমিত হয়।

জাতীফলরসঃ

পারদাভ্রকসিন্দূরং গন্ধং জাতীফলং সমম্। কুটজস্য ফলঞ্চৈব ধূর্ত্তবীজানি টঙ্গণম্।। ব্যোষং মুস্তাভয়া চৈব চূতবীজং তথৈব চ। বিল্বকং সর্জ্জবীজঞ্চ দাড়িমীফলবল্কলম্।। এতানি সমভাগানি নিক্ষিপেৎ খল্লমধ্যতঃ। বিজয়াস্বরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতম্।। গুঞ্জাফলপ্রমাণাস্তু বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্। একাং কুটজমূলত্বক-কষায়েণ প্রযোজয়েৎ।। আমাতীসারং হরতি কুরুতে বহ্নিদীপনম্। মধুনা বিল্বশুণ্ঠৈন রক্তগ্রহণিকাং জয়েৎ।। শুণ্ঠীধান্যকযোগেন চাতিসারং নিহন্ত্যসৌ। জাতীফলরসো হ্যেষ গ্রহণীগদহারকঃ।।

পারদ, অভ্র, রসসিন্দূর, গন্ধক, জায়ফল, ইন্দ্রযব, ধূতুরাবীজ, সোহাগার খৈ, ত্রিকটু, মুতা, হরীতকী, আম্রকেশী, বেলশুঁঠ, শালবীজ, দাড়িমফলের খোসা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্র-ভিজা জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান—কুড়্চিমূলের ছালের ক্কাথ। ইহা সেবনে আমাতিসারের নাশ ও অগ্নির দীপ্তি হয়। রক্তগ্রহণীতে বেলশুঁঠের ক্কাথ ও মধু অনুপানের সহিত এবং অতিসারে শুঁঠ ও ধনের ক্কাথের সহিত এই বটী প্রযোজ্য।

অভয়নৃসিংহো রসঃ

দরদঞ্চ বিষং ব্যোষং জীরকং টঙ্গণং সমম্। গন্ধকঞ্চাভ্রকঞ্চৈব ভাগৈকং শুদ্ধসূতকম্। আফুকং সর্ব্বতুল্যং স্যান্মর্দ্দয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ। একৈকং ভক্ষয়েচ্চানু জীরকং মধুনা সহ।। ত্রিদোষোত্থমতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্। সর্ব্বরূপমতীসারং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ। রসোহভয়নৃসিংহোহ্য়মতীসারে সুপূজিতঃ।।

হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু (শুঁঠ পিপুল মরিচ), জীরা, সোহাগার খৈ, গন্ধক, অভ্র, পারদ প্রত্যেক সমানভাগ, সর্ব্বসমান আফিং; এই সকল দ্রব্য লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। জীরাভাজার গুঁড়া ও মধুর সহিত সেবনীয়। ইহাতে ত্রিদোষজ অতিসার ও সংগ্রহগ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।

আনন্দভৈরবো রসঃ

দরদং মরিচং টঙ্গমমৃতং মাগধীসমম্। শ্লক্ষ্ণপিষ্টস্তু গুঞ্জৈকং রসমানন্দভৈরবম্।। লেহয়েন্মধুনা চানু কুটজস্য ফলত্বচোঃ। চূর্ণিতং কর্ষমাত্রন্তু ত্রিদোষোত্থাতিসারজিৎ।। দধ্যন্নং দাপয়েৎ পথ্যাং দধ্যাজং তক্রমেব চ। পিপাসায়াং জলং দেয়ং বিজয়া চ হিতা নিশি।।

হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খৈ, বিষ ও পিপুল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ঔষধ সেবনান্তে ইন্দ্রযবচূর্ণ ও কুড়্চিমূলের ছালচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। ইহাতে ত্রিদোষজ অতিসার উপশমিত হয়। পথ্য—ছাগতক্র, ছাগদধি ও অন্ন প্রভৃতি। পিপাসা হইলে জল দিবে। রাত্রিতে সিদ্ধি সেবন হিতকর।

(তন্ত্রান্তরোক্তঃ) আনন্দভৈরবো রসঃ

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং ব্যোষং টঙ্গণং গন্ধকং সমম্। জম্বীররসসংযুক্তং মর্দ্দয়েদ্ যামকদ্বয়ম্।। কাসশ্বাসাতিসারেষু গ্রহণ্যাং সান্নিপাতিকে। অপস্মারেঽনিলে মেহেঽপ্যজীর্ণে বহ্নিমান্দ্যকে। গুঞ্জামাত্রঃ প্রদাতব্যো রস আনন্দভৈরবঃ।।
(যথাব্যাধ্যনুপানং দেয়ম্।)

হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু, সোহাগার খৈ ও গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জামির লেবুর রসে দুই প্রহর মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগে ইহা প্রযোজ্য। ব্যাধি অনুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে।

কর্পূর-রসঃ

হিঙ্গুলমহিফেনঞ্চ মুস্তকেন্দ্রযবং তথা। জাতীফলঞ্চ কর্পূরং সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ। জলেন বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাপরিমাণতঃ। জ্বরাতিসারিণে চৈব তথাতীসাররোগিণে। গ্রহণীষট্‌প্রকারে চ রক্তাতিসার উল্বণে।।
(অত্র কেচিৎ টঙ্গণমপ্যেকভাগমিচ্ছন্তি।)

হিঙ্গুল, অহিফেন, মুতা, ইন্দ্রযব, জায়ফল ও কর্পূর, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে (কেহ কেহ ইহার সহিত ১ ভাগ সোহাগার খৈ মিশ্রিত করেন)। জ্বরাতিসার, অতিসার, রক্তাতিসার ও গ্রহণীরোগে ইহা প্রয়োগ করিবে।

কুটজারিষ্টঃ

তুলাং কুটজমূলস্য মৃদ্বীকার্দ্ধতুলাং তথা। মধুকপুষ্পকাশ্মর্য্যোর্ভাগান্ দশপলোন্মিতান্।। চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পক্ত্বা দ্রোণশ্চেবাবশেষিতম্। ধাতক্যা বিংশতিপলং গুড়স্য চ তুলাং ক্ষিপেৎ।। মাসমাত্রং স্থিতো ভাণ্ডে কুটজারিষ্টসংজ্ঞিতঃ। জ্বরান প্রশময়েৎ সর্ব্বান কুর্য্যাৎ তীক্ষ্ণং ধনঞ্জয়ম্। দুর্ব্বারাং গ্রহণীং হন্তি রক্তাতীসারমুল্বণম্।।

কুড়্চিমূলের ছাল ১২।।০ সের, দ্রাক্ষা ৬ সের ১ পোয়া, মউলফুল ১০ পল, গাম্ভারীছাল ১০ পল, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের ; এই ক্বাথে ধাইফুল ২০ পল ও গুড় ১২।।০ সের মিশ্রিত করিয়া আবৃতপাত্রে এক মাস রাখিবে। পরে উহা ছাঁকিয়া লইবে। এই অরিষ্ট পান করিলে দুর্নিবার গ্রহণী, রক্তাতিসার ও সর্ব্বপ্রকার জ্বর প্রশমিত এবং অগ্নি তীক্ষ্ণ হয়।

অহিফেনাসবঃ

তুলাং মধুকমদ্যস্য শুভে ভাণ্ডে পরিক্ষিপেৎ। ফণিফেনস্য কুড়বং মুস্তকং পলসম্মিতম্।। জাতীফলাঞ্চেন্দ্রযবং তথৈলাং তত্র দাপয়েৎ। রুদ্ধা ভাণ্ডং মাসমাত্রং যত্নতঃ পরিরক্ষয়েৎ। হন্ত্যতীসারমত্যুগ্রং বিসূচীমপি দারুণাম্।।

মউলফুলের মদ্য ১২।।০ সের, অহিফেন ৪ পল, মুতা, জায়ফল, ইন্দ্রযব ও এলাইচ প্রত্যেক

১ পল, এই সকল দ্রব্য একটি আবৃতপাত্রে একমাস রাখিয়া পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সেবনে উগ্র অতিসার ও প্রবল বিসূচীরোগও নিবারিত হয়।

বব্বূল্যাদ্যরিষ্টঃ

তুলাদ্বয়ন্তু বব্বূল্যাশ্চতুর্দ্রোণে জলে পচেৎ। দ্রোণশেষে রসে শীতে গুড়স্য ত্রিতুলাঃ ক্ষিপেৎ।। ধাতকীং ষোড়শপলাং কৃষ্ণাঞ্চ দ্বিপলাংশিকাম্। জাতীফলানি কক্কোলং ত্বগেলাপত্রকেশরম্।। লবঙ্গং মরিচঞ্চৈব পলিকান্যুপকল্পয়েৎ। মাসং ভাণ্ডে স্থিতস্ত্বেষ বব্বূল্যরিষ্টকো জয়েৎ। ক্ষয়ং কুষ্ঠমতীসারং প্রমেহশ্বাসকাসকান্।।

বাব্লার ছাল ২৫ সের, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। গুড় ৩৭।।০ সের, ধাইফুল ১৬ পল, পিপুল ২ পল, জায়ফল, কাঁক্লা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ ও মরিচ প্রত্যেক ১ পল; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ১ মাস আবৃতপাত্রে রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে অতিসার ও মূলের লিখিত রোগসকল প্রশমিত হয়।

গ্রহণ্যাং যে রসা বাচ্যাস্তেঽতিসারে নিযোজিতাঃ। হন্যুঃ সর্ব্বমতীসারং শিবস্যাজ্ঞা বিশেষতঃ।।

গ্রহণীরোগে যে সকল রস উক্ত হইবে, তৎসমুদায় প্রযুক্ত হইলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা শিবের আজ্ঞা।

স্নানাভ্যঙ্গাবগাহাংশ্চ গুরুস্নিগ্ধাতিভোজনম্। ব্যায়ামমগ্নিসন্তাপমতীসারী বিবর্জ্জয়েৎ।।

অতিসাররোগী স্নান, তৈলমর্দ্দন, জলাবগাহন, গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন, অতিভোজন, ব্যায়াম এবং অগ্নিসন্তাপ পরিত্যাগ করিবে।

ষড়ঙ্গঘৃতম্

বৎসকস্য চ বীজানি দার্ব্ব্যাশ্চ ত্বচ উত্তমাঃ। পিপ্পলী শৃঙ্গবেরঞ্চ লাক্ষা কটুকরোহিণী।। ষড়্ভিরেতৈর্ঘৃতং সিদ্ধং পেয়ামণ্ডাবচারিতম্। অতীসারং জয়েচ্ছীঘ্রং ত্রিদোষমপি দারুণম্।।

ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রার ত্বক্, পিপুল, শুঁঠ, লাক্ষা ও কট্‌কী, এই ছয়টি দ্রব্যের সহিত যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় পেয়া ও মণ্ডের সহিত সেবন করিলে অতি উৎকট ত্রিদোষজ অতিসারও শীঘ্র নিবারিত হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

অতিসারে পথ্যানি

বমনং লঙ্ঘনং নিদ্রা পুরাণাঃ শালিষষ্টিকাঃ। বিলেপী লাজমণ্ডশ্চ মসূরতুবরীরসঃ।। শশৈণলাবহরিণ-কপিঞ্জলভবা রসাঃ। সর্ব্বে ক্ষুদ্রঝষাঃ শৃঙ্গী খল্লিশো মধুরালিকা।। তৈলং ছাগঘৃতক্ষীরে দধি তক্রং গবামপি। দধিজং বা পয়োজং বা নবনীতং গবাজয়োঃ।। নবং রম্ভাপুষ্পফলং ক্ষৌদ্রং জম্বুফলানি চ। ভব্যং মহার্দ্রকং বিশ্বং শালূকঞ্চ বিকঙ্কতম্।। কপিত্থং বকুলং বিল্বং তিন্দুকং দাড়িমদ্বয়ম্। তালকং কঞ্চটদলং চাঙ্গেরী বিজয়ারুণা।। জ্বাতীফলঞ্চ

হ্রীবেরং জীরকং গিরিমল্লিকা। কুস্তুম্বুরু মহানিম্বঃ কষায়ঃ সকলো রসঃ। অন্নপানানি সর্ব্বাণি দীপনানি লঘূনি চ।।

বমন, লঙ্ঘন, নিদ্রা, পুরাতন আমনধান্যের ও ষেটেধান্যের তণ্ডুল, বিলেপী, খৈয়ের মণ্ড, মসূর ও অড়হরের যূষ, শশক, কৃষ্ণসার, লাব, হরিণ ও চাতক পক্ষির মাংস, শিঙ্গী, খলিসা, মৌরলা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র মৎস্য, তিলতৈল, ছাগদুগ্ধ ও ছাগঘৃত, গব্যদধি, গব্যতক্র, গাভীর কিংবা ছাগীর দুগ্ধজাত বা দধিজাত মাখন, অচিরজাত মোচা ও কলা, মধু, জামফল, চালিতা, আম, আদা, শুঁঠ, শাঙ্গুক, বৈঁচি ফল, কয়েতবেল, বকুলফল, বেল, গাবফল, অম্ল ও মিষ্ট দাড়িম, কচি তাল, কাঁচড়াদাম, আমরুলশাক, সিদ্ধি, রক্তবর্ণশাক, জায়ফল, বালা, জীরা, কুড়্চিছাল, ধনে, ঘোড়ানিম, সর্ব্বপ্রকার কষায় রস এবং সর্ব্বপ্রকার লঘু ও অগ্নিদীপক অন্নপান অতিসাররোগে হিতকর।

অতিসারেঽপথ্যানি

স্বেদোঽঞ্জনং রুধিরমোক্ষণমম্বুপানং স্নানং ব্যবায়মপি জাগরধূমনস্যম্। অভ্যঞ্জনং সকলবেগবিধারণঞ্চ রুক্ষাণ্যসাত্ম্যমশনঞ্চ বিরুদ্ধমন্নম্।। গোধূমমাষযববাস্তুককাকমাচী-নিষ্পাবকন্দমধুশিগ্রুরসালপূগম্। কুষ্মাণ্ডতুম্বিবদরং গুরু চান্নপানং তাম্বূলমিক্ষুগুড়মদ্যমুপোদিকা চ।। দ্রাক্ষাম্লবেতসফলং লশুনঞ্চ ধাত্রী দুষ্টাম্বু মস্তু গৃহবারি চ নারিকেলম্। সংস্নেহনং মৃগমদোঽখিলপত্রশাকং ক্ষারঃ সরাণি সকলানি পুনর্নবা চ।। এর্ব্বারুকং লবণমম্লমপি প্রকোপি-বর্গোঽতিসারগদপীড়িতমানবেষু।।

স্বেদক্রিয়া, অঞ্জনপ্রয়োগ, রক্তমোক্ষণ, অধিক জলপান, স্নান, মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, ধূমপান, নস্যগ্রহণ, তৈলাদি অভ্যঙ্গ, মলমূত্রাদির বেগধারণ এবং রুক্ষ, অনভ্যস্ত ও সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য, গোধূম, মাষকলাই, যব, বেতোশাক, কাকমাচীশাক, শিম, আলু প্রভৃতি কন্দ, সজিনার ডাঁটা, আম, সুপারি, কুষ্মাণ্ড, লাউ, কুল, গুরু অন্নপান, তাম্বূল, ইক্ষু, গুড়, মদ্য, পুঁইশাক, দ্রাক্ষা, থৈকল, লশুন, আমলকী, দূষিত জল, দধির মাত, কাঁজি, নারিকেল, স্নেহদ্রব্য, মৃগনাভি, যাবতীয় পত্র শাক, ক্ষারদ্রব্য, বিরেচক দ্রব্য, পুনর্নবা, কাঁকুড়, লবণ ও অম্লদ্রব্য অতিসার রোগে অপথ্য জানিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহেঽতিসারাধিকারঃ।

গ্রহণীরোগাধিকার

গ্রহণীরোগ-নিদানম্

অতিসারে নিবৃত্তেঽপি মন্দাগ্নেরহিতাশিনঃ। ভূয়ঃ সংদূষিতো বহ্নির্গ্রহণীমভিদূষয়েৎ।। একৈকশঃ সর্ব্বশশ্চ দোষৈরত্যর্থমূর্চ্ছিতৈ। সা দুষ্টা বহুশো ভুক্তমামমেব বিমুঞ্চতি।। পক্বং বা সরুজং পূতি মুহুর্বদ্ধং মুহুর্দ্রবম্। গ্রহণীরোগমাহুস্তমায়ুর্ব্বেদবিদো জনাঃ।

অতিসার রোগ নিবৃত্তি পাইয়াছে কিন্তু অগ্নির বল ভালরূপ হয় নাই এরূপ অবস্থায় যদি কুপথ্য করা হয়, তাহা হইলে জঠরাগ্নি অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া গ্রহণীনামক নাড়ীকে সর্ব্বতোভাবে দূষিত করে।

সেই গ্রহণী নাড়ী, অগ্নিমান্দ্য-কুপিত বাতাদি পৃথক্ পৃথক্ দোষে বা মিলিত ত্রিদোষে দুষ্টা হইয়া, ভুক্ত দ্রব্যকে অপক্ক অবস্থায় অথবা অতি দুর্গন্ধযুক্ত পক্ক অবস্থায় বারংবার নিঃসারিত করে। গ্রহণীরোগে মল কখন বা বদ্ধ কখন বা তরল হয় এবং উদর ব্যথা করিতে থাকে। গ্রহণী নাড়ী দুষ্ট হইয়া এই রোগ হয় বলিয়া আয়ুর্ব্বেদবেত্তারা ইহাকে গ্রহণী রোগ কহিয়া থাকেন।

গ্রহণীরোগ-চিকিৎসা

গ্রহণীমাশ্রিতং দোষমজীর্ণবদুপাচরেৎ। লঙ্ঘনৈর্দীপনীয়ৈশ্চ সদাতীসারভেষজৈঃ।। দোষং সামং নিরামঞ্চ বিদ্যাদত্রাতিসারবৎ। অতীসারোক্তবিধিনা তস্যামঞ্চ বিপাচয়েৎ।।

গ্রহণী (অগ্ন্যধিষ্ঠান নাড়ী)-গত রোগের অজীর্ণের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। অতিসারের ন্যায় ইহাতে দোষের সামতা নিরামতার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে এবং অতিসারোক্ত বিধানানুসারে লঙ্ঘন ও অগ্নিদীপক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা গ্রহণীগত দোষের পরিপাক করিবে।

শরীরানুগতে সামে রসে লঙ্ঘনপাচনম্। বিশুদ্ধামাশয়ায়াস্মৈ পঞ্চকোলাদিভির্যুতম্। দদ্যাৎ পেয়াদি লঘ্বন্নং পুনর্যোগাংশ্চ দীপনান্।।

অপক্ক রস শরীরব্যাপক হইলে, অগ্রে রোগির আমাশয় বিশুদ্ধ করিয়া পরে লঙ্ঘন পাচন এবং পঞ্চকোলাদিযুক্ত পেয়াদি লঘু পথ্য ও অগ্নির উদ্দীপক যোগসকল ব্যবস্থা করিবে।

কপিত্থবিল্বচাঙ্গেরী-তক্রদাড়িমসাধিতা। পাচনী গ্রাহিণী পেয়া সবাতে পাঞ্চমূলিকী।।

কয়েৎবেল, বেল, আমরুলশাক ও দাড়িমের খোলা, এই সকল দ্রব্য ৮ তোলা লইয়া তক্রের সহিত পেয়া প্রস্তুত করিয়া গ্রহণীরোগিকে পথ্য দিবে। বাতপ্রধান গ্রহণীরোগে স্বল্পপঞ্চমূল সিদ্ধ পেয়া হিতকর। ইহা পাচক ও মলসংগ্রাহক।

গ্রহণীদোষিনাং তক্রং দীপনং গ্রাহি লাঘবাৎ। পথ্যাং মধুরপাকিত্বান্ন চ পিত্তপ্রকোপণম্।।
কষায়োষ্ণবিকাশিত্বাদ্রৌক্ষ্যাচ্চৈব কফে হিতম্। বাতে স্বাদ্বম্লসান্দ্রত্বাৎ সদ্যস্কমবিদাহি তৎ।।

গ্রহণীরোগে তক্র বিশেষ উপকারী। ইহা লঘু বলিয়া অগ্নির দীপক, মলসংগ্রাহক ও সুপথ্য। পাকে মধুররস হয় বলিয়া তক্র পিত্তপ্রকোপক নহে। ইহা কষায়রস, উষ্ণগুণযুক্ত, বিকাশী ও রুক্ষ বলিয়া কফে হিতকর এবং মধুর, অম্ল ও ঘন বলিয়া বায়ুনাশক। সদ্যোজাত তক্র বিদাহী নহে।

চিত্রকগুড়িকা

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং দ্বৌ ক্ষারৌ লবণানি চ। ব্যোষং হিঙ্গ্বজমোদাঞ্চ চব্যঞ্চৈকত্র চূর্ণয়েৎ।।
গুড়িকা মাতুলুঙ্গস্য দাড়িমস্য রসেন বা। কৃতা বিপাচয়ত্যামং দীপয়ত্যাশু চানলম্।।
সৌবর্চ্চলং সৈন্ধবঞ্চ বিড়মৌদ্ভিদমেব চ। সামুদ্রেণ সমং পঞ্চ লবণান্যত্র যোজয়েৎ।।

চিতামূল, পিপুলমূল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, লবণ (সৈন্ধব, সচল, বিট্, ঔদ্ভিদ ও করকচলবণ), ত্রিকটু, হিং, বনযমানী ও চৈ, এই সকল একত্র চূর্ণ করিয়া টাবালেবুর বা অম্লদাড়িমের রসে মর্দ্দন করিয়া (১ মাষা পরিমাণে) গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা আমপাচক ও অগ্নিদীপ্তিকারক।

শুণ্ঠীং সমুস্তাতিবিষাং গুড়ূচীং পিবেজ্জলেন ক্বথিতাং সমাংশাম্। মন্দানলত্বে সততামতায়ামামানুবন্ধে গ্রহণীগদে চ।।

অগ্নিমান্দ্যে, আমকোষ্ঠে ও আমগ্রহণীতে শুঁঠ, মুতা, আতইচ ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

ধান্যকাতিবিষোদীচ্য-যমানীমুস্তনাগরম্। বলা দ্বিপর্ণী বিল্বঞ্চ দদ্যাদ্ দীপনপাচনম্।।

অগ্নির দীপ্তি ও দোষের পরিপাকার্থ ধনে, আতইচ, বালা, যমানী, মুতা, শুঁঠ, বেড়েলা,

শালপাণি, চাকুলে ও বেলশুঁঠ, ইহাদের কাথ ব্যবস্থা করিবে।

বাতজগ্রহণীরোগ-নিদানম্

কটুতিক্তকষায়াতি-রুক্ষসংদুষ্টভোজনৈঃ। প্রমিতানশনাত্যধ্ব-বেগনিগ্রহমৈথুনৈঃ।। মারুতঃ কুপিতো বহ্নিং সঞ্ছাদ্য কুরুতে গদান্। তস্যান্নং পচ্যতে দুঃখং শুক্তপাকং খরাঙ্গতা।। কণ্ঠাস্যশোষঃ ক্ষুৎ তৃষ্ণা তিমিরঃ কর্ণয়োঃ স্বনঃ। পার্শ্বোরুবঙ্ক্ষণগ্রীবা-রুগতীক্ষ্ণং বিসূচিকা।। হৃৎপীড়াকার্শ্যদৌর্ব্বল্যং বৈরস্যং পরিকর্ত্তিকা। গৃদ্ধিঃ সর্ব্বরসানাঞ্চ মনসঃ সদনং তথা।। জীর্ণে জীর্য্যতি চাধ্মানং ভুক্তে স্বাস্থ্যমুপৈতি চ। স বাতগুল্মহৃদ্রোগ-প্লীহাশঙ্কী চ মানবঃ।। চিরাদ্দুঃখং দ্রবং শুষ্কং তন্বামং শব্দফেনবৎ। পুনঃ পুনঃ সৃজেদ্ বর্চ্চঃ কাসশ্বাসার্দ্দিতোঽনিলাৎ।।

অতিশয় কটু, তিক্ত, কষায়, রুক্ষ ও সংযোগাদিবিরুদ্ধ ভোজন (যেমন যুগপৎ ক্ষীর-মৎস্য ভোজন ইত্যাদি), অল্প ভোজন, উপবাস, অধিক পথ পর্য্যটন, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও মৈথুন, এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া পাচকাগ্নিকে দূষিত করত বাতগ্রহণী রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে ভুক্তদ্রব্য অতি কষ্টে এবং অম্লরসে পরিপাক পায়। ইহাতে শরীর রুক্ষ, কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য, কর্ণে শব্দ এবং পার্শ্ব, উরু, বঙ্ক্ষণ (কুঁচ্কিস্থান) ও গ্রীবাদেশে নিরন্তর বেদনা, বিসূচিকা অর্থাৎ ভেদ বমি, হৃৎপীড়া, শরীরের কৃশতা ও দৌর্ব্বল্য, মুখের বিরসতা, গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া, মধুরাদি ষড়্‌বিধ রসযুক্ত দ্রব্য ভোজনেই স্পৃহা, মনের অবসাদ এবং কাস ও শ্বাস, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। বাতজগ্রহণীরোগে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হইবার সময় বা পরিপাক হইলে উদরাধ্মান হয়। কিন্তু আহার করিলে স্বাস্থ্য বোধ হইয়া থাকে। ইহাতে রোগী সর্ব্বদা বাতগুল্ম, হৃদ্রোগ ও প্লীহা রোগের আশঙ্কা করে এবং কখন দ্রব, কখন বা শুষ্ক ফেনবিশিষ্ট অল্প অল্প অপক্ক মল, শব্দের সহিত অতি কষ্টে পুনঃ পুনঃ বা বিলম্বে বিলম্বে ত্যাগ করিয়া থাকে।

বাতজগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা

জ্ঞাত্বা তু পরিপক্কঞ্চ বাতজং গ্রহণীগদম্। দীপনৈর্ভেষজৈঃ পক্কৈঃ সর্পির্ভিঃ সমুপাচরেৎ।।

বাতজ গ্রহণীরোগ পরিপক্ক হইয়াছে, ইহা লক্ষণ দ্বারা জানিয়া অগ্নির উদ্দীপক ঔষধপক্ক ঘৃত সেবন করিতে দিবে।

শালপর্ণ্যাদিকষায়ঃ

শালপর্ণীবলাবিল্ব-ধান্যশুণ্ঠীশৃতং পয়ঃ। আধ্মানশূলসহিতাং বাতজাং গ্রহণীং জয়েৎ।

শালপাণি, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধনে ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে বাতজ গ্রহণীরোগ এবং তদুপদ্রব উদরাধ্মান ও শূলবদ্‌বেদনা প্রশমিত হয়।

পিত্তজগ্রহণীরোগ-নিদানম্

কট্বজীর্ণবিদাহ্যম্ল-ক্ষারাদ্যৈঃ পিত্তমুল্বণম্। আপ্লাবয়দ্ধন্ত্যনলং জলং তপ্তমিবানলম্।। সোঽজীর্ণং নীলপীতাভং পীতাভঃ সার্য্যতে দ্রবম্। পূত্যম্লোদ্গারহৃৎকণ্ঠ-দাহারুচিতৃড়র্দ্দিতঃ।।

কটু, অজীর্ণ, বিদাহী (যে আহারে বিদাহ জন্মে), অম্ল, ক্ষার, লবণ, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ দ্রব্য সেবন দ্বারা প্রবৃদ্ধ পিত্ত, প্রতপ্ত জলের ন্যায়, অগ্নিকে আপ্লাবিত করিয়া নষ্ট করে, *তাহাতেই পিত্তজ গ্রহণীরোগ জন্মে।

পিত্তগ্রহণীরোগী দুর্গন্ধযুক্ত অম্লোদ্গার, হৃৎকণ্ঠের দাহ, অরুচি ও পিপাসায় কাতর হয় এবং নীল বা পীতবর্ণ দ্রব মল ত্যাগ করে, আর তাহার শরীর পীতাভ হইয়া যায়।

পিত্তজগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা

তিক্তাদি-কষায়ঃ

তিক্তামহৌষধরসাঞ্জনধাতকীভিঃ পথ্যেন্দ্রবীজঘনকৌটজভঙ্গুরাভিঃ। ক্বাথো হরেদ্বহুবিধং গ্রহণীবিকারং পিত্তোদ্ভবং সগুদশূলমতিপ্রবৃদ্ধম্।।

কট্‌কী, শুঁঠ, রসাঞ্জন, ধাইফুল, হরীতকী, ইন্দ্রযব, মুতা, কুড়্‌চিছাল ও আতইচ, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে নানাপ্রকার অতিপ্রবল পৈত্তিক গ্রহণীরোগ ও তদুপদ্রব গুহ্যশূল প্রশমিত হয়।

শ্রীফলাদিকল্কঃ

শ্রীফলশলাটুকল্কো নাগরচূর্ণেন মিশ্রিতঃ সগুড়ঃ। গ্রহণীগদমত্যুগ্রং তক্রভুজা তু শীলিতো জয়তি।।

কিঞ্চিৎ গুড় ও শুঁঠের গুঁড়ার সহিত বেলশুঁঠ সেবন এবং তক্রপান করিলে অতি উগ্র গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়।

নাগরাদ্য-চূর্ণম্

নাগরাতিবিষামুস্তং ধাতকীঞ্চ রসাঞ্জনম্। বৎসকত্বক্‌ফলং বিল্বং পাঠাং তিক্তকরোহিণীম্।। পিবেৎ সমাংশকং চূর্ণং সক্ষৌদ্রং তণ্ডুলাম্বুনা। পিত্তজে গ্রহণীদোষে রক্তং যশ্চোপবেশ্যতে।। অর্শাংস্যথ গুহ্যশূলং জয়েচ্চৈব প্রবাহিকাম্। নাগরাদ্যমিদং চূর্ণং কৃষ্ণাত্রেয়েণ ভাষিতম্। শীতকষায়মানেন তণ্ডুলোদককল্পনা। কেচিদ্‌ষ্টগুণতোয়েন প্রাহুস্তণ্ডুলভাবনাম্।

পৈত্তিক গ্রহণীরোগে রক্তভেদ হইলে শুঁঠ, আতইচ, মুতা, ধাইফুল, রসাঞ্জন, কুড়্‌চির ছাল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আক্‌নাদি ও কট্‌কী, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অর্শঃ, গুহ্যশূল ও প্রবাহিকা নিবাহিত হয়। কুট্টিত তণ্ডুল ৬ বা ৮ গুণ জলে অনেকক্ষণ ভিজাইয়া পরে ছাঁকিয়া লইলে তণ্ডুলোদক প্রস্তুত হয়। মাত্রা—আধতোলা পর্যন্ত।

*এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, পিত্ত আগ্নেয় পদার্থ অথবা পিত্তই অগ্নি, অতএব পিত্তরোগে অগ্নি বর্দ্ধিত না হইয়া কেন বিনষ্ট হয়? তজ্জন্যই বলা হইয়াছে প্রতপ্ত জল উষ্ণগুণযুক্ত হইয়াও যেমন দ্রবাদিকারণতঃ অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ দ্রবরূপ পিত্তও অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া থাকে।

কফজগ্রহণীরোগ-নিদানম্

গুর্ব্বাতিস্নিগ্ধশীতাদি-ভোজনাদতিভোজনাৎ। ভুক্তমাত্রস্য চ স্বপ্নাদ্ধন্ত্যগ্নিং কুপিতঃ কফঃ।। তস্যান্নং পচ্যতে দুঃখং হৃল্লাসচ্ছর্দ্দ্যরোচকাঃ। আস্যোপদেহমাধুর্য্যং কাসষ্ঠীবনপীনসাঃ।। হৃদয়ং মন্যতে স্ত্যানমুদরং স্তিমিতং গুরু। দুষ্টো মধুর উদ্গার সদনং স্ত্রীস্বহর্ষণম্।। ভিন্নামশ্লেষ্মসংসৃষ্ট-গুরুবর্চ্চ প্রবর্ত্তনম্। অকৃশস্যাপি দৌর্ব্বল্যমালস্যঞ্চ কফাত্মকে।।

অতিশয় গুরু, স্নিগ্ধ, শীতল, পিচ্ছিল ও মধুরাদি দ্রব্য ভোজন, অতি ভোজন এবং দিবা ভোজনের অব্যবহিত পরেই শয়ন, এই সকল কারণে কফ কুপিত হইয়া অগ্নিকে নষ্ট করিয়া শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগ উৎপাদন করে। এই শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগে ভুক্ত দ্রব্য অতিকষ্টে পরিপাক পায়, মুখ শ্লেষ্মা দ্বারা লিপ্ত ও মিষ্ট হইয়া থাকে, রোগী হৃদয়কে ঘনদ্রব-পদার্থ দ্বারা পূর্ণ বলিয়া মনে করে এবং কৃশ না হইলেও দুর্ব্বল ও অলস হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বমনবেগ, বমন, অরুচি, কাস, ষ্ঠীবন, পীনস, উদরের স্তব্ধতা ও গুরুতা, বিকৃত ও মধুর উদ্গার, অবসন্নতা, স্ত্রীতে প্রীতির অভাব এবং আম ও শ্লেষ্মযুক্ত গুরু (যাহা জলে ডুবিয়া যায়) ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা মলভেদ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

কফজগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা

চাতুর্ভদ্র-কষায়ঃ

গুড়ূচ্যাতিবিষাশুণ্ঠী-মুস্তৈঃ ক্বাথঃ কৃতো জয়েৎ। আমানুষক্তাং গ্রহণীং গ্রাহীদীপনপাচনঃ।।

গুলঞ্চ, আতইচ, শুঁঠ ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ আমগ্রহণীরোগনাশক, তরল মলের সংগ্রাহক, অগ্নির দীপক ও দোষের পাচক।

শঠ্যাদি-চূর্ণম্

শঠীব্যোষাভয়াঃ ক্ষারৌ গ্রন্থিকং বীজপূরকম্। লবণাম্লাম্বুনা পেয়ং শ্লৈষ্মিকে গ্রহণীগদে।।

শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগে শঠী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পিপুলমূল ও বীজপূরক (ছোলঙ্গলেবু), ইহাদের চূর্ণ লবণ ও অম্লরসের সহিত সেবন করিবে।

রাস্নাদি-চূর্ণম্

রাস্না পথ্যা শঠী ব্যোষং দ্বৌ ক্ষারৌ লবণানি চ। গ্রন্থিকং মাতুলুঙ্গঞ্চ সমমেকত্র চূর্ণয়েৎ। পিবেদুষ্ণেন তোয়েন শ্লৈষ্মিকে গ্রহণীগদে।।

রাস্না, হরীতকী, শঠী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, করকচ, বিট্, সচল ও কাললবণ), পিপুলমূল ও টাবালেবু, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিলে কফজগ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।

সমূলাং পিপ্পলীং ক্ষারৌ দ্বৌ পঞ্চ লবণানি চ। মাতুলুঙ্গাভয়ারাস্নাঃ শঠীমরিচনাগরম্।। কৃত্বা সমাংশং তচ্চূর্ণং পিবেৎ প্রাতঃ সুখাম্বুনা। শ্লৈষ্মিকে গ্রহণীদোষে বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।

ধৈঃ সিদ্ধং সর্পিঃ পেয়ং সমারুতে।।

পিপুলমূল, পিপুল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, সচললবণ, উদ্ভিদ ও সমুদ্রলবণ, টাবালেবুর মূল, হরীতকী, রাস্না, শঠী, মরিচ ও শুঁঠ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমপরিমাণে লইয়া উষ্ণজলসহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগ বিনষ্ট এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। পিপুলমূলাদি উপরি উক্ত ঔষধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে বাতিক গ্রহণীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

কৃচ্ছ্রেণ কঠিনত্বেন যঃ পুরীষং বিমুঞ্চতি। সঘৃতং লবণং তস্য পায়য়েৎ ক্লেশশান্তয়ে।।

যে রোগী কাঠিন্যহেতু অতি কষ্টে মলত্যাগ করে, তাহাকে লবণমিশ্রিত গব্যঘৃত পান করিতে দিবে।

বিড়ং যমানী বিষ্টম্ভে পিবেদুষ্ণেন বারিণা।

মল বিষ্টব্ধ হইয়া থাকিলে যোয়ান ও বিট্‌লবণ উষ্ণজলের সহিত খাওয়াইবে।

বাতপিত্তজগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা

মুণ্ড্যাদি-গুড়িকা

মুণ্ডী শতাবরী মুস্তা বানরী দুগ্ধিকামৃতা। যষ্টিকং সৈন্ধবং তুল্যং সূক্ষ্মচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ।। চূর্ণস্য দ্বিগুণং যোজ্যা বিজয়া মৃদুভর্জ্জিতা। ঘৃতস্নিগ্ধে পচেদ্ ভাণ্ডে দুগ্ধং দশগুণং গবাম্।। যাবৎ পিণ্ডত্বমাপন্না তাবন্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। এতন্মধুযুতং হন্যাদ্ গ্রহণীং বাতপিত্তজাম্।।

বড় থুল্‌কুড়ি, শতমূলী, মুতা, আলকুশীবীজ, ক্ষীরুই, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, অল্প ভাজা সিদ্ধিচূর্ণ দ্বিগুণ, এই সকল দ্রব্য দশগুণ গব্যদুগ্ধের সহিত ঘৃতাক্ত ভাণ্ডে পাক করিবে; যতক্ষণ না পিণ্ডাকার হয়, ততক্ষণ অল্প অল্প জ্বাল দিবে। পাক সমাপ্ত হইলে উহা মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে, তাহাতে বাতপিত্তজগ্রহণীরোগ প্রশমিত হইবে।

বার্ত্তাকুগুড়িকা

চতুঃপলং সুহীকাণ্ডাৎ ত্রিপলং লবণত্রয়াৎ। বার্ত্তাকুকুড়বশ্চার্কাদষ্টৌ দ্বে চিত্রকাৎ পলে।। দগ্ধা রসেন বার্ত্তাকোর্গুড়িকা ভোজনোত্তরাঃ। ভুক্তং ভক্তং পচন্ত্যাশু কাসশ্বাসার্শসাং হিতাঃ। বিসূচিকাপ্রতিশ্যায়-হৃদ্রোগঘ্নাশ্চ তা মতাঃ।

সিজের ডালের মজ্জা ৪ পল, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব ও বিট্ এই লবণত্রয় ৩ পল, শুষ্ক বেগুন অর্দ্ধসের, আকন্দমূল ৮ পল, চিতামূল ২ পল, এই সমুদায় একত্র অন্তর্ধূমে দগ্ধ ও বেগুনের রসে মর্দ্দিত করিয়া গুড়িকা করিবে। আহারান্তে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে ভুক্ত অন্নের পরিপাক এবং বিসূচিকা প্রভৃতি রোগের নাশ হয়।

বাতশ্লেষ্মজ গ্রহণীরোগ-চিকিৎসা

বাতশ্লেষ্মাধিকে যোজ্যা কুটজাদাবলেহিকা। পর্পটীরসগুপ্তাষ্টৌ লিহেন্মধ্বাজ্যকেন বা।।

সহিঙ্গু জীরকং ব্যোষং নিষ্কার্দ্ধং ভক্ষয়েদনু। গ্রহণীং কফবাতোত্থাং শময়েৎ তক্রভোজনে।।

বাতশ্লেষ্মোল্বণ গ্রহণীরোগে কুটজাদি অবলেহ ব্যবস্থা করিবে। অথবা ঘৃত ও মধুর সহিত ৮ রতি পর্পটী-রস লেহন করিতে দিবে। লেহনান্তে হিং, জীরা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচচূর্ণ ২ মাষা পরিমাণে খাওয়াইবে এবং তক্র পান করাইবে। তাহাতে বাতশ্লেষ্মজ গ্রহণীরোগ প্রশমিত হইবে।

কর্পূরাদি-চূর্ণম্

কর্পূরং ত্র্যষণং রাস্না লবণানি হরীতকী। সর্জ্জিক্ষারং যবক্ষারং মাতুলুঙ্গং সমং সমম্।।
চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পেয়ং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্। শ্লৈষ্মিকং গ্রহণীদোষং সবাতঞ্চ বিনাশয়েৎ।

কর্পূর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রাস্না, পঞ্চ লবণ, হরীতকী, সাচিক্ষার, যবক্ষার ও টাবালেবু, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত গ্রহণীদোষ নষ্ট হয়। ইহা বল, বর্ণ ও অগ্নির বর্দ্ধক।

তালীশাদি-বটী

তালীশপত্রচবিকামরিচানাং পলং পলম্। কৃষ্ণাতন্মূলয়োর্দ্বে দ্বে পলে শুণ্ঠীপলং ত্রয়ম্।।
চাতুর্জাতমুশীরঞ্চ কর্ষাংশং সূক্ষ্মচূর্ণিতম্। চূর্ণস্য ত্রিগুণেনৈব গুড়েন বটিকা কৃতা। ভক্ষয়েৎ তু পলার্দ্ধঞ্চ বাতশ্লেষ্মোত্থিতে গদে। উৎকটাং গ্রহণীং ছর্দ্দিং কাসং শ্বাসং জ্বরারুচী।।
শোথগুল্মোদরং পাণ্ডুং তালীশাদ্যেন নাশয়েৎ। মদ্যযূষরসারিষ্ট-মস্তুপেয়াপয়োঽনুপঃ।।

তালীশপত্র, চৈ ও মরিচ প্রত্যেক ১ পল, পিপুল ও পিপুলমূল প্রত্যেক ২ পল, শুঁঠ ৩ পল এবং চাতুর্জাত (দারুচিনি, এলাইচ, নাগেশ্বর ও তেজপত্র) ও বেণামূল প্রত্যেক ২ তোলা। ইহাদিগকে উত্তমরূপে চূর্ণিত ও তিন গুণ গুড়ের সহিত মর্দ্দিত করিয়া বটিকা করিবে। ইহা সেবনে বাতশ্লেষ্মজনিত উৎকট গ্রহণীরোগ, বমি, কাস, শ্বাস, জ্বর, অরুচি, শোথ, গুল্ম, উদররোগ ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়। এই বটিকা সেবনান্তে মদ্য, মুদ্গাদির যূষ ও মাংসরস প্রভৃতি অনুপান করিবে।

পিত্তশ্লেষ্মজগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা

মুষল্যাদি-যোগঃ

মুষলীং পেষয়েৎ তক্রেরথবা তণ্ডুলোদকৈঃ। কর্ষৈকং যোজয়েচ্চানু পথ্যং তক্রৌদনং হিতম্।

তক্রে বা তণ্ডুলোদকে তালমূলী পেষণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণে সেবন করাইবে। পথ্য–তক্র ও অন্ন।

ত্রিদোষগ্রহণী-নিদানম্

পৃথগ্‌বাতাদিনির্দ্দিষ্ট-হেতুলিঙ্গসমাগমে। ত্রিদোষং নির্দ্দিশেদেবং তেষাং বক্ষ্যামি ভেষজম্।।

উপরি উক্ত বাতজাদি গ্রহণীরোগের কারণ ও লক্ষণসমূহ একত্র মিলিত হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক গ্রহণীরোগ বলা যায়।

ত্রিদোষজগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা

সর্ব্বজায়াং গ্রহণ্যান্তু সামান্যো বিধিরিষ্যতে।।

ত্রিদোষজ গ্রহণীরোগে সাধারণ বিধি আশ্রয় করিবে। অর্থাৎ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগে পৃথক্ পৃথক্ যে চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, বিবেচনাপূর্ব্বক সেই সমুদায় মিলিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

পঞ্চপল্লবম্

জম্বুদাড়িমশৃঙ্গাট-পাঠাকঞ্চটপল্লবৈঃ। পক্কং পর্য্যুষিতং বাল-বিল্বং সগুড়নাগরম্। হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীমতিদুস্তরাম্।।

জাম, দাড়িম, পানিফল, আক্‌নাদি ও কাঁচড়া, ইহাদের পল্লব-সহ কচি বেল জলে সিদ্ধ করিয়া, পরদিন ঐ বাসি বেল গুড় ও কিঞ্চিৎ শুঁঠচূর্ণের সহিত ভক্ষণ করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও প্রবল গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয় (বেল ভোজনানন্তর ঐ বেল-সিদ্ধ জল অনুপান করিতে বৃদ্ধ বৈদ্যেরা উপদেশ দিয়া থাকেন। রক্ত থাকিলে শুঁঠচূর্ণ দিবে না)।

সংগ্রহগ্রহণী-লক্ষণম্

অন্ত্রকূজনমালস্যং দৌর্ব্বল্যং সদনং তথা। দ্রবং ঘনং সিতং স্নিগ্ধং সকটীবেদনং শকৃৎ।। আমং বহু সপৈচ্ছিল্যং সশব্দং মন্দবেদনম্। পক্ষান্মাসাদ্দশাহাদ্বা নিত্যং বাপ্যথ মুঞ্চতি।। দিবা প্রকোপো ভবতি রাত্রৌ শান্তিং ব্রজেচ্ছ সা। দুর্ব্বিজ্ঞেয়া দুশ্চিকিৎস্যা চিরকালানুবন্ধিনী। সা ভবেদামবাতেন সংগ্রহগ্রহণী মতা।।

সংগ্রহগ্রহণীরোগে কাহারও মাসান্তর, কাহারও পক্ষান্তর, কাহারও দশাহান্তর, কাহারও বা নিত্য নিত্যই দ্রব, ঘন, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল ও বহুপরিমিত অপক্ক মলভেদ (দম্‌কা ভেদ) হয়। ভেদ হইবার কালে শব্দ হয় এবং উদরে ও কটীদেশে মন্দ মন্দ বেদনা হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত অন্ত্রকূজন (পেটডাকা), আলস্য, দৌর্ব্বল্য ও অঙ্গাবসাদ, এই সকল লক্ষণও উপস্থিত হয়। দিবাভাগে এই রোগের বৃদ্ধি ও রাত্রিতে হ্রাস হয়। সংগ্রহগ্রহণী রোগ দুর্বিজ্ঞেয়, দুশ্চিকিৎস্য ও দীর্ঘকালস্থায়ী। আম ও বায়ু দ্বারা ইহার উৎপত্তি হয়।

সংগ্রহগ্রহণীরোগ-চিকিৎসা

মসূরযূষঃ সংপীতঃ কল্কো নাগরবিল্বজঃ। সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি তক্রেণ বৃহতী তথা।।

মসূরকলায়ের যূষ অথবা তক্রের সহিত শুঁঠ ও বেলশুঁঠের কল্ক কিংবা বৃহতী সেবন করিলে সংগ্রহগ্রহণী নষ্ট হয়।

কামচারমণ্ডুরম্

লৌহকিট্টরজো লৌহে ভৃঙ্গরাজরসাপ্লুতম্। লৌহঘৃষ্টং রজো যাবৎ কৃষ্ণাচূর্ণার্দ্ধসংযুতম্।। তাভ্যাং তুল্যো গুড়ো দেয়ঃ সংগ্রহগ্রহণীহরম্। আমবাতাম্লপিত্তঘ্নং রসপুষ্ট্যগ্নিকারকম্।। কামচারপ্রয়োগো২য়ং যোগসিদ্ধেন কীর্ত্তিতঃ। মসূরবিল্বয়োঃ ক্বাথো হ্যনুপানে প্রশস্যতে।।

(কিঞ্চিৎ রসপর্পটীং প্রক্ষিপ্যাপি কারয়ন্তি বৃদ্ধাঃ।)

লৌহপাত্রে মণ্ডুরচূর্ণ ভৃঙ্গরাজরসে মর্দ্দন করিয়া চূর্ণ করিবে। তাহার অর্দ্ধাংশ পিপুলচূর্ণ একত্র মিশাইয়া উভয়ের সমভাগ গুড় মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে সংগ্রহগ্রহণী, আমবাত, অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগ নিরাকৃত হয়। অনুপান—মসূরকলায় ও বেল শুঁঠের ক্বাথ (বৃদ্ধ বৈদ্যগণ এই ঔষধে কিঞ্চিৎ রসপর্পটী মিশ্রিত করিতে বলেন)।

চূর্ণ-প্রকরণম্

পাঠাদ্যং চূর্ণম্

পাঠাবিল্বানলব্যোষ-জম্বুদাড়িমধাতকী। কটুকাতিবিষামুস্তা-দার্ব্বীভূনিম্ববৎসকৈঃ।। সর্ব্বৈরেভিঃ সমং চূর্ণং কৌটজং তণ্ডুলাম্বুনা। সক্ষৌদ্রঞ্চ পিবেচ্ছর্দ্দি-জ্বরাতিসারশূলবান্। হৃদ্রোগগ্রহণীদোষারোচ-কানলসাদজিৎ।।

আকনাদি, বেলশুঁঠ, চিতামূল, ত্রিকটু, জামের আঁঠি, দাড়িমের বীজ, ধাইফুল, কট্‌কী, আতইচ, মুতা, দারুহরিদ্রা, চিরতা ও ইন্দ্রযব ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সমান, কুড়্‌চিমূলের ছালচূর্ণ সর্ব্বসমান, এই সমুদায় উক্তরূপে একত্র মিশ্রিত করিবে। তণ্ডুলজল ও মধুর সহিত সেবনীয়। ইহাতে বমি, জ্বরাতিসার ও গ্রহণীরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

কপিত্থাষ্টকচূর্ণম্

যমানীপিপ্পলীমূল-চাতুর্জাতকনাগরৈঃ। মরিচাগ্নিজলাজাজী-ধান্যসৌবর্চ্চলৈঃ সমৈঃ।। বৃক্ষাম্লধাতকীকৃষ্ণা-বিল্বদাড়িমতিন্দুকৈঃ। ত্রিগুণৈঃ ষড়্‌গুণসিতৈঃ কপিত্থাষ্টগুণৈঃ কৃতঃ।। চূর্ণো২তিসারগ্রহণী-ক্ষয়গুল্মগলাময়ান্। কাসং শ্বাসারুচিং হিক্কাং কপিত্থাষ্টমিদং জয়েৎ।।

যমানী, পিপুলমূল, চাতুর্জাতক (দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগকেশর), শুঁঠ, মরিচ, রক্তচিতামূল, বালা, কৃষ্ণজীরা, ধনে ও সচল লবণ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, বৃক্ষাম্ল (মহাদা), ধাইফুল, পিপুল, বেলশুঁঠ, দাড়িম ও গাব এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক তিন তিন ভাগ; চিনি ছয় ভাগ, ও কয়েৎবেলচূর্ণ আট ভাগ; এই সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অতিসার, গ্রহণী, ক্ষয়, গুল্ম, গলরোগ, কাস, শ্বাস, অরুচি ও হিক্কা নিবারিত হয়।

স্বল্পগঙ্গাধর-চূর্ণম্

মুস্তসৈন্ধবশুণ্ঠীভিধাতকীলোধ্রবৎসকৈঃ। বিল্বমোচরসাভ্যাঞ্চ পাঠেন্দ্রযববালকৈঃ।। আম্রবীজমতিবিষা লজ্জা চেতি সুচূর্ণিতম্। ক্ষৌদ্রতণ্ডুলতোয়াভ্যাং জয়েৎ পীত্বা প্রবাহিকাম্।

সর্ব্বাতিসারশমনং সর্ব্বশূলনিসূদনম্।। সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি সূতিকাতঙ্কমেব চ। এতদ্ গঙ্গাধরং চূর্ণং সরিদ্‌বেগাবরোধকম্।।

মুতা, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, ধাইফুল, লোধ, কুড়চিছাল, বেলশুঁঠ, মোচরস, আক্‌নাদি, ইন্দ্রযব, বালা, আম্রকেশী, আতইচ ও বরাহক্রান্তা, এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধু ও তণ্ডুলজলের সহিত সেবনীয়। ইহাতে গ্রহণী, অতিসার ও সূতিকারোগ নষ্ট হয়।

মহাগঙ্গাধর-চূর্ণম্

বিল্বং শৃঙ্গাটকদলং দাড়িমং দলমেব চ। সমুস্তাতিবিষা চৈব সর্জ্জশ্বেতশ্চ ধাতকী।। মরিচং পিপ্পলী শুণ্ঠী দার্ব্বী ভূনিম্বনিম্বকম্। জম্বূ রসাঞ্জনঞ্চৈব কুটজস্য ফলং তথা।। পাঠা সমঙ্গা হ্রীবেরং শাল্মলীবেষ্টমেব চ। শক্রশনং ভৃঙ্গরাজ-চূর্ণং দেয়ং সমং সমম্।। কুটজস্য ত্বচশ্চূর্ণং সর্ব্বচূর্ণসমং মতম্। এতদ্ গঙ্গাধরং নাম মহচ্চূর্ণং মহাগুণম্।। নানাবর্ণমতীসারং চিরজং বহুরূপিণম্। দুর্ব্বারাং গ্রহণীং হন্তি তৃষ্ণাং কাসঞ্চ দুর্জ্জয়ম্।। জ্বরঞ্চ বিবিধং হন্তি শোথঞ্চৈব সুদারুণম্। অরুচিং পাণ্ডুরোগঞ্চ হন্যাদেব ন সংশয়ঃ। ছাগীদুগ্ধেন মণ্ডেন মধুনা বাথ লেহয়েৎ।।

বেলশুঁঠ, পানিফলপত্র, দাড়িমপত্র, মুতা, আতইচ, শ্বেতধুনা, ধাইফুল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দারুহরিদ্রা, চিরতা, নিমছাল, জামছাল, রসাঞ্জন, ইন্দ্রযব, আক্‌নাদি, বরাহক্রান্তা, বালা, মোচরস, সিদ্ধিপত্র ও ভৃঙ্গরাজ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান, কুড়চিমূলের ছালচূর্ণ সর্ব্বচূর্ণের সমান। একত্র মিশ্রিত করিয়া খাইবে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ, অন্নমণ্ড বা মধু। ইহা জ্বরাতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগের মহৌষধ।

বৃহদ্‌গঙ্গাধর-চূর্ণম্

বিল্বং মোচরসং পাঠা ধাতকী ধান্যমেব চ। সমঙ্গা নাগরং মুস্তং তথৈবাতিবিষা সমম্।। অহিফেনং লোধ্রকঞ্চ দাড়িমং কুটজং তথা। পারদং গন্ধকঞ্চৈব সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ।। তক্রেণ খাদয়েৎ প্রাতশ্চূর্ণং গঙ্গাধরং বৃহৎ। জ্বরমষ্টবিধং হন্যাদতীসারং সুদুস্তরম্। গ্রহণীং বিবিধাঞ্চৈব কোষ্ঠব্যাধিহরং পরম্।।

বেলশুঁঠ, মোচরস, আক্‌নাদি, ধাইফুল, ধনে, বরাহক্রান্তা, শুঁঠ, মুতা, আতইচ, অহিফেন, লোধ, কচি দাড়িমফলের ছাল, কুড়চিছাল এবং পারদ, গন্ধক (কজ্জলী) প্রত্যেক সমভাগ। এই সকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। অনুপান—তক্র (বা আতপতণ্ডুলোদক)। ইহা সেবন করিলে জ্বর, গ্রহণী ও অতিসার প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয় (মাত্রা—এক আনা পর্য্যন্ত)।

বৃদ্ধগঙ্গাধর-চূর্ণম্

মুস্তারলুকশুণ্ঠীভির্ধাতকীলোধ্রবালকৈঃ। বিল্বমোচরসাভ্যাঞ্চ পাঠেন্দ্রযববৎসকৈঃ।। আম্রবীজং সমঙ্গাতিবিষাযুক্তৈশ্চ চূর্ণিতৈঃ। মধুতণ্ডুলপানীয়ং পীতং হন্তি প্রবাহিকাম্।। হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং হন্তি বেগতঃ। বৃদ্ধং গঙ্গাধরং চূর্ণং রুদ্ধ্যাদ্ গীর্ব্বাণবাহিনীম্।।

মুতা, শোনা, শুঁঠ, ধাইফুল, লোধ, বালা, বেলশুঁঠ, মোচরস, আক্‌নাদি, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, আম্রবীজ, বরাহক্রান্তা ও আতইচ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া তণ্ডুলধৌতজল ও মধুসহ সেবন করিলে প্রবাহিকা, সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নিবারিত

হয়।

স্বল্পলবঙ্গাদ্যং-চূর্ণম্

লবঙ্গাতিবিষা মুস্তং বিল্বং পাঠা চ শাল্মলী। জীরকং ধাতকীপুষ্পং লোধ্রেন্দ্রযববালকম্।। ধান্যং সর্জ্জরসঃ শৃঙ্গী পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্। সমঙ্গা যাবশূকঞ্চ সৈন্ধবং সরসাঞ্জনম্।। এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। শময়েদগ্নিমান্দ্যঞ্চ সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ।। নানাবর্ণমতীসারং সশোথাং পাণ্ডুকামলাম্। ইদমষ্ঠীলিকাং হন্তি কাসং শ্বাসং জ্বরং বমিম্।। হৃল্লাসমম্লপিত্তঞ্চ সশূলং সান্নিপাতিকম্। সর্ব্বরোগং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।।

লবঙ্গ, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ, আক্‌নাদি, মোচরস, জীরা, ধাইফুল, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, ধনে, ধূনা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, শুঁঠ, বরাহক্রান্তা, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, রসাঞ্জন, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিবে (অনুপান—তণ্ডুলের জল ও মধু বা ছাগদুগ্ধ)। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, সংগ্রহগ্রহণী প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় (মাত্রা—১০ রতি হইতে ২০ রতি পর্য্যন্ত)।

বৃহল্লবঙ্গাদ্যং-চূর্ণম্

লবঙ্গাতিবিষা মুস্তং পিপ্পলী মরিচানি চ। সৈন্ধবং হবুষা ধান্যং কট্‌ফলং পুষ্করং তথা।। জাতীকোষফলাজাজী-সৌবর্চ্চলরসাঞ্জনম্। ধাতকী মোচকং পাঠা পত্রং তালীশকেশরম্।। চিত্রকশ্চ বিড়ঞ্চৈব তুম্বুরুর্বিল্বমেব চ। ত্বগেলাপিপ্পলীমূলমজমোদা যমানিকা।। সমঙ্গা বৎসকঃ শুণ্ঠী দাড়িমং যবশূকজম্। নিম্বং সর্জ্জরসঃ ক্ষারঃ সামুদ্রং টঙ্গণং তথা।। হ্রীবেরং কুটজঞ্চৈব জম্বাম্রং কটুরোহিণী। অভ্রকং পুটিতং লৌহং শুদ্ধগন্ধকপারদম্।। এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। মধুনা বা লিহেচ্চূর্ণং পিবেৎ তণ্ডুল বারিণা।। সর্ব্বদোষহরঞ্চৈব গ্রহণীং হন্তি দুস্তরাম্। বাতিকীং পৈত্তিকীঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকীং সান্নিপাতিকিম্।। পক্কাপক্কমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্। কৃষ্ণারুণঞ্চ পীতঞ্চ মাংসধাবনসন্নিভম্।। জ্বরারোচকমন্দাগ্নিং কাসং শ্বাসং বমিং তথা। অম্লপিত্তং তথা হিক্কাং প্রমেহঞ্চ হলীমকম্।। পাণ্ডুরোগঞ্চ বিষ্টম্ভমর্শাংসি বিবিধানি চ। প্লীহগুল্মোদরানাহ-শোথাতীসারপীনসান্।। আমবাতং তথাজীর্ণং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ। উদরং প্রদরঞ্চৈব লবঙ্গাদ্যমিদং শুভম্।।

লবঙ্গ আতইচ, মুতা, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, হবুষ, ধনে, কট্‌ফল, কুড়, জৈত্রী, জায়ফল, কৃষ্ণজীরা, সচললবণ, রসাঞ্জন, ধাইফুল, মোচরস, আক্‌নাদি, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, চিতামূল, বিট্‌লবণ, তিতলাউ, বেলশুঁঠ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, পিপুলমূল, বনযমানী, যমানী, বরাহক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শুঁঠ, দাড়িমফলের ত্বক্, যবক্ষার, নিমছাল, ধূনা, সাচিক্ষার, সমুদ্রফেন, সোহাগার খৈ, বালা, কুড়চিমূলের ছাল, জামছাল, আমছাল, কট্‌কী এবং শোধিত অভ্র, লৌহ, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। অনুপান—মধু বা তণ্ডুলোদক। ইহাতে উৎকট গ্রহণী, সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও প্রদর প্রভৃতি বিবিধ রোগ নষ্ট হয়।

তন্ত্রান্তরোক্তং বৃহল্লবঙ্গাদ্যং চূর্ণম

লবঙ্গং জীরকং কৌন্তী সৈন্ধবং ত্রিসুগন্ধিকম্। অজমোদা যমানী চ মুস্তকং সকটুত্রয়ম্।। ত্রিফলা শতপুষ্পা চ পাঠা ভূনিম্বগোক্ষুরম্।। জাতীকোষফলে দার্ব্বী নলদং চন্দনং মুরা।। শঠী মধুরিকা মেথী টঙ্গণং কৃষ্ণজীরকম্। ক্ষারদ্বয়ং বালকঞ্চ বিল্বং পৌষ্করকং তথা।।

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং বিড়ঙ্গং সধনীয়কম্। রসাভ্রগন্ধকং লৌহং সমং সর্ব্বং বিচূর্ণিতম্।।
উষ্ণোদকানুপানেন মন্দাগ্নের্দীপনং পরম্। শীততোয়ানুপানৈর্বা বুদ্ধা দোষগতিং ভিষক্।।
আমাতিসারগ্রহণীং চিরকালোত্থিতামপি। শূলং বিষ্টম্ভমানাহং বিসূচীং শোথকামলে।।
হলীমকং পাণ্ডুরোগং হন্তি কাস বিশেষতঃ। লবঙ্গাদ্যং মহাচূর্ণং শর্করাসহিতং পিবেৎ।।
আধ্মানং শময়েচ্ছীঘ্রং লবঙ্গস্যানুপানতঃ। অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হ্যেতল্লোকানুগ্রহহেতবে।।

লবঙ্গ, জীরা, রেণুক, সৈন্ধব, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, বনযমানী, যমানী, মুতা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শুল্ফা, আকৃনাদি, চিরতা, গোক্ষুর, জৈত্রী, জায়ফল, দারুহরিদ্রা, নলদ (বেণার মূল, কেহ কেহ বলেন জটামাংসী), রক্তচন্দন, মুরামাংসী, শঠী, মৌরি, মেথী, সোহাগার খৈ, কৃষ্ণজীরা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, বালা, বেলশুঁঠ, কুড়, চিতামূল, পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, ধনে এবং পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ প্রত্যেক সমভাগে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়া লইবে। দোষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া শর্করা, শীতল জল বা উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে গ্রহণী, অতিসার প্রভৃতি মূলোক্ত নানা রোগ নষ্ট হয়।

স্বল্পনায়িকাচূর্ণম্

ত্রিশাণং পঞ্চলবণং প্রত্যেকং ত্র্যষণং পিচুঃ। গন্ধকান্মাষকা হ্যষ্টৌ চত্বারো মাষকা রসাৎ।।
ইন্দ্রাশনাৎ পলং শাণ-ত্রিতয়াধিকমিষ্যতে। খাদেন্মিশ্রকৃতাচ্ছাণমনুপেয়ঞ্চ কাঞ্জিকম্।।
মাষকাদিক্রমেণৈবমনুযোজ্যং রসায়নম্। অত্যন্তাগ্নিকরঞ্চৈতদ্ ভোজনং সর্ব্বকামিকম্।
প্রসিদ্ধযোগিনী-নারী-প্রোক্তং চূর্ণং রসায়নম্।

পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১।।০ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারদ অর্দ্ধ তোলা, সিদ্ধিপত্র ৯।।০ তোলা; এই সকল উত্তমরূপে চূর্ণিত ও একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ১ মাষা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত বর্দ্ধনীয়। অনুপান— কাঁজি। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক ও গ্রহণীরোগনাশক।

বৃহন্নায়িকাচূর্ণম্

চিত্রকস্ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং রজনীদ্বয়ম্। ভল্লাতকং যমানী চ হিঙ্গু লবণপঞ্চকম্।। গৃহধূমো বচা কুষ্ঠং ঘনমভ্রকগন্ধকম্। ক্ষারত্রয়ঞ্চাজমোদা পারদো গজপিপ্পলী*।। অমীষাং চূর্ণকং যাবৎ তাবচ্ছক্রাশনস্য চ। অভ্যর্চ্চ্য নায়িকাং প্রাতর্যোগিনীং কামরূপিণীম্।। বিড়ালপদমাত্রন্তু ভক্ষয়েদস্য গুণ্ডকম্। মন্দাগ্নিকাসদুর্নাম-প্লীহপাণ্ডুচিরজ্বরান্।। প্রমেহশোথবিষ্টম্ভ-সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ। সর্ব্বাতীসারহরণং সর্ব্বশূলনিসূদনম্। আমবাতগদোচ্ছেদি সূতিকাতঙ্কনাশনম্। ন চ তে ব্যাধয়ঃ সন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবাঃ।। যান্ ন হন্যাদসৌ সিদ্ধো গুণ্ডকো নায়িকাকৃতঃ। বার্য্যন্নমাষমভাঙ্গ-স্নানং পিশিতভোজনম্।। কাঞ্জিকাম্লং সদা পথ্যং দগ্ধমীনস্তথা দধি। কাষ্ঠমপ্যুদরে তস্য ভক্ষণাদ্ যাতি জীর্ণতাম্।।

চিতামূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ভেলার মুটী, যমানী, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, ঝুল, বচ, কুড়, মুতা, অভ্র, গন্ধক, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, বনযমানী, পারদ ও গজপিপ্পলী (কোন কোন গ্রন্থে ইন্দ্রযব, আতইচ, ধনে, চৈ ও জায়ফল এই কয়টি অধিক দ্রব্য লইতে বলা হইয়াছে), ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান এবং সিদ্ধিচূর্ণ সর্ব্বসমান; একত্র

* ইতঃ পরম্ "কলিঙ্গাতিবিষা ধান্যং চব্যং জাতীফলং সমম্" ইত্যধিকং পাঠঃ ক্বচিৎ।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা—বিড়ালপদ অর্থাৎ ২ তোলা (বৃদ্ধ বৈদ্যগণ চারি আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত ব্যবস্থা দেন)। পথ্য—জলধৌত অন্ন, মাষকলায়, অভ্যঙ্গ, স্নান, কাঞ্জিক, দধি, মাংস ও দগ্ধমৎস্য প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে অতিশয় অগ্নিদীপ্তি হয় এবং গ্রহণী প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মার্কণ্ডেয়চূর্ণম্

শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধঞ্চ হিঙ্গুলং টঙ্গণং তথা। ব্যোষং জাতীফলঞ্চৈব লবঙ্গং তেজপত্রকম্।। এলাবীজং মুস্তকঞ্চ চিত্রকং করিপিপ্পলী। নাগরং সজলঞ্চাভ্রং ধাতক্যতিবিষা তথা।। শিগ্রুজং শাল্মলী চৈব অহিফেনং পলাশকম্। এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।। খাদেদস্মাৎ প্রতিদিনং মাষকং সিতয়া সহ। সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি মন্দাগ্নিঞ্চ বিশেষতঃ।। ধাতুবৃদ্ধিবয়োবৃদ্ধি-বলপুষ্ট্যাগ্নিকারকম্। মার্কণ্ডেয়মিদং চূর্ণং মহাদেবেন নির্ম্মিতম্।।

শোধিত পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, সোহাগা, ত্রিকটু, জাতীফল, লবঙ্গ, তেজপত্র, এলাইচ, মুতা, চিতা, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, বালা, অভ্র, ধাইফুল, আতইচ, সজিনাবীজ, মোচরস, অহিফেন ও পলাশ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া চিনিসহ প্রতিদিন ১ মাষা পরিমাণে সেবন করিবে। ইহাতে সংগ্রহগ্রহণী ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়। ইহা ধাতুবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক।

রসগন্ধকলৌহাভ্রং হিঙ্গু লবণপঞ্চকম্। হরিদ্রে পাকলঞ্চৈব বচা মুস্তবিড়ঙ্গকম্।। ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রমজমোদা যমানিকা। গজোপকুল্যা ক্ষারাণি তথৈব গৃহধূমকম্।। এতেষাং কার্ষিকং চূর্ণং শালিতণ্ডুলবারিণা। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় গ্রহণীগদনাশনম্।। অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বড়বানলসন্নিভম্।। সর্ব্বাতীসারশমনং তৃষ্ণাজ্বরবিনাশনম্।। পক্কাপক্কমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্। আমাতিসারমখিলং বিশেষাচ্ছ্বয়থুং জয়েৎ।। অসাধ্যং গ্রহণীং হন্তি পাণ্ডুপ্লীহচিরজ্বরান্। গ্রহণীশার্দ্দূলং চূর্ণং সর্ব্বরোগকুলান্তকম্।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, সচল, বিট্, সামুদ্র ও কাললবণ), হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, বচ, মুতা, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, রক্তচিতামূল, বনযমানী, যমানী, গজপিপ্পলী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগার খৈ ও গৃহধূম (ঝুল), এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা। সর্ব্বচূর্ণের সমান সিদ্ধিচূর্ণ। একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ মাষা পরিমাণে শালিতণ্ডুলোদক-সহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, তৃষ্ণা, নানাবর্ণ ও নানাবিধ বেদনাযুক্ত পক্কাপক্ক সকল প্রকার অতিসার, বিশেষতঃ আমাতিসার, শোথ, অসাধ্য গ্রহণীরোগ, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা ও পুরাতন জ্বর বিনষ্ট হয়।

জীরকাদ্যং চূর্ণম্

জীরকং টঙ্গণং মুস্তং পাঠা বিল্বং সধান্যকম। বালকং শতপুষ্পা চ দাড়িমং কুটজং তথা। সমঙ্গা ধাতকীপুষ্পং ব্যোষঞ্চৈব ত্রিজাতকম্। মোচরসঃ কলিঙ্গঞ্চ ব্যোম গন্ধকপারদৌ।। যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবজ্জাতীফলানি চ। এতৎ প্রাশিতমাত্রেণ গ্রহণীং দুস্তরাং জয়েৎ।। অতীসারং নিহন্ত্যাশু সামং নানাবিধং তথা। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ মন্দাগ্নিঞ্চ বিশেষতঃ। জীরকাদ্যমিদং চূর্ণমগস্ত্যেন প্রকাশিতম্।।

জীরা, সোহাগার খৈ, মুতা, আক্নাদি, বেলশুঁঠ, ধনে, বালা, শুল্ফা, দাড়িমফলের ছাল, কুড়্চিমূলের ছাল, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, মোচরস, ইন্দ্রযব, অভ্র, গন্ধক, পারদ প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ, চূর্ণসমষ্টির সমান জায়ফলচূর্ণ। এই সমুদায় একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ সেবনে দুর্নিবার গ্রহণীরোগ ও অতিসার প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়। মাত্রা—৬ রতি।

অজাজ্যাদি-চূর্ণম

পলদ্বন্দ্বমজাজ্যাস্তু পলৈকং যবশূকজম্। অম্বুদং দ্বিপলং জ্ঞেয়ং ফণিফেনপলং তথা।। অর্কমূলভবং চূর্ণং চতুঃপলমিতং স্মৃতম্। অজাজ্যাদিকমেতদ্ধি হন্ত্যুগ্রং গ্রহণীগদম্।। সরক্তমথ নীরক্তমতিসারং সুদারুণম্। জ্বরাতিসারং শময়েৎ বিসূচীং ঘোররূপিণীম।।

জীরা ২ পল, যবক্ষার ১ পল, মুতা ২ পল, অহিফেন ১ পল, আকন্দমূল ৪ পল, এই সমুদায় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবন করিলে সরক্ত অথবা রক্তহীন অতিসার, জ্বরাতিসার, গ্রহণী ও বিসূচিকা রোগ উপশমিত হয়। মাত্রা—২ রতি।

কঞ্চটাবলেহঃ

প্রস্থে পচেৎ কঞ্চটতালমূল্যোঃ সিতার্দ্ধপ্রস্থং শৃতপাদশেষে। ততোঽক্ষমাত্রাণি সমানি দদ্যাৎ চূর্ণানি ধীরো বিধিবৎ তদেষাম্।। সমঙ্গা ধাতকী পাঠা বিল্বং মুস্তাথ পিপ্পলী। শক্রকাতিবিষাক্ষার-সৌবর্চ্চলরসাঞ্জনম্।। শাল্মলীবেষ্টকঞ্চৈব সর্ব্বং সিদ্ধে নিধাপয়েৎ। শীতে চ মধুনশ্চাত্র কুড়বার্দ্ধং বিনিক্ষিপেৎ।। অস্য মাত্রাং প্রযুঞ্জীত যথাকালং প্রমাণতঃ। সর্ব্বাতিসারং শময়েৎ সংগ্রহগ্রহণীং তথা।। আমপিত্তকৃতং দোষমুদরং সর্ব্বরূপিণম্। বিকারান্ কোষ্ঠজান্ হন্তি হন্যাৎ শূলমরোচকম্।। কর্কটতালমূল্যোঃ প্রত্যেকং প্র ৮ জল শং ১৬ শেষ শং ৪, সিতাষ্টপলং দত্ত্বা পক্কা সমঙ্গাদিচূর্ণপ্রক্ষেপঃ; শীতে মধুপলচতুষ্টয়মিতি গোপালদাসঃ, মধুনঃ পলদ্বয়মিত্যন্যে।।

কাঁচ্ড়াদাম ১ সের, তালমূলী ১ সের, ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐ ক্বাথে চিনি ১ সের দিয়া পাক করিয়া সিকি অবশিষ্ট থাকিতে তাহাতে বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, আকনাদি, বেলশুঁঠ, মুতা, পিপুল, সিদ্ধিপত্র, আতইচ, যবক্ষার, সচললবণ, রসাঞ্জন ও মোচরস, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা করিয়া নিক্ষেপ করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে মধু ১ পোয়া (মতান্তরে অর্দ্ধসের) মিলিত করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা, দোষ বল ও কাল বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে অতিসার, সংগ্রহগ্রহণী, অম্লপিত্ত, উদররোগ, কোষ্ঠজ-বিকার, শূল ও অরুচি নিবারিত হয়।

দশমূল-গুড়ঃ

দশমূলীপলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। তেন পাদাবশেষেণ পচেদ্ গুড়তুলাং ভিষক্।। আর্দ্রকস্বরসপ্রস্থং দত্ত্বা মৃদ্বগ্নিনা ততঃ। লেহীভূতে প্রদাতব্যং চূর্ণমেষাং পলং পলম্।। পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজম্। হিঙ্গুভল্লাতকঞ্চৈব বিড়ঙ্গমজমোদকম্।। দ্বৌ ক্ষারৌ চিত্রকং চব্যং পঞ্চৈব লবণানি চ। দত্ত্বা সুমথিতং কৃত্বা স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।। কোলমাত্রং ততঃ খাদেৎ প্রাতঃ প্রাতর্বিচক্ষণঃ। হন্তি মন্দানলং শোথমামজাং গ্রহণীমপি।।

আমং সর্ব্বভবং শূলং প্লীহানমুদরং তথা। মন্দানলভবং রোগং বিষ্টম্ভং গুদজানি চ। জ্বরং চিরন্তনং হন্তি তমিস্রং ভানুমানিব।।

দশমূল মিলিত ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথে পুরাতন গুড় ১২।।০ সের ও আদার রস ৪ সের, একত্র করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঁঠ, হিঙ্গু, ভেলার মুটী, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, চৈ ও পঞ্চলবণ, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ১ পল পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে স্নিগ্ধভাণ্ড মধ্যে রাখিবে। মাত্রা—১ তোলা। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, আমজ গ্রহণী, প্লীহা ও জ্বর প্রভৃতি অনেক রোগ নিবারিত হয়।

কল্যাণ-গুড়ঃ

প্রস্থত্রয়েণামলকীরসস্য শুদ্ধস্য দত্ত্বার্দ্ধতুলাং গুড়স্য। চূর্ণীকৃতৈর্গ্রন্থিকজীরচব্য-ব্যোষেভকৃষ্ণাহবুষাজমোদৈঃ।। বিড়ঙ্গসিন্ধুত্রিফলাযমানী-পাঠাগ্নিধান্যৈশ্চ পলপ্রমাণৈঃ। দত্ত্বা ত্রিবৃচ্চূর্ণপলানি চাষ্টাবষ্টৌ চ তৈলস্য পচেদ্ যথাবৎ।। তং ভক্ষয়েদক্ষফলপ্রমাণং যথেষ্টচেষ্টং ত্রিসুগন্ধিযুক্তম্। অনেন সর্ব্বে গ্রহণীবিকারাঃ সশ্বাসকাসস্বরভেদশোথাঃ।। শাম্যন্তি চায়ং চিরমন্তরাগ্নের্হতস্য পুংস্ত্বস্য চ বৃদ্ধিহেতুঃ। স্ত্রীণাঞ্চ বন্ধ্যাময়নাশনোঽয়ং কল্যাণকো নাম গুড়ঃ প্রদিষ্টঃ।। ত্রিবৃতাং ভর্জ্জয়ন্ত্যত্র মনাক্ তৈলে চিকিৎসকাঃ। অত্রোক্তমানসাধর্ম্ম্যাৎ ত্রিসুগন্ধি পলং পৃথক্।।

আমলকীরস ১২ সের, পুরাতন গুড় ৬।০ সের, তিলতৈল ৮ পল, তেউড়ীচূর্ণ ৮ পল। প্রথমে তেউড়ীচূর্ণ উক্ত তৈলে ঈষৎ ভাজিয়া লইবে। পরে সেই তেউড়ীসমন্বিত তৈল, আমলকীর রস ও গুড় একত্র পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে তাহাতে পিপুলমূল, জীরা, চৈ, ত্রিকটু, গজপিপ্পলী, হবুষ, যমানী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, ত্রিফলা, যমানী, আক্‌নাদি, চিতামূল, ধনে, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে। মাত্রা—অৰ্দ্ধ তোলা। এই গুড় সেবনে সকল প্রকার গ্রহণীরোগ, শ্বাস, কাস, স্বরভেদ ও শোথাদি রোগ নষ্ট হয়।

কুষ্মাণ্ডগুড়কল্যাণকঃ

কুষ্মাণ্ডকানাং রূঢ়ানাং সুস্বিন্নং নিষ্কুলত্বচান্। সর্পিঃপ্রস্থে পলশতং তাম্রপাত্রে শনৈঃ পচেৎ।। পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী। ধান্যকানি বিড়ঙ্গানি যমানী মরিচানি চ।। ত্রিফলা চাজমোদা চ কলিঙ্গাজাজী সৈন্ধবম্। একৈকস্য পলঞ্চৈব ত্রিবৃদষ্টপলং ভবেৎ।। তৈলস্য চ পলান্যষ্টৌ গুড়পঞ্চাশদেব তু। প্রস্থৈস্ত্রিভিঃ সমেতস্তু রসস্যামলকস্য চ।। যদা দর্ব্বীপ্রলেপস্তু তদৈনমবতারয়েৎ। যথাশক্তি গুড়ান্ কুর্য্যাৎ কর্ষকর্ষার্দ্ধমানতঃ।। অনেন বিধিনা চৈব প্রযুক্তস্তু জয়েদিমান্। দুর্ব্বারান্ গ্রহণীরোগান্ কুষ্ঠান্যর্শোভগন্দরান্।। জ্বরমানাহহৃদ্রোগ-গুল্মোদরবিসূচিকাঃ। কামলাং পাণ্ডুরোগাংশ্চ প্রমেহাংশ্চৈব বিংশতিম্।। প্লীহানং বাতরক্তঞ্চ দদ্রুচর্ম্মহলীমকান্। কফপিত্তানিলান্ সর্ব্বান্ প্ররূঢ়াংশ্চ ব্যপোহতি।। ব্যাধিক্ষীণা বয়ঃক্ষীণাঃ স্ত্রীষু ক্ষীণাশ্চ যে নরাঃ। তেষাং বৃষ্যশ্চ বল্যশ্চ বয়ঃস্থাপন এব চ। গুড়কুষ্মাণ্ডকো নাম বন্ধ্যানাং গর্ভদঃ পরঃ।।

সুপক্ব কুষ্মাণ্ড শস্য ১২ ।।০ সের, ঘৃত ৪ সের। পিপুল, পিপুলমূল, চিতামূল, গজপিপ্পলী, ধনে, বিড়ঙ্গ, যমানী, মরিচ, ত্রিফলা, বনযমানী, ইন্দ্রযব, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ১ পল, তেউড়ীমূল ৮ পল, তিলতৈল ৮ পল, গুড় ৫০ পল, আমলকীর রস ১২ সের। এই সমুদায় দ্রব্য তাম্রপাত্রে যথাবিধি পাক করিয়া ঘন হইলে নামাইবে। মাত্রা—১ তোলা। এই ঔষধ সেবনে গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ রোগ উপশমিত হয়।

মুস্তকাদ্যো মোদকঃ

ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রং লবঙ্গং জীরকদ্বয়ম্। যমান্যৌ দ্বে মধুরিকা নাগবল্লীদলং তথা।। শতপুষ্পা বরী ধান্যং চাতুর্জ্জাতং তথা তুগা। মেথী জাতীফলং গ্রাহ্যং প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্।। মুস্তকং ষট্পলং দেয়ং সিতা চ দ্বিগুণা মতা। গ্রহণীং হন্ত্যতীসারং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।। অজীর্ণমামদোষঞ্চ বিসূচীমপি দারুণাম্। পুষ্টিং দেহস্য জনয়েদ্বলবর্ণাগ্নিবৃদ্ধিকৃৎ। বলীপলিতদৌর্ব্বল্যং ক্ষপয়েৎ কৃশতামপি।।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, মৌরি, পান, শুল্ফা, শতমূলী, ধনে, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, মেথী ও জায়ফল প্রত্যেক ২ তোলা, মুতা ৪৮ তোলা, চিনি সর্ব্বদ্বিগুণ অথাৎ ১৯২ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—আধ তোলা হইতে ১ তোলা। শীতল জলের সহিত সায়ংকালে সেব্য। ইহা সেবনে গ্রহণী, অতিসার, মন্দাগ্নি, অরুচি, অজীর্ণ, আমদোষ ও বিসূচিকা রোগের নাশ, শরীরের পুষ্টি এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

শ্রীকামেশ্বরো মোদকঃ

সম্যঙ্মারিতমভ্রকং কট্ফলং কুষ্ঠাশ্বগন্ধামৃতা মেথী মোচরসো বিদারিমুষলী গোক্ষুরকঞ্চেক্ষুরঃ। রম্ভাকন্দশতাবরী ত্বজমুদা মাষাস্তিলা ধান্যকং হৈমী নাগবলা কচূরমদনং জাতীফলং সৈন্ধবম্।। ভার্গী কর্কটশৃঙ্গকং ত্রিকটুকং জীরদ্বয়ং চিত্রকং চাতুর্জাতপুনর্নবা গজকণা দ্রাক্ষা শঠী বালকম্। শাল্মল্যঙ্ঘ্রিফলত্রিকং কপিভবং বীজং সমং চূর্ণয়েৎ চূর্ণাংশা বিজয়া সিতা দ্বিগুণিতা মধ্বাজ্যয়োঃ পিণ্ডিতম্।। কর্ষাংশা গুড়িকার্দ্ধকর্ষমথবা সেব্যা সদা কামিভিঃ সেব্যং ক্ষীরসিতং সুবীর্য্যকরণং স্তম্ভেহপ্যয়ং কামিনাম্। বামাবশ্যকরঃ সুখাতিসুখদো বহ্বঙ্গনাদ্রাবণঃ ক্ষীণে পুষ্টিকরঃ ক্ষতক্ষয়হরো হন্যাচ্চ সর্ব্বাময়ান্।। কাসশ্বাসমহাতিসারশমনঃ কামাগ্নিসন্দীপনো দুর্নামগ্রহণীপ্রমেহনিবহশ্লেষ্মাতিরেকপ্রণুৎ। নিত্যানন্দকরো বিশেষকবিতাবাচাং বিলাসোদ্ভবং ধত্তে সর্ব্বগুণং মহাস্থিরমতির্বালো নিতান্তোৎসবঃ।। অভ্যাসেন নিহন্তি মৃত্যুপলিতং কামেশ্বরো বৎসরাৎ সর্ব্বেষাং হিতকারিণা নিগদিতঃ শ্রীনিত্যনাথেন সঃ। বৃদ্ধানাং মদনস্য বর্দ্ধনকরঃ প্রৌঢ়াঙ্গনাসঙ্গমে সিংহোহয়ং সমদৃষ্টিপ্রত্যয়করো ভূপৈঃ সদা সেব্যতাম্। তন্ত্রান্তরেহস্য মহাকামেশ্বরসংজ্ঞা।।

জারিত অভ্র, কট্ফল, কুড়, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, কুলেখাড়াবীজ, কদলীকন্দ, শতমূলী, যমানী, মাষকলাই, তিলতণ্ডুল, ধনে, দুধ্লে, গোরক্ষচাকুলে, গন্ধমাত্রা, ময়নাফল, জায়ফল, সৈন্ধব, বামুনহাটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, পুনর্নবা, গজপিপ্পলী, দ্রাক্ষা, শঠী, বালা, শিমূলমূল, ত্রিফলা ও আলকুশীবীজ প্রত্যেক ১ তোলা। সিদ্ধিচূর্ণ ৪৫ তোলা, চিনি ১৮০ তোলা। পাকযোগ্য জল দিয়া যথাবিধি পাক করিবে। শীতল হইলে

ঘৃত বা মধু দিয়া মোদক বান্ধিবে। মাত্রা—অর্দ্ধতোলা। মোদক ভক্ষণান্তে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও চিনি খাইবে। ইহাতে কাস, শ্বাস, গ্রহণী ও অতিসারাদি বিবিধ রোগের শান্তি এবং ইন্দ্রিয়শক্তির বৃদ্ধি হয়।

কামেশ্বরো মোদকঃ

ধাত্রীসৈন্ধবকুষ্ঠকট্‌ফলকণা শুণ্ঠীযমানীদ্বয়ং যষ্টীজীরকযুগ্মধান্যকশটীশৃঙ্গীবচাকেশরম্। তালীশং ত্রিসুগন্ধিকং সমরিচং পথ্যাক্ষমেভিঃ সমং চূর্ণীকৃত্য মনাক্ স্ববীজসহিতং ভৃষ্ট্বা তু শক্রাশনম্।। সর্ব্বেষাং দ্বিগুণাং সিতাং সুবিমলাং যত্নাদ্ ভিষঙ্ নিক্ষিপেৎ ক্ষৌদ্রৈশ্চাপি ঘৃতৈঃ প্রশস্তদিবসে কুর্য্যাৎ শুভান্ মোদকান্। কর্পূরৈরবচূর্ণিতানপিহিতান্ দত্ত্বা তিলান্ গোপ্যোঽয়ং ক্ষিতিমণ্ডলে মিতধিয়াং পাষণ্ডিনামগ্রতঃ।। আধিব্যাধিহরঃ কুষ্ঠাপহো বৃংহণঃ স্ত্রীণাং তোষকরো মুখদ্যুতিকরঃ শুক্রাগ্নিবৃদ্ধিপ্রদঃ। কাসশ্বাসবলাসরোগনিচয়প্রধ্বংসনঃ প্রাণিনাং প্রোক্তো ব্রহ্মসুতেন সর্ব্বসুখদঃ কামেশ্বরো মোদকঃ।। গ্রহগণপরিহীনঃ সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবীণঃ কলিতবিমলকীর্ত্তিঃ প্রাপ্তকন্দর্পমূর্ত্তিঃ। বিগতসকলভীতির্গীতবাদ্যাঙ্গনীতির্ভবতি ভুবি স দেবো যেন ভুক্তঃ প্রযত্নাৎ॥ রহসি যুবতিখেলাসম্পুটাকর্ষহর্ষাদ্ গময়তি যুবতীনাং কেলিকৌতূহলেন। যদি কথমপি ভুক্তো ভোজনাদাবথান্তে সুরতরভসমূর্চ্চৈর্নষ্টকামং প্রকামম্।। যস্মান্নব্যবৃহস্পতিস্তনুধিয়া যস্মাৎ সদা বীর্য্যবান্ যস্মাদুন্মদাক্ষিণাত্যযুবতীসম্ভোগকৌতূহলী। যস্মাৎ কাব্যকুতূহলং সুকবিতা সংজায়তে লীলয়া শ্রীমদ্ভিঃ প্রতিবাসরং ক্ষিতিতলে সংসেব্যতাং মোদকঃ।। এষ গ্রহণ্যামপি প্রশস্তঃ।

আমলকী, সৈন্ধব, কুড়, কট্‌ফল, পিপুল, শুঁঠ, যমানী, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, মরিচ, হরীতকী ও বহেড়া প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, সকলের সমান ঈষৎ ভর্জ্জিত সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ, সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। প্রথমে পাকযোগ্য জল দিয়া চিনি পাক করিবে, গাঢ় হইলে আমলকীচূর্ণ প্রভৃতি প্রক্ষেপ দিবে। পাক সম্পন্ন হইলে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু দিয়া এক তোলা প্রমাণ মোদক করিবে। পরে ভাজা তিলচূর্ণ ও কর্পূর দ্বারা অধিবাসিত করিবে। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী প্রভৃতি নানাবিধ রোগের শান্তি এবং বল, বীর্য্য ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

মেথীমোদকঃ

ত্রিকটুত্রিফলামুস্তা-জীরকদ্বয়ধান্যকম্। কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী যমানী সৈন্ধবং বিড়ম্।। তালীশকেশরং পত্রং ত্বগেলা চ ফলং তথা। জাতীকোষলবঙ্গঞ্চ মুরা কর্পূরচন্দনম্।। যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদেব তু মেথিকা। সংচূর্ণ্য মোদকঃ কার্য্যঃ পুরাতনগুড়েন চ।। ঘৃতেন মধুনা কিঞ্চিদ্ খাদেদগ্নিবলং প্রতি। অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং সামে মেদে মহৌষধম্।। বলবর্ণকরো হ্যেষ সংগ্রহগ্রহণীহরঃ। প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি মূত্রাঘাতাংস্তথাশ্মরীম্।। পাণ্ডুরোগং তথা কাসং যক্ষ্মাণং হন্তি কামলাম্। স্তনৌ চ পতিতৌ গাঢ়ৌ স্যাতাং তালফলোপমৌ।। দৃষ্টিপ্রসাদনশ্চৈব নরাণাঞ্চৈব পুত্রদঃ। ভাষিতঃ কামদেবেন মেথীমোদকসংজ্ঞকঃ।।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, এলাইচ, জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ,

মুরামাংসী, কর্পূর ও রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, চূর্ণসমষ্টির সমান মেথীচূর্ণ, সকল চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন গুড়। উপযুক্ত জল দিয়া পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিলিত করিয়া রাখিবে। ইহা অগ্নিকারক এবং সংগ্রহগ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগের মহৌষধ।

বৃহন্মেথীমোদকঃ

ত্রিফলা ধান্যকং মুস্তং শুণ্ঠী মরিচপিপ্পলী। কট্‌ফলং সৈন্ধবং শৃঙ্গী জীরকদ্বয়পুষ্করম্।। যমানী কেশরং পত্রং তালীশং বিড়মেব চ। জাতীফলং ত্বগেলা চ জয়িত্রীন্দুলবঙ্গকম্।। শতপুষ্পা মুরামাংসী যষ্টীমধুকপদ্মকম্। চব্যং মধুরিকা দারু সর্ব্বমেতৎ সমং ভবেৎ।। যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রা তু মেথিকা। সিতয়া মোদকঃ কার্য্যো ঘৃতমাক্ষিকসংযুতঃ।। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় যথাদোষানুপানতঃ। হন্তি মন্দানলান্ সর্ব্বানামদোষং বিশেষতঃ।। মহাগ্নিজননং বৃষ্যামামবাতনিসূদনম্। গ্রহণ্যর্শোবিকারঘ্নং প্লীহপাণ্ডুগদাপহম্।। প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি কাসং শ্বাসঞ্চ দারুণম্। ছর্দ্দ্যতীসারশমনং সর্ব্বারুচিবিনাশনম্। মেথীমোদকনামেদং পতঞ্জলিমুনের্মতম্।।

ত্রিফলা, ধনে, মুতা, শুঁঠ, মরিচ, পিপুল, কট্‌ফল, সৈন্ধবলবণ, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, যমানী, নাগেশ্বর, তেজপত্র, তালীশপত্র, বিট্‌লবণ, জায়ফল, গুড়ত্বক্, এলাইচ, জয়িত্রী, কর্পূর, লবঙ্গ, শুল্‌ফা, মুরামাংসী, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, চৈ, মৌরি ও দেবদারু প্রত্যেক চূর্ণ সমান, সর্ব্বসমান মেথীচূর্ণ, চূর্ণসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। পাকযোগ্য জল দিয়া পাক করিবে। নামাইয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিলিত করিয়া লইবে। প্রাতঃকালে সেবনীয়। দোষাদি বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা। এই মোদক সেবনে অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

জীরকাদিমোদকঃ

শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং জীরং পলাষ্টকমিতং শুভম্। তদৰ্দ্ধং বিজয়াবীজং ভর্জ্জিতং বস্ত্রপূতকম্।। অয়শ্চূর্ণং তথা বঙ্গমভ্রকং কর্ষমানতঃ। মধুরিকা চ তালীশং জাতীকোষফলে তথা।। ধান্যকং ত্রিফলা চৈব চাতুর্জাতলবঙ্গকম্। শৈলেয়ং চন্দনে দ্বে চ মাংসী দ্রাক্ষা শঠী তথা।। টঙ্গণং কুন্দুরুর্যষ্টী তুগা কক্কোলবালকম্। গাঙ্গেরুস্ত্রিকটুশ্চৈব ধাতকী বিল্বমর্জ্জুনম্।। শতপুষ্পা দেবদারু কর্পূরং সপ্রিয়ঙ্গুকম্। জীরকং শাল্মলঞ্চৈব কটুকা পদ্মনালুকে। এষাং কর্ষসমং চূর্ণং গৃহ্নীয়াৎ কুশলো ভিষক্। শর্করামধুনাজ্যেন মোদকঞ্চ বিনির্ম্মিতম্। খাদেৎ কর্ষসমং তস্য প্রত্যহং প্রাতরুত্থিতঃ। শীততোয়ানুপানেন সর্ব্বগ্রহণিকাং জয়েৎ।। আমদোষাবৃতে পিত্তে বহ্নিমান্দ্যে তথৈব চ। রক্তাতিসারেঽতিসারে প্রযোজ্যো বিষমজ্বরে।। সশব্দং ঘোরগম্ভীরং হন্তি সদ্যো ন সংশয়ঃ। অন্নপিত্তকৃতং দোষমুদরং সর্ব্বরূপিণম্।। সর্ব্বাতিসারশমনং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ। একজং দ্বন্দ্বজং চৈব দোষত্রয়কৃতং তথা।। বিকারং কোষ্ঠজঞ্চৈব হন্তি শূলমরোচকম্। ভাষিতং কৃষ্ণনাথেন জন্তুনাং হিতকারণম্।। জীরকচূর্ণ পল ৮ বিজয়াবীজচূর্ণ পল ৪ লৌহাদিনালুকান্তানাং প্রত্যেকং কর্ষঃ ১, সর্ব্বদ্বিগুণা সিতা, ঘৃতমধুভ্যাং বন্ধনম্।।

শ্লক্ষ্ণচূর্ণিত জীরা ৮ পল, ঘৃতভর্জ্জিত ও বস্ত্রগালিত সিদ্ধিবীজচূর্ণ ৪ পল, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, মৌরি, তালীশপত্র, জয়িত্রী, জায়ফল, ধনে, ত্রিফলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর,

লবঙ্গ, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, দ্রাক্ষা, শঠী, সোহাগার খৈ, কুন্দুরুখোটি, যষ্টিমধু, বংশলোচন, কাঁক্‌লা, বালা, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, অর্জ্জুনছাল, শুল্‌ফা, দেবদারু, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, জীরা, মোচরস, কট্‌কী, পদ্মকাষ্ঠ ও নালুকা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ কর্ষ, সকলের সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। পাকশেষে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিলিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ২ তোলা পরিমাণে (ব্যবহার—।।০ তোলা) প্রাতঃকালে সেবনীয়। অনুপান—শীতল জল। জীরকাদি মোদক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী ও অম্লপিত্তাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

বৃহজ্জীরকাদি-মোদকঃ

জীরকং কৃষ্ণজীরঞ্চ কুষ্ঠং শুন্ঠী চ পিপ্পলী। মরিচং ত্রিফলা ত্বক্ চ পত্রমেলা চ কেশরম্।। শুভা লবঙ্গং শৈলেয়ং চন্দনং শ্বেতচন্দনম্। কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জাতীকোষফলে তথা।। যষ্ঠী মধুরিকা মাংসী মুস্তং সচলকং শঠী। ধান্যকং দেবতাড়ঞ্চ মুরা দ্রাক্ষা নখী তথা।। শতপুষ্পা পদ্মকঞ্চ মেথী চ সুরদারু চ। সজলং নালুকা চৈব সৈন্ধবং গজপিপ্পলী।। কর্পূরং বনিতা চৈব কুন্দুখোটীং সমাংশিকাম্। লৌহকাভ্রকবঙ্গানাং দ্বিভাগং তত্র দাপয়েৎ।। এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। সর্ব্বচূর্ণসমং দেয়ং ভৃষ্টজীরস্য চূর্ণকম্।। সিতা দ্বিগুণিতা দেয়া মোদকং পরিকল্পয়েৎ। ঘৃতেন মধুনা মিশ্রং মোদকঞ্চ ভিষগ্বরঃ।। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় যথাদোষবলানলম্। গব্যং সশর্করঞ্চৈব অনুপানং প্রযোজয়েৎ।। অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিংশ্চ পৈত্তিকান্। সর্ব্বাংস্তান্ নাশয়ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।। নানাবর্ণমতীসারং বিশেষাদামসম্ভবম্। শূলমষ্টবিধং হন্তি অর্শোরোগং চিরোত্তবম্।। জীর্ণজ্বরঞ্চ সততং বিষমজ্বরমেব চ। স্ত্রীণাঞ্চৈবানপত্যানাং দুর্ব্বলানাঞ্চ দেহিনাম্।। পুষ্পকৃৎ পুত্রকৃচ্চৈব বলবর্ণকরঃ পরঃ। সূতিকারোগমত্যুগ্রং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।। প্রদরং নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ। দাহং সার্ব্বাঙ্গিকঞ্চৈব বাতপিত্তোত্থিতঞ্চ যৎ। অয়ং সর্ব্বগদোচ্ছেদী জীরকাদ্যো হি মোদকঃ।।

জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ত্রিফলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, লবঙ্গ, শৈলজ, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জয়িত্রী, জায়ফল, যষ্টিমধু, মৌরি, জটামাংসী, মুতা, সচললবণ, শঠী, ধনে, দেবতাড়, মুরামাংসী, দ্রাক্ষা, নখী, শুল্‌ফা, পদ্মকাষ্ঠ, মেথী, দেবদারু, বালা, নালুকা, সৈন্ধবলবণ, গজপিপ্পলী, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, কুন্দুরুখোটী ইহাদের প্রত্যেকের ১ ভাগ, লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ প্রত্যেক ২ ভাগ। সমুদায় চূর্ণের সমান ভর্জ্জিত জীরকচূর্ণ। সর্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। চিনি পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে চূর্ণসকল নিক্ষেপ করিয়া নামাইয়া শীতল হইলে ঘৃত ও মধু দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে গব্য দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অতিসার, প্রদর ও সূতিকাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

অগ্নিকুমারমোদকঃ

উশীরং বালকং মুস্তং ত্বক্ পত্রং নাগকেশরম্। জীরদ্বয়ঞ্চ শৃঙ্গী চ কট্‌ফলং পুষ্করং শঠী।। ত্রিকটু বিল্বকং ধান্যং জাতীফললবঙ্গকম্। কর্পূরং কান্তলৌহঞ্চ শৈলজং বংশলোচনা।। এলাবীজং জটামাংসী রাস্না তগরপাদুকম্। সমঙ্গাতিবলা চাভ্রং মুরা বঙ্গং তথৈব চ।। অস্য

চূর্ণসমা মেথী চূর্ণার্দ্ধং বিজয়ারজঃ। শর্করামধুসংযুক্তং মোদকং পরিকল্পয়েৎ।। কর্ষমেকং প্রমাণন্তু ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ। শীততোয়ানুপানেন আজেন পয়সাথবা।। গ্রহণীং দুস্তরাং হন্তি শ্বাসং কাসমতীব চ। আমবাতমগ্নিমান্দ্যং জীর্ণঞ্চ বিষমং জ্বরম্।। বিবন্ধানাহশূলঞ্চ যকৃৎপ্লীহোদরাণি চ। হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি গ্রহণীদোষনাশনম্।। উদাবর্ত্তগুল্মরোগোদরাময়বিনাশনম্।।

বেণার মূল, বালা, মুতা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, নাগেশ্বর, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কাঁক্ড়াশৃঙ্গী, কট্‌ফল, কুড়, শঠী, ত্রিকটু, বেলশুঁঠ, ধনে, জায়ফল, লবঙ্গ, কর্পূর, কান্তলৌহ, শৈলজ, বংশলোচন, এলাইচ, জটামাংসী, রাস্না, তগরপাদুকা, বরাহক্রান্তা, গোরক্ষাচাকুলে, অভ্র, মুরামাংসী ও বঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, এই সকল চূর্ণের সমান মেথীচূর্ণ। সমুদায় চূর্ণের অর্দ্ধেক শোধিত সিদ্ধিপত্রচূর্ণ। সকল চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। পাকের পর মধু মিলিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। শীতল জল অথবা ছাগদুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে (অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে) সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অতি কঠিন গ্রহণীরোগ, শ্বাস, কাস, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, জীর্ণজ্বর ও প্লীহা প্রভৃতি নানা রোগ নিবারিত হয়।

স্বল্পচুক্র-সন্ধানম্

যন্মস্বাদি শুচৌ ভাণ্ডে সগুড়ক্ষৌদ্রকাঞ্জিকম্। ধান্যরাশৌ ত্রিরাত্রস্থং শুক্তং চুক্রং তদুচ্যতে। দ্বিগুণং গুড়মধ্বারনালমস্তু ক্রমাদ্ বিদুঃ।।

পরিষ্কৃত ভাণ্ডে গুড় ১ ভাগ, মধু ২ ভাগ, কাঁজি ৪ ভাগ ও দধির মাত (অথবা তক্র কিংবা দধি) ৮ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিবস রাখিলে উহা বিকৃত হইয়া যায়। ঐ বিকৃত বস্তুর নাম শুক্ত বা চুক্র (উক্ত মিশ্রিত দ্রব্য কেবল গ্রীষ্মঋতুতে ৩ দিন ধান্যরাশির মধ্যে রাখিবে। অন্যান্য ঋতুতে বৃহচ্চুক্রের নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্টকাল রাখিতে হইবে)।

বৃহচ্চুক্র-সন্ধানম্

প্রস্থং তণ্ডুলতোয়তস্তুষজলাৎ প্রস্থত্রয়ং চাম্লতঃ প্রস্থার্দ্ধং দধিতোহ্‌ম্লমূলকপলান্যষ্টৌ গুড়াদ্ মানিকে। মান্যৌ শোধিতশৃঙ্গবেরশকলাৎ দ্বে সিন্ধুজাজ্যোঃ পলে দ্বে কৃষ্ণোষণয়োর্নিশাপলযুগং নিক্ষিপ্য ভাণ্ডে দৃঢ়ে। স্নিগ্ধে ধান্যযবাদিরাশিনিহিতং ত্রীন্ বাসরান্ স্থাপয়েদ্ গ্রীষ্মে তোয়ধরাত্যয়ে চ চতুরো বর্ষাসু পুষ্পাগমে। ষট্ শীতেহ্‌ষ্টদিনান্যতঃপরমিদং বিস্রাব্য সংচূর্ণিত-চাতুর্জ্জাতপলেন সংহতমিদং শুক্তঞ্চ চুক্রঞ্চ তৎ। হন্যাদ্ বাতকফামদোষজনিতান্ নানাবিধানাময়ান্। দুর্নামানি চ শূলগুল্মজঠরান্ হন্ত্যানলং দীপয়েৎ।।

একটি দৃঢ়স্নিগ্ধ কলসে তণ্ডুলোদক ৪ সের, কাঁজি ১২ সের, অম্লদধি ২ সের, কাঁজির অধঃস্থ সিটি ১ সের ও গুড় ২ সের একত্র নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহাতে ত্বক্‌রহিত খণ্ড খণ্ড আদা ২ সের, সৈন্ধবলবণ, জীরা, মরিচ, পিপুল ও হরিদ্রা প্রত্যেক ২ পল, এই সকল প্রদান করিয়া শরাব ঢাকা দিয়া উত্তমরূপে লিপ্ত করিয়া ধান্য বা যবাদি রাশির অভ্যন্তরে স্থাপিত করিবে। গ্রীষ্মকালে তিনদিন, শরৎকালে তিনদিন, বর্ষাকালে চারদিন, বসন্তকালে ছয়দিন ও শীতকালে আটদিন পর্য্যন্ত ধান্যাদির মধ্যে রাখিবে। অনন্তর ধান্যরাশির অভ্যন্তর হইতে ভাণ্ড উদ্ধৃত করিয়া এবং দ্রবাংশ ছাঁকিয়া তৎসহ গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর

প্রত্যেক ২ তোলা উত্তমরূপে চূর্ণিত ও মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহার নাম বৃহৎ শুক্ত বা বৃহৎ চুক্র। এই শুক্ত মন্দাগ্নি প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট করে।

তক্রারিষ্টঃ

যমান্যামলকং পথ্যা মরিচং ত্রিপলাংশিকম্। লবণানি পলাংশানি পঞ্চ চৈকত্র চূর্ণয়েৎ।।
তক্রকংসাসুতং জাতং তক্রারিষ্টং পিবেন্নরঃ। দীপনং শোথগুল্মার্শঃ-ক্রিমিমেহোদরাপহম্।।

যমানী, আমলকী, হরীতকী ও মরিচ প্রত্যেক ৩ পল, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল, একত্র চূর্ণিত ও ১৬ সের তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া চারদিন রাখিবে। ইহার নাম তক্রারিষ্ট। ইহা সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি এবং শোথ ও গুল্ম প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

পিপ্পল্যাদ্যাসবঃ

পিপ্পলী মরিচং চব্যং হরিদ্রা চিত্রকো ঘনঃ। বিড়ঙ্গং ক্রমুকো লোধ্রঃ পাঠা ধাত্র্যেলবালুকম্।। উশীরং চন্দনং কুষ্ঠং লবঙ্গং তগরং তথা। মাংসী ত্বগেলা পত্রঞ্চ প্রিয়ঙ্গু নাগকেশরম্।। এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ সূক্ষ্মচূর্ণীকৃতান্ শুভান্। জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপ্বা দদ্যাৎ গুড়তুলাত্রয়ম্।। পলানি দশ ধাতক্যা দ্রাক্ষা ষষ্টিপলা ভবেৎ। এতান্যেকত্র সংযোজ্য মৃদো ভাণ্ডে বিনিক্ষিপেৎ।। জ্ঞাত্বা গতরসং সর্ব্বং পায়য়েদগ্ন্যপেক্ষয়া। ক্ষয়ং গুল্মোদরং কার্শ্যং গ্রহণীং পাণ্ডুতাং তথা। অর্শাংসি নাশয়েচ্ছীঘ্রং পিপ্পল্যাদ্যাসবস্ত্বয়ম্।।

পিপুল, মরিচ, চৈ, হরিদ্রা, চিতামূল, মুতা, বিড়ঙ্গ, সুপারি, লোধ, আক্‌নাদি, আমলকী, এলবালুক, বেণার মূল, রক্তচন্দন, কুড়, লবঙ্গ, তগরপাদুকা, জটামাংসী, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, প্রিয়ঙ্গু ও নাগেশ্বর প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা, জল ১২৮ সের, গুড় ৩৭।।০ সের, ধাইফুল ১০ পল, দ্রাক্ষা ৬০ পল ; এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া মৃত্তিকাপাত্রে একমাস রাখিবে। পরে উহার দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিবে। ইহা পান করিলে গ্রহণী প্রভৃতি অনেক রোগের শান্তি হয়।

আয়ামকাঞ্জিকম্

বাট্যস্য দদ্যাদ্ যবশক্তুকানাং পৃথক্ পৃথক্ চাঢ়কসম্মিতন্তু। মধ্যপ্রমাণানি চ মূলকানি দদ্যাচ্চতুঃষষ্টি সুকল্পিতানি।। দ্রোণেহম্ভসঃ প্লাব্য ঘটে সুধৌতে দদ্যাদিদং ভেষজজাতযুক্তম্। ক্ষারদ্বয়ং তুম্বুরুবস্তগন্ধা ধনীয়কং স্যাদ্ বিড়সৈন্ধবঞ্চ।। সৌবর্চ্চলং হিঙ্গু শিবাটিকাঞ্চ চব্যঞ্চ দদ্যাদ্ দ্বিপলপ্রমাণম্। ইমানি চান্যানি পলোন্মিতানি বিজর্জ্জরীকৃত্য ঘটে ক্ষিপেচ্চ।। কৃষ্ণামজাজীমুপকুঞ্চিকাঞ্চ তথাসুরীং কারবিচিত্রকঞ্চ। পক্ষস্থিতোহয়ং বলবর্ণদেহবয়স্করোহতীবলপ্রদশ্চ।। কান্ জীবয়ামীতি যতঃ প্রবৃত্তস্তৎকাঞ্জিকেতি প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ। আয়ামকালাজ্জরয়েচ্চ ভক্তমায়ামিকেতি প্রবদন্তি চৈনম্।। দকোদরং গুল্মমথ প্লিহানম্ হৃদ্রোগমানাহমরোচকঞ্চ। মন্দাগ্নিতাং কোষ্ঠগতঞ্চ শূলমর্শোবিকারান্ সভগন্দরাংশ্চ।। বাতাময়ানাশু নিহন্তি সর্ব্বান্ সংসেব্যমানং বিধিবন্নরাণাম্।।

(নিস্তুষদরদলিতযবে চতুর্দ্দশগুণজলদানাৎ সাধিতো মণ্ডঃ বাট্যঃ তস্য প্র ৬৪, যবশক্তু প্র ৬৪)।

নিস্তুষ কুট্টিত যব চতুর্দ্দশ গুণে জলে সিদ্ধ করিলে যে মণ্ড প্রস্তুত হয়, তাহাকে বাটা কহে। সেই বাটা ৮ সের, যবের ছাতু ৮ সের, মধ্যবিধ মূলা (খণ্ড খণ্ড) ৬৪টি ; এই সমুদায় দ্রব্য পরিষ্কৃত কলসে রাখিয়া তাহাতে ৬৪ সের জল দিয়া পশ্চাৎলিখিত দ্রব্যসকল নিক্ষেপ করিবে। যথা—যবক্ষার, সাচিক্ষার, তুম্বুরু, বনযমানী, ধনে, বিট্, সৈন্ধব, সচললবণ, হিঙ্গু, বংশপত্রী ও চৈ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল, পিপুল, জীরা, স্থূলকৃষ্ণজীরা, রাইসর্ষপ, সূক্ষ্মকৃষ্ণজীরা ও চিতামূল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল। এই সমুদায় মিশ্রিত করিয়া ১৫ দিবস কলসের মধ্যে রাখিবে। ঐ বিকৃত বস্তুকে আয়ামকাঞ্জিক কহে। আয়াম শব্দের অর্থ এক প্রহর কাল, এক প্রহরের মধ্যে ভুক্ত বস্তুকে জীর্ণ করে বলিয়া ইহার নাম আয়ামকাঞ্জিক। ইহা সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও আনাহ্ প্রভৃতি নানা রোগ নিবারিত হয়।

রসপ্রয়োগঃ

গ্রহণীকপাটো রসঃ

রসগন্ধকয়োশ্চাপি জাতীফললবঙ্গয়োঃ। প্রত্যেকং শাণমানঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং শুভম্।। সূর্য্যাবর্ত্তরসেনৈব বিল্বপত্ররসেন চ। শৃঙ্গাটকস্য পত্রাণাং রসৈঃ প্রত্যেকশঃ পলৈঃ।। চণ্ডাতপেন সংশোষ্য বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্। বিল্বপত্ররসেনৈব দাপয়েদ্রক্তিকাদ্বয়ম্।। দধ্না চ ভোজনীয়ঞ্চ গ্রহণীরোগনাশনঃ। পাণ্ডুরোগমতীসারং শোথং হন্তি তথা জ্বরম্। গ্রহণীকপাটনামা রসঃ পরমদুর্লভঃ।।

পারদ, গন্ধক, জায়ফল, লবঙ্গ ইহাদের প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা; একত্র উত্তমরূপে চূর্ণিত করিয়া হুড়হুড়ে, বিল্বপত্র ও পানীফলপত্র ইহাদের প্রত্যেকের এক পল পরিমিত রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। বিল্বপত্ররসের সহিত সেবনীয়। পথ্য—দধির সহিত অন্ন। এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণীরোগ, অতিসার, পাণ্ডুরোগ, শোথ ও জ্বর প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

গ্রহণীকপাটো রসঃ

টঙ্গণক্ষারগন্ধাশ্ম-রসো জাতীফলং তথা। বিল্বং খদিরসারশ্চ জীরকং শ্বেতধূনকম্।। কপিহস্তকবীজঞ্চ তথৈব বকপুষ্পকম্। এষাং শাণং সমাদায় শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।। বিল্বপত্রকার্পাসি-ফলং শালিঞ্চদুগ্ধিকা। শালিঞ্চমূলং কুটজ-ত্বচং কঞ্চটপত্রকম্।। সর্ব্বেষাং স্বরসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্। রক্তিকৈকপ্রমাণেন খাদয়েদ্ দিবসত্রয়ম্।। দধিমস্তু ততঃ পেয়ং পলমাত্রপ্রমাণতঃ। অপি যোগশতাক্রান্তাং গ্রহণীমুদ্ধতাং জয়েৎ।। আমশূলং জ্বরং কাসং শ্বাসং শোথং প্রবাহিকাম্। রক্তস্রাবকরং দ্রব্যং কার্য্যং নৈবাত্রযুক্তিতঃ।। কৃষ্ণবার্ত্তাকুমৎস্যঞ্চ দধি তক্রঞ্চ শস্যতে। জ্ঞাত্বা বায়োঃ কৃতিং তত্র তৈলং বারি প্রদাপয়েৎ।।

সোহাগার খৈ, যবক্ষার, গন্ধক, পারদ, জায়ফল, বেলশুঁঠ, খদির, জীরা, শ্বেতধূনা, আলকুশীবীজ ও বকপুষ্প ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে একত্র চূর্ণ করিয়া বিল্বপত্র, কাপাসফল, শালিঞ্চ, ক্ষীরুই, শালিঞ্চমূল, কুড়চিছাল ও কাঁচ্ড়াপত্রের যথাসম্ভব

রসে ও ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। তিন দিবস ঔষধ সেবনীয়। ঔষধ সেবনের পর অর্দ্ধ পোয়া দধির মাত্ পান করা কর্ত্তব্য। রক্তস্রাবকর দ্রব্য সেবন করিবে না। ইহাতে বায়ুর কার্য্য দেখিলে বিবেচনাপূর্ব্বক তৈল-জল ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে আমশূল, গ্রহণী ও আমাশয় প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

সংগ্রহগ্রহণীকপাটঃ

মুক্তা সুবর্ণং রসগন্ধটঙ্গমভ্রং কপর্দ্দোহ্মৃততুল্যভাগঃ। সর্ব্বৈঃ সমং শঙ্খকচূর্ণমত্র ভাব্যঞ্চ খল্লেহ্তিবিষাদ্রবেণ।। গোলঞ্চ কৃত্বা মৃদুকর্পটস্থং সংপাচ্য ভাণ্ডে দিবসার্দ্ধকঞ্চ। সর্ব্বাঙ্গ শীতো রস এব ভাব্যো ধুস্তূরবহ্ন্যোর্মুষলীদ্রবৈশ্চ।। লৌহস্য পাত্রে পরিভাবিতশ্চ সিদ্ধো ভবেৎ সংগ্রহণীকপাটঃ। বাতোত্তরায়াং মরিচাজ্যযুক্তঃ পিত্তোত্তরায়াং মধুপিপ্পলীভিঃ।। কফোত্তরায়াং বিজয়ারসেন কটুত্রয়েণাজ্যযুতো গ্রহণ্যাম্। ক্ষয়জরে চার্শসি ষট্‌প্রকারে সামাতিসারেহ্রুচিপীনসে চ।। মেহে চ কৃচ্ছ্রে গতধাতুবর্দ্ধনে গুঞ্জাদ্বয়ঞ্চাপি মহাময়ঘ্নম্।।

মুক্তা, স্বর্ণ, পারদ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, অভ্র, কড়িভস্ম, বিষ প্রত্যেক ১ তোলা, শঙ্খভস্ম ৮ তোলা ; এই সমুদায় একত্র করিয়া আতইচের ক্বাথে ভাবনা দিয়া গোলাকৃতি করিয়া দুই প্রহর পুটপাক দিবে। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে পর শীতলাবস্থায় ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লৌহপাত্রে রাখিয়া ধুতূরা, চিতা ও তালমূলীর রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—বাতাধিক্যে ঘৃত, মরিচ, পিত্তাধিক্যে মধু, পিপ্পলী, এবং কফাধিক্যে সিদ্ধি-ভিজা জল বা ঘৃতসংযুক্ত ত্রিকটু। ইহা সেবন করিলে সংগ্রহগ্রহণী ও অতিসার প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

গ্রহণীশার্দ্দূলবটিকা

জাতীফলং দেবপুষ্পমজাজীকুষ্ঠটঙ্গণম্। বিড়ং ত্বগেলা ধুস্তূরং ফণিফেনং সমং সমম্।। প্রসারণীরসেনৈব সংমর্দ্দ্য বটিকা কৃতা। যথাদোষানুপানেন সেবিতা গ্রহণীং হরেৎ।। নানাবর্ণমতীসারং দারুণাঞ্চ প্রবাহিকাম্। নাম্না গ্রহণীশার্দ্দূল-বটিকা গ্রাহিণী পরম্।।

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা, কুড়, সোহাগার খৈ, বিট্‌লবণ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, ধুতূরাবীজ ও অহিফেন প্রত্যেক সমভাগ, গন্ধভাদুলের রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—দোষানুসারে বেলশুঁঠের ক্বাথ প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী, অতিসার ও প্রবাহিকা রোগ প্রশমিত হয়।

গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা

রসগন্ধকলৌহানি শঙ্খটঙ্গণরামঠম্। শঠীতালীশমুস্তানি ধান্যজীরকসৈন্ধবম্।। ধাতক্যতিবিষা শুণ্ঠী গৃহধূমো হরীতকী। ভল্লাতকং তেজপত্রং জাতীফললবঙ্গকম্।। ত্বগেলা বালকং বিল্বং মেথী শক্রাশনং সমম্। ছাগীদুগ্ধেন বটিকা রসবৈদ্যেন কারিতা।। গহনানন্দনাথেন ভাষিতেয়ং রসায়নে। বটী গজেন্দ্রসংজ্ঞেয়ং শ্রীমতা লোকরক্ষণে।। গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি জ্বরাতিসারনাশিনী। বলবর্ণাগ্নিজননী সেবিতা চ চিরায়ুসে।। শূলগুল্মাম্লপিত্তাংশ কামলাঞ্চ হলীমকম্। কণ্ডুং কুষ্ঠং বিসর্পঞ্চ গুদভ্রংশং ক্রিমিং জয়েৎ।। মাষদ্বয়ীং বটীহ

খাদেচ্ছাগীদুগ্ধানুপানতঃ। বয়োঽগ্নিবলমাবীক্ষ্য যুক্ত্যা বা ক্রটিবর্দ্ধনম্।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খৈ, হিং, শঠী, তালীশপত্র, মুতা, ধনে, জীরা, সৈন্ধবলবণ, ধাইফুল, আতইচ, শুঁঠ, ঝুল, হরীতকী, ভেলা (অভাবে রক্তচন্দন), তেজপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, বালা, বেলশুঁঠ, মেথী ও সিদ্ধিবীজ প্রত্যেক সমভাগে গ্রহণ ও ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া ২ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ। ইহাতে গ্রহণী, জ্বরাতিসার, শূল, অম্লপিত্ত ও গুদভ্রংশ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। রোগীর বয়স ও অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া কিংবা যুক্তিপূর্ব্বক মাত্রাবৃদ্ধি করিবে।

স্বল্পগ্রহণীকপাটো রসঃ

দরদং গন্ধপাষাণং তুগাক্ষীর্য্যহিফেনকম্। তথা বরাটিকাভস্ম সর্ব্বং ক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ।।
রক্তিকাযুগ্মমানেন চ্ছায়াশুষ্কাং বটীং চরেৎ। গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি রক্তাতিসারমুল্বণম্।।

হিঙ্গুল, গন্ধক, বংশলোচন, অহিফেন ও কড়িভস্ম, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইবে এবং ছাগদুগ্ধে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী ও রক্তাতিসার রোগ প্রশমিত হয়।

বৃহদ্গ্রহণীকপাটো রসঃ

তারমৌক্তিকহেমানি সারশ্চৈকৈকভাগিকঃ। দ্বিভাগো গন্ধকঃ সূতস্ত্রিভাগো মর্দ্দয়েদিমান্।।
কপিত্থস্বরসৈর্গাঢ়ং মৃগশৃঙ্গে ততঃ ক্ষিপেৎ। পুটেন্মধ্যপুটেনৈব তত উদ্ধৃত্য মর্দ্দয়েৎ।।
বলারসৈঃ সপ্তধৈবমপামার্গরসৈস্ত্রিধা। লোধ্রপ্রতিবিষামুস্ত-ধাতকীন্দ্রযবামৃতাঃ।। প্রত্যেকমেষাং স্বরসৈর্ভাবনা স্যাৎ ত্রিধা ত্রিধা। মাত্রামাত্রো রসো দেয়ো মধুনা মরিচৈস্তথা।। হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং সর্ব্বজামপি। কপাটো গ্রহণীরোগে রসোঽয়ং বহ্নিদীপনঃ।।
সারো—লৌহঃ।

রূপা, মুক্তা, স্বর্ণ, লৌহ প্রত্যেক ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, পারদ ৩ ভাগ, এই সমুদায় কয়েতবেল পাতার রসে উত্তমরূপে মাড়িয়া হরিণশৃঙ্গের অভ্যন্তরে নিহিত করত গজপুটে পাক করিবে। পরে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া বেড়েলার রসে সাত বার এবং আপাং, লোধ, আতইচ, মুতা, ধাইফুল, ইন্দ্রযব ও গুলঞ্চ, ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ মাষা (২ রতি ব্যবহার) প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—মধু ও মরিচচূর্ণ। ইহা সেবন করিলে অতিসার, গ্রহণী প্রভৃতি রোগের শান্তি এবং অগ্নির দীপ্তি হয়।

অগস্তিসূতরাজো রসঃ

রসবলিসমভাগং তুল্যহিঙ্গুলযুক্তং দ্বিগুণকনকবীজং নাগফেনেন তুল্যম্। সকলবিহিতচূর্ণং ভাবয়েদ্ ভৃঙ্গনীরৈর্গ্রহণিজলধিশোষে সূতরাজো হ্যগস্তিঃ।।

কজ্জলী ১ ভাগ, হিঙ্গুল ১ ভাগ, ধুতূরাবীজ ২ ভাগ, অহিফেন ৪ ভাগ; এই সকল ভীমরাজ-রসে মর্দ্দন করিয়া গ্রহণী প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিবে।

অগ্নিসূনুরসঃ

ভাগো দগ্ধকপর্দ্দকস্য চ তথা শঙ্খস্য ভাগদ্বয়ং ভাগো গন্ধকসূতয়োর্মিলিতয়োঃ পিষ্ট্বা মরিচাদপি। ভাগস্য ত্রিতয়ং নিয়োজ্য সকলং নিম্বুরসে চূর্ণিতং নাম্না বহ্নিসূতো রসোঽয়মচিরান্মান্দ্যং জয়েদ্ দারুণম্।। ঘৃতেন খণ্ডাৎ সহ ভক্ষিতেন ক্ষীণান্ নরান্ হস্তিসমান্ করোতি। সমাগধীচূর্ণঘৃতেন লীঢ়া নরঃ প্রমুঞ্চেদ্ গ্রহণীবিকারান্।। শোথজ্বরারোচকশূলগুল্মান্ পাণ্ডূদরার্শোগ্রহণীবিকারান্। তক্রানুপানো জয়তি প্রমেহান্ যুক্ত্যা প্রযুক্তোঽগ্নিসুতো রসেন্দ্রঃ।।

কড়িভস্ম ১ ভাগ, শঙ্খভস্ম ২ ভাগ, কজ্জলী ১ ভাগ, মরিচচূর্ণ ৩ ভাগ, এই সকল কাগ্‌জী লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা অগ্নিমান্দ্যের মহৌষধ। ঘৃত ও চিনির সহিত ইহা সেবন করিলে ক্ষীণ মানব হস্তিতুল্য স্থূল ও বলবান হয়। গ্রহণীরোগে ছোট এলাইচের গুঁড়া ও ঘৃত অনুপানে প্রয়োগ করিবে। তক্র অনুপানের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে শোথ, জ্বর, অরোচক, শূল, গুল্ম, পাণ্ডু, উদর, অর্শঃ, গ্রহণী ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

অগ্নিকুমারো রসঃ

রসং গন্ধং বিষং ব্যোষং টঙ্গণং লৌহভস্মকম্। অজমোদাহিফেনঞ্চ সর্ব্বতুল্যং মৃতাভ্রকম্।। চিত্রকস্য কষায়েণ মর্দ্দয়েৎ যামমাত্রকম্। মরিচাভাং বটীং খাদেদজীর্ণং গ্রহণীং তথা। নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো গুহ্যমেতচ্চিকিৎসিতম্।।

পারদ, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, সোহাগার খৈ, লৌহ, বনযমানী, অহিফেন প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান অভ্র। চিতার ক্বাথে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া মরিচের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অগ্নিকুমার সেবনে অজীর্ণ ও গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়।

জাতীফলাদ্যা বটী

জাতীফলং টঙ্গণমভ্রকঞ্চ ধুস্তূরবীজং সমভাগচূর্ণম্। ভাগদ্বয়ং স্যাদহিফেনকস্য গন্ধালিকাপত্ররসেন মর্দ্দ্যম্।। চণপ্রমাণা বটিকা বিধেয়া মধুপ্রযুক্তাং গ্রহণীগদেষু। রোগেষু দদ্যাদনুপানভেদৈর্যুক্ত্যা বিদধ্যাদতিসারবৎসু।। সামেষু রক্তেষু সশূলকেষু পক্কেষ্বপক্কেষু গুদাময়েষু। পথ্যং সদধ্যোদনমত্র দেয়ং রসোত্তমোঽয়ং গ্রহণীকপাটঃ।।

জায়ফল ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, ধুতূরাবীজ ১ তোলা, অহিফেন ২ তোলা ; এই সমুদায় একত্র গন্ধভাদুলে পত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। গ্রহণীরোগে অনুপান—মধু। অতিসারযুক্ত অন্যান্য রোগে দোষ বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। পথ্য—দধি ও অন্ন।

জাতীফলাদ্যা বটিকা

বিশুদ্ধসূতস্য *চ গন্ধকস্য প্রত্যেকশো মাষচতুষ্টয়ন্তু। বিধায় শুদ্ধোপলপাত্রমধ্যে সুকজ্জলীং বৈদ্যবরঃ প্রযত্নাৎ।। জাতীফল[illegible]শাল্মলিবেষ্টমুস্তং সটঙ্গণং সাতিবিষং সজীরম্। প্রত্যেকমেষাং মরিচস্য শাণ-প্রমাণমেকং [illegible]সমাষকঞ্চ।। বিচূর্ণ্য সর্ব্বাণ্যবলোড্য পশ্চাদ্ বিভাবয়েৎ পত্রভবৈরমীষাম্।। ইন্দ্রাণিকেন্দ্রাশনকঃ সজম্বুঃ জয়ন্তিকা দাড়িমকেশরাজৌ।। অবিদ্ধকর্ণাপি

চ ভৃঙ্গরাজো বিভাব্য সম্যগ্ বটিকা বিধেয়া। কোলাস্থিমানা চ বহুপ্রকারং সামং নিহন্ত্যত্র যথানুপানম্।। কুর্য্যাদ্ বিশেষাদনলাবলম্বং কাসঞ্চ পঞ্চাত্মকমম্লপিত্তম্। ইয়ং নিহন্তি গ্রহণীং প্রবৃদ্ধাং মর্ত্ত্যস্য জীর্ণগ্রহণীমসাধ্যাম্।। চিরোদ্ভবাং সংগ্রহকোষ্ঠদুষ্টিং শোথং সমগ্রং গুদজানসাধ্যান্। আমানুবন্ধন্ত্বতিসারমুগ্রং জয়েদ্ ভৃশং যোগশতৈরসাধ্যম্।। বিবর্জ্জনীয়াস্ত্বিহ ভৃষ্টমৎস্যা মৎস্যাস্তথা পাণ্ডুরবর্ণ এব। রম্ভাফলং মূলমথৌদনঞ্চ বুধৈর্ব্বিধেয়ং ন কদাচিদত্র।। জাতীফলাদ্যা বটিকা বিধেয়া যশোহর্থিনো বৈদ্যবরস্য হৃদ্যা। অনেকসম্ভাবিতমর্ত্ত্যলোকা নানাবিধব্যাধিপয়োধিনৌকা।।

পারদ ৪ মাষা, গন্ধক ৪ মাষা (কেহ কেহ ইহার সহিত অভ্র ৪ মাষা দিতে বলেন) একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে জায়ফল, মোচরস, মুতা, সোহাগা, আতইচ, জীরা ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা, বিষ ১ মাষা, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া নিসিন্দাপত্র, সিদ্ধিপত্র, জামপত্র, জয়ন্তীপত্র, দাড়িমপত্র, কেশুরিয়াপত্র, আকনাদিপত্র ও ভৃঙ্গরাজপত্রের রসে ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া কুলের আঁটির ন্যায় বটিকা বান্ধিবে। ইহাতে গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনকালে ভাজা মৎস্য, পাণ্ডুরবর্ণ মৎস্য, রম্ভা, মূলা প্রভৃতি দ্রব্যসকল নিতান্ত অপথ্য জানিবে।

মহাগন্ধকম্, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরশ্চ

রসগন্ধকয়োঃ কর্ষং গ্রাহ্যমেকং সুশোধিতম্। ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা মৃদুপাকেন সাধয়েৎ।। জাত্যাঃ ফলং তথা কোষং লবঙ্গারিষ্টপত্রাকে। **এতেষাং কর্ষমাত্রেণ তোয়েন সহ মর্দ্দয়েৎ।। মুক্তাগৃহে পুনঃ স্থাপ্যং পুটপাকেন সাধয়েৎ। ঘনপঙ্কে বহির্লিপ্ত্বা পুটমধ্যে নিধাপয়েৎ।। গুঞ্জাষট্‌কপ্রমাণেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ। এতৎ প্রোক্তং কুমারাণাং রক্ষণায় মহৌষধম্।। জ্বরঘ্নং দীপনঞ্চৈব বলবর্ণপ্রসাদনম্। দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং জয়ত্যেব প্রবাহিকাম্।। সূতিকাঞ্চ জয়েদেতদপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতাম্। পিশাচা দানবা দৈত্যা বালানাং যে বিঘাতকাঃ।। যত্রৌষধবরস্তিষ্ঠেৎ তত্র সীমাং ত্যজন্তি তে। বালানাং গদযুক্তানাং স্ত্রীণাঞ্চাপি বিশেষতঃ। মহাগন্ধকমেতদ্ধি সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্। বিনাপাকেন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরোহয়ং প্রকীর্ত্তিতঃ।। রসগন্ধকয়োঃ প্রত্যেকং কর্ষঃ, জাতিফলাদীনামপি চতুর্ণাং প্রত্যেকং কর্ষঃ। কজ্জলীং জলেন পঙ্কবৎ কৃত্বা লৌহদর্ব্বিকায়াং স্বেদয়িত্বা ততঃ সর্ব্বমেকীকৃত্য জলেন পিষ্ট্বা একস্মিন মুক্তাগৃহে ঔষধং সংস্থাপ্য অপরেণাচ্ছাদ্য কদলীপত্রে বেষ্টয়িত্বা ঘনপঙ্কেন আলিপ্য করীষাগ্নের্মধ্যে সংস্থাপ্য যদা বহিরারক্ততা ভবেৎ তদৈবাকৃষ্য গ্রাহ্যঃ। যথাব্যাধ্যনুপানং, রক্তিকাং ষট্ খাদ্যাঃ। বালকানামুদরাময়াদাবতিপ্রশস্তম্।

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। ঐ কজ্জলী জলে গুলিয়া পঙ্কবৎ করিয়া লৌহপাত্রে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিবে এবং তাহার সহিত জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ ও নিম্বপত্র (কেহ কেহ ইহার সহিত নিসিন্দাপত্র ও এলাইচচূর্ণ প্রত্যেক ২ তোলা দিতে বলেন) প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। পশ্চাৎ এই ঔষধ একখানি ঝিনুকের মধ্যে স্থাপিত ও অপর একখানি ঝিনুক উহার উপরিভাগে আচ্ছাদিত করিয়া কদলীপত্রে বেষ্টন ও পঙ্ক দ্বারা লেপন করিয়া ঘুঁটের অগ্নিতে পুটপাক

*[illegible]

**[illegible]

দিবে। ঈষৎ রক্তবর্ণ হইলে অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা—৬ রতি পর্য্যন্ত। ব্যাধি অনুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণী, অতিসার, সূতিকারোগ, কাস, শ্বাস, বালরোগ ও জ্বর প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়। বিশেষতঃ ইহা বালকগণের উদরাময়াদি রোগে অত্যন্ত উপকার করে। এই ঔষধ পাক না করিয়া প্রস্তুত করিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নামে অভিহিত হয়।

শ্রীবৈদ্যনাথবটিকা

রসস্য শাণং সংগৃহ্য কাঞ্জিকেন তু শোধয়েৎ। চিত্রকস্য রসেনাপি ত্রিফলায়াশ্চ বুদ্ধিমান্।। রসার্দ্ধং গন্ধকং শুদ্ধং ভৃঙ্গরাজরসেন বা। দ্বাভ্যাং সংমূর্চ্ছনং কৃত্বা স্বরসৈঃ শাণসম্মিতৈঃ।। খল্লয়েৎ তু শিলাখণ্ডে ক্রমশো বক্ষ্যমাণজৈঃ। নির্গুণ্ডীমণ্ডূকীশ্বেতা-কুচেলাগ্রীষ্মসুন্দরৈঃ।। ভৃঙ্গাহ্বকেশরাজৈশ্চ জয়েন্দ্রাসনকেৎকটৈঃ। সর্ষপাভাং বটীং কৃত্বা দদ্যাৎ তাং গ্রহনীগদে।। সামবাতেঽগ্নিমান্দ্যে চ জ্বরে প্লীহোদরেষু চ। বাতশ্লেষ্মবিকারেষু তথা শ্লেষ্মগদেষু চ।। দধিমস্তু বিনিক্ষিপ্য মর্দ্দয়িত্বা যথাবলম্।। দাতব্যা গুড়িকাঃ সপ্ত রোগিণে গ্রহণীগদে। অম্লতক্রাদিসেবাস্তু কুর্ব্বীত স্বেচ্ছয়া বহু। শ্রীমতা বৈদ্যনাথেন লোকানুগ্রহকারিণা। স্বপ্নান্তে ব্রাহ্মণস্যেয়ং ভাষিতা লিখিতাপি চ।।

অর্দ্ধতোলা পারদ লইয়া কাঁজি, চিতার রস ও ত্রিফলার ক্বাথে শোধন করিয়া ভৃঙ্গরাজরসে শোধিত গন্ধক ২ মাষা উহার সহিত মিশ্রিত করিবে; পরে তাহা যথাক্রমে নিসিন্দা, থান্কুনী, শ্বেত অপরাজিতা, আক্নাদি, গিমা, ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, জয়ন্তী, সিদ্ধিপত্র ও ওক্ড়া প্রত্যেকের অর্দ্ধতোলা পরিমিত রসে মর্দ্দন করিয়া সর্ষপপ্রমাণ বটিকা করিবে। গ্রহণীরোগে একবারে ৭ বটিকা পর্য্যন্ত সেবনীয়। অনুপান—দধির মাত্। পথ্য—তক্রাদি। ইহা সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, জ্বর ও প্লীহা প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

খসর্পণ-বটী

পক্কেষ্টকাহরিদ্রাভ্যামাগারধূমকেন চ। শোধিতং পারদঞ্চৈব কর্ষার্দ্ধং তুলয়া ধৃতম্।। ভৃঙ্গরাজরসৈঃ শুদ্ধং গন্ধকং রসসম্মিতম্। দ্বাভ্যাং কজ্জলিকাং কৃত্বা ভাবয়েৎ তৎ তু ভেষজৈঃ।। সিন্ধুবারদলরসে মণ্ডূকপর্ণিকারসে। কেশরাজরসে চাপি গ্রীষ্মসুন্দরজে রসে।। রসেঽপরাজিতায়াশ্চ সোমরাজীরসে তথা। রক্তচিত্রকপত্রোত্থে রসে চ পরিভাবিতম্।। রসমানসমানেন চ্ছায়ায়াং শোষয়েদ্ ভিষক্। সর্ষপাভাশ্চ গুড়িকাঃ কারয়েৎ কুশলো ভিষক্। ততঃ সপ্ত বটীর্দদ্যাদ্ দধিমস্তুসমাপ্লুতাঃ। নিত্যং দধ্না চ ভোক্তব্যং কোষ্ঠদুষ্টিনিবৃত্তয়ে।। গ্রহণীমতিসারঞ্চ জ্বরদোষঞ্চ নাশয়েৎ। অগ্নিদার্ঢ্যকরং শ্রেষ্ঠমামপর্পটিকাহ্বয়ম্।।

ইষ্টকচূর্ণ, হরিদ্রাচূর্ণ ও ঝুল দ্বারা শোধিত পারদ ১ তোলা এবং ভৃঙ্গরাজের রসে শোধিত গন্ধক ১ তোলা একত্র মর্দ্দিত করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে নিসিন্দাপত্র, থান্কুনী, কেশুরিয়া, গিমা, অপরাজিতা, সোমরাজী ও রক্তচিতাপত্র, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা পরিমিত রসে ভাবনা দিয়া ছায়ায় শুষ্ক করত সর্ষপপ্রমাণ বটিকা করিবে। দধির মাতের সহিত ৭ বটী সেবনীয়। ইহাতে গ্রহণী, অতিসার ও জ্বর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। দধির সহিত অল্প ভোজন করিবে।

অথ শুদ্ধস্য সূতস্য গন্ধকস্যাভ্রকস্য চ। প্রত্যেকং কর্ষমানন্তু গ্রাহ্যং রসগুণৈষিণা।। ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা ব্যোষচূর্ণং প্রদাপয়েৎ। কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নির্গুণ্ডাশ্চিত্রকস্য চ।। গ্রীষ্মসুন্দরকস্যাথ জয়ন্ত্যাঃ স্বরসং তথা। মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ স্বরসং তথা শক্রাশনস্য চ।। শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ স্বরসং পর্ণসম্ভবম্। দাপয়েৎ তত্র তুল্যঞ্চ বিধিজ্ঞঃ কুশলো ভিষক্।। রসতুল্যং প্রদাতব্যং চূর্ণং মরিচসম্ভবম্। দেয়ং রসার্দ্ধভাগেন চূর্ণং টঙ্গণসম্ভবম্।। শুভে শিলাময়ে পাত্রে ঘর্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ। শুষ্কমাতপসংযোগাদ্ বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্।। কলায়পরিমাণান্তু খাদেৎ তান্তু প্রযত্নতঃ। দৃষ্ট্বা বয়শ্চাগ্নিবলং যথাব্যাধ্যনুপানতঃ।। হন্তি কাসং ক্ষয়ং শ্বাসং বাতশ্লেষ্মভবং রুজম্। পরং বাজীকরঃ শ্রেষ্ঠো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ।। জ্বরে চৈবাতিসারে চ সিদ্ধ এষ প্রয়োগরাট্। নাতঃ পরতরঃ শ্রেষ্ঠো বিদ্যতে হ্যভ্ররসায়নাৎ।। ভোজনে শয়নে পানে নাস্ত্যত্র নিয়মঃ ক্বচিৎ।। দধি চাবশ্যকং ভক্ষ্যং প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ।।

শুদ্ধরসকর্ষঃ ১, শুদ্ধগন্ধককর্ষঃ ১, কজ্জলীং কৃত্বা জারিতাভ্রকর্ষঃ ১, মরিচচূর্ণকর্ষঃ ১, টঙ্গণক্ষারতো ১, মিশ্রীকৃত্য কেশরাজাদীনাং স্বরসকর্ষঃ ১, ততশ্ছায়াশুষ্কাং বটীং কারয়েৎ।

পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত অভ্র ২ তোলা, ত্রিকটুচূর্ণ ২ তোলা, মরিচচূর্ণ ২ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, চিতা, গিমা, জয়ন্তী, থুলকুড়ি, সিদ্ধি, শ্বেত অপরাজিতা ও পাণ, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা পরিমিত রসে ভাবনা দিয়া এবং রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া মটরপ্রমাণ বটিকা করিবে। বয়স, অগ্নি, বল ও ব্যাধি বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। পথ্য—দধি প্রভৃতি। এই ঔষধ সেবন করিলে অতিসার, জ্বর, বাতশ্লেষ্মব্যাধি ও ক্ষয়কাস প্রভৃতি নানা উৎকট রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা শ্রেষ্ঠ বাজীকরণ।

গ্রহণীকপাটো রসঃ

গিরিজাভববীজকজ্জলীং পরিমর্দ্যার্দ্ররসেন শোষিতা। কুটজস্য তু ভস্মনা পুনর্দ্বিগুণেনাথ বিমর্দ্দ্য মিশ্রিতা।। মর্দ্দয়িত্বা প্রদাতব্যমস্য গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্। অজাক্ষীরেণ দাতব্যং ক্বাথেন কুটজস্য বা।। যূষং দেয়ং মসূরস্য বারি ভক্তঞ্চ শীতলম্। দধ্না সহ পুনর্দেয়ং গ্রাসাদৌ রক্তিকাদ্বয়ম্।। বর্দ্ধয়েদ্ দশপর্য্যন্তং হ্রাসয়েৎ ক্রমশস্তথা। নিহন্তি গ্রহণীং সর্ব্বাং বিশেষাৎ কুক্ষিমার্দ্দবম্।।

গন্ধক ও পারদের কজ্জলী আদার রসে মাড়িয়া শোষণ করিবে। পুনরায় দ্বিগুণ কুড়চিভস্মের সহিত মিশ্রিত করিবে। মর্দ্দিত হইলে ৪ গুঞ্জা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ কিংবা কুড়চির ক্বাথ। পথ্য—মসূরের যূষ, জল ও শীতল অন্ন। প্রথম গ্রাসে দধির সহিত ২ রতি পরিমাণে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এইরূপে ১০ রতি পর্য্যন্ত বাড়াইয়া ক্রমশঃ ২ রতি করিয়া কমাইবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার গ্রহণীরোগ উপশমিত হয়।

বিজয়া বটিকা

হাটকং রজতং তাম্রং যদাত্র পরিদীয়তে। বিজয়াখ্যা তু সা জ্ঞেয়া সর্ব্বরোগনিসূদনী।।

গ্রহণীকপাট রসে স্বর্ণ, রজত ও তাম্র দিলে বিজয়া বটিকা প্রস্তুত হয়। ইহা সর্ব্বরোগবিনাশক।

পীযূষবল্লীরসঃ

সূতকং গন্ধকঞ্চাভ্রং তারং লৌহং সটঙ্গণম্। রসাঞ্জনং মাক্ষিকঞ্চ শাণমেকং পৃথক্ পৃথক্।। লবঙ্গং চন্দনং মুস্তং পাঠা জীরকধান্যকম্। সমঙ্গাতিবিষা লোধ্রং কুটজেন্দ্রযবং ত্বচম্।। জাতীফলং বিশ্ববিল্বং কনকং দাড়িমচ্ছদম্। সমঙ্গা ধাতকীকুষ্ঠং প্রত্যেকং রসসম্মিতম্। ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকত্র কেশরাজরসৈঃ পুনঃ। চণকাভা বটী কার্য্যা চ্ছাগীদুগ্ধেন পেষিতা।। অনুপানং প্রদাতব্যং দগ্ধবিল্বসমং গুড়ম্। অতীসারং জ্বরং তীব্রং রক্তাতীসারমুল্বণম্।। গ্রহণীং চিরজাং হন্তি শোথং দুর্নামকং তথা। আমশূলবিবন্ধঘ্নং সংগ্রহগ্রহণীহরম্।। পিচ্ছামদোষং বিবিধং পিপাসাদাহরোগকম্। হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি-গুদভ্রংশং সুদারুণম্।। পক্কাপক্কমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্। কৃষ্ণারুণঞ্চ পীতঞ্চ মাংসধাবনসন্নিভম্।। প্লীহগুল্মোদরানাহং সূতিকারোগসঙ্করম। অসৃগ্দরং নিহন্ত্যেব বন্ধ্যানাং গর্ভদঃ পরঃ।। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ প্রমেহানপি বিংশতিম্। এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু মাসার্দ্ধেনাত্র সংশয়ঃ।। পীযূষবল্লী বটিকা অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতা পুরা। কশ্যপায় দদেত্বশ্বিভ্যাং ততঃ প্রাপ প্রজাপতিঃ।। ধন্বন্তরিস্ততঃ প্রাপ দৈবতানাং পতিস্ততঃ। পরম্পরাপ্রাপ্ত এষ রসস্ত্রৈলোক্যদুর্লভঃ।।

পারদ, গন্ধক, অভ্র, রৌপ্য, লৌহ, সোহাগা, রসাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, মুতা, আক্‌নাদি, জীরা, ধনে, বরাহক্রান্তা, আতইচ, লোধ, কুড়্চিছাল, ইন্দ্রযব, গুড়ত্বক্, জায়ফল, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, ধুতূরাবীজ, দাড়িমছাল, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল ও কুড় প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া কেশুরিয়ার রসে ভাবনা দিয়া এবং ছাগীদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া চণকবৎ বটিকা করিবে। বেলপোড়া ও গুড়ের সহিত সেবনীয়। ইহা রক্তাতিসার, গ্রহণী ও রক্তপ্রদরাদি নানা রোগে ব্যবস্থেয়।

শ্রীনৃপতিবল্লভঃ

জাতীফললবঙ্গাব্দ-ত্বগেলাটঙ্গরামঠম্। জীরকং তেজপত্রঞ্চ যমানীবিশ্বসৈন্ধবম্।। লৌহমভ্রং রসো গন্ধস্তাম্রং প্রত্যেকশঃ পলম্। মরিচং দ্বিপলং দত্ত্বা চ্ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ।। ধাত্রীরসেন বা পেষ্যং বটিকাঃ কুরু যত্নতঃ। শ্রীমদগহননাথেন বিচিন্ত্য পরিনির্ম্মিতঃ।। সূর্য্যবৎ তেজসা চায়ং রসো নৃপতিবল্লভঃ। অষ্টাদশবটীং খাদেৎ পবিত্রঃ সূর্য্যদর্শকঃ।। হন্তি মন্দানলং সর্ব্বমামদোষং বিসূচিকাম্। প্লীহগুল্মোদরাষ্ঠীলা-যকৃৎপাণ্ডুত্বকামলাম্।। হৃচ্ছূলং কণ্ঠশূলঞ্চ পার্শ্বশূলং তথৈব চ। কটিশূলং কুক্ষিশূলমানাহমস্তশূলকম্।। কাসশ্বাসামবাতাংশ্চ শ্লীপদং শোথমর্ব্বুদম্। গলগণ্ডং গণ্ডমালামম্লপিত্তঞ্চ গর্দ্দভীম্।। ক্রিমিকুষ্ঠানি দদ্রূণি বাতরক্তং ভগন্দরম্। উপদংশমতীসারং গ্রহণ্যর্শঃপ্রমেহকম্।। অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতং সুদারুণম্। জ্বরং জীর্ণং তথা পাণ্ডুং তন্দ্রালস্যং ভ্রমং ক্লমম্।। দাহঞ্চ বিদ্রধিং হিক্কাং জড়গদ্গদমূকতাম্। মূঢ়ঞ্চ স্বরভেদঞ্চ ব্রধ্নবৃদ্ধিবিসর্পকান্।। উরুস্তম্ভং রক্তপিত্তং গুদভ্রং-শারুচিং তৃষাম্। কর্ণনাসামুখোত্থাংশ্চ দন্তরোগাংশ্চ পীনসান্।। স্থৌল্যঞ্চ শীতপিত্তঞ্চ স্থাবরাদিবিষানি চ। বাতপিত্তকফোত্থাংশ্চ দ্বন্দ্বজান্ সান্নিপাতিকান্।। সর্ব্বানেব গদান্ হন্তি চণ্ডাংশুরিব পাপহা। বলবর্ণকরো হৃদ্য আয়ুষ্যো বীর্য্যবর্দ্ধনঃ। পরং বাজীকরঃ শ্রেষ্ঠঃ পটুদো মন্ত্রসিদ্ধিদঃ।। অরোগী দীর্ঘজীবী স্যাদ্ রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যতে। রসস্যাস্য প্রসাদেন বুদ্ধিমান্ জায়তে

নরঃ।।

জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, সোহাগার খৈ, হিঙ্গু, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, লৌহ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, তাম্র প্রত্যেক ১ পল, মরিচ ২ পল, এই অষ্টাদশ দ্রব্য ছাগদুগ্ধে বা আমলকীর রসে মাড়িয়া (অর্দ্ধ মাষা পরিমাণে) বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, শূল, কাস, শ্বাস, শোথ, ভগন্দর, উপদংশ ও গুল্ম প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত এবং বলবীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হয়।

বৃহন্নৃপবল্লভঃ

রসগন্ধকলৌহাভ্রং নাগং চিত্রং ত্রিবৃৎ সমম্। টঙ্গং জাতীফলং হিঙ্গু ত্বগেলাব্দলবঙ্গকম্।। তেজপত্রমজাজী চ যমানী বিশ্বসৈন্ধবম্। প্রত্যেকং তোলকং চূর্ণং তথা মরিচতারয়োঃ।। নিরুত্থকমৃতং হেম তথা দ্বাদশরক্তিকম্। আর্দ্রকস্য রসেনৈব ধাত্র্যাশ্চ স্বরসৈস্তথা।। ভাবয়িত্বা প্রদাতব্যো মাষদ্বয়প্রমাণতঃ। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় পথ্যং ভক্ষেদ্ যথোচিতম্।। অগ্নিমান্দ্যজীর্ণঞ্চ দুর্নামগ্রহণীং জয়েৎ। আমাজীর্ণপ্রশমনঃ সর্ব্বরোগনিসূদনঃ। নাশয়েদৌদরান্ রোগান্ বিষ্ণুচক্রমিবাসুরান্।।

গ্রন্থান্তরেঽস্য রাজবল্লভ ইতি সংজ্ঞা।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, সীসা, চিতামূল, তেউড়ীমূল, সোহাগার খৈ, জায়ফল, হিঙ্গু, গুড়ত্বক্, এলাইচ, মুতা, লবঙ্গ, তেজপত্র, জীরা, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, মরিচ ও রৌপ্য প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ১২ রতি; এই সমুদায় দ্রব্য আদার ও আমলকীর রসে ভাবনা দিয়া ২ মাষা (ব্যবহার অর্দ্ধ মাষা) প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহাতে গ্রহণী, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও সর্ব্বপ্রকার পেটের পীড়া বিনষ্ট হয়।

পূর্ণকলা বটিকা

রসং গন্ধং ঘনং লৌহং ধাতকীপুষ্পবিল্বকম্। বিষং কুটজবীজঞ্চ পাঠাজীরকধান্যকম্।। রসাঞ্জনং টঙ্গণঞ্চ শিলাজতু ফলং তথা। অভ্রাংশঞ্চ ফলং গ্রাহ্যং প্রত্যেকং তোলকত্রয়ম্।। ভেকপর্ণী পঞ্চমূলী বলা কঞ্চটদাড়িমম্। শৃঙ্গাটং কেশরো জম্বু দধিমস্তু জয়ন্তিকা।। কেশরাজং ভৃঙ্গরাজং প্রত্যেকং তোলকদ্বয়ম্। দ্বিমাষা বটিকা কার্য্যা তক্রেণ পরিসেবিতা।। ইয়ং পূর্ণকলা নাম গ্রহণীগদনাশিনী। শূলঘ্নী দাহশমনী বহ্নিদা জ্বরনাশিনী। ভ্রমচ্ছর্দ্দিচ্ছেদকরী সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ।।

পূর্ণকলাবটিকায়াং ঘনং মুস্তকম্। এষামভ্রান্তানাং প্রত্যেকং কর্ষমানম্। ফলং ত্রিফলা। তচ্চ প্রত্যেকং তোলকত্রয়মিতি। পঞ্চমূলী স্বল্পা পঞ্চমূলী।

পারদ, গন্ধক, মুতা, লৌহ, ধাইফুল, বিল্ব, বিষ, কুড়চিবীজ, আক্নাদি, জীরা, ধনে, রসাঞ্জন, সোহাগা, শিলাজতু ও অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা, ত্রিফলা প্রত্যেক ৩ তোলা, থান্কুনী, স্বল্পপঞ্চমূলী, বেড়েলা, কাঁচড়াদাম, দাড়িম, পানিফল, নাগকেশর, জাম, দধির মাত, জয়ন্তী, কেশুর্ত্তে, ভীমরাজ প্রত্যেক ২ তোলা; একত্র করিয়া ২ মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। অনুপান—তক্র। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী, শূল ও জ্বর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

বজ্রকপাটো রসঃ

পারদং গন্ধকঞ্চৈব অহিফেনং সমোচকম্। ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব সমমেকত্র কারয়েৎ।। ভঙ্গভৃঙ্গ-দ্রবৈশ্চৈতদ্ ভাবয়েচ্চ পুনঃপুনঃ। রক্তিত্রয়ং ততশ্চাস্য মধুনা সহ ভক্ষয়েৎ। অসাধ্যাং গ্রহণীং হন্তি রসো বজ্রকপাটকঃ।।

পারদ, গন্ধক, অহিফেন, মোচরস, ত্রিকটু, ত্রিফলা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত করিয়া সিদ্ধি ও ভীমরাজের রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। ৩ রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—মধু। ইহাতে অসাধ্য গ্রহণীরোগও উপশমিত হয়।

বড়বামুখো রসঃ

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মৃততাম্রাভ্রটঙ্গণম্। সামুদ্রঞ্চ যবক্ষারং সর্জ্জিসৈন্ধবনাগরম্।। অপামার্গস্য চ ক্ষারং পলাশবরুণস্য চ। প্রত্যেকং সূততুল্যং স্যাদম্লযোগেন মর্দ্দয়েৎ।। হস্তিশুণ্ডীদ্রবৈশ্চাগ্নৌ মর্দ্দয়িত্বা পুটেল্লঘু। মাষমাত্রঃ প্রদাতব্যো রসোঽয়ং বড়বামুখঃ। গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি সংগ্রহগ্রহণী জ্বরম্।

শোধিত পারদ, গন্ধক, মারিত তাম্র, অভ্র, সোহাগা, কর্‌কচলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, শুঁঠ এবং অপামার্গ, পলাশ ও বরুণের ক্ষার প্রত্যেক বস্তু পারদের সমান গ্রহণ করিয়া কাঁজিতে মর্দ্দিত করিবে। পরে হাতিশুঁড়ার রসে মর্দ্দন করিয়া লঘু পুট দিবে। পরিমাণ ১ মাষা পর্য্যন্ত। ইহাতে গ্রহণী, জ্বর ও সংগ্রহগ্রহণী উপশমিত হয়।

হংসপোট্টলী

দগ্ধকপর্দ্দকান্ পিষ্টা ত্র্যাষণং টঙ্গণং বিষম্। গন্ধকং শুদ্ধসূতঞ্চ তুল্যং জম্বীরজৈর্দ্রবৈঃ।। মর্দ্দয়েদ্ ভক্ষয়েন্মাষং মরিচাজ্যং লিহেদনু। নিহন্তি গ্রহণীরোগং পথ্যং তক্রৌদনঃ হিতম্।।

কড়িভস্ম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগা, বিষ, গন্ধক ও শোধিত পারদ সমভাগ, একত্র পেষণ করিয়া জম্বীররসে মর্দ্দিত করিবে। ১ মাষা প্রমাণ বটিকা। ঔষধ সেবনান্তে মরিচচূর্ণ ও ঘৃত একত্র লেহন করিবে। পথ্য—তক্র ও অন্ন। ইহাতে গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়।

গ্রহণীবজ্রকপাটঃ

সূতং গন্ধং যবক্ষারং জয়ন্ত্যগ্রাভ্রটঙ্গণম্। জয়ন্তীভৃঙ্গজম্বীর-দ্রবৈঃ পিষ্টা দিনত্রয়ম্।। যামার্দ্ধং গোলকং স্বেদ্যং মন্দেন পাবকেন চ। শীতে জয়ারসসমৈঃ শাম্মলীবিজয়াদ্রবৈঃ।। ভাবয়েৎ সপ্তধা বজ্র-কপাটঃ স্যাদ্ রসোত্তমঃ। মাষদ্বয়ং ত্রয়ং বাসা মধুনা গ্রহণীং জয়েৎ।।

পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, গণিয়ারি, বচ, অভ্র, সোহাগার খৈ, এই সকল দ্রব্য জয়ন্তী, ভীমরাজ ও জম্বীরের রসে তিন দিন পেষণ করিয়া গোলক প্রস্তুত এবং তাহা লৌহপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক শরা ঢাকা দিয়া মুখ রুদ্ধ করিবে। পরে অর্দ্ধ প্রহর কাল অল্প অগ্নিতে স্বেদ দিবে। শীতল হইলে সিদ্ধিপত্র, শিমূল ও হরীতকীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। ২ মাষা বা ৩ মাষা পরিমাণে মধুসহ সেব্য। এই ঔষধ সেবনে গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়।

শম্বুকাদি-বটিকা

দগ্ধশম্বুকসিন্ধূত্থং তুল্যং ক্ষৌদ্রেণ মর্দ্দয়েৎ। নিষ্কেকেণ নিহন্ত্যাশু বাতসংগ্রহণীগদম্।।

দগ্ধ শামুক ও সৈন্ধবলবণ সমান ভাগ করিয়া মধুর সহিত মর্দ্দন করিবে। ৪ মাষা পরিমাণ বটী করিয়া সেবন করিলে বাতসংগ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়।

রাজবল্লভো রসঃ

জাতীফললবঙ্গাব্দ-ত্বগেলা টঙ্গরামঠম্। জীরকং তেজপত্রঞ্চ যমানী বিশ্বসৈন্ধবম্।। লৌহমভ্রং সতাম্রঞ্চ রসগন্ধকমেব চ। মরিচং ত্রিবৃতং রূপ্যং প্রত্যেকং দ্বিপলোন্মিতম্।। ধাত্রীরসে বটীং কুর্য্যাদ্ দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ। হন্তি শূলং তথা গুল্মমামবাতং সুদারুণম্।। হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ চক্ষুঃশূলং হলীমকম্। শিরঃশূলং কটীশূলমানাহমষ্টশূলকম্।। ক্রিমিকুষ্ঠানি দদ্রূণি বাতরক্তং ভগন্দরম্। উপদংশমতীসারং গ্রহণ্যর্শঃপ্রবাহিকাম্। নৃপবল্লভরাজোঽয়ং মহেশেন প্রকাশিতঃ।।

জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, সোহাগার খৈ, হিঙ্গু, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, লৌহ, অভ্র, তাম্র, পারদ, গন্ধক, মরিচ, তেউড়ী ও রূপা প্রত্যেক ২ পল পরিমাণে গ্রহণ ও আমলকীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে গুল্ম, আমবাত, শূল, ক্রিমি, কুষ্ঠ, দদ্রু, ভগন্দর, উপদংশ, অতিসার, অর্শঃ ও গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হয়।

মহারাজনৃপবল্লভঃ

মাক্ষিকং লৌহমভ্রঞ্চ বঙ্গং রজতহাটকম্। গ্রন্থির্যমানিকা চোচং তাম্রং নাগরটঙ্গণম্।। সৈন্ধবং বালকং মুস্তং ধন্যাকং গন্ধকং রসম্। শৃঙ্গী কর্পূরকঞ্চৈব প্রত্যেকং মাষকোন্মিতম্।। মাষদ্বয়ং রামঠং স্যান্মরিচানাং চতুষ্টয়ম্। জাতিকোষং লবঙ্গঞ্চ পত্রঞ্চ তোলকোন্মিতম্।। নাভিশঙ্খং বিড়ঙ্গঞ্চ শাণং মাষদ্বয়ং বিষম্। কর্ষষট্কং সত্রিমাষং সূক্ষ্মৈলানাং ততঃ ক্ষিপেৎ।। বিড়ং কর্ষদ্বয়ং সর্ব্বং ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ। চতুর্গুঞ্জামিতং খাদেৎ সানাহগ্রহণীং জয়েৎ।। শম্ভুনা নির্ম্মিতো হ্যেষ পূর্ব্ববদ্ গুণকারকঃ। নাম্না মহারাজপূর্ব্বো নৃপবল্লভ উচ্যতে।।

স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, রৌপ্য, স্বর্ণ, পিপুলমূল, যমানী, দারুচিনি, তাম্র, শুঁঠ, সোহাগার খৈ, সৈন্ধবলবণ, বালা, মুতা, ধনে, গন্ধক, পারদ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও কর্পূর প্রত্যেক দ্রব্য ১ মাষা, হিঙ্গু ২ মাষা, মরিচচূর্ণ ৪ মাষা, জয়িত্রী, লবঙ্গ ও তেজপত্র প্রত্যেক ১ তোলা, শঙ্খনাভি ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, বিষ ২ মাষা, ছোট এলাইচ ১২ তোলা ৩ মাষা, বিট্‌লবণ ৪ তোলা ; এই সমস্ত দ্রব্য ছাগীদুগ্ধে পেষণ করিয়া ৪ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। শম্ভুনির্ম্মিত এই মহারাজনৃপবল্লভ রস সেবন করিলে আনাহযুক্ত গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়। ইহা রাজবল্লভরসের ন্যায় গুণকারক।

মহারাজনৃপতিবল্লভরসঃ

কর্ষত্রয়ং মৃতং কান্তং মৃতাভ্রং মৃততাম্রকম্। মৃতং তারং মাক্ষিকঞ্চ কর্ষং কর্ষং প্রদাপয়েৎ।। মৃতং স্বর্ণং মৃতং তারং টঙ্গণং শৃঙ্গমেব চ। বসিরং দন্তীমূলঞ্চ মরিচং তেজপত্রকম্।। যমানী বালকং মুস্তং শুণ্ঠকঞ্চ সধান্যকম্। সিন্ধূত্তবং সকর্পূরং বিড়ঙ্গং চিত্রকং বিষম্।। পারদং গন্ধকঞ্চৈব তোলমানং প্রদাপয়েৎ। তোলদ্বয়ং ত্রিবৃচ্চূর্ণং লবঙ্গং তচ্চতুর্গুণম্।। জাতীকোষফলঞ্চৈব বরাঙ্গকন্ত তৎসমম্। ভাবনা চ প্রদাতব্যা ছাগীদুগ্ধেন সপ্তধা।। মাতুলুঙ্গ রসৈঃ পশ্চাদ্ ভাবয়েৎ সপ্তবারকম্। ছায়াশুষ্কাং বটীং কৃত্বা ভক্ষয়েৎ দশরক্তিকাম্।। মন্দানলং সংগ্রহণীং প্রবৃদ্ধামামানুবন্ধং ক্রিমিপাণ্ডুরোগম্। ছর্দ্দ্যম্লপিত্তং হৃদয়াময়ঞ্চ গুল্মোদরপ্লীহ ভগন্দরঞ্চ।। অর্শাংসি বৈ পিত্তকৃতানশেষান্ সোমং সশূলাষ্টকমেব হন্তি। সাজীর্ণবিষ্টম্ভবিসর্পদাহং বিলম্বিকাঞ্চাপ্যলসং প্রমেহম্।। কুষ্ঠান্যশেষাণি চ কাসশোষং হন্যাৎ সশোথং জ্বরমূত্রকৃচ্ছ্রম্।।

কান্তলৌহ ৬ তোলা, অভ্র, তাম্র, মুক্তা ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণ, রৌপ্য, সোহাগা, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, গজপিপ্পলী, দন্তীমূল, মরিচ, তেজপত্র, যমানী, বালা, মুতা, শুঁঠ, ধনে, সৈন্ধবলবণ, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, চিতা, বিষ, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, তেউড়ীচূর্ণ ২ তোলা, লবঙ্গ ৮ তোলা, জৈত্রী ৮ তোলা, জায়ফল ৮ তোলা ও দারুচিনি ৮ তোলা, মিলিত এই সমস্ত দ্রব্যের অর্দ্ধেক বিট্‌লবণ এবং বিট্‌লবণ-সহ উক্ত সমস্ত দ্রব্যের সমান ছোট এলাচের গুঁড়া একত্র করিয়া ছাগীদুগ্ধে ৭ বার ও ছোলঙ্গ লেবুর রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। ১০ রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে মন্দাগ্নি, আমানুবন্ধ সংগ্রহণী রোগ, ক্রিমি, পাণ্ডুরোগ, হৃদ্রোগ, অম্লপিত্ত, বমন, প্লীহা, ভগন্দর, অর্শঃ প্রভৃতি বহুবিধ রোগ নিবারিত হয়।

দুগ্ধবটী

রসং গন্ধং বিষং তাম্রং গগনং লৌহতালকম্। হিঙ্গুলং শাল্মলীক্ষারমহিফেনং সমাংশকম্।। যবার্দ্ধবটিকা কার্য্যা দুগ্ধেন সহ দাপয়েৎ। গোদুগ্ধং সর্ব্বদা পথ্যং শোধিতং সৈন্ধবং জলম্।। হন্তি শোথং তথাত্যুগ্রং গ্রহণীঞ্চ সুদারুণাম্। জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সদ্য এব ন সংশয়ঃ।।

পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, তাম্র, অভ্র, লৌহ, হরিতাল, হিঙ্গুল, শিমুলক্ষার ও অহিফেন, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া দুগ্ধ দিয়া মর্দ্দন করত অর্দ্ধযব পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহা দুগ্ধসহ সেবনে প্রবল শোথ, সুদারুণ গ্রহণীরোগ ও অষ্টবিধ জ্বর নিবারিত হয়। ঔষধ সেবনকালে জলপান নিষিদ্ধ। রোগির পিপাসা হইলে গব্যদুগ্ধ পান করিতে দিবে। যদি লবণ ও জল দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সৈন্ধবলবণ কেশুরিয়া রসে ভর্জ্জিত করিয়া ও জল উষ্ণ করিয়া অল্প পরিমাণে সেবন করিতে দিবে।

দুগ্ধবটী (মতান্তরে)

অমৃতং ভানুভাগঞ্চ তৎসমমহিফেনকম্। তর্দদ্ধং কান্তলৌহঞ্চ সর্ব্বাদ্ দ্বিগুণমভ্রকম্।। দুগ্ধেন বটিকাং কৃত্বা দ্বিগুঞ্জা চ প্রমাণতঃ। দুগ্ধেন চ সদা ভক্ষ্যা প্রাতঃকালে বিশেষতঃ।। গ্রহণীং চিরজাং হন্তি সশোথং বিষমজ্বরম্। অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তমম্লপিত্তং নিহন্ত্যলম্।।

মিঠাবিষ ১২ ভাগ, অহিফেন ১২ ভাগ, কান্তলৌহ ৬ ভাগ, এই সকলের দ্বিগুণ অভ্র ; ইহাদিগকে দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটী দুগ্ধ দিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিতে হয়। ইহাতে বহুদিনের গ্রহণীরোগ, শোথ, বিষমজ্বর ও অম্লপিত্ত নিবারিত এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

লৌহপর্পটী

সমৌ গন্ধরসৌ কৃত্বা কজ্জলীকৃত্য যত্নতঃ। শুদ্ধলৌহস্য চূর্ণন্তু রসতুল্যং প্রদাপয়েৎ।। একীকৃত্য ততো যত্নাল্লৌহপাত্রে প্রমর্দ্দিতম্। ঘৃতপ্রলিপ্তদর্ব্ব্যান্তু স্বেদয়েদ্ মৃদুনাগ্নিনা।। দ্রবীভূতং সমাহৃত্য ঢালয়েৎ কদলীদলে। চূর্ণীকৃত্য সুখার্থায় পথ্যভুগ্‌ভিঃ প্রসেব্যতে।। শীতোদকানুপানং বা ক্কাথং বা ধান্যজীরয়োঃ। রক্তিকৈকাং সমারভ্য বর্দ্ধয়েদ্ রক্তিকাং ক্রমাৎ।। সপ্তাহং বা দ্বয়ং বাপি যাবদারোগ্যদর্শনম্। সূতিকাঞ্চ জ্বরঞ্চৈব গ্রহণীমতিদুস্তরাম্।। আমশূলাতিসারাংশ্চ পাণ্ডুরোগং সকামলম্। প্লীহানমগ্নিমান্দ্যঞ্চ ভস্মকঞ্চ তথৈব চ।। আমবাতমুদাবর্ত্তং কুষ্ঠান্যষ্টাদশৈব তু। এবমাদীংস্তথা রোগান্ গরাণি বিবিধানি চ।। হন্ত্যনেন প্রয়োগেণ বপুষ্মান্ নির্ম্মলঃ সুখী। জীবেদ্ বর্ষশতং পূর্ণং বলীপলিতবর্জ্জিতঃ।। ভোজনং রক্তশালীনাং ত্যক্ত্বা শাকং বিদাহি চ। আমবাতপ্রকোপঞ্চ চিন্তনং মৈথুনং তথা। প্রাতরুত্থায় সংসেব্যা বিধিনায়ুঃপ্রবর্দ্ধিনী।।

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, একত্র কজ্জলী করত তাহার সহিত ২ তোলা লৌহ মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে কোন লৌহপাত্রে ঘৃত মাখাইয়া তাহাতে কজ্জলী স্থাপন করিয়া মৃদু অগ্নিতে স্বেদিত করিবে। দ্রবীভূত হইলে কদলীপত্রে ঢালিয়া পূর্ব্ববৎ পর্পটী প্রস্তুত করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া লইবে। ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ ১ রতি করিয়া মাত্রা বর্দ্ধিত করিবে। ১ সপ্তাহ বা ২ সপ্তাহ পর্য্যন্ত অর্থাৎ আরোগ্যলাভ পর্য্যন্ত সেবনীয়। অনুপান—শীতল জল অথবা ধনে ও জীরার ক্কাথ। ঔষধ সেবনকালে বিদাহী ও শাকাদি দ্রব্য এবং চিন্তা ও মৈথুন প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। লৌহপর্পটী সেবন করিলে গ্রহণীরোগ, সূতিকা, অতিসার, পাণ্ডুরোগ, কামলা, অগ্নিমান্দ্য ও ভস্মক প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

স্বর্ণপর্পটী

রসোত্তমং পলং শুদ্ধং হেম তোলকসংযুতম্। শিলায়াং মর্দ্দয়েৎ তাবদ্ যাবদেকত্বমাগতম্।। গন্ধকস্য পলঞ্চৈকময়ঃপাত্রে ততো দৃঢ়ে। মর্দ্দয়েদ্ দৃঢ়পাণিভ্যাং যাবৎ কজ্জলতাং ব্রজেৎ।। ততঃ পাকবিধানজ্ঞঃ পর্পটীং কারয়েৎ সুধীঃ। রক্তিকাদিক্রমেণৈব যোজয়েদনুপানতঃ।। গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি যক্ষ্মাণঞ্চ বিশেষতঃ। শূলমষ্টবিধং হন্তি বৃষ্যা সর্ব্বরুজাপহা।।

পারদ ৮ তোলা ও স্বর্ণ ১ তোলা একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া একীভূত করিবে। পরে উহার সহিত গন্ধক ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পশ্চাৎ যথাবিধি পাক করিয়া পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি করিবে। ইহাতে গ্রহণীরোগ, যক্ষ্মা ও শূল প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

পঞ্চামৃতপর্পটী

অষ্টৌ গন্ধকতোলকা রসদলং লৌহং তদর্দ্ধং শুভং লৌহার্দ্ধঞ্চ বরাভ্রকং সুবিমলং তাম্রং তথাভ্রার্দ্ধিকম্। পাত্রে লৌহময়ে চ মর্দ্দনবিধৌ চূর্ণীকৃতঞ্চৈকতো দর্ব্ব্যা বাদরবহ্নিনাতিমৃদুনা পাকং বিদিত্বা দলে।। রম্ভায়া লঘু ঢালয়েৎ পটুরিয়ং পঞ্চামৃতা পর্পটী খ্যাতা ক্ষৌদ্রঘৃতান্বিতা প্রতিদিনং গুঞ্জাদ্বয়ং বৃদ্ধিতঃ। লৌহে মর্দ্দনযোগতঃ সুবিমলং ভক্ষ্যক্রিয়ালৌহবদ্ গুঞ্জাষ্টাবথবা ত্রিকং ত্রিগুণিতং সপ্তাহমেবং ভজেৎ।। নানাবর্ণগ্রহণ্যামরুচিসমুদয়ে দুষ্টদুর্নামকাদৌ ছর্দ্দ্যাং দীর্ঘাতিসারে জ্বরভবকসিতে রক্তপিত্তে ক্ষয়েঽপি। বৃষ্যাণাং বৃষ্যরাজ্ঞী বলিপলিতহরা নেত্ররোগৈকহন্ত্রী তুন্দং দীপ্তস্থিরাগ্নিং পুনরপি নবকং রোগিদেহং করোতি।।
(রসদলং গন্ধকার্দ্ধমিত্যর্থঃ। দীর্ঘাতিসারে চিরোত্থিতাতিসারে।)

গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, তাম্র অর্দ্ধ তোলা, এই পাঁচ দ্রব্য একত্র লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া অপর লৌহপাত্রে (হাতা প্রভৃতিতে) স্থাপনপূর্ব্বক কুলকাষ্ঠের মৃদু অগ্নিতে পাক করত কদলীপত্রে ঢালিয়া যথাবিধি পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে পঞ্চামৃতপর্পটী কহে। মাত্রা—২ রতি। লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া সেবনীয়। অনুপান—ঘৃত ও মধু। প্রতিদিন মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ৮-৯ রতি পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিবে। ১ সপ্তাহ সেবন করিলে নানাবিধ গ্রহণীরোগ, অরুচি, বমি, দীর্ঘকালোৎপন্ন অতিসার ও নেত্ররোগ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া নষ্ট হয়।

রসপর্পটী

শ্রীবিন্ধ্যবাসিপাদান্ নত্বা ধন্বন্তরিঞ্চ সুরভিষজম্। রসগন্ধকপর্পটিকা-পরিপাটীপাটবং বক্ষ্যে।। মগ্নং রসে জয়ন্ত্যাঃ পশ্চাদেরণ্ডসম্ভূতে। আর্দ্রকরসে সূতং চ পত্রস্বরসেন কাকমাচ্যাশ্চ।। মগ্নমৃদিতানুপূর্ব্ব্যা মর্দ্দনশুষ্কং করেণ গৃহ্নীয়াৎ। প্রস্তরভাজনমধ্যে শুদ্ধিরিয়ং পারদস্যোক্তা।। শুকপুচ্ছসমচ্ছায়ো নবনীতসমদ্যুতিঃ। মসৃণঃ কঠিনং স্নিগ্ধঃ শ্রেষ্ঠো গন্ধক ইষ্যতে।। কৃত্বা ভদ্রং গন্ধকমতিকুশলঃ ক্ষুদ্রতণ্ডুলাকারম্। তদ্ ভৃঙ্গরাজরসৈরনন্তরং ভাবয়েৎ পাত্রে। তদনু চ শুষ্কং কুর্য্যাৎ ধূলিসমানঞ্চ সপ্তধা রৌদ্রে। তদনু চ শুষ্ঠং চূর্ণং কৃত্বা বিন্যস্য লৌহিকামধ্যে।। নির্দ্ধূমমবদরকাষ্ঠাঙ্গারে ন্যস্তং বিলাপ্য তৈলসমম্। পাত্রস্থিতভৃঙ্গরাজরসমধ্যে ঢালয়েন্নিপুণঃ।। তস্মিন্ প্রবিষ্টমাত্রং কঠিনত্বং যাতি গন্ধকচূর্ণম্। পুনরপি রৌদ্রে শুষ্কং কেতকরজসা সমানতাং নীতম্।। শুদ্ধে সূতে শোধিতগন্ধকচূর্ণেন তুল্যতা কার্য্যা। তাবন্মর্দ্দনমনয়োর্যাবন্ন কণোঽপি দৃশ্যতে সূতে।। পশ্চাৎ কজ্জলসদৃশং চূর্ণং লৌহীস্থিতং যত্নেন। নির্দ্ধূমবদরকাষ্ঠাঙ্গারে ন্যস্য বিলাপ্য তৈলসমম্।। সদ্যো-গোময়নিহিতে কদলদলে ঢালয়েন্মৃদুনি। লৌহীস্থিতমবশিষ্টং কঠিনং তন্ন গৃহীতব্যম্।। পশ্চাৎ পর্পটীরূপা পর্পটীকা কীর্ত্ততে লোকৈঃ।। ময়ূরচন্দ্রিকাকারং লিঙ্গং যত্র তু দৃশ্যতে। তত্র সিদ্ধং বিজানীয়াদ্ বৈদ্যো নৈবাত্র সংশয়ঃ।। সমুদিতপাত্রে ভরণাবদনীয়াপর্পটী মনুজৈঃ। জীরকগুঞ্জে হিঙ্গোরর্দ্ধং খাদেচ্চ বাতলে জঠরে।। জীরকহিঙ্গো রসেন ত্বনুপানং সলিলধারয়া কার্য্যম্। রসগন্ধকপর্পটিকা ভক্ষণমাত্রেণ তু নাম্ভসঃ পানম্।। প্রথমং গুঞ্জাযুগলং প্রতিদিনমেকৈকবৃদ্ধিতো ভক্ষ্যাম্। দশগুঞ্জাপরিমাণান্নাধিকমদনীয়মেকবিংশতিদিনানি।। বাতাতপকোপমনশ্চিন্তনমাহারসময়বৈষম্যম্। ব্যায়ামশ্চায়াসঃ স্নানং ব্যাখ্যানমহিতমত্যন্তম্।। পাকে স্তোকং সর্পির্জীরকধন্যাকবেশবারৈশ্চ। সিন্ধূদ্ভবেন রন্ধনমোদনধান্যানি শালয়ো

ভক্ষ্যাঃ।। কৃষ্ণং বাতিঙ্গলফলমবিদ্ধকর্ণা চ বাস্তূকম্। অক্ষতমুদ্গাঃ সহিতঃ নালদলসহিতং পটোলঞ্চ।। ক্রমুকফলশৃঙ্গবেরৌ ভক্ষ্যৌ শাকেষু কাকমাচী চ। লাবকবর্ত্তকতিত্তিরিময়ূরমাংসঞ্চ হিতকরং ভবতি।। মদ্‌গুররোহিতমীনাবদনীয়ৌ কৃষ্ণমৎস্যাশ্চ। নীরক্ষীরং ব্যঞ্জনমদনীয়ং পক্কদলঞ্চ।। রম্ভাফলদলবল্কলমূলানাং বর্জ্জনং কার্য্যম্। তিক্তং নিম্বাদিকমপি নাদ্যং নোষ্ণং তথান্নঞ্চ।। আনুপমাংসজলচরপতত্রিপলঞ্চ সর্ব্বথা ত্যাজ্যম্। স্ত্রীণাং সম্ভাষণমপি গড়কশ্চ কৃষ্ণমৎস্যেষু।। নাম্লং ন দধি শাকং পর্পট্যা ভক্ষণে ভক্ষ্যম্। গুড়খণ্ডশর্করাদিক ইক্ষুবিকারো ন ভক্ষ্য ইক্ষুশ্চ। ন দলং ন ফলং ন লতাপ্যদনীয়া কারবেল্লস্য।। স্তোকং ঘৃতমিহ ভক্ষ্যং পথ্যে সাকাঙ্ক্ষমুত্থানম্। ক্ষুৎপীড়ায়াং ভোজনমবশ্যকার্য্যং মহানিশায়াঞ্চ।। সমজলমিশ্রং পক্বং ক্ষীরং যদ্বাধিকজলপক্কঞ্চ। কথমপি ভোজনসময়াতিক্রমজাতে জ্বরে বিরেকে চ।। বমনে চ নারিকেলসলিলং দুগ্ধং পাতব্যম্। স্বপ্নে জাতে রমিতে বিরেকতঃ ক্ষীরমেব পাতব্যম্।। ন জ্ঞায়তে বুভুক্ষা লক্ষ্যা প্রতীয়তে যদি বা। অশক্তিঝিনিঝিনিমস্তকশূলাদ্যৈর্নূনমবধার্য্যা।। কিং বহু বাচ্যং রোগী যদা ভবতি সাকাঙ্ক্ষঃ। পায়য়িতব্যং দুগ্ধং তদা তদা নির্ভয়ীভূয়।। বিহিতাকরণে চাস্যমবিহিতকরণে চ রোগাদ্যন্নানাম্। ব্যাপত্তয়োঽপি বহুধা দৃষ্টাঃ প্রামাণিকৈর্বহুশঃ।। তস্মাদবধাতব্যং ভবিতব্যং ভোজনে নিপুণৈঃ। এবমিয়ং ক্রিয়মাণা ভবতি শ্রেয়স্করী নিয়তম্।। অর্শোরোগং গ্রহণীং সামাং শূলাতিসারৌ চ। কামলপাণ্ডুব্যাধিং প্লীহানঞ্চাতিদারুণং হন্তি।। গুল্মজলোদরভস্মকরোগং হন্ত্যামবাতাংশ্চ। অষ্টাদশৈব কুষ্ঠান্যশেষশোথাদিরোগাংশ্চ।। ইয়মম্লপিত্তশমনী ত্রিদোষদমনী ক্ষুধাতিকমনীয়া। অগ্নিং নিমগ্নমুদরে জ্বালাজটিলং করোত্যাশু।। রসগন্ধকপর্পটিকা ত্বপবার্য্য ব্যাধিসঙ্ঘাতম্। বলীপলিতশূন্যং পুরুষং দীর্ঘায়ুষং কুরুতে।। ব্যাধিপ্রভাবহরণাদপমৃত্যুত্রাসনাপকরণাচ্চ। মর্ত্ত্যানামমৃতঘটী রসগন্ধকপর্পটী জয়তি।। শম্ভুং প্রণম্য ভক্ত্যা পূজাং কৃত্বা চ বিষ্ণুচরণাব্জে। রসগন্ধকপর্পটিকা ভক্ষ্যা তেনাতিসিদ্ধিদা ভবতি।। নৃণাং সরুজাং ধ্রুবমিয়মারোগ্যং সততশীলিতা কুরুতে। শ্রীবৎসাঙ্কবিনির্ম্মিতা সম্যগ্রসপর্পটী শ্রেষ্ঠা।। উক্তমেব হি কর্ত্তব্যং নানারাগতয়া তথা। ঔষধক্রিয়য়ৈবাত্র কর্ত্তব্যা চোত্তরক্রিয়া।। প্রত্যবায়বিনাশার্থং ক্ষেত্রপালবলিং ন্যসেৎ। কৃতমঙ্গলক প্রাতর্যোগিনীনামত পরম্।।

অত্র পারদস্য নৈসর্গিকদোষত্রয়শোধনঞ্চাবশ্যং কার্য্যম্।

যদুক্তম্—

মলশিখিবিষনামানো রসস্য নৈসর্গিকা দোষাঃ। মূর্চ্ছাং মলেন কুরুতে শিখিনা দাহং বিষেণ হিক্কাঞ্চ।। গৃহকন্যা হরতি মলং ত্রিফলা বহ্নিং চিত্রকশ্চ বিষম্। তস্মাদেভির্বারান্ সংমূর্চ্ছয়েৎ সপ্ত সপ্তৈব।। ইতি

গৃহকন্যা ঘৃতকুমারী, তস্যা দলরসেন খল্লনম্। ত্রিফলায়াঃ চূর্ণেন খল্লনম্। চিত্রকস্য পত্ররসেন মূর্চ্ছনম্। তদৈব নৈসর্গিকদোষাপহারানন্তরং জয়ন্ত্যাদিদ্রব্যচতুষ্টয়রসেন মূর্চ্ছনমধিগন্তব্যম্।

পর্পটীক্রিয়ার প্রথমে পারদের মলদোষ, বহ্নিদোষ ও বিষদোষ নিবারণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। তাহার প্রণালী এই—৮ তোলা পারদ লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিতে হয়, ইহাতে পারদের মলদোষ দূরীকৃত হয়; এইরূপ ত্রিফলাচূর্ণের সহিত মর্দ্দনে বহ্নিদোষ এবং চিতাপাতার রসে মর্দ্দন করিলে বিষদোষ নিবৃত্ত হয়। পরে যথাক্রমে জয়ন্তীপত্র, এরণ্ডপত্র,

আর্দ্রক ও কাকমাচীপত্রের রসে মগ্ন করিয়া ক্রমাগত মর্দ্দন দ্বারা ঐ রসসকল শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। এই পারদ পর্পটীক্রিয়ায় ব্যবহার্য্য। ইহার সহিত গন্ধক মিশ্রিত করিতে হয়। যে গন্ধক শুকপুচ্ছের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, নবনীতের ন্যায় দীপ্তিশালী, চিক্কণ, কঠিন ও স্নিগ্ধ, তাহাই শ্রেষ্ঠ। ঐরূপ ৮ তোলা গন্ধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তণ্ডুলাকার করিয়া ভৃঙ্গরাজরসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ও রৌদ্রে শুষ্ক করত ধূলিবৎ চূর্ণিত করিতে হয়। পরে ঐ গন্ধক লৌহপাত্রে স্থাপন করিয়া ধূমরহিত কুল-কাষ্ঠের অঙ্গারে গলাইয়া ভৃঙ্গরাজরসে নিক্ষেপ করিবে। নিক্ষেপমাত্র গন্ধক কঠিনীভূত হইয়া যাইবে। ঐ গন্ধক রৌদ্রে শুষ্ক ও উত্তমরূপে চূর্ণিত করিয়া কেতকীপুষ্পের রজোবৎ করিবে।

শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধকের পরিমাণ সমান হওয়া আবশ্যক। উল্লিখিত প্রক্রিয়ার পর পারদ ও গন্ধক সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। যাবৎ নিশ্চন্দ্র অর্থাৎ পারদ অদৃশ্য না হয়, তাবৎ মর্দ্দন করিতে হইবে। চূর্ণসকল কজ্জলসদৃশ হইলে লৌহপাত্রে স্থাপন করিয়া নির্ধূম কুল-কাষ্ঠের অঙ্গারে গলাইয়া তৈলবৎ করিবে। পরে সদ্যঃ-সংগৃহীত গোময়-রাশির উপর একখানি কচি কলাপাতা পাতিয়া অপর একখানি কলাপাতার মধ্যে কিঞ্চিৎ গোময় পুরিয়া পুটলী করিবে। অনন্তর দ্রবীভূত কজ্জলী উক্ত কদলীপাত্রে ঢালিয়া প্রস্তুত পুটলী দ্বারা চাপিবে। ইহাতে চটী প্রস্তুত হইবে। দ্রবীভূত কজ্জলীর যে অংশ কঠিন হইয়া লৌহপাত্রে লাগিয়া থাকিবে, তাহা লইবে না। পর্পটী ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রিকাসদৃশ হইলে সুপ্রস্তুত হইল জানিবে। মূলোক্ত নক্ষত্রাদিতে পর্পটী প্রস্তুত ও সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহা প্রস্তুত করিবার সময় মূলোক্ত দেবতাদিগের পূজা করিবে। বাতোদর রোগে ২ রতি জীরক ও ১ রতি হিঙ্গুর সহিত সেবনীয়। পর্পটী ভক্ষণান্তে শীঘ্র জলপান করা অকর্ত্তব্য। প্রথম দিবসে ২ রতি পরিমাণে ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যহ ১ রতি করিয়া মাত্রাবৃদ্ধি করত ১০ রতি পর্য্যন্ত করিবে। ১০ রতির অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা অনুচিত। ২১ দিন পর্য্যন্ত ঔষধ সেবনের নিয়ম।

পর্পটী ব্যবহারকালে বায়ু-সেবন, রৌদ্র-সেবন, ক্রোধ, অধিক চিন্তা, আহার-সময়ের ব্যতিক্রম, ব্যায়াম, পরিশ্রম, স্নান, অধিক বাক্যকথন, এই সমুদায় বর্জ্জনীয়। ঘৃত ও সৈন্ধব এবং জীরা ও ধনের বাটনা দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি, শালিতণ্ডুলের অন্ন, কাল বেগুন, নিমুখীশাক, বাস্তুকশাক, কীটাদি কর্ত্তৃক অভক্ষিত মুদ্গ, পটোল, সুপারী, আদা, কাকমাচীশাক, লাবাদি পক্ষির মাংস, মাগুর, রোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য, জলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ, এই সমুদায় আহার করা কর্ত্তব্য। রম্ভাফল, নিম্বাদি তিক্ত দ্রব্য, উষ্ণান্ন, বরাহাদির এবং জলচর পক্ষী প্রভৃতির মাংস, অম্লদ্রব্য, দধি, শাক, করোলা এবং কৃষ্ণবর্ণ মৎস্যের মধ্যে গড়ক মৎস্য নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ পর্য্যন্ত পরিত্যাজ্য। গুড়, চিনি প্রভৃতি ইক্ষুবিকার ও ইক্ষু ভক্ষণীয় নহে। ক্ষুধা উপস্থিত হইবামাত্রই আহার করা আবশ্যক। যদি অর্দ্ধরাত্রে ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাহা হইলেও তৎক্ষণাৎ আহার করা কর্ত্তব্য। কদাচিৎ ভোজন-সময়ের ব্যতিক্রমহেতু ভেদ বা বমন উপস্থিত হইলে ডাবের জল ও দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। স্বপ্নবিকৃতিজন্য শুক্রক্ষরণ হইলে দুগ্ধ পান করা উচিত। ক্ষুধা হইয়াছে কি না বিশেষরূপে বোধ না হইলে গাত্র ঝিন্‌ঝিন্‌,

দুর্ব্বলতা প্রভৃতি দ্বারা তাহা বুঝিয়া আহার করা কর্ত্তব্য। অধিক কি, রোগীর যখন ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, তখনই দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে কিছুমাত্র ভয় নাই। উল্লিখিত অবিহিত আচরণ করিলে বা বিহিত বিষয় আচরণ না করিলে বিষম বিপত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। পর্পটী সেবনে গ্রহণী, অর্শঃ শোথ, পাণ্ডুরোগ, কামলা, অতিসার, গুল্ম, জলোদর ও অগ্নিমান্দ্যাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

সর্ব্বপ্রকার পর্পটী সেবনের নিয়ম এই---রোগীকে কিঞ্চিৎ চিনি বা মিছরির সহিত কেবলমাত্র দুগ্ধ ও অন্ন আহার করিতে দেওয়া যায়। লবণ ও জল প্রভৃতি অপর সমস্ত দ্রব্য একেবারে পরিত্যাজ্য। অসহ্য তৃষ্ণায় ডাবের জল ব্যবহেয়।

বিজয়-পর্পটী

গন্ধকং ক্ষুদ্রিতং কৃত্বা ভাব্যং ভৃঙ্গরসেন তু। সপ্তধা বা ত্রিধা বাপি পশ্চাচ্ছুষ্কং বিচূর্ণয়েৎ।। চূর্ণয়িত্বায়সে পাত্রে কৃত্বা বহ্নিগতং সুধীঃ। দ্রুতং ভৃঙ্গরসে ক্ষিপ্তং তত উদ্ধৃত্য শোষয়েৎ।। তচ্চ গন্ধং পলঞ্চৈবং গন্ধার্দ্ধং শুদ্ধপারদম্। সূতার্দ্ধং ভস্মরৌপ্যঞ্চ তদর্দ্ধং স্বর্ণভস্মকম্।। তদর্দ্ধং মৃতবৈক্রান্তং মৌক্তিকঞ্চ বিনিক্ষিপেৎ। একীকৃত্য ততঃ সর্ব্বং কুর্য্যাৎ পর্পটিকাং শুভাম্।। লৌহপাত্রে সমরসং মর্দ্দিতং কজ্জলীকৃতম্। বদরাঙ্গারবহ্নিস্থে লৌহপাত্রে দ্রবীকৃতে।। ময়ূরচন্দ্রিকাকারং লিঙ্গং বা যদি দৃশ্যতে। আদ্যয়োর্দৃশ্যতে সূতঃ খরপাকে ন দৃশ্যতে।। মৃদৌ ন সম্যগ্ ভঙ্গঃ স্যান্মধ্যে ভঙ্গশ্চ রূপ্যবৎ। খরে লঘুর্ভবেদ্ ভঙ্গো রুক্ষঃ সূক্ষ্মোঽরুণচ্ছবিঃ।। মৃদুমধ্যৌ তথা খাদ্যৌ খরস্ত্যাজ্যো বিষোপমঃ। জরাব্যাধিশতাকীর্ণং বিশ্বং দৃষ্ট্বা পুরা হরঃ। চকার পর্পটীমেতাং যথা নারায়ণোঽমৃতম্।। আদৌ শঙ্করমভ্যর্চ্চ্য দ্বিজাতীন্ প্রণিপত্য চ। প্রভাতে ভক্ষয়েদেনাং প্রাগ্রক্তিদ্বয়সম্মিতাম্।। রক্তিকাদিক্রমাদ্ বৃদ্ধির্ভক্ষ্যা নৈব দশোপরি। আরোগ্যাদর্শনং যাবৎ তাবদ্ হ্রাসস্ততঃ পরম্।। অজীর্ণে ভোজনং নৈব পথ্যকালব্যতিক্রমঃ। ঘৃতসৈন্ধবধন্যাক-হিঙ্গুজীরকনাগরৈঃ।। শস্যতে ব্যঞ্জনং সিদ্ধং পিত্তে স্বাদ্বম্লমাক্ষিকম্। কৃষ্ণমৎস্যেন মুদ্গেন মাংসেন জাঙ্গলেন চ।। জাঙ্গলেষু শশচ্ছাগৌ মৎস্যে রোহিতমদ্গুরৌ। পটোলপত্রঞ্চ তথা কৃষ্ণাবার্ত্তাকুজালিকা।। সুস্বিন্নপূগৈস্তাম্বূলৈর্লাভে কর্পূরসংযুতৈঃ।। ক্ষুধাকালে ব্যতিক্রান্তে যদি বায়ুঃ প্রকুপ্যতি। ঝিঞ্ঝিনীতি শিরঃশূলে বিরেকে বমথৌ তথা। তৃষ্ণায়াঞ্চাধিকে পিত্তে নারিকেলাম্বু নির্ভয়ম্।। নারিকেলপয়ঃ পেয়ং নির্ভয়ং ক্ষীরমেব চ। স্বপ্নে শুক্রচ্যুতৌ চৈব চম্পকং কদলীফলম্।। বর্জ্জ্যং নিম্বাদিকং তিক্তং শাকাম্লং কাঞ্জিকং সুরাম্। কদলীফলপত্রাঙ্ঘ্রি-ত্রপুনালাবুকর্কটী। কুষ্মাণ্ডং কারবেল্লঞ্চ ব্যায়ামং জাগরং নিশি।। ন পশ্যেন্ন স্পৃশেদ্ গচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং জীবিতুমিচ্ছতি। যদ্যৌষধে স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ কর্ত্তব্যা তু প্রতিক্রিয়া।। দুর্ব্বারাং গ্রহণীং হন্তি দুঃসাধ্যাং বহুবার্ষিকীম্। আমশূলমতীসারং সামঞ্চৈব সুদারুণম্। অতিসারং ষড়র্শাংসি যক্ষ্মাণং সপরিগ্রহম্।। শোথঞ্চ কামলাং পাণ্ডুং প্লীহানঞ্চ জলোদরম্। পক্তিশূলধাম্লপিত্তং বাতরক্তং বমিং ক্রিমিম্।। অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং প্রমেহান্ বিষমজ্বরান্। বাতপিত্তকফোত্থাংশ্চ জ্বরান্ হন্তি সুদারুণান্।। জীর্ণোঽপি পর্পটীং কুর্ব্বন্ বপুষা নির্ম্মলঃ সুধীঃ। জীবেদ্ বর্ষশতং শ্রীমান্ বলীপলিতবর্জ্জিতঃ।। প্রাতঃ করোতি সততং নিয়তং দ্বিগুঞ্জাং যস্তাং স বিন্দতি তুলাং কুসুমায়ুধস্য। আয়ুশ্চ দীর্ঘমনঘং বপুষঃ স্থিরত্বং হানিং বলীপলিতয়োরতুলং বলঞ্চ।।

গন্ধককে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া ভৃঙ্গরাজরসে ৭ বার বা ৩ বার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে

শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে উহা লৌহপাত্রে রাখিয়া অগ্নিসন্তাপে গলাইয়া পুনর্ব্বার ভৃঙ্গরাজরসে নিক্ষিপ্ত করিবে। কিয়ৎক্ষণ পরে তুলিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, রূপা ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, বৈক্রান্ত ।।০ তোলা, মুক্তা ।।০ আনা একত্র মর্দ্দন করিয়া উত্তমরূপে কজ্জলী করিবে। পরে উহা লৌহপাত্রে রাখিয়া কুলকাষ্ঠের অঙ্গারে দ্রব করিয়া যথাবিধানে পর্পটী প্রস্তুত করিবে। কজ্জলীর (পর্পটীর) আভা ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রিকার ন্যায় হইলে পাক সিদ্ধ হইল জানিবে। কজ্জলীর পাক তিন প্রকার— মৃদু, মধ্য ও খর। মৃদু ও মধ্য পাকে পারদ দৃষ্ট হয়, খরপাকে হয় না। মৃদুপাক হইলে উত্তমরূপে ভগ্ন হয় না, মধ্যপাকে রৌপ্যবৎ খণ্ড হয়, খরপাকে লঘু এবং রুক্ষ, সূক্ষ্ম ও অরুণবর্ণ চূর্ণ হয়। মৃদু ও মধ্যপাক পর্পটী সেবনীয়, খরপাক পর্পটী বিষসদৃশ। ২ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ১০ রতির অধিক সেবনীয় নহে। রোগের উপশম হইলে ক্রমশঃ মাত্রা হ্রাস করিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঔষধ সেব্য। অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন করা এবং ভোজন কালের ব্যতিক্রম করা অবিধেয়। ধনে, হিঙ্গু, জীরা, শুঁঠ, ঘৃত ও সৈন্ধব সংযোগে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া আহার করা কর্ত্তব্য। পিত্তাধিক্যে অম্ল মধুর দ্রব্য ও মধু ব্যবস্থেয়। জাঙ্গলমাংসের মধ্যে শশক ও ছাগমাংস, মৎস্যের মধ্যে রোহিত, মাগুর ও কৃষ্ণ মৎস্য এবং পল্‌তা, মুদ্গযূষ, কাল কচি বেগুণ ভক্ষণীয়। সিদ্ধ সুপারি ও কর্পূর সংযোগে তাম্বুল চর্ব্বণ করা উচিত। আহারকালের ব্যতিক্রমবশতঃ বায়ু কুপিত হইয়া মস্তক ঝিন্‌ঝিন্ করিলে এবং ভেদ, বমন, তৃষ্ণা ও পিত্তবৃদ্ধি হইলে নির্ভয়ে নারিকেল-জল পান করাইবে। যদি স্বপ্নে রেতঃক্ষরণ হয়, তাহা হইলে নির্ভয়ে নারিকেল-জল ও দুগ্ধ পান এবং চাঁপা কলা ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। নিম্ব প্রভৃতি তিক্তদ্রব্য, শাক, অম্ল, কাঁজি, সুরা, কদলীফল, শশা, লাউ, কাঁকুড়, কুম্‌ড়া ও উচ্ছে প্রভৃতি দ্রব্য, ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ। জীবনেচ্ছা থাকিলে স্ত্রীলোকের দর্শন ও স্পর্শন পর্য্যন্ত পরিহার্য্য। যদি নিতান্ত অবশতা প্রযুক্ত স্ত্রীসঙ্গম ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলে যথাবিধানে তাহার প্রতিকার কর্ত্তব্য। এই ঔষধ সেবনে দুর্নিবার্য্য বহুকালসঞ্চিত গ্রহণীরোগ, আমশূল, অতিসার, যক্ষ্মা, পাণ্ডুরোগ, কামলা, অম্লপিত্ত, বাতরক্ত ও জ্বরাদি নানা ব্যাধি নষ্ট হইয়া দেহের পুষ্টি, রতিশক্তি বৃদ্ধি, বলী-পলিতরাহিত্য ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

তন্ত্রান্তরোক্তা বিজয়পর্পটী

রসং বজ্রং হেম তারং মৌক্তিকং তাম্রমভ্রকম্। সর্ব্বতুল্যেন গন্ধেন কুর্য্যাদ্ বিজয়পর্পটীম্।। দুর্ব্বারাং গ্রহণীং হন্তি দুঃসাধ্যাং বহুবার্ষিকীম্। আমশূলমতীসারং চিরোত্থমতিদারুণম্।। প্রবাহিকাং ষড়র্শাংসি যক্ষ্মাণং সপরিগ্রহম্। শোথঞ্চ কামলাং পাণ্ডুং প্লীহগুল্ম
পক্তিশূলমম্লপিত্তং বাতরক্তং বমিং ক্রিমিম্। অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং প্রমেহান্
চতুর্ব্বিধমজীর্ণঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্। জীর্ণোঽপি পর্পটীং কুর্ব্বন্ বপুষা নির্ম্মলঃ সুধীঃ। জীবেদ্ বর্ষশতং শ্রীমান্ বলীপলিতবর্জ্জিতঃ।। প্রাতঃ করোতি সততং নিয়তং দ্বিগুঞ্জাং যস্তাং স বিন্দতি তুলাং কুসুমায়ুধস্য। আয়ুশ্চ দীর্ঘমনঘং বপুষঃ স্থিরত্বং হানিং বলীপলিতয়োরতুলং বলঞ্চ।। জরাব্যাধিসমাকীর্ণং বিশ্বং দৃষ্ট্বা পুরা হরঃ চকার পর্পটীমেতাং যথা নারায়ণঃ সুধাম্।।

পারদ, হীরা, স্বর্ণ, রৌপা, মুক্তা, তাম্র ও অভ্র প্রত্যেক ১ ভাগ ও গন্ধক ৭ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া যথাবিধানে পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ইহার গুণাদি পূর্ব্বোক্ত বিজয়পর্পটীর ন্যায়।

হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরসঃ

একাংশো রসরাজস্য গ্রাহ্যৌ দ্বৌ হাটকস্য চ। মুক্তাফলস্য চত্বারো ভাগাঃ ষড়্‌দীর্ঘনিস্বনাৎ।। ত্র্যংশাং বলের্বরাট্যাশ্চ টঙ্গণো রসপাদিকঃ। পক্বনিম্বুকতোয়েন সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ।। মূষামধ্যে ন্যসেৎ কল্কং তস্য বক্ত্রং নিরোধয়েৎ। গর্ত্তেহরত্নিপ্রমাণে তু পুটেৎ ত্রিংশদ্‌ বনোপলৈঃ।। স্বাঙ্গশীতলতাং জ্ঞাত্বা রসং মূষোদরান্নয়েৎ। ততঃ খল্লোদরে মর্দ্দ্যং সুধারূপং সমুদ্ধরেৎ।। এতস্যামৃতরূপস্য দদ্যাদ্‌ গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্‌। ঘৃতমাক্ষিকসংযুক্তমেকোনত্রিংশদূষণৈঃ।। মন্দাগ্নৌ রোগসঙ্ঘে চ গ্রহণ্যাং বিষমজ্বরে। গুদাঙ্কুরে মহাশূলে পীনসে শ্বাসকাসয়োঃ।। অতিসারে গ্রহণ্যাঞ্চ শ্বয়থৌ পাণ্ডুকে গদে। সর্ব্বেষু কোষ্ঠরোগেষু যকৃৎপ্লীহাদিকেষু চ।। বাতপিত্তকফোত্থেষু দ্বন্দ্বজেষু ত্রিজেষু চ। দদ্যাৎ সর্ব্বেষু রোগেষু শ্রেষ্ঠমেতদ্রসায়নম্‌।।

পারদ ১ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা, কাঁসা ৬ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, কড়িভস্ম ৩ তোলা, সোহাগার খৈ ২ মাষা, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র পাকা লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া মূষামধ্যে স্থাপন করত মূষা রুদ্ধ করিবে। পরে ক্ষুদ্র পুটে ৩০ খানি বিলঘুঁটের অগ্নিতে যথাবিধানে পুট দিয়া শীতল হইলে উদ্ধার করিয়া লইবে। অনন্তর ঔষধ গ্রহণ করিয়া খলে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—৪ রতি। ঘৃত, মধু ও ২৯টি মরিচের সহিত সেবনীয়। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, বিষমজ্বর, অতিসার, গ্রহণীরোগ ও শোথ প্রভৃতি নানা রোগ বিনষ্ট হয়।

বিল্বগর্ভ-ঘৃতম্‌

মসূরস্য কষায়েণ বিল্বগর্ভং পচেদ্‌ ঘৃতম্‌। হন্তি কুক্ষ্যাময়ান্‌ সর্ব্বান্‌ গ্রহণীপাণ্ডুকামলাঃ।। কেবলং ব্রীহিপ্রাণ্যঙ্গ-ক্বাথো ব্যুষ্টস্তু দোষলঃ।।

ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ — বেলশুঁঠ ১ সের। ক্বাথার্থ—মসূর দাইল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। একত্র যথারীতি পাক করিয়া ঘৃতাবশেষ থাকিতে নামাইবে। ইহা সেবনে কুক্ষিস্থ সর্ব্বপ্রকার রোগ, বিশেষতঃ গ্রহণীরোগ, পাণ্ডুরোগ ও কামলারোগ বিনষ্ট হয়। ব্রীহি ও প্রাণাঙ্গ ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সদ্যঃ ব্যবহার করিবে। বাসি হইলে দূষিত হয়।

শুণ্ঠীঘৃতম্‌

বিশ্বৌষধস্য গর্ভেণ দশমূলজলে শৃতম্‌। ঘৃতং নিহন্যাচ্ছয়থুং গ্রহণীসামতাময়ম্‌।।

শুণ্ঠীর কল্ক ও দশমূলের ক্বাথসহ পূর্ব্বোক্তরূপ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে শোথ এবং আমযুক্ত গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।

নাগরঘৃতম্‌

ঘৃতং নাগরকল্কেন সিদ্ধং বাতানুলোমনম্‌। গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্নং প্লীহকাসজ্বরাপহম্‌।।

ঘৃত ৪ সের, উত্তমরূপে চূর্ণিত শুঁঠ ১ সের, জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে গ্রহণীরোগ, পাণ্ডু, প্লীহা, কাস ও জ্বর নিবারিত এবং বায়ুর অনুলোম হয়।

চিত্রকক্বাথকল্কাভ্যাং গ্রহণীঘ্নং শৃতং হবিঃ। গুল্মশোথোদরপ্লীহ-শূলার্শোঘ্নং প্রদীপনম্।।

চিতার ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা যথারীতি ঘৃত পাক করিয়া খাইলে গ্রহণীরোগ, গুল্ম, উদর, শোথ, প্লীহা, শূল ও অর্শঃ নিবারিত হয়।

বিল্বাদিঘৃতম্

বিল্বাগ্নিচব্যার্দ্রকশৃঙ্গবের-ক্বাথেন কল্কেন চ সিদ্ধমাজ্যম্। সচ্ছাগদুগ্ধং গ্রহণীগদোত্থ-শোথাগ্নিমান্দ্যারুচিনুদ্ বরিষ্ঠম্।।

বেলশুঁঠ, চিতা, চৈ, আদা ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ ও কল্ক এবং ছাগদুগ্ধ, এই সকল দ্রব্যের সহিত যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে গ্রহণীজনিত শোথ, মন্দাগ্নি ও অরুচি প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

চাঙ্গেরীঘৃতম্

নাগরং পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী। শ্বদংষ্ট্রা পিপ্পলী ধান্যং বিল্বং পাঠা যমানিকা।।
চাঙ্গেরীস্বরসে সর্পিঃ কল্কৈরেতৈর্বিপাচয়েৎ। চতুর্গুণেন দধ্না* চ তদ্ ঘৃতং কফাবাতনুৎ।।
অর্শাংসি গ্রহণীদোষং মূত্রকৃচ্ছ্রং প্রবাহিকাম্। গুদভ্রংশার্তিমানাহং ঘৃতমেতদ্ ব্যপোহতি।।

ঘৃত ৪ সের, আমরুলের রস ১৬ সের, দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ, পিপুলমূল, চিতামূল, চৈ, গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বেলশুঁঠ, আক্‌নাদি ও যমানী মিলিত ১ সের। এই ঘৃত বাতশ্লেষ্মঘ্ন। ইহা পান করিলে গ্রহণী ও প্রবাহিকা প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

মরিচাদ্যং ঘৃতম্

মরিচং পিপ্পলীমূলং নাগরং পিপ্পলী তথা। ভল্লাতকং যমানী চ বিড়ঙ্গং হস্তিপিপ্পলী।।
হিঙ্গু সৌবর্চ্চলঞ্চৈব বিড়সৈন্ধবচব্যথ। সামুদ্রং সযবক্ষারং চিত্রকো বচয়া সহ।।
এতৈরর্দ্ধপলৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। দশমূলীরসে সিদ্ধং পয়সা দ্বিগুণেন চ।। মন্দাগ্নীনাং হিতং শ্রেষ্ঠং গ্রহণীদোষনাশনম্। বিষ্টম্ভমামদৌর্ব্বল্যং প্লীহানঞ্চাপকর্ষতি।। কাসং শ্বাসং ক্ষয়ঞ্চাপি দুর্নাম সভগন্দরম্। কফজান্ হন্তি রোগাংশ্চ বাতজান্ ক্রিমিসম্ভবান্। তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু শুষ্কং দার্ব্বনলো যথা।।

গব্যঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ—দশমূল মিলিত ৬।০ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের, দুগ্ধ ৮ সের। কল্কদ্রব্য যথা—মরিচ, পিপুলমূল, শুঁঠ, পিপুল, ভেলার মুটী, যমানী, বিড়ঙ্গ,

* দধি [illegible] চাঙ্গেরীস্বরসশ্চতুর্গুণঃ

গজপিপ্পলী, হিঙ্গু, সচল, বিট্, সৈন্ধব, করকচ লবণ, চই, যবক্ষার, চিতামূল ও বচ, ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধপল। এই ঘৃত পান করিলে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণীদোষ, প্লীহা ও কাস প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

মহাষট্পলকং ঘৃতম্

সৌর্চ্চলং পঞ্চকোলং সৈন্ধবং হবুষাং বিড়ম্। অজমোদাং যবক্ষারং হিঙ্গু জীরকমৌদ্ভিদম্।। কৃষ্ণাজাজীং সভূতীকং কল্কীকৃত্য পলার্দ্ধকম্। আর্দ্রকস্বরসং চুক্রং ক্ষীরমস্ত্বারনালকম্।। দশমূলকষায়েণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। ভক্তেন সহ পাতব্যং নির্ভক্তং বা বিচক্ষণৈঃ।। ক্রিমিপ্লীহোদরাজীর্ণ-জ্বরকুষ্ঠপ্রবাহিকাঃ। বাতরোগান্ কফব্যাধীন্ হন্যাচ্ছূলমরোচকম্।। পাণ্ডুরোগং ক্ষয়ং কাসং দৌর্ব্বল্যং গ্রহণীগদম্। মহাষট্পলকং নাম বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।।

ঘৃত ৪ সের, দশমূলের ক্বাথ ৪ সের, আদার রস ৪ সের, চুক্র ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, দধির মাত ৪ সের ও কাঁজি ৪ সের। কল্কার্থ—সচললবণ, পঞ্চকোল (মিলিত), সৈন্ধব লবণ, হবুষা, বিট্ লবণ, বনযমানী, যবক্ষার, হিঙ্গু, জীরা, পাঙ্গা লবণ, কৃষ্ণজীরা ও যমানী প্রত্যেক ৪ তোলা। শুদ্ধ এই ঘৃত বা অন্নের সহিত ইহা সেবনীয়। ইহা ক্রিমি, জ্বর ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে ব্যবস্থেয়।

বিল্বতৈলম্

তুলার্দ্ধং শুষ্কবিল্বস্য তুলার্দ্ধং দশমূলতঃ। জলদ্রোণে বিপক্তব্যং চতুর্ভাগাবশেষিতম্।। আর্দ্রকস্য রসপ্রস্থমারনালং তথৈব চ। তৈলপ্রস্থং সমাদায় ক্ষীরপ্রস্থং তথৈব চ।। ধাতকী বিল্বকুষ্ঠঞ্চ শঠী রাস্না পুনর্নবা। ত্রিকটু পিপ্পলীমূলং চিত্রকং গজপিপ্পলী।। দেবদারু বচা কুষ্ঠং মোচকং কটুরোহিণী। তেজপত্রাজমোদে চ জীবনীয়গণস্তথা।। এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ পাচয়েন্মৃদুনাগ্নিনা। এতদ্ধি বিল্বতৈলাখ্যং মন্দাগ্নীনাং প্রশস্যতে।। গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি অতিসারমরোচকম্। সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি অর্শসামপি নাশকম।। শ্লীপদং বিবিধং হন্তি অন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ। কফবাতোদ্ভবং শোথং জ্বরমাশু ব্যপোহতি।। কাসং শ্বাসঞ্চ গুল্মঞ্চ পাণ্ডুরোগবিনাশনম্। মক্কল্লশূলশমনং সূতিকাতঙ্কনাশনম্। শিরোরোগহরঞ্চৈব স্ত্রীণাং গদনিসূদনম্।। রজোদুষ্টাশ্চ যা নার্য্যো রেতোদুষ্টাশ্চ যে নরাঃ। তেঽপি তারুণ্যশুক্রাঢ্যা ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ।। বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং শূরং পণ্ডিতমেব চ। বিল্বতৈলমিতি খ্যাতমাত্রেয়েণ বিনির্ম্মিতম্।।

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ—বেলশুঁঠ ৬।০ সের, দশমূল (মিলিত) ৬।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। আদার রস ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ—ধাইফুল, বেলশুঁঠ, কুড়, শঠী, রাস্না, পুনর্নবা, ত্রিকটু, পিপুলমূল, চিতামূল, গজপিপ্পলী, দেবদারু, বচ, কুড়, মোচরস, কট্কী, তেজপত্র, বনযমানী, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মুগানি, মাষাণি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা; মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সংগ্রহগ্রহণী, অতিসার ও সূতিকারোগ প্রভৃতি নানা ব্যাধি নষ্ট হয়।

গ্রহণীমিহির-তৈলম্

ধন্যাকং ধাতকী লোধ্রং সমঙ্গাতিবিষা শিবা। উশীরং বারিবাহঞ্চ জলং মোচং রসাঞ্জনম্।। বিল্বং নীলোৎপলং পত্রং কেশরং পদ্মকেশরম্। গুড়ূচীন্দ্রযবশ্যামাঃ পদ্মকং কটুরোহিণী।। তগরং নলদং ভৃঙ্গং কেশরাজঃ পুনর্নবা। আম্রজম্বুকদম্বানাং ত্বচঃ কুটজবল্কলম্।। যমানী জীরকঞ্চৈষাং কার্ষিকাণি প্রকল্পয়েৎ। তৈলপ্রস্থং পচেৎ সম্যক্ তক্রেণান্যতমেন বা।। কুটজত্বক্কষায়েণ ধান্যকক্কথিতেন বা। বুদ্ধা দোষগতিং তৎ তু তথান্যৌষধবারিণা।। এতদ্রসায়নবরং বলীপলিতনাশনম্। হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীম্।। জ্বরং তৃষ্ণাং তথা কাসং হিক্কাং শ্বাসং বমিং ভ্রমিম্। সোপদ্রবং কোষ্ঠরুজং নাশয়েৎ সত্যমেব হি।। অর্শাংসি কামলাং মেহং শ্বয়থুং শূলমুল্বণম্। এতদ্ধি বৃংহণং বৃষ্যং সর্ব্বরোগনিবর্হণম্।। বশীকরণমেতদ্ধি পুষ্যাযোগে বিপাচয়েৎ। সায়ং স্ত্রীষু প্রকর্ত্তব্যং প্রত্যূষে রাজসংসদি।। বিবাহাদিষু মাঙ্গল্যং বিবাদে বিজয়প্রদম্। গর্ভস্য চলিতস্যাপি স্থাপনং পরমং শুভম্।। গর্ভারম্ভে প্রকর্ত্তব্যমেতদ্ গর্ভবিবর্দ্ধনম্। গ্রহণীমিহিরং নাম তৈলং ভুবনমঙ্গলম্।।

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ—ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাহক্রান্তা, আতইচ, হরীতকী, বেণার মূল, মুতা, বালা, মোচরস, রসাঞ্জন, বেলশুঁঠ, নীলোৎপল, তেজপত্র, নাগেশ্বর, পদ্মকেশর, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, শ্যামালতা, পদ্মকাষ্ঠ, কট্‌কী, তগরপাদুকা, জটামাংসী, দারুচিনি (বা ভীমরাজ), কেশুর্ত্তে, পুনর্নবা, আমছাল, জামছাল, কদমছাল, কুড়্চিছাল, যমানী, জীরা প্রত্যেক ২ তোলা। ক্বাথার্থ—কুড়্চিছাল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; অথবা ধনে ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, অথবা তক্র ১৬ সের, অথবা দোষানুসারে অন্য কোন গ্রহণীরোগনাশক দ্রব্যের ক্বাথ ১৬ সের। উপরি উক্ত সমুদায় ক্বাথ ও তক্রসহ তৈল পাক করিতে হয় না ; রোগের প্রকৃতি অনুসারে শুদ্ধ তক্র অথবা অন্য যে কোন একটি ক্বাথের সহিত পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে গ্রহণী ও অতিসার প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হয়।

বৃহদ্গ্রহণীমিহির-তৈলম্

তৈলং প্রস্থমিতং গ্রাহ্যং তক্রং দদ্যাচ্চতুর্গুণম্। কুটজং ধান্যকঞ্চৈব গ্রাহ্যং পলশতং পৃথক্।। তয়োঃ ক্বাথং পচেদ্ দ্রোণে অম্বুপাদাবশেষিতম্। একীকৃত্য পচেদ্ বৈদ্যঃ কল্কং কর্ষমিতং পৃথক্।। ধন্যাকং ধাতকী লোধ্রং সমঙ্গাতিবিষা শিবা। লবঙ্গং বালকঞ্চৈব শৃঙ্গাটকরসাঞ্জনম্।। নাগপুষ্পং পদ্মকঞ্চ গুড়ূচীন্দ্রযবং তথা। প্রিয়ঙ্গু কটুকী পদ্ম-কেশরং তগরং তথা।। শরমূলং ভৃঙ্গরাজঃ কেশরাজঃ পুনর্নবা। আম্রজম্বুকদম্বানাং বল্কলানি চ দাপয়েৎ।। গ্রহণীং হন্তি তচ্ছীঘ্রং বলীপলিতনাশনম্। হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীম্।। জ্বরং তৃষ্ণাং তথা শ্বাসং কাসং হিক্কাং বমিং ভ্রমিম্। সোপদ্রবং কোষ্ঠরুজং নাশয়েৎ সদ্য এব হি।। বশীকরণমেতদ্ধি পুষ্যাযোগেণ পাচয়েৎ। গ্রহণীমিহিরং নাম তৈলং ভুবনমঙ্গলম্।।

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ—কুড়্চিছাল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ধনে ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। তক্র ১৬ সের। কল্কার্থ—ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাহক্রান্তা, আতইচ, হরীতকী, লবঙ্গ, বালা, পানিফলপত্র, রসাঞ্জনা, নাগেশ্বর, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, প্রিয়ঙ্গু, কট্‌কী, পদ্মকেশর, তগরপাদুকা, শরমূল, ভৃঙ্গরাজ, কেশুর্ত্তে,

পুনর্নবা, আমছাল, জামছাল, কদমছাল প্রত্যেক ২ তোলা; যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে গ্রহণী ও অতিসার প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

দাড়িমাদ্যং-তৈলম্

দাড়িমত্বক্ জলং ধান্যং বৎসকস্য ত্বচং তথা। প্রতেকমাঢ়কং গ্রাহ্যং জলদ্রোণে পচেৎ পৃথক্।। চতুর্ভাগাবশিষ্টন্তু তক্রমাঢ়কসম্মিতম্। পচেৎ তৈলাঢ়কে ধীমান্ গর্ভং দত্ত্বা ভিষগ্বরঃ।। ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং চব্যজীরকসৈন্ধবম্। চাতুর্জ্জাতং মধুরিকা মাংসী চ দেবপুষ্পকম্।। জাতিকোষফলে ধান্যং যমান্যৌ বালকং তথা। কণ্টকারী বিষা ভেকী শৃঙ্গাটং বৃহতীদ্বয়ম্।। আম্রজম্বূত্বচঃ পর্ণ্যৌ সমঙ্গেন্দ্রযবং বরী। ধাতকী বিল্বমোচঞ্চ মুষলী বৎসকং বলা।। শ্বদংষ্ট্রালোধ্রপাঠাশ্চ কাষ্ঠং খদিরমেব চ। অমৃতা শাল্মলীত্বক্ চ সর্ব্বমর্দ্ধপলোন্মিতম্। পিষ্ট্বা তণ্ডুলতোয়েন সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।। গ্রহণীং হন্তি দুর্ব্বারাং প্রমেহানপি বিংশতিম্। অর্শাংসি ষড়্বিধান্যেব নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।।

তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ—দাড়িমের ত্বক্ ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; বালা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; ধনে ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; কুড়চির ছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; তক্র ১৬ সের। কল্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, চৈ, জীরা, সৈন্ধব, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, মৌরি, জটামাংসী, লবঙ্গ, জৈত্রী, জায়ফল, ধনে, যমানী, বনযমানী, বালা, কাঁচ্‌ড়াদাম, আতইচ, থুল্‌কুড়ি, পানিফলপত্র, বৃহতী, কণ্টকারী, আমছাল, জামছাল, শালপাণি, চাকুলে, বরাহক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শতমূলী, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, মোচরস, তালমূলী, কুড়্‌চিছাল, বেড়েলা, গোক্ষুর, লোধ, আক্‌নাদি, খদিরকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, শিমূলছাল প্রত্যেক অর্দ্ধ পল; এই সকল কল্কদ্রব্য তণ্ডুলজলে পেষণ করিয়া তৎসহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে গ্রহণীরোগ, প্রমেহ ও অর্শোরোগ প্রশমিত হয়।

পথ্যাপথ্যম্

গ্রহণীর পথ্যাপথ্য অতিসারের পথ্যাপথ্যের ন্যায় জানিবে।

দ-সংগ্রহে গ্রহণীরোগাধিকারঃ।

অর্শোরোগাধিকার

অর্শোরোগ-নিদানম্

পৃথগ্‌দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ শোণিতাৎ সহজানি চ। অর্শাংসি ষট্‌প্রকারাণি বিদ্যাদ্ গুদবলিত্রয়ে।। দোষাস্ত্বঙ্‌মাংস-মেদাংসি সংদূষ্য বিবিধাকৃতীন্। মাংসাঙ্কুরানপানাদৌ কুর্ব্বন্ত্যর্শাংসি তান্ জগুঃ।। কষায়কটুতিক্তানি রুক্ষশীতলঘূনি চ। প্রমিতাল্পাশনং তীক্ষ্ণং মদ্যং মৈথুনসেবনম্।। লঙ্ঘনং দেশকালৌ চ শীতৌ ব্যায়ামকর্ম্ম চ। শোকো বাতাতপস্পর্শো হেতুর্বাতার্শসাং মতঃ।। কট্‌বম্ললবণোষ্ণানি ব্যায়ামাগ্ন্যাতপপ্রভাঃ। দেশকালাবশিশিরৌ ক্রোধো মদ্যমসূয়নম্।। বিদাহি তীক্ষ্ণমুষ্ণঞ্চ সর্ব্বং পানান্নভেষজম্। পিত্তোল্বণানাং বিজ্ঞেয়ঃ প্রকোপে হেতুরর্শনাম্।। মধুরস্নিগ্ধশীতানি লবণাম্লগুরূণি চ। অব্যায়ামো দিবাস্বপ্নঃ শয্যাসনসুখে রতিঃ।। প্রাগ্বাতসেবা শীতৌ চ দেশকালাবচিন্তনম্। শ্লৈষ্মিকাণাং সমুদ্দিষ্টমেতৎ কারণমর্শসাম্।। হেতুলক্ষণসংসর্গাদ্ বিদ্যাদ্ দ্বন্দ্বোল্বণানি চ। সর্ব্বো হেতুস্ত্রিদোষাণাং সহজৈর্লক্ষণং সমম্।। বিষ্টম্ভোঽন্নস্য দৌর্ব্বল্যং কুক্ষেরাটোপ এব চ। কার্শ্যমুদ্‌গারবাহুল্যং সক্থিসাদোঽল্পবিট্‌কতা।। গ্রহণীদোষপাণ্ড্বর্ত্তেরাশঙ্কা চোদরস্য চ। পূর্ব্বরূপাণি নির্দ্দিষ্টান্যর্শসামভিবৃদ্ধয়ে।। গুদাঙ্কুরা বহ্বনিলাঃ শুষ্কাশ্চিমচিমান্বিতাঃ। ম্লানাঃ শ্যাবারুণাঃ স্তব্ধা বিষদাঃ পরুষাঃ খরাঃ।। মিথোবিসদৃশা বক্রাস্তীক্ষ্ণা বিস্ফুটিতাননাঃ। বিম্বীখর্জ্জূরকর্কন্ধু-কার্পাসীফলসন্নিভাঃ।। কেচিৎ কদম্বপুষ্পাভাঃ কেচিৎ সিদ্ধার্থকোপমাঃ শিরঃপার্শ্বাংসকট্যূরুবঙ্ক্ষণাদ্যধিকব্যথাঃ।। ক্ষবথুদ্‌গারবিষ্টম্ভ-হৃদ্‌গ্রহারোচকপ্রদাঃ। কাসশ্বাসাগ্নিবৈষম্য-কর্ণনাদভ্রমাবহাঃ।। তৈরার্ত্তো গ্রথিতং স্তোকং সশব্দং সপ্রবাহিকম্। রুক্‌ফেন-পিচ্ছানুগতং বিবদ্ধমুপবেশ্যতে।। কৃষ্ণত্বঙ্‌নখবিন্মূত্র-নেত্রবক্ত্রশ্চ জায়তে। গুল্মপ্লীহোদরাষ্ঠীলা-সম্ভবস্তত এব চ।। পিত্তোত্তরা নীলমুখা রক্তপীতাসিতপ্রভাঃ। তন্বস্রস্রাবিণো বিস্রাস্তনবো মৃদবঃ শ্লথাঃ।। শুকজিহ্বাযকৃৎখণ্ড-

জলৌকোবক্ত্রসন্নিভাঃ। দাহপাকজ্বরস্বেদ-তৃণ্মূর্চ্ছারুচিমোহদাঃ।। সোষ্মাণো দ্রবনীলোগ্র-পীতরক্তামবর্চ্চসঃ। যবমধ্যা হরিৎপীত-হারিদ্রত্বঙ্নখাদয়ঃ।। শ্লেষ্মোল্বণা মহামূলো ঘনা মন্দরুজঃ সিতাঃ। উৎসন্নোপচিতস্নিগ্ধ-স্তব্ধবৃত্তগুরুস্থিরাঃ।। পিচ্ছিলাঃ স্তিমিতাঃ শ্লক্ষ্ণাঃ কণ্ড্বাঢ্যাঃ স্পর্শনপ্রিয়াঃ। করীরপনসাস্থ্যাভাস্তথা গোস্তনসন্নিভাঃ।। বঙ্ক্ষণানহিনঃ পায়ু-বস্তিনাভিবিকর্ষিণঃ। সশ্বাসকাসহৃল্লাস-প্রসেকারুচিপীনসাঃ। মেহকৃচ্ছ্র শিরোজাড্য-শিশিরজ্বরকারিণঃ। ক্লৈব্যাগ্নিমার্দ্দবচ্ছর্দ্দিরামপ্রায়বিকারদাঃ। বসাভসকফপ্রাজ্য-পুরীষাঃ সপ্রবাহিকাঃ। ন স্রবন্তি ন ভিদ্যন্তে পাণ্ডুস্নিগ্ধত্বগাদয়ঃ। সর্ব্বৈঃ সর্ব্বাত্মকান্যাহুর্লক্ষণৈঃ সহজানি চ।।

গুহ্যদেশ হইতে ভিতরের দিকে যে একটি স্থূল নাড়ী আছে, তাহার সাড়ে চার অঙ্গুলি পরিমিত অংশকে গুদ কহে। সেই গুদনাড়ী শঙ্খাবর্ত্তসদৃশ তিনটি বলিবিশিষ্ট। সর্ব্বনিম্নে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত অংশকে গুদৌষ্ঠ কহে। সেই গুদৌষ্ঠ হইতে এক অঙ্গুলি পরিমিত অংশ সংবরণী নামে প্রথমা বলি, তাহার উপরে দেড় অঙ্গুলি পরিমিত অংশ বিসর্জ্জনী নামে দ্বিতীয়া বলি, তদূর্দ্ধে এক অঙ্গুলি পরিমিত অংশ প্রবাহণী নাম্নী তৃতীয়া বলি। এই বলিত্রয়েই মাংসাঙ্কুর জন্মিয়া থাকে।

অর্শোরোগ ছয় প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ ও সহজ (যাহা দেহের উৎপত্তির সহিত উৎপন্ন)।

বাতাদি দোষত্রয় ত্বক্, মাংস, রক্ত ও মেদকে দূষিত করিয়া, গুহ্যদেশে ও নাসা প্রভৃতি স্থানে নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে। এই সকল মাংসাঙ্কুরকেই অর্শঃ কহিয়া থাকে। এই প্রকরণে কেবল গুহ্যার্শোরোগের বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে।

কষায়, কটু, তিক্ত, রুক্ষ, শীতল ও লঘুদ্রব্য আহার, অতি অল্প ভোজন অথবা মাত্রা-হীন ভোজন, তীক্ষ্ণমদ্যপান, অতিমৈথুন, উপবাস, শীতলদেশ এবং হেমন্তাদি শীতকাল, ব্যায়াম, শোক, প্রবলবায়ু ও আতপসেবন, এইগুলি বাতার্শোরোগের হেতু।

কটু, অম্ল, লবণ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম, অগ্নি ও রৌদ্রের তাপ, উষ্ণ দেশ ও উষ্ণ কাল, ক্রোধ, মদ্যপান, অসূয়া এবং বিদাহী তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য যে সকল পানীয়, অন্ন ও ঔষধ, তৎসমস্তই পিত্তোল্বণ অর্শোরোগের হেতু।

মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল, লবণ, অম্ল ও গুরুদ্রব্য ভোজন, শারীরিক পরিশ্রমরাহিত্য, দিবানিদ্রা, সুখকর শয্যায় ও সুখজনক আসনে আসক্তি, পূর্ব্ববায়ু বা সম্মুখবায়ু সেবন, শীতল দেশ ও শীতল কাল এবং চিন্তারাহিত্য, এই সমস্ত শ্লৈষ্মিক অর্শোরোগের হেতু।

দোষদ্বয়ের নিদান ও লক্ষণসংযোগে দ্বন্দ্বজ অর্থাৎ বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ অর্শঃ নির্দ্দেশ করিবে এবং বাতজাদি প্রত্যেক অর্শের যে সকল হেতু উক্ত হইয়াছে, সেই সকল হেতুই ত্রিদোষজ অর্শের জানিবে। এই ত্রিদোষজ অর্শের লক্ষণ সহজ অর্শের* লক্ষণের

*সুশ্রুত গ্রন্থে সহজ অর্শের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে, যথা— মাংসাঙ্কুরসকল দুর্দর্শন, কর্কশ, [illegible] পাণ্ডুবর্ণ ও বিকট মুখবিশিষ্ট হয়। রোগী কৃশ, অল্পাহারী, শিরাব্যাপ্তদেহ, অল্পপ্রজ, ক্ষীণরেতাঃ, ক্ষীণস্বর, ক্রোধপর, অল্পাগ্নি এবং চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা ও শিরোরোগে পীড়িত, [illegible] আটোপ [illegible] ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব দ্বারা উপদ্রুত হইয়া থাকে।

সমান জানিবে।

অর্শোরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। যথা—ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক না হওয়ায় উদর ভার, দৌর্ব্বল্য, কুক্ষিতে গুড়গুড় শব্দোৎপত্তি, কৃশতা, উদগারবাহুল্য, জঙ্ঘার অবসাদ, অসম্যক্‌মলনির্গম এবং গ্রহণী, পাণ্ডু ও উদররোগ উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা।

বাতোল্বণ অর্শঃ স্রাবরহিত, চিমিচিমি বেদনাবিশিষ্ট, ম্লানভাবাপন্ন, ধূম্র বা অরুণবর্ণ, কঠিন, অপিচ্ছিল (ধূলিস্পর্শবৎ), কর্কশ (গোজিহবাস্পর্শবৎ), খর (কাঁকরোল ফলবৎ সূক্ষ্ম কণ্টকাকীর্ণ), পরস্পর বিভিন্নরূপ, বক্র, তীক্ষ্ণাগ্র ও স্ফুটিতমুখ হইয়া থাকে। ইহাদের কাহারও আকার তেলাকুচাফলের বা খর্জ্জূরের ন্যায়, কাহারও আকার কুলের ন্যায়, কাহারও আকার বনকাপাসী-ফলের ন্যায়, কাহারও আকার কদম্বপুষ্পের ন্যায়, কাহারও আকার শ্বেতসর্ষপের ন্যায় হইয়া থাকে।

বাতার্শোরোগে মস্তক, পার্শ্ব, স্কন্ধ, কটী, উরু ও বঙ্ক্ষণ প্রভৃতিতে অত্যন্ত বেদনা, হাঁচি, উদ্‌গার, উদরভার, বক্ষোবেদনা, অরুচি, কাস, শ্বাস, অগ্নিবৈষম্য, কর্ণনাদ ও ভ্রম, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাতে আমাশয় রোগের লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং পিচ্ছিল, ফেনবিশিষ্ট, বদ্ধ গুট্‌লে মল অল্প অল্প নির্গত হয়। মলত্যাগকালে অত্যন্ত যাতনা ও শব্দ হইয়া থাকে। পীড়িত ব্যক্তির ত্বক্, নখ, মল, মূত্র, নেত্র ও বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ হয়। এই পীড়া হইতে গুল্ম, প্লীহা, উদররোগ ও অষ্ঠীলারোগ জন্মিতে পারে।

পিত্তোল্বণ অর্শের মাংসাঙ্কুরসকল নীলাগ্র রক্ত পীত বা কৃষ্ণবর্ণ, তরলরক্তস্রাবী, আমগন্ধি, অল্পপরিমিত, কোমল ও লম্ববান, শুকের জিহ্বা, যকৃতের খণ্ড বা জোঁকের মুখের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, যবের ন্যায় স্থূলমধ্য ও উষ্ম্যবিশিষ্ট। ইহাতে দাহ, পাক, জ্বর, ঘর্ম্মাগম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, অরুচি ও মোহ উপস্থিত হয় এবং নীল পীত বা রক্তবর্ণ, তরল ও অপক্ক মলভেদ হইয়া থাকে। রোগির ত্বক্, নখ, মল, মূত্র ও রক্ত, হরিত পীত (হরিতাল) বা হরিদ্রা বর্ণযুক্ত হয়।

শ্লেষ্মোল্বণ অর্শের অঙ্কুরসকল মহামূল, ঘন অর্থাৎ নিবিড়াবয়ব, অল্পবেদনাবিশিষ্ট, শ্বেতবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, স্থূল, তৈলাভ্যক্তবৎ স্নিগ্ধ, অনম্র, বর্ত্তুলাকৃতি, গুরুদ্রব্যাক্রান্তবৎ ভারী, নিশ্চল, পিচ্ছিল, আর্দ্রবস্ত্রাচ্ছাদিতবৎ অনুভূত, মসৃণ, অত্যন্ত কণ্ডুবিশিষ্ট ও সুখস্পর্শ। ইহাদের আকার বংশাঙ্কুর, কাঁঠালবীজ বা গোস্তনসদৃশ। এই অর্শে বঙ্ক্ষণদ্বয়ে বন্ধনবৎ পীড়া এবং গুহ্যদেশে বস্তিতে ও নাভিস্থানে আকর্ষণবৎ বেদনা, শ্বাস, কাস, বমনবেগ, মুখস্রাব বা গুহ্যস্রাব, অরুচি, পীনস, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মস্তকের জড়তা, শীতজ্বরোৎপত্তি, ক্লীবতা, অগ্নিমান্দ্য, বমি, অতিসার-গ্রহণ্যাদি আমবহুল পীড়ার উৎপত্তি এবং প্রবাহিকালক্ষণাক্রান্ত, বসাসদৃশ কফমিশ্রিত বহু মলের নির্গম, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে ক্লেদরক্তাদি স্রাব হয় না এবং মলের কাঠিন্য থাকাতেও অর্শের অঙ্কুরসকল বিদীর্ণ হয় না। রোগির ত্বক্ ও মলাদি তৈলাভ্যক্তবৎ স্নিগ্ধ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শের যে সকল লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, সান্নিপাতিক ও সহজ অর্শেও সেই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

অর্শোরোগ-চিকিৎসা

দুর্নাম্নাং সাধনোপায়শ্চতুর্দ্ধা পরিকীর্ত্তিতঃ। ভেষজক্ষারশস্ত্রাগ্নি-সাধ্যত্বাদাদ্য উচ্যতে।।

অর্শোরোগের চিকিৎসা চারি প্রকার, যথা—ঔষধপ্রয়োগ, ক্ষারপ্রয়োগ, শস্ত্রপ্রয়োগ ও অগ্নিপ্রয়োগ। চারি প্রকার চিকিৎসার মধ্যে ঔষধ-চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

যদ্ বায়োরানুলোম্যায় যদগ্নিবলবৃদ্ধয়ে। অন্নপানৌষধং সর্ব্বং তৎ সেব্যং নিত্যমর্শসৈঃ।

যে সকল অন্নপান ও ঔষধ বায়ুর অনুলোম, অগ্নির দীপ্তি ও বলের বৃদ্ধি করিয়া থাকে, সেই সকল দ্রব্যই অর্শোরোগির নিত্য সেব্য।

শুষ্কার্শসাং প্রলেপাদি-ক্রিয়া তীক্ষ্ণা বিধীয়তে। স্রাবিণাং রক্তমালোক্য ক্রিয়া কার্য্যাস্রপৈত্তিকী।।

শুষ্কার্শে তীক্ষ্ণ প্রলেপাদি ক্রিয়া বিধেয়। যে অর্শে রক্তস্রাবাদি হয়, তাহাতে রক্তপিত্তের চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

শস্ত্রৈর্বাথ জলৌকাভিঃ প্রোচ্ছুনকঠিনার্শসঃ। শোণিতং সঞ্চিতং দৃষ্ট্বা হরেৎ প্রাজ্ঞঃ পুনঃপুনঃ।।

যদি অর্শের মাংসাঙ্কুর স্ফীত বা কঠিন হয় এবং তাহাতে রক্ত সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে অস্ত্র বা জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে।

শ্লেষ্মার্শসো গুদে পার্শ্বে রক্তমোক্ষং জলৌকয়া। কৃত্বা চার্করসৈর্লেপো দাহো বাত্রাপি শস্যতে।।

শ্লেষ্মজনিত অর্শোরোগে গুহ্যনাড়ীর পার্শ্বে জোঁক ধরাইয়া রক্তমোক্ষণ করত আকন্দরসের লেপ দিবে। ইহাতে দাহও প্রশস্ত।

স্নুক্‌ক্ষীরং রজনীযুক্তং লেপাদ্ দুর্নামনাশনম্। কোশাতকীরজোঘর্ষান্নিপতন্তি গুদোদ্ভবাঃ।।

মনসাসিজের আঠার সহিত হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বলির মুখে প্রলেপ দিলে অথবা ঘোষাফলচূর্ণ দ্বারা বলি ঘর্ষণ করিলে উহা খসিয়া যায়।

অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং তিক্ততুম্বাশ্চ পল্লবাঃ। করঞ্জো বস্তমূত্রঞ্চ লেপনং শ্রেষ্ঠমর্শসাম্।।

আকন্দের আঠা, মনসার আঠা, তিতলাউ-এর কচি পাতা ও ডহরকরঞ্জের ছাল সমাংশে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণ করত বলিতে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা অর্শের শ্রেষ্ঠ প্রলেপ।

অর্শোঘ্নী গুদগা বর্ত্তির্গুড়ঘোষাফলোদ্ভবা। জ্যোৎস্নিকামূলকল্কেন লেপো রক্তার্শসাং হিতঃ।।

পুরাতন গুড় কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া, তাহাতে ঘোষাফলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পাক করত বাতি প্রস্তুত করিবে। ঐ বাতি গুহ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে অর্শঃ নষ্ট হয়। ঘোষালতার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে রক্তার্শঃ নিবারিত হইয়া থাকে।

পীলুতৈলেন সংলিপ্তা বর্ত্তিকা গুদমধ্যগা। পাতয়ত্যর্শসাং সিদ্ধং ন বলের্বেদনা ক্বচিৎ।।

একটি বর্ত্তি পীলুতৈলাক্ত করিয়া গুহ্যমধ্যে প্রয়োগ করিলে বলিসকল পড়িয়া যায় এবং বলিপাতজনিত বেদনা থাকে না। ইহা অর্শের সিদ্ধ ঔষধ।

পিপ্পলী সৈন্ধবং কুষ্ঠং শিরীষস্য ফলং তথা। সুধাদুগ্ধার্কদুগ্ধৈর্বা লেপোহয়ং গুদজং হরেৎ।।
হরিদ্রাজালিনীচূর্ণং কটুতৈলসমন্বিতম্। এষ লেপো বরঃ প্রোক্তো হ্যর্শসামন্তকারকঃ।।

মনসাসিজের বা আকন্দের আঠার সহিত পিপুল, সৈন্ধব, কুড় ও শিরীষফলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অথবা সর্ষপতৈলের সহিত হরিদ্রা ও ঘোষালতাচূর্ণ মিলাইয়া বলির মুখে প্রলেপ দিলে উহা খসিয়া যায়।

শূরণং রজনী বহ্নিষ্টঙ্গণং গুড়মিশ্রিতম্। পিষ্টারনালকৈর্লেপো হন্ত্যর্শাংসি মহান্ত্যপি।।

ওল, হরিদ্রা, চিতা, সোহাগার খৈ, ইহাদের চূর্ণ গুড়সংযুক্ত ও কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া অর্শে প্রলেপ দিলে মহান্ শ্লৈষ্মিক অর্শঃ নিবারিত হয়।

আরনালেন সংপিষ্টা সবীজকটুতুম্বিকা। সগুড়া হন্তি লেপেন চার্শাংসি মূলতো ধ্রুবম্।।

বীজ সহিত তিতলাউ কাঁজিতে পেষিত ও গুড় সংযুক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলেও অর্শঃ সমূলে উন্মূলিত হয়।

ভাবিতং রজনীচূর্ণৈঃ স্নুহীক্ষীরে পুনঃপুনঃ। বন্ধনাৎ সুদৃঢ়ং সূত্রং ছিনত্ত্যর্শো ন সংশয়ঃ।।

হরিদ্রাচূর্ণ-সংযুক্ত সীজের আঠায় কার্পাসসূত্র পুনঃপুনঃ ভাবিত করিয়া তদ্দ্বারা অর্শের বলি দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া রাখিলে উহা ছিন্ন হইয়া পড়ে।

তুম্বীবীজং সৌদ্ভিদন্তু কাঞ্জীপিষ্টং গুড়ীত্রয়ম্। অর্শোহরং গুদস্থং স্যাদ্ দধি মাহিষমশ্নতঃ।।

তিতলাউ-এর বীজ ও সাম্ভার লবণ, সমভাগে কাঁজিতে পেষণ করিয়া তিনটি গুড়ী প্রস্তুত করিবে। ঐ গুড়ী গুহ্যে প্রয়োগ করিলে অর্শঃ বিনষ্ট হয়। পথ্য—মাহিষদধি।

মহাবোধিপ্রদেশস্য পথ্যাকোষাতকীরজঃ কফেন* লেপতো হন্তি লিঙ্গবর্ত্তিমসংশয়ম্।।
*কফেনেত্যত্র সফেনমিতি পাঠান্তরম্।

মহাবোধি প্রদেশের (মগধে প্রসিদ্ধ) হরীতকীচূর্ণ ও ঘোষাফলচূর্ণ থুতু মিশ্রিত করিয়া লেপ দিলে নিশ্চয়ই লিঙ্গার্শঃ নিবারিত হয় (কেহ বলেন, সমুদ্রফেন জলে ঘষিয়া তৎসহ উক্ত চূর্ণদ্বয় মিশাইয়া প্রলেপ দিবে)।

অপামার্গাঙ্ক্রজঃ ক্ষারো হরিতোলেন সংযুতঃ। লেপেন লিঙ্গসম্ভূতমর্শো নাশয়তি ধ্রুবম্।।

আপাংমূলের ক্ষার ও হরিতাল সমভাগে জলের সহিত পেষণ করিয়া লেপ দিলে লিঙ্গার্শঃ বিনষ্ট হয়।

বাতাতীসারবদ্ভিন্ন-বর্চ্চাংস্যার্শাংস্যপাচরেৎ। উদাবর্ত্তবিধানেন গাঢ়বিট্‌কানি চাসকৃৎ।।

অর্শোরোগে তরল মল হইলে বাতাতিসারের ন্যায় এবং কঠিন মল হইলে উদাবর্ত্তের বিধানে

চিকিৎসা করিবে।

বিড়্বিবন্ধে হিতং তক্রং যমানীবিড়সংযুতম্। বাতশ্লেষ্মার্শসাং তক্রাৎ পরং নাস্তীহ ভেষজম্।।
তৎ প্রযোজ্যং যথাদোষং সস্নেহং রুক্ষমেব চ। ন বিরোহন্তি গুদজাঃ পুনস্তক্রসমাহতাঃ।।

অর্শোরোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, যমানীচূর্ণ ও বিট্‌লবণসহ তক্র পান করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মজনিত অর্শে তক্রের ন্যায় উপকারী দ্বিতীয় ঔষধ আর নাই। দোষানুসারে সস্নেহ বা রুক্ষ তক্র প্রযোজ্য অর্থাৎ বায়ুজন্য হইলে সস্নেহ (মাখন সহিত), শ্লেষ্মজন্য হইলে রুক্ষ (মাখন রহিত) তক্র প্রয়োগ করিবে। তক্র সেবনে অর্শঃ একবার প্রশমিত হইলে আর কখন হয় না।

নাগেন নলিকাং কৃত্বা ঘৃতসৈন্ধবলেপিতাম্। গুদদ্বারে ক্ষিপেন্নিত্যং মলরোধপ্রশান্তয়ে।।

মলরোধ হইলে একটি সীসার নলে ঘৃত ও সৈন্ধব মাখাইয়া ঐ নল গুহ্যমধ্যে প্রবেশ করাইবে। নিত্য নিত্য এইরূপ করিলে মলরোগের প্রশান্তি হয়।

ত্বচং চিত্রকমূলস্য পিষ্টা কুম্ভং প্রলেপয়েৎ। তক্রং বা দধি বা তত্র জাতমর্শোহরং পিবেৎ।।

চিতামূলের ছাল বাটিয়া তদ্দ্বারা একটি কলসীর অভ্যন্তরভাগ প্রলিপ্ত করিবে। উহা শুষ্ক হইলে কলসীতে দধি পাতিয়া বা ঘোল মন্থন করিয়া তাহা পান করিলে অর্শঃ বিনষ্ট হয়।

পিত্তশ্লেষ্মপ্রশমনী কচ্ছূকণ্ডূরুজাপহা। গুদজান্ নাশয়ত্যাশু যোজিতা সগুড়াভয়া।।

হরীতকীচূর্ণ গুড়ের সহিত সেবন করিলে অর্শঃ নিবারিত হয়। ইহা পিত্তশ্লেষ্মনাশক এবং কচ্ছূ (খোস্ পাঁচড়া) ও কণ্ডূনাশক।

সগুড়াং পিপ্পলীযুক্তামভয়াং ঘৃতভর্জ্জিতাম্। ত্রিবৃদ্দন্তীযুতাং বাপি ভক্ষয়েদানুলোমকীন্।।

ঘৃতভর্জ্জিত হরীতকীচূর্ণ, কিঞ্চিৎ পিপ্পলীচূর্ণ অথবা তেউড়ীমূল ও দন্তীমূলচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া গুড়সহযোগে সেবন করিলে অর্শঃ প্রশমিত হয়। ইহা বায়ুর অনুলোমকারক।

তিলারুষ্করসংযোগং ভক্ষয়েদগ্নিবর্দ্ধনম্। কুষ্ঠরোগহরং শ্রেষ্ঠমর্শসাং নাশনং পরম্।।

তিল ১ তোলা এবং ভেলার মুটীচূর্ণ ২ রতি একত্র সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। ইহা অর্শোরোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং কুষ্ঠরোগনাশক।

হরীতকীং তিলান্ ধাত্রীং মৃদ্বীকাং মধুকং তথা। পরূষকস্য তোয়েন পিবেদর্শোনিবৃত্তয়ে।।

হরীতকী, কৃষ্ণতিল (খোসাশূন্য), আমলকী, কিস্‌মিস্ ও যষ্টিমধু, এই সকলের চূর্ণ সমভাগে ফল্‌সাগাছের রসসহ সেবন করিলে অর্শের শান্তি হয়।

গোমূত্রব্যুষিতাং দদ্যাৎ সগুড়াং বা হরীতকীম্। পঞ্চকোলকযুক্তং বা তক্রমস্মৈ প্রদাপয়েৎ।।

হরীতকী গোমূত্রে ভিজাইয়া পরদিন তাহা গুড় মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে কিংবা পঞ্চকোলচূর্ণসংযুক্ত তক্র অর্শোরোগিকে সেবন করিতে দিবে, তাহাতে বিশেষ উপকার হইবে।

মৃল্লিপ্তং শৌরণং কন্দং পক্ত্বাগ্নৌ পুটপাকবৎ। অদ্যাৎ সতৈললবণং দুর্নামবিনিবৃত্তয়ে।।

বন্য ওল অভাবে গ্রাম্য ওল মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিয়া পুটপাকে সিদ্ধ করিবে, পরে সেই সিদ্ধ ওল কিঞ্চিৎ তৈল ও লবণের সহিত সেবন করিবে। ইহা অর্শের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্বিন্নং বার্ত্তাকুফলং ঘোষায়াঃ ক্ষারজেন সলিলেন। তদ্ ঘৃতভৃষ্টং যুক্তং গুড়েন বা তৃপ্তিতো যোঽত্তি।। পিবতি চ নূনং তক্রং তস্যাশ্বেবাতিবৃদ্ধগুদজ্যানি। যান্তি বিনাশং পুংসাং সহজান্যপি সপ্তরাত্রেণ।।

ঘোষালতার ক্ষার প্রস্তত করিয়া ৬ গুণ জলে গুলিয়া ২১ বার ছাঁকিয়া সেই ক্ষারজলে কতকগুলি বার্ত্তাকু সিদ্ধ করত ঘৃতে ভাজিবে। পরে যথোপযুক্ত গুড়ের সহিত সেই বার্ত্তাকু তৃপ্তি পর্য্যন্ত আহার করিয়া তক্র পান করিবে। এইরূপ সাত দিন করিলে অতি প্রবৃদ্ধ অর্শঃ এবং সহজ (জন্মাবধি জাত) অর্শও নিবারিত হয়।

অসিতানাং তিলানাং প্রাক্ প্রকুঞ্চং শীতবার্য্যনু। খাদতোঽর্শাংসি নশ্যন্তি দ্বিজদার্ঢ্যাঙ্গ-পুষ্টিদম্।।

খোসাতোলা কৃষ্ণতিল ৮ তোলা পরিমাণে খাইয়া পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ শীতল জলপান করিলে অর্শঃ বিনষ্ট, দন্ত দৃঢ় ও দেহ পুষ্ট হয়।

শৃঙ্গবের ক্বাথঃ

কফজে শৃঙ্গবেরস্য ক্বাথো নিত্যোপযোগিকঃ।।

কফজ অর্শে নিত্য শুঁঠের ক্বাথ সেবন করাকর্ত্তব্য।

রক্তার্শোলক্ষণম্

রক্তোল্বণা গুদে কীলাঃ পিত্তাকৃতিসমন্বিতাঃ। বটপ্ররোহসদৃশা গুঞ্জাবিদ্রুমসমন্বিতাঃ।। তেঽত্যর্থং দুষ্টমুষ্ণঞ্চ গাঢ়বিট্‌কপ্রপীড়িতাঃ। স্রবন্তিসহসা রক্তং তস্য চাতিপ্রবৃত্তিতঃ।। ভেকাভঃ পীড্যতে দুঃখৈঃ শোণিতক্ষয়সম্ভবৈঃ। হীনবর্ণবলোৎসাহো হতৌজাঃ কলুষেন্দ্রিয়ঃ। বিট্ শ্যাবং কঠিনং রুক্ষমধো বায়ুর্ন বর্ত্ততে।।

রক্তার্শের লক্ষণ, পিত্তার্শের লক্ষণের ন্যায় জানিবে। ইহার মাংসাঙ্কুরসকলের আকৃতি বটাঙ্কুরসদৃশ, বর্ণ কুঁচ বা প্রবালের ন্যায় লোহিত। ইহারা মলের কাঠিন্যবশতঃ পেষিত হইলে সহসা অধিক পরিমাণে দুষ্ট ও উষ্ণ রক্তস্রাব করে এবং সেই রক্তের অতিস্রাবহেতু রোগী ভেকবৎ পীতবর্ণ ও রক্তক্ষয়জনিত রোগে পীড়িত এবং বিবর্ণ, কৃশ, হীনোৎসাহ, দুর্ব্বল ও বিকৃতেন্দ্রিয় হইয়া থাকে। ইহাতে মল শ্যাববর্ণ, কঠিন ও রুক্ষ হয় এবং অধোবায়ু নির্গত হয় না।

রক্তার্শশ্চিকিৎসা

রক্তার্শসামুপেক্ষেত রক্তমাদৌ স্রবদ্ ভিষক্। দুষ্টাস্রে নিগৃহীতে তু শূলানাহাবসৃগ্‌গদাঃ।।

রক্তার্শঃ হইলে প্রথমেই রক্তস্রাব-নিবারক কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। কারণ, দুষ্ট রক্ত বন্ধ করিলে শূল, আনাহ ও বিসর্পাদি রক্তদুষ্টিজনিত নানা পীড়াদি জন্মাইতে পারে।

শক্রক্কাথঃ সবিশ্বো বা কিংবা বিশ্বাশলাটবঃ। যোজ্যা রক্তার্শসেস্তদ্বজ্জ্যোৎস্নিকামূললেপনম্।।

কুড়্চির অথবা বেলশুঁঠের ক্বাথে কিঞ্চিৎ শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া রক্তার্শোরোগিকে পান করিতে দিবে। ঘোষালতার মূল বাটিয়া বলিতে প্রলেপ দিলেও উপকার হয়।

চন্দনাদিক্কাথঃ

চন্দনকিরাততিক্তক-ধন্বযবাসাঃ সনাগরাঃ ক্বথিতাঃ। রক্তার্শসাং প্রশমনা দার্ব্বীত্বিগুশীরনিম্বাশ্চ।।

রক্তচন্দন, চিরতা, দুরালভা ও নাগরমুতা (মতান্তরে শুঁঠ) ইহাদের ক্বাথ অথবা দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, বেণার মূল ও নিমের ক্বাথ পান করিলে রক্তার্শঃ নিবারিত হয়।

লাজৈঃ পেয়া পীতা চুক্রিকাকেশরোৎপলৈঃ সিদ্ধা। সা হন্ত্যস্রস্রাবাং তথা বলাপৃশ্নিপর্ণীভ্যাম্।।

আমরুলশাক, নাগকেশর ও উৎপল এই সকল দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ অথবা বেড়েলা ও চাকুলের সহিত সিদ্ধ লাজপেয়া পান করিলে অর্শের রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

নবনীততিলাভ্যাসাৎ কেশরনবনীতশর্করাভ্যাসাৎ। দধিসরমথিতাভ্যাসাদ্ গুদজাঃ শাম্যন্তি রক্তবহাঃ।।

রক্তার্শোরোগিকে প্রতিদিন মাখন ও নিস্ত্বক্ কৃষ্ণতিল, বা মাখন, পদ্মকেশর (কাহারও মতে নাগকেশর) ও চিনি কিংবা দধির সরকৃত তক্র খাইতে দিবে। তাহাতে রক্তার্শঃ নিবারিত হইবে।

সমঙ্গোৎপলমোচাহ্ব-তিরীটতিলচন্দনৈঃ। ছাগক্ষীরং প্রযোক্তব্যং গুদজে শোণিতাপহম্।।

বরাহক্রান্তা, নীলোৎপল, মোচরস, পট্টিকা লোধ, তিল, রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য বাটিয়া ছাগদুগ্ধে আলোড়িত করিয়া অথবা ক্ষীরপাক বিধানে পাক করিয়া পান করিতে দিবে। ইহা রক্তার্শের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কোমলং নলিনীপত্রং পিষ্ট্বা খাদেৎ সশর্করম্। প্রাতরাজং পয়ঃ পীত্বা রক্তস্রাবাদ্ বিমুচ্যতে।।

কচি পদ্মপত্র বাটিয়া চিনির সহিত সেবন করিলে অথবা প্রাতঃকালে ছাগদুগ্ধ পান করিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

সপদ্মকেশরং ক্ষৌদ্রং নবনীতং নবং লিহন্। সিতাকেশরসংযুক্তং রক্তার্শসি সুখী ভবেৎ।।

পদ্মকেশর, মধু, টাটকা মাখন, চিনি ও নাগকেশর একত্র সেবন করিলে রক্তার্শঃ নিবারিত হয়।

সশর্করং কৃষ্ণতিলস্য কল্কং বস্তীপয়োভিঃ পিবতি প্রভাতে। সদ্যো হরত্যেব গুদোত্থরক্তং যোগোহ্যয়মুক্তো গিরিশেন সাক্ষাৎ।।

পিষ্ট কৃষ্ণতিল এক তোলা ও চিনি অর্দ্ধ তোলা, এক ছটাক ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সদ্যঃ রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

কৌটজং কল্কমাদায় পিষ্ট্বা তক্রেণ বুদ্ধিমান্। পীত্বা রক্তার্শসো রক্ত-স্রুতিমাশু নিযচ্ছতি।

কুড়চির ছাল অর্দ্ধ তোলা বাটিয়া তক্রের সহিত সেবন করিলে রক্তস্রাব নিবৃত্ত হয়।

ছাগেন পয়সা কল্কং শতমূলীসমুদ্ভবম্। পিবেদ্রক্তার্শসস্তদ্বৎ সসিতং দাড়িমং রসম্।।

শতমূলী ২ তোলা বাটিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত অথবা দাড়িমরস চিনির সহিত সেবন করিলে রক্তার্শঃ প্রশমিত হয়।

অপামার্গস্য বীজানাং কল্কস্তণ্ডুলবারিণা। পীতো রক্তার্শসাং নাশং কুরুতে নাত্র সংশয়ঃ।।

আপাঙ্গের বীজ চালুনিজলে বাটিয়া পান করিলে নিশ্চয়ই রক্তার্শঃ বিনষ্ট হয়।

অশ্বগন্ধাদিধূপঃ

অশ্বগন্ধাথ নির্গুণ্ডী বৃহতী পিপ্পলী ঘৃতম্। ধূপোঽয়ং স্পর্শমাত্রেণ হ্যর্শসাং শমনে হ্যলম্।।

অশ্বগন্ধা, নিসিন্দে, বৃহতী, পিপুল, ইহাদের চূর্ণ ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার ধূম গুহ্যদ্বারে লাগাইলে নিশ্চয়ই অর্শঃ প্রশমিত হয়।

অর্কমূলাদিধূপঃ

অর্কমূলং শমীপত্রং নৃকেশাঃ সর্পকঞ্চুকঃ। মার্জ্জারচর্ম্ম চাজ্যঞ্চ গুদধূপোঽর্শসাম হিতঃ।।

আকন্দের মূল, শাঁইপাতা, মানুষের চুল, সাপের খোলস, বিড়ালের চামড়া এবং ঘৃত, ইহাদের ধূম অর্শের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

রালচূর্ণস্য তৈলেন সার্ষপেণ যুতস্য চ। ধূপদানেন যুক্তার্শো-রক্তস্রাবো নিবর্ত্ততে। রক্তৌঘশান্তয়ে দেয়ং গুদে কর্পূরধূপানম্।।

সর্ষপতৈলযুক্ত ধূনার ধূম গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিলে অর্শের রক্তস্রাব নিবারিত হয়। রক্তস্রাবনিবারণার্থ গুহ্যদেশে কর্পূরের ধূপ দিবে।

ধুস্তূরস্য ফলং পক্কং পিপ্পলীনাগরাভয়াঃ। বালকং গুড়সংযুক্তং ভক্ষ্যং গুঞ্জাষ্টকং নিশি। সিতামধ্বাজ্যৈঃ কর্ষৈকং পিবেৎ পিত্তার্শসাং জয়ে।।

পাকা ধুতূরার ফল, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী ও বালা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ গুড়সংযুক্ত করিয়া চিনি, মধু ও ঘৃতের সহিত ২ তোলা পরিমাণে রাত্রিতে সেবন করিলে পৈত্তিকার্শঃ প্রশমিত হয় (বৃদ্ধ বৈদ্যেরা দুই আনা হইতে আট আনা পরিমাণে সেবন করিতে ব্যবস্থা দেন)।

দেবদালীযোগঃ

দেবদালীকষায়েণ শৌচমাচরতাং নৃণাম্। কিংবা তদ্ধিমসেবাভিঃ কুতঃ স্যুর্গুদজাঙ্কুরাঃ।।

ঘোষালতার ক্বাথে বা ঘোষালতা-ভিজা জলে যে শৌচক্রিয়া করে, তাহার কেন অর্শোঽঙ্কুর জন্মিবে?

ভল্লাতামৃতযোগঃ

গুড়ূচী লাঙ্গলী শৃঙ্গী মুণ্ডী গুঞ্জা চ কেতকী। ষণ্ণাং পত্ররসৈর্মর্দ্দ্যং বালভল্লাতবীজকম্।। দিনৈকং মর্দ্দয়েদ্ গাঢ়ং নিষ্কার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা। ভল্লাতামৃতযোগোঽয়ং পিত্তজার্শাংসি নাশয়েৎ।।

গুলঞ্চ, ঈশলাঙ্গলা, কাঁক্ড়াশৃঙ্গী, বড় থুলকুড়ি, গুঞ্জা ও কেতকী, ইহাদের পত্রের রসে কচি ভেলার বীজ একদিন উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ২ মাষা পরিমাণ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার পিত্তজ অর্শঃ বিনষ্ট হয়।

করঞ্জাদিচূর্ণম্

চিরবিল্বাগ্নিসিন্ধুত্থ-নাগরেন্দ্রযবারলুম্। তক্রেণ পিবতোঽর্শাংসি নিপতন্ত্যসৃজা সহ।।

করঞ্জফলের শাঁস, চিতা, সৈন্ধব, শুঁঠ, ইন্দ্রযব ও শোনা, ইহাদের চূর্ণ তক্রের সহিত পান করিলে রক্তের সহিত অর্শঃ বিনষ্ট হয়।

লবণোত্তমাদ্যচূর্ণম্

লবণোত্তমবহ্নিকলিঙ্গযবাংশ্চিরবিল্বমহাপিচুমর্দ্দযুতান্। পিব সপ্তদিনং মথিতালুলিতান্ যদি মর্দ্দিতুমিচ্ছসি পায়ুরুহান্।।

সৈন্ধবলবণ, চিতা, ইন্দ্রযব, ডহরকরঞ্জমূল ও মহানিমছাল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া তক্রে আলোড়িত করিয়া সাতদিন সেবন করিলে বাতার্শঃ নিবারিত হয়।

মরিচাদি চূর্ণম্

মরিচং পিপ্পলী কুষ্ঠং সৈন্ধবং জীরনাগরম্। বচাহিঙ্গুবিড়ঙ্গানি পথ্যাবহ্ন্যজমোদকম্।। এতেষাং কারয়েচ্চূর্ণং চূর্ণস্য দ্বিগুণং গুড়ম্। খাদেৎ কর্ষমিতঞ্চাপি পিবেদুষ্ণজলং ততঃ। সর্ব্বাণার্শাংসি নশ্যন্তি বাতজানি বিশেষতঃ।।

মরিচ, পিপুল, কুড়, সৈন্ধব, জীরা, শুঁঠ, বচ, হিং, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, চিতা ও যমানী ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া দ্বিগুণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। অনুপান—উষ্ণজল। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ বিশেষতঃ বাতার্শঃ বিনষ্ট হইয়া থাকে (শূরণমোদক ও বাহুশাল গুড় বাতার্শের বিশেষ ঔষধ)।

সমশর্করং চূর্ণম্

শুষ্ঠীকণামরিচনাগদলত্বগেলং চূর্ণীকৃতং ক্রমবিবর্দ্ধিতমূর্দ্ধমন্ত্যাৎ। খাদেদিদং সমসিতং গুদজাগ্নিমান্দ্য কাসারুচিশ্বসনকণ্ঠহৃদাময়েষু।।

ছোট এলাইচ ১ ভাগ, দারুচিনি ২ ভাগ, তেজপত্র ৩ ভাগ, নাগকেশর ৪ ভাগ, মরিচ ৫ ভাগ, পিপুল ৬ ভাগ, শুঁঠ ৭ ভাগ; এই সকলের চূর্ণ একত্র করিয়া সর্ব্বচূর্ণসমান চিনি মিশ্রিত করত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অর্শঃ প্রভৃতি মূলের লিখিত রোগসকল প্রশমিত হয়।

কর্পূরাদ্যং চূর্ণম্

ঘনসারো লবঙ্গঞ্চ এলা ত্বঙ্নাগকেশরম্। জাতীফলমুশীরঞ্চ নাগরং কৃষ্ণজীরকম্।। কৃষ্ণাগুরু তুগাক্ষীরী মাংসী নীলোৎপলং কণা। চন্দনং তগরং বালং কক্কোলঞ্চেতি চূর্ণয়েৎ।। সমভাগানি সর্ব্বাণি সর্ব্বেভ্যোহৰ্দ্ধং সিতা ভবেৎ। কর্পূরাদ্যমিদং চূর্ণং বাতার্শোনাশনং পরম্।। রোচনং তর্পণং বৃষ্যং ত্রিদোষঘ্নং বলপ্রদম্। হৃদ্রোগং কটিরোগঞ্চ কাসং হিক্কাঞ্চ পীনসম্।। যক্ষ্মাণং তমকশ্বাসমতীসারবলক্ষয়ম্। প্রমেহারুচিগুল্মাদীন্ গ্রহণীমপি নাশয়েৎ।।

কর্পূর, লবঙ্গ, এলাইচ, গুড়ত্বক্, নাগকেশর, জায়ফল, বেণার মূল, শুঁঠ, কালজীরা, কৃষ্ণাগুরু, বংশলোচন, জটামাংসী, নীলপদ্ম, পিপুল, চন্দন, তগরপাদুকা, বালা ও কাঁক্লা, এই সমুদায় দ্রব্যকে একত্র চূর্ণিত করিবে; সকলের অর্দ্ধেক চিনি গ্রহণ করিয়া তাহাতে মিশ্রিত করিবে। এই কর্পূরাদ্য চূর্ণ বাতার্শের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা রুচিজনক, বলকারী, বৃষ্য, ত্রিদোষঘ্ন ও তর্পণ। এই ঔষধ সেবনে শ্লোকোক্ত হৃদ্রোগ, যক্ষ্মা, অতিসার, গুল্ম ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

বিজয়চূর্ণম্

ত্রিকত্রয়বচাহিঙ্গু-পাঠাক্ষারনিশাদ্বয়ম্। চব্যতিক্তাকলিঙ্গাগ্নি-শতাহ্বালবণানি চ।। গ্রন্থিবিল্বাজমোদা চ গণোহষ্টাবিংশতির্মতঃ। এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।। ততো বিড়ালপদকং পিবেদুষ্ণেন বারিণা। এরণ্ডতৈলযুক্তস্ত সদা লিহ্যাৎ ততো নরঃ।। কাসং হন্যাৎ তথা শোথমর্শাংসি চ ভগন্দরম্। হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ বাতগুল্মং তথোদরম্।। হিক্কাশ্বাসপ্রমেহাংশ্চ কামলাং পাণ্ডুরোগতাম্। আমান্বয়মুদাবর্ত্তমন্ত্রবৃদ্ধিং গুদং ক্রিমীন্।। অন্যে চ গ্রহণীদোষা যে ময়া পরিকীর্ত্তিতাঃ। মহাজ্বরোপসৃষ্টানাং ভূতোপহতচেতসাম্।। অপ্রজানাস্তু নারীণাং প্রজাবর্দ্ধনমেব চ। বিজয়ো নাম চূর্ণোহয়ং কৃষ্ণাত্রেয়েণ পূজিতঃ।।

ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), ত্রিফলা (হরীতকী, বহেড়া, আমলকী,), ত্রিজাত* (দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র), বচ, হিং, আক্নাদি, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চৈ, কট্কী, ইন্দ্রযব, অগ্নি (চিতা), শুল্ফা, পঞ্চ লবণ (সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বিট্, ঔদ্ভিদ ও সামুদ্রলবণ), পিপুলমূল, বেলশুঁঠ ও যমানী, এই ২৮ পদ ঔষধ প্রত্যেকে সমভাগে চূর্ণ ও একত্র মিশ্রিত করিয়া

*কেহ কেহ ত্রিজাতকস্থানে ত্রিমদ অর্থাৎ মুতা, বিড়ঙ্গ ও চিতা গ্রহণ করেন। তাঁহারা অগ্নিশব্দে ভেলা অর্থ করিয়া থাকেন।

২ তোলা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত পান অথবা এরণ্ডতৈলের সহিত লেহন করিলে অর্শঃ প্রভৃতি মূলের লিখিত রোগসমূহ উপশমিত হয়।

দশমূলগুড়ঃ

দশমূলাগ্নিদন্তীনাং প্রত্যেকং পলপঞ্চকম্। জলদ্রোণেন সংক্বাথ্যং পাদশেষে সমুদ্ধরেৎ।। গুড়ং পলশতঞ্চৈব সিদ্ধে শীতে বিমিশ্রয়েৎ। ত্রিবৃতায়াঃ রজঃপ্রস্থস্তদর্দ্ধং পিপ্পলীরজঃ।। ঘৃতভাণ্ডে স্থিতং খাদেৎ কর্ষমাত্রং দিনে দিনে। দশমূলগুড়ঃ খ্যাতঃ শময়েদর্শ আময়ম্। অজীর্ণং পাণ্ডুরোগঞ্চ সর্ব্বরোগহরং পরম্।।

দশমূল, চিতা ও দন্তী প্রত্যেক ৫ পল লইয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করত ১৬ সের থাকিতে নামাইবে এবং উহাতে ১২।।০ সের গুড় মিশ্রিত করিয়া যথাবিধি পাক করিবে। পাক সমাপনানন্তর উহা শীতল হইলে তেউড়ীচূর্ণ ২ সের ও পিপুলচূর্ণ ১ সের প্রক্ষেপ দিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। ইহা সেবনে অর্শঃ অজীর্ণ ও পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

শ্রীবাহুশালো গুড়ঃ

ত্রিবৃৎ তেজোবতী দন্তী শ্বদংষ্ট্রা চিত্রকং শঠী। গবাক্ষীমুস্তবিশ্বাহু-বিড়ঙ্গানি হরীতকী।। পলোন্মিতানি চৈতানি পলান্যষ্টাবরুষ্করাৎ। ষট্পলং বৃদ্ধদারস্য শূরণস্য চ ষোড়শ। জলদ্রোণদ্বয়ে ক্বাথ্যং চতুর্ভাগাবশেষিতম্। পূতস্তু তং রসং ভূয়ঃ ক্বাথ্যেভ্যস্ত্রিগুণো গুড়ঃ।। লেহং পচেৎ তু তং তাবদ্ যাবদ্দর্ব্বীপ্রলেপনম্। অবতার্য্য ততঃ পশ্চাচ্চূর্ণা নীমানি দাপয়েৎ।। ত্রিবৃত্তেজোবতীকন্দ-চিত্রকান্ দ্বিপলাংশিকান্। এলাত্বঙ্মরিচঞ্চাপি গজাহ্বঞ্চাপি ষট্পলম্।। দ্বাত্রিংশৎপলমেবাত্র চূর্ণং দত্ত্বা নিধাপয়েৎ। ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত জীর্ণে ক্ষীররসাশনঃ।। পঞ্চ গুল্মান্ প্রমেহাংশ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকম্। জয়েদর্শাংসি সর্ব্বাণি তথা সর্ব্বোদরাণি চ।। দীপয়েদ্ গ্রহণীং মন্দাং যক্ষ্মাণমপকর্ষতি। অপীনসং চ প্রতিশ্যায়ং আঢ্যবাতং তথৈব চ।। অয়ং সর্ব্বগদেষ্বেব কল্যাণো লেহ উত্তমঃ। দুর্নামারিরয়ঞ্চাশু দৃষ্টো বারসহস্রশঃ।। ভবন্ত্যেনং প্রযুঞ্জানাঃ শতবর্ষং নিরাময়াঃ। আয়ুষো দৈর্ঘ্যজননো বলীপলিতনাশনঃ।। গুড়ঃ শ্রীবাহুশালোঽয়ং দুর্নামারিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।

গজাহ্বং নাগকেশরচূর্ণম্। অত্রানুপানমনুক্তমপি কোঞ্চাম্বুনা বাতকফে পিত্তাদৌ ক্ষীরাদিনা জ্ঞেয়ম্। ন চাত্র ভল্লাতকপ্রবেশাৎ কোষ্ণং জলমনর্হমিতি শঙ্কনীয়ম্। যতো ভল্লাতকস্নেহে কোষ্ণজলস্য নিষেধো ন ভল্লাতকযোগমাত্রে। তথাচোক্তম্—কোষ্ণোদকানুপানঞ্চ স্নেহানামথ শস্যতে। ঋতে ভল্লাতকস্নেহাত্তত্র তোয়ং সুশীতলম্।। ইতি শ্রীকণ্ঠঃ।। বৃদ্ধাস্তু শীততোয়েন ব্যবহরন্তি ইতি শিবদাসঃ।

তেউড়ীমূল, চই, দন্তীমূল, গোক্ষুর, চিতামূল, শঠী, রাখালশশার মূল, মুতা, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, হরীতকী ইহাদিগের প্রত্যেকের ১ পল, ভেলা ৮ পল, বিদ্ধড়কমূল ৬ পল, বনওল ১৬ পল, ক্বাথার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের; উক্ত ক্বাথ ছাঁকিয়া উহার সহিত পুরাতন গুড় ১২৩ পল মিলাইয়া পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া পাক করিবে। ঘন হইলে নামাইয়া উহাতে তেউড়ীমূল, চই, বনওল ও চিতামূল ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল, এলাইচ, গুড়ত্বক্,

মরিচ ও নাগকেশর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ পল পরিমাণ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—১ তোলা (অনুপান—বাতশ্লৈষ্মিক অর্শে ঈষদুষ্ণ জল, পিত্তজ অর্শে দুগ্ধাদি। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ ইহা শীতল জলসহ সেবন করিতে বলেন)। ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধ বা মাংসরসাদি সেব্য। বারংবার দেখা গিয়াছে যে, ইহা সেবনে সত্বর সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ প্রশমিত হইয়া লোক দীর্ঘজীবী হয়। ইহা শ্রেষ্ঠ বলকর ঔষধ।

অগস্তিমোদকঃ

হরীতকীনাং ত্রিপলং ত্রীণ্যাত্রাণি কটুত্রিকম্। ত্বক্‌পত্রকঞ্চার্দ্ধপলং গুড়স্যাষ্টপলং মতম্।। অগস্তিমোদকানেতান্ কল্পিতান্ পরিভক্ষয়েৎ। শোফার্শোগ্রহণীদোষ-কাসোদাবর্ত্তনাশনান্।।

হরীতকী ৩ পল, ত্রিকটু ৩ পল, গুড়ত্বক্ ২ তোলা, তেজপত্র ২ তোলা, গুড় ১ সের; এই সকল একত্র করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহাতে শোথ, অর্শঃ, গ্রহণী, কাস ও উদাবর্ত্ত রোগ প্রশমিত হয়।

ভল্লাতকাদি-মোদকঃ

ভল্লাতকং তিলং পথ্যা চূর্ণং গুড়সমন্বিতম্। মোদকং ভক্ষয়েৎ কর্ষং মাসাৎ পিত্তার্শসাং জয়ে।।

ভেলার মুটী, তিল, হরীতকী, ইহাদের চূর্ণ গুড়সংযুক্ত করিয়া ২ তোলা (বৃদ্ধবৈদ্যমতে চারি আনা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত) পরিমাণে এক মাস সেবন করিলে পিত্তার্শঃ প্রশমিত হয়।

নাগরাদি-মোদকঃ

সনাগরারুষ্করবৃদ্ধদারকম্। গুড়েন যো মোদকমত্যুদায়কম্। অশেষদুর্নামকরোগদারকং করোতি বৃদ্ধং সহসৈব দারকম্।। চূর্ণে চূর্ণসমো দেয়ো মোদকে দ্বিগুণো গুড়ঃ।।

শুঁঠ, ভেলার মুটী এবং বিদ্ধড়কবীজ ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, দ্বিগুণ গুড়সহ মোদক পাক করিবে। ৪ মাষা পরিমাণে শীতল জলসহ সেবন করিলে বহুকালোদ্ভূত অর্শঃ নিবারিত এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। চূর্ণে চূর্ণসমান গুড় এবং মোদকে তাহার দ্বিগুণ গুড় দিতে হয়।

স্বল্প-শূরণমোদকঃ

মরিচমহৌষধচিত্রক-শূরণভাগা যথোত্তরং দ্বিগুণাঃ। সর্ব্বসমো গুড়ভাগঃ সেব্যোঽয়ং মোদকঃ সিদ্ধফলঃ।। জ্বলনং জ্বলয়তি জাঠরমুন্মূলয়তি গুল্মশূলগদান্। নিঃশেষয়তি শ্লীপদমবশ্যমর্শাংসি নাশয়ত্যাশু।।

মরিচ ২ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, চিতামূল ৮ ভাগ, বনওল ১৬ ভাগ ও গুড় সকলের সমান লইয়া মোদক প্রস্তুত করত ১ তোলা পরিমাণে শীতল জলসহ সেবন করিলে জঠররোগ, গুল্ম, শূল, শ্লীপদ এবং অর্শোরোগ নষ্ট ও অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

বৃহচ্ছূরণ-মোদকঃ

শূরণষোড়শভাগা বহ্নেরষ্টৌ মহৌষধস্যাতঃ। অৰ্দ্ধেন ভাগযুক্তির্মরিচস্য ততোঽপি চার্দ্ধেন।। ত্রিফলা কণা সমূলা তালীশারুষ্করক্রিমিঘ্নানাম্। ভাগা মহৌষধসমা দহনাংশা তালমূলী চ।। ভাগঃ শূরণতুল্যো দাতব্যো বৃদ্ধদারকস্যাপি। ভৃঙ্গেলে মরিচাংশে সর্ব্বাণ্যেকত্র সংচূর্ণ্য।। দ্বিগুণেন গুড়েন যুতঃ সেব্যোঽয়ং মোদকঃ প্রাকমধনৈঃ। গুরুবৃষ্যভোজ্যরহিতোন্বিতরেষু পদ্রবং কুর্য্যাৎ।। ভস্মকমনেন জনিতং পূর্ব্বমগস্ত্যস্য প্রয়োগরাজেন। ভীমস্য মারুতেরপি যেন তৌ মহাশনৌ জাতৌ।। অগ্নিবলবৃদ্ধিহেতুর্ন কেবলং শূরণো মহাবীর্য্যঃ। প্রভবতি শস্ত্রক্ষারাগ্নিভির্বিনাপ্যর্শসামেষঃ।। শ্বয়থুশ্লীপদগরজিদ্ গ্রহণীঞ্চ কফবাতসম্ভূতাম্। নাশয়তি বলীপলিতং মেধাং কুরুতে বৃষত্বঞ্চ।। হিক্কাং শ্বাসং কাসং সরাজযক্ষ্মপ্রমেহাংশ্চ। প্লীহানঞ্চাথোগ্রং হন্তীতি রসায়ন পুংসাম্।।

ওলচূর্ণ ১৬ তোলা, চিতামূল ৮ তোলা, শুণ্ঠীচূর্ণ ৪ তোলা, মরিচ ২ তোলা, ত্রিফলা, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, তালীশপত্র, ভেলার মুটী ও বিড়ঙ্গ ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, তালমূলী ৮ তোলা, বিদ্ধড়ক ১৬ তোলা, গুড়ত্বক্ ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া পুরাতন গুড় ১৮০ তোলা-সহ মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। শীতল জলসহ ১ তোলা মাত্রায় সেবনীয়। ইহা সেবনকালে গুরু ও বলকর পথ্য ব্যবহার করিবে। শস্ত্র ও ক্ষারপ্রয়োগ এবং অগ্নিক্রিয়া ব্যতিরেকেও এই ঔষধ দ্বারা অর্শঃ বিনষ্ট হয়। ইহা দ্বারা শোথ, শ্লীপদ, গ্রহণী, প্লীহা, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি নানা রোগ নিবারিত এবং অগ্নি ও বল বিশিষ্টরূপ বর্দ্ধিত হয়। ইহা বৃষ্য ও রসায়ন।

কাঙ্কায়ন-মোদকঃ

পথ্যা পঞ্চ পলান্যেকমজাজ্যা মরিচস্য চ। পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকনাগরাঃ।। পলাভিবৃদ্ধাঃ ক্রমশো যবক্ষারপলদ্বয়ম্। ভল্লাতকপলান্যষ্টৌ কন্দস্তু দ্বিগুণো মতঃ।। দ্বিগুণেন গুড়েনৈষাং বটকানক্ষসম্মিতান্। কৃত্বৈনং ভক্ষয়েৎ প্রাতস্তক্রমম্ভোঽনু বা পিবেৎ। মন্দাগ্নিং দীপয়ত্যেব গ্রহণীপাণ্ডুরোগনুৎ।। কাঙ্কায়নেন শিষ্যেভ্যঃ শস্ত্রক্ষারাগ্নিভির্বিনা। ভিষগ্‌জিতমিতি প্রোক্তং শ্রেষ্ঠমর্শোবিকারিণাম্।।

হরীতকী ৪০ তোলা, জীরা ৮ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, পিপুলমূল ১৬ তোলা, চৈ ২৪ তোলা, চিতামূল ৩২ তোলা, শুঁঠ ৪০ তোলা, যবক্ষার ১৬ তোলা, ভেলা ১ সের, ওল ২ সের; এই সমুদায় ঔষধের চূর্ণ ও তাহার দ্বিগুণ পুরাতন গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা পরিমাণে (ব্যবহার ৬ কিংবা ৮ মাষা) বটিকা করিবে। প্রাতঃকালে ১ বটী সেবন করিয়া উপযুক্ত ঘোল বা শীতল জল পান করিবে। ইহাতে মন্দাগ্নি, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়। শস্ত্রপ্রয়োগ, ক্ষারপ্রয়োগ এবং অগ্নিক্রিয়া ব্যতিরেকেও ইহাতে অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়।

মাণিভদ্রো মোদকঃ

বিড়ঙ্গসারামলকাভয়ানাং পলং পলং স্যাৎ ত্রিবৃতাত্রয়ঞ্চ। গুড়স্য ষড়্‌দ্বাদশভাগযুক্তা মাসেন

* বিবজ্বরে ইতি বা পাঠঃ।

ত্রিংশদ্‌গুড়িকা বিধেয়াঃ।। নিবারণে যক্ষবরেণ সৃষ্টঃ স মাণিভদ্রঃ কিল শাক্যভিক্ষবে। অয়ং হি কাসক্ষয়কুষ্ঠনাশনো ভগন্দরপ্লীহজলোদরার্শসাম্।। যথেষ্টচেষ্টান্নবিহারসেবী অনেন বৃদ্ধস্তরুণো ভবেচ্চ ।।

বিড়ঙ্গের শস্য ৮ তোলা, আমলকী ৮ তোলা, হরীতকী ৮ তোলা, তেউড়ী ৩ পল ও গুড় ৬ পল একত্র মিশ্রিত করিয়া, এই দ্বাদশ পল অর্থাৎ ১।।০ সের ঔষধগুলিকে ত্রিংশৎ অংশে বিভক্ত করত ত্রিংশৎটি বটিকা করিবে (ইহাতে এক একটি বটী ১ কর্ষ ৯ মাষা ৬ রতি পরিমিত হইবে)। প্রত্যহ এক একটি সেবনীয়। ব্যবহার ৮ বা ১০ মাষা। যক্ষবর বিনির্ম্মিত এই ঔষধ সেবন করিলে অর্শঃ, কাস, ক্ষয়, কুষ্ঠ ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহাতে যথেচ্ছ আহার-বিহার করিতে পারা যায়।

প্রাণদা বটিকা

ত্রিপলং শৃঙ্গবেরস্য চতুর্থং মরিচস্য চ।। পিপ্পল্যাঃ কুড়বার্দ্ধঞ্চ চব্যাশ্চ পলমেব চ।। তালীশপত্রস্য পলং পলার্দ্ধং কেশরস্য চ। দ্বে পলে পিপ্পলীমূলাদর্দ্ধকর্ষঞ্চ পত্রকাৎ।। সূক্ষ্মৈলাকর্ষমেকঞ্চ কর্ষত্বগমৃণালয়োঃ। গুড়াৎ পলানি ত্রিংশচ্চ চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ।। অক্ষপ্রমাণা গুড়িকা প্রাণদেতি প্রকীর্ত্তিতা। পূর্ব্বং ভক্ষ্যা চ পশ্চাচ্চ ভোজনস্য যথাবলম্।। মদ্যং মাংসরসং যূষং ক্ষারং তোয়ং পিবেদনু। হন্যাদর্শাংসি সর্ব্বাণি সহজান্যস্রজান্যপি।। বাতপিত্তকফোত্থানি সন্নিপাতোদ্ভবানি চ। পানাত্যয়ে মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতরোগে গলগ্রহে।। বিষমজ্বরেচ মন্দেঽগ্নৌ পাণ্ডুরোগে তথৈব চ। ক্রিমিহৃদ্রোগিণাঞ্চৈব গুল্মশূলার্ত্তিনাং তথা।। শ্বাসকাসপরীতানামেষা স্যাদমৃদোপমা। শুণ্ঠ্যাঃ স্থানেঽভয়া দেয়া বিড়্‌গ্রহে পিত্তপায়ুজে।। প্রাণদায়াং সিতা দেয়া চূর্ণমানাচ্চতুর্গুণা। অম্লপিত্তাগ্নিমান্দ্যাদৌ প্রযোজ্যা গুদজাতুরে।। অনুপানং প্রযোক্তব্যং ব্যাধৌ শ্লেষ্মভবে পলম্। পলদ্বয়ন্ত্বনিলজে পিত্তজে তু পলত্রয়ম্।। পক্তেনং গুড়িকাঃ কার্য্যা গুড়েন সিতয়াথবা। পরং হি বহ্নিসংসর্গাল্লঘিমানং ভজন্তি তাঃ।।)

(চতুর্থমিতি চতুর্ণাং পূরণং পলমেকং ন তু পলচতুষ্টয়ম্।।)

শুঁঠ ৩ পল, মরিচ ১ পল, পিপুল ২ পল, চৈ ১ পল, তালীশপত্র ১ পল, নাগেশ্বর ৪ তোলা, পিপুলমূল ২ পল, তেজপত্র ১ তোলা, ছোট এলাইচ ২ তোলা, গুড়ত্বক্ ১ তোলা, বেণার মূল ১ তোলা (কেহ কেহ এলাইচ ও গুড়ত্বক্ প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করেন), পুরাতন গুড় ৩০ পল; এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া ২ তোলা পরিমিত মোদক প্রস্তুত করিবে। ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে গুড়িকা সেবন করিবে। অনুপান—মদ্য, মাংসরস, যূষ, দুগ্ধ ও জল প্রভৃতি। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে শুণ্ঠীর পরিবর্ত্তে হরীতকী ব্যবহার্য্য, পিত্তার্শে গুড়ের পরিবর্ত্তে চূর্ণসমষ্টির চতুর্গুণ চিনি দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে সহজ অর্শঃ ও রক্তার্শঃ প্রভৃতি সকল প্রকার অর্শঃ, গুল্ম এবং বিষমজ্বর, মন্দাগ্নি, পাণ্ডু, ক্রিমি, হৃদ্রোগ, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র ও শ্বাসাদি রোগ বিনষ্ট হয়। গুড় অথবা চিনিসহ অগ্নিতে পাক করিয়া এই গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। পূর্ব্বোক্ত দুগ্ধাদি অনুপানের মাত্রা—শ্লেষ্মজরোগে ৮ তোলা, বাতজরোগে ১৬ তোলা, পিত্তজরোগে ২৪ তোলা।

নাগার্জ্জুন-প্রয়োগঃ

ত্রিফলা পঞ্চলবণং কুষ্ঠং কটুকরোহিণী। দেবদারু বিড়ঙ্গানি পিচুমর্দ্দফলানি চ।। বলা চাতিবলা চৈব হরিদ্রে দ্বে সুবর্চ্চলা। এতৎ সম্ভৃতসম্ভারং করঞ্জত্বগ্রসেন তু।। পিষ্ট্বা তু গুড়িকাং কৃত্বা বদরাস্থিসমাং বুধঃ। ঐকৈকাং তাং সমুদ্ধৃত্য রোগে রোগে পৃথক্ পৃথক্। উষ্ণেন বারিণা পীতা শান্তমগ্নিং প্রদীপয়েৎ। অর্শাংসি হন্তি তক্রেণ গুল্মমম্লেন নির্হরেৎ। জন্তুদষ্টঞ্চ তোয়েন ত্বগ্‌দোষং খদিরাম্বুনা।। মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ তোয়েন হৃদ্রোগং তৈলসংযুতা। ইন্দ্রস্বরসসংযুক্তা সর্ব্বজ্বরবিনাশিনী। মাতুলুঙ্গরসেনাথ সদ্যঃ শূলহরী স্মৃতা।। কপিত্থতিন্দুকানান্তু রসেন সহ মিশ্রিতা। বিষাণি হন্তি সর্ব্বাণি পানাশনপ্রয়োগতঃ।। গোশকৃদ্রসসংযুক্তা হন্যাৎ কুষ্ঠানি সর্ব্বশঃ। শ্যামাকষায়সহিতা জলোদরবিনাশিনী।। ভক্তচ্ছন্দং জনয়তি ভুক্তস্যোপরি ভক্ষিতা। অক্ষিরোগেষু সর্ব্বেষু মধুনাঘৃষ্য চাঞ্জয়েৎ।। লেহমাত্রেণ নারীণাং সদ্যঃ প্রদরনাশিনী। ব্যবহারে তথা দ্যূতে সংগ্রামে মৃগয়াদিষু। সমালভ্য নরো হ্যেনাং ক্ষিপ্রং বিজয়মাপ্নুয়াৎ।।

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, বিট্, করকচ, ঔদ্ভিদ ও সৌবর্চ্চল লবণ), কুড়, কট্‌কী, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, নিমফল, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও হুড়হুড়ে এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া করঞ্জছালের রসসহ মাড়িয়া কুল আঁটির ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা ভিন্ন ভিন্ন রোগে ভিন্ন ভিন্ন অনুপান সহ প্রয়োগ করিতে হয়। অগ্নিমান্দ্য রোগে উষ্ণ জলসহ সেবনে অগ্নি সন্দীপিত হয়। অর্শোরোগে ঘোলসহ, গুল্মরোগে কাঁজিসহ, জন্তুর দংশনজনিত বিষরোগে জলসহ, চর্ম্মরোগে খদিরকাষ্ঠের ক্বাথসহ, মূত্রকৃচ্ছ্রে জলসহ, হৃদ্রোগে তিলতৈলসহ, সর্ব্বপ্রকার জ্বরে বৃষ্টির জলসহ, শূলরোগে ছোলঙ্গ লেবুর রসসহ, বিষরোগে কয়েত্‌বেল অথবা গাব্‌গাছের রসসহ, সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগে গোময়রসসহ ও জলোদররোগে তেউড়ীর ক্বাথসহ সেবন করিবে। ভোজনের পর এই ঔষধ সেবন করিলে অরুচি নষ্ট হয়। ইহা মধুতে ঘষিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। এই ঔষধ প্রদররোগে সদ্যঃ ফল প্রদান করে।

দন্ত্যরিষ্টম্

দন্তীচিত্রকমূলানামুভয়োঃ পঞ্চমূলয়োঃ। ভাগান্ পলাংশানাপোথ্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।। ত্রিপলং ত্রিফলায়াশ্চ দলানাং তত্র দাপয়েৎ। রসে চতুর্থশেষে তু পূতশীতে প্রদাপয়েৎ।। তুলাং গুড়স্য তৎ তিষ্ঠেন্মাসার্দ্ধং ঘৃতভাজনে। তন্মাত্রয়া পিবন্ নিত্যমর্শোভ্যো বিপ্রমুচ্যতে।। গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্নং বাতবর্চ্চোহনুলোমনম্। দীপনঞ্চারুচিঘ্নঞ্চ দন্ত্যরিষ্টমিদং বিদুঃ।। পাত্রেহরিষ্টাদিসন্ধানং ধাতকীলোধ্রলেপিতে।

দন্তীমূল ৮ তোলা, চিতামূল ৮ তোলা, বৃহৎ পঞ্চমূল ও স্বল্পপঞ্চমূল উভয়ের প্রত্যেক দ্রব্য ৮ তোলা, এই সকল ঔষধ কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিবে। পাককালে পেষিত হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী প্রত্যেক ৮ তোলা করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিবে। চতুর্থভাগ অর্থাৎ ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে উহা নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে উহাতে গুড় ১২।।০ সের দিয়া ঘৃতভাণ্ডে মুখ রুদ্ধ করিয়া ১৫ দিন রাখিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় নিত্য সেবন করিলে অর্শঃ, গ্রহণীরোগ, পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

ইহা বায়ু ও মলের অনুলোমক। ধাইফুল ও লোধ লেপিত পাত্রে অরিষ্টাদির সন্ধান করা কর্ত্তব্য।

কুটজলেহঃ

কুটজত্বক্ পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। অষ্টভাগাবশিষ্টন্তু কষায়মবতারয়েৎ।। বস্ত্রপূতং পুনঃ ক্বাথং পচেল্লেহত্বমাগতম্। ভল্লাতকং বিড়ঙ্গানি ত্রিকটুত্রিফলে তথা।। রসাঞ্জনং চিত্রকঞ্চ কুটজস্য ফলানি চ। বচামতিবিষাং বিল্বং প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্।। গুড়াৎ পলানি ত্রিংশচ্চ চূর্ণীকৃত্য বিনিক্ষিপেৎ। মধুনঃ কুড়বং দদ্যাদ্ ঘৃতস্য কুড়বং তথা।। এষ লেহঃ শময়তি চার্শো রক্তসমুদ্ভবম্। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।। যে চ দুর্নামজা রোগাস্তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যপি। অম্লপিত্তমতীসারং পাণ্ডুরোগমরোচকম্।। গ্রহণীমার্দ্দবং কার্শ্যং শ্বয়থুং কামলামপি। অনুপানং ঘৃতং দদ্যান্মধু তক্রং জলং পয়ঃ। রোগানীকবিনাশায় কৌটজো লেহ উত্তমঃ।।

কুড়্চিছাল ১০০ পল, ৬৪ সের জলে পাক করিয়া শেষ ৮ সের থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া উহাতে ৩০ পল পুরাতন গুড় ও ৮ পল ঘৃত মিশাইয়া পুনঃ পাক করিবে। ঘন হইলে ভেলার মুটী, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, চিতামূল, ইন্দ্রযব, বচ, আতইচ ও বেলশুঁঠ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া পাক শেষ করিবে এবং নামাইয়া শীতল হইলে ৮ পল মধু মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা। অনুপান—ঘৃত, মধু, ঘোল, ছাগদুগ্ধ কিংবা শীতল জল। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার রক্তার্শঃ, অম্লপিত্ত, অতিসার, পাণ্ডু, অরুচি, কাস ও কামলা প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

মাণশূরণাদ্যং লৌহম্

মাণশূরণভল্লাত-ত্রিবৃদ্দন্তীসমন্বিতম্। ত্রিকত্রয়সমাযুক্তময়ো দুর্নামনাশনম্।।

মাণ, ওল, ভেলার মুটী, তেউড়ী, দন্তী, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ত্রিমদ অর্থাৎ চিতা, মুতা ও বিড়ঙ্গ ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বচূর্ণসমান লৌহভস্ম (মাত্রা—১ মাষা)। ইহা সেবন করিলে অর্শোরোগ প্রশমিত হয়।

অগ্নিমুখং লৌহম্

ত্রিবৃচ্চিত্রকনির্গুণ্ডী-স্নুহীমুণ্ডিরিকাজ্জটাঃ। প্রত্যেকশোঽষ্টপলিকা জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।। পলত্রয়ং বিড়ঙ্গাচ্চ ব্যোষাৎ কর্ষত্রয়ং পৃথক্। ত্রিফলায়াঃ পলং পঞ্চ শিলাজতুপলং ন্যসেৎ।। দিব্যৌষধিহতস্যাপি বৈকঙ্কতহতস্য বা। পলদ্বাদশকং দেয়ং রুক্মলৌহস্য চূর্ণিতম্।। পলৈশ্চতুর্ব্বিংশত্যাজ্যান্মধুশর্করয়োরপি। ঘনীভূতে সুশীতে চ দাপয়েদবতারিতে।। এতদগ্নিমুখং নাম দুর্নামান্তকরং পরম্। মন্দমগ্নিং করোত্যাশু কালাগ্নিসমতেজসম্। পর্ব্বতা অপি জীর্য্যন্তি প্রাশনাদস্য দেহিনাম্। গুরুবৃষ্যান্নপানানি পয়ো মাংসরসো হিতঃ।। দুর্নামপাণ্ডুশ্বয়থুকুষ্ঠপ্লীহোদরাপহম্। অকালপলিতং হন্যাদামবাতং গুদাময়ম্। ন স রোগোঽস্তি যঞ্চাপি ন নিহন্তি ক্ষণাদিদম্। করীরকাঞ্জিকাদীনি ককারাদীনি বর্জ্জয়েৎ।।

তেউড়ী, চিতা, নিসিন্দা, সিজ, মুণ্ডিরিফল ও ভুঁইআমলা প্রত্যেক ৮ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ঘৃত ২৪ পল উষ্ণ করিয়া উহাতে স্বর্ণমাক্ষিক বা মনঃশিলা দ্বারা শোধিত কিংবা বৌঁচিমূলির রস দ্বারা শোধিত উৎকৃষ্ট লৌহভস্ম ১২ পল নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে উহাতে উষ্ণ পরিস্রুত ক্বাথ এবং চিনি দিবে, ঘন হইলে উহাতে বিড়ঙ্গ ৩ পল ও ত্রিকটুচূর্ণ প্রত্যেক ৬ তোলা, ত্রিফলাচূর্ণ ৫ পল ও শিলাজতু ১ পল দিবে। শীতল হইলে তৎপরদিন উহাতে মধু ১২ পল মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—১ মাষা হইতে ৪ মাষা। ইহা শ্রেষ্ঠ অগ্নিকারক ঔষধ। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ, শোথ ও প্লীহাদি প্রশমিত হয়। দুগ্ধ ও মাংসাদি বলকর এবং গুরুপাক অন্নপান ব্যবহার করিবে। করীর (বাঁশের কোঁড়) ও কাঞ্জিক প্রভৃতি ককারাদি দ্রব্য ব্যবহার করিবে না (এই ঔষধ রসায়নোক্ত অমৃতসার লৌহের নিয়মে সেবন করিতে হয়)।

চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা

ক্রিমিরিপুদহনব্যোষ-ত্রিফলাসুরদারুচব্যভূনিম্বম। মাগধীমূলং মুস্তং সশটীবচং মাক্ষিকঞ্চৈব। লবণক্ষারনিশাযুগ-কুস্তুম্বুরুগজকণাতিবিষাঃ।। কর্ষাংশকান্যেব সমানি কুর্য্যাৎ পলাষ্টকঞ্চাশ্মজতোর্বিদধ্যাৎ। নিষ্পত্রশুদ্ধস্য পুরস্য ধীমান্ পলদ্বয়ং লৌহরজস্তথৈব।। সিতাচতুষ্কং পলমত্র বাংশ্যা নিকুম্ভকুম্ভীত্রিসুগন্ধিযুক্তম্। চন্দ্রপ্রভেয়ং গুড়িকা প্রযোজ্যা অর্শাংসি নির্ণাশয়তে যত্নেব।। ভগন্দরং পাণ্ডুকামলাঞ্চ নির্নষ্টিবহ্নেঃ কুরুতে চ দীপ্তিম্। হন্ত্যাময়ান্ পিত্তকফানিলোত্থান্ নাড়ীগতে মর্ম্মগতে ব্রণে চ।। গ্রন্থ্যর্ব্বুদে বিদ্রধিরাজযক্ষ্মমেহে ভগাখ্যে প্রবলে চ যোজ্যা। শুক্রক্ষয়ে চাশ্মরিমূত্রকৃচ্ছ্রে শুক্রপ্রবাহে হৃদুদরাময়ে চ।। তক্রানুপানস্ত্বথ মস্তুপানমাজো রসো জাঙ্গলজো রসো বা। পয়োঽথবা শীতজলানুপানং বলেন নাগস্তুরগো জবেন।। দৃষ্ট্যা সুপর্ণঃ শ্রবণে বরাহঃ কান্ত্যা রতীশো ধিষণশ্চ বুদ্ধ্যা। ন পানভোজ্যে পরিহার্য্যমস্তি ন শীতবাতাতপমৈথুনেষু।। শম্ভুং সমভ্যর্চ্চ্য কৃতপ্রসাদেনাপ্তা গুড়ী চন্দ্রমসঃ প্রসাদাৎ।। শুক্রদোষান্ নিহন্ত্যষ্টৌ প্রমেহানপি বিংশতিম্। বলীপলিতনির্ম্মুক্তো বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে।।

(বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশেন পলার্দ্ধং রসগন্ধকম্। কেবলং মূর্চ্ছিতং বাপি পলং বা দাপয়েদ্রসম্।। অভ্রকঞ্চ ক্ষিপেৎ কশ্চিৎ পলমানং ভিষগ্বরঃ। সংমর্দ্দ্য মধুসর্পির্ভ্যামাদৌ রক্তিচতুষ্টয়ম্।। ভক্ষ্যং বৃদ্ধ্যা যথাযুক্তি যাবন্মাষচতুষ্টয়ম্। ত্রিবৃদ্দন্তীত্রিজাতানাং কর্ষমানং পৃথক্ পৃথক্।।)

বিড়ঙ্গ, চিতামূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দেবদারু, চৈ, চিরতা, পিপুলমূল, মুতা, শটী, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব লবণ, সচল লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধনে, গজপিপ্পলী ও আতইচ প্রত্যেক ২ তোলা, শিলাজতু ৮ পল, বিশুদ্ধ গুগ্‌গুলু ২ পল, লৌহ ২ পল, চিনি ৪ পল, বংশলোচন ১ পল, দন্তীমূল ১ পল, তেউড়ী ১ পল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ মিলিত ১ পল। গুগ্‌গুলু এবং শিলাজতু শোধন করিয়া লইয়া পরে চূর্ণসকল মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—তক্র, দধির মাত, ছাগমাংসরস, জাঙ্গলমাংসরস, ঘৃত, শীতল জল। এই ঔষধ সেবন করিলে অর্শঃ, মেহ ও ভগন্দর প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হইয়া বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (বৃদ্ধ বৈদ্যগণের উপদেশানুসারে এই ঔষধে ৪ তোলা পারদ ও ৪ তোলা গন্ধক অথবা কেবল রসসিন্দূর ১ পল দেওয়া ব্যবস্থেয়।

কেহ কেহ ১ পল অভ্রও মিশ্রিত করিয়া থাকেন। প্রথমে ৪ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ৪ মাষা পর্য্যন্ত মধু ও ঘৃতসহ সেবনীয়। ঔষধ সেবনান্তে তেউড়ী, দন্তীমূল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ, ইহাদের চূর্ণ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভক্ষণীয়।)

রস প্রয়োগঃ

রসগুড়িকা

বিড়ঙ্গমরিচাভ্রকাঃ। গঙ্গাপালঙ্কজরসে খল্লয়িত্বা পুনঃপুনঃ। রক্তিমাত্রা ্যর্থদীপনী।।

রসসিন্দূর ১ ভাগ, বিড়ঙ্গ, মরিচ এবং অভ্র প্রত্যেক ৩ ভাগ, গঙ্গাপালঙ্গের (গাঙ্গরাই) রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমাণে সেবন করিবে। ইহা দ্বারা গুহ্যার্শঃ নিবারিত হয় এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

তীক্ষ্ণমুখো রসঃ

মৃতসূতার্কহেমাভ্র-তীক্ষ্ণং মুণ্ডঞ্চ গন্ধকম্। মণ্ডূরঞ্চ সমং তাপ্যং মর্দ্দ্যং কন্যাদ্রবৈর্দিনম্। অন্ধমূষাগতং সর্ব্বং ততঃ পাচ্যং দৃঢ়াগ্নিনা। চূর্ণিতং সিতয়া মাসং খাদেৎ তচ্চার্শসাং হিতম্। রসস্তীক্ষ্ণমুখো নাম চাসাধ্যমপি সাধয়েৎ।।

রসসিন্দূর, তাম্র, স্বর্ণ, অভ্র, তীক্ষ্ণলৌহ, মুণ্ডলৌহ, গন্ধক, মণ্ডুর ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে একদিন মর্দ্দন করিবে। তৎপরে ঐ সমস্ত দ্রব্যকে অন্ধমূষার মধ্যে স্থাপন করিয়া প্রবল অগ্নিতে পাক করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া চিনির সহিত একমাস কাল সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অসাধ্য অর্শও প্রশমিত হয়।

অর্শঃকুঠারো রসঃ

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং ঘৃতলৌহঞ্চ তাম্রকম্। প্রত্যেকং দ্বিপলং দন্তী ত্র্যূষণং শূরণং তথা।। শুভা টঙ্গযবক্ষার-সৈন্ধবং পলপঞ্চকম্। পলাষ্টকং স্নুহীক্ষীরং দ্বাত্রিংশচ্চ গবাং জলৈঃ।। আপিণ্ডিতং পচেদগ্নৌ খাদেন্মাষদ্বয়ং ততঃ। রসশ্চার্শঃকুঠারোঽয়ং সর্ব্বরোগকুলান্তকঃ।।

শোধিত পারদ ৮ তোলা, শোধিত গন্ধক, লৌহ, তাম্র, দন্তী, ত্রিকটু ও ওল প্রত্যেক ১৬ তোলা, বংশলোচন, সোহাগা, যবক্ষার ও সৈন্ধব ৪০ তোলা, মনসাসিজের আঠা ১ সের; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ৪ সের গোমূত্রসহ অগ্নিতে পাক করিবে। ইহা ২ মাষা পরিমাণে সেবন করিলে অর্শঃ বিনষ্ট হয়।

চক্রাখ্যো রসঃ

মৃতসূতাভ্রবৈক্রান্তং তাম্রং কাংস্যং সমং সমম্। সর্ব্বতুল্যেন গন্ধেন দিনং ভল্লাতকৈর্দ্রবৈঃ।। মর্দ্দয়েদ্ যত্নতঃ পশ্চাদ্ বটীং কুর্য্যাদ্দ্বিগুঞ্জিকাম্। ভক্ষণাদ্ গুদজান্ হন্তি দ্বন্দ্বজান্ সর্ব্বজানপি।।

রসসিন্দূর, অভ্র, দগ্ধহীরক, তাম্র, কাংস্য প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সকল দ্রব্যের সমান গন্ধক। ভেলার রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া পশ্চাৎ দুই কুঁচ পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার অর্শোরোগ বিনষ্ট হয় (টীকাকার এই ঔষধে ১ ভাগ ভেলা গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন)।

চঞ্চৎকুঠারো রসঃ

রসগন্ধকলৌহানাং প্রত্যেকং ভাগযুগ্মকম্। ত্রিকটুদন্তিকুষ্ঠৈক ষড়্ভাগং লাঙ্গলস্য চ।। ক্ষারসৈন্ধবটঙ্গানাং প্রত্যেকং ভাগপঞ্চকম্। গোমূত্রস্য চ দ্বাত্রিংশৎ স্নুহীক্ষীরং তথৈব চ।। যাবচ্চ পিণ্ডিতং সর্ব্বং তাবন্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। মাষদ্বয়ং ততঃ খাদেদ্ দিবাস্বপ্নাদি বর্জ্জয়েৎ। রসশ্চঞ্চৎকুঠারোঽয়মর্শসাং কুলনাশনঃ।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ২ ভাগ, ত্রিকটু, দন্তী, কুড় প্রত্যেক ১ ভাগ, ঈশ্‌লাঙ্গলা ৬ ভাগ, যবক্ষার, সৈন্ধব, সোহাগা প্রত্যেক ৫ ভাগ, গোমূত্র ও সিজের আঠা ৩২ ভাগ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। তৎপরে ২ মাষা পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে এবং দিবানিদ্রা প্রভৃতি ত্যাগ করিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়।

শিলাগন্ধকবটকঃ

শিলাগন্ধকয়োশ্চূর্ণং পৃথগ্‌ভৃঙ্গরসাপ্লুতম্। সপ্তাহং ভাবয়েৎ সর্পির্মধুভ্যাঞ্চ বিমর্দ্দয়েৎ।। অর্শসশ্চানুলোম্যার্থং হতাগ্নিবলবর্দ্ধনম্। রক্তিকাদ্বিতয়ং খাদেৎ কুষ্ঠাদিরহিতো নরঃ।

মনঃশিলা ও গন্ধকের চূর্ণ পৃথক্ করিয়া ভীমরাজের রসে এক সপ্তাহ ভাবনা দিবে। পরে ঘৃত ও মধুসহ মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধে অগ্নিমান্দ্য ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

জাতীফলাদি-বটী

জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ পিপ্পলী সৈন্ধবং তথা। শুণ্ঠী ধুস্তূরবীজঞ্চ দরদং টঙ্গণং তথা।। সমং সর্ব্বং বিচূর্ণ্যাথ জম্ভাম্ভসা বিমর্দ্দয়েৎ। জাতীফলবটিকেয়মর্শোঽগ্নিমান্দ্যনাশিনী।।

জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, সৈন্ধব, শুঁঠ, ধুতূরাবীজ, হিঙ্গুল, সোহাগা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে অর্শঃ ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়।

পঞ্চাননবটী

মৃতসূতাভ্রলৌহানি মৃতার্কগন্ধকঃ সহ। সর্ব্বাণি সমভাগানি ভল্লাতং সর্ব্বতুল্যকম্।। বন্যশূরণকন্দোত্থৈর্দ্রবৈঃ পলপ্রমাণতঃ। মর্দ্দয়েদ্দিনমেকঞ্চ মাষমাত্রং পিবেদ্ঘৃতৈঃ।। ভক্ষণাদ্ হন্তি সর্ব্বাণি চার্শাংসি চ ন সংশয়ঃ। অসাধ্যেষ্বপি কর্ত্তব্যা চিকিৎসা শঙ্করোদিতা।

কুষ্ঠরোগং নিহন্ত্যাশু মৃত্যুরোগবিনাশিনী।।

রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, জারিত তাম্র এবং গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, ভেলা ৫ তোলা, এই সকল দ্রব্য ৮ তোলা পরিমিত বন্য ওলের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—ঘৃত। মহাদেব বলিয়াছেন—এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

নিত্যোদিতরসঃ

মৃতসূতার্কলৌহাভ্র-বিষং গন্ধং সমং সমম্। সর্ব্বতুল্যাংশভল্লাত-ফলমেকত্র চূর্ণয়েৎ।। দ্রবৈঃশূরণকন্দোত্থৈর্ভাব্যং খল্লে দিনত্রয়ম্। মাষমাত্রং লিহেদাজ্যে রসশ্চার্শাংসি নাশয়েৎ। রসো নিত্যোদিতো নাম গুদোদ্ভবকুলান্তকঃ।।

শোধিত রস, তাম্র, লৌহ, অভ্র, বিষ ও গন্ধক, ইহাদিগের প্রত্যেকের সমভাগ, সর্ব্বসমান ভেলা, একত্র উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ওল এবং মাণের রসে ৩ দিবস ভাবনা দিবে। মাত্রা—১ মাষা (কেহ বলেন, মাষকলাই প্রমাণ)। অনুপান–ঘৃত। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শোরোগ নিবারিত হয়।

অষ্টাঙ্গো রসঃ

গন্ধং রসেন্দ্রং মৃতলৌহকিট্টং ফলত্রয়ং ত্র্যূষণবহ্নিভৃঙ্গম্। কৃত্বা সমং শাল্মলিকাগুড়ূচী-রসেন যামত্রিতয়ং বিমর্দ্দ্য। নিষ্কপ্রমাণং গদিতানুপানৈঃ সর্ব্বাণি চার্শাংসি হরেদ্রসস্য।।

গন্ধক, পারদ, মণ্ডুর, ত্রিফলা, ত্রিকটু, চিতা ও ভীমরাজ, এই সমস্ত দ্রব্য শিমুল ও গুলঞ্চের রসে তিন প্রহর মর্দ্দন করিয়া ৪ মাষা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অনুপানের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়।

কাসীসাদ্যতৈলম্

কাসীসং দন্তিসিন্ধূত্থ-করবীরানলৈঃ পচেৎ। তৈলমর্কপয়োমিশ্রমভ্যঙ্গাৎ পায়ুকীলজিৎ।।

মূর্চ্ছিত তিলতৈল ১ সের। কল্কার্থ–হীরাকস, দন্তীমূল, সৈন্ধবলবণ, করবীমূল ও চিতা মিলিত এক পোয়া। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈলে কিঞ্চিৎ আকন্দের আঠা মিশ্রিত করত অর্শের মাংসাঙ্কুরে মাখাইলে অর্শঃ দূরীভূত হয়।

বৃহৎকাসীসাদ্যতৈলম্

কাসীসং সৈন্ধবং কৃষ্ণা শুণ্ঠী কুষ্ঠঞ্চ লাঙ্গলী। শিলাভিদশ্বমারশ্চ দন্তী জন্তুঘ্নচিত্রকম্।। তালকং কুনটী স্বর্ণক্ষীরী চৈতৈঃ পচেদ্ ভিষক্। তৈলং স্নুহ্যর্কপয়সা গব্যং মূত্রং চতুর্গুণম্। এতদভ্যঙ্গতোহর্শাংসি ক্ষণেনৈব পতন্তি হি। ক্ষারকর্ম্মকরং হ্যেতন্ন চ সন্দূষয়েদ্ বলিম্।।

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ—হিরাকস, সৈন্ধব, পিপুল, শুঁঠ, কুড়, ঈশলাঙ্গলা, পাষাণভেদী,

করবীর, দন্তী, বিড়ঙ্গ, চিতা, হরিতাল, মনঃশিলা, স্বর্ণক্ষীরী, মনসাসিজের আঠা ও আকন্দের আঠা মিলিত ১ সের। গোমূত্র ১৬ সের। এই তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে বলিসমূহ নিপতিত হয়। ইহা ক্ষারের কার্য্য করে অর্থাৎ ক্ষারপ্রয়োগে যেরূপ বলি পড়িয়া যায়, তদ্রূপ এই তৈল মর্দ্দনেও বলি খসিয়া গিয়া থাকে। ইহা বলিকে দূষিত করে না।

উদাবর্ত্তপরীতা যে যে চাত্যর্থং বিরুক্ষিতাঃ। বিলোমবাতাঃ শূলার্ত্তাস্তেম্বিষ্টমনুবাসনম্।।

অর্শোরোগী উদাবর্ত্তযুক্ত, অত্যন্ত বিরুক্ষিত, বিলোমবাত ও শূলার্ত্ত হইলে তাহার পক্ষে নিম্নলিখিত পিপ্পল্যাদি তৈলের অনুবাসন হিতকর।

পিপ্পল্যাদ্যং তৈলম্

পিপ্পলী মধুকং বিল্বং শতাহ্বাং মদনং বচাম্। কুষ্ঠং শঠী পুষ্করাখ্যং চিত্রকং দেবদারু চ।।
পিষ্টা তৈলং বিপক্তব্যং দ্বিগুণক্ষীরসংযুতম্। অর্শসাং মূঢ়বাতানাং তচ্ছ্রেষ্ঠমনুবাসনম্।।
গুদনিঃসরণংশূলং মূত্রকৃচ্ছ্রং প্রবাহিকাম্। কট্যূরুপৃষ্ঠদৌর্ব্বল্যমানাহং বঙ্ক্ষণে রুজম্।।
পিচ্ছাস্রাবং গুদে শোথং বাতবর্চ্চোবিনিগ্রহম্। উত্থানং বহুশো যচ্চ জয়েচ্চৈবানুবাসনাৎ।।

তিলতৈল ৪ সের, দুগ্ধ ৮ সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ—পিপুল, যষ্টিমধু, বেলশুঁঠ, শুল্ফা, ময়না, বচ, কুড়, শঠী, পুষ্করমূল, চিতা ও দেবদারু। এই তৈলের অনুবাসনে গুদভ্রংশ, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রবাহিকা, আনাহ, গুহ্যশোথ ও মল-বাত-বিবদ্ধতা প্রভৃতি উপদ্রব নিবারিত হয়।

উদকষট্‌পলকং ঘৃতম্

সক্ষারৈঃ পঞ্চকোলৈশ্চ পলিকৈস্ত্রিগুণোদকৈঃ। সমং ক্ষীরং ঘৃতপ্রস্থং জ্বরার্শঃপ্লীহকাসনুৎ।।

গব্যঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ—যবক্ষার, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ প্রত্যেক ৮ তোলা। জল ১২ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত ব্যবহার করিলে অর্শঃ, জ্বর, প্লীহা ও কাস নিবারিত হয়।

ব্যোষাদ্যং ঘৃতম্

ব্যোষগর্ভং পলাশস্য ত্রিগুণে ভস্মবারিণি। সাধিতং পিবতঃ সর্পিঃ পতন্ত্যর্শাংস্যসংশয়ম্।।

গব্যঘৃত ৪ সের, পলাশবৃক্ষের ছাল অন্তর্ধূমে ক্ষার করিয়া যথাবিধি প্রস্তুত ক্ষারজল ১২ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ মিলিত ১ সের। এই ঘৃত যথানিয়মে পাক করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে অর্শের বলিসকল নিশ্চয়ই পতিত হয়।

চব্যাদিঘৃতম্

চব্যং ত্রিকটুকং পাঠাং ক্ষারং কুস্তুম্বুরূণি চ। যমানীং পিপ্পলীমূলমুভে চ বিড়সৈন্ধবে।।
চিত্রকং বিল্বমভয়াং পিষ্টা সর্পির্বিপাচয়েৎ। শকৃদ্বাতানুলোম্যার্থং জাতে দধ্নি চতুর্গুণে।।
প্রবাহিকাং গুদভ্রংশং মূত্রকৃচ্ছ্রং পরিস্রবম্। গুদবঙ্ক্ষণশূলঞ্চ ঘৃতমেতদ্ ব্যপোহতি।।

ঘৃত ৪ সের, দধি ১৬ সের, বীর্য্যাধানার্থ জল ১৬ সের। কল্কদ্রব্য যথা—চৈ, ত্রিকটু, আক্‌নাদি, যবক্ষার, ধনে, যমানী, পিপুলমূল, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, চিতা, বেলছাল ও হরীতকী মিলিত ১ সের। যথানিয়মে পাক সমাপন করিয়া এই ঘৃত পান করিলে মল ও বায়ুর অনুলোম হয় এবং গুদভ্রংশাদি রোগসকল নিবারিত হইয়া থাকে।

কুটজাদ্যঘৃতম্

কুটজফলবল্ককেশর-নীলোৎপললোধ্রধাতকীকল্কৈঃ। সিদ্ধং ঘৃতং বিধেয়ং শূলরক্তার্শসাং ভিষজা।।

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ—ইন্দ্রযব, কুর্চ্চিছাল, নাগকেশর, নীলোৎপল, লোধ ও ধাইফুল, মিলিত ১ সের। জল ১৬ সের। যথাবিধানে পাক করিয়া এই ঘৃত সেবন করিলে সশূল রক্তার্শঃ প্রশমিত হয়।

সুনিষণ্ণক-চাঙ্গেরীঘৃতম্

অবাক্‌পুষ্পী বলা দার্ব্বী পৃশ্নিপর্ণী ত্রিকন্টকঃ। ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থ-শুঙ্গাশ্চ দ্বিপলোন্মিতাঃ।। কষায় এষাং পেষ্যাস্তু জীবন্তী কটুরোহিণী। পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং সুরদারু চ।। কলিঙ্গাঃ শাল্মলং পুষ্পং বীরা চন্দনমঞ্জনম্। কট্‌ফলং চিত্রকো মুস্তং প্রিয়ঙ্গ্বতিবিষাস্থিরাঃ।। পদ্মোৎপলানাং কিঞ্জল্কঃ সমঙ্গা সনিদিগ্ধিকা। বিল্বং মোচরসঃ পাঠা ভাগাঃ কর্ষসমাঃ পৃথক্।। চতুঃপ্রস্থশৃতপ্রস্থং কষায়মবতারয়েৎ। ত্রিংশৎ পলানি প্রস্থোহত্র বিজ্ঞেয়ো দ্বিপলাধিকঃ।। সুনিষণ্ণকচাঙ্গের্য্যোঃ প্রস্থৌ দ্বৌ স্বরসস্য চ। সর্ব্বৈরেতৈর্যথোদ্দিষ্টৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। এতদর্শঃস্বতীসারে রক্তস্রাবে ত্রিদোষজে। প্রবাহণে গুদভ্রংশে পিচ্ছাসু বিবিধাসু চ।। উত্থানে চাতিবহুশঃ শোথশূলে গুদাশ্রয়ে। মূত্রগ্রহে মূঢ়বাতে মন্দেহগ্নাবরুচাবপি।। প্রযোজ্যং বিধিবৎ সর্পির্বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্। বিবিধেষ্বন্নপানেষু কেবলং বা নিরত্যয়ম্।।

অপামার্গ, বেড়েলা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, গোক্ষুর, বট, যজ্ঞডুমুর ও অশ্বত্থের শুঙ্গা প্রত্যেক দুই দুই পল, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কল্কদ্রব্য—জীবন্তী, কট্‌কী, পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, দেবদারু, ইন্দ্রযব, শিমুলমূল, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, রসাঞ্জন, কট্‌ফল, চিতা, মুতা, প্রিয়ঙ্গু, আতইচ, শালপাণি, পদ্মকেশর, উৎপলকেশর, বরাহক্রান্তা, কন্টকারী, বেলশুঁঠ, মোচরস ও আক্‌নাদি প্রত্যেক দুই দুই তোলা। সুষুণিশাকের স্বরস ৪ সের ও আমরুলের রস ৪ সের। এই সকলের সহিত ৪ সের ঘৃত যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত যথাবিধি পান করিলে অর্শঃ, ত্রিদোষজ অতিসার, রক্তস্রাব, প্রবাহণ, গুদভ্রংশ, বিবিধ পিচ্ছাস্রাব, অল্প অল্প পুনঃ পুনঃ মলনিঃসরণ, গুহদেশস্থ শোথ ও শূল, মূত্রাঘাত, বাতবিবদ্ধতা, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি বিনষ্ট হয়। ইহা বল বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধক। বিবিধ অন্নপানের সহিত অথবা কেবলমাত্র এই নির্দ্দোষ ঘৃত প্রযোজ্য।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

অর্শোরোগে পথ্যানি

বিরেচনং লেপনমস্রমোক্ষঃ ক্ষারাগ্নিশস্ত্রাচরিতঞ্চ কর্ম্ম। পুরাতনা লোহিতশালয়শ্চ সষষ্টিকাশ্চাপি যবাঃ কুলখাঃ।। পটোলপত্তূররসোনবহ্নি-পুনর্নবাশূরণবাস্তুকানি। জীবন্তিকা দন্তশঠা সুর চ ত্রুটির্বয়ঃস্থা নবনীততক্রম্।। কক্কোলধাত্রী রুচকং কপিত্থমৌষ্ট্রাণি মূত্রাজ্যপয়াংসি চাপি। ভল্লাতকং সর্ষপজঞ্চ তৈলং গোমূত্রসৌবীরতুষোদকানি। বাতাপহং যচ্চ যদগ্নিকারি তদন্নপানং হিতমর্শসেভ্যঃ।।

বিরেচন, প্রলেপ, রক্তমোক্ষণ, ক্ষার ও অগ্নিপ্রয়োগ, শস্ত্রকর্ম্ম, পুরাতন রক্তবর্ণ শালিধান্য ও ষষ্টিক ধান্য, যব, কুলত্থকলাই, পটোল, শালিঞ্চশাক, রসোন, চিতা, পুনর্নবা, ওল, বেতোশাক, জীবন্তীশাক, লেবু, মদ্য, ছোট এলাইচ, ব্রহ্মীশাক, নবনীত, তক্র, কক্কোল, আমলকী, রুচক লবণ, কয়েতবেল, উষ্ট্রের মূত্র ঘৃত ও দুগ্ধ, ভেলা, সর্ষপতৈল, গোমূত্র, সৌবীর, তুষোদক এবং বায়ুনাশক ও অগ্নিকারক সমস্ত অন্ন পান অর্শোরোগির হিতকর।

অর্শোরোগেঽপথ্যানি

আনূপমামিষং মৎস্যং পিণ্যাকং দধি পিষ্টকম্। মাষান্ করীরং নিষ্পাবং বিল্বং তুম্বীমুপোদিকাম্। পক্বাম্রং শালূকং সর্ব্বং বিষ্টম্ভীনি গুরূণি চ। আতপং জলপানানি বমনং বস্তিকর্ম্ম চ।। বিরুদ্ধানি চ সর্ব্বাণি মারুতং পূর্ব্বদিগ্‌ভবম্। বেগরোধং স্ত্রিয়ং পৃষ্ঠ-যানমুৎকটকাসনম্।। যথাস্বং দোষলঞ্চান্নমর্শসঃ পরিবর্জ্জয়েৎ। যৎ পথ্যং যদপথ্যঞ্চ বক্ষ্যতে রক্তপিত্তিনাম্। রক্তার্শোরোগিণাং তত্তদপি বিদ্যাদ্ বিশেষতঃ।।

অনূপদেশজাত পশ্বাদির মাংস, মৎস্য, তিলবাটা, দধি, পিষ্টক, মাষকলাই, বাঁশের কোঁড়, শিম, বেল, লাউ, পুঁইশাক, পাকা আম, শালূক, বিষ্টম্ভী (যে সকল দ্রব্য আহার করিলে পেট জড়ভাব হয়) ও গুরুপাক, রৌদ্রতাপ, জলপান, বমন, বস্তিকর্ম্ম (পিচ্‌কারী), সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য, পূর্ব্বদিকের বায়ু, মলমূত্রাদির বেগধারণ, স্ত্রীসঙ্গ, অশ্বাদি জন্তুর পৃষ্ঠে আরোহণ, উৎকটভাবে উপবেশন এবং অর্শোবৃদ্ধিকারক দোষযুক্ত অন্নাদি অহিতকারক। রক্তার্শোরোগে রক্তপিত্তের পথ্যাপথ্য বিশেষরূপে পালন করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহেঽর্শোরোগাধিকারঃ।

অগ্নিমান্দ্যাদিরোগাধিকার

অগ্নিমান্দ্যাদি-নিদানম্

মন্দস্তীক্ষ্ণোঽথ বিষমঃ সমশ্চেতি চতুর্ব্বিধঃ। কফপিত্তানিলাধিক্যাৎ তৎসাম্যাজ্জাঠরোঽনলঃ।। বিষমো বাতজান্ রোগান্ তীক্ষ্ণঃ পিত্তনিমিত্তজান্। করোত্যগ্নিস্তিতা মাত্রা সম্যগ্‌বিপচ্যতে। স্বল্পাপি নৈব মন্দাগ্নের্বিষমাগ্নেস্তু দেহিনঃ। কদাচিৎ পচ্যতে সম্যক্ কদাচিচ্চ ন পচ্যতে।। মাত্রাতিমাত্রাপ্যশিতা সুখং যস্য বিপচ্যতে। তীক্ষ্ণাগ্নিরিতি তং বিদ্যাৎ সমাগ্নিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।।

দোষের তারতম্যানুসারে জঠরাগ্নি চারিপ্রকার হইয়া থাকে, অর্থাৎ কফের আধিক্যে মন্দাগ্নি, পিত্তের আধিক্যে তীক্ষ্ণাগ্নি ও বায়ুর আধিক্যে বিষমাগ্নি এবং বায়ু পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের সাম্যাবস্থায় সমাগ্নি হয়।

জঠরাগ্নি বিষম হইলে বাতজনিত, তীক্ষ্ণ হইলে পিত্তজনিত ও মন্দ হইলে কফজনিত রোগসকল আনয়ন করে।

যে অগ্নি দ্বারা পরিমিত আহার সম্যক্‌রূপে পরিপাক হয়, তাহাকে সমাগ্নি; যাহা দ্বারা অত্যল্প

*তীক্ষ্ণাগ্নি অতি প্রবল হইলেই তাহাকে ভস্মকাগ্নি কহে। মনুষ্যের কফ অতিশয় ক্ষীণ হইলে পিত্ত কুপিত ও বাতানুগত হইয়া, স্বকীয় উষ্মা দ্বারা অগ্নিস্থানে অগ্নির বল প্রদান করে। এইরূপে সবাত-জঠরাগ্নি লব্ধবল হইয়া দেহকে বিকৃত এবং স্বকীয় অতিতীক্ষ্ণতা দ্বারা মুহুর্মুহুঃ ভুক্ত অন্নকে পরিপাক করিয়া ফেলে। রোগী যতবার যত আহার করে, ভস্মকাগ্নি দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই ভুক্তান্ন ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং অন্নপাকানন্তর অন্য পাচ্য দ্রব্যের অভাবে রক্তাদি ধাতু সমুদায়কেও পাক করিতে থাকে। সুতরাং রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই রোগে রোগী আহার করিলেই ক্ষণিক স্বাস্থ্য অনুভব করে, কিন্তু জীর্ণমাত্রেই অত্যাগ্রহেতু অসহ্য তৃষ্ণা, কাস, দাহ ও মূর্চ্ছায় কাতর হইয়া পড়ে।

আহারও সম্যক্ পরিপাক হয় না, তাহাকে মন্দাগ্নি; যাহা দ্বারা আহার কখন সম্যক্‌রূপে পরিপাক হয়, কখন বা হয় না, তাহাকে বিষমাগ্নি; আর যাহা দ্বারা পরিমিত বা অপরিমিত আহার অনায়াসেই পরিপাক হয়, তাহাকে তীক্ষ্ণাগ্নি *কহে। উল্লিখিত চারিপ্রকার অগ্নির মধ্যে সমাগ্নিই শ্রেষ্ঠ।

অগ্নিমান্দ্যাদি-চিকিৎসা

সারমেতচ্চিকিৎসায়াঃ পরমগ্নেশ্চ পালনম্।। তস্মাদ্ যত্নেন কর্ত্তব্যং বহ্নেশ্চ প্রতিপালনম্।।
অস্তু দোষশতং ক্রুদ্ধং সন্তু ব্যাধিশতানি চ। কায়াগ্নিমেব মতিমান্ রক্ষন্ রক্ষতি জীবিতম্।।

জঠরাগ্নি রক্ষা করাই চিকিৎসার সার কর্ম্ম। শত দোষই কুপিত থাকুক বা শত শত ব্যাধিই উপস্থিত হউক, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক অগ্রে কায়াগ্নি রক্ষা করিবে। অগ্নি রক্ষিত হইলেই জীবন রক্ষিত হইবে।

সমস্য রক্ষণং কার্য্যং বিষমে বাতনিগ্রহঃ। তীক্ষ্ণে পিত্তপ্রতীকারো মন্দে শ্লেষ্মবিশোধনম্।।

সমাগ্নির রক্ষণ, বিষমাগ্নিতে বায়ু-দমন, তীক্ষ্ণাগ্নিতে পিত্ত-প্রতিকার এবং মন্দাগ্নিতে শ্লেষবিশোধন করা কর্ত্তব্য।

হরীতকী তথা শুণ্ঠী ভক্ষ্যমাণা গুড়েন চ। সৈন্ধবেন যুতা বা স্যাৎ সাতত্যেনাগ্নিদীপনী।।

হরীতকী ও শুঁঠ, গুড় বা সৈন্ধবের সহিত নিত্য সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয়।

সমযবশূকমহৌষধ-চূর্ণং লীঢ়ং ঘৃতেন গোসর্গে। কুরুতে ক্ষুধাং সুখোদকং পীতং বিশ্বৌষধং বৈকম্।।

প্রাতঃকালে যবক্ষার ও শুঁঠচূর্ণ, অথবা কেবল শুঁঠচূর্ণ ঘৃতের সহিত লেহন করিয়া ঈষদুষ্ণ জল পান করিলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়।

অন্নমণ্ডং পিবেদুষ্ণং হিঙ্গুসৌবর্চ্চলান্বিতম্। বিষমোঽপি সমস্তেন মন্দো দীপ্যেত পাবকঃ।।

হিং ও সচল লবণের সহিত উষ্ণ অন্নমণ্ড পান করিলে, বিষমাগ্নি সম এবং মন্দাগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্। অগ্নিসন্দীপনং হৃদ্যং লবণার্দ্রকভক্ষণম্।।

ভোজনের পূর্ব্বে আদা ও লবণ প্রত্যহ সেবন করিবে। ইহা জিহ্বা ও কণ্ঠের শোধক, অগ্নির দীপক, হৃদ্য ও সুপথ্য।

কপিত্থতক্রচাঙ্গেরী-মরিচাজাজিচিত্রকৈঃ। কফবাতহরো গ্রাহী খড়ো দীপনপাচনঃ।।

কয়েত্‌বেল, তক্র, আমরুলশাক, মরিচ, জীরা ও চিতা, এই সকল দ্রব্যের খড়যূষ কফবাতহর, মল-সংগ্রাহক (পাত্‌লা মল গাঢ় করে), অগ্নিদীপক ও আমের পাচক।

বিশ্বাভয়াগুড়ূচীনাং কষায়েণ ষড়ূষণম্। পিবেৎ শ্লেষ্মণি মন্দেঽগ্নৌ ত্বক্‌পত্রসুরভীকৃতম।

পঞ্চকোলং সমরিচং ষড়ূষণমুদাহৃতম্।।

শুঁঠ, হরীতকী ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথে ষড়ূষণ, অর্থাৎ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ ও মরিচ এই ছয়টি দ্রব্যের চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় প্রক্ষেপ দিয়া এবং সেই ক্বাথ দারুচিনি ও তেজপত্রে সুরভীকৃত করিয়া পান করিলে শ্লেষ্মা ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয়।

বড়বানল-চূর্ণম্

সৈন্ধবং পিপ্পলীমূলং পিপ্পলীচব্যচিত্রকম্। শুণ্ঠী হরীতকী চেতি ক্রমবৃদ্ধানি চূর্ণয়েৎ। বড়বানলনামৈতচ্চূর্ণং স্যাদগ্নিদীপনম্।

সৈন্ধবলবণ ১ ভাগ, পিপুলমূল ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, চই ৪ ভাগ, চিতা ৫ ভাগ, শুঁঠ ৬ ভাগ ও হরীতকী ৭ ভাগ, ইহাদের চূর্ণ সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয়। ইহা বড়বানল চূর্ণ নামে অভিহিত।

বড়বামুখ-চূর্ণম্

পথ্যানাগরকৃষ্ণা-করঞ্জবিল্বাগ্নিভিঃ সিতাতুল্যৈঃ। বড়বামুখং বিজয়তে গুরুতরমপি ভোজনং চূর্ণম্।।

হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, ডহরকরঞ্জার মূল, বেলশুঁঠ ও চিতা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে এবং তাহাতে সর্ব্বচূর্ণের সমান চিনি মিশ্রিত করিবে। ইহার নাম বড়বামুখ চূর্ণ। এই চূর্ণ সেবন করিলে গুরুতর ভোজনও শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয় (মাত্রা দুই আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত)।

সৈন্ধবাদি-চূর্ণম্

সিন্ধূত্থপথ্যামগধোদ্ভববহ্নিচূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পিবতি যঃ খলু নষ্টবহ্নিঃ। তস্যামিষেণ সঘৃতেন বরং নবান্নং ভস্মীভবত্যশিতমাত্রমিহ ক্ষণেন।।

সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, পিপুল ও চিতামূলচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে অতিশয় অগ্নির দীপ্তি হয়, তদ্দ্বারা নূতন তণ্ডুলের অন্ন ও ঘৃতপক্ক মৎস্য পর্য্যন্ত ক্ষণকালের মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

সৈন্ধবাদ্যং চূর্ণম্

সৈন্ধব চিত্রকং পথ্যা লবঙ্গং মরিচং কণা। টঙ্গণং নাগরং চব্য যমানী মধুরী বচা।। দ্রব্যাণি দ্বাদশৈতানি সমভাগানি চূর্ণয়েৎ। ভাবয়েন্নিম্বুকদ্রাবৈস্ত্রিসপ্তাহং প্রযত্নতঃ।। ততো মাষদ্বয়ং চূর্ণং বারিণোষ্ণেন পায়য়েৎ। সসৈন্ধবেন তক্রেণ মস্তুনা কাঞ্জিকেন বা। সৈন্ধবাদ্যমিদং চূর্ণং সদ্যো বহ্নিং প্রদীপয়েৎ।।

সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, হরীতকী, লবঙ্গ, মরিচ, পিপুল, সোহাগা, শুঁঠ, চৈ, যমানী, মৌরি

ও বচ এই ১২ দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া লেবুর রসে ২১ দিন ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। মাত্রা—২ মাষা। উষ্ণ জল, সৈন্ধবসংযুক্ত তক্র, দধির মাত্ বা কাঞ্জিকের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে সদ্যঃ অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

হিঙ্গ্বষ্টকং চূর্ণম্

ত্রিকটুকমজমোদা সৈন্ধবং জীরকে দ্বে সমধরণধৃতানামষ্টমো হিঙ্গুভাগঃ। প্রথমকবলভুক্তং সর্পিষা চূর্ণমেতজ্জনয়তি জঠরাগ্নিং বাতরোগাংশ্চ হন্তি।।
অজমোদাত্র যমানী, অগ্নেরত্যন্তদীপনত্বাদিতি ভানুদাসগোপালদাসৌ। চূর্ণং ভক্তোপরি দত্ত্বা ঘৃতেন সন্ধায় গ্রাসত্রয়ং ভোজনীয়মিতি ভানুদাসঃ।

ত্রিকটু, যমানী, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিঙ্গু প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ভোজনের প্রথম গ্রাসে ঘৃতসহ সেবন করিলে অগ্নির বৃদ্ধি ও বাতরোগের নাশ হয়। ভানুদাস বলেন, অন্নের উপরিভাগে চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া ঘৃত মাখাইয়া তিন গ্রাস অন্ন প্রথমে ভোজন করা কর্ত্তব্য।

স্বল্পাগ্নিমুখ-চূর্ণম্

হিঙ্গুভাগো ভবেদেকো বচা চ দ্বিগুণা ভবেৎ। পিপ্পলী ত্রিগুণা প্রোক্তা শৃঙ্গবেরং চতুর্গুণম্।। যমানিকা পঞ্চগুণা ষড়্গুণা চ হরীতকী। চিত্রকং সপ্তগুণিতং কুষ্ঠমষ্টগুণং ভবেৎ।। এতদ্ বাতহরং চূর্ণং পীতমাত্রং প্রসন্নয়া। পিবেদ্ দধ্না মস্তুনা বা সুরয়া কোষ্ণবারিণা।। সোদাবর্ত্তমজীর্ণঞ্চ প্লীহানমুদরং তথা। অঙ্গানি যস্য শীর্য্যন্তে বিষং বা যেন ভক্ষিতম্।। অর্শোহরং দীপনঞ্চ শূলঘ্নং গুল্মনাশনম্। কাসং শ্বাসং নিহন্ত্যাশু তথৈব ক্ষয়নাশনম্। চূর্ণমগ্নিমুখং নাম ন ক্বচিৎ প্রতিহন্যতে।।

হিঙ্গু ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, চিতামূল ৭ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ একত্র চূর্ণিত করিয়া লইবে। প্রসন্না (সুরার উপরিস্থ স্বচ্ছ ভাগ), দধি, দধির মাত, সুরা অথবা উষ্ণ জলের সহিত সেব্য। ইহা বায়ুনাশক এবং উদাবর্ত্ত, অজীর্ণ, প্লীহা ও কাসাদি রোগে ব্যবস্থেয়।

বৃহদগ্নিমুখ-চূর্ণম্

দ্বৌ ক্ষারৌ চিত্রকং পাঠা করঞ্জং লবণানি চ। সূক্ষ্মৈলা পত্রকং ভার্গী ক্রিমিঘ্নং হিঙ্গু পুষ্করম্।। শঠী দার্ব্বী ত্রিবৃন্মুস্তং বচা চেন্দ্রযবস্তথা। ধাত্রী জীরকবৃক্ষাম্লং শ্রেয়সী চোপকুঞ্চিকা।। অম্লবেতসমম্লীকা যমানী সুরদারু চ। অভয়াতিবিষা শ্যামা হবুষারগ্বধং সমম্। তিলমুষ্ককশিগ্রূণাং কোকিলাক্ষপলাশয়োঃ। ক্ষারাণি লৌহকিট্টঞ্চ তপ্তং গোমূত্রসেচিতম্।। সমভাগানি সর্ব্বাণি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।। মাতুলুঙ্গরসেনৈব ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্।।। দিনত্রয়ন্তু শুক্তেন আর্দ্রকস্য রসেন চ। অত্যগ্নিকারকং চূর্ণং প্রদীপ্তাগ্নিসমপ্রভম্।। উপযুক্তং বিধানেন নাশয়ত্যচিরাদ্ গদান্। অজীর্ণকমথো গুল্মান্ প্লীহানং গুদজানি চ।। উদরাণ্যন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ অষ্ঠীলাং বাতশোণিতম্। প্রণুদত্যুল্বণান্ রোগান্ নষ্টমগ্নিং প্রদীপয়েৎ।। সমস্তব্যঞ্জনোপেতং

ভক্তং কৃত্বা সুভাজনে। দাপয়েদস্য চূর্ণস্য বিড়ালপদমাত্রকম্। গোদোহমাত্রাৎ তৎ সর্ব্বং দ্রবীভবতি সোষ্মকম্।।

যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, আকনাদি, করঞ্জমূলের ছাল, পঞ্চলবণ, ছোট এলাইচ, তেজপত্র, বামুনহাটী, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গু, কুড়, শঠী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, মুতা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলা, জীরা, মহাদা, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, অম্লবেতস, তিন্তিড়ী, যমানী, দেবদারু, হরীতকী, আতইচ, বিদ্ধড়ক, হবুষা, সোঁদালফলের মজ্জা, তিলের নালের ক্ষার, ঘণ্টাপারুলির ক্ষার, পলাশক্ষার ও উষ্মীকৃত এবং গোমূত্রসিক্ত (শোধিত) মণ্ডুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া তিন দিবস টাবালেবুর রসে, তিন দিবস শুক্তে (অভাবে কাঞ্জিকে) ও তিন দিবস আদার রসে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। এক পাত্রে অন্ন ব্যঞ্জনাদি রাখিয়া তাহাতে ইহার ২ তোলা নিক্ষেপ করিয়া ঘৃতের সহিত সেই অন্ন ভক্ষণ করিবে। ইহাতে অতিশয় অগ্নির দীপ্তি হয় এবং অজীর্ণ ও প্লীহা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

ভাস্করলবণম্

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং ধান্যকং কৃষ্ণজীরকম্। সৈন্ধবঞ্চ বিড়ঞ্চৈব পত্রং তালীশকেশরম্।। এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ পঞ্চ সৌবর্চ্চলস্য চ। মরিচাজাজীশুণ্ঠীনামেকৈকস্য পলং পলম্।। ত্বগেলে চার্দ্ধভাগে চ সামুদ্রাৎ কুড়বদ্বয়ম্। দাড়িমাৎ কুড়বঞ্চৈব দ্বে পলে চাম্লবেতসাৎ।। এতচ্চূর্ণীকৃতং শ্লক্ষ্ণং গন্ধাঢ্যমমৃতোপমম্। লবণং ভাস্করং নাম ভাস্করেণ বিনির্ম্মিতম্।। জগতস্তু হিতার্থায় বাতশ্লেষ্মাময়াপহম্। বাতগুল্মং নিহন্ত্যেতদ্ বাতশূলানি যানি চ।। তক্রমস্তুসুরাসীধু-শুক্তকাঞ্জিকযোজিতম্। জাঙ্গলানাঞ্চ মাংসেন রসেন বিবিধেন চ।। মন্দাগ্নেরশ্নতো শক্তো ভবেদাশ্বেব পাবকঃ। অর্শাংসি গ্রহণীদোষং কুষ্ঠাময়ভগন্দরান্।। হৃদ্রোগমামদোষাংশ্চ বিবিধানুদরস্থিতান্। প্লীহানমশ্মরীঞ্চৈব শ্বাসকাসোদরক্রিমীন্।। বিশেষতঃ শর্করাদীন্ রোগান্ নানাবিধাংস্তথা। পাণ্ডুরোগাংশ্চ বিবিধান্ নাশয়ত্যশনির্যথা।। পত্রতালীশাদিযোগাদেব গন্ধাঢ্যং ন পুনরপরচাতুর্জ্জাতাদিপ্রক্ষেপঃ।

পিপুল, পিপুলমূল, ধনে, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, তেজপত্র, তালীশপত্র ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল, সচললবণ ৫ পল, মরিচ, জীরা, শুঁঠ ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল, গুড়ত্বক্ ৪ তোলা, এলাইচ ৪ তোলা, করকচ লবণ ৮ পল, অম্লদাড়িম ফলের বীজ ৪ পল, অম্লবেতস ২ পল, এই সকল চূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া লইবে। তক্র, দধির মাত ও কাঞ্জিকাদির সহিত সেব্য। ইহা সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মা, বাতগুল্ম, বাতশূল, প্লীহা ও পাণ্ডুরোগাদি নানা পীড়া নষ্ট হয় এবং শীঘ্র অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

অগ্নিমুখলবণম্

চিত্রকং ত্রিফলা দন্তী ত্রিবৃতা পুষ্করং সমম্। যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রন্তু সৈন্ধবম্।। ভাবয়িত্বা স্নুহীক্ষীরৈস্তৎকাণ্ডে নিক্ষিপেৎ ততঃ। মৃদুপঙ্কেনানুলিপ্তং প্রক্ষিপেজ্জাতবেদসি।। সুদগ্ধন্তু সমুদ্ধৃত্য সংচূর্ণ্যোষ্ণাম্বুনা পিবেৎ। এতদগ্নিমুখং নাম লবণং বহ্নিকৃৎ পরম্। যকৃৎপ্লীহোদরানাহ-গুল্মার্শঃপার্শ্বশূলনুৎ।।

(সর্ব্বং চূর্ণমেকীকৃত্য অস্য পঞ্চরক্তিকমুষ্ণজলেন পিবেৎ।)

চিতামূল, ত্রিফলা, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, কুড় ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ, চূর্ণসমষ্টির সমান সৈন্ধবলবণ, একত্র সিজবৃক্ষের আঠায় ভাবনা দিয়া উহার কাণ্ডমধ্যে (জালের মধ্যে) পুরিয়া পঙ্ক দ্বারা মৃদু লেপ দিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। উত্তমরূপে দগ্ধ হইলে তুলিয়া লইয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণের মাত্রা ৫ রতি। উষ্ণজলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং প্লীহা ও গুল্ম প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

তীক্ষ্ণাগ্নি-চিকিৎসা

নারীক্ষীরেণ সংযুক্তাং পিবেদৌড়ুম্বরীং ত্বচম্। আভ্যাং বা পায়সং সিদ্ধং পিবেদত্যগ্নিশান্তয়ে।। যৎ কিঞ্চিদ্ গুরু মেধ্যঞ্চ শ্লেষ্মকারি চ ভেষজম্। সর্ব্বং তদত্যগ্নিহিতং ভুক্ত্বা প্রস্বপনং দিবা।।

স্তনদুগ্ধে যজ্ঞডুমুরের ছাল ২ তোলা বাটিয়া পান করিলে অত্যগ্নি প্রশমিত হয়। কিংবা নারীদুগ্ধে যজ্ঞডুমুরের কল্ক এবং তাহাতে অনুরূপ তণ্ডুল দিয়া পায়স প্রস্তুত করিয়া সেই পায়স ভোজন করিলেও তীক্ষ্ণাগ্নি নিবারিত হয়। মহিষদুগ্ধাদি গুরু, মেধ্য, শ্লেষ্মকারী দ্রব্য ও ঔষধ এবং আহারান্তে দিবানিদ্রা তীক্ষ্ণাগ্নির পক্ষে হিতকর।

মুহুর্ম্মুহুরজীর্ণেঽপি ভোজ্যমস্যোপকল্পয়েৎ। নিরিন্ধনোঽন্তরং লব্ধা যথৈনং ন নিপাতয়েৎ।।

আহার জীর্ণ না হইতে হইতেই তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তিকে আহার দিবে, যেন অগ্নি অন্নাদিরূপ ইন্ধন-(কাষ্ঠ)-বিহীন ও প্রাপ্তাবসর হইয়া ধাত্বাদি শোষণপূর্ব্বক আতুরকে না নিপাত করে।

আমাজীর্ণ-লক্ষণম্

তত্রামে গুরুতোৎরেদঃ শোথো গণ্ডাক্ষিকূটগঃ। উদ্‌গারশ্চ যথাভুক্তমবিদগ্ধঃ প্রবর্ত্ততে।।

পূর্ব্বোক্ত অজীর্ণসমূহের মধ্যে আমাজীর্ণ রোগে দেহের গুরুতা, বমনবেগ, গণ্ড ও অক্ষিগোলকে শোথ এবং যথাভুক্ত অবিদগ্ধ উদগার অর্থাৎ আহারানুরূপ মধুরাদি উদ্‌গার, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

আমাজীর্ণাদিচিকিৎসা-বিধিঃ

তত্রামে বমনং কার্য্যং বিদগ্ধে লঙ্ঘনং হিতম্। বিষ্টব্ধে স্বেদনং শস্তং রসশেষে শয়ীত চ।।

আমাজীর্ণে বমন, বিদগ্ধাজীর্ণে লঙ্ঘন, বিষ্টব্ধাজীর্ণে স্বেদন ও রসশেষাজীর্ণে অভুক্তাবস্থায় দিবানিদ্রা কর্ত্তব্য।

আমাজীর্ণ-চিকিৎসা

বচালবণতোয়েন বান্তিরামে প্রশস্যতে। কণাসিন্ধুবচাকল্কং পীত্বা চ শিশিরাম্ভসা।।

বচ ১ তোলা ও সৈন্ধবলবণ ১ তোলা, ১ সের উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান

করাইলে বমি হইয়া আমদোষের শান্তি হয়। অথবা পিপুল, সৈন্ধব ও বচ, ইহাদের কল্ক শীতল জলের সহিত পান করাইলেও আমাজীর্ণ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ধান্যনাগরসিদ্ধং বা তোয়ং দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ। আমাজীর্ণপ্রশমনং শূলঘ্নং বস্তিশোধনম্।।

ধনে ও শুঁঠের ক্বাথ আমাজীর্ণে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা আমাজীর্ণ ও তজ্জনিত শূলবৎ বেদনা প্রশমিত হয় এবং মূত্রাশয় বিশোধিত হইয়া থাকে।

ভবেদ্ যদা প্রাতরজীর্ণশঙ্কা তদাভয়াং নাগরসৈন্ধবাভ্যাম্। বিচূর্ণিতাং শীতজলেন ভুক্ত্বাভুঞ্জ্যাদশঙ্কং মিতমন্নকালে।।

যদি প্রাতঃকালে অজীর্ণ বোধ হয়, তাহা হইলে হরীতকী, শুঁঠ ও সৈন্ধব চূর্ণ, শীতল জলের সহিত পান করিয়া যথাসময়ে পরিমিত অন্ন ভোজন করিবে। তাহাতে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিবে না।

গুড়েন শুণ্ঠীমথবোপকুল্যাং পথ্যাং তৃতীয়ামথ দাড়িমং বা। আমেষ্বজীর্ণেষু গুদাময়েষু বর্চ্চোবিবন্ধেষু চ নিত্যমদ্যাৎ।।

গুড় ও শুঁঠচূর্ণ, কিংবা গুড় ও পিপুলচূর্ণ, কিংবা গুড় ও হরীতকীচূর্ণ, অথবা গুড় ও দাড়িমচূর্ণ সেবন করিলে আমাজীর্ণ, মলবদ্ধতা ও অর্শোরোগ নিবারিত হয়।

তীব্রার্ত্তিরপি নাজীর্ণী পিবেচ্ছূলঘ্নমৌষধম্। আমসন্নানলো নালং পক্তুং দোষৌষধাশনম্।।

ভুক্ত দ্রব্যের অজীর্ণতা নিবন্ধন উদরে তীব্র বেদনা উপস্থিত হইলেও তৎকালে বেদনা-নিবারক কোন ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ তখন পাচকাগ্নি আমাচ্ছাদিত থাকায় কি বাতাদিদোষ, কি ঔষধ, কি আহার, কিছুই পরিপাক করিতে পারে না।

বিদগ্ধাজীর্ণ-লক্ষণম্

বিদগ্ধে ভ্রমতৃণ্মূর্চ্ছাঃ পিত্তাচ্চ বিবিধা রুজঃ। উদগারশ্চ সধূমাম্লঃ স্বেদো দাহশ্চ জায়তে।।

বিদগ্ধাজীর্ণে ভ্রম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, পিত্তকৃত নানাবিধ পীড়া, ধূমনির্গমবৎ অম্লোদগার, ঘর্ম্ম ও দাহ, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

বিদগ্ধাজীর্ণ-চিকিৎসা

অন্নং বিদগ্ধং হি নরস্য শীঘ্রং শীতাম্বুনা বৈ পরিপাকমেতি। তং তস্য শৈত্যেন নিহন্তি পিত্তমাক্লেদিভাবাচ্চ নয়ত্যধস্তাৎ।।

বিদগ্ধাজীর্ণে শীতল জল পান করিতে দিবে। শীতল জলপানে বিদগ্ধ অন্ন শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং জলের শৈত্য ও দ্রবত্ব হেতু পিত্তও প্রশমিত এবং অধোদেশে নীত হইয়া থাকে।

বিদহ্যতে যস্য চ ভুক্তমাত্রং দহ্যেত হৃৎকোষ্ঠগলঞ্চ যস্য। দ্রাক্ষাসিতামাক্ষিকসম্প্রযুক্তাং

লীঢ্বাভয়াং বৈ স সুখং লভেত।

ভোজন করিবামাত্র যদি ভুক্তদ্রব্য বিদগ্ধ হয় এবং তজ্জন্য হৃদয়, কোষ্ঠ ও গলা জ্বালা করে, তাহা হইলে হরীতকী ও কিস্‌মিস্ একত্র পেষণ করিয়া চিনি ও মধুর সহিত লেহন করিবে। তাহাতে উক্ত উপদ্রবসকল নিবারিত হইবে।

হরীতকী ধান্যতুষোদসিদ্ধা সপিপ্পলী সৈন্ধবসম্প্রযুক্তা। সোদ্‌গারধূমং ভৃশমপ্যজীর্ণং বিভজ্য সদ্যো জনয়েৎ ক্ষুধাঞ্চ।।

হরীতকী ও পিপ্পলী, ধান্যতুষোদকে (সন্ধান-বিশেষ) অভাবে কাঞ্জিতে সিদ্ধ করিয়া সৈন্ধবের সহিত সেবন করিলে ধূমনির্গমবৎ উদ্‌গার ও প্রবল অজীর্ণ প্রশমিত হইয়া সদ্যঃ ক্ষুধার উদয় হয়।

বিষ্টব্ধাজীর্ণ-লক্ষণম্

বিষ্টব্ধে শূলমাধ্মানং বিবিধা বাতবেদনাঃ। মলবাতাপ্রবৃত্তিশ্চ স্তম্ভো মোহাঙ্গপীড়নম্।।

বিষ্টব্ধাজীর্ণরোগে শূল, উদরাধ্মান, বাতকৃত বিবিধ পীড়া, মল ও বায়ুর অনির্গম, স্তব্ধতা, মূর্চ্ছা ও অঙ্গবেদনা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

রসশেষাজীর্ণ-লক্ষণম্

রসশেষেঽন্নবিদ্বেষো হৃদয়াশুদ্ধিগৌরবে।।

রসশেষাজীর্ণে অন্নবিদ্বেষ এবং হৃদয়ের অশুদ্ধি ও গুরুতা হইয়া থাকে।

বিষ্টব্ধরসশেষাজীর্ণ-চিকিৎসা

বিষ্টব্ধে স্বেদনং পথ্যং পেয়ঞ্চ লবণোদকম্। রসশেষে দিবাস্বপ্নো লঙ্ঘনং বাতবর্জ্জনম্।।

বিষ্টব্ধাজীর্ণে অর্থাৎ অজীর্ণতাহেতু উদর স্তব্ধীভূত হইয়া থাকিলে, স্বেদক্রিয়া ও লবণমিশ্রিত জল পান ব্যবস্থেয়। রসশেষাজীর্ণে অর্থাৎ অন্নরসের সম্পূর্ণ পরিপাক না হইয়া কিছু অবশিষ্ট থাকিলে, দিবানিদ্রা, উপবাস ও নির্ব্বাত স্থানে অবস্থানাদি কর্ত্তব্য।

ব্যায়ামপ্রমদাধ্ববাহনরতক্লান্তানতীসারিণঃ শূলশ্বাসবতস্তৃষাপরিগতান্ হিক্কামরুৎপীড়িতান্। ক্ষীণান্ ক্ষীণকফাঙ্কিশূন্ মদহতান্ বৃদ্ধান্ রসাজীর্ণিনঃ রাত্রৌ জাগরিতান্ নরান্ নিরশনান্ কামং দিবা স্বাপয়েৎ।।

* রতশব্দেনেহ রক্তিরিত্যুচ্যতে। রক্তিরনুরক্তিঃ। ভাবে ক্তঃ। ন তু রতং সুরতং প্রমদাগ্রহণেনৈব তস্য লব্ধত্বাৎ ইতি শ্রীকণ্ঠঃ। দিবাস্বপ্নশ্চাভুক্তবতামেব হারীতবচনাৎ।

রসশেষাজীর্ণে দিবানিদ্রাই প্রধান ঔষধ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদেরও দিবানিদ্রা বিশেষ উপকারী–যাহারা সর্ব্বদা ব্যায়াম, স্ত্রীসঙ্গ, পথপর্যটন বা অশ্বাদিযানে গমনহেতু ক্লান্ত দেহ,

যাহারা অতিসার, শূল, শ্বাস, তৃষ্ণা, হিক্কা ও বায়ুরোগার্ত্ত, যাহারা ক্ষীণ, ক্ষীণ-কফ, অতি মদ্যপায়ী, রাত্রিজাগরিত, যাহারা শিশু বা বৃদ্ধ, তাহাদিগকেও অভুক্তাবস্থায় যথেচ্ছরূপে দিবানিদ্রা যাইতে দিবে।

আলিপ্য জঠরং প্রাজ্ঞো হিঙ্গুত্র্যূষণসৈন্ধবৈঃ। দিবাস্বপ্নং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বাজীর্ণপ্রশাশনম্।।

হিং, ত্রিকটু ও সৈন্ধবলবণ দ্বারা উদর প্রলিপ্ত করিয়া দিবসে নিদ্রা গেলে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ প্রশমিত হয়।

পথ্যাপিপ্পলীসংযুক্তং চূর্ণং সৌবর্চ্চলং পিবেৎ। মস্তুনোষ্ণোদকেনাথ বুদ্ধা দোষগতিং ভিষক্।। চতুর্ব্বিধমজীর্ণঞ্চ মন্দানলমরোচকম্। আষ্মানং বাতগুল্মঞ্চ শূলঞ্চাশু নিযচ্ছতি।।

হরীতকী, পিপুল ও সৌবর্চ্চললবণ সমভাগে লইয়া তাহাদের চূর্ণ, দোষ বুঝিয়া, দধির মাত্ বা উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। তাহাতে চতুর্ব্বিধ অজীর্ণ, মন্দাগ্নি, অরুচি, উদরাষ্মান, বাতগুল্ম ও শূল প্রশমিত হয়।

সুকুমারমোদকম্

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং নাগরং মরিচং শিবা। ধাত্রী চিত্রকমভ্রঞ্চ গুড়ূচী কটুরোহিণী।। প্রত্যেকমেষাং কর্ষাংশং চূর্ণং দন্ত্যাস্ত্রিকার্ষিকম্। দ্বিপলং ত্রিবৃতাচূর্ণং শর্করায়াঃ পলত্রয়ম্।। মধুনা মোদকং কার্য্যং সুকুমারকমোদকম্। বাতাজীর্ণপ্রশমনং বিষ্টম্ভে পরমৌষধম্। বাতাজীর্ণপ্রশমনং বিষ্টম্ভে পরমৌষধম্। উদাবর্ত্তনাহহরং সর্ব্বাজীর্ণবিনাশনম্।।

পিপুল, পিপুলমূল, শুঁঠ, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, চিতামূল, অভ্র, গুলঞ্চ, কট্‌কী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ কর্ষ, দন্তীমূল ৩ কর্ষ, তেউড়ীচূর্ণ ২ পল, চিনি ৩ পল। মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম সুকুমার মোদক। ইহা সেবন করিলে বাতাজীর্ণ, বিষ্টম্ভ, উদাবর্ত্ত ও আনাহ রোগ নিবারিত হয়।

গুড়াষ্টকম্

ব্যোষং দন্তী ত্রিবৃচ্চিত্রং কৃষ্ণামূলং বিচূর্ণিতম্। তচ্চূর্ণং গুড়সংমিশ্রং ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ।। এতদ্‌গুড়াষ্টকং নাম বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্। শোথোদাবর্ত্তশূলঘ্নং প্লীহাপাণ্ড্বাময়াপহম্।।

ব্যোষ (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, চিতামূল ও পিপুলমূল, ইহাদের চূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হয় এবং শোথ, উদাবর্ত্ত, শূল, প্লীহা ও পাণ্ডুরোগের শান্তি হইয়া থাকে। এই ঔষধের নাম গুড়াষ্টক।

দুর্জ্জরং সংত্যজেৎ সর্ব্বং নিশায়ামশনন্তথা। অজীর্ণী মন্দবহ্নিশ্চ ভক্ষয়েৎ সুজরং লঘু।।

অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যে পীড়িত ব্যক্তির সর্ব্বপ্রকার দুষ্পাচ্য আহার ও রাত্রিতে ভোজন ত্যাগ করিয়া সুপাচ্য ও লঘুদ্রব্য ভোজন করা কর্ত্তব্য।

বিশিষ্টদ্রব্যাজীর্ণে বিশিষ্টং পাচনদ্রব্যমাহ

অলং পনসপাকায় ফলং কদলসম্ভবম্। কদলস্য তু পাকায় বুধৈরপি ঘৃতং হিতম্। ঘৃতস্য পরিপাকায় জম্বীরস্য রসো হিতঃ।। নারিকেলফলতালবীজয়োঃ পাচকং সপদি তণ্ডুলং বিদুঃ। ক্ষীরমেব সহকারপাচনং চারমজ্জনি হরীতকী হিতা।। মধূকমালূরনৃপাদনানাং পরূষখর্জ্জূরকপিত্থাকানাম্। পাকায় পেয়ং পিচুমর্দ্দবীজং ঘৃতেঽপিতক্রেঽপি তদেব পথ্যম্।। খর্জ্জূরশৃঙ্গাটকয়োঃ প্রশস্তং বিশ্বৌষধং কুত্র চ ভদ্রমুস্তম্। যজ্ঞাঙ্গবোধিদ্রুফলেষু শস্তং প্লক্ষে তথা পর্য্যুষিতং প্রপীতম্।। তণ্ডুলেষু চ পয়ঃ পয়ঃস্বথো দীপ্যকস্তু চিপিটে কণাযুতঃ। যষ্টিকা দধিজলেন জীর্য্যতে কর্কটী চ সুমনেষু জীর্য্যতে।। গোধূমমাষহরিমন্থসতীনমুদগ-পাকো ভবেজ্‌ঝটিতি মাতুলপুত্রকেণ। খর্জ্জূরিকাবিসকশেরুসিতাসু শস্তং শৃঙ্গাটকে মধুফলেষ্বপি ভদ্রমুস্তম্।। কঙ্গুশ্যামাকনীবারা কুলত্থাশ্চাবিলম্বিতম্। দধ্নো জলেন জীর্য্যন্তি বৈদলঃ কাঞ্জিকেন তু।। পিষ্টান্নং শীতলং বারি কৃশরাং সৈন্ধবং পচেৎ। মাষেণ্ডরীং নিম্বুফলং পায়স মুদগযূষকঃ।। বটো বেশবারান্নবঙ্গেন ফেনী সমং পর্পটঃ শিগ্রুবীজেন যাতি। কণামূলতো লড্ডুকাপূপসট্টাদিপাকো ভবেচ্ছষ্কুলীমণ্ডয়োশ্চ।।

অনন্তর বিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন জন্য অজীর্ণে বিশিষ্ট পাচনদ্রব্য বলিতেছেন। কাঁটাল খাইয়া অজীর্ণ হইলে কলা খাইলে আরোগ্য হয়। কলা খাইয়া অজীর্ণ হইলে ঘৃত খাইলে পরিপাক হয়। ঘৃতের পরিপাকার্থ জম্বীর রস উৎকৃষ্ট। নারিকেল ও তাল আঁটির পরিপাকের জন্য তণ্ডুল ভোজন করিবে। আম্রের পাচক দুগ্ধ। পিয়ালফলের মজ্জা হরীতকী দ্বারা পরিপাক হয়। মউল, বিল্ব, পিয়াল, ফল্‌সা, খর্জ্জূর, কয়েতবেল, এই সকল দ্রব্যের পরিপাকজন্য নিম্ববীজ খাইবে। ঘৃতে এবং তক্রে নিম্ববীজই পথ্য। খর্জ্জূর এবং পানিফলের সম্বন্ধে শুঁঠই প্রশস্ত। কোন স্থলে ভদ্রমুস্তকও (নাগরমুতা) প্রশস্ত। যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থফল, পাকুড়ফল পরিপাকের জন্য পর্য্যুষিত (বাসি) জল পান করিবে। তণ্ডুল পাকের জন্য দুগ্ধ, দুগ্ধ পাকের জন্য যমানী, চিপিটক পরিপাকের জন্য পিপ্পলীযুক্ত যমানী এবং ষষ্টিক তণ্ডুল পরিপাকার্থ দধিমস্তু প্রশস্ত। কাঁকুড় পরিপাকে সুমন (অর্থাৎ গোধূম) শ্রেষ্ঠ। গোধূম, মাষকলাই, চণক, সতীন (বর্ত্তুল কলাই), মুগ, এই সমস্ত দ্রব্যকে শীঘ্র মাতুলপুত্রক (ধুস্তূরবীজ) জীর্ণ করে। বনখর্জ্জুর, বিস (মৃণালবিশেষ), কেশুর, সিতা, পানিফল এবং মধুফল (বৈঁচি) পরিপাকার্থ নাগরমুতাই শ্রেষ্ঠ। কঙ্গু (ধান্যবিশেষ), শ্যামাক (শ্যামা ঘাসের বীজ), নীবার এবং কুলত্থকলাই দধিমস্তু দ্বারা শীঘ্র জীর্ণ হয়। কাঁজি দ্বারা বৈদল (দাউল) পরিপাক হয়। পিষ্টান্ন শীতল জলে পরিপাক হয়, মুদগযূষে পায়স পরিপাক হয়। বেশবারে (বাটনাবিশেষে) বটক (বড়া), লবঙ্গে খাজা, শজিনাবীজে পর্পট (পাঁপর) পরিপাক পায়। পিপুলমূলে লড্ডুক, অপূপ (পিষ্টকবিশেষ) ও সট্টাদি (সট্টক পান-বিশেষ) এবং শষ্কুলী (লুচি) ও মণ্ডের পাক হয়।

সাধারণ-চিকিৎসা

লবঙ্গাদ্যং মোদকম্

লবঙ্গং পিপ্পলী শুণ্ঠী মরিচং জীরকদ্বয়ম্। কেশরং তগরঞ্চৈব এলা জাতীফলং তুগা।।

কট্ফলং তেজপত্রঞ্চ পদ্মবীজং সচন্দনম্। কঙ্কোলমগুরুশ্চৈব উশীরমভ্রকং তথা।। কর্পূরং জাতিকোষঞ্চ মুস্তং মাংসী যবস্তথা। ধান্যকং শতপুষ্পা চ লবঙ্গং সর্ব্বতুল্যকম্।। সর্ব্বচূর্ণদ্বিগুণিতাং শর্করাং বিনিযোজয়েৎ। সর্ব্বরোগং নিহন্ত্যাশু অম্লপিত্তং সুদারুণম্।। অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ কামলাপাণ্ডুরোগনুৎ। বলপুষ্টিকরঞ্চৈব বিশেষাৎ শুক্রবর্দ্ধনম্।। গ্রহণীং সর্ব্বরূপাঞ্চ অতীসারং সুদুর্জ্জয়ম্। অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হন্তি লবঙ্গাদ্যমিদং শুভম্।।

লবঙ্গ, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, নাগকেশর, তগরপাদুকা, এলাইচ, জায়ফল, বংশলোচন, কট্ফল, তেজপত্র, পদ্মবীজ, রক্তচন্দন, কাক্লা, অগুরু, বেণার মূল, অভ্র, কর্পূর, জয়িত্রী, মুতা, জটামাংসী, যবতণ্ডুল, ধনে, শুল্ফা প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, চূর্ণসমষ্টির সমান লবঙ্গচূর্ণ। সর্ব্বচূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। যথাবিধানে মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহাতে অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, কামলা, অজীর্ণ ও গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিবৃতাদি-মোদকম্

ত্রিবৃদ্দন্তীকণামূলং কণা বহ্নিঃ পলং পলম্। সর্ব্বতুল্যামৃতা শুন্ঠী গুড়েন সহ মোদকম্। কর্ষৈকং ভক্ষয়েন্নিত্যং দীপ্তাগ্নিং কুরুতে ক্ষণাৎ।।

তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, পিপুলমূল, পিপুল, চিতামূল প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল, গুলঞ্চসার ৫ পল, শুণ্ঠীচূর্ণ ৫ পল, গুড় ৩০ পল। মোদক করিয়া লইবে। ইহা ভক্ষণ করিলে অগ্নি অতিশয় বর্দ্ধিত হয়। মাত্রা—।।০ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত।

হরীতকী-প্রয়োগঃ

হরীতক্যাঃ শতং গ্রাহ্যং তক্রৈঃ স্বিন্নঞ্চ কারয়েৎ। যত্নাদ্ বীজং সমুদ্ধৃত্য চূর্ণানীমানি পূরয়েৎ।। ষড়ূষণং পঞ্চপটু যমানীদ্বয়মেব চ। ত্রিক্ষারং হিঙ্গু দিব্যঞ্চ কর্ষদ্বয়মিতং পৃথক্।। শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং সর্ব্বং চুক্রাম্লেনাপি ভাবয়েৎ। লিম্পাকস্বরসেনাপি ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্।। খাদদভয়ামেকাং সর্ব্বাজীর্ণবিনাশনঃ। চতুর্ব্বিধমজীর্ণঞ্চ বহ্নিমান্দ্যং বিসূচিকাম্।। গুল্মশূলাদিরোগাংশ্চ নাশয়েদবিকল্পতঃ।।

১০০টি হরীতকী উপযুক্ত তক্রে সিদ্ধ করিয়া যত্নপূর্ব্বক বীজসকল উদ্ধৃত করিয়া লইবে। পরে পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, পঞ্চলবণ, যমানী, বনযমানী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, হিঙ্গু ও লবঙ্গ প্রত্যেকের ২ তোলা চূর্ণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত হরীতকীসকলের মধ্যে পূর্ণ করিবে। পশ্চাৎ ঐ হরীতকীসকল চুকাপালঙ্গের রসে এবং লেবুর রসে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিবে। এক একটি হরীতকী সেবনীয়। ইহাতে সকল প্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা, গুল্ম ও শূলাদি নানা রোগ উপশমিত হয়।

অমৃতহরীতকী

তক্রে সমুৎস্বেদ্য শিবাশতানি তদ্বীজমুদ্ধৃত্য চ কৌশলেন। ষড়ূষণং পঞ্চ পটূনি হিঙ্গু ক্ষারাবজাজীমজমোদকঞ্চ।। ষড়ূষণাদেস্ত্রিবৃদর্দ্ধভাগা গণস্য দেয়াস্বরগালিতসা। বিভাব্য চুক্রেণ রজাংস্যমীষাং ক্ষিপেচ্ছিবাবীজনিবাসগর্ভে।। সমুহ্য ঘর্ম্মে চ বিশোষ্য তাসাং

হরীতকীমন্যতমাং নিষেবেৎ। অজীর্ণমন্দানলজাঠরাময়ান্ সগুল্মশূলগ্রহণীগুদাঙ্কুরান্।।
বিবন্ধমানাহরুজো জয়ত্যসৌ তথামবাতাংস্ত্বমৃতা হরীতকী।।

উৎকৃষ্ট হরীতকী ১০০টি, ঘোলে সিদ্ধ করিয়া কৌশলপূর্ব্বক তাহার আঁঠিগুলি বাহির করিয়া ফেলিবে, যেন তাহাতে হরীতকী ভাঙ্গিয়া না যায়। পরে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, পঞ্চলবণ, হিঙ্গু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, কালজীরা ও যমানী, এই সকল চূর্ণ বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে এবং ইহার অর্দ্ধভাগ তেউড়ীচূর্ণ দিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই মিশ্রিত চূর্ণ চুকাপালঙ্গ দ্বারা ভাবনা দিয়া উক্ত শূন্যগর্ভ হরীতকীর মধ্যে পুরিবে এবং রৌদ্রে অল্প শুষ্ক করিয়া পাত্রমধ্যে স্থাপন করিবে। প্রত্যহ এই হরীতকী একটি করিয়া ভক্ষণ করিলে অজীর্ণ, মন্দাগ্নি, জাঠর রোগ, গুল্ম, শূল, গ্রহণীরোগ, অর্শঃ, আনাহ ও আমবাত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

শার্দ্দূলকাঞ্জিকম্

পিপ্পলী শৃঙ্গবেরঞ্চ দেবদারু সচিত্রকম্। চবিকাং বিল্বপেশীঞ্চ অজমোদাং হরীতকীম্।।
মহৌষধং যমানীঞ্চ ধান্যকং মরিচং তথা। জীরকঞ্চাপি হিঙ্গুঞ্চ কাঞ্জিকং সাধয়েদ্ ভিষক্।।
এষ শার্দ্দূলকো নাম কাঞ্জিকোহগ্নিবলপ্রদঃ। সিদ্ধার্থ-তৈলসংভৃষ্টো দশ রোগান্ ব্যপোহতি।।
কাসং শ্বাসমতীসারং পাণ্ডুরোগং সকামলম্। আমঞ্চ গুল্মরোগঞ্চ বাতশূলং সবেদনম্।।
অর্শাংসি শ্বয়থুঞ্চৈব ভুক্তে পীতে চ সাত্ম্যতঃ। ক্ষীরপাকবিধানেন কাঞ্চিকস্যাপি সাধনম্।।
সর্ব্বচূর্ণাপেক্ষয়া অষ্টগুণং কাঞ্জিকং চতুর্গুণজলেন পক্বা কাঞ্জিকশেষমবতরয়েৎ। বুদ্ধা মাত্রয়া দদ্যাৎ।

পিপুল, আদা, দেবদারু, চিতামূল, চৈ, বেলশুঁঠ, বনযমানী, হরীতকী, শুঁঠ, যমানী, ধনে, মরিচ, জীরা, হিঙ্গু ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান, চূর্ণসমষ্টির ৮ গুণ কাঞ্জিক, কাঞ্জিকের চতুর্গুণ জল ; সমুদয় একত্র পাক করিয়া জল নিঃশেষ হইলে নামাইয়া লইবে। ইহার নাম শার্দ্দূলকাঞ্জিক। ইহা শ্বেতসর্ষপের তৈলে সাঁত্লাইয়া লইয়া যথাযোগ্য মাত্রায় প্রদান করিবে। ইহাতে কাস, শ্বাস, অতিসার, পাণ্ডুরোগ, কামলা, আমদোষ, গুল্মরোগ, বেদনাযুক্ত বাতশূল, অর্শঃ ও শোথ নষ্ট হয়।

মুস্তকস্য তুলাদ্বন্দ্বং চতুর্দ্রোণেহম্ভসঃ পচেৎ। পাদশেষে রসে তস্মিন্ ক্ষিপেদ্ গুড়ং
ধাতকীং ষোড়শপলাং যমানীং বিশ্বভেষজম্। মরিচং দেবপুষ্পঞ্চ মেথীং বহ্নিঞ্চ জীরকম্।।
পলযুগ্মমিতং ক্ষিপ্তা রুদ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। সংস্থাপ্য মাসমাত্রন্তু ততঃ সংস্রাবয়েদ্ ভিষক্।। অজীর্ণমগ্নিমান্দ্যঞ্চ বিসূচীমপি দারুণাম্। গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।।

মুতা ২৫ সের, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। কাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে গুড় ৩৭।।০ সের, ধাইফুল ১৬ পল, যমানী, শুঁঠ, মরিচ, লবঙ্গ, মেথী, চিতামূল, জীরা প্রত্যেক ২ পল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া একমাস আবৃত-পাত্রে রাখিবে। পরে দ্রব্যাংশ ছাঁকিয়া লইবে।

ইহা সেবন করিলে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা ও গ্রহণীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ক্ষারগুড়ঃ

দ্বে পঞ্চমূলে ত্রিফলামর্কমূলং শতাবরীম্। দন্তীং চিত্রকমাস্ফোতাং রাস্নাং পাঠাং সুধাং শটীম্।। পৃথগ্ দশপলান্ ভাগান্ দগ্ধা ভস্ম সমাবপেৎ। ত্রিঃসপ্তকৃত্বস্তদ্ভস্ম জলদ্রোণে চ গালয়েৎ।। তদ্রসং সাধয়েদগ্নৌ চতুর্ভাগাবশেষিতম্। ততো গুড়তুলাং কৃত্বা সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।। সিদ্ধং গুড়ন্তু বিজ্ঞায় চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ। বৃশ্চিকালীং দ্বিকাকোল্যৌ যবক্ষারং সমাবপেৎ।। এতে পঞ্চপলা ভাগা পৃথক্ পঞ্চ পলানি চ। হরীতকীং ত্রিকটুকং সর্জ্জিকাং চিত্রকং বচাম্।। হিঙ্গ্বম্লবেতসাভ্যাঞ্চ দ্বে পলে তত্র দাপয়েৎ। অক্ষপ্রমাণাং গুড়িকাং কৃত্বা খাদেদ্ যথাবলম্।। অজীর্ণং জরয়ত্যেষ জীর্ণে সন্দীপয়ত্যপি। ভুক্তং ভুক্তঞ্চ জীর্য্যেত পাণ্ডুত্বমপকর্ষতি।। প্লীহার্শঃ শ্বয়থুঞ্চৈব শ্লেষ্মকাসমরোচকম্। মন্দাগ্নিবিষমাগ্নীনাং কফে কণ্ঠোরসি স্থিতে।। কুষ্ঠানি চ প্রমেহাংশ্চ গুল্মঞ্চাশু ব্যপোহতি। খ্যাতঃ ক্ষারগুড়ো হ্যেষ রোগযুক্তে প্রযোজয়েৎ।।

বৃহৎ পঞ্চমূল ও স্বল্প পঞ্চমূল, ত্রিফলা, আকন্দমূল, শতমূলী, দন্তী, চিতা, হাপরমালী, রাস্না, আক্‌নাদি, সিজের মূল ও শটী, এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক দশ দশ পল লইয়া প্রত্যেককে অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষার করিবে। পরে ঐ সমস্ত ক্ষারচূর্ণ ৬৪ সের জলে গুলিয়া ২১ বার ছাঁকিয়া লইবে এবং ঐ ক্ষারজল অগ্নিতে পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে, পরে উহাতে ১২।।০ সের গুড় মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। যখন উহা ঘনীভূত হইবে, তখন বিচুটি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী ও যবক্ষার প্রত্যেক পাঁচ পাঁচ পল, হরীতকী, ত্রিকটু (মিলিত), সাচিক্ষার, চিতা, বচ, হিং ও অম্লবেতস প্রত্যেক এক এক পল চূর্ণ করিয়া উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইয়া ২ তোলা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ক্ষারগুড় অজীর্ণনাশক ও অগ্নির উদ্দীপক। ইহা সেবন করিয়া বারংবার ভোজন করিলেও ভুক্তান্ন জীর্ণ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা পাণ্ডু, প্লীহা, শোথ, অর্শঃ, শ্লৈষ্মিক কাস, অরুচি, কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থিত কফ, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়। ক্ষারগুড় রোগিকে সেবন করিতে দিবে, কারণ ইহা অগ্ন্যুদ্দীপক হইলেও স্বস্থ ব্যক্তির সেবনীয় নহে। যেহেতু ক্ষারগুড় সেবনে স্বস্থ ব্যক্তির সোমধাতু ক্ষয় হইয়া থাকে।

বিসূচিকাদি-নিদানম্

অজীর্ণমামং বিষ্টব্ধং বিদগ্ধঞ্চ যদীরিতম্। বিসূচ্যলসকৌ তস্মাদ্ভবেচ্চাপি বিলম্বিকা।। সূচীভিরিব গাত্রাণি তুদন্ সন্তিষ্ঠতেঽনিলঃ। যস্যাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈর্বিসূচীতি নিগদ্যতে।। ন তাং পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাগমাঃ। মূঢ়াস্তামজিতাত্মানো লভন্তেঽশনলোলুপাঃ।। মূর্চ্ছাতিসারৌ বমথুঃ পিপাসা শূলো ভ্রমোদ্বেষ্টনজৃম্ভদাহাঃ। বৈবর্ণ্যকম্পৌ হৃদয়ে রুজশ্চ ভবন্তি তস্যাং শিরসশ্চ ভেদঃ।। কুক্ষিরানহ্যতেঽত্যর্থং প্রতাম্যেৎ পরিকূজতি। নিরুদ্ধো মারুতশ্চৈব যস্যাত্যর্থং ভবেদপি। তস্যালসকমাচষ্টে তৃষ্ণোদ্‌গারৌ চ যস্য তু।। দুষ্টন্তু ভুক্তং কফমারুতাভ্যাং প্রবর্ত্ততে নোর্দ্ধমধশ্চ যস্য। বিলম্বিকাং তাং ভৃশদুশ্চিকিৎস্যা-মাচক্ষতে শাস্ত্রবিদঃ পুরাণাঃ।।

আম, বিষ্টব্ধ ও বিদগ্ধ এই যে তিন প্রকার অজীর্ণের উল্লেখ হইল, ইহাদিগের হইতেই বিসূচী, অলসক ও বিলম্বিকা রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিসূচীর নিরুক্তি — এই পীড়ায় অজীর্ণবশতঃ বায়ু অতিকুপিত হইয়া গাত্রসকলকে অন্যান্য বেদনা অপেক্ষা সূচীবেধবৎ বেদনায় অধিকতর অস্থির করে বলিয়া, বৈদ্যেরা ইহাকে বিসূচী নামে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। চলিত ভাষায় ইহাকে ওলাউঠা কহে।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রজ্ঞ পরিমিতাহারী ব্যক্তিগণের এই রোগ হয় না। যাহারা ভক্ষ্যানভিজ্ঞ, অজিতেন্দ্রিয় ও অশনলোলুপ, ইহা তাহাদেরই হইয়া থাকে।

মূর্চ্ছা, ভেদ, বমি, পিপাসা, শূলবদ্ বেদনা, ভ্রম, হস্তপদে খালি ধরা, জৃম্ভা (হাই), গাত্রদাহ, বিবর্ণতা, কম্প, বক্ষোবেদনা ও শিরঃশূল, এইগুলি বিসূচীরোগের লক্ষণ।

অলসক রোগে কুক্ষিতে অতি কষ্টদায়ক আধ্মান উপস্থিত হয়, রোগী যাতনায় আর্ত্তনাদ করে ও মূর্চ্ছা যায় এবং অজীর্ণবশতঃ কুক্ষিদেশস্থ বায়ু অধঃপ্রতিরুদ্ধগতি হইয়া উপরিভাগে অর্থাৎ হৃদয় ও কণ্ঠাদি স্থানে বিচরণ করে, এই রোগে মল মূত্র বিশেষরূপ রুদ্ধ হইয়া থাকে এবং তৃষ্ণা ও উদ্‌গার হয়। ভুক্ত দ্রব্য অধঃ বা ঊর্দ্ধে গমন করিতে না পারিয়া অপক্কাবস্থায় আমাশয়েই অলসীভূত হইয়া থাকে বলিয়া, এই ব্যাধিকে অলসক কহে।*

যে রোগে ভুক্তান্ন কুপিত বায়ু ও কফ দ্বারা দুষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধ বা অধঃ কোন দিক্ দিয়াই নির্গত হয় না, প্রাচীন পণ্ডিতেরা তাহাকেই বিলম্বিকারোগ কহিয়া থাকেন। ইহা অতি দুশ্চিকিৎস্য।

বিসূচিকা-চিকিৎসা

পঞ্চ যোগাঃ

জলপীতমপামার্গ-মূলং হন্তি বিসূচিকাম্। সতৈলং কারবেল্লাম্বু নাশয়েদ্ধি বিসূচিকাম্।।
বালমূলস্য তু ক্বাথঃ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতঃ। বিসূচীনাশনঃ শ্রেষ্ঠো জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনঃ।।
বিল্বনাগরনিঃক্বাথো হন্যাচ্ছর্দ্দিবিসূচিকাম্। বিল্বনাগরকৈটর্য্য-ক্বাথস্তদধিকো গুণৈঃ।।

১। আপাঙ্গের মূল জলে বাটিয়া পান করিলে বিসূচিকা নিবারিত হয়।

২। উচ্ছেপাতার রসে তিলতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিসূচিকা নষ্ট হইয়া থাকে।

৩। কচিমূলার ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে বিসূচিকা নিবারিত হয়। ইহা বিসূচী রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ ও জঠরাগ্নির উদ্দীপক।

৪-৫। বেলশুঁঠ ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ অথবা বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও কট্‌ফলের ক্বাথ বমন ও বিসূচিকা

* দণ্ডালসক রোগে বায়ুর প্রাধান্য থাকিলে কম্প, গাত্রঘূর্ণন, আনাহ ও শূল; পিত্তের প্রাধান্য থাকিলে জ্বর, অতিসার, দাহ ও ঘর্ম্মাদি; কফের প্রাধান্য থাকিলে দেহের গুরুতা, বমি, বাগরোধ ও নিষ্ঠীবন হয় এবং বাতাদি দোষত্রয়ের প্রকোপ থাকিলে বমন ও মলরেচন একবারে বন্ধ হইয়া যায়, তীব্রশূলাদি উপস্থিত হয় ও স্রোতঃসকল রুদ্ধ হইয়া থাকে। এই রোগে দোষত্রয় তির্য্যগ্গত হইয়া শরীরকে দণ্ডবৎ স্তব্ধ করে, তজ্জন্য ইহাকে দণ্ডালসক কহে। দণ্ডালসক রোগ অসাধ্য।

রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিসূচিকায়া বিশেষ-চিকিৎসা

বিসূচিকায়াং ঘোরায়াং ভেদাধিক্যপ্রশান্তয়ে। ফণিফেনযুতং গ্রাহি ভেষজং সংপ্রযোজয়েৎ।। ছর্দ্দনেহতিপ্রবৃত্তে তু ছর্দ্দনস্য বিধির্হিতঃ। সার্ষপেণ চ কল্কেন জঠরোর্দ্ধং প্রলেপয়েৎ। তেনাপি প্রশমং যাতি বান্তির্বিসূচীসম্ভবা।। নির্ম্মলং শীতলং তোয়ং কর্পূরেণ সুবাসিতম্। যুক্ত্যা মুহুর্ম্মুহুর্দদ্যাৎ তৃষ্ণার্ত্তায় ভিষগ্‌বরঃ।। বৃত্তফলং তোলমিতং তদর্দ্ধং মধুযষ্টিকম্। তদর্দ্ধং কজ্জলী গ্রাহ্যা সর্ব্বং সংচূর্ণং যত্নতঃ। লেহয়েন্মধুনা সার্দ্ধমল্পাল্পং রোগিণং ভিষক্।। কদলীমূলজরসৈর্নস্যং হিক্কানিবারণম্। গ্রীবায়াং পৃষ্ঠবংশে বা রাজিকাকল্কলেপনম্।। মূত্রসঞ্জননার্থঞ্চ পদ্মায়াঃ পত্রজং রসম্। পায়য়েৎ সিতয়া সার্দ্ধং মূত্রস্য রেচনং পরম্। বটপত্রীং যবক্ষারং পিষ্ট্বা বস্তিং বিলেপয়েৎ।। অঙ্গে তু শীতলীভূতে চেন্দ্রিয়ে ক্ষীণতাং গতে। যোগ্যমাত্রাং প্রযুঞ্জীত মৃতসঞ্জীবনীং সুরাম্। বৃহচ্চন্দ্রোদয়াদ্যঞ্চ মকরধ্বজসংজ্ঞকম্।। শ্রীবাসেন সমভ্যজ্য স্বেদয়েদুদরং শনৈঃ। স্বেদেন প্রশমং যাতি বেদনোদরসম্ভবা।। আবিরৈর্মর্দ্দয়েদ্ গাত্রমথবা বৈদ্রুমং রজঃ। ঘর্ম্মাধিক্যবিনাশায় মধুনা সহ লেহয়েৎ।। শিরঃশূলে চ শিরসি সিঞ্চেৎ তোয়ং সুশীতলম্। সংজ্ঞাসঞ্জননার্থঞ্চ চরণৌ পরিতাপয়েৎ। সন্নিপাতে সমুৎপন্নে সন্নিপাতবিধির্হিতঃ।।

বিসূচিকা রোগের ঘোরাবস্থায় ভেদাধিক্য নিবারণের জন্য অহিফেনযুক্ত ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বমন-নিবারণার্থ বমন চিকিৎসাধিকারোক্ত বিধি অবলম্বন করিবে। সর্ষপের কল্ক দ্বারা উদরের ঊর্দ্ধভাগ প্রলিপ্ত করিলেও বমন নিবারিত হয়। রোগী পিপাসায় কাতর হইলে কর্পূরবাসিত নির্ম্মল সুশীতল জল বিবেচনাপূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে প্রদান করিবে। কাবাবচিনিচূর্ণ ১ তোলা, যষ্টিমধুচূর্ণ।।০ তোলা, কজ্জলী ।০ আনা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্প অল্প লেহন করিতে দিবে। তাহাতেও পিপাসা নিবারিত হইবে। হিক্কা উপস্থিত হইলে কদলীমূলের রসের নস্য দিবে। রাই-সরিষা বাটিয়া ঘাড়ে বা পৃষ্ঠবংশে (মেরুদণ্ডে) প্রলেপ দিলেও হিক্কা নিবারিত হয়। মূত্রসঞ্জননার্থ স্থলপদ্মের পত্রের রস চিনির সহিত পান করিতে দিবে। পাথরকুচার পাতা ও সোরা একত্র বাটিয়া বস্তিদেশে প্রলেপ দিলেও প্রস্রাব হয়। অঙ্গ শীতল ও ইন্দ্রিয় ক্ষীণ হইলে উপযুক্ত মাত্রায় মৃতসঞ্জীবনী সুরা ও বৃহৎ চন্দ্রোদয়াদি মকরধ্বজ ব্যবস্থা করিবে। উদরে বেদনা হইলে টার্পিন তৈল মাখাইয়া স্বেদ প্রদান (ফোমেন্ট্) করিবে। অধিক ঘর্ম্ম হইলে গাত্রে আবির মাখাইবে অথবা প্রবালভস্ম মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। শিরঃশূল-নিবারণার্থ শীতল জলে মস্তক সিক্ত করিবে। সংজ্ঞাজননার্থ হাতে-পায়ে তাপ দিবে। বিকার উপস্থিত হইলে যথাবিধি বিকারের চিকিৎসা করিবে।

কুষ্ঠসৈন্ধবয়োঃ কল্কং চুক্রতৈলসমন্বিতম্। বিসূচ্যাং মর্দ্দনং কোষ্ণং খল্লীশূলনিবারণম্।।

কুষ্ঠেত্যাদি। আতুরসা তাৎকালিকী পীড়া মহতী, তদহে চ তৈলং পক্তুমশকাম্, অতঃ কিঞ্চিচ্ছুক্রং তৈলঞ্চ দত্ত্বা কুষ্ঠসৈন্ধবয়োঃ কল্কেন কদুষ্ণেন মর্দ্দনং কার্য্যমিত্যাহুর্বৃদ্ধাঃ। তৈলপাকপক্ষে তু কুষ্ঠসৈন্ধবয়োঃ কল্কঃ পাদিকঃ চুক্রঞ্চ চতুর্গুণম্। চক্রটীকা।।

বিসূচিকা রোগে খাইল্-ধরা ও পেটের বেদনা নিবারণার্থ কুড় ও সৈন্ধবলবণ, চুক্র (অভাবে

কাঞ্জী) ও তিলতৈলের সহিত পেষিত এবং অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া মর্দ্দন করিবে। তৈল পাক করিতে হইলে ৪ সের চুক্র, কল্কার্থ কুড় ও সৈন্ধব মিলিত একপোয়া সহ একসের তৈল পাক করিবে।

ব্যোষং করঞ্জস্য ফলং হরিদ্রাং মূলং সমাবাপ্য চ মাতুলুঙ্গ্যাঃ। ছায়াবিশুষ্কা গুড়িকাঃ কৃতাস্তা হন্যুর্ব্বিসূচীং নয়নাঞ্জনেন।।

ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), ডহরকরঞ্জার ফল, হরিদ্রা ও টাবালেবুর মূল, জলে বাটিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করত ছায়ায় শুকাইবে। ইহার অঞ্জনে বিসূচিকা নিবারিত হয়।

গুড় পুষ্পশিখরিতগুল-গিরিকর্ণিকাহরিদ্রাভিঃ। অঞ্জনগুড়িকা বিলয়তি বিসূচিকাং ত্রিকটুসংযুক্তা।।

মহুয়াবৃক্ষের সার, আপাঙ্গের বীজ, শ্বেত অপরাজিতার মূল, হরিদ্রা ও ত্রিকটু, এই সকল দ্রব্যের গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া অঞ্জন দিলেও বিসূচিকা প্রশমিত হয়।

ত্বক্‌পত্ররাস্নাগুরুশিগ্রুকুষ্ঠৈরম্লপ্রপিষ্টৈঃ সবচাশতাহ্বৈঃ। উদ্বর্ত্তনং খল্বিবিসূচিকাঘ্নং তৈলং বিপক্কঞ্চ তদর্থকারি।।

দারুচিনি, তেজপত্র, রাস্না, অগুরু, সজিনাছাল, কুড়, বচ ও শুল্‌ফা, এই সকল দ্রব্য কাঞ্জিতে পেষণ করিয়া সেই পেষিত ঔষধ দ্বারা মর্দ্দন করিলে খাইল-ধরা ও বিসূচিকা নিবারিত হয়। অথবা এই সকল দ্রব্যের উপযুক্ত কল্কের ও চারিগুণ কাঞ্জিকের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল দ্বারা মর্দ্দন করিলেও উক্ত উপদ্রব প্রশমিত হইয়া থাকে।

পিপাসায়াং তথোৎক্লেশে লবঙ্গস্যাম্বু শস্যতে। জাতীফলস্য বা শীতং শৃতং ভদ্রঘনস্য বা।।

বিসূচিকায় পিপাসা ও উৎক্লেশ নিবারণার্থ লবঙ্গ, জায়ফল বা ভদ্রমুতার সিদ্ধ জল শীতল করিয়া পান করিতে দিবে।

উৎক্লেশস্য লক্ষণম্

উৎক্লিশ্যান্নং ন নির্গচ্ছেৎ প্রসেকষ্ঠীবনেরিতঃ। হৃদয়ং পীড্যতে চাস্য তমুৎক্লেশং বিনির্দ্দিশেৎ।।

উৎক্লেশের লক্ষণ। ইহাতে বমনোদ্বেগ হয়, অথচ ভুক্তান্ন নির্গত হয় না। মুখ-প্রসেক ও থুৎকার উদ্‌গিরণ হইতে থাকে এবং হৃদয়ে পীড়া জন্মে।

অলসক-চিকিৎসা

বমনন্ত্বলসে পূর্ব্বং সলবণেনোষ্ণবারিণা। স্বেদো বর্ত্তির্লঙ্ঘনঞ্চ ক্রমশ্চাতোঽগ্নিবর্দ্ধনঃ।।

অলসকরোগে প্রথমে লবণমিশ্রিত উষ্ণ জল পান দ্বারা বমন করাইয়া পরে স্বেদপ্রদান, বস্তিপ্রয়োগ, লঙ্ঘন ও অগ্নিবর্দ্ধক ক্রিয়া করিবে।

করঞ্জনিম্বশিখরী-গুড়ূচার্জ্জকবৎসকৈঃ। পীতঃ কষায়ো বমনাদ্ ঘোরাং হন্তি বিসূচিকাম্।।

ডহরকরঞ্জার ফল, নিমছাল, আপাঙ্গের বীজ, গুলঞ্চ, শ্বেততুলসী ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য দ্বারা সিদ্ধ জল আকণ্ঠ পান করিলে বমি হইয়া বিসূচিকা (অলসক) রোগ বিনষ্ট হয়।

সরুক্ চানদ্ধমুদরম্লপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ। দারুহৈমবতীকুষ্ঠ-শতাহ্বাহিঙ্গুসৈন্ধবৈঃ।। তক্রেণ যুক্তং যবচূর্ণমুষ্ণং সক্ষারমর্ত্তিং জঠরে নিহন্যাৎ। স্বেদো ঘটৈর্বা বহুবাষ্পপূর্ণৈরুষ্ণৈস্তথান্যৈরপি পাণিতাপৈঃ।।

উদর বেদনান্বিত ও আনদ্ধ (বায়ু দ্বারা কষিয়া ধরা) থাকিলে দেবদারু, শ্বেতবচ, কুড়, শুল্ফা, হিং ও সৈন্ধব, এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিবে। অথবা যবচূর্ণ ও যবক্ষার তক্রে মর্দ্দন করিয়া উষ্ণ করত উদরে প্রলেপ দিবে। কিংবা বোতলে অত্যুষ্ণ কাঞ্জিকাদি পুরিয়া উহার মুখ বন্ধ করত ঐ বোতল দ্বারা অথবা বস্ত্রাদির পোট্টলী বা হস্ততল অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা উদরে স্বেদ দিবে।

বিলম্বিকালসকয়োরয়মেব ক্রিয়াক্রমঃ। অতএব তয়োরুক্তং পৃথঙ্নৈব চিকিৎসিতম্।।

অলসক ও বিলম্বিকার চিকিৎসাক্রম একই প্রকার, তজ্জন্য পৃথক্ পৃথক্ বলা হইল না। অলসক-বিধানানুসারে বিলম্বিকার চিকিৎসা করিবে।

রস প্রয়োগঃ

দরদঞ্চ বিষং গন্ধং ত্রিকটু ত্রিফলা সমম্। জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ লবণানি চ পঞ্চ বৈ।। সর্ব্বমেতৎ কৃতং চূর্ণমম্লযোগেন সপ্তধা। ভাবয়িত্বা বটী কার্য্যা গুঞ্জার্দ্ধপ্রমিতা বুধৈঃ।। রসো হ্যাদিত্যসংজ্ঞোঽয়মজীর্ণক্ষয়কারকঃ। ভুক্তমাত্রং পাচয়তি জঠরানলদীপনঃ।।

হিঙ্গুল, বিষ, গন্ধক, ত্রিকটু, ত্রিফলা, জায়ফল, লবঙ্গ ও পঞ্চলবণ, এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া অম্লরসে ৭ বার ভাবনা দিয়া অর্দ্ধরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা অজীর্ণনাশক, ভুক্তান্নের সদ্যঃ পাচক ও জঠরাগ্নির দীপক।

বড়বানলো রসঃ

শুদ্ধসূতস্য কর্ষৈকং গন্ধকং তৎসমং মতম্। পিপ্পলী পঞ্চলবণং মরিচঞ্চ ফলত্রয়ম্।। ক্ষারত্রয়ং সমং সর্ব্বং চূর্ণং কৃত্বা প্রযত্নতঃ। নির্গুণ্ড্যাশ্চ দ্রবৈণৈব ভাবয়েদ্ দিনমেকতঃ। বড়বানলনামায়ং মন্দাগ্নিঞ্চ বিনাশয়েৎ।।

শোধিত পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা লইয়া কজ্জলী করিবে এবং পিপুল, পঞ্চলবণ, মরিচ, ত্রিফলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সোহাগাক্ষার এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক পারদের সমান, একত্র চূর্ণ করিয়া নিসিন্দাপত্রের রসে এক দিন ভাবনা দিবে। পরে ২ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়।

হুতাশনো রসঃ

গন্ধেশটঙ্গণকৈকং বিষমত্র ত্রিভাগিকম্। অষ্টভাগন্তু মরিচং জম্ভাম্ভোমর্দ্দিতং দিনম্।। তদ্‌বটীং মুদ্‌গমানেন কৃত্বার্দ্রেণ প্রযোজয়েৎ। শূলারোচকগুল্মেষু বিসূচ্যামগ্নিমান্দ্যকে। অজীর্ণে সন্নিপাতাদৌ শৈত্যে জাড্যে শিরোগদে।।

গন্ধক ১ ভাগ, পারদ ১ ভাগ, সোহাগার খৈ ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ; এই সমুদায় একত্র লেবুর রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া মুগের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা শূল, অরুচি, গুল্ম, বিসূচিকা, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও শিরঃপীড়া প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য।

বৃহদ্ধুতাশনো রসঃ

একদ্বিকদ্বাদশভাগযুক্তং যোজ্যং বিষং টঙ্গণমূষণঞ্চ। হুতাশনো নাম হুতাশনস্য করোতি বৃদ্ধিং কফজিন্নরাণাম্।।

মিঠাবিষ ১ ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ, মরিচ ১২ ভাগ ; একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে অগ্নিমান্দ্য ও কফ নাশ হয়।

অজীর্ণকন্টকো রসঃ

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং সমং সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ। মরিচং সর্ব্বতুল্যাংশং কণ্টকারীফলদ্রবৈঃ।। মর্দ্দয়েদ্ ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকবিংশতিবারকম্। ত্রিগুঞ্জাং বটিকাং খাদেৎ সর্ব্বাজীর্ণপ্রশান্তয়ে। অজীর্ণকন্টকঃ সোঽয়ং রসো হন্তি বিসূচিকাম্।।

শোধিত পারদ, গন্ধক ও মিঠাবিষ প্রত্যেক এক এক ভাগ, মরিচচূর্ণ ৩ ভাগ ; এই সকল দ্রব্য কন্টকারীফলের রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ও উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটি করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ ও বিসূচিকা নিবারিত হয়।

শ্রীরামবাণ-রসঃ

পারদামৃতলবঙ্গগন্ধকং ভাগযুগ্মমরিচেন মিশ্রিতম্। জাতিকাফলমথার্দ্ধভাগিকং তিন্তিড়ীফলরসেন মর্দ্দিতম্।। মাষমাত্রমনুপানযোগতঃ সদ্য এব জঠরাগ্নিদীপনঃ। সংগ্রহগ্রহণিকুম্ভকর্ণকং সামবাতখরদূষণং জয়েৎ। বহ্নিমান্দ্যদশবক্ত্রনাশনো রামবাণ ইব বিশ্রুতো রসঃ।।

পারদ, বিষ, লবঙ্গ, গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, জায়ফল অর্দ্ধ তোলা, একত্র কাঁচা তেঁতুলের রসে মাড়িয়া মাষকলাই প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। জঠরাগ্নিদীপক এই রামবাণ রস সেবন করিলে সদ্যঃ সংগ্রহগ্রহণীরূপ কুম্ভকর্ণ, আমবাতরূপ খরদূষণ ও অগ্নিমান্দ্যরূপ রাবণ বিনষ্ট হয়।

অগ্নিকুমারো রসঃ

রসেন্দ্রগন্ধৌ সহ টঙ্গণেন সমং বিষং যোজ্যমিহ ত্রিভাগম্। কপর্দ্দশঙ্খাবিহ নেত্রভাগৌ মরীচমত্রাষ্টগুণং প্রদেয়ম্।। সুপক্বজম্বীররসেন ঘৃষ্টঃ সিদ্ধো ভবেদগ্নিকুমার এষঃ। বিসূচিকাজীর্ণসমীরণার্ত্তে দদ্যাদ্ দ্বিবল্লং গ্রহণীগদে চ।।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, বিষ ৩ তোলা, কড়িভস্ম ৩ তোলা, শঙ্খভস্ম ৩ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, এই সমুদায় একত্র পাকা গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অগ্নিকুমার সেবন করিলে বিসূচিকা, অজীর্ণ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

বৃহদগ্নিকুমারো রসঃ

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং গন্ধতুল্যঞ্চ টঙ্গণম্। ফলত্রয়ং যবক্ষারং ব্যোষং পঞ্চ পটূনি চ।। দ্বাদশৈতানি সর্ব্বাণি রসতুল্যানি যোজয়েৎ। সংমর্দ্দ্য সপ্তধা সর্ব্বং ভাবয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ।। সংশোষ্য চূর্ণয়িত্বা তু ভক্ষয়েদার্দ্রকাম্বুনা। শাণমাত্রং বয়ো বীক্ষ্য নানাজীর্ণপ্রশান্তয়ে।। রসশ্চাগ্নিকুমারোঽয়ং মহেশেন প্রকাশিতঃ। মহাগ্নিকারকশ্চৈব কালভাস্করতেজসাম্।। অগ্নিমান্দ্যভবান্ রোগোঙ্শোথং পাণ্ড্বাময়ং জয়েৎ। দুর্নামগ্রহণীসাম-রোগান্ হন্তি ন সংশয়ঃ। যথেষ্টাহারচেষ্টস্য নাস্ত্যত্র নিয়মঃ ক্বচিৎ।।

শোধিত পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ, ত্রিফলা, যবক্ষার, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কাললবণ, সৈন্ধব, করকচ, বিট্ ও সচল লবণ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক এক এক ভাগ করিয়া লইয়া আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। পরে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া আধ তোলা (ব্যবহার ২ রতি হইতে ৮ রতি পর্যন্ত) পরিমাণে আদার রসের সহিত ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অগ্নিমান্দ্য, শোথ, পাণ্ডু, অর্শঃ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

পাশুপতো রসঃ

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং ত্রিভাগং তীক্ষ্ণভস্মকম্। ত্রিভিঃ সমং বিষং দেয়ং চিত্রককাথভাবিতম্। ধূস্তবীজস্য ভস্মাপি দ্বাত্রিংশদ্ভাগসংযুতম্। কটুত্রয়ং ত্রিভাগং স্যাল্লবঙ্গৈলা চ তৎসমম্। জাতীফলং তথা কোষমর্দ্ধভাগং নিযোজয়েৎ। তথার্দ্ধং লবণং পঞ্চ স্নুহ্যর্কৈরগুতিন্তিড়ী-। অপামার্গাশ্বত্থজঞ্চ ক্ষারং দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ। হরীতকীং যবক্ষারং সর্জ্জিকাং হিঙ্গু জীরকম্।। টঙ্গণঞ্চ সূততুল্যঞ্চাম্লযোগেন মর্দ্দয়েৎ। ভোজনান্তে প্রযোক্তব্যো গুঞ্জাফলপ্রমাণতঃ।। রসঃ পাশুপতো নাম সদ্যঃপ্রত্যয়কারকঃ। দীপনঃ পাচনো হৃদ্যঃ সদ্যো হন্তি বিসূচিকাম্।। তালমূলীরসেনৈব উদরাময়নাশনঃ। মোচরসেনাতীসারং গ্রহণীং তক্রসৈন্ধবৈঃ।। সৌবর্চ্চলকণাশুণ্ঠী যুতঃ শূলং বিনাশয়েৎ। অর্শো হন্তি চ তক্রেণ পিপ্পল্যা রাজযক্ষ্মকম্।। বাতরোগং নিহন্ত্যাশু শুণ্ঠীসৌবর্চ্চলান্বিতঃ। শর্করাধান্যযোগেন পিত্তরোগং নিহন্ত্যয়ম্।। পিপ্পলীক্ষৌদ্রযোগেণ শ্লেষ্মরোগঞ্চ তৎক্ষণাৎ। অতঃ পরতরো নাস্তি ধন্বন্তরিমতো রসঃ।।

শোধিত পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, লৌহভস্ম ৩ ভাগ, সর্ব্বসমান বিষ, একত্র চিতার

ক্বাথে ভাবনা দিবে। পরে ধুতূরার বীজভস্ম ৩২ ভাগ, ত্রিকটু ৩ ভাগ, লবঙ্গ ১ ভাগ, এলাইচ ১ ভাগ, জায়ফল ও জয়িত্রী অর্দ্ধভাগ, পঞ্চলবণ প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ, সিজুক্ষার, আকন্দক্ষার, এরণ্ডক্ষার, তেঁতুলছালের ক্ষার, অপামার্গের ক্ষার, অশ্বত্থের ক্ষার প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ, হরীতকী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, হিঙ্গু, জীরা, সোহাগা প্রত্যেক বস্তু এক এক ভাগ মিশাইয়া জম্বীর রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। তৎপরে গুঞ্জাপরিমিত বটিকা করিয়া আহারের পর সেবন করিবে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য ও বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়। উদরাময় রোগে তালমূলীরসের সহিত, অতিসারে মোচরসের সহিত, গ্রহণী রোগে ঘোল ও সৈন্ধবের সহিত এবং শূলরোগে সচললবণ পিপুল ও শুঁঠ এই অনুপানের সহিত সেবন করিবে। ইহা ঘোলের সহিত সেবন করিলে অর্শঃ, পিপুল অনুপানে রাজযক্ষ্মা, শুঁঠ ও সচললবণ অনুপানে বাতরোগ, চিনি ও ধনে অনুপানে পিত্তরোগ এবং পিপুল ও মধু অনুপানে শ্লেষ্মরোগ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ইহা দীপন, পাচন, হৃদ্য ও বিসূচিকাঘ্ন। ধন্বন্তরি বলিয়াছেন, পাশুপত রস সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

অমৃতকল্পবটী

শুদ্ধৌ পারদগন্ধৌ চ সমানৌ কজ্জলীকৃতৌ। তয়োরর্দ্ধং বিষং শুদ্ধং তৎসমং টঙ্গণং ভবেৎ।
ভৃঙ্গরাজদ্রবৈর্ভাব্যং ত্রিদিনং যত্নতঃ পুনঃ। মুদগপ্রমাণা বটিকা কর্ত্তব্যা ভিষজাং বরৈঃ।।
বটীদ্বয়ং হরেৎ শূলমগ্নিমান্দ্যং সুদারুণম্। অজীর্ণং জরয়ত্যাশু ধাতুপুষ্টিং করোতি চ।।
নানাব্যাধিহরা চেয়ং বটী গুরুবচো যথা। অনুপানবিশেষেণ সম্যগ্‌গুণকরী ভবেৎ।।

সমান পারদ ও গন্ধককে কজ্জলী করিবে। কজ্জলীর অর্দ্ধেক বিষ ও বিষের সমান সোহাগা দিয়া একত্র ভীমরাজের রসে ৩ দিন ভাবনা দিবে। পরে মুগ প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে শূল, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ প্রভৃতি নানা ব্যাধি বিনষ্ট ও ধাতু পুষ্ট হয়।

অমৃতবটী

অমৃতবরাটমরিচৈর্দ্বিপঞ্চনবভাগিকৈঃ ক্রমশঃ। বটিকা মুদগসমানা কফপিত্তাগ্নিমান্দ্যহারিণী।।

বিষ ২ তোলা, কড়িভস্ম ৫ তোলা, মরিচ ৯ তোলা; একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া মুগের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা কফ, পিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য নিবারণ করে।

ক্ষুধাসাগরো রসঃ

ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব তথা লবণপঞ্চকম্। ক্ষারত্রয়ং রসো গন্ধো ভাগৈকং পূর্ব্ববদ্ বিষম্।
পানীয়েন বটী কার্য্যা গুঞ্জামাত্রা মনীষিভিঃ। ভক্ষয়েদ্ বটিকামেকাং লবঙ্গৈঃ পঞ্চভিঃ সহ।।
ক্ষুধাসাগরনামায়ং রসঃ সূর্য্যেণ নির্ম্মিতঃ। আমবাতং তথা গুল্মং গ্রহণীমম্লপিত্তকম্।
মন্দাগ্নিং নাশয়ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।।

পূর্ব্ববদ্ বিষমিতি অমৃতবট্যুক্তভাগবৎ, তেনাত্র বিষস্য ভাগদ্বয়ম্।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চলবণ, ত্রিক্ষার (সাচিক্ষার, যবক্ষার ও সোহাগাক্ষার), পারদ, গন্ধক প্রত্যেক ১ ভাগ, বিষ ২ ভাগ; এই সকলকে জল দিয়া মর্দ্দন করত ১ রতি পরিমিত বটী

করিবে। মধু দিয়া মাড়িয়া লবঙ্গচূর্ণের সহিত সেব্য। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার আমবাত, গুল্ম, গ্রহণী, অম্লপিত্ত রোগ ও মন্দাগ্নি বিনষ্ট হয়।

ভক্তবিপাকবটী

মাক্ষিকং রসগন্ধৌ চ হরিতালং মনঃশিলা। ত্রিবৃৎ দন্তী বারিবহং চিত্রকঞ্চ মহৌষধম্।। পিপ্পলী মরিচং পথ্যা যমানী কৃষ্ণজীরকম্। রামঠং কটুকা চৈব* সৈন্ধবং সাজমোদকম্।। জাতীফলং যবক্ষারং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ। আর্দ্রকস্য রসেনৈব নির্গুণ্ড্যা স্বরসেন চ।। সূর্য্যাবর্ত্তরসেনৈব তুলস্যাঃ স্বরসেন চ। আতপে ভাবয়েদ্ বৈদ্যঃ খল্লপাত্রে চ নির্ম্মলে। পেষয়িত্বা বটীং খাদেদ্ গুঞ্জাফলসম প্রভাম্।। ভুক্তোত্তরীয়ে বহুভোজনান্তে আমানুবন্ধে চ চিরাগ্নিমান্দ্যে। বিড়্বিগ্রহে পিত্তকফানুবন্ধে শোথোদরানাহগদে হ্যজীর্ণে।। শূলে ত্রিদোষপ্রভবে জ্বরে চ শস্তা বটী ভুক্তবিপাকসংজ্ঞা। সুখং বিরেচ্যাশু নরস্য কোষ্ঠং মুহুর্ম্মুহুর্বাঞ্ছতি ভোজনানি।।

স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, তেউড়ী, দন্তী, মুতা, চিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যমানী, কৃষ্ণজীরা, হিঙ্গু, কট্‌কী (পাঠান্তরে—কাঁটাগুড়কাঁউলি), সৈন্ধব, বনযমানী, জাতীফল ও যবক্ষার; এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া আদার রসে, নিসিন্দা-পত্রের রসে, সূর্য্যাবর্ত্ত (হুড়হুড়ে) রসে এবং তুলসীপত্রের রসে রৌদ্রে একবার করিয়া ভাবনা দিবে। পরে খল্লে পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে আমদোষ, অগ্নিমান্দ্য, মলবদ্ধতা, শোথ, উদরাময়, আনাহ, অজীর্ণ, শূল ও জ্বর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়।

অগ্নিতুণ্ডীরসঃ

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধমজমোদা ফলত্রয়ম্। সর্জ্জিক্ষারং যবক্ষারং বহ্নিসৈন্ধবজীরকম্।। সৌবর্চ্চলবিড়ঙ্গানি সামুদ্রং ত্র্যূষণং সমম্। বিষমুষ্টিসমং সর্ব্বং জম্বীরাম্লেন মর্দ্দয়েৎ। মরিচাভাং বটীং খাদেদগ্নিমান্দ্যপ্রশান্তয়ে।।

টঙ্গণং সমমিতি বা পাঠঃ।

পারদ, বিষ, গন্ধক, যমানী, ত্রিফলা, সাচিক্ষার, যবক্ষার, চিতামূল, সৈন্ধবলবণ, জীরা, সচললবণ, বিড়ঙ্গ, করকচলবণ ও ত্রিকটু (পাঠান্তরে—সোহাগার খৈ) প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান কুঁচিলা; সমুদায় একত্র করিয়া গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করত মরিচসদৃশ বটিকা করিবে। ইহা অগ্নিমান্দ্য রোগে ব্যবস্থেয়।

পঞ্চামৃতবটী

অভ্রকং পারদং তাম্রং গন্ধকং মরিচানি চ। সমভাগমিদং চূর্ণং চাঙ্গেরীরসমর্দ্দিতম্।। মর্দ্দিতে হি রসে ভূয়ো জয়ন্তীসিন্ধুবারয়োঃ। ভাবনাপি চ কর্ত্তব্যা গুঞ্জাপরিমিতা বটী।। তপ্তোদকানুপানেন চতস্রস্তিস্র এব বা বহ্নিমান্দ্যে প্রদাতব্যা বটাঃ পঞ্চামৃতাস্তথা।।

---

* কণ্টকারী: পাঠান্তরম্।

অভ্র, পারদ, তাম্র, গন্ধক, মরিচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া আমরুলের রসে মর্দ্দন করিবে, পুনরায় জয়ন্তী ও নিসিন্দাপত্রের রসে ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত কবিবে। রোগির অবস্থা বুঝিয়া ৩-৪ বটিকা উষ্ণ জলসহ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধে অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়।

অগ্নিরসঃ

মরিচাব্দবচাকুষ্ঠং সমাংশং বিষমেব চ। আর্দ্রকস্য রসৈঃ পিষ্টা মুদগমাত্রন্তু কারয়েৎ।। অয়মগ্নিরসো নাম সর্ব্বাজীর্ণপ্রশান্তয়ে।।

(সর্ব্বসমং বিষম্।)

মরিচ, মুতা, বচ ও কুড় প্রত্যেক ১ ভাগ, বিষ ৪ ভাগ, আদার রসে মাড়িয়া মুগ প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে সকল প্রকার অজীর্ণ নিবারিত হয়।

জ্বালানলো রসঃ

ক্ষারদ্বয়ং সূতগন্ধৌ পঞ্চকোলমিদং সমম্। সর্ব্বতুল্যা জয়া দেয়া তদর্দ্ধং শিগ্রুবল্কলম্।। এতৎ সর্ব্বং জয়াশিগ্রুবহ্নিমার্কবজৈ রসৈঃ। ভাবয়েৎ ত্রিদিনং ঘর্ম্মে ততো লঘুপুটে পচেৎ।। ভাবয়েৎ সপ্তধা চার্দ্রদ্রবৈর্জ্বালানলো ভবেৎ। পাচনো দীপনো হৃদ্যশ্চোদরাময়নাশনঃ।।

সাচিক্ষার, যবক্ষার, পারদ, গন্ধক, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান সিদ্ধিপত্র এবং সিদ্ধির অর্দ্ধেক সজিনার ছাল প্রদান করিয়া ভাঙ সজিনার ছাল, চিতা ও ভীমরাজ রস, প্রত্যেকের দ্বারা তিন দিন করিয়া রৌদ্রে ভাবনা দিবে। তৎপরে লঘুপুটে পাক করিবে। অনন্তর আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উদরাময় নাশ হয়। ইহা হৃদ্য, পাচক ও অগ্নিদীপক।

লবঙ্গাদি-বটী

লবঙ্গশুণ্ঠীমরিচানি ভৃষ্ট-সৌভাগ্যচূর্ণানি সমানি কৃত্বা। ভাব্যান্যপামার্গহুতাশবারা প্রভূতমাংসাদিকজারণায়।।

লবঙ্গ, শুঁঠ, মরিচ, সোহাগার খৈ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া আপাঙ্গ ও চিতা-মূলের ক্বাথে ভাবনা দিয়া (১ রতি প্রমাণ) বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রভূত মাংসাদি জীর্ণ হইয়া যায়।

বৃহল্লবঙ্গাদি-বটী

লবঙ্গজাতীফলধান্যকুষ্ঠং জীরদ্বয়ং ত্র্যূষণত্রৈফলঞ্চ। এলাত্বচং টঙ্গবরাটমুস্তং বচাজমোদা বিড়সৈন্ধবঞ্চ।। তদর্দ্ধকং পারদগন্ধকাভ্রং লৌহঞ্চ তুল্যং সুবিচূর্ণ্য সর্ব্বম্। তন্নাগবল্লীদলতোয়পিষ্টং বল্লপ্রমাণাং বটিকাঞ্চ কৃত্বা।। প্রাতর্ব্বিদধ্যাদপি চোষ্ণতোয়ৈরিয়ং নিহন্যাদ্ গ্রহণীবিকারম্। আমানুবন্ধং সরুজং প্রবাহং জ্বরং তথা শ্লেষ্মভবং সশূলম্।।

কুষ্ঠাম্লপিত্তং প্রবলং সমীরং মন্দানলং কোষ্ঠগতঞ্চ বাতম্। বটী লবঙ্গাদ্যা বসুপ্রণীতা তথামবাতং বিনিহন্তি শীঘ্রম্।।

লবঙ্গ, জায়ফল, ধনে, কুড়, জীরা, কালজীরা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাইচ, দারুচিনি, সোহাগা, কড়িভস্ম, মুতা, বচ, যমানী, বিট্ ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ১ ভাগ। পারদ, গন্ধক, অভ্র এই সকল অর্দ্ধভাগ এবং লৌহ ১ ভাগ। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পাণের রসে মর্দ্দন করিবে। পরে ২ কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া উষ্ণ জলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে গ্রহণী, আমাশয়, জ্বর, কফজনিত শূল, কুষ্ঠ, অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠস্থ বায়ুর বিনাশ হয়।

টঙ্গণাদি-বটী

টঙ্গণনাগরপারদগন্ধা-গরলং মরিচং সমভাগযুতম্। লকুচস্বরসৈশ্চণকপ্রতিমা গুড়িকা জনয়ত্যচিরাদনলম্।।

সোহাগার খৈ, শুঁঠ, পারদ, গন্ধক, বিষ ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ; মাদারের রসে মর্দ্দন করিয়া চণক প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে শীঘ্র অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

জাতীফলাদিবটী

জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ পিপ্পলী সিন্ধুকামৃতম্।। শুণ্ঠী ধুস্তূরবীজঞ্চ দরদং টঙ্গণং তথা।। সমং সর্ব্বং সমাহৃত্য জম্ভাম্ভসা বিমর্দ্দয়েৎ। বল্লমানা বটীকার্য্যা চাগ্নিমান্দ্যপ্রশান্তয়ে।।

(অত্র সিন্ধুকঃ সিন্ধুবারঃ। ভট্টস্তু সৈন্ধবমিত্যাহ।)

জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, নিসিন্দা (কাহারও মতে সৈন্ধব), বিষ, শুঁঠ, ধুতূরার বীজ, হিঙ্গুল, সোহাগা; এই সকল চূর্ণ সমভাগে লইয়া জম্বীর লেবুর রসে মর্দ্দন করত অগ্নিমান্দ্য শান্তির জন্য ২ কুঁচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে।

শঙ্খবটী, মহাশঙ্খবটী

দগ্ধশঙ্খস্য চূর্ণং হি তথা লবণপঞ্চকম্। চিঞ্চিকাকাক্ষারকঞ্চৈব কটুকত্রয়মেব চ।। তথৈব হিঙ্গুকং গ্রাহ্যং বিষগন্ধকপারদম্। অপাদমার্গস্য বহ্নেশ্চ ক্বাথৈর্লিম্পাকজৈ রসৈঃ। ভাবয়েৎ সর্ব্বচূর্ণং তদম্লবর্গৈ-*র্বিশেষতঃ। যাবৎ তদম্লতাং যাতি গুড়িকামৃতরূপিণী।। সদ্যো বহ্নিকরী চৈব ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি। ভুক্তাকণ্ঠন্তু তস্যান্তে খাদেচ্চ গুড়িকামিমাম্।। তৎক্ষণাজ্জারয়ত্যাশু সর্ব্বাজীর্ণবিনাশিনী। জ্বরং গুল্মং পাণ্ডুরোগং কুষ্ঠং শূলং প্রমেহকম্। বাতরক্তং মহাশোথং বাতপিত্তকফানপি। দুর্নামারিরয়ঞ্চাশু দৃষ্টো বারসহস্রশঃ।। নির্ম্মলং দহ্যতে শীঘ্রং তুলকং বহ্নিনা যথা। লৌহবঙ্গযুতা সেয়ং মহাশঙ্খবটী স্মৃতা।। প্রভাতে কোষ্ণতোয়ানু-পানমেব প্রশস্যতে।। (সিদ্ধফলা)।

---

*জম্বীরবীজপূরঞ্চ মাতুলুঙ্গং চুক্রকম্। নাগেরা তিন্তিড়ী চৈব বদরী করমর্দ্দকম্। অষ্টাবম্লস্য বর্গোঽয়ং কথ্যতে মুনিসত্তমৈঃ।।

জম্বীর, বীজপূরক, টাবালেবু, অম্লবেতস, আমরুল, তেঁতুল, কুল ও করঞ্জ, এই আটটিকে অম্লবর্গ কহে।

শঙ্খভস্ম, পঞ্চলবণ, তেঁতুলছালের ক্ষার, ত্রিকটু, হিঙ্গু, বিষ, পারা ও গন্ধক এই সমুদায় সমভাগে মিশ্রিত করিয়া আপাঙ্গ ও চিতামূলের কাথে, লেবুর রসে, বিশেষতঃ অম্লবর্গে এরূপে ভাবনা দিবে, যেন ঔষধে অম্লরস উৎপন্ন হয় (২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে)। এই ঔষধের সহিত লৌহ ও বঙ্গ মিশ্রিত করিলে তাহাকে মহাশঙ্খবটী কহে। প্রাতঃকালে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করা কর্ত্তব্য। এই ঔষধ সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, জ্বর, গুল্ম, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, শূল, প্রমেহ, বাতরক্ত, অর্শঃ প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। আকণ্ঠ ভোজন করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ সমুদায় জীর্ণ হইয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত ঔষধ।

শঙ্খবটী

সার্দ্ধকর্ষং রসেন্দ্রস্য গন্ধকস্য তথৈব চ। বিষং কর্ষত্রয়ং দদ্যাৎ সর্ব্বতুল্যং মরীচকম্।। দগ্ধশঙ্খঞ্চ তত্তুল্যং পঞ্চ কর্ষাণি নাগরাৎ। সর্জ্জিকারমঠকণা-সিন্ধুসৌবর্চ্চলং বিড়ম্।। সামুদ্রমৌদ্ভিদঞ্চৈব ভাবয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ। বটী গ্রহণ্যম্লপিত্ত-শূলঘ্নী বহ্নিদীপনী। বহ্নিমান্দ্যকৃতান্ রোগান্ সামদোষং বিনাশয়েৎ।।

পারদ ৩ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, বিষ ৬ তোলা, এই সকল দ্রব্যের সমান মরিচ এবং মরিচের সমান শঙ্খভস্ম, শুঁঠ ১০ তোলা, সাচিক্ষার, হিঙ্গু, পিপুল, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, বিট্‌লবণ, কর্‌কচলবণ, পাংশুলবণ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১০ তোলা, ইহাদিগকে কাগ্‌জী লেবুর রসে ভাবনা দিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণীরোগ, অম্লপিত্ত, শূল ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নষ্ট এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শঙ্খবটী (

চিঞ্চাক্ষারপলং পটুব্রজপলং নিম্বূরসে কল্কিতং তস্মিন্ শঙ্খপলং প্রতপ্তমসকৃৎ সংস্থাপ্য শীর্ণাবধি। হিঙ্গুব্যোষপলং রসামৃতবলীন্ ক্ষিপ্য নিষ্কাংশিকান্ বদ্ধা শঙ্খবটী ক্ষয়গ্রহণিকারুক্‌পক্তিশূলাদিষু।

পটুব্রজপলং পঞ্চলবণং মিলিত্বা পলং, হিঙ্গুশুণ্ঠী-পিপ্পলীমরিচানামপি মিলিত্বা পলং, রসবিষগন্ধকানাং প্রত্যেকং নিষ্কং মাষচতুষ্টয়ং, শঙ্খগেড়ুয়াং বহ্নৌ ধ্মাত্বা নিম্বূরসে তপ্তাং নিক্ষিপেৎ, যাবচ্চূর্ণীভূয় তদ্রসে পততি; সর্ব্বচূর্ণমেকীকৃত্য নিম্বূরসেন রৌদ্রে তাবদ্ ভাবয়েদ্ যাবদম্লতা ভবতি।

তেঁতুলছালভস্ম ১ পল, পঞ্চলবণ মিলিত ১ পল, শঙ্খভস্ম ১ পল (শাঁখের গেঁড়ো অগ্নিতে বারংবার দগ্ধ করিয়া তপ্ত তপ্ত লেবুর রসে নিক্ষিপ্ত করিয়া রৌদ্রে ভাবনা দিবে। চূর্ণবৎ হইলে অপরাপর দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিবে), হিঙ্গু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ মিলিত ১ পল, পারদ, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা, লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া অম্লাস্বাদ হইলে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা ক্ষয়, গ্রহণীরোগ ও পরিণামশূলাদি রোগে প্রযোজ্য।

শঙ্খবটী

দ্বৌ ক্ষারৌ রসগন্ধকৌ সলবণৌ ব্যোষঞ্চ তুল্যং বিষং চিঞ্চাশঙ্খচতুর্গুণং রসবরে

র্লিম্পাকজাতে কৃতম্। বারংবারমিদং সুপাকরচিতং লৌহং ক্ষিপেদ্ধিঙ্গুকং ভৃষ্টং বঙ্গসমং সুমর্দ্দিতমিদং গুঞ্জাপ্রমাণা ভবেৎ।। খ্যাতা শঙ্খবটী মহাগ্নিজননী শূলান্তকৃৎ পাচনী কাসশ্বাসবিনাশিনী ক্ষয়হরী মন্দাগ্নিসন্দীপনী। বাতব্যাধিমহোদরাদিশমনী তৃষ্ণাময়োচ্ছেদিনী সর্ব্বব্যাধিবিনাশিনী ক্রিমিহরী দুষ্টাময়ধ্বংসিনী।।

যবক্ষার, সাচিক্ষার, পারদ, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, ত্রিকটু, বিষ ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা, তেঁতুলছালভস্ম ৪ তোলা, শঙ্খভস্ম ৪ তোলা; এই সমুদায় একত্র করিয়া লেবুর রসে ভাবনা দিয়ো তাহার সহিত লৌহ, ঘৃতভর্জ্জিত হিঙ্গু ও বঙ্গ প্রত্যেকের ১ তোলা, সমুদায় একত্র করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং শূল, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, বাতব্যাধি, উদররোগ, ক্রিমি ও অন্যান্য পীড়া উপশমিত হয়।

মহাশঙ্খবটী

পটুপঞ্চকহিঙ্গুশঙ্খচিঞ্চা-ভসিতব্যোষবলীশ্বরামৃতানি। শিখিশৈখরিকাম্লবর্গনিম্বূ-ভৃশভাব্যানি যথাম্লতাং ব্রজন্তি।। মহাশঙ্খবটী খ্যাতা ভোজনান্তে প্রকীর্ত্তিতা। দীপনী পরমা হন্তি মহার্শোগ্রহণীমুখান্।।

পঞ্চলবণ, হিঙ্গু, শঙ্খভস্ম, তেঁতুলছালভস্ম, ত্রিকটু, গন্ধক, পারদ, বিষ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া চিতার ক্বাথে, আপাঙ্গের ক্বাথে, অম্লবর্গের রসে ও লেবুর রসে এরূপে ভাবনা দিবে, যেন ঔষধ অম্লাস্বাদ হয়। পরে বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ আহারান্তে সেবন করিলে অর্শঃ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগের নাশ এবং অগ্নির অতিশয় দীপ্তি হয়।

মহাশঙ্খবটী

কণামূলং বহ্নিদন্তী-পারদং গন্ধকং কণা। ত্রিক্ষারং পঞ্চলবণং মরিচং নাগরং বিষম্। অজমোদামৃতা হিঙ্গু ক্ষারং তিন্তিড়িকাভবম্। সংচূর্ণ্য সমভাগন্তু দ্বিগুণং শঙ্খভস্মকম্।। অম্লদ্রব্যেণ সংভাব্য বটীকোলাস্থিসম্মিতা। অম্লদাড়িমতোয়েন লিম্পাকস্বরসেন চ।। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় নাম্না শঙ্খবটী শুভা। তক্রমস্তুসুরাসীধু-কাঞ্জিকোষ্ণোদকেন বা।। শশৈণাদিরসৈনৈব রসেন বিবিধেন চ।। মন্দাগ্নিং দীপয়ত্যাশু বড়বাগ্নিসমপ্রভম্।। অর্শাংশি গ্রহণীরোগং কুষ্ঠমেহভগন্দরম্। প্লীহানমশ্মরীং শ্বাসং কাসং মহোদরক্রিমীন্।। হৃদ্রোগং পাণ্ডুরোগঞ্চ বিবন্ধানুদরে স্থিতান্। তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।।

পিপুলমূল, চিতামূল, দন্তীমূল, পারদ, গন্ধক, পিপুল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, মরিচ, শুঁঠ, বিষ, বনযমানী, গুলঞ্চ, হিং, তেঁতুলছালের ক্ষার ইহাদের ১ তোলা, শঙ্খভস্ম ২ তোলা; এই সমুদায় অম্লবর্গের রসে ভাবনা দিয়া কুল আঁটির ন্যায় বটিকা বান্ধিবে। অম্লদাড়িমের রস, লেবুর রস, তক্র, দধির মাত, সুরা, সীধু, কাঁজি অথবা উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহাতে অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং অর্শঃ, গ্রহণী, ক্রিমি, কুষ্ঠ, মেহ, ভগন্দর, অশ্মরী, শ্বাস, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হইয়া থাকে। পথ্য—শশক ও এণ প্রভৃতি মাংসের যূষ।

অজীর্ণহরী-বটী

দন্তীবীজমকল্মষং সদহনং শুণ্ঠীলবঙ্গং সমম্ গন্ধং পারদটঙ্গণঞ্চ মরিচং শ্রীবৃদ্ধদারো বিষম্। খল্লে যামযুগং বিমর্দ্দ্য বিধিনা দন্তীদ্রবৈর্ভাবনা দেয়াঃ পঞ্চদশানু নিম্বুকজলৈস্ত্রেধা ত্রিধা চিত্রকৈঃ।। ত্রেধা চার্দ্রকজৈ রসৈঃ শুভধিয়া সপ্তৈব চাবেগিনা পশ্চাচ্ছুষ্ককলায়সম্মিতবটী কার্য্যা ভিষক্সম্মতা। ক্ষুদ্বোধপ্রকরী ত্রিশূলশমনী জীর্ণজ্বরধ্বংসিনী কাসারোচকপাণ্ডুতোদরগদান্ পামামরুঙ্নাশিনী।। বস্ত্যাটোপহলীমকাময়হরী মন্দাগ্নিসন্দীপনী সিদ্ধেয়ন্তু মহোদধিপ্রকটিতা সর্ব্বাময়ঘ্নী সদা।।

বিশুদ্ধ দন্তীবীজ, চিতা, শুঁঠ, লবঙ্গ, গন্ধক, পারদ (কজ্জলী), সোহাগার খৈ, মরিচ, বৃদ্ধদারক, বিষ এই সকল সমভাগে খলে ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া দন্তীরসে ১৫ বার, কাগ্জীলেবুর রসে ৩ বার, চিতার রসে ৩ বার, আদার রসে ৭ বার ও বীজতাড়কের রসে ৭ বাব ভাবনা দিয়া শুষ্ক কলায়প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা ক্ষুধাবর্দ্ধক এবং তিন প্রকার শূল, জীর্ণজ্বর, কাস, অরোচক, পাণ্ডু, উদররোগ, পামা, বায়ুরোগ, বস্তির আটোপ ও হলীমক প্রভৃতি রোগ নাশ করিয়া থাকে।

অজীর্ণারি-রসঃ

শুদ্ধং সূতং গন্ধকঞ্চ পলমানং পৃথক্ পৃথক্। হরীতকী চ দ্বিপলং নাগরস্ত্রিপলং স্মৃতঃ।। কৃষ্ণা চ মরিচং তদ্বৎ সিন্ধুত্থং ত্রিপলং পৃথক্। চতুষ্পলা চ বিজয়া মর্দ্দয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ। পুটানি সপ্ত দেয়ানি ঘর্ম্মমধ্যে পুনঃপুনঃ। অজীর্ণারিরয়ং প্রোক্তঃ সদ্যো দীপনপাচনঃ। ভক্ষয়েদ্ দ্বিগুণং ভক্ষ্যং পাচয়েদ্রেচয়েদপি।।

পারদ ১ পল, গন্ধক ১ পল, হরীতকী ২ পল, শুঁঠ ৩ পল, পিপুল ৩ পল, মরিচ ৩ পল, সৈন্ধবলবণ ৩ পল, সিদ্ধি ৪ পল, এই সকল দ্রব্য কাগ্জীলেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রমধ্যে ৭ বার পুটপাক দিবে। এই অজীর্ণারি রস সদ্যঃ দীপন ও পাচক। দ্বিগুণ পরিমাণে আহার করিলেও ইহা দ্বারা উত্তম পরিপাক এবং কোষ্ঠশুদ্ধি হয়।

ভাস্করো রসঃ

বিষং সূতং ফলং গন্ধং ত্র্যষণং টঙ্গজীরকম্। একৈকং দ্বিগুণং লৌহং শঙ্খমভ্রবরাটকম্।। সর্ব্বতুল্যং লবঙ্গঞ্চ জম্বীরৈর্ভাবয়েদ্ ভিষক্। সপ্তবাসরপর্য্যন্তং ততঃ স্যাদ্ ভাস্করো রসঃ।। গুঞ্জাদ্বয়প্রমাণেন বটীং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ। তাম্বূলীদলযোগেন বটীং সংচর্ব্ব্য ভক্ষয়েৎ।। শূলরোগেষু সর্ব্বেষু বিসূচ্যামগ্নিমান্দ্যকে। সদ্যোবহ্নিকরো হ্যেষ তন্ত্রনাথেন ভাষিতঃ।।

বিষ, পারদ, ত্রিফলা, গন্ধক, ত্রিকটু, সোহাগা ও জীরা প্রত্যেক ১ ভাগ, লৌহ, শঙ্খভস্ম, অভ্র ও কড়িভস্ম প্রত্যেক ২ ভাগ, সমুদায়ের সমান লবঙ্গচূর্ণ; এই সমুদায় ৭ দিন গোঁড়ালেবুর রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। তাম্বূলের সহিত চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহাতে শীঘ্র অগ্নির দীপ্তি হয়। সর্ব্বপ্রকার শূল, বিসূচিকা ও অগ্নিমান্দ্যরোগে ইহা প্রযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার করে।

ক্রব্যাদ-রসঃ

পলং রসস্য দ্বিপলং বলেঃ স্যাচ্ছুল্বায়সী চার্দ্ধপলপ্রমাণে। বিচূর্ণ্য সর্ব্বং দ্রুতমগ্নিযোগাদেরণ্ডপত্রেহৃথ নিবেশনীয়ম্।। কৃত্বাথ তাং পর্পটিকাং বিদধ্যাৎ লৌহস্য পাত্রে ত্ববপূতমস্মিন্। জম্বীরজং পক্করসং পলানাং শতং নিযোজ্যাগ্নিমথাল্পমল্পম্।। জীর্ণে রসে ভাবিতমেতদেতৈঃ সুপঞ্চকোলোদ্ভববারিপূরৈঃ। সবেতসাম্লৈঃ শতমত্র দেয়ং সমং রজষ্টঙ্গণজং সুভৃষ্টম্।। বিড়ং তদর্দ্ধং মরিচং সমঞ্চ তৎ সপ্তবারং চণকাম্লকেন। ক্রব্যাদনামা ভবতি প্রসিদ্ধো রসস্তু মন্থানকভৈরবোক্তঃ।। মাষদ্বয়ং সৈন্ধবতক্রপীতমেতৎ সুধন্যং খলু ভোজনান্তে। গুরূণি মাংসানি পয়াংসি পিষ্টং ঘৃতানি সেব্যানি ফলানি চৈব।। মাত্রাতিরিক্তান্যপি সেবিতানি যামদ্বয়াজ্জারয়তি প্রসিদ্ধঃ। কার্শ্যস্থৌল্যনিবর্হণো গরহরঃ সামার্ত্তিনির্ণাশনো গুল্মপ্লীহজলোদরাদিশমনঃ শূলার্ত্তিমূলাপহঃ। বাতশ্লেষ্মনিবর্হণো গ্রহণিকাতীসারবিধ্ব সনো বাতগ্রন্থিমহোদরাপহরণঃ ক্রব্যাদনামা রসঃ।।

(রসঃ ১ পল, গন্ধক ২ পল, তাম্র ৪ তোলা, লৌহ ৪ তোলা। সর্ব্বং চূর্ণয়িত্বা লৌহপাত্রে মৃদুবহ্নিনা পর্পটীবৎ কার্য্যম, ততো জম্বীররস পলশতেন শনৈঃ শনৈঃ পক্তব্যম, রসে শুষ্কেন পুনর্ভাবনা দাতব্যা; পঞ্চকোলক্কাথেন ৫০, অম্লবেতসক্কাথেন ৫০, ততঃ সর্ব্বদ্রব্যসমং ভৃষ্টটঙ্গণ চূর্ণ ৪ পল, তস্যার্দ্ধং বিট্‌লবণং ২ পল, সর্ব্বদ্রবসমং মরিচচূর্ণং ১০ পল, ততশ্চনকশিশিরেণ সপ্ত ভাবনা দাতব্যা। ইতি কবিচন্দ্রপ্রভৃতয়ঃ।)

পারদ, ১ পল, গন্ধক ২ পল, তাম্র ৪ তোলা ও লৌহ ৪ তোলা, এই সমুদায় চূর্ণ করিয়া লৌহপাত্রে মৃদু অগ্নিতে গলাইয়া এরণ্ডপাত্রে ঢালিয়া পর্পটীবৎ করিবে। পরে অপর লৌহপাত্রে জামীরের রস ১০০ পল দিয়া অল্পে অল্পে উক্ত পর্পটী পাক করিবে, রসনিঃশেষ হইলে ৫০ পল পঞ্চকোলের ক্বাথে ও ৫০ পল অম্লবেতসের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ৪ পল সোহাগার খৈ, ২ পল বিট্‌লবণ ও ১০ পল (মতান্তরে ৪ পল) মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করত চণকাম্লে ৭ বার ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। সৈন্ধব সংযুক্ত তক্রের সহিত সেবনীয়। ইহাতে মাংস পিষ্টকাদি গুরুপাক আহারসকল দুই প্রহরের মধ্যে জীর্ণ হইয়া যায় এবং গুল্ম, প্লীহা, উদররোগ, শূল, গ্রহণী ও অতিসার প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

প্রদীপনো রসঃ

রসনিষ্কং গন্ধনিষ্কং নিষ্কমাত্রং প্রদীপনম্। মানমর্দ্ধং প্রদাতব্যং চুল্লিকালবণং ভিষক্।। মর্দ্দয়িত্বা প্রদাতব্যমথাস্য মাষমাত্রকম্। অজীর্ণে চাগ্নিমান্দ্যে চ দাতব্যো রসবল্লভঃ।।

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, প্রদীপন বিষ ২ তোলা, চুল্লিকালবণ ১ তোলা; একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ উপশমিত হয়।

মহোদধি-বটী

একৈকং বিষসূতঞ্চ জাতী টঙ্গং দ্বিকং দ্বিকম্। কৃষ্ণাত্রয়ং বিশ্বষট্‌কং গন্ধং কপর্দ্দকং দ্বিকম্*।। দেবপুষ্পং বাণমিতং সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ। মহোদধিবটী নাম্না নষ্টমগ্নিং প্রদীপয়েৎ।।

* দগ্ধং কপর্দ্দকং তথেতি রসেন্দ্রচিন্তামণিধৃতঃ পাঠঃ।

বিষ ১ তোলা, পারদ ১ তোলা, জায়ফল ২ তোলা, সোহাগার খৈ ২ তোলা, পিপুল ৩ তোলা, শুঁঠ ৬ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, কড়িভস্ম ২ তোলা (রসেন্দ্রচিন্তামণিকার গন্ধক না দিয়া কেবল কড়িভস্ম ৬ তোলা দিতে বলেন) ও লবঙ্গ ৫ তোলা; একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে নষ্ট অগ্নির পুনর্ব্বার দীপ্তি হয়।

বিজয়-রসঃ

রসস্যৈকং পলং দত্ত্বা নাগঞ্চ গন্ধকং পলম্। ক্ষারত্রয়ং পলং দেয়ং লবঙ্গং পলপঞ্চকম্।। দশমূলী জয়াচূর্ণং তদ্দ্রবেণ তু ভাবয়েৎ। চিত্রকস্য রসেনাথ ভৃঙ্গরাজরসেন তু।। শিগ্রুমূলদ্রবৈশ্চাপি ততো ভাণ্ডে নিরুধ্য চ।। যামমাত্রং পচেদগ্নৌ মর্দ্দয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ। তাম্বূলীপত্রসংযুক্তং খাদেন্নিষ্কমিতং সদা।।

পারদ ১ পল, সীসক ১ পল, গন্ধক ১ পল, সোহাগা ১ পল, যবক্ষার ১ পল, সাচিক্ষার ১ পল, লবঙ্গ ৫ পল, দশমূল ৫ পল, সিদ্ধি ৫ পল, এই সকল দ্রব্য দশমূল-ক্বাথে ও সিদ্ধিরসে ৭ বার (অভাবে সিদ্ধি-ভিজান জলে), চিতার রসে ৭ বার, ভীমরাজের রসে ৭ বার ও সজিনার মূলের ছালের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ভাণ্ডে নিক্ষেপ করিবে। পরে ১ প্রহর অগ্নিতে পাক করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে পানের রসের সহিত সেব্য।

বীরভদ্রাভ্রকম্

অভ্রকং পুটসহস্রমারিতং কর্ষযুগ্মমতিনির্ম্মলীকৃতম্। বাসরাণি নবতিং বিমর্দ্দিতং চিত্রকস্বরসসাধুসিক্তকম্।। শৃঙ্গবেররসমর্দ্দিতা বটী কারিতা সকলরোগনাশিনী। ভক্ষিতা ভুজগবল্লিপত্রকৈঃ শৃঙ্গবেরশকলেন বা পুনঃ।। বহ্নিমান্দ্যমভিনাশ্য সত্বরং কারয়েৎ প্রখরপাবকোৎকরম্। শ্বাসকাসবমিশোথকামলা-প্লীহগুল্মজঠরারুচিভ্রমান্।। রক্তপিত্তযকৃদম্লপিত্তকং শূলকোষজগদান্ বিসূচিকাম্। আমবাতবহুবাতশোণিতং দাহশীতবলহ্রাসকার্শ্যকম্।। বিদ্রধিং জ্বরগরং শিরোগদং নেত্ররোগমখিলং হলীমকম্।। বিদ্রধিং জ্বরগরং শিরোগদং নেত্ররোগমখিলং হলীমকম্। হন্তি বৃষ্যতমমেতদভ্রকং বীরভদ্রমতিবল্যমুত্তমম্। ভক্ষিত বিবিধভক্ষ্যমাগলং কাষ্ঠসংঘমপি ভস্মতাং নয়েৎ।।

সহস্রপুটিত অভ্র ৪ তোলা, ৯০ দিন চিতার রসে ভাবনা দিয়া আদার রসে মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। পান বা আদার কুচির সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, বমি, শোথ, প্লীহা, গুল্ম, যকৃৎ, রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, আমবাত, নেত্ররোগ, শূল ও বিসূচিকা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

রস-রাক্ষসঃ

তাম্রং পারদগন্ধকং ত্রিকটুকং তীক্ষ্ণঞ্চ সৌবর্চ্চলং তৎ সংমর্দ্দ্য দিনং নিধায় সিকতাকুম্ভেষু

যামং ততঃ। স্বিন্নং তেম্বপি রক্তশাকিনিভবং ক্ষারং সমং ভাবয়েৎ একীকৃত্য চ মাতুলুঙ্গ কজ্জলৈর্নাম্না রসো রাক্ষসঃ।।

তাম্র, পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু, লৌহ ও সচললবণ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে খলে একদিন মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে এক প্রহর পাক করিবে এবং তৎসহ রক্তপুনর্নবা-ক্ষার সমভাগে মিশ্রিত করত ছোলঙ্গলেবুর রসে ভাবনা দিয়া সেবন করিলে অজীর্ণ নিবারিত হয়।

ত্রিফলা-লৌহম্

ত্রিফলামুস্তবেল্লৈশ্চ সিতয়া কণয়া সমম্। খরমঞ্জরীবীজৈশ্চ লৌহং ভস্মকনাশনম্।।

ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চিনি, পিপুল, অপামাগবীজ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান শোধিত লৌহ; একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহা তীক্ষ্ণাগ্নিনাশক।

বিশ্বোদ্দীপকাভ্রম্

অভ্রং নির্ম্মলমারিতং পলমিতং চূর্ণীকৃতং যত্নতশ্চব্যং চিত্রকমিন্দ্রসূরকনকং মালূরপত্রার্দ্রকম্। মূলং পিপ্পলিসম্ভবং মধুরিকা নীপো‌হ্র্কমূলং পৃথক্ চৈষাং সত্ত্বপলৈর্বিমর্দ্দিতমিদং কর্ষং ক্ষিপেট্টঙ্গণম্।। গুঞ্জাসম্মিতমেতদেব বলিতং তৎপারিভদ্রদ্রবৈর্মন্দাগ্নিং চিরজাতগুল্মনিচয়ং শূলাম্লপিত্তং জ্বরম্। ছর্দ্দিং দুষ্টমসূরিকামলসকং শ্বাসঞ্চ কাসং তৃষাম্ প্লীহানং যকৃতং ক্ষয়ং স্বরহিতং কুষ্ঠং মহোরোচকম্। দাহং মোহমশেষদোষজনিতং কৃচ্ছ্রঞ্চ দুর্নামকমামং বাতবিমিশ্রিতং নয়নজং রোগং সমুন্মূলয়েৎ। বিশ্বোদ্দীপকনাম রোগহরণে প্রোক্তং পুরা শম্ভুনা সর্ব্বেষাং হিতকারকং গদবতাং সর্ব্বাময়ধ্বংসনম্।। পাষাণো যদি ভক্ষিতস্তদপি তং কুর্য্যাৎ সুজীর্ণং পুনর্বল্যং বৃষ্যতরং রসায়নবরং মেধাকরং কান্তিদম্।।

অভ্র ১ পল, চৈ-এর ক্বাথ ১ পল, চিতা, নিসিন্দা, ধুতূরা ও বিল্ব ইহাদের প্রত্যেকের পত্রের রস ও আদার রস ১ পল এবং পিপুলমূল, মৌরি, কদম্ব, আকন্দমূল ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল ক্বাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া তাহাতে ২ তোলা সোহাগার খৈ মিশ্রিত করত ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—পালিধার রস। ইহাতে মন্দাগ্নি, গুল্ম, শূল, অম্লপিত্ত, বমন, মসূরিকা, অলসক, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, যকৃৎ, প্লীহা, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও মূত্ররোগ নষ্ট হয়। ইহা বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, মেধাকর ও কান্তিপ্রদ।

অগ্নিঘৃতম্

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী। হিঙ্গু চব্যাজমোদা চ পঞ্চৈব লবণানি চ।। দ্বৌ ক্ষারৌ হবুষা চৈব দদ্যাদর্দ্ধপলোন্মিতান্। দধিকাঞ্জিকশুক্তানি স্নেহমাত্রাসমানি চ।। আর্দ্রকস্বরসপ্রস্থং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। এতদগ্নিঘৃতং নাম মন্দাগ্নীনাং প্রশস্যতে।। অর্শসাং নাশনং শ্রেষ্ঠং তথা গুল্মোদরাপহম্। গ্রন্থ্যর্ব্বুদাপচীকাস-কফমেদো‌হ্নিলানপি।। নাশয়েদ্ গ্রহণীদোষং শ্বয়থুং সভগন্দরম্। যে চ বস্তিগতা রোগা যে চ কুক্ষিসমাশ্রিতাঃ। সর্ব্বাংস্তান্ নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ।।

পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, গজপিপ্পলী, হিঙ্গু, চৈ, যমানী, পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, বিট্ সচল, ঔদ্ভিদ ও সামুদ্র লবণ), যবক্ষার, সাচিক্ষার ও হবুষা, ইহাদের প্রত্যেকের উত্তমরূপে কুট্টিত কল্ক ৪ তোলা, দধি ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, শুক্ত ৪ সের ও আদার স্বরস ৪ সের; এই সকল দ্রব্যের সহিত ৪ সের ঘৃত যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত মন্দাগ্নি ব্যক্তির বিশেষ উপকারী। ইহাতে অর্শঃ, গুল্ম, উদর, গ্রন্থি, অর্ব্বুদ, অপচী, কাস, গ্রহণী, শোথ, মেদঃ, ভগন্দর, বস্তি ও কুক্ষিগত রোগসমূহ সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় বিনষ্ট হয়।

অগ্নিকরঘৃতম্

পঞ্চমূল্যাভয়াব্যোষ-পিপ্পলীমূলসৈন্ধবৈঃ। রাস্নাক্ষারদ্বয়াজাজী-বিড়ঙ্গশটিভির্ঘৃতম্।। যুক্তেন মাতুলুঙ্গস্য স্বরসেনার্দ্রকস্য চ। তক্রমস্তুসুরামণ্ড-সৌবীরকতুষোদকৈঃ।। কাঞ্জিকেন চ যৎ পক্বং পীতমগ্নিকরং স্মৃতম্। শূলগুল্মোদরশ্বাস-কাসানিলকফাপহম্।।

ঘৃত ৪ সের, ছোলঙ্গ লেবুর রস ৪ সের, আদার রস ৪ সের, তক্র ৪ সের, দধির মাত ৪ সের, সুরামণ্ড ৪ সের, সৌবীর ৪ সের, তুষোদক ৪ সের, কাঁজি ৪ সের। কল্কার্থ— পঞ্চমূল, হরীতকী, ত্রিকটু, পিপুলমূল, সৈন্ধবলবণ, রাস্না, যবক্ষার, সাচিক্ষার, বনযমানী, বিড়ঙ্গ ও শঠী মিলিত ১ সের; যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে শূল, গুল্ম ও উদর প্রভৃতি নানা রোগ বিনষ্ট এবং অগ্নি বৰ্দ্ধিত হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

অগ্নিমান্দ্যাজীর্ণাদিরোগে পথ্যানি

শ্লৈষ্মিকে বমনং পূর্ব্বং পৈত্তিকে মৃদুরেচনম্। বাতিকে স্বেদনঞ্চাথ যথাবস্থং হিতঞ্চ যৎ।। নানাপ্রকারো ব্যায়ামো দীপনানি লঘূনি চ। বহুকালসমুৎপন্নাঃ সূক্ষ্মা লোহিতশালয়ঃ।। বিলেপী লাজমণ্ডশ্চ মণ্ডো মুদ্গরসঃ সুরা। এণো বর্হী শশো লাবঃ ক্ষুদ্রমৎস্যাশ্চ সর্ব্বশঃ।। শালিঞ্চশাকং বেত্রাগ্রং বাস্তূকং বালমূলকম্। লশুনং বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডং নবীনকদলীফলম্।। শোভাঞ্জনং পটোলঞ্চ বার্ত্তাকুং নলদম্বু চ। কর্কোটকং কারবেল্লং বার্হতঞ্চ মহার্দ্রকম্।। প্রসারণী মেষশৃঙ্গং চাঙ্গেরী সুনিষণ্ণকম্। ধাত্রীফলং নাগরঙ্গং দাড়িমং যাবপর্পটাঃ।। অম্লবেতসজম্বীর-মাতুলুঙ্গানি মাক্ষিকম্। নবনীতং ঘৃতং তক্রং সৌবীরকতুষোদকে।। ধান্যাম্লং কটুতৈলঞ্চ রামঠং লবণার্দ্রকম্। যমানী মরিচং মেথী ধান্যকং জীরকং দধি।। তাম্বূলং তপ্তসলিলং কটুতিক্তৌ রসাবপি। মন্দানলেঽপ্যজীর্ণেঽপি পথ্যমেতৎ নৃণাং ভবেৎ।।

রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রথমে শ্লৈষ্মিক অজীর্ণে বমন, পৈত্তিক অজীর্ণে মৃদু বিরেচন ও বাতিক অজীর্ণে স্বেদ ব্যবস্থা করিবে। নানাপ্রকার ব্যায়াম, অগ্নিবৰ্দ্ধক ও লঘুপাক দ্রব্য, অতীব পুরাতন সূক্ষ্ম রক্তশালিধান্য, বিলেপী (মণ্ডবিশেষ), খৈ-এর মণ্ড, অন্নমণ্ড, মুদগযূষ, সুরা, মৃগ, ময়ূর, খরগোশ, লাবপক্ষী, সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য, শালিঞ্চশাক, বেতের ডগি, বেতোশাক, কচি মূলা, লশুন, পাকা কুমড়া, অপক্ক কদলী, সজনে ডাঁটা, পটোল, বেগুন, লেবু, কাঁকরোল, করোলা, বৃহতী, বন-আদা, গন্ধ ভাদুলিয়া, মেড়াশৃঙ্গী, আমরুলশাক, সুষুণিশাক, আমলকী, নারেঙ্গালেবু, ডালিম, যবের পাঁপর (সরুচাক্‌লি), অম্লবেতস,

গোঁড়ালেবু, ছোলঙ্গলেবু, মধু, মাখন, ঘৃত, তক্র, সৌবীর, তুষোদক, ধান্যাম্ল, সর্ষপতৈল, হিঙ্গু, লবণ, আদা, যমানী, মরিচ, মেথী, ধনে, জীরা, দধি, পান, গরম জল এবং কটু ও তিক্ত রস, এই সকল অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণাদি রোগের পথ্য।

অগ্নিমান্দ্যাদাবপথ্যানি

বিরেচনানি বিন্মূত্র-বায়ুবেগবিধারণম্। অধ্যশনং সমশনং জাগরং বিষমাশনম্।। রক্তস্রুতিং শমীধান্যং মৎস্যং মাংসমুপোদিকাম্। জলপানং পিষ্টকঞ্চ জাম্ববং সর্ব্বমালুকম্।। কূর্চ্চিকাং মোরটং ক্ষীরং কিলাটঞ্চ প্রপাণকম্। তালাস্থিশস্যং তদ্বালং স্নেহনং দুষ্টবারি চ।। বিরুদ্ধাসাত্ম্যাপানান্নং বিষ্টম্ভীনি গুরূণি চ। অগ্নিমান্দ্যেহপ্যজীর্ণে চ সর্ব্বাণি পরিবর্জ্জয়েৎ।।

বিরেচন, মল মূত্র ও অধোবায়ুর বেগধারণ, একত্র পথ্যাপথ্য ভোজন, রাত্রিজাগরণ, পূর্ব্বাহার অজীর্ণে পুনর্ভোজন, বিষমভোজন (বহু, অল্প বা অসময়ে ভোজন), রক্তমোক্ষণ, সর্ব্বপ্রকার দাইল, মৎস্য, মাংস, পুঁইশাক, অধিক জলপান, পিষ্টক, জাম, সর্ব্বপ্রকার আলু, ছানা, নষ্টদুগ্ধভব জল, ক্ষীর, তক্রকূর্চ্চিকা, অধিক সরবৎ, তালআঁটির শস্য, তালশাঁস, ঘৃততৈলাদি স্নেহদ্রব্য, দূষিত জল, যুগপৎ ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন, দেহের অননুকূল অন্ন ও পানীয়, দ্রব্য (যাহা ভোজন করিলে উদর স্তম্ভিত হইয়া থাকে) ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, রোগে বর্জ্জনীয়।

ংগ্রহেহগ্নিমান্দ্যাদিরোগাধিকারঃ।

ক্রিমিরোগাধিকার

ক্রিমি-নিদানম্

ক্রিময়শ্চ দ্বিধা প্রোক্তা বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ। বহির্মলকফাসৃগ্বিড়্-জন্মভেদাচ্চতুর্ব্বিধাঃ।। নামতো বিংশতিবিধা বাহ্যাস্তত্র মলোদ্ভবাঃ। তিলপ্রমাণসংস্থান-বর্ণাঃ কেশাম্বরাশ্রয়াঃ। বহুপাদাশ্চ সূক্ষ্মাশ্চ যূকা লিক্ষাশ্চ নামতঃ। দ্বিধা তে কোঠপিড়কাঃ কণ্ডূগণ্ডান্ প্রকুর্ব্বতে।। অজীর্ণভোজী মধুরাম্লনিত্যো দ্রবপ্রিয়ঃ পিষ্টগুড়োপভোক্তা। ব্যায়ামবর্জ্জী চ দিবাশয়ানো বিরুদ্ধভুক্ সংলভতে ক্রিমীংস্তু।। মাষপিষ্টান্নলবণ-গুড়শাকৈঃ পুরীষজাঃ। মাংসমৎস্যগুড়ক্ষার-দধি-শুক্তৈঃ কফোদ্ভবাঃ। বিরুদ্ধাজীর্ণশাকাদ্যৈঃ শোণিতোত্থা ভবন্তি হি।। জ্বরো বিবর্ণতা শূলং হৃদ্রোগঃ সদনং ভ্রমঃ। ভক্তদ্বেষোঽতিসারশ্চ সঞ্জাতক্রিমিলক্ষণম্।। কফাদামাশয়ে জাতা বৃদ্ধাঃ সর্পন্তি সর্ব্বতঃ। পৃথুব্রধ্ননিভাঃ কেচিৎ কেচিদ্‌গণ্ডুপদোপমাঃ।। রূঢ়ধান্যাঙ্কুরাকারাস্তনুদীর্ঘাস্তথাণবঃ। শ্বেতাস্তাম্রাবভাসাশ্চ নামতঃ সপ্তধা তু তে।। অন্ত্রাদা উদরাবেষ্টা হৃদয়াদা মহাগুদাঃ। চুরবো দর্ভকুসুমাঃ সুগন্ধাস্তে চ কুর্ব্বতে।। হৃল্লাসমাস্যস্রবণমবিপাকমরোচকম্। মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিজ্বরানাহ-কার্শ্যক্ষবথুপীনসান্।। রক্তবাহিশিরাস্থান-রক্তজা জন্তবোঽণবঃ। অপাদা বৃত্ততাম্রাশ্চ সৌক্ষ্ম্যাৎ কেচিদ্দর্শনাঃ।। কেশাদা রোমবিধ্বংসা রোমদ্বীপা উড়ুম্বরাঃ। ষট্ তে কুষ্ঠৈককর্ম্মাণঃ সহসৌরসমাতরঃ।। পক্বাশয়ে পুরীষোত্থা জায়ন্তেঽধোবিসর্পিণঃ। বৃদ্ধাস্তে স্যুর্ভবেয়ুশ্চ তে যদামাশয়োন্মুখাঃ।। তদাস্যোদগারনিশ্বাস-বিড়্‌গন্ধানুবিধায়িনঃ। পৃথুবৃত্ততনুস্থূলাঃ শ্যাব-পীতসিতাসিতাঃ।। তে পঞ্চ নাম্না ক্রিময়ঃ ককেরুকমকেরুকাঃ। সৌসুরাদাঃ সশূলাখ্যা লেলিহা জনয়ন্তি হি।। বিড়্‌ভেদশূলবিষ্টম্ভ-কার্শ্যপারুষ্যপাণ্ডুতাঃ। রোমহর্ষাগ্নিসদনং গুদকণ্ডুর্ব্বিমার্গগাঃ।।

বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে প্রথমতঃ ক্রিমি দুই প্রকার অর্থাৎ কতকগুলি বাহ্য ক্রিমি, কতকগুলি

আভ্যন্তর ক্রিমি। জন্মভেদে তাহাদিগকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা— বহির্মলোৎপন্ন, কফোৎপন্ন, রক্তোৎপন্ন ও পুরীষোৎপন্ন ক্রিমি। আর নামভেদে তাহারা বিংশতি প্রকারে পরিগণিত হইতে পারে। এই বিংশতি প্রকার নাম ক্রমশঃ বলা যাইতেছে।

বাহ্য ক্রিমিসকল গাত্রমল ও স্বেদ হইতে উৎপন্ন, ইহাদের পরিমাণ, আকৃতি ও বর্ণ তিলের ন্যায়। ইহারা যূক ও লিক্ষা (লিকি) নামে অভিহিত। যূকগণ বহুপাদবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ ও কেশাশ্রয়ী এবং লিক্ষাসকল সূক্ষ্ম, শ্বেতবর্ণ ও বস্ত্রাশ্রয়ী। এই বাহ্য ক্রিমিদ্বয় কোঠ, পিড়কা, কণ্ডূ ও গণ্ডরোগ উৎপাদন করে।

অজীর্ণে ভোজন, নিত্য মধুর ও অম্লরস ভোজন, দ্রব-দ্রব্যের অতিপান, পিষ্টক ও গুড় ভোজন, ব্যায়ামপরিবর্জ্জন, দিবানিদ্রা এবং মিলিত ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধভোজন, এই সকল কারণে আভ্যন্তর ক্রিমি জন্মিয়া থাকে।

মাষ, পিষ্টক, অম্ল, লবণ, গুড় ও শাক ভক্ষণে পুরীষজ ক্রিমি, মাংস, মৎস্য, গুড়, ক্ষীর, দধি ও শুক্ত (আচারবিশেষ) ভোজনে কফজ ক্রিমি এবং ক্ষীরমৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন, অজীর্ণভোজন ও শাকাদিভোজনে রক্তজ ক্রিমি জন্মে।

আভ্যন্তর ক্রিমিসকল জন্মিলে জ্বর, বিবর্ণতা, শূল, হৃদ্রোগ, অবসাদ, ভ্রম, অন্নদ্বেষ ও অতিসার, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

কফজনিত ক্রিমিসকল আমাশয়ে জাত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উদরে ইতস্ততঃ বিচরণ করে। ইহাদের কতকগুলি স্থূল, কতকগুলি চর্ম্মলতাসদৃশ, কতকগুলি কিঞ্চুলক (কেঁচো) সদৃশ, কতকগুলি ধান্যাঙ্কুরের ন্যায়, কতকগুলি সূক্ষ্ম অথচ দীর্ঘাকৃতি, কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র, কতকগুলি শ্বেতবর্ণ, কতকগুলি তাম্রবর্ণ। ইহারা নামভেদে সপ্তবিধ, যথা—অন্ত্রাদ, উদরাবেষ্ট, হৃদয়াদ, মহাগুদ, চুরু, দর্ভকুসুম ও সুগন্ধ। কফজ ক্রিমি জন্মিলে বমনবেগ, মুখ হইতে জলস্রাব, অপাক, অরুচি, মূর্চ্ছা, বমি, জ্বর, আনাহ (বায়ু কর্ত্তৃক উদর ও মলমূত্র আকৃষ্ট হইয়া থাকা) কৃশতা, হাঁচি ও পীনস, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

রক্তজ ক্রিমিসকল রক্তবাহি শিরায় অবস্থিতি করে। ইহারা অতি সূক্ষ্ম, পাদরহিত, গোলাকার ও তাম্রবর্ণ, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি এরূপ সূক্ষ্ম যে দৃষ্টির গোচর হয় না। ইহারা নামভেদে ছয় প্রকার, যথা—কেশাদ, রোমবিধ্বংস, রোমদ্বীপ, উড়ুম্বর, সৌরসনামা ও মাতৃনামা। একমাত্র কুষ্ঠোৎপাদন করাই ইহাদের প্রধান কর্ম্ম।

পুরীষজ ক্রিমিসকল পক্বাশয়ে জন্মে। ইহারা অধোগমনশীল, কিন্তু যখন অতিপ্রবৃদ্ধ হইয়া আমাশয়ের দিকে উত্থানোন্মুখ হয়, তখন রোগির উদগারে ও নিশ্বাসে বিষ্ঠার গন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাদের কতকগুলি পৃষ্টাকৃতি, কতকগুলি গোলাকার, কতকগুলি স্থূল এবং কেহ শ্যাব, কেহ পীত, কেহ শ্বেত, কেহ বা কৃষ্ণবর্ণ। নামভেদে ইহারা পাঁচ প্রকার, যথা— ককেরুক, মকেরুক, সৌসুরাদ, সশূলাখ্য ও লেলিহ। ইহারা বিমার্গগামী হইলে মলভেদ, শূল, উদরের স্তব্ধতা, কৃশতা, পরুষতা, পাণ্ডুবর্ণতা, রোমাঞ্চ, অগ্নিমান্দ্য ও গুহ্যদেশে কণ্ডূ, এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে।

ক্রিমিরোগ-চিকিৎসা

পারসীয়যমানিকা পীতা পর্য্যুষিতবারিণা প্রাতঃ। গুড়পূর্ব্ব ক্রিমিজাতং কোষ্ঠগতং পাতয়ত্যাশু।।

ক্রিমিরোগাক্রান্ত ব্যক্তি প্রাতঃকালে প্রথমে কিঞ্চিৎ গুড় খাইয়া কিছু পরে বাসি জলের সহিত খোরাসানী যমানী খাইলে কোষ্ঠস্থ ক্রিমি শীঘ্র নিপতিত হয়।

পারিভদ্রকপত্রোত্থং রসং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ। কেবুকস্য রসং বাপি পত্তূরস্যাথবা রসম্। লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ বৈড়ঙ্গং চূর্ণং ক্রিমিবিনাশনম্।।

পাল্‌িধা পত্রের রস, কেঁউ মূলের রস বা শালিঞ্চের রস মধুর সহিত পান করিলে অথবা বিড়ঙ্গচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

পলাশবীজস্বরসং পিবেদ্ বা ক্ষৌদ্রসংযুতম্। পিবেৎ তদ্বীজকল্কং বা তক্রেণ ক্রিমিনাশনম্।।

পলাশবীজের রস মধুর সহিত পান করিলে কিংবা উহার বীজ বাটিয়া তক্রের সহিত খাইলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

ক্বাথং খর্জ্জূরপত্রাণাং সক্ষৌদ্রমুষিতং নিশি। পীত্বা নিবারয়ত্যাশু ক্রিমিসঙ্ঘমশেষতঃ।।
অপক্বং ক্রমুকং পিষ্টং পীতং জম্বীরজৈ রসৈ। নিহন্তি বিড়্ভবং কীটং রসঃ খর্জ্জূরজম্ভয়োঃ।।
পিবেৎ তুম্বীবীজচূর্ণং তক্রেণ ক্রিমিনাশনম্। নারিকেলজলং পীতং সক্ষৌদ্রং ক্রিমিনাশনম্।।
কম্পিল্লচূর্ণং কর্যার্দ্ধং গুড়েন সহ ভক্ষিতম্। সংপাতয়েৎ ক্রিমীন্ সর্ব্বানুদরস্থান্ ন সংশয়ঃ।।

খেজুরপাতার ক্বাথ বাসি করিয়া মধুর সহিত বা কাঁচা সুপারি বাটিয়া লেবুর রসের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়। খেজুরপাতার রস ও লেবুর রস একত্র পান করিলে পুরীষজ ক্রিমি নিপতিত হয়। তিতলাউবীজচূর্ণ ঘোলের সহিত বা নারিকেল-জল মধুর সহিত অথবা কমলাগুঁড়ি ১ তোলা (ব্যবহার চারি আনা) মাত্রায় গুড়ের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি নিশ্চয়ই নিপতিত হয়।

যমানীং লবণোপেতাং ভক্ষয়েৎ কল্য উত্থিতঃ। অজীর্ণমামবাতঞ্চ ক্রিমিজাংশ্চ জয়েদ্ গদান্।।

খোরাসানী যমানী সৈন্ধবলবণের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে অজীর্ণ, আমবাত ও ক্রিমিরোগসকল নিবারিত হয়।

ভুক্তং বিড়ঙ্গচূর্ণং হি ক্রিমীন্ সর্ব্বান্ ব্যপোহতি।

একমাত্র বিড়ঙ্গচূর্ণ সেবন দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

ঘণ্টাকর্ণস্য পত্রস্য বহ্নেত্রদলস্য বা। স্বরসো মধুনা পীতঃ ক্রিমীন্ সদ্যো বিনাশয়েৎ।।

ঘেঁটুপাতার অথবা আনারসের কচি পাতার রস কিঞ্চিৎ মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে ক্রিমি সদ্যঃ মরিয়া যায়।

জলপীতা সোমরাজী ক্রিমীন্ সর্ব্বান্ ব্যপোহতি।।

জলের সহিত সোমরাজীবীজ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

ক্বাথো দাড়িমমূলস্য কীটানূন নাশয়েদ্ ধ্রুবম্।।

দাড়িমের শিকড়ের ক্বাথ পান করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি মরিয়া যায়।

সুরসাদিগণং বাপি সর্ব্বথৈবোপযোজয়েৎ।।

ক্রিমিরোগে সুশ্রুতোক্ত সুরসাদিগণের কল্ক ও কষায়াদি প্রয়োগ করিবে।

বিড়ঙ্গসৈন্ধবক্ষার-কম্পিল্লকহরীতকীঃ। পিবেৎ তক্রেণ সংপিষ্য সর্ব্বক্রিমিনিবৃত্তয়ে।।

বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, যবক্ষার, কমলাগুঁড়ি ও হরীতকী তক্রে পেষণ করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গপিপ্পলীমূল-শিগ্রুভির্মরিচেন চ। তক্রসিদ্ধা যবাগূঃ স্যাৎ ক্রিমিঘ্নী সসুবর্চ্চিকা। পীতং বিম্বীঘৃতং হন্তি পক্কামাশয়গান্ ক্রিমীন্।।

অর্দ্ধজলবিশিষ্ট ঘোলে, বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, সজিনাবীজ ও মরিচের সহিত যবাগূ পাক করিয়া তাহাতে সর্জ্জিক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া উহা পান করিলে, কিংবা বিম্বীঘৃত খাইলে আমাশয় ও পক্কাশয়গত ক্রিমিসকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পলাশবীজেন্দ্রবিড়ঙ্গনিম্ব-ভূনিম্বচূর্ণং সগুড়ং পিবেদ্ যঃ। দিনত্রয়েণ ক্রিময়ঃ পতন্তি পলাশবীজেন যমানিকাং বা।।

পলাশবীজ, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, নিমছাল ও চিরতাচূর্ণ গুড়ের সহিত তিন দিন সেবন করিলে অথবা পলাশবীজ ও যমানী একত্র খাইলে ক্রিমিসকল নিপতিত হয়।

পারসীয়াদি চূর্ণম্

পারসীয়যমানিকা-ঘনকণা-শৃঙ্গীবিড়ঙ্গারুণাচূর্ণং শ্লক্ষ্ণতরং বিলীঢ়মপি তৎ ক্ষৌদ্রেণ স যোজিতম্। কাসং নাশয়তি জ্বরঞ্চ জয়তি প্রৌঢ়াতিসারং জয়েচ্ছর্দ্দিং মর্দ্দয়তি ক্রিমিন্তু নিয়তং কোষ্ঠস্থমুন্মূলয়েৎ।।

খোরাসানী যমানী, মুতা, পিপুল, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ ও আতইচ উত্তমরূপে চূর্ণ এবং সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে কাস, জ্বর, অতিসার ও বমি নিবারণ হয় এবং কোষ্ঠস্থ ক্রিমিসকল উন্মূলিত হইয়া যায়।

কর্পূরেণ সমায়ুক্তো রসো ধুস্তূরপত্রজঃ। তাম্বূলপত্রজো বাপি লেপাদ্ যূকাবিনাশনঃ।

ধুতূরাপাতার বা পাণের রস, কর্পূরের সহিত মাড়িয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে উকুণ মরিয়া যায়।

পেষয়েদারনালেন নাড়ীচস্য ফলানি চ।। যূকালিক্ষাপ্রশান্ত্যর্থং দদ্যাল্লেপন্তু মস্তকে।।

নালিতার বীজ কাঁজির সহিত বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলেও সমুদায় উকুণ মরিয়া যায়।

দাড়িমাদি কষায়ঃ

দাড়িমত্বক্‌কৃতঃ ক্বাথস্তিলতৈলেন সংযুতঃ। ত্রিদিনাৎ পাতয়ত্যেব কোষ্ঠতঃ ক্রিমিজালকম্।

দাড়িমছালের ক্বাথ কিঞ্চিৎ তিলতৈল সংযুক্ত করিয়া তিন দিন পান করিলে কোষ্ঠ হইতে সমস্ত ক্রিমি পড়িয়া যায়।

মুস্তাদি-কষায়ঃ

মুস্তাখুপর্ণীপলদারুশিগ্রুক্বাথঃ সকৃষ্ণাক্রিমিশত্রুকল্কঃ। মার্গদ্বয়েনাপি চিরপ্রবৃত্তান্ ক্রিমীন্ নিহন্যাৎ ক্রিমিজাংশ্চ রোগান্।।

(পলমত্র ফলত্রিকম্)

মুতা, ইন্দুরকাণি, ত্রিফলা, দেবদারু ও সজিনাবীজ, ইহাদের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ ১ মাষা ও বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে সকল প্রকার ক্রিমি ও ক্রিমিজরোগ বিনষ্ট হয়।

ক্রিমীণাং বিট্‌কফোত্থানামেতদুক্তং চিকিৎসিতম্। রক্তজানাস্তু সংহারং কুর্য্যাৎ কুষ্ঠচিকিৎসয়া।।

মলজাত ও কফজাত ক্রিমিসকলের চিকিৎসা উক্ত হইল। রক্তজাত ক্রিমিসকলের কুষ্ঠোক্তবিধানে চিকিৎসা করিবে।

পারিভদ্রাবলেহঃ

স্বরসং পারিভদ্রস্য প্রস্থমাদায় যত্নতঃ। তদর্দ্ধাঞ্চ সিতা দত্বা ঘৃতং কুড়বসম্মিতম*।। প্রস্থার্দ্ধং রজনীচূর্ণং দত্ত্বা পাকং সমাচরেৎ। যদা দর্ব্বী প্রলেপঃ স্যাৎ তদৈষাং চূর্ণমাক্ষিপেৎ।। চিত্রকং ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং কৃষ্ণজীরকম্। যমানীদ্বয়সিন্ধূত্থং নির্গুণ্ডীফলমেব চ।। পাঠা বিড়ঙ্গকঞ্চৈব শারিবাদ্বয়বাসকৌ। পলাশবীজং ব্যোষঞ্চ ত্রিবৃদ্ দন্তী সরেণুকা।। অরিষ্টং সোমরাজী চ প্রত্যেকন্তু দ্বিকার্ষিকম্। ততো মাষাষ্টকং ভক্ষেৎ তোয়ঞ্চানুপিবেন্নরঃ।। ক্রিমীংশ্চ বিংশতিবিধান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ। দুষ্টব্রণঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ নাড়ীব্রণভগন্দরম্।। শীতপিত্তং বিদ্রধিঞ্চ দদ্রুং চর্ম্মদলং তথা। অজীর্ণং কামলাং গুল্মং শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ।। ফলপুষ্টিকরো হ্যেষ বলীপলিতনাশনঃ। পারিভদ্রাবলেহোঽয়ং সর্ব্বব্যাধিনিসূদনঃ। ব্রণিনাং হিতকামো হি প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ।।

* দ্রবদ্বৈগুণ্যাদষ্টপলমিতি গ্রন্থকর্ত্তুর্মতম্।

পালিধার রস ৪ সের, চিনি ২ সের, ঘৃত ১ সের, হরিদ্রাচূর্ণ ১ সের, এই সমুদায় একত্র পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে চিতামূল, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, সৈন্ধবলবণ, নিসিন্দাফল, আক্‌নাদি, বিড়ঙ্গ, শ্যামালতা, অনন্তমূল, বাসকমূল, পলাশবীজ, ত্রিকটু, তেউড়ী, দন্তীমূল, রেণুক, নিমছাল, সোমরাজী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা।

মাত্রা —১ তোলা। অনুপান— শীতল জল। ইহা সেবনে বিংশতি প্রকার ক্রিমি, দুষ্টব্রণ, কুষ্ঠ, নাড়ীব্রণ, ভগন্দর, শীতপিত্ত, বিদ্রধি, অজীর্ণ, কামলা, দদ্রু ও অন্যান্য রোগ নষ্ট হয়। ইহা বলকারক ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

রসপ্রয়োগঃ

ক্রিমিকালানলো রসঃ

বিড়ঙ্গং দ্বিপলঞ্চৈব বিষচূর্ণং তদর্দ্ধকম্। লৌহচূর্ণং তর্দদ্ধঞ্চ তদর্দ্ধং শুদ্ধপারদম্।। রসতুল্যং শুদ্ধগন্ধং ছাগীদুগ্ধেন পেষয়েৎ। ছায়াশুষ্কাং বটীং কৃত্বা খাদেৎ ষোড়শরক্তিকম্।। ধান্যজীরানুপানেন নাম্না কালানলো রসঃ। উদরস্থং ক্রিমিং হন্যাদ্ গ্রহণ্যর্শঃসমন্বিতম্।। অগ্নিদঃ শোথশমনো গুল্মপ্লীহোদরান্ জয়েৎ। গহনানন্দনাথেন ভাষিতো বিশ্বসম্পদে।।

বিড়ঙ্গ ২ পল, বিষচূর্ণ ১ পল, লৌহচূর্ণ অর্দ্ধপল, লৌহচূর্ণের অর্দ্ধেক শোধিত পারদ এবং পারদের সমান শোধিত গন্ধক, এই সকল দ্রব্য একত্র করিযা ছাগীদুগ্ধের সহিত পেষণ করিবে। তৎপরে ছায়াতে শুষ্ক করিয়া ১৬ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—ধনে ও জীরা। এই ঔষধ সেবনে ক্রিমি, গ্রহণী, অর্শঃ, শোথ, গুল্ম ও প্লীহা প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

ক্রিমিমুদ্গরো রসঃ

ক্রমেণ বৃদ্ধং রসগন্ধকাজমোদা বিড়ঙ্গং বিষমুষ্টিকা চ। পলাশবীজঞ্চ বিচূর্ণমস্য নিষ্কপ্রমাণং মধুনাবলীঢ়ম্।। পিবেৎ কষায়ং ঘনজং তদূর্দ্ধং রসোহয়মুক্তঃ ক্রিমিমুদ্গরাখ্যঃ। ক্রিমীন্ নিহন্তি ক্রিমিজাংশ্চ রোগান্ সন্দীপয়ত্যাগ্নিময়ং ত্রিরাত্রাৎ।।

রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, কুঁচিলা ৫ তোলা, পলাশবীজ ৬ তোলা, ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এক মাষা হইতে ৪ মাষা পর্য্যন্ত মাত্রায় মধুসহ সেব্য। এই ঔষধ সেবনের পর মুতার ক্বাথ পান করিবে। ইহা সেবন করিলে তিন দিবসের মধ্যে ক্রিমি ও ক্রিমিজন্য রোগসকল নিবারিত এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

ক্রিমিবিনাশো রসঃ

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধমভ্রং লৌহং মনঃশিলা। ধাতকী ত্রিফলা লোধ্রং বিড়ঙ্গং রজনীদ্বয়ম্।। ভাবয়েৎ সপ্তধা সর্ব্বং শৃঙ্গবেরভবৈ রসৈঃ। চণমাত্রায় বটীং কৃত্বা ত্রিফলারসসংযুতাম্। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় ক্রিমিরোগোপশান্তয়ে।। বাতিকং পৈত্তিকং হন্তি শ্লৈষ্মিকঞ্চ ত্রিদোষজম্। ক্রিমিবিনাশনামায়ং ক্রিমিরোগকুলান্তকঃ।।

শোধিত পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, মনঃশিলা, ধাইফুল, ত্রিফলা, লোধ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। পরে ছোলার ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—ত্রিফলা। প্রাতঃকালে সেব্য। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হয়।

ক্রিমিহরো রসঃ

শুদ্ধসূতমিন্দ্রযবঞ্চাজমোদা মনঃশিলা। পলাশবীজং গন্ধকং দেবদাল্যা দ্রবৈর্দ্দিনম্।। সংমর্দ্দ্য ভক্ষয়েন্নিত্যং শালপর্ণীরসৈঃ সহ। সিতাযুক্তং পিবেচ্চানু ক্রিমিপাতো ভবত্যলম্।

পারদ, ইন্দ্রযব, বনযমানী, মনঃশিলা, পলাশবীজ ও গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া হস্তিঘোষা ফলের রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—চিনিসংযুক্ত শালপাণির রস বা ক্বাথ। ইহা সেবন করিলে নিশ্চয় সমুদায় ক্রিমি নির্গত হইয়া যায়।

ক্রিমিরোগারি-রসঃ

সূতং গন্ধং মৃতং লৌহং মরিচং বিষমেব চ। ধাতকী ত্রিফলা শুণ্ঠী মুস্তকং সরসাঞ্জনম্।। ত্রিকটু মুস্তকং পাঠা বালকং বিল্বমেব চ। ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকত্র স্বরসৈর্ভৃঙ্গজৈস্ততঃ।। বরাটিকাপ্রমাণেন ভক্ষণীয়ো বিশেষতঃ। ক্রিমিরোগবিনাশায় রসোঽয়ং ক্রিমিনাশনঃ।।

পারদ, গন্ধক, মারিত লৌহ, মরিচ, বিষ, ধাইফুল, ত্রিফলা, শুঁঠ, মুতা, রসাঞ্জন, ত্রিকটু, মুতা, আক্‌নাদি, বালা ও বিল্ব, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ভীমরাজের রস দ্বারা ভাবনা দিয়া কড়ি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিরোগ নষ্ট হয়।

কীটমর্দ্দো রসঃ

শুদ্ধসূতং শুদ্ধগন্ধমজমোদা বিড়ঙ্গকম্। বিষমুষ্টির্ব্রহ্মবীজং যথাক্রমগুণোত্তরম্।। চূর্ণয়েন্মধুনা মিশ্রং নিষ্কৈকং ক্রিমিজিদ্ ভবেৎ। কীটমর্দ্দো রসো নাম মুস্তক্বাথং পিবেদনু।।

(অত্র ব্রহ্মবীজং ভার্গীবীজম্)

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, বিষমুষ্টি ৫ তোলা, বামুনহাটীর বীজ ৬ তোলা, ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—৪ মাষা। অনুপান—মধু ও মুতার ক্বাথ। ইহা সেবন করিলে ক্রিমিনাশ হয়।

ক্রিমিঘ্নো রসঃ

ক্রিমিঘ্নং কিংশুকারিষ্ট-বীজং সুরসভস্মকম্। একত্রমাখুপর্ণী রসৈঃ ক্রিমিবিনাশনঃ।।

বিড়ঙ্গ, পলাশবীজ, নিম্ববীজ, রসসিন্দূর, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ইন্দুরকাণির রসে মর্দ্দন করিয়া ৬ কুঁচ পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে ক্রিমিনাশ হয়।

বিড়ঙ্গলৌহম্

রসং গন্ধঞ্চ মরিচং জাতীফললবঙ্গকম্। কণা তালং শুণ্ঠী বঙ্গং প্রত্যেকং ভাগসম্মিতম্। সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহং বিড়ঙ্গং সর্ব্বতুল্যকম্। লৌহং বিড়ঙ্গকং নাম কোষ্ঠস্থক্রিমিনাশনম্। দুর্নাম অরুচিঞ্চৈব মন্দাগ্নিঞ্চ বিসূচিকাম্। শোথং শূলং জ্বরং হিক্কাং শ্বাসং কাসং

বিনাশয়েৎ।।

পারদ, গন্ধক, মরিচ, জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, হরিতাল, শুঁঠ, বঙ্গ প্রত্যেক দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া তাহাতে সর্ব্বসমান লৌহ প্রদান করিবে। তৎপরে লৌহ প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য একত্র করত তাহার সমান বিড়ঙ্গ দিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনে অর্শঃ, অরুচি, মন্দাগ্নি, বিসূচিকা, শোথ, শূল, জ্বর, হিক্কা, শ্বাস ও কাস রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ক্রিমিঘাতিনী গুড়িকা

রসগন্ধাজমোদানাং ক্রিমিঘ্নব্রহ্মবীজয়োঃ। একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ তিন্দোবীজস্য ষট্ ক্রমাৎ।। সংচূর্ণ্য মধুনা সর্ব্বং গুড়িকাং ক্রিমিঘাতিনীম্। খাদন্ পিপাসুস্তোয়ঞ্চ মুস্তানাং ক্রিমিশান্তয়ে। আখুপর্ণীকষায়ং বা প্রপিবেচ্ছর্করান্বিতম্।।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, বামুনহাটীর বীজ ৫ তোলা, কেঁউ ৬ তোলা, এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে পিপাসা উপস্থিত হইলে মুতার অথবা ইন্দুরকাণির ক্বাথ চিনির সহিত পান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে শীঘ্র ক্রিমি নষ্ট হয়।

ত্রিফলাদ্যং ঘৃতম্

ত্রিফলা ত্রিবৃতা দন্তী বচা কম্পিল্লকং তথা। সিদ্ধমেভির্গবাং মূত্রৈঃ সর্পিঃ ক্রিমিবিনাশনম্। সর্ব্বান্ ক্রিমীন্ প্রণুদতি বজ্রং মুক্তমিবাসুরান্।।

ঘৃত ৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ—ত্রিফলা, তেউড়ী, বৃহৎ দন্তীমূলের ছাল, বচ, কমলাগুঁড়ি মিলিত ১ সের। এই ঘৃত পান করিলে সমুদায় ক্রিমি নষ্ট হয়।

ত্রিফলায়াস্ত্রয়ঃ প্রস্থা বিড়ঙ্গ প্রস্থ এব চ। দীপনং দশমূলঞ্চ লাভতঃ * সমুপাহরেৎ।। পাদশেষে জলদ্রোণে শৃতে সর্পির্বিপাচয়েৎ। প্রস্থোন্মিতং সিন্ধুযুতং তৎ পরং ক্রিমিনাশনম্।। বিড়ঙ্গ ঘৃতমেতদ্ধি লেহ্যং শর্করয়া সহ।।

(দীপনং পঞ্চকোলম্) * দ্বিপলং দশমূলঞ্চেতি পাঠান্তরম্।

হরীতকী ১৬ পল, বহেড়া ১৬ পল, আমলকী ১৬ পল, বিড়ঙ্গ ১৬ পল, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ মিলিত ১৬ পল, দশমূল মিলিত ১৬ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ—সৈন্ধবলবণ ১ সের। এই ঘৃত পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

সবিড়ঙ্গগন্ধকশিলা সিদ্ধং সুরভিজলেন কটুতৈলম্। আজন্ম নয়তি নাশং লিক্ষাসহিতাংশ্চ যূকাংশ্চ।।

(শিলা মনঃশিলা। গন্ধকশিলাশব্দেন গন্ধক ইতি ভানুঃ)

কটুতৈল ৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ—বিড়ঙ্গ, গন্ধক, মনঃশিলা মিলিত ১ সের, একত্র পাক করিবে। এই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে সমুদায় উকুন নষ্ট হয়।

ধুস্তূরতৈলম্

ধুস্তূরপত্রকল্কেন তদ্রসেন চ সাধিতম্। তৈলমভ্যঙ্গমাত্রেণ যূকান্ নাশয়তি ধ্রুবম্।।

কটুতৈল ৪ সের, ধুতূরাপাতার রস ১৬ সের। কল্কার্থ—ধুতুরাপত্র ১ সের। একত্র পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে মাথার সমস্ত উকুন মরিয়া যায়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

ক্রিমিরোগে পথ্যানি

আস্থাপনং কায়শিরোবিরেচনং ধূমঃ কফঘ্নানি শরীরমার্জ্জনা। চিরন্তনা বৈণবরক্তশালয়ঃ পটোলবেত্রাগ্রসোনবাস্তুকম্। হুতাশমন্দারদলানি সর্ষপনবীনমোচং বৃহতীফলান্যপি। তিক্তানি নালীতদলানি মৌষিকং মাংসং বিড়ঙ্গং পিচুমর্দ্দপল্লবম্।। পথ্যা চ তৈলং তিলসর্ষপোদ্ভবম্ সৌবীরশুক্তঞ্চ তুষোদকং মধু। পচেলিমং তালমরুষ্করং গবাম্ মূত্রঞ্চ তাম্বূলসুরামৃগাণ্ডজম্।। ঔষ্ট্রাণি মূত্রাজ্যপয়াংসি রামঠং ক্ষারাজমোদা খদিরঞ্চ বৎসকম্। জম্বীরনীরং সুষবী যমানিকা সারাঃ সুরাহ্বাগুরুশিংশপোদ্ভবাঃ।। তিক্তঃ কষায়ঃ কটুকো রসোহ্প্যয়ং বর্গো নরাণাং ক্রিমিরোগিণাং সুখঃ।।

গুহ্যে পিচকারী প্রদান, বিরেচন, নস্য, কফঘ্ন ক্রিয়া, ধূমপান, শরীরমার্জ্জনা, বাঁশের ও রক্তবর্ণ ধান্যের পুরাতন তণ্ডুল, পটোল, বেতাগা, রসুন, বেতো শাক, চিতার পাতা, পালিধা মাদারের পাতা, সর্ষপ, কলার মোচা, বৃহতীর ফল, তিক্তদ্রব্য, নালিতাপাতা, ইন্দুরের মাংস, বিড়ঙ্গ, নিম্বপত্র, হরীতকী, তিলের ও সর্ষপের তৈল, সৌবীর (সন্ধানবিশেষ), শুক্ত, তুষোদক, মধু, ধান্যাদি স্বয়ংপক্ক দ্রব্য, পক্কতাল, ভেলা, গোমূত্র, পান, মদ্য, মৃগনাভি, উষ্ট্রের মূত্র, ঘৃত ও দুগ্ধ, হিং, যবক্ষার, বনযমানী, খয়ের, ইন্দ্রযব, লেবুর রস, করোলা শাক, যমানী, দেবদারু, অগুরুকাষ্ঠ ও শিশুকাষ্ঠের সার, তিক্ত কষায় ও ঝাল রস, এই সকল ক্রিমিরোগের হিতকর।

ক্রিমিরোগেহ্পথ্যানি

ছর্দ্দিঞ্চ তদ্বেগবিধারণঞ্চ বিরুদ্ধপানাশনমহ্নি নিদ্রাঃ। দ্রবঞ্চ পিষ্টান্নমজীর্ণতাঞ্চ ঘৃতানি মাষান্ দধি পত্রশাকম্।। মাংসং পয়োহ্ম্লং মধুরং রসঞ্চ ক্রিমীন্ জিঘাংসুঃ পরিবর্জ্জয়েচ্চ।

বমন, বমনবেগ-ধারণ, বিরুদ্ধ পান, বিরুদ্ধ ভোজন, দিবানিদ্রা, তরল দ্রব্য, পিষ্টক, অজীর্ণতা, ঘৃত, মাষকলায়, দধি, পত্রশাক, মাংস, দুগ্ধ, অম্লরস, মধুররস, ক্রিমিনাশেচ্ছু ব্যক্তির এই সমস্ত পরিত্যাজ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ সংগ্রহে ক্রিমিরোগাধিকারঃ।

পাণ্ডুরোগাধিকার

পাণ্ডুরোগ-নিদানম্

পাণ্ডুরোগাঃ স্মৃতাঃ পঞ্চ বাতপিত্তকফৈস্ত্রয়ঃ। চতুর্থঃ সন্নিপাতেন পঞ্চমো ভক্ষণান্মৃদঃ।। ব্যায়ামমম্লং লবণানি মদ্যং মৃদং দিবাস্বপ্নমতীব তীক্ষ্ণম্। নিষেবমাণস্য প্রদূষ্য রক্তং দোষাস্ত্বচং পাণ্ডুরতাং নয়ন্তি।। ত্বক্‌স্ফোটনষ্ঠীবনগাত্রসাদ-মৃদ্ভক্ষণঃ প্রেক্ষণকূটশোথাঃ। বিণ্মূত্রপীতত্বমথাবিপাকো ভবিষ্যতস্তস্য পুরঃসরাণি।। ত্বঙ্‌মূত্রনয়নাদীনাং রুক্ষকৃষ্ণারুণাভতা। বাতপাণ্ড্বাময়ে তোদ-কম্পানাহভ্রমাদয়ঃ।। পীতমূত্রশকৃন্নেত্রো দাহতৃষ্ণাজ্বরান্বিতঃ। ভিন্নবিট্‌কোহতিপীতাভঃ পিত্তপাণ্ড্বাময়ী নরঃ।। কফপ্রসেকশ্বয়থু-তন্দ্রালস্যাতিগৌরবৈঃ। পাণ্ডুরোগী কফাচ্ছুক্লৈস্ত্বঙ্‌মূত্রনয়নাননৈঃ।। জ্বরারোচকহৃল্লাস-চ্ছর্দ্দিতৃষ্ণাক্লমান্বিতঃ। পাণ্ডুরোগী ত্রিভির্দোষৈস্ত্যাজ্যঃ ক্ষীণো হতেন্দ্রিয়ঃ।। মৃত্তিকাদনশীলস্য কুপ্যত্যন্যতমো মলঃ। কষায়া মারুতং পিত্তমূষরা মধুরা কফম্।। কোপয়েন্মৃদ্রসাদীংশ্চ রৌক্ষ্যাদ্ভুক্তঞ্চ রুক্ষয়েৎ। পূরয়ত্যবিপক্কৈব স্রোতাংসি নিরুণদ্ধ্যপি।। ইন্দ্রিয়াণাং বলং হত্বা তেজোবীর্য্যৌজসী তথা। পাণ্ডুরোগং করোত্যাশু বলবর্ণাগ্নিনাশনম্।।

পাণ্ডুরোগ পাঁচ প্রকার। যথা— বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতজ ও মৃদ্ভক্ষণজ।

ব্যায়াম (ব্যায়াম স্থলে ব্যবায় এই পাঠও দৃষ্ট হয়, ব্যবায় অর্থাৎ মৈথুন) অম্ল, লবণ, মদ্য, মৃত্তিকা, দিবানিদ্রা, তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য (লঙ্কা মরিচ ও রাইসর্ষপাদি) এই সকল বাহুল্যরূপে সেবন করিলে, বাতাদি দোষত্রয় রক্তকে দূষিত করিয়া ত্বক্‌কে পাণ্ডুবর্ণ করে।

পাণ্ডুরোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ত্বকের স্ফুটন (ফাটা ফাটা), মুখ দিয়া জল উঠা, শরীরের

অবসন্নতা, মৃদ্‌ভক্ষণের ইচ্ছা, অক্ষিগোলকে শোথ, মলমূত্রের পীতবর্ণতা এবং অন্নের অপাক, এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে।

বাতজ পাণ্ডুরোগে ত্বক্ মূত্র ও নয়নাদি রুক্ষ কৃষ্ণ বা অরুণ বর্ণ হয় এবং কম্প, সূচীবেধবদ্ বেদনা, আনাহ ও ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক পাণ্ডুরোগে সমস্ত দেহ এবং মল মূত্র ও নেত্র অতি পীতবর্ণ হয়। ইহাতে দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর ও ভাঙ্গা মল নির্গম, এই সকল লক্ষণ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মজ পাণ্ডুরোগে মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব, শোথ, তন্দ্রা, আলস্য, দেহের অতি গুরুতা এবং ত্বক্ মূত্র নয়ন ও আননের শুক্লবর্ণতা জন্মিয়া থাকে।

সান্নিপাতিক পাণ্ডুরোগে উক্ত বাতাদি লক্ষণসকল সঙ্ঘটিত হয়। ইহাতে জ্বর, অরুচি, বমির বেগ, বমি, তৃষ্ণা, ক্লান্তি এবং ক্ষীণতা ও ইন্দ্রিয়শক্তিনাশ, এই সকল উপদ্রব ঘটিলে রোগিকে ত্যাগ করিবে।

মৃত্তিকাভক্ষণশীল ব্যক্তির বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে কোন একটি দোষ কুপিত হয় অর্থাৎ কষায় রসবিশিষ্ট মৃত্তিকা বায়ুকে, ক্ষারবিশিষ্ট মৃত্তিকা পিত্তকে ও মধুররসবিশিষ্ট মৃত্তিকা কফকে কুপিত করিয়া থাকে। ভুক্ত মৃত্তিকা নিজ রৌক্ষ্য গুণে রসাদি ধাতুসমূহকে ও ভুক্ত অন্নকে রুক্ষ করিয়া তুলে এবং ঐ মৃত্তিকা অজীর্ণ অবস্থাতেই রসবহাদি স্রোতঃসকলকে পূর্ণ ও রুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়শক্তি, দীপ্তি, বীর্য্য ও সর্ব্বধাতুসার ওজঃপদার্থের বিনাশপূর্ব্বক শীঘ্র বল বর্ণ ও অগ্নি নাশ করিয়া পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে।

পাণ্ডুরোগ-চিকিৎসা

সাধ্যন্তু পাণ্ড্বাময়িনং সমীক্ষ্য স্নিগ্ধং ঘৃতেনোর্দ্ধমধশ্চ শুদ্ধম্। সম্পাদয়েৎ ক্ষৌদ্রঘৃতপ্রগাঢ়ৈ-হরীতকীচূর্ণময়ৈঃ প্রয়োগৈঃ।।

লক্ষণাদি দর্শন করিয়া পাণ্ডুরোগ সাধ্য বলিয়া বুঝিতে পারিলে স্নেহনার্থ প্রথমে রোগিকে কল্যাণক, পঞ্চগব্য ও মহাতিক্তাদি ঘৃত পান করাইবে। পরে বিরেচন ও মৃদু বমন দ্বারা ঊর্দ্ধাধঃ পরিশুদ্ধ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত হরীতকী-চূর্ণবহুল ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

পিবেদ্ ঘৃতং বা রজনীবিপক্বং যৎ ত্রৈফলং তৈল্বকমেব বাপি। বিরেচনদ্রব্যকৃতান্ পিবেদ্ বা যোগাংশ্চ বৈরেচনিকান্ ঘৃতেন।।

পাণ্ডুরোগে হরিদ্রার ক্বাথে ও কল্কে সিদ্ধ ঘৃত, ত্রিফলার ক্বাথ ও কল্কসাধ্য ত্রৈফল ঘৃত অথবা বাতব্যাধ্যুক্ত তৈল্বক ঘৃত প্রযোজ্য; কিংবা তেউড়ী প্রভৃতি বৈরেচনিক-দ্রব্যসংস্কৃত ঘৃত অথবা ঘৃতের সহিত বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থেয়।

বিধিঃ স্নিগ্ধশ্চ বাতোত্থে তিক্তশীতস্তু পৈত্তিকে। শ্লৈষ্মিকে কটুরুক্ষোষ্ণঃ কার্য্যো মিশ্রস্তু মিশ্রকে।

বাতজ পাণ্ডুরোগে স্নিগ্ধ ক্রিয়া, পিত্তজ পাণ্ডুরোগে তিক্ত প্রয়োগ ও শীতল ক্রিয়া, কফজ পাণ্ডুরোগে কটু রুক্ষ ও উষ্ণ ক্রিয়া এবং মিশ্র পাণ্ডুরোগে মিশ্র চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

পাণ্ডুরোগে সদা সেব্যা সগুড়া চ হরীতকী।।

পাণ্ডুরোগে গুড়ের সহিত হরীতকী নিত্য সেবন করা কর্ত্তব্য।

ত্রিফলাক্কথিতং তোয়ং সঘৃতঞ্চ সশর্করম্। বাতপাণ্ড্বাময়ী পীত্বা স্বাস্থ্যমাশু ব্রজেদ্ ধ্রুবম্।।

বাতজ পাণ্ডুরোগে ঘৃত ও চিনির সহিত ত্রিফলার ক্বাথ নিত্য পান করিলে আশু উপকার হইয়া থাকে।

দ্বিশর্করং ত্রিবৃচ্চূর্ণং পলার্দ্ধং পৈত্তিকে পিবেৎ। কফপাণ্ডৌ চ গোমূত্র-যুক্তাং ক্লিন্নাং হরীতকীম্।।
নাগরং লৌহচূর্ণং বা কৃষ্ণাং পথ্যাং তথাশ্মজম্। গুগ্‌গুলুং বাথ মূত্রেণ কফপাণ্ড্বাময়ী পিবেৎ।।
সপ্তরাত্রং গবাং মূত্রে ভাবিতং বাপ্যয়োরজঃ। পাণ্ডুরোগপ্রশান্ত্যর্থং পয়সা প্রপিবেন্নরঃ।।

পিত্তজনিত পাণ্ডুরোগে ২ তোলা ৫ মাষা ৪ রতি চিনির সহিত ১০ মাষা ৮ রতি তেউড়ী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

কফজ পাণ্ডুরোগে হরীতকী গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। সেই ক্লিন্ন হরীতকী গোমূত্রে পেষণ ও গোমূত্রে আলোড়ন করিয়া সেবন করিতে দিবে।

অথবা গোমূত্রের সহিত শুঁঠচূর্ণ ৪ মাষা ও লৌহভস্ম ১ মাষা, বা পিপুলচূর্ণ ৪ মাষা, ও হরীতকীচূর্ণ ৪ মাষা, কিংবা শুদ্ধ শিলাজতু ৩ মাষা অথবা ঘৃতপেষিত গুগ্‌গুলু ৮ মাষা ব্যবস্থা করিবে। লৌহচূর্ণ সাত দিবস গোমূত্রে ভাবনা দিয়া উহা দুগ্ধের সহিত পান করিতে দিলেও বিশেষ উপকার হয়।

অয়স্তিলত্র্যূষণকোলভাগৈঃ সর্ব্বৈঃ সমং মাক্ষিকধাতুচূর্ণম। তৈর্মোদকঃ ক্ষৌদ্রযুতোহনুতক্রঃ পাণ্ড্বাময়ে দূরগতেঽপি শস্তঃ।।

লৌহচূর্ণ, কৃষ্ণতিল, ত্রিকটু, (শুঁঠ পিপুল মরিচ) ও কুলের আঁটীর শাঁস প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বসম শোধিত স্বর্ণমাক্ষিকচূর্ণ একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক তক্র অনুপানে সেবন করিলে অতি কঠিন পাণ্ডুরোগও বিনষ্ট হয়।

ফলত্রিকাদিকষায়ঃ

ফলত্রিকামৃতাবাসা-তিক্তাভূনিম্বনিম্বজঃ। ক্বাথঃ ক্ষৌদ্রযুতো হন্যাৎ পাণ্ডুরোগং সকামলম্।।

ত্রিফলা, গুলঞ্চ, বাসক, কটকী, চিরতা ও নিম, ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে পাণ্ডু ও কামলারোগ প্রশমিত হয়।

বাসাদি-কষায়ঃ

বাসামৃতানিম্বকিরাতকটী কষায়কোঽয়ং সমধুনিপীতঃ। সকামলং পাণ্ডুমথাস্রপিত্তং হলীমকং হন্তি কফাদিরোগান্।।

বাসক, গুলঞ্চ, নিমছাল, চিরতা ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে পাণ্ডু,

কামলা, রক্তপিত্ত, হলীমক ও কফজ রোগসকল বিনষ্ট হয়।

লৌহভস্ম-যোগঃ

অতিশুদ্ধময়োভস্ম সর্পিঃক্ষৌদ্রযুতং লিহেৎ। পাণ্ডুরোগস্য নাশায় কামলানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।।

অতি বিশুদ্ধ (অনুমান ৫০০ পুটিত) লৌহভস্ম ঘৃত ও মধু সংযোগে লেহন করিলে পাণ্ডু ও কামলা রোগ বিনষ্ট হয়।

অয়মলন্তু সন্তপ্তং ভুয়ো গোমূত্রশোধিতম্। মধুসর্পির্যুতং চূর্ণং সহ ভক্তেন যোজয়েৎ। দীপনঞ্চাগ্নিজননং শোথপাণ্ড্বাময়াপহম্।।

পাণ্ডুরোগির শোথ থাকিলে, মণ্ডুর বারংবার (সাতবার) অগ্নিতে সন্তপ্ত ও গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিয়া ঐ শোধিত মণ্ডূরচূর্ণ ৪ মাষা ৩ ভাগ করিয়া ভোজনের আদি মধ্য ও অন্তে ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করত অন্নের সহিত সেবন করিতে দিবে। অনুপান—তক্র কিংবা দুগ্ধ। ইহাতে পাণ্ডু ও শোথ নিবারিত এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

কামলা-নিদানম্

পাণ্ডুরোগী তু যোঽত্যর্থং পিত্তলানি নিষেবতে। তস্য পিত্তমসৃঙ্মাংসং দগ্ধ্বারোগায় কল্পতে।। হারিদ্রনেত্রঃ স ভৃশং হারিদ্রত্বঙ্‌নখাননঃ। রক্তপীতশকৃন্মূত্রো ভেকবর্ণো হতেন্দ্রিয়ঃ।। দাহাবিপাকদৌর্ব্বল্য-সদনারুচিকর্ষিতঃ। কামলা বহুপিত্তৈষা কোষ্ঠশাখাশ্রয়া মতা।।

যে পাণ্ডুরোগী বাহুল্যরূপে পিত্তকর দ্রব্যসকল সেবন করে, তাহার কুপিত পিত্ত, রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া কামলারোগ (ন্যাবা) উৎপাদন করে। এই কামলারোগে রোগির নেত্র, ত্বক্, নখ ও আনন অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ, মলমূত্র পীত বা রক্তবর্ণ এবং শরীর বর্ষাকালের ভেকের ন্যায় পীতবর্ণ হয়। রোগির ইন্দ্রিয়শক্তি লোপ, দাহ, অপরিপাক, দৌর্ব্বল্য, অবসাদ ও অরুচি হইয়া থাকে। সঞ্চিত বহু পিত্ত হইতে কামলার উৎপত্তি হয়। ইহা দুই প্রকার—এক প্রকার কোষ্ঠাশ্রয়া, অপর প্রকার রক্তাদিধাত্বাশ্রয়া।

কামলা-চিকিৎসা

কল্যাণকং পঞ্চগব্যং মহাতিক্তমথাপি বা। স্নেহনার্থং ঘৃতং দদ্যাৎ কামলাপাণ্ডুরোগিণে।। রেচনং কামলার্ত্তস্য স্নিগ্ধস্যাদৌ প্রযোজয়েৎ। ততঃ প্রশমনী কার্য্যা ক্রিয়া বৈদ্যেন জানতা।।

পাণ্ডু ও কামলা রোগিকে কল্যাণক ঘৃত, পঞ্চগব্য ঘৃত অথবা মহাতিক্তক ঘৃত স্নেহনার্থ পান করিতে দিবে। তাহাকে স্নেহ পান করাইয়া প্রথমে পিত্তহরণার্থ রেচন, তৎপরে শমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

গুড়ূচীপত্রকল্কং বা পিবেৎ তক্রেণ কামলী।।

গুলঞ্চের পাতা বাটিয়া তক্রের সহিত সেবন করিলে কামলা প্রশমিত হয়।

গবাং পয়ঃ সমাগরং প্রিয়ে নিহন্তি কামলাম্।।

গব্যদুগ্ধ শুঁঠের গুঁড়ার সহিত পান করিলে কামলা বিনষ্ট হয়।

লৌহচূর্ণং নিশাযুগ্মং ত্রিফলা কটুরোহিণী। প্রলিহ্য মধুসর্পির্ভ্যাং কামলার্ত্তঃ সুখী ভবেৎ।।

লৌহচূর্ণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা ও কট্‌কীচূর্ণ ঘৃত এবং মধুর সহিত লেহন করিলে কামলা বিনষ্ট হয়।

নিশাচূর্ণং কর্ষমিতং দধ্নঃ পলমিতং তথা। প্রাতঃ সংসেবনং কুর্য্যাৎ কামলানাশনং পরম্।।

হরিদ্রাচূর্ণ ২ তোলা, ৮ তোলা দধির সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে কামলা রোগ নিবারিত হয়।

ত্রিফলায়া গুড়ূচ্যা বা দার্ব্ব্যা নিম্বস্য বা রসঃ। প্রাতর্মাক্ষিকসংযুক্তঃ শীলিতঃ কামলাপহঃ।।

ত্রিফলা, গুড়ূচী, দারুহরিদ্রা বা নিমের রস মধুর সহিত প্রত্যহ প্রভাতে পান করিলে কামলারোগ প্রশমিত হয়।

অঞ্জনং কামলার্ত্তস্য দ্রোণপুষ্পীরসঃ স্মৃতঃ। নিশাগৈরিকধাত্রীণাং চূর্ণং বা সংপ্রকল্পয়েৎ॥

কামলারোগির নেত্রে ঘল্‌ঘসিয়ার রস অথবা হরিদ্রা, গেরিমাটী ও আমলকীচূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে কামলা রোগ নিবারিত হয়।

নস্যং কর্কোটমূলং বা ঘ্রেয়ং বা জালিনীফলম্।।

কাঁকরোলমূলের রস অথবা পীত ঘোষাফলচূর্ণ বা ঘোষাফল জলে ঘষিয়া সেই জল নস্যরূপে ব্যবহার করিলে কামলা রোগের শান্তি হয়।

অপহরতি কামলার্ত্তিং নস্যেন কুমারিকাজলং সদ্যঃ।।

ঘৃতকুমারীর রসের নস্য লইলে কামলা রোগ সদ্যঃ প্রশমিত হয়।

অয়োরজো ব্যোষবিড়ঙ্গচূর্ণং লিহেদ্ধরিদ্রাং ত্রিপলান্বিতাং বা। সশর্করা কামলিনাং ত্রিভণ্ডী হিতা গবাক্ষী সগুড়া চ শুণ্ঠী।।

লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গচূর্ণ অথবা দারুহরিদ্রা ও ত্রিফলাচূর্ণ মধু ও ঘৃতসহ কিংবা বিরেচনার্থ শর্করা ও তেউড়ীচূর্ণ অথবা শর্করা, তেউড়ী ও রাখালশশা বা গুড় ও শুঁঠচূর্ণ কামলারোগে হিতকর।

তুল্যা অয়োরজঃপথ্যা হরিদ্রাঃ ক্ষৌরসর্পিষা। চূর্ণিতাঃ কামলী লিহ্যাদ্ গুড়ক্ষৌদ্রেণ বাভয়াম্।।

লৌহচূর্ণ, হরীতকী ও হরিদ্রাচূর্ণ, মধু এবং ঘৃতের সহিত অথবা হরীতকীচূর্ণ গুড় ও মধুর সহিত লেহন করিলে কামলারোগ বিনষ্ট হয়।

ধাত্রীলৌহরজোব্যোষ-নিশাক্ষৌদ্রোজ্যশর্করাঃ। লীঢ়ানিবারয়ত্যাশু কামলামুদ্ধতামপি।।

আমলকী, লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু ও হরিদ্রা, ঘৃত মধু ও চিনির সহিত লেহন করিলে উৎকট কামলাও আশু নিবারিত হয়।

কুম্ভকামলা-নিদানম্

কালান্তরাৎ খরীভূতা কৃচ্ছ্রা স্যাৎ কুম্ভকামলা।।

কালাধিক্যে কামলারোগ খরীভূত হইয়া কুম্ভকামলারূপে পরিণত হয়। ইহা অতি কষ্টসাধ্য।

কুম্ভকামলা-চিকিৎসা

কুম্ভাখ্যকামলায়াস্তু হিতঃ কামলিকো বিধিঃ।।

কামলার চিকিৎসানুসারে কুম্ভকামলার চিকিৎসা করিবে।

দগ্ধাক্ষকাষ্ঠৈর্মলমায়সন্তু গোমূত্রনির্ব্বাপিতমষ্টবারান্। বিচূর্ণ্য লীঢ়ং মধুনা চিরেণ কুম্ভাহ্বয়ং পাণ্ডুগদং নিহন্তি।।

বহেড়াকাষ্ঠের অগ্নিতে মণ্ডুর দগ্ধ করিয়া ক্রমশঃ আট বার গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিবে। সেই মণ্ডুর চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে কুম্ভকামলা রোগ অচিরে বিনষ্ট হয়।

হলীমক-নিদানম্

যদা তু পাণ্ডোর্বর্ণঃ স্যাদ্ধরিতঃ শ্যাবপীতকঃ। বলোৎসাহক্ষয়স্তন্দ্রা মন্দাগ্নিত্বং মৃদুর্জ্বর।।
স্ত্রীষ্বহর্ষোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ দাহস্তৃষ্ণারুচির্ভ্রমঃ। হলীমকং তদং তস্য বিদ্যাদনিলপিত্ততঃ ।।

যখন পাণ্ডুরোগির বর্ণ হরিত, শ্যাব বা পীত হয় এবং বল ও উৎসাহের হ্রাস, তন্দ্রা, অগ্নিমান্দ্য, মৃদুজ্বর, রতিক্রিয়ায় অনিচ্ছা, অঙ্গবেদনা, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি ও ভ্রম এই সকল উপদ্রব ঘটে, তখন পাণ্ডুরোগ হলীমক নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

হলীমক-চিকিৎসা

পাণ্ডুরোগক্রিয়াং সর্ব্বাং যোজয়েচ্চ হলীমকে। কামলায়াঞ্চ যাদিষ্টা সাপি কার্য্যা ভিষগ্বরৈঃ।।

হলীমক রোগে পাণ্ডু ও কামলারোগোক্ত চিকিৎসা করিবে।

মারিতঞ্চায়সং চূর্ণং মুস্তাচূর্ণেন সংযুতম্। খদিরস্য কষায়েণ পিবেদ্ধন্তুং হলীমকম্।।

জারিত লৌহচূর্ণ, খয়েরের ক্বাথ ও মুস্তাচূর্ণের সহিত সেবন করিলে হলীমক রোগ নিবারিত হয়।

সিতাতিক্তাবলাযষ্টি-ত্রিফলারজনীযুগৈঃ। লৌহং লিহ্যাৎ সমধ্বাজ্যং হলীমকনিবৃত্তয়ে।।

হলীমকরোগ-শান্তির জন্য কটুকী, বেড়েলা, যষ্টিমধু, ত্রিফলা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান লৌহ; একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃত মধু ও চিনির সহিত লেহন করিবে।

যোগরাজঃ

ত্রিফলায়াস্ত্রয়ো ভাগাস্ত্রয়স্ত্রিকটুকস্য চ। ভাগশ্চিত্রকমূলস্য বিড়ঙ্গরনাং তথৈব চ।। পঞ্চাশ্মজতুনো ভাগাস্তথা রূপ্যমেলস্য চ। মাক্ষিকস্য বিশুদ্ধস্য লৌহস্য রজসস্তথা।। অষ্টৌ ভাগাঃ সিতায়াশ্চ তৎ সর্ব্বং শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতম্। মাক্ষিকেনাপ্লুতং স্থাপ্যমায়সে ভাজনে শুভে।। উড়ুম্বরসমাং মাত্রাং ততঃ খাদেদ্ যথাগ্নিনা। দিনে দিনে প্রয়োগেণ জীর্ণে ভোজ্যং যথেপ্সিতম্।। বর্জ্জয়িত্বা কুলত্থাংশ্চ কাকমাচীং কপোতকান্। যোগরাজ ইতি খ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ।। রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বরোগহরং পরম্। পাণ্ডুরোগং বিষং কাসং যক্ষ্মানং বিষমজ্বরম্।। কুষ্ঠান্যজরকং মেহং শ্বাসং হিক্কামরোচকম্। বিশেযাদ্ধস্ত্যপস্মারং কামলাং গুদজানি চ।।

মিলিত ত্রিফলা ৩ পল, ত্রিকটু মিলিত ৩ পল, চিতামূল ১ পল, বিড়ঙ্গ ১ পল, শিলাজতু, রৌপ্যমল, স্বর্ণমাক্ষিক ও লৌহচূর্ণ প্রত্যেক ৫ পল, চিনি ৮ পল; এই সকল দ্রব্য শ্লক্ষ্ণ-চূর্ণিত ও মধু দ্বারা আপ্লুত করিয়া লৌহভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা — ২ তোলা পর্য্যন্ত। কিন্তু বয়স ও অগ্নি বিবেচনা করিয়া সেবন করিবে। বৈদ্যেরা ২ আনা মাত্রায় আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা পাণ্ডু ও মূলের লিখিত রোগসকল নিবারিত হয়। এই যোগরাজ অমৃততুল্য। ইহা সর্ব্বরোগঘ্ন ও শ্রেষ্ঠ রসায়ন। কুলত্থকলাই, কাকমাচী ও কপোতমাংস পরিত্যাজ্য।

আমলক্যবলেহঃ

রসমামলকানাস্তু সংশুদ্ধং যন্ত্রপীড়িতম্। দ্রোণং পচেচ্চ মৃদ্বগ্নৌ তত্র চেমানি দাপয়েৎ।। চূর্ণিতং পিপ্পলীপ্রস্থং মধুকং দ্বিপলং তথা। প্রস্থং গোস্তনিকায়াশ্চ দ্রাক্ষায়াঃ কিল পেষিতম্।। শৃঙ্গবেরপলে দ্বে তু তুগাক্ষীর্য্যাঃ পলদ্বয়ম্। তুলার্দ্ধং শর্করায়াশ্চ ঘনীভূতং সমুদ্ধরেৎ।। মধুপ্রস্থসমাযুক্তং লেহবৎ পলসম্মিতম্। হলীমকং কামলাঞ্চ পাণ্ডুত্বঞ্চাপকর্ষতি।।

আমলকীর রস ৬৪ সের, মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে ও তাহাতে পিপুলচূর্ণ ২ সের, যষ্টিমধুচূর্ণ ২ পল, পেষিত কিস্‌মিস ২ সের, দ্রাক্ষা ২ সের, শুঁঠচূর্ণ ২ পল, বংশলোচন ২ পল, চিনি ৬ সের ১ পোয়া, এই সকল দ্রব্য প্রক্ষেপ দিবে। পাকে ঘনীভূত হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে তাহাতে মধু ৪ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—১ পল পর্য্যন্ত। ইহাতে হলীমক, কামলা ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়।

ধাত্র্যরিষ্টঃ

ধাত্রীফলসহস্রে দ্বে পীড়য়িত্বা রসং ভিষক্। ক্ষৌদ্রাষ্টভাগং পিপ্পল্যাশ্চূর্ণার্দ্ধকুড়বান্বিতম্।। শর্করার্দ্ধতুলোন্মিশ্রং পক্ষং স্নিগ্ধঘটে স্থিতম্। প্রপিবেৎ পাণ্ডুরোগার্ত্তো জীর্ণে হিতমিতাশনঃ।। কামলাপাণ্ডুহৃদ্রোগ-বাতাসৃগ্‌বিষমজ্বরান্। কাসহিক্কারুচিশ্বাসানেশোঽরিষ্টঃ প্রণাশয়েৎ।।

দুই সহস্র আমলকীর ফল নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার রস গ্রহণ করিবে। অনন্তর সেই রসে পিপ্পলী এক পোয়া, চিনি ছয় সের এক পোয়া এবং আমলকীরসের অষ্টম ভাগ মধু প্রক্ষেপ দিয়া এক পক্ষ কাল একটি ঘৃতভাবিত কলসে রাখিবে। ইহা অগ্নি বল ও বয়সাদি বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে হিত ও পরিমিত ভোজন করিবে। ইহা দ্বারা পাণ্ডু, কামলা প্রভৃতি শ্লোকোল্লিখিত রোগসকল প্রশমিত হয়।

নবায়স-চূর্ণম্

ত্র্যূষণত্রিফলামুস্ত-বিড়ঙ্গচিত্রকাঃ সমাঃ। * নবায়োরজসো ভাগাস্তচ্চূর্ণং মধুসর্পিষা।

ভক্ষয়েৎ পাণ্ডুহৃদ্রোগ-কুষ্ঠার্শঃকামলাপহম্।।

* (একভাগাপেক্ষয়া নবগুণং মণ্ডূরচূর্ণমিতি শিবদাসঃ।)

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ৯ তোলা (শিবদাসসেনের মতে মণ্ডূর ৯ তোলা), এই সমুদায় (জলে মর্দ্দন করিয়া বটিকা) চূর্ণ করিবে। পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগে মধু ও ঘৃতের সহিত সেবনীয়। ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ৯ রতি পর্য্যন্ত মাত্রা ব্যবস্থা করিবে।

নিশালৌহম্

লৌহচূর্ণং নিশাযুগ্মং ত্রিফলারোহিণীযুতম্। প্রলিহ্যান্মধুসর্পির্ভ্যাং কামলাপাণ্ডুশান্তয়ে।।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা ও কট্‌কী প্রত্যেক সমভাগ, এই সকল দ্রব্যের সমান লৌহচূর্ণ একত্র করিয়া মধু ও ঘৃতসহ সেবন করিলে পাণ্ডু ও কামলা প্রশমিত হয়।

ত্রিকত্রয়াদ্যং লৌহম্

পলং লৌহস্য কিট্টস্য পলং গব্যস্য সর্পিষঃ। সিতায়াশ্চ পলঞ্চৈকং মধুনশ্চ পলং তথা।। তোলৈকং কান্তলৌহস্য ত্রিকত্রয়সমন্বিতম্। ততঃ পাত্রে বিধাতব্যং লৌহে বা মৃন্ময়ে তথা।। ভাবিতং মধুসর্পির্ভ্যাং রৌদ্রে শিশির এব চ। ভোজনাদৌ তথা মধ্যে চান্তে চৈব প্রযোজয়েৎ।। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হলীমকমথাপি চ। অম্লপিত্তং তথা শূলং শূলঞ্চ পরিণামজম্।। কাসং পঞ্চবিধঞ্চৈব প্লীহশ্বাসজ্বরানপি। অপস্মারং তথোন্মাদমুদরং গুল্মমেব চ।। অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ শ্বয়থুঞ্চ সুদারুণম্। নিহন্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা।।

মণ্ডূর ১ পল, চিনি ১ পল, কান্তলৌহ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতামূল, মুতা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য লৌহখলে গব্য ঘৃত ১ পল ও মধু ১ পলের সহিত লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ৭ দিবস রৌদ্রে ও শিশিরে রাখিবে, প্রত্যহ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। মৃৎপাত্রেও প্রস্তুত হইতে পারে (ইহার মাত্রা—১ মাষা)। ভোজনকালে প্রথম গ্রাসের সহিত একবার সেবনীয়। অন্যমতে প্রথম গ্রাসের সহিত একবার ও মধ্যে একবার এবং শেষ গ্রাসের সহিত একবার সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়। আহারের সহিত সেবনে বিশেষ কষ্ট বা নিতান্ত অপ্রবৃত্তি হইলে কুলেখাড়ার রস বা দুগ্ধাদি অনুপানের ব্যবস্থা করা যায়।

ধাত্রীলৌহম্

ধাত্রীলৌহরজোব্যোষ-নিশাক্ষৌদ্রাজ্যশর্করাঃ। ভক্ষণাদ্ বিনিহন্ত্যাশু কামলাঞ্চ হলীমকম্।।

আমলকী, লৌহচূর্ণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও হরিদ্রা ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধু ঘৃত ও চিনির

সহিত ভক্ষণ করিলে কামলা ও হলীমক রোগ বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গাদি লৌহম্

বিড়ঙ্গত্রিফলাব্যোষং শুদ্ধলৌহস্তু তৎসমম্। পুরাতনগুড়েনৈব লেহয়েদ্দিনসপ্তকম্। শ্বয়থুং নাশয়েচ্ছীঘ্রং পাণ্ডুরোগহলীমকম্।।

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান লৌহ; এই সমস্ত দ্রব্যকে পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহকাল সেবন করিলে শ্বয়থু, পাণ্ডু, হলীমক প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

অষ্টাদশাঙ্গ-লৌহম্

কিরাততিক্তাসুরদারুদার্ব্বীমুস্তা গুড়ূচী কটুকা পটোলম্। দুরালভা পর্পটিকং সনিম্বং কটুত্রিকং বহ্নিফলত্রিকঞ্চ।। ফলং বিড়ঙ্গস্য সমাংশিকানি সর্ব্বৈঃ সমং চূর্ণমথায়সশ্চ। সর্পির্মধুভ্যাং বটিকা বিধেয়া তক্রানুপানা ভিষজা প্রযোজ্যা।। নিহন্তি পাণ্ডুঞ্চ হলীমকঞ্চ শোথং প্রমেহং গ্রহণীরুজঞ্চ। শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ সরক্তপিত্তমর্শাংস্যথো বা গ্রহণীমামবাতম্।। ব্রণাংশ্চ গুল্মান্ কফবিদ্রধিংশ্চ শ্বিত্রঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ ততঃ প্রয়োগাৎ।।

চিরতা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, মুতা, গুলঞ্চ, কট্‌কী, পল্‌তা, দুরালভা, ক্ষেত্‌পাপড়া, নিমছাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতা, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ; চূর্ণসমষ্টির সমান লৌহচূর্ণ লইয়া ঘৃত ও মধু দ্বারা বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে পাণ্ডু, হলীমক, শোথ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগসকল নিবারিত হয়। অনুপান—তক্র।

দার্ব্ব্যাদি লৌহম্

দার্ব্বী সত্রিফলা ব্যোষ-বিড়ঙ্গান্যয়সো রজঃ। মধুসর্পির্যুতং কামলাপাণ্ডুরোগবান্।।

দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ এবং সর্ব্বসম লৌহচূর্ণ একত্র করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে কামলা ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

বজ্রবটকমণ্ডুরম্

পঞ্চকোলং সমরিচং দেবদারু ফলত্রিকম্। বিড়ঙ্গমুস্তযুক্তাশ্চ ভাগাস্ত্রিপলসম্মিতাঃ।। যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি মণ্ডূরং দ্বিগুণং ততঃ। পক্কা চাষ্টগুণে মূত্রে ঘনীভূতে তদুদ্ধরেৎ।। ততোঽক্ষমাত্রান্ বটকান্ পিবেৎ তক্রেণ তক্রভুক্। পাণ্ডুরোগং জয়ত্যেষ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।। অর্শাংসি গ্রহণীদোষমুরুস্তম্ভমথাপি চ। ক্রিমিং প্লীহানমুদরং গলরোগঞ্চ নাশয়েৎ।। মণ্ডূরো বজ্রনামায়ং রোগানীকবিনাশনঃ।। "নির্ব্বাপ্য বহুশো মূত্রে মণ্ডূরং গ্রাহ্যমিষ্যতে। গ্রাহয়ন্ত্যষ্টগুণিতং মূত্রং মণ্ডূরচূর্ণতঃ।।"

গোমূত্রে শোধিত মণ্ডূরচূর্ণ ৬ পল, পাকার্থ গোমূত্র ৬ সের। আসন্নপাকে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্যসকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া সমুদায় আলোড়ন করিয়া (৪ মাষা পরিমাণে) বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রক্ষেপ্যদ্রব্য—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, দেবদারু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ ও মুতা,

ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, অর্থাৎ সমুদায়ে ২৪ তোলা। তক্রভোজী হইয়া তক্র অনুপানে এই মণ্ডুর সেবন করিলে পাণ্ডু, কুম্ভকামলা ও অন্যান্য রোগ নষ্ট হয়।

পুর্নর্নবাদিমণ্ডুরম্

পুনর্নবা ত্রিবৃচ্ছুন্ঠী-পিপ্পলীমরিচানি চ। বিড়ঙ্গং দেবকাষ্ঠঞ্চ চিত্রকং পুষ্করাহ্বয়ম্।। ত্রিফলা দ্বে হরিদ্রে চ দন্তী চ চবিকা তথা। কুটজস্য ফলং তিক্তা পিপ্পলীমূলমুস্তকম্।। এতানি সমভাগানি মণ্ডুরং দ্বিগুণং ততঃ। গোমূত্রেঽষ্টগুণে পক্ত্বা স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে। পাণ্ডুশোথোদরানাহ-শূলার্শঃক্রিমিগুল্মনুৎ।।

শোধিত মন্ডূর ৫ পল, পাকার্থ গোমূত্র ৫ সের। আসন্নপাকে— পুনর্নবা, তেউড়ীমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, কুড়, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তীমূল, চৈ, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, পিপুলমূল ও মুতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা—৪ মাষা পর্য্যন্ত। ইহা সেবন করিলে পাণ্ডু ও শোথ প্রভৃতি অনেক রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুরম্

লৌহং তাম্রং গন্ধমভ্রং পারদঞ্চ সমাংশিকম্। ত্রিকটু ত্রিফা মুস্তং বিড়ঙ্গং চিত্রকং তথা।। কিরাতং দেবকাষ্ঠঞ্চ হরিদ্রাদ্বয়পুষ্করম্। যমানী জীরযুগ্মঞ্চ শটীধান্যকচব্যকম্।। প্রত্যেকং লৌহভাগঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণন্তু কারয়েৎ। সর্ব্বচূর্ণস্য চার্দ্ধাংশং সুশুদ্ধং লৌহকিট্টকম্।। গোমূত্রে পাচয়েদ্‌ বৈদ্যো লৌহকিট্টং চতুর্গুণে। পুনর্নবাষ্টগুণিতং ক্বাথং তত্র প্রদাপয়েৎ।। সিদ্ধেঽবতারিতে চূর্ণং মধুনঃ পলমাত্রকম্। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় কোকিলাক্ষানুপানতঃ।। গ্রহণীং চিরজাং হন্তি সশোথং পাণ্ডুকামলাম্। অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং জ্বরং জীর্ণং ব্যপোহতি।। প্লীহানং যকৃতং গুল্মমুদরঞ্চ বিশেষতঃ। কাসং শ্বাসং প্রতিশ্যায়ং কান্তিপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্।।

অত্র সর্ব্বচূর্ণসমাংশং মণ্ডুরচূর্ণমিতি বৃদ্ধাঃ। গোমূত্রপুনর্নবাক্বাথাভ্যাং মণ্ডূরাণাং পাকঃ, চূর্ণানাং প্রক্ষেপঃ, শীতে চ মধুনঃ।

লৌহ, তাম্র, গন্ধক, অভ্র, পারদ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চিরতা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, ধনে ও চৈ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, চূর্ণসমষ্টির অর্দ্ধেক শোধিত মণ্ডুর (বৃদ্ধগণের মতে চূর্ণের সমান মণ্ডুর)। মণ্ডুরচূর্ণের ৪ গুণ গোমূত্র, ৮ গুণ পুনর্নবার ক্বাথ। গোমূত্র ও পুনর্নবার ক্বাথে মণ্ডূরচূর্ণ একত্র পাক করিয়া আসন্নপাকে লৌহাদি চূর্ণ সমস্ত প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইয়া লইবে। শীতল হইলে মধু ১ পল মিশ্রিত করিবে। মাত্রা বিবেচনা মতে দিবে। অনুপান—কুলেখাড়ার রস। ইহাতে গ্রহণী, পাণ্ডু, কামলা ও শোথ প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

ত্র্যূষণাদিমণ্ডুরম্

ত্র্যূষণং ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং চব্যচিত্রকৌ। দার্ব্বীত্বঙ্ মাক্ষিকো ধাতুর্গ্রন্থিকং দেবদারু চ। এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগাংশ্চূর্ণান্ কৃত্বা পৃথক্ পৃথক্। মণ্ডূরং দ্বিগুণং চূর্ণাচ্ছুদ্ধমঞ্জনসন্নিভম্।। মূত্রে

চাষ্টগুণে পক্কা তস্মিংস্তু প্রক্ষিপেৎ ততঃ। উডুম্বরসমান্ কৃত্বা বটকাংস্তান্ যথাগ্নি তু।। উপযুঞ্জীত তক্রেণ সাত্ম্যং জীর্ণে চ ভোজনম্। মণ্ডূরবটকা হ্যেতে প্রাণদাঃ পাণ্ডুরোগিণাম্।। কুষ্ঠান্যজরকং শোথমুরুস্তম্ভং কফাময়ান্। অর্শাংসি কামলামেহান্ প্লীহানং শময়ন্তি চ।। নির্ব্বাপ্য বহুশো মূত্রে মণ্ডূরং গ্রাহ্যমিষ্যতে। গ্রাহয়ন্তাষ্টগুণিতং মূত্রং মণ্ডূরচূর্ণতঃ।।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চৈ, চিতামূল, দারুহরিদ্রার ছাল, স্বর্ণমাক্ষিক, পিপুলমূল ও দেবদারু ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল, চূর্ণসমষ্টির দ্বিগুণ শোধিত মণ্ডূরচূর্ণ, মণ্ডূরের ৮ গুণ গোমূত্র। অগ্রে গোমূত্রে মণ্ডূর পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে চূর্ণসকল প্রক্ষেপ করিবে। ২ তোলা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। উপযুক্ত মাত্রায় তক্রের সহিত সেবন করিতে দিবে। মণ্ডূর সেবনকালে সুপথ্য দ্রব্য ভোজন এবং অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। ইহাতে পাণ্ডু, কামলা, মেহ, প্লীহা প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়।

ত্রৈলোক্যসুন্দরো রসঃ

মানৈঞ্চেকং ততঃ সূতং ষড়ভ্রং বসু লৌহকম্। গন্ধকং ত্রিফলা ব্যোষং চূর্ণং মোচরসস্য চ।। মুষলী চামৃতাসত্ত্বং প্রত্যেকং পঞ্চভাগিকম্। ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকত্র ত্রিফলানাং কষায়কে।। ভাবনা বিংশতির্দেয়া দশরাত্রং সুভাবনা। শিগ্রুচিত্রকমূলাভ্যামষ্টধা চ পৃথক্ পৃথক্।। ত্রৈলোক্যসুন্দরো নাম রসো নিষ্কমিতো হিতঃ। সিতয়া চ সমং ক্ষৌদ্রৈঃ শোথপাণ্ডুক্ষয়াপহঃ। জ্বরাতিসারসংযুক্ত-সর্ব্বোপদ্রবনাশনঃ।।

পারদ ১ ভাগ, অভ্র ৬ ভাগ, লৌহ ৮ ভাগ, গন্ধক, ত্রিফলা, ত্রিকটু, মোচরস, তালমূলী ও গুলঞ্চসার প্রত্যেক দ্রব্য ৫ ভাগ ; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে ১০ দিনে ২০ বার ভাবনা দিবে। পরে সজিনা ও চিতামূলের রসে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া আটবার ভাবনা দিয়া ৪ মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করতঃ চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে শোথ, পাণ্ডু, ক্ষয় এবং জ্বরাতিসার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব বিনষ্ট হয়।

চন্দ্রসূর্য্যাত্মকো রসঃ

সূতকং গন্ধকং লৌহমভ্রকঞ্চ পলং পলম্। শঙ্খটঙ্গবরাটঞ্চ * প্রত্যেকার্দ্ধপলং হরেৎ।। গোক্ষুরবীজচূর্ণঞ্চ পলৈকং তত্র দীয়তে। সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং বাষ্পযন্ত্রে বিভাবয়েৎ।। পটোলং পর্পটং ভার্গী বিদারী শতপুষ্পিকা। কুণ্ডলী বাসকং দন্তী কাকমাচীন্দ্রবারুণী।। বর্ষাভূঃ কেশরাজশ্চ শালিঞ্চী দ্রোণপুষ্পিকা। প্রত্যেকার্দ্ধপলৈর্দ্রাবৈর্ভাবয়িত্বা বটীং কুরু।। চতুর্দ্দশ বটীঃ খাদেচ্ছাগী-দুগ্ধানুপানতঃ। গহনানন্দনাথোক্তশ্চন্দ্রসূর্য্যাত্মকো রসঃ।। হলীমকং নিহন্ত্যাশু পাণ্ডুরোগং সকামলম্। জীর্ণজ্বরং সবিষমং রক্তপিত্তমরোচকম্।। শূলং প্লীহোদরানাহমষ্ঠীলাগুল্মবিদ্রধীন্। শোথং মন্দানলং কাসং শ্বাসং হিক্কাং বমিং ভ্রমিম্।। ভগন্দরোপদংশৌ চ দদ্রুকণ্ডুব্রণাপচীঃ। দাহং তৃষ্ণামুরুস্তম্ভমামবাতং কটীগ্রহম্।। যুক্ত্যা মদ্যেন মণ্ডেন মুদগযূষেণ বারিণা। গুড়ূচীত্রিফলাবাস-ক্বাথনীরেণ বা ক্বচিৎ।।

* বরটিকা শঙ্খকঞ্চেতি বা পাঠঃ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেকের ১ পল, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খৈ ও কড়িভস্ম প্রত্যেক ৪ তোলা, গোক্ষুরবীজচূর্ণ ১ পল ; এই সমুদায় একত্র করিয়া বাষ্পযন্ত্রে ভাবিত করিবে। পরে

পটোলপত্র, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, বামুনহাটী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শুল্‌ফা, গুলঞ্চ, বাসক, দন্তী, কাকমাচী, রাখালশশা, পুনর্নবা, কেশুরিয়া, শালিঞ্চ ও ঘলঘসিয়া ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধ পল পরিমিত রসে তপ্তখল্লে যথাক্রমে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ এক এক বটিকা সেবনীয়। ঔষধ সেবনের নিয়ম ১৪ দিন। সাধারণতঃ অনুপান—ছাগদুগ্ধ অবস্থাবিশেষে মদা, অন্নমণ্ড, মুদ্গযূষ, গুড়ূচীর ক্বাথ, ত্রিফলার ক্বাথ বা বাসকের ক্বাথের অথবা জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, জীর্ণজ্বর ও অন্যান্য নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

প্রাণবল্লভো রসঃ

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধং কাশ্মীরসম্ভবম্। লৌহং তাম্রং বরাটীঞ্চ তুত্থং হিঙ্গু ফলত্রয়ম্।। স্নুহীমূলং যবক্ষারং জৈপালং টঙ্গণং ত্রিবৃৎ। প্রত্যেকন্তু সমং ভাগং ছাগীদুগ্ধেন ভাবয়েৎ।। চতুর্গুঞ্জাং বটীং খাদেদ্ বারিণা মধুনা সহ। প্রাণবল্লভনামায়ং গহনানন্দভাষিতঃ।। শ্লেষ্মদোষঞ্চ সংবীক্ষ্য যুক্ত্যা বা ত্রুটীর্বর্দ্ধনম্। নিহন্তি কামলাং পাণ্ডুমানাহং শ্লীপদং তথা।। গলগণ্ডং গণ্ডমালাং ব্রণানি চ হলীমকম্। শোথং শূলমুরুস্তম্ভং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ।। বান্তিং মূর্চ্ছাং ভ্রমিং হিক্কাং কাসং শ্বাসং গলগ্রহম্। অসাধ্যং সন্নিপাতঞ্চ জীর্ণজ্বরমরোচকম্।। জলদোষভবং শোথং মহোগ্রঞ্চ জলোদরম্। নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং কামলার্ত্তিরুজাপহম্।।

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, আমলাসার গন্ধক, কুঙ্কুম, লৌহ, তাম্র, কড়িভস্ম, তুঁতে, হিং, ত্রিফলা, সিজবৃক্ষের মূল, যবক্ষার, জয়পাল, সোহাগার খৈ ও তেউড়ীমূল, এই সমুদায় সমভাগে মর্দ্দন করিয়া ছাগদুগ্ধে ভাবনা দিয়া ৪ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—মধু বা জল। ইহাতে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক ও শ্লীপদ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

পঞ্চাননবটী

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং মৃততাম্রাভ্রগুগ্‌গুলু। জৈপালবীজং তুল্যাংশং ঘৃতেন গুড়কীকৃতম্।। ভক্ষয়েদ্ বদরাস্থ্যাভং শোথপাণ্ডুপ্রশান্তয়ে। পঞ্চাননবটী খ্যাতা পাণ্ডুরোগকুলান্তিকা।।

(অত্র সর্ব্বসমং জৈপালম্। ঘৃতেন প্রহরং সংমর্দ্দ্য স্নিগ্ধভাণ্ডে সংস্থাপ্য বদরাস্থিপ্রমাণং ভক্ষয়েৎ। দ্রোণপুষ্পীরসমনুপিবেৎ)।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র ও গুগ্‌গুলু ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ, সর্ব্বসমান জয়পালবীজ চূর্ণ; একত্র ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া বদরাস্থি (ব্যবহার ২ রতি) প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ ও শোথ নষ্ট হয়। অনুপান—ঘলঘসিয়ার রস।

পাণ্ডুসূদনো রসঃ

রসং গন্ধং মৃতং তাম্রং জয়পালঞ্চ গুগ্‌গুলুম্। সমাংশমাজ্যসংযুক্তাং গুড়িকাং কারয়েদ্ ভিষক্।। একৈকাং খাদয়েন্নিত্যং পাণ্ডুশোথপ্রশান্তয়ে। শীতলঞ্চ জলঞ্চাম্লং বর্জ্জয়েৎ পাণ্ডুসূদনে।।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, জয়পাল ও গুগ্‌গুলু, এই সমুদায় সমভাগে লইয়া ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। পাণ্ডুসূদন রস সেবনে পাণ্ডুরোগ ও শোথ বিনষ্ট হয়। ইহা সেবনকালে শীতল জল ও অম্ল বর্জ্জনীয়।

পাণ্ডুপঞ্চাননো রসঃ

লৌহাভ্রকঞ্চ তাম্রঞ্চ পলিকানি পৃথক পৃথক্। ত্রিকটু ত্রিফলা দন্তী চবিকং কৃষ্ণজীরকম্।। চিত্রকঞ্চ নিশে দ্বে চ ত্রিবৃতা মাণমূলকম্। কুটজস্য ফলং তিক্তা দেবদারু বচা ঘনম্। প্রত্যেকমেষাং কর্ষন্তু নিক্ষিপেৎ পাকবিত্তবিক্। সর্ব্বস্য দ্বিগুণং দেয়ং শুদ্ধমণ্ডুরচূর্ণকম্।। গোমূত্রেঽষ্টগুণে পক্বা সিদ্ধশীতে প্রদাপয়েৎ। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় উষ্ণতোয়ানুপানতঃ।। হলীমকং শোথপাণ্ডুমুরুস্তম্ভঞ্চ নাশয়েৎ। যকৃতং প্লীহগুল্মঞ্চ সর্ব্বরোগহরঃ পরঃ। রসায়নবরশ্চৈব বলবর্ণাগ্নিকারকঃ।।

লৌহ, অভ্র, তাম্র প্রত্যেক ১ পল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, চৈ, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, মাণমূল, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, দেবদারু, বচ ও মুতা প্রত্যেক ২ তোলা, সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ মণ্ডুর, মণ্ডুরের ৮ গুণ গোমূত্র। প্রথমে গোমূত্রে মণ্ডুর পাক করিবে, পাক সিদ্ধ হইলে লৌহ ও অভ্র প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য প্রক্ষেপ দিবে। উষ্ণজলের সহিত প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে পাণ্ডু, হলীমক ও শোথাদি বিবিধ রোগের শান্তি হয়। ইহা বল, বর্ণ ও অগ্নিকারক এবং উত্তম রসায়ন।

আনন্দোদয়ো রসঃ

পারদং গন্ধকং লৌহমভ্রকং বিষমেব চ। সমাংশং মরিচস্যাষ্টৌ টঙ্গণঞ্চ চতুর্গুণম্।। ভৃঙ্গ-রাজরসৈঃ সপ্ত ভাবনাশ্চাম্লদাড়িমৈঃ। দ্বিগুঞ্জং পর্ণখণ্ডেন খাদেৎ সায়ং নিহন্তি চ।। বাতশ্লেষ্মভবান্ রোগান্ মন্দাগ্নিং গ্রহণীং জ্বরান্। অরুচিং পাণ্ডুতাঞ্চৈব জয়েদচিরসেবনাৎ।। নষ্টমগ্নিং করোত্যেষ কালভাস্করতেজসম্। পর্ব্বতোঽপি হি জীর্য্যেত প্রাশনাদস্য দেহিনঃ। গুর্ব্বন্নমম্লমাষঞ্চ ভক্ষণাদেব জীর্য্যতি।।

(রসেন্দ্রসারসংগ্রহেঽস্য "লঘ্বানন্দরসঃ" ইতি সংজ্ঞা।)

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও বিষ প্রত্যেক ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, সোহাগার খৈ ৪ তোলা ; এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া ভৃঙ্গরাজরসে ও অম্লদাড়িম ফলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। পানের সহিত সায়ংকালে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অচিরে অরুচি, পাণ্ডুরোগ ও মন্দাগ্নি প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া প্রশমিত হয়।

অমৃতলতাদ্যং ঘৃতম্

অমৃতলতারসকল্ক-প্রসাধিতং তুরগবিদ্বিষঃ সর্পিঃ। ক্ষীরচতুর্গুণমেতদ্ বিতরেচ্চ হলীমকার্ত্তেভ্যঃ।।

মাহিষ ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। ক্ষীর ছাঁকিয়া ফেলিয়া তাহাতে শিলাপিষ্ট গুলঞ্চ ১ সের ও গুলঞ্চের রস ১৬ সের দিয়া পাক করিবে। ইহা সেবনে হলীমক নিবারিত হয়। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

হরিদ্রাদ্যং ঘৃতম্

হরিদ্রাত্রিফলানিম্ব-বলামধুকসাধিতম্। সক্ষীরং মাহিষং সর্পিঃ কামলাহরমুত্তমম্।।

মাহিষ ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। কল্কার্থ—হরিদ্রা, ত্রিফলা, নিমছা, বেড়েলা, যষ্টিমধু মিলিত ১ সের। মাত্রা—২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে কামলা রোগ নষ্ট হয়।

মূর্ব্বাদ্যং ঘৃতম

মূর্ব্বাতিক্তানিশাযাস-কৃষ্ণাচন্দনপর্পটৈঃ। ত্রায়ন্তীবৎসভূনিম্ব-পটোলাম্বুদদারুভিঃ।। অক্ষমাত্রৈর্ঘৃতপ্রস্থং সিদ্ধং ক্ষীরচতুর্গুণম্। পাণ্ডুতাজ্বরবিস্ফোট-শোথার্শোরিক্তপিত্তনুৎ।।

মাহিষ ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। কল্কার্থ—মূর্ব্বামূল, কট্‌কী, হরিদ্রা, দুরালভা, পিপুল, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, বলাডুমুর, ইন্দ্রযব, চিরতা, পটোলপত্র, মুতা ও দারুহরিদ্রা ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। মাত্রা—২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে পাণ্ডুরোগ, জ্বর প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

ব্যোষাদ্যং ঘৃতম্

ব্যোষং বিল্বং দ্বিরজনী ত্রিফলা দ্বিপুনর্নবম্। মুস্তান্যয়োরজঃ পাঠা বিড়ঙ্গং দেবদারু চ।। বৃশ্চিকালী চ ভার্গী চ সক্ষীরৈস্তৈঃ শৃতং ঘৃতম্। সর্ব্বান্ প্রশময়ত্যেতদ্ বিকারান্ মৃত্তিকাকৃতান্।।

ত্রিকটু, বেলশুঁঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, মুতা, লৌহচূর্ণ, আক্‌নাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বিছাটি ও বামুনহাটী এই সমুদায় কল্কদ্রব্য মিলিত ১ সের। ঘৃত ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে মৃত্তিকাভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

দ্রাক্ষাঘৃতম্

পুরাণসর্পিষঃ প্রস্থো দ্রাক্ষার্দ্ধপ্রস্থসাধিতঃ। কামলাগুল্মপাণ্ড্বর্ত্তি-জ্বরমেহোদরাপহঃ।।

দশবর্ষস্থিত পুরাতন ঘৃত ৪ সের, দ্রাক্ষার কল্ক ১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। এই দ্রাক্ষাঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় (চারি আনা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ২ তোলা পর্য্যন্ত) পান করিলে পাণ্ডু, কামলা, গুল্ম, জ্বর, মেহ ও উদররোগ নিবারিত হয়।

পুনর্নবা তৈলম্

পুনর্নবাপলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। তেন পাদাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী ধান্যকং কট্‌ফলং তথা। শটী দারু প্রিয়ঙ্গুশ্চ দেবদারুহরেণুভিঃ।। কুষ্ঠং পুনর্নবামূলং যমানী কারবী তথা। এলা ত্বচং পদ্মকঞ্চ পত্রং নাগরকেশরম্।। এষাঞ্চ কার্ষিকৈঃ কল্কৈঃ পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ। কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হলীমকমথাপি বা।। রক্তপিত্তং প্রমেহাংশ্চ কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্। প্লীহানমুদরঞ্চৈব জ্বরং জীর্ণং ব্যপোহতি।। কুরুতে চ পরাং কান্তিং প্রদীপ্তরুচিরানলম্। তৈলং পৌনর্নবং নাম মলব্যাধীন্ নিযচ্ছতি।।

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ—পুনর্নবা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—

ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কট্‌ফল, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, দেবদারু, রেণুক, কুড়, পুনর্নবামূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, গুড়ত্বক্, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপত্র, মুতা ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

পথ্যাপথ্য-বিধিঃ

পাণ্ডুরোগে পথ্যানি

ছর্দ্দির্বিরেচনং জীর্ণ-যবগোধূমশালয়ঃ। মুদগাঢ়কীমসূরাণাং যূষা জাঙ্গলজা রসাঃ।। পটোলং বৃদ্ধকুস্মাণ্ডং তরুণং কদলীফলম্। জীবন্তীক্ষুরমৎস্যাক্ষী গুড়ূচী তণ্ডুলীয়কম্।। পুনর্নবা দ্রোণপুষ্পী বার্ত্তাকুর্লশুনদ্বয়ম্। পক্কাম্রমভয়া বিম্বী শৃঙ্গীমৎস্যা গবাং জলম্।। ধাত্রী তক্রং ঘৃতং তৈলং সৌবীরকতুযোদকে। নবনীতং গন্ধসারো হরিদ্রা নাগকেশরম্।। যবক্ষারো লৌহভস্ম কষায়াণি চ কুঙ্কুমম্। যথাদোষমিদং পথ্যং পাণ্ডুরোগবতাং ভবেৎ।।

বমন, বিরেচন, পুরাতন যব, গম ও শালিতণ্ডুল এবং মুগ, অড়হর ও মসূরের যূষ, জাঙ্গল-মাংসরস, পটোল, পাকা কুমড়া, কচিকলা, জীবন্তীশাক, গোক্ষুর, হেলেঞ্চা শাক, গুলঞ্চ, নটে শাক, পুনর্নবা, দ্রোণপুষ্পী, বেগুণ, রশুন, পেঁয়াজ, পাকা আম, হরীতকী, তেলাকুচা, শিঙ্গী মাছ, গোমূত্র, আমলকী, তক্র, ঘৃত, তিলতৈল, সৌবীর, তুষোদক, যবক্ষার, মাখন, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, নাগকেশর, লৌহভস্ম, কষায় দ্রব্য ও কুঙ্কুম, দোষ বিবেচনা করিয়া এই সকল পথ্য পাণ্ডুরোগিদিগকে প্রয়োগ করিবে।

পাণ্ডুরোগেঽপথ্যানি

রক্তস্রুতিং ধূমপানং বমিবেগবিধারণম্। স্বেদনং মৈথুনং শিম্বী পত্রশাকানি রামঠম্।। মাষোঽম্বুপানং পিণ্যাকস্তাম্বূলং সর্ষপাঃ সুরাঃ। মৃদ্ভক্ষণং দিবাস্বপ্নস্তীক্ষ্ণানি লবণানি চ।। সহ্যবিন্ধ্যাদ্রিজাতানাং নদীনাং সলিলানি চ।। সর্ব্বাণ্যম্লানি দুষ্টাম্বু বিরুদ্ধান্যশনানি চ। গুর্ব্বন্নঞ্চ বিদাহীনি পাণ্ডুরোগবতাং বিষম্।।

রক্তমোক্ষণ, ধূমপান, বমিবেগধারণ (বমনবেগ উপস্থিত হইলে বমন না করা), স্বেদ, স্ত্রীসঙ্গ, শিম, পত্রশাক, হিঙ্গু, মাষকলায়, অধিক জলপান, তিলাদির কল্ক, তাম্বূল, সর্ষপ, সুরা, মৃত্তিকাভক্ষণ, দিবানিদ্রা, তীক্ষ্ণদ্রব্য, লবণরস, সহ্যগিরি এবং বিন্ধ্যাগিরিভব নদীর জল, সমস্ত অম্লদ্রব্য, দূষিতজল, বিরুদ্ধভোজন, গুরুদ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য, এই সমস্ত পাণ্ডুরোগিদিগের পরিত্যাজ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে পাণ্ডুরোগাধিকারঃ।

রক্তপিত্তরোগাধিকার

রক্তপিত্ত-নিদানম্

ঘর্ম্মব্যায়ামশোকাধ্ব-ব্যবায়ৈরতিসেবিতৈঃ। তীক্ষ্ণোষ্ণক্ষারলবণৈরম্লৈঃ কটুভিরেব চ।। পিত্তং বিদগ্ধং স্বগুণৈর্ব্বিদহত্যাশু শোণিতম্। ততঃ প্রবর্ত্ততে রক্তমূর্দ্ধঞ্চাধো দ্বিধাপি বা।। ঊর্দ্ধং নাসাক্ষিকর্ণাস্যৈর্ম্মেঢ্র যোনিগুদৈরধঃ। কুপিতং রোমকূপৈশ্চ সমস্তৈস্তৎ প্রবর্ত্ততে।। সদনং শীতকামিত্বং কণ্ঠমধুমায়নং বমিঃ। লৌহগন্ধিশ্চ নিশ্বাসো ভবত্যস্মিন্ ভবিষ্যতি।।সান্দ্রং সপাণ্ডু সস্নেহং পিচ্ছিলঞ্চ কফান্বিতম্। শ্যাবারুণং সফেনঞ্চ তনু রুক্ষঞ্চ বাতিকম্।। রক্তপিত্তং কষায়াভং কৃষ্ণং গোমূত্রসন্নিভম্। মেচকাগারধুমাভঞ্জনাভঞ্চ পৈত্তিকম্।। সংসৃষ্টলিঙ্গং সংসর্গাৎ ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকম্। ঊর্দ্ধগং কফসংসৃষ্টমধোগং পবনানুগম্। দ্বিমার্গং কফবাতাভ্যামুভাভ্যামনুবর্ত্ততে।।

আতপ, ব্যায়াম, শোক, পথপর্য্যটন, মৈথুন, মরিচাদি তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য, অগ্নিতাপ, ক্ষার, লবণ, অম্ল ও কটু দ্রব্য, এই সমস্ত অতিসেবিত হইলে পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া, তীক্ষ্ণোষ্ণপূতিত্বাদি নিজগুণ দ্বারা রক্তকে শীঘ্র দূষিত করিয়া ফেলে। তদনন্তর সেই পিত্তদুষ্ট রক্ত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখরূপ ঊর্দ্ধমার্গ দিয়া, অথবা লিঙ্গ, যোনি ও গুহ্যরূপ অধোমার্গ দ্বারা, কিংবা ঊর্দ্ধাধঃ উভয় মার্গ দ্বারাই বহির্গত হইয়া থাকে এবং অতিকুপিত হইলে সমস্ত লোমকূপ দিয়াও বহির্গত হয়।

রক্তপিত্ত রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে অবসন্নতা, শৈত্যাভিলাষ, কণ্ঠ হইতে ধূমনির্গমবৎ প্রতীতি, বমি ও লৌহগন্ধি নিশ্বাস, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

রক্তপিত্ত কফান্বিত হইলে ঘন, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, অল্পস্নিগ্ধ ও পিচ্ছিল রক্ত ; বাতোল্বণ হইলে শ্যাব

বা অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত, পাত্‌লা ও রুক্ষ রক্ত এবং পিত্তোল্বণ হইলে কষায়াভ (বট ও পটোলাদির ক্বাথবৎ বর্ণ), কৃষ্ণবর্ণ, গোমূত্রাভ, চিক্কণকৃষ্ণ বা আগারধূমবৎ (ঝুল) বর্ণ অথবা সৌবীরাঞ্জনসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট রক্ত নির্গত হয়।

শ্লেষ্মাদিদোষভেদে রক্তপিত্তের যে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ কথিত হইল, তাহাদের দুই প্রকারের লক্ষণ একত্র সংঘটিত হইলে দ্বন্দ্বজ এবং তিন প্রকারেরই লক্ষণ মিলিত হইলে সান্নিপাতিক রক্তপিত্ত বলিয়া জানিবে।

কফসংসৃষ্ট রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধমার্গগামী ও বাতানুগ রক্তপিত্ত অধোমার্গ-নিঃসারী এবং বাতশ্লেষ্মসংসৃষ্ট রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধাধঃ উভয়মার্গগামী হইয়া থাকে।

রক্তপিত্ত-চিকিৎসা

পিত্তাস্রং স্তম্ভয়েন্নাদৌ প্রবৃত্তং বলিনো যতঃ। হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীরোগ-প্লীহগুল্মজ্বরাদিকৃৎ।।

রোগির যদি বল থাকে, তাহা হইলে রক্তপিত্তে প্রবৃত্ত রক্ত প্রথমে বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ দুষ্ট রক্ত দেহে রুদ্ধ থাকিলে তাহা হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, গ্রহণীরোগ, প্লীহা, গুল্ম ও জ্বরাদি রোগ আনয়ন করে।

ঊর্দ্ধং প্রবৃত্তদোষস্য পূর্ব্বং লোহিতপিত্তিনঃ। অক্ষীণবলমাংসাগ্নেঃ কর্ত্তব্যমপতর্পণম্।। ঊর্দ্ধগে তর্পণং পূর্ব্বং কর্ত্তব্যঞ্চ বিরেচনম্। প্রাগধোগমনে পেয়া বমনঞ্চ যথাবলম্।।

ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে যদি রোগির বল মাংস ও অগ্নি ক্ষীণ না হয়, তাহা হইলে প্রথমে অপতর্পণ (উপবাসাদি) কর্ত্তব্য। নতুবা অগ্রে তর্পণ (তৃপ্তিকর আহারাদি) ক্রিয়া করাইয়া পরে বিরেচন করাইবে। অধোগ রক্তপিত্তে রোগিকে প্রথমে পেয়া পান করাইবে, পরে তাহার বল বিবেচনা করিয়া বমন করাইবে।

দ্রাক্ষামধুককাশ্মর্য্য-সিতাযুক্তং বিরেচনম্। যষ্টীমধুকযুক্তঞ্চ সক্ষৌদ্রং বমনং হিতম্।।

রক্তপিত্ত পীড়ায় দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, গাম্ভারীফল ও চিনি সংযুক্ত বিরেচক ঔষধ এবং যষ্টিমধু ও মধুসংযুক্ত বমনকারক ঔষধ হিতকর।

লঙ্ঘিতস্য ততঃ পেয়াং বিদধ্যাৎ স্বল্পতণ্ডুলাম্। তর্পণং পাচনং লেহান্ সর্পীংষি বিবিধানি চ।।

লঙ্ঘন-ক্রিয়ার পর অত্যল্প তণ্ডুলের পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে ; ক্রমে তর্পণ, পাচন, লেহ ও বিবিধ ঘৃত ব্যবস্থা করিবে।

তর্পণং সঘৃতক্ষৌদ্র-লাজচূর্ণৈঃ প্রদাপয়েৎ। ঊর্দ্ধগং রক্তপিত্তং তৎ পীতং কালে ব্যপোহতি।। জলং খর্জ্জূরমৃদ্বীকা-মধুকৈঃ সপরূষকৈঃ। শৃতশীতং প্রয়োক্তব্যং তর্পণার্থং সশর্করম্।।

(অত্র খর্জ্জূরাদিনা জলং ষড়ঙ্গবিধানেন কার্য্যম্। চঃ টীঃ)

ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে ঘৃত, মধু ও খৈ-চূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য রোগিকে তর্পণার্থ ভোজন করিতে দিবে, অথবা পিণ্ডখর্জ্জূর, কিস্‌মিস্, যষ্টিমধু ও ফল্‌সা ইহাদের ষড়ঙ্গপানীয় বিধি অনুসারে প্রস্তুত

(মিলিত দ্রব্য ২ তোলা, জল ৪ সের, শেষ ২ সের) ক্বাথ শীতল করিয়া চিনির সহিত পান করাইবে, তাহাতে রক্তপিত্ত কালে প্রশমিত হইবে।

ত্রিবৃতা ত্রিফলা শ্যামা পিপ্পলী শর্করা মধু। মোদকঃ সন্নিপাতোর্দ্ধ-রক্তপিত্তজ্বরাপহঃ।।

ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে জ্বর থাকিলে অরুণমূল তেউড়ী, শ্যামমূল তেউড়ী, ত্রিফলা এবং পিপুল সহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া যথোপযুক্ত (সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ) চিনি ও মধু দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে, সেই মোদক সেবনে রক্তপিত্ত ও জ্বর প্রশমিত হয়।

শালপর্ণ্যাদিনা সিদ্ধা পেয়া পূর্ব্বমধোগজে। বমনং মদনোন্মিশ্রো মন্থঃ সক্ষৌদ্রশর্করঃ।।

অধোগ রক্তপিত্তে প্রথমে শালপর্ণ্যাদি স্বল্পপঞ্চমূলের ক্বাথে পেয়া সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে এবং বমনার্থ ময়নাফল, মধু ও চিনি মিশ্রিত মন্থ (দ্রবদ্রব্যে আলোড়িত শক্তু) প্রয়োগ

বিনা শুণ্ঠীং ষড়ঙ্গেন সিদ্ধং তোয়ঞ্চ দাপয়েৎ।।

রক্তপিত্তরোগিকে জ্বরাধিকারোক্ত ষড়ঙ্গপানীয় পান করিতে দিবে, কিন্তু ষড়ঙ্গের শুঁঠ অঙ্গটি ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট পাঁচটি অঙ্গ দ্বারা জল সিদ্ধ করিতে হইবে।

ক্ষীণমাংসবলং বালং বৃদ্ধং শোষানুবন্ধিনম্। অবম্যমবিরেচ্যঞ্চ স্তম্ভনৈঃ সমুপাচরেৎ।।

কৃশ, দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ এবং শোষরোগান্বিত রক্তপিত্ত রোগিকে কদাচ বমন বা বিরেচন করাইবে না, স্তম্ভন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

বৃষপত্রাণি নিষ্পীড্য রসং সমধুশর্করম্। পিবেৎ তেন শমং যাতি রক্তপিত্তং সুদারুণম্।।

বাসকপত্র পুটপক্ব করিয়া তাহার রস মধু ও চিনির সহিত পান করিলে সুদারুণ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

অটরূষকনির্য্যূহে প্রিয়ঙ্গু মৃত্তিকাঞ্জনে। বিনীয় লোধ্রং সক্ষৌদ্রং রক্তপিত্তহরং পিবেৎ।।

পুটপক্ব বাসকপাতার রসে প্রিয়ঙ্গু, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, রসাঞ্জন ও লোধ, এই সকলের চূর্ণ ২ তোলা এবং মধু ২ তোলা মিলিত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

লাক্ষাচূর্ণং সুকৃতং ক্ষৌদ্রাজ্যসমন্বিতং সকৃল্লীঢ়ম্। শময়তি সোদ্ধতবমনং সরক্তপিত্তস্য সিদ্ধমিদম্।।

শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃত লাক্ষা ৬ মাষা মাত্রায় মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

বাসাকষায়োৎপলমৃৎপ্রিয়ঙ্গুলোধ্রাঞ্জনাম্ভোরুহকেশরাণি। পীত্বা সিতাক্ষৌদ্রযুতানি হন্যাৎ পিত্তাসৃজোর্বেগমুদীর্ণমাশু।

বাসকের ক্বাথে উৎপল, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, প্রিয়ঙ্গু, লোধ, রসাঞ্জন ও পদ্মকেশর, ইহাদের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া মধু ও চিনির সহিত পান করিলে রক্তপিত্তের প্রবল বেগ আশু নিবারিত হয়।

তালীশচূর্ণসহিতঃ পেয়ঃ ক্ষৌদ্রেণ বাসকস্বরসঃ। কফপিত্ততমকশ্বাস-স্বরভেদরক্তপিত্তহরঃ।।

অত্র বাসকস্বরসস্য পলম, তালীশচূর্ণস্য মাষকদ্বয়ম্; মধু মাষচতুষ্টয়মিতি ব্যবহরন্তি। চক্র-টীঃ।।

বাসকপাতার রস ৮ তোলা, তালীশপত্রচূর্ণ ।০ আনা ও মধু ।।০ তোলা মিশাইয়া পান করিলে কফপিত্ত, তমকশ্বাস, স্বরভেদ রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

ধন্যাকাদি হিমঃ

ধন্যাকধাত্রীবাসানাং দ্রাক্ষাপর্পটয়োর্হিমঃ। রক্তপিত্তং জ্বরং দাহং তৃষ্ণাং শোষঞ্চ নাশয়েৎ।।

ধনে, আমলকী, বাসক, কিস্‌মিস্ ও ক্ষেতপাপ্‌ড়া, ইহাদের শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা ও শোষ নিবারিত হয়।

হ্রীবেরাদি-ক্বাথঃ

হ্রীবেরমুৎপলং ধান্যং চন্দনং যষ্টিকামৃতা। উশীরঞ্চ ত্রিবৃচ্চৈষাং ক্বাথং সমধুশর্করম্।। পায়য়েৎ তেন সদ্যো হি রক্তপিত্তং প্রণশ্যতি। রক্তপিত্তং জয়ত্যুগ্রং তৃষ্ণাং দাহং জ্বরং তথা।।

বালা, নীলোৎপল, ধনে, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, বেণার মূল ও তেউড়ী, ইহাদের ক্বাথ চিনি ও মধু সহ পান করিলে সদ্যঃ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। ইহা দ্বারা তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

আটরূষকাদি-ক্বাথঃ

আটরূষকমৃদ্বীকা-পথ্যাক্বাথঃ সর্শকরঃ। ক্ষৌদ্রাঢ্যঃ কসনশ্বাস-রক্তপিত্তনিবর্হণঃ।।

বাসকমূলের ছাল, কিস্‌মিস্ ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে শ্বাস, কাস ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

বাসক ক্বাথঃ

কেবলো বাসকক্বাথঃ পীতঃ ক্ষৌদ্রেণ নাশয়েৎ। রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং শ্লেষ্মপিত্তজ্বরং তথা।।

একমাত্র বাসকের ক্বাথ মধুসহ পান করিলেই রক্তপিত্ত, ক্ষয়, কাস ও পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয়।

বাসকস্বরসে পথ্যা সপ্তধা পরিভাবিতা। কৃষ্ণা বা মধুনা লীঢ়া রক্তপিত্তং দ্রুতং জয়েৎ।।

বাসকের রসে হরীতকী কিংবা পিপুল ৭ বার ভাবনা দিয়া তাহা মধুর সহিত অবলেহন করিলে রক্তপিত্ত সত্বর নিবারিত হয়।

বাসায়াং বিদ্যমানায়ামাশায়াং জীবিতস্য চ। রক্তপিত্তী ক্ষয়ী কাসী কিমর্থমবসীদতি।।

রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও কাস রোগির যদি বাঁচিতে সাধ থাকে এবং পরম ঔষধ বাসক যদি বিদ্যমান

থাকে, তবে কেন তাহাদিগকে অবসন্ন হইতে হইবে? অর্থাৎ বাসক ঐ সকল রোগের মহৌষধ।

সমাক্ষিকঃ ফল্গুফলোদ্ভবো বা পীতো রসঃ শোণিতমাশু হন্তি।

ডুমুরের রস মধুর সহিত পান করিলে অধোগ রক্ত আশু নিবারিত হয়।

মদয়ন্ত্যঙ্ঘ্রিজঃ ক্বাথস্তদ্বৎ সমধুশর্করঃ।

কাষ্ঠ-মল্লিকার মূলের ক্বাথ মধু ও চিনির সহিত পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

অতসীকুসুমসমঙ্গা-বটাবরোহত্বগম্ভসা পীতা। প্রশময়তি রক্তপিত্তং যদি ভুঙ্‌ক্তে মুদ্গযূষেণ।।

অতসীপুষ্প, বরাহক্রান্তা ও বটের ঝুরির ছাল পেষণ করিয়া তাহা জলের সহিত পান ও মুগের যূষ পথ্য করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

পক্বোড়ুম্বরকাশ্মর্য্য-পথ্যাখর্জ্জূরগোস্তনাঃ। মধুনা ঘ্নন্তি সংলীঢ়া রক্তপিত্তং পৃথক্ পৃথক্।।

পাকা যজ্ঞডুমুর, গাম্ভারী, হরীতকী, পিণ্ডখর্জ্জূর অথবা দ্রাক্ষা, ইহাদের কোন একটি পেষণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে সকল প্রকার রক্তপিত্ত রোগ প্রশমিত হয়।

খদিরস্য প্রিয়ঙ্গূণাং কোবিদারস্য শাল্মলেঃ। পুষ্পচূর্ণন্তু মধুনা লীঢ্বা চারোগ্যমশ্নুতে।।

খদির, প্রিয়ঙ্গু, রক্তকাঞ্চন ও শিমূলের পুষ্পচূর্ণ (বৃদ্ধের মতে পৃথক্ পৃথক্ পুষ্পচূর্ণ) করিয়া মধুর সহিত অবলেহন করিলে রক্তপিত্তরোগী আরোগ্য লাভ করে।

নাসাপ্রবৃত্তরুধিরং ঘৃতভৃষ্টং শ্লক্ষ্ণপিষ্টমামলকম্। সেতুরিব তোয়বেগং রুণদ্ধি মূর্দ্ধ্নি বিলেপেন।।

সেতু যেমন জলবেগ বন্ধ করে, আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া কাঞ্জিতে পেষণ করত মস্তকে প্রলেপ দিলেও সেইরূপ নাসিকা হইতে রুধিরস্রাব বন্ধ হয়।

ঘ্রাণপ্রবৃত্তে জলমাশু দেয়ং সশর্করং নাসিকয়া পয়ো বা। দ্রাক্ষারসং ক্ষীরঘৃতং পিবেদ্ বা

সশর্করঞ্চেক্ষুরসং হিতং বা।।

নাসিকা দিয়া রক্ত নির্গত হইলে, চিনির সহিত জলের বা দুগ্ধের নস্য প্রদান করিবে। অথবা চিনির সহিত দ্রাক্ষারস বা দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত কিংবা চিনির সহিত ইক্ষুরস পান (কোন কোন পণ্ডিতের মতে নাসিকা দিয়া পান) করিতে দিবে।

নস্যং দাড়িমপুষ্পোত্থো রসো দুর্ব্বারসসমন্বিতঃ। আম্রাস্থিজঃ পলাণ্ডুর্বা নাসিকাস্রুতরক্তজিৎ।।

দাড়িম ফুলের রস, দূর্ব্বার রস, আম্রকেশীর রস বা পলাণ্ডুর রস, ইহাদের নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্তপতন বন্ধ হয়।

রসো দাড়িমপুষ্পস্য দূর্ব্বারসসমন্বিতঃ। অলক্তকরসোপেতঃ পথ্যয়া বা সমন্বিতঃ।।

যোজিতো নস্যতঃ ক্ষিপ্রং ত্রিদোষমপি দেহিনাম্। নাসাপ্রবৃত্তং রক্তন্তু হন্যাদেব ন সংশয়ঃ।।

দাড়িম-ফুলের রস, দূর্ব্বার রসসহ মিশ্রিত করিয়া বা আল্‌তার জল বা হরীতকীর জলের সহিত

মিশাইয়া নস্য দিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিশ্চয় নিবারিত হয়।

মেঢ্রে গেহতিপ্রবৃত্তে তু বস্তিরুত্তরসংজ্ঞিতঃ। শৃতং ক্ষীরং পিবেদ্বাপি পঞ্চমূল্যা তৃণাহ্বয়া।।

প্রস্রাব-দ্বার দিয়া অধিক রক্ত নির্গত হইলে, উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। অথবা তৃণ-পঞ্চমুল (কুশ, কাস, শর, কৃষ্ণেক্ষু উলুমূল) ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ১ সের একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া পান করিতে দিবে।

শতাবরীগোক্ষুরকৈঃ শৃতং বা শৃতং পয়ো বাপ্যথ পর্ণিনীভিঃ। রক্তং নিহন্ত্যাশু বিশেষতস্তু যন্মূত্রমার্গাৎ সরুজং প্রযাতি।।

শতমূলী ও গোক্ষুরমূলের সহিত অথবা শালপাণি, চাকুলে, মুগাণি ও মাষাণির সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে মূত্রমার্গ-নিঃস্রুত যন্ত্রণাদায়ক রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

নাসাপ্রবৃত্তে রুধিরে কর্ম্ম যদ্ ভাষিতং ময়া। শ্রুত্যাদিভ্যঃ শ্রুতে চাপি বাহ্যং তদ্ধি হিতং মতম্। ভেষজং শমনঞ্চান্যৎ সর্ব্বত্রাভ্যন্তরং সমম্।।

নাসা প্রবৃত্ত রক্তপিত্তের রক্তস্রাব নিবারণার্থ যে সকল ক্রিয়া কথিত হইল, তাহাদের বাহ্য প্রয়োগগুলি কর্ণাদিমার্গের রক্তস্রাব নিবারণের পক্ষেও হিতকর জানিবে। অভ্যন্তর-প্রযোজ্য শমন ঔষধ সর্ব্বত্র সমান।

ছাগং পয়ো লোহিতচন্দনেন বিল্বারুণাকৌটজবল্কলেন। আভারসেনাপি বিপক্কমাশু নিহন্তি পিত্তাস্রমধঃপ্রবাহি।।

রক্তচন্দন, বেলশুঁঠ, আতইচ, কুড়্চির ছাল ও বাব্লার আটা মিলিত ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ১ সের, একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া পান করিলে শীঘ্র অধোমার্গ-প্রস্রুত রক্তপিত্তের শান্তি হয়।

মৃদ্বীকাং চন্দনং লোধ্রং প্রিয়ঙ্গুঞ্চ বিচূর্ণয়েৎ। চূর্ণমেতং পিবেৎ ক্ষৌদ্র-বাসারসসমন্বিতম্।। নাসিকামুখপায়ুভ্যো যোনিমেঢ্রাচ্চবেগিতম্। রক্তপিত্তং স্রবদ্ধন্তি সিদ্ধ এষ প্রয়োগরাট্।। যচ্চ শস্ত্রক্ষতেনৈব রক্তং স্রবতি বেগতঃ। তদপ্যেতেন চূর্ণেন তিষ্ঠত্যেবাবচূর্ণিতম্।।

কিস্‌মিস, রক্তচন্দন, লোধ ও প্রিয়ঙ্গু, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ বাসকরস ও মধুসহ সেবন করিলে নাসিকা, মুখ, গুহ্য, যোনি ও লিঙ্গ হইতে প্রস্রুত রক্তপিত্ত নিবারিত হয়। অস্ত্রাঘাতহেতু অতিবেগে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে ক্ষতস্থানে এই চূর্ণ লাগাইয়া দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

রক্তাতীসারযোগাংশ্চ পিত্তাস্রেহধোবিসারিণি। অসৃগ্দরহিতাংশ্চাপি যোজয়েৎ কুশলো ভিষক্।।

অধোগ রক্তপিত্তে রক্তাতিসার ও প্রদর রোগাধিকারোক্ত ঔষধসকল বিবেচনামতে প্রয়োগ করিবে।

জম্ব্বর্জ্জুনাম্রক্কথিতঞ্চ তোয়ং করঞ্জবীজং মধুসর্পিষী চ। মূলানি পুষ্পাণি চ মাতুলুঙ্গ্যাঃ পিষ্ট্বা পিবেৎ তণ্ডুলদাবনেন।।

জামছাল, আমছাল ও অর্জ্জুনছাল ইহাদের কাথ; ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করঞ্জবীজচূর্ণ; এবং তণ্ডুলজলে

পিষ্ট টাবালেবুর মূল ও পুষ্প; এই সমুদায় ঔষধ রক্তপিত্ত-নিবারক।

ধন্বজানামসৃগ্ লিহ্যাম্মধুনা মৃগপক্ষিণাম্। সক্ষৌদ্রং গ্রথিতে রক্তে লিহ্যাৎ পারাবতং শকৃৎ।।

রক্তপিত্তরোগে মরুদেশজাত পশু-পক্ষির রক্ত মধুর ২সহিত পান করিতে দিবে। গ্রথিত রক্ত নিঃসৃত হইলে পায়রার বিষ্ঠা মধু দিয়া মাড়িয়া লেহন করাইবে।

উৎপলং কুমুদং পদ্মং কহ্লারং লোহিতোৎপলম্। মধুকঞ্চেতি পিত্তাসৃক্-তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিহরো গণঃ।।

নীলোৎপল, কুমুদ, পদ্ম, শ্বেতোৎপল, রক্তোৎপল ও যষ্টিমধু, ইহারা রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা ও বমিনাশক।

উশীরাদি-চূর্ণম্ (দাহ-তৃষ্ণাদৌ)

উশীরং তগরং শুণ্ঠী কক্কোলং চন্দনদ্বয়ম্। লবঙ্গং পিপ্পলীমূলং কৃষ্ণৈলা নাগকেশরম্।। মুস্তা মধুককর্পূরং তুগাক্ষীরী চ পত্রকম্। কৃষ্ণাগুরুসমং চূর্ণং সিতা চাষ্টগুণা তথা। রক্তবান্তিঞ্চ তাপঞ্চ নাশয়েন্নাত্র সংশয়া।।

বেণার মূল, তগরপাদুকা, শুঁঠ, কাঁকলা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, লবঙ্গ, পিপুলমূল, পিপুল, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুতা, যষ্টিমধু, কর্পূর, বংশলোচন, তেজপত্র প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, সমুদায় চূর্ণের সমান কৃষ্ণাগুরুচূর্ণ; এই সকল দ্রব্য ৮ গুণ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া আট তোলা মাত্রায় সেবন করিলে রক্তবমন ও দাহাদি নষ্ট হয় (এই চূর্ণ ভক্ষণ করাইয়া ডুমুরের রস ৪ তোলা পান করিতে দিবে)।

এলাদি-গুড়িকা

এলাপত্রত্বচোঽর্দ্ধাক্ষাঃ পিপ্পল্যর্দ্ধপলং তথা। সিতামধুকখর্জ্জূর-মৃদ্বীকাশ্চ পলোন্মিতাঃ।। সংচূর্ণ্য মধুনা যুক্ত্বা গুড়িকাঃ কারয়েদ্ ভিষক্। অক্ষমাত্রাং ততশ্চৈকাং ভক্ষয়েচ্চ দিনে দিনে।। শ্বাসং কাসং জ্বরং হিক্কাং ছর্দ্দিং মূর্চ্ছাং মদং ভ্রমম্। রক্তনিষ্ঠীবনং তৃষ্ণাং পার্শ্বশূলমরোচকম্।। শোষপ্লীহাঢ্যবাতাংশ্চ স্বরভেদং ক্ষতক্ষয়ম্। গুড়িকা তর্জনী বৃষ্যা রক্তপিত্তং বিনাশয়েৎ।।

এলাইচ ১ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা, গুড়ত্বক্ ১ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, চিনি, যষ্টিমধু, পিণ্ডখর্জ্জর, দ্রাক্ষা প্রত্যেক ১ পল, এই সমুদায় চূর্ণ মধুর সহিত মিলিত করিয়া ২ তোলা প্রমাণ গুড়িকা করিবে। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে কাস, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, বমি, মূর্চ্ছা, রক্তবমন ও তৃষ্ণা প্রভৃতি উপশমিত হয়।

খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহঃ

পুরাণং পীনমানীয় কুষ্মাণ্ডস্য ফলং বৃহৎ। তদ্বীজাধারবীজত্বক্-শিরাশূন্যং সমাচরেৎ।। ততস্তস্য তুলাং নীত্বা পচেজ্জলতুলাদ্বয়ে। তস্মিন্ নীরেঽর্দ্ধশিষ্টে তু যত্নতঃ শীতলীকৃতে।। তানি কুষ্মাণ্ডখণ্ডানি পীড়য়েদ্ দৃঢ়বাসসা। যত্নতস্তজ্জলং নীত্বা পুনঃ পাকায় ধারয়েৎ।। কুষ্মাণ্ডং শোষয়েদ্ঘর্ম্মে তাম্রপত্রে ততঃ ক্ষিপেৎ। ক্ষিপ্ত্বা তত্র ঘৃতপ্রস্থং কুষ্মাণ্ডং তেন ভর্জ্জয়েৎ।।

মধুবর্ণং তদালোক্য তজ্জলং তত্র নিক্ষিপেৎ। সিতায়াশ্চ তুলাং তত্র ক্ষিপ্ত্বা তল্লেহবৎ পচেৎ।।
সুপক্কে পিপ্পলীশুণ্ঠী-জীরাণাং দ্বিপলে পৃথক্। পৃথক্ পলার্দ্ধং ধন্যাকং পত্রৈলামরিচত্বচম্।।
চূর্ণমেষাং ক্ষিপেৎ তত্র ঘৃতার্দ্ধং ক্ষৌদ্রমাবপেৎ। এতৎ পলমিতং খাদেদথযাবাগ্নিবলং যথা।।
খণ্ডকুষ্মাণ্ডলেহোঽয়ং রক্তপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ। পিত্তজ্বরং তৃষাং দাহং প্রদরং কৃশতাং বমিম্।।
কাসং শ্বাসঞ্চ হৃদ্রোগং স্বরভেদং ক্ষতং ক্ষয়ম্। নাশয়ত্যেব বৃদ্ধিঞ্চ বৃংহণো বলবর্দ্ধনঃ।।

পুরাতন স্থূলতর বৃহৎ কুষ্মাণ্ডের বীজ, বীজাধার, ছাল ও শিরা পরিত্যাগ করিয়া তাহার কেবল শাঁস সাড়ে বার সের গ্রহণ করিবে। পরে ২৫ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে যত্নপূর্ব্বক বস্ত্র দ্বারা নিঙ্ড়াইয়া সেই জল পুনঃপাকের নিমিত্ত রাখিয়া দিবে এবং কুষ্মাণ্ডগুলি রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া তাম্রপাত্রে ৪ সের ঘৃত চাপাইয়া তাহাতে ভাজিবে। যখন কুষ্মাণ্ডের বর্ণ মধুর ন্যায় হইবে, তখন সেই জল এবং চিনি সাড়ে বার সের দিয়া একত্র লেহবৎ পাক করিবে। পরে পাক সমাপ্ত-প্রায় হইলে তাহাতে পিপুল, শুঁঠ ও জীরা প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল এবং ধনে, তেজপত্র, এলাইচ, মরিচ ও দারুচিনি ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া পাক শেষ হইলে নামাইবে ও শীতল হইলে ২ সের মধু মিশ্রিত করিবে। ইহার মাত্রা ১ পল। অথবা রোগির অগ্নিবলানুরূপ মাত্রা নির্দ্দেশ করিবে। এই ঔষধ সেবনে রক্তপিত্ত, পিত্তজ্বর, পিপাসা, দাহ, প্রদর, কৃশতা, বমি, কাস, শ্বাস, হৃদ্রোগ, স্বরভেদ, উরঃক্ষত, ক্ষয় ও বৃদ্ধিরোগ বিনষ্ট হয়। পরন্তু ইহা বলবর্দ্ধক ও শরীরের উপচায়ক।

বৃহৎকুষ্মাণ্ডাবলেহঃ

পুরাণং পীনমানীয় কুষ্মাণ্ডস্য ফলং দৃঢ়ম। তদ্বীজাধারবীজত্বক্-শিরাশূন্যং সমাচরেৎ।।
ততোঽতিসূক্ষ্মখণ্ডানি কৃত্বা তস্য তুলাং পচেৎ। গোদুগ্ধস্য তুলামধ্যে মন্দেঽগ্নৌ বা পচেচ্ছনৈঃ।।
শর্করায়াস্তুলাং সার্দ্ধাং গোঘৃতং প্রস্থমাত্রকম্। প্রস্থার্দ্ধং মাক্ষিকঞ্চাপি কুড়বং নারিকেলতঃ।।
পিয়ালফলমজ্জানং দ্বিপলং তিখুরীপলম্। ক্ষিপেদেকত্র বিপচেল্লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ।। ভিষক্ সুপক্কমালোক্য জ্বলনাদবতারয়েৎ। কোষ্ণে তত্র ক্ষিপেদেষাং চূর্ণং তানি বদাম্যহম্।।একোঽক্ষঃ শতপুষ্পায়া অথ ক্ষীরী যমানিকা। গোক্ষুরঃ ক্ষুরকঃ পথ্যা কপিকচ্ছু ফলানি চ।। সপ্তমী ত্বক্ চ সর্ব্বেষামক্ষযুগ্মং পৃথক্ পৃথক্। ধান্যকং পিপ্পলী মুস্তমশ্বগন্ধা শতাবরী।। তালমূলী নাগবলা বালকং পত্রকং শটী। জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ সূক্ষ্মেলা বৃহদেলিকা।। শৃঙ্গাটকং পর্পটিকং সর্ব্বং পলমিতং পৃথক্। চন্দনং নাগরং ধাত্রী-ফলঞ্চাপি কশেরুকম্।। প্রত্যেকং পঞ্চ কর্ষাণি চত্বার্য্যেতানি নিক্ষিপেৎ। পলদ্বয়মুশীরস্য মসনস্যোষণস্য চ।। কুষ্মাণ্ডস্যাবলেহাঽয়ং ভক্ষিতঃ পলমাত্রয়া। কিংবা যথাবহ্নিবলং ভুক্ত্বা রোগান্ বিনাশয়েৎ।। রক্তপিত্তং শীতপিত্তমম্লপিত্তমরোচকম্। বহ্নিমান্দ্যং সদাহঞ্চ তৃষ্ণাং প্রদরমেব চ।। রক্তার্শোঽপি তথা ছর্দ্দিং পাণ্ডুরোগঞ্চ কামলাম্। উপদংশং বিসর্পঞ্চ জীর্ণঞ্চ বিষমং জ্বরম্।। লেহোঽয়ং পরমো বৃষ্যো বৃংহণো বলবর্দ্ধনঃ। স্থাপনীয়ঃ প্রযত্নেন ভাজনে মৃন্ময়ে নবে।।

পুরাতন স্থূলতর কুষ্মাণ্ডের বীজ, বীজাধার, ছাল ও শিরা পরিত্যাগ করিয়া তাহার অতি সূক্ষ্ম খণ্ড খণ্ড শাঁস সাড়ে বার সের গ্রহণ করিবে। পরে সাড়ে বার সের গব্য দুগ্ধের সহিত মিলিত করিয়া মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে। অনন্তর চিনি পৌনে উনিশ সের, গব্য ঘৃত ৪ সের, মধু ২ সের, নারিকেল ১ সের, পিয়ালফলের মজ্জা ২ পল, তিখুরী ১ পল ; এই সমস্ত একত্র পাক করিয়া লেহবৎ করিবে এবং নামাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে।

যথা—শুল্ফা ২ তোলা, ক্ষীরী (দুগ্ধফেনিকা পুষ্প), যমানী, গোক্ষুর, কুলেখাড়া, হরীতকী, আলকুশীবীজ ও দারুচিনি প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা, ধনে, পিপুল, মুতা, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী, গোরক্ষচাকুলে, বালা, তেজপত্র, শটী, জাতীফল, লবঙ্গ, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ, পানিফল ও ক্ষেতপাপড়া প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল, রক্তচন্দন, শুঁঠ, আমলকী ও কেশুর প্রত্যেক ১ তোলা, বেণার মূল, সোনরাজী ও মরিচ প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল। এই কুষ্মাণ্ডাবলেহ ১ পল অথবা অগ্নির বলাবল বুঝিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা রক্তপিত্ত, শীতপিত্ত, অম্লপিত্ত, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, দাহ, পিপাসা, প্রদর, রক্তার্শঃ, বমি, পাণ্ডুরোগ, কামলা, উপদংশ, বিসর্প, জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়। এই অবলেহ অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচায়ক ও বলকারক। মৃত্তিকানির্ম্মিত নূতন পাত্রে অতি যত্নে এই ঔষধ রাখিবে।

কুষ্মাণ্ডকাৎ পলশতং সুস্বিন্নং নিষ্কুলীকৃতম্। পচেৎ তপ্তে ঘৃতপ্রস্থে শনৈস্তাম্রময়ে দৃঢ়ে।। যদা মধুনিভঃ পাকস্তদা খণ্ডশতং ন্যসেৎ। কুষ্মাণ্ডপীড়নাৎ তোয়েনাঢ়কেন পুনঃ পচেৎ।। যুক্তসর্পির্যদা পশ্যেৎ তদা সিদ্ধে তত্র নিক্ষিপেৎ। পিপ্পলীশৃঙ্গবেরাভ্যাং দ্বে পলে জীরকস্য চ।। ত্বগেলাপত্রমরিচ-ধন্যাকানাং পলার্দ্ধকম্। ন্যাসেচ্চূর্ণীকৃতং তৎ তু দর্ব্ব্যা সংঘট্টয়েৎ পুনঃ।। তৎ পক্বং স্থাপয়েদ্ ভাণ্ডে দত্ত্বা ক্ষৌদ্রং ঘৃতার্দ্ধকম্। তদ্ যথাগ্নিবলং খাদেদ্ রক্তপিত্তী ক্ষতক্ষয়ী।। কাসশ্বাসতমশ্ছর্দ্দি-তৃষ্ণাজ্বরনিপীড়িতঃ। বৃষ্যং পুনর্নবকরং বলবর্ণপ্রসাদনম্।। উরঃসন্ধানকরণং বৃংহণং স্বরবোধনম্। অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং কুষ্মাণ্ডকরসায়নম্।। খণ্ডামলকমানানুসারাৎ কুষ্মাণ্ডকদ্রবাৎ। পাত্রং পাকায় দাতব্যং যাবান্ বাত্র রসো ভবেৎ। অত্রাপি মুদ্রয়া পাকো নিস্তুচং ।।।

ত্বগ্‌বীজাদিরহিত পুরাতন কুষ্মাণ্ড-শস্য কিঞ্চিৎ জল দিয়া উৎস্বিন্ন ও ক্ষৌমবস্ত্রে নিষ্পীড়ন করিবে। পরে রৌদ্রে শোষিত ও শিলায় পেষণ করিয়া তাহার ১০০ পল, ৪ সের ঘৃত সহ তাম্রপাত্রে ভাজিবে ; মধুবর্ণ হইলে তাহাতে কুষ্মাণ্ড-জল ১৬ সের, চিনি ১২।।০ সের গুলিয়া দিয়া পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্যসকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করত শীতল হইলে ২ সের মধু মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। প্রক্ষেপদ্রব্য যথা—পিপুল, শুঁঠ, জীরা প্রত্যেকের ২ পল, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, মরিচ ও ধনে প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা। মাত্রা—১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। কিন্তু অগ্নি ও বল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ছাগদুগ্ধাদির সহিত সেবনে বিশেষ উপকার হয়। ইহা বৃষ্য, পুষ্টিকর, বলপ্রদ ও স্বরদোষনিবারক। এই ঔষধ সেবন করিলে রক্তপিত্ত ও ক্ষয়াদি নানা রোগ প্রশমিত হয়। (পক্ষান্তরে—উক্ত কুষ্মাণ্ড স্বিন্ন করিয়া নিষ্পীড়ন করিলে যে পরিমিত জল নির্গত হইবে, সেই জল দ্বারাই পাক করিবে। স্বতন্ত্র কুষ্মাণ্ডের রস দিবার প্রয়োজন নাই।)

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ডঃ

পঞ্চাশচ্চ পলং স্বিন্নং কুষ্মাণ্ডাৎ প্রস্থমাজ্যতঃ। গ্রাহ্যং পলশতং খণ্ডং বাসাক্কাথাঢ়কে পচেৎ।। মুস্তধাত্রীশুভাভার্গী-ত্রিসুগন্ধৈশ্চ কার্ষিকৈঃ। ঐলেয়বিশ্বধন্যাক-মরিচৈশ্চ পলাংশিকৈঃ।। পিপ্পলীকুড়বঞ্চৈব মধুমানীং প্রদাপয়েৎ। কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং হিক্কাং রক্তপিত্তং হলীমকম্।

হৃদ্রোগমম্লপিত্তঞ্চ পীনসঞ্চ ব্যপোহতি।।

বাসকমূলের ছাল ৬৪ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গৃহীত কুষ্মাণ্ড-শস্য ৫০ পল, ৪ সের ঘৃতে পূর্ব্ববৎ ভাজিয়া লইবে। পরে ১০০ পল চিনি, উক্ত বাসকের ক্বাথ ও কুষ্মাণ্ড-শস্য, এই তিন দ্রব্য একত্র পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে মুতা, আমলকী, বংশলোচন, বামুনহাটী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা, এলবালুক, শুঁঠ, ধনে ও মরিচ প্রত্যেকের ১ পল, পিপুল ৪ পল নিক্ষেপ করত উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে ১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। ইহা সেবন করিলে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হিক্কা, রক্তপিত্ত, হলীমক, হৃদ্রোগ, অম্লপিত্ত ও পীনসরোগ প্রশমিত হয়।

বাসাখণ্ডঃ

তুলামাদায় বাসায়াঃ পচেদষ্টগুণে জলে। তেন পাদাবশেষেণ পাচয়েদাঢ়কং ভিষক্।। চূর্ণানামভয়ানাঞ্চ খণ্ডাচ্ছুদ্ধাচ্ছতং তথা। দ্বিপলং পিপ্পলীচূর্ণাৎ সিদ্ধে শীতে চ মাক্ষিকাৎ।। কুড়বং পলমানস্তু চাতুর্জাতং সুচূর্ণিতম্। ক্ষিপ্ত্বা বিলোড়িতং খাদদ্ রক্তপিত্তী ক্ষতক্ষয়ী। কাসশ্বাসপরীতশ্চ যক্ষ্মণা চ প্রপীড়িতঃ।।

(বাসকমূলস্য শতপলমার্দ্রমেব গ্রাহ্যং, জলং শ ১০০, শেষ শ ২৫, হরীতকীচূর্ণ গ্ল ৬৪, শর্করা গ্ল ১০০, পিপ্পলীচূর্ণ গ্ল ২, মধুনঃ কুড়বমষ্টপলং দ্বৈগুণ্যাদিতি ভানুদাসঃ, চাতুর্জাতস্য প্রত্যেকং পলম্। বাসাক্বাথে শর্করাপলশতং গোলয়িত্বা দর্ব্ব্যালোড়য়েৎ, আসন্নপাকে পিপ্পলীচূর্ণং চাতুর্জাতচূর্ণঞ্চ প্রক্ষেপ্যং, শীতীভূতে মধু প্রক্ষেপণীয়ম্।

কাঁচা বাসকমূলের ছাল ১০০ পল, জল ১০০ সের, শেষ ২৫ সের। এই ক্বাথের সহিত চিনি ১০০ পল মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে এবং উপযুক্ত সময়ে হরীতকীচূর্ণ ৮ সের দিবে। পাক সিদ্ধ হইলে পিপুলচূর্ণ ২ পল এবং গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল প্রক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করত নামাইয়া লাইবে। শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিবে। ইহাতে রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস ও যক্ষ্মা প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হয়।

রস প্রয়োগঃ

অর্কেশ্বরঃ

মৃতার্কং মৃতবঙ্গঞ্চ মৃতাভ্রঞ্চ সমাক্ষিকম্। অমৃতাম্বরসৈর্ভাব্যং ত্রিসপ্তকং পুটে পচেৎ।। বাসাক্ষীরবিদারীভ্যাং চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণতঃ। ভক্ষণাদ্ বিনিহন্ত্যাশু রক্তপিত্তং সুদারুণম্।।

মারিত তাম্র, বঙ্গ, অভ্র ও সুবর্ণমাক্ষিক ইহাদিগকে গুলঞ্চের রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া পুট দিবে। অনুপান — বাসক ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস। মাত্রা—৪ রতি। ইহাতে সুদারুণ রক্তপিত্ত বিনষ্ট হয়।

* রসো গন্ধকতালকশ্চ রক্তশস্ত্রীসমাগতম। সংমর্দ্দ্য সিকতাযন্ত্রে পচেদ যামচতুষ্টয়ম। পীতাভং জায়তে পাকাদ রসতালকসংজ্ঞিতম। (আত্রেয় সংহিতা) পারা, গন্ধক, হরিতাল ও দারমুজ বিষ একত্র মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে চারি প্রহর কাল পাক করিলে পীতাভ যে দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাকেই রসতালক কহে।

রক্তপিত্তান্তকো রসঃ

মৃতাভ্রং মৃততীক্ষ্ণঞ্চ মাক্ষিকং রসতালকম্ *। গন্ধকঞ্চ ভবেৎ তুল্যং যষ্টিদ্রাক্ষামৃতাদ্রবৈঃ।। দিনৈকং মর্দ্দয়েৎ খল্লে সিতাক্ষৌদ্রসমন্বিতম্। মাষমাত্রং নিহন্ত্যাশু রক্তপিত্তং সুদারুণম্। জ্বরং দাহং ক্ষতক্ষীণং তৃষ্ণাং শোষমরোচকম্।।

জারিত অভ্র, লৌহ, মাক্ষিক, রসতালক (রসেন্দ্রসারসংগ্রহের টীকাকার বলেন — রস-তালকের অর্থ হরিতাল) ও গন্ধক সমভাগ ; ইহাদিগকে যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা ও গুলঞ্চের রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্ত, জ্বর ও দাহ প্রভৃতি নানা রোগ নিবারিত হয়।

রসামৃতরসঃ

রসস্য দ্বিগুণং গন্ধং মাক্ষিকঞ্চ শিলাজতু। চন্দনং গুড়ূচী দ্রাক্ষা মধুপুষ্প ধান্যকম্।। কুটজস্য ত্বচং বীজং ধাতকী নিম্বপত্রকম্। যষ্টীমধুসমাযুক্তং মধুশর্করয়ান্বিতম্।। বিধিনা মর্দ্দয়িত্বা তু কর্ষমাত্রন্তু ভক্ষয়েৎ। ধারোষ্ণপয়সা যুক্তং প্রাতরেব সমুত্থিতঃ।। পিত্তং তথাম্লপিত্তঞ্চ রক্তপিত্তং বিশেষতঃ। নিহন্তি সর্ব্বদোষঞ্চ জ্বরং সর্ব্বং ন সংশয়ঃ। রসামৃতরসো নাম গহনানন্দভাষিতঃ।।

পারদ ১ ভাগ, পারদের দ্বিগুণ গন্ধক, মাক্ষিক, শিলাজতু, চন্দন, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, মৌলফুল, ধনে, কুড়্চির ছাল, ইন্দ্রযব, ধাইফুল, নিম্বপত্র ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ১ ভাগ ; ইহাদিগকে মধু ও চিনি সহ বিধিপূর্ব্বক মর্দ্দন করিয়া ধারোষ্ণ দুগ্ধের সহিত ২ তোলা পরিমাণে প্রাতঃকালে সেবন করিলে অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত ও জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বদোষ বিনষ্ট হয়।

সুধানিধি রসঃ

সূতং গন্ধং মাক্ষিকং লৌহচূর্ণং সর্ব্বং ঘৃষ্টং ত্রৈফলেনোদকেন। লৌহে পাত্রে গোপয়ঃ পাচয়িত্বা রাত্রৌ দন্যাদ্রক্তপিত্তপ্রশান্ত্যৈ।।

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও লৌহচূর্ণ সমভাগে লইয়া ত্রিফলার ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া মূষামধ্যে ভূধর যন্ত্রে পাক করিবে। বটিকার পরিমাণ ১ রতি। অনুপান—ত্রিফলার ক্বাথ। রক্তপিত্তপ্রশান্তির জন রাত্রিতে লৌহপাত্রে গব্য দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে।

কপর্দ্দকো রসঃ

মৃতং বা মূর্চ্ছিতং সূতং কার্পাসকুসুমদ্রবৈঃ। মর্দ্দয়েদ্ দিনমেকন্তু তেন পূর্য্যা বরাটিকা।। নিরুধ্য চান্ধমূষায়াং ভাণ্ডে রুদ্ধা পুটে পচেৎ। উদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ শ্লক্ষ্ণং মরিচৈর্দ্বিগুণৈঃ সহ।। গুঞ্জামাত্রং ঘৃতেনৈব ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ। উড়ুম্বরং ঘৃতঞ্চৈব অনুপানং প্রযোজয়েৎ। কপর্দ্দকো রসো নাম রক্তপিত্তবিনাশনঃ।।

রসসিন্দূর কিংবা শোধিত পারদ, কার্পাসফুলের রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া কড়ির মধ্যে পূরিবে। পরে অন্ধমূষায় পাক করিয়া উত্তোলন করত চূর্ণ করিবে এবং দ্বিগুণ মরিচচূর্ণ তাহার সহিত মিশাইবে। মাত্রা—১ রতি। প্রাতঃকালে ঘৃতসহ সেবন করিবে। অনুপান—ঘৃত ও যজ্ঞডুমুরের

রস। ইহা রক্তপিত্ত-বিনাশক।

শর্করাদ্যং লৌহম্

শর্করাতিলসংযুক্তং ত্রিকত্রয়যুতন্ত্বয়ঃ। রক্তপিত্তং নিহন্ত্যাশু চাম্লপিত্তহরং পরম্।।

চিনি, তিল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ (চিতা, মুতা ও বিড়ঙ্গ) ইহাদের সমান লৌহচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে রক্তপিত্ত ও অম্লপিত্ত রোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

সমশর্করং লৌহম্

লৌহাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরমাজ্যং দ্বিগুণমুত্তমম্। চূর্ণং পাদস্তু বৈড়ঙ্গং দদ্যান্মধুসিতে সমে।। তাম্রপাত্রে শুভে পক্কা স্থাপয়েদ্ ঘৃতভাজনে। মাষকাদিক্রমেণৈব ভক্ষয়েদ্ বিধিপূর্ব্বকম্।। অনুপানং প্রযুঞ্জীত নারিকেলোদকাদিকম্। রক্তপিত্তং জয়েৎ তীব্রমম্লপিত্ত ক্ষতক্ষয়ম্। পুষ্টিদং কান্তিজননমায়ুষ্যং বৃষ্যমুত্তমম্।।

(মধুসিতে প্রত্যেকং লৌহসমে, মুদ্রয়া পাকে জাতে লৌহাৎ পাদিকং বিড়ঙ্গ-নিকর-চূর্ণং প্রক্ষেপ্যং, শীতে মধু দেয়ম্।)

লৌহ ৪ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা, ঘৃত ৮ তোলা, চিনি ৪ তোলা ; এই সমুদায় একত্র তাম্রপাত্রে পাক করিয়া বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে উহার সহিত মধু ৪ তোলা মিলিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—১ মাষা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বর্দ্ধিত করিবে। অনুপান—নারিকেল-জল প্রভৃতি। এই লৌহ সেবন করিলে তীব্র রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, ক্ষত ও ক্ষয়রোগ প্রশমিত হয় এবং কান্তি ও বলবীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শতমূল্যাদি লৌহম্

শতমূলীসিতাধান্য-নাগকেশরচন্দনৈঃ। ত্রিকত্রয়তিলৈর্যুক্তং লৌহং সর্ব্বগদাপহম্। তৃষ্ণাদাহজ্বরচ্ছর্দ্দি-রক্তপিত্তহরং পরম্।।

শতমূলী, চিনি, ধনে, নাগেশ্বর, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, মুতা, চিতামূল) ও কৃষ্ণতিল প্রত্যেক সমভাগ, সমুদায়ের সমান লৌহ। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া লইবে। মাত্রা—১ মাষা। অনুপান—মধু। ইহা সেবন করিলে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, বমি ও রক্তপিত্ত উপশমিত হয়।

খণ্ডকাদ্যং লৌহম্

শতাবরী চ্ছিন্নরুহাবৃষমুণ্ডিতিকাবলাঃ। তালমূলী চ গায়ত্রী ত্রিফলায়াস্ত্বচস্তথা।। ভার্গী পুষ্করমূলঞ্চ পৃথক্ পঞ্চ পলানি চ। জলদ্রোণে বিপক্তব্যমষ্টভাগাবশেষিতম্। দিব্যৌষধিহতস্যাপি মাক্ষিকেণ হতস্য বা। পলদ্বাদশকং দেয়ং রুক্মলৌহস্য চূর্ণিতম্।। খণ্ডতুল্যং ঘৃতং দেয়ং পলষোড়শিকং বুধৈঃ। পচেৎ তাম্রময়ে পাত্রে গুড়পাকো মতো যথা।। প্রস্থার্দ্ধং মধুনো দেয়ং শুভাশ্মজতুকং ত্বচম্। শৃঙ্গী বিড়ঙ্গং কৃষ্ণা চ শুণ্ঠ্যাজাজীপলং পলম্।। ত্রিফলা ধান্যকং পত্রং দ্বাক্ষং মরিচকেশরম্।

চূর্ণং দত্ত্বা সুমথিতং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। যথাকালং প্রযুঞ্জীত বিড়ালপদকং ততঃ। গব্যক্ষীরানুপানঞ্চ সেব্যো মাংসরসঃ পয়ঃ।। গুরুবৃষ্যান্নপানানি স্নিগ্ধং মাংসাদি বৃংহণম্। রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং পার্শ্বশূলং বিশেষতঃ।। বাতরক্তং প্রমেহঞ্চ শীতপিত্তং বমিং ক্লমম্। শ্বয়থুং পাণ্ডুরোগঞ্চ কুষ্ঠং প্লীহোদরং তথা।। আনাহং শোণিতাস্রাবমম্লপিত্তং নিহন্তি চ। চক্ষুষ্যং বৃংহণং বৃষ্যং মাঙ্গল্যং প্রীতিবর্দ্ধনম্।। আরোগ্যপুত্রদং শ্রেষ্ঠং কায়াগ্নিবলবর্দ্ধনম্। শ্রীকরং লাঘবকরং খণ্ডকাদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।। ছাগং পারাবতং মাংসং তিত্তিরিঃ ক্রকরাঃ শশাঃ। কুরঙ্গাঃ কৃষ্ণসারাশ্চ তেষাং মাংসানি যোজয়েৎ।। নারিকেলপয়ঃপানং সুনিষণ্ণকবাস্তুকম্। শুষ্কমূলকজীরাখ্যং পটোলং বৃহতীফলম্।। ফলং বার্ত্তাকু পক্কাম্রং খর্জ্জূরং স্বাদু দাড়িমম্। ককারপূর্ব্বকং যচ্চ মাংসঞ্চানূপসম্ভবম্।। বর্জ্জনীয়ং বিশেষেণ খণ্ডকাদ্যং প্রকুর্ব্বতা। লৌহান্তরবদত্রাপি পুটনাদিক্রিয়েষ্যতে।।

শতমূলী, গুলঞ্চ, বাসকছাল, মুণ্ডিরী, বেড়েলা, তালমূলী, খদিরকাষ্ঠ, ত্রিফলার ত্বক্, বামুনহাটী, কুড় প্রত্যেক ৫ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। মনঃশিলা বা স্বর্ণমাক্ষিক সংযোগে জারিত কান্ত লৌহ ১২ পল, চিনি ১৬ পল, ঘৃত ১৬ পল; এই সমুদায় দ্রব্য উক্ত ক্বাথের সহিত লৌহ বা তাম্র পাত্রে পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে বংশলোচন, শিলাজতু, গুড়ত্বক, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ, পিপুল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১ পল এবং ত্রিফলা, ধনে, তেজপত্র, মরিচ, নাগেশ্বর প্রত্যেক ৪ তোলা নিক্ষেপ করিয়া শীতল হইলে মধু ২ সের মিশ্রিত করিবে। ইহার অনুপান— গব্যদুগ্ধ। মাংসরস প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করিবে। ইহা সেবন করিলে রক্তপিত্ত ও কাস এবং অম্লপিত্ত, শীতপিত্ত, প্রমেহ, প্লীহা, ক্ষয়, কুষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ রোগ নষ্ট হয়। ইহা বৃষ্য, চক্ষুষ্য, প্রীতিবর্দ্ধক, কান্তিকারক ও পুষ্টিবর্দ্ধক। এই খণ্ডকাদ্য লৌহ সেবন কালে ছাগল, পায়রা, তিত্তির, ক্রকর (কর্কটিয়া) খরগোশ, হরিণ, কৃষ্ণসার হরিণ প্রভৃতির মাংস ভোজন, নারিকেল-জল পান, সুষুণি, বেতো, জীরা প্রভৃতি শাক, শুষ্কমূলা, পটোল, বৃহতীফল, বেগুন এবং পাকা আম, খর্জ্জূর এবং যে সকল দ্রব্যের আদিতে ক-বর্ণ আছে, এরূপ দ্রব্য (কপোত কর্কোটাদি) ও আনূপ মাংস পরিত্যাগ করিবে।

উশীরাসবঃ

উশীরং বালকং পদ্মং কাশ্মরীং নীলমুৎপলম্। প্রিয়ঙ্গুঃ পদ্মকং লোধ্রো মঞ্জিষ্ঠা ধন্বযাসকম্।। পাঠা কিরাততিক্তঞ্চ ন্যগ্রোধোড়ুম্বরং শটী। পর্পটঃ পুণ্ডরীকঞ্চ পটোলং কাঞ্চনারকঃ।। জম্বুঃ শাল্মলিনির্য্যাসঃ প্রত্যেকং পলসম্মিতম্। সর্ব্বং সুচূর্ণিতং কৃত্বা দ্রাক্ষায়াঃ পলবিংশতিম্।। ধাতকীং ষোড়শপলাং জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপেৎ। শর্করায়াস্তুলাং দত্ত্বা ক্ষৌদ্রস্যার্দ্ধতুলাং তথা।। মাসং সংস্থাপয়েদ্ভাণ্ডে মাংসীমরিচধূপিতে। উশীরাসব ইত্যেষ রক্তপিত্তবিনাশনঃ।। পাণ্ডুকুষ্ঠপ্রমেহার্শঃ-ক্রিমিশোথহরস্তথা।।

বেণার মূল, বালা, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারীছাল, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, দুরালভা, আক্‌নাদি, চিরতা, বটছাল, যজ্ঞডুমুরের ছাল, শটী, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, পটোলপত্র, কাঞ্চনছাল, জামছাল ও মোচরস প্রত্যেক ১ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, ধাইফুল ১৬ পল, চিনি ১২।।০ সের, মধু ৬।০ সের, জল ১২৮ সের। এই সমুদায় একত্র আবৃতপাত্র মধ্যে এক মাস রাখিবে। ঐ পাত্র প্রথমতঃ জটামাংসী ও মরিচ চূর্ণ দ্বারা ধূপিত করা কর্ত্তব্য। ইহা সেবন করিলে রক্তপিত্ত, প্রমেহ, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও ক্রিমি প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়।

ঘৃততৈলপ্রয়োগঃ

বাসাঘৃতম্

বাসাং সশাখাং সফলাং সমূলাং কৃত্বা কষায়ং কুসুমানি চাস্যাঃ। প্রদায় কল্কং বিপচেদ্ ঘৃতং তৎ সক্ষৌদ্রমাশ্বেব নিহন্তি রক্তম্।। শণস্য কোবিদারস্য বৃষস্য ককুভস্য চ। কল্কাঢ্যত্বাৎ পুষ্পকল্কং পলচতুষ্টয়ম্।।

বাসকের শাখা, ফল ও মূল মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—বাসকপুষ্প ৪ পল। ঘৃত ৪ সের। পাকান্তে শীতল হইলে মধু ৮ পল মিলিত করিবে। এই ঘৃত কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে রক্তপিত্তরোগ উপশমিত হয়।

দূর্ব্বাদ্যং ঘৃতম্

দূর্ব্বা সোৎপলকিঞ্জল্কা মঞ্জিষ্ঠা সৈলবালুকা। সিতাং শীতমুশীরঞ্চ মুস্তং চন্দনপদ্মকে।। বিপচেৎ কার্ষিকৈরেতৈঃ সর্পিরাজং সুখাগ্নিনা। তণ্ডুলাম্বু ত্বজাক্ষীরং দত্ত্বা চৈব চতুর্গুণম্।। তৎ পানং বমতো রক্তং নাবনং নাসিকাগতে। কর্ণাভ্যাং যস্য গচ্ছেৎ তু তস্য কর্ণৌ প্রপূরয়েৎ।। চক্ষুঃ স্রাবিণি রক্তে তু পূরয়েৎ তেন চক্ষুষী। মেঢ্র পায়ুপ্রবৃত্তে তু তদভ্যঙ্গঃ প্রশস্যতে।।

(তণ্ডুলোদকচ্ছাগদুগ্ধয়োঃ প্রত্যেকং চাতুর্গুণ্যং, রক্তশালিতণ্ডুল শ ৪, জল শ ১৬, সংমর্দ্দ্য বস্ত্রপূতং গ্রাহ্যম্)।।

দাদ্‌খানি চাউল ৪ সের, ১৬ সের জলে মর্দ্দন করিয়া ছাঁকিয়া জল লইবে। ঐ জল ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, ছাগঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ—দূর্ব্বাদল, সুঁদির কেশর, মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুক, চিনি, শ্বেতচন্দন, বেণার মূল, মুতা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ প্রত্যেক ২ তোলা। রক্তবমনে এই ঘৃত পান, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহার নস্য, কর্ণ হইতে রক্তস্রাবে কর্ণপূরণ, চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহা দ্বারা চক্ষুঃ পূরণ, মেঢ্র ও গুহ্যদ্বার দিয়া রক্তস্রাবে ইহার পিচকারী এবং লোমকূপ হইতে রক্তক্ষরণ হইলে গাত্রে মর্দ্দন ব্যবস্থেয়।

সপ্তপ্রস্থঘৃতম্

শতাবরীপয়োদ্রাক্ষা-বিদারীক্ষ্বামলৈ রসৈঃ। সর্পিষা সহ সংযুক্তৈঃ সপ্তপ্রস্থং পচেদ্ ঘৃতম্।। শর্করাপাদসংযুক্তং রক্তপিত্তহরং পিবেৎ। উরঃক্ষতে পিত্তশূলে চোষ্ণবাতেহ্স্যসৃগ্‌দরে। বল্যমোজস্করং বৃষ্যং ক্ষয়হৃদ্রোগনাশনম্।।

শতমূলী, বালা, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষু ও আমলকী, ইহাদিগের রস প্রত্যেক ১ প্রস্থ করিয়া ৬ প্রস্থ, ঘৃত ১ প্রস্থ। যথাবিধি পাক করিবে। অনন্তর চতুর্থাংশ শর্করা মিশ্রিত করিয়া সিকি তোলা হইতে অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত পরিমাণে সেবন করিলে রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, ক্ষয় ও পিত্তশূল প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা বল, শুক্র ও ওজোবৃদ্ধিকারক।

হ্রীবেরাদ্যং তৈলম্

হ্রীবেরং নলদং লোধ্রং পদ্মকেশরপত্রকম্। নাগপুষ্পঞ্চ বিল্বঞ্চ ভদ্রমুস্তা তথা শঠী।। চন্দনঞ্চৈব

পাঠা চ কুটজস্য ফলত্বচম্। ত্রিফলা শৃঙ্গবেরঞ্চ ভূতবাসত্বচস্তথা।। আম্রাস্থিজম্বুসারাস্থি মূলং রক্তোৎপলস্য চ। এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।। লাক্ষারসাঢ়কঞ্চৈব ক্ষীরং স্নেহসমং ভবেৎ। রক্তপিত্তঞ্চ ত্রিবিধং নাশয়েদবিকল্পতঃ। কাসং পঞ্চবিধং হন্তি তথা শ্বাসমুরঃক্ষতম্।। হ্রীবেরাদ্যমিদং তৈলং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম। শ্রীমদ্‌গহননাথেন নির্ম্মিতং বিশ্বসম্পদে।।

তিলতৈল ৪ সের, লাক্ষার ক্বাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ—বালা, বেণার মূল, লোধ, পদ্মকেশর, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠ, নাগরমুতা, শটী, রক্তচন্দন, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়্চিছাল, ত্রিফলা, শুঁঠ, বহেড়াছাল, আমের আঁটি, জামের আঁটি, রক্তোৎপলের মূল প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা মর্দ্দনে ত্রিবিধ রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস ও উরঃক্ষত রোগ প্রশমিত এবং বল বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

রক্তপিত্তে পথ্যানি

অধোগতে ছর্দ্দনমূর্দ্ধনির্গমে বিরেচনং স্যাদুভয়ত্র লঙ্ঘনম্। পুরাতনাঃ ষষ্টিকশালিকোদ্রব-প্রিয়ঙ্গুনীবারযবপ্রসাতিকাঃ।। মুদগা মসূরাশ্চণকাস্তুবর্য্যো মুকুষ্টকাশ্চিঙ্গটবর্ম্মিমৎস্যাঃ। শশঃ কপোতো হরিণৈণলাব-শরারিপারাবতবর্ত্তকাশ্চ।। বকা উরভ্রাশ্চ সকালপুচ্ছাঃ কপিঞ্জলাশ্চাপি কষায়বর্গঃ। গবামজায়াশ্চ পয়ো ঘৃতঞ্চ ঘৃতং মহিষ্যাঃ পনসং পিয়ালম্।। রম্ভাফলং কঞ্চটতণ্ডুলীয়-পটোলবেত্রাগ্রমহার্দ্রকাণি। পুরাণকুষ্মাণ্ডফলঞ্চ পক্ক-তালানি তদ্বীজজলানি বাসা।। স্বাদূনি বিম্বানি চ দাড়িমানি খর্জ্জূরধাত্রীমিষিনারিকেলম্। কশেরুশৃঙ্গাটমরুষ্করাণি কপিত্থশালূকপরূষকাণি।। ভূনিম্বশাকং পিচুমর্দ্দপত্রং তুম্বী কলিঙ্গানি চ লাজশক্তুঃ। দ্রাক্ষা সিতা মাক্ষিকমৈক্ষবঞ্চ শীতোদকঞ্চৌদ্ভিদবারি চাপি।। সেকোঽবগাহঃ শতধৌতসর্পিরভ্যঙ্গ-যোগঃ শিশিরপ্রদেহঃ। হিমানিলশ্চন্দনমিন্দুপাদাঃ কথা বিচিত্রাশ্চ মনোঽনুকূলাঃ।। ধারাগৃহং ভূমিগৃহং সুশীতং বৈদূর্য্যমুক্তামণিধারণঞ্চ। রক্তোৎপলাম্ভোরুহপত্রশয্যা ক্ষৌমাম্বরঞ্চোপবনং সুশীতম্।। প্রিয়ঙ্গুকাচন্দনরূষিতানা-মালিঙ্গনঞ্চাপি বরাঙ্গনানাম্। পদ্মাকরাণাং সরিতাং হ্রদানাং চন্দ্রোদয়ানাং হিমবদ্দরীণাম্।। সুশীতলানাং গিরিনির্ঝরাণাং শ্রুতেঃ প্রশস্তানি চ কীর্ত্তিতানি। প্রকৃষ্টনীরং হিমবালুকা চ মিত্রং নৃণাং শোণিতপিত্তরোগে।।

অধোগামি-রক্তপিত্তে বমন, ঊর্দ্ধগামি-রক্তপিত্তে বিরেচন, ঊর্দ্ধাধ উভয় দিগ্‌গামি-রক্তপিত্তে লঙ্ঘন, পুরাতন যষ্টিকধান্য, শালিধান্য, কোদধান্য, কাঙ্গনিধান্য, উড়ীধান্য, যব, লালউড়ীধান্য, মুগ, মসূর, ছোলা, অড়হর, বনমুগ, চিঙ্গড়িমাছ, বাইনমাছ, শশক, ঘুঘু, হরিণ, এণ, লাবপাখী, পায়রা, শরারিপাখী, বক ও ভারই পাখির মাংস, মেষ, কালপুচ্ছ, কপিঞ্জলপাখী, কষায়বর্গ, গব্যদুগ্ধ, গব্যঘৃত, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, মাহিষঘৃত, কাঁটাল, পিয়ালফল, রম্ভাফল (কদলী), কাঁচড়াশাক, নটেশাক, পটোল, বেতাগ্র, বন আদা, পুরাণ কুমড়া, পাকা তাল, কচি তালের শাঁস ও জল, বাসক, মধুর রস, তেলাকুচা, দাড়িম, খর্জ্জূর, আমলকী, মৌরি, নারিকেল, কেশুর, পানিফল, ভল্লাতক, কয়েতবেল, কুমুদাদির মূল, ফল্‌সাফল, চিরতা, নিম্বপত্র, লাউ, ইন্দ্রযব, যৈ-এর ছাতু, কিস্‌মিস্, চিনি, মধু, ইক্ষুরস, শীতল জল, ঔদ্ভিদ জল, পরিষেচন, অবগাহন স্নান, শতধৌত-ঘৃত, তৈল মর্দ্দন, শীতল প্রলেপন, শীতল বায়ু, চন্দন, জ্যোৎস্না, মনের স্বাস্থ্যজনক

বিচিত্র বাক্য, ধারাগৃহ (ফোয়ারার ঘর), শীতল ভূমিগৃহ, বৈদূর্য্যমণি, মুক্তাধারণ, কদলীপত্রে এবং পদ্মকুমুদাদির পত্রে শয়ন, রেশমনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান, শীতল উদ্যানে বাস, প্রিয়ঙ্গু-চন্দন-ভূষিতা কামিনীগণের সহিত আলিঙ্গন, পদ্মপুষ্পযুক্ত নদী এবং হ্রদ (অকৃত্রিম বৃহৎ জলাশয়) ও চন্দ্রোদয়কালীন হিমশীকরসংযুক্ত শীতল পর্ব্বতগুহা, নির্ঝরের জল, সুশ্রাব্য গীত, বাদ্য, উৎকৃষ্ট জল ও কর্পূর, এই সমস্ত রক্তপিত্তরোগির সুপথ্য।

রক্তপিত্তেহপথ্যানি

ব্যায়ামাধ্বনিষেবণং রবিকরস্তীক্ষ্ণানি কর্ম্মাণি চ ক্ষোভো বেগবিধারণং চপলতা হস্ত্যশ্বযানানি চ। স্বেদাস্রস্রুতিধূমপানসুরতক্রোধাঃ কুলত্থো গুড়ো বার্ত্তাকুস্তিলমাষসর্ষপদধিক্ষারাণি কৌপং পয়ঃ।। তাম্বূলং নলদম্বু মদ্যলশুনঃ শিম্বীবিরুদ্ধাশনং কট্বম্লং লবণং বিদাহি চ গণস্ত্যাজ্যো হ্যস্রপিত্তে নৃণাম।।

ব্যায়াম, পথপর্য্যটন, রৌদ্রসেবন, তীক্ষ্ণক্রিয়া, ক্ষোভ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, চঞ্চলতা, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি যানে আরোহণ, স্বেদ, রক্তস্রাব, ধূমপান, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, ক্রোধ, কুলত্থকলায়, গুড়, বেগুন, তিল, মাষকলায়, সর্ষপ, দধি, ক্ষারদ্রব্য, কৌপ জল, তাম্বূল ভক্ষণ, নিম্ব, মদ্য, রসুন, শিম, বিরুদ্ধ ভোজন, কটুদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, লবণরসসংযুক্ত দ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য, রক্তপিত্তরোগে এই সকল পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে রক্তপিত্তরোগাধিকারঃ।

রাজযক্ষ্ম-রোগাধিকার

রাজযক্ষ্মক্ষতক্ষীণ-নিদানম্

বেগরোধাৎ ক্ষয়াচ্চৈব সাহসাদ্ বিষমাশনাৎ। ত্রিদোষো জায়তে যক্ষ্মা গদো হেতুচতুষ্টয়াৎ।। কফপ্রধানৈর্দোষৈস্তু রুদ্ধেষু রসবর্ত্মসু। অতিব্যবায়িনো বাপি ক্ষীণে রেতস্যনন্তরাঃ। ক্ষীয়ন্তে ধাতবঃ সর্ব্বে ততঃ শুষ্যতি মানবঃ।।

বাত মূত্র ও পুরীষের বেগধারণ, মৈথুন ও উপবাসাদি ধাতুক্ষয়কারক কর্ম্ম, বলবান্ ব্যক্তির সহিত মল্লযুদ্ধাদি মহাসাহসের কার্য্য ও বিষমাশন (অল্প, অধিক বা অকালে ভোজন), এই চারি প্রকার হেতু হইতে যক্ষ্মরোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা সান্নিপাতিক ব্যাধি। তন্ত্রান্তরে যক্ষ্মরোগের বহুসংখ্যক হেতু উক্ত আছে, কিন্তু তৎসমুদায়ই এই কারণ-চতুষ্টয়ের অন্তর্ভূত জানিবে।

কফপ্রধান বাতাদিদোষত্রয় দ্বারা রসবাহিনী নাড়ীসকল রুদ্ধ হইলে রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রধাতু ক্ষীণ হইতে থাকে। কারণ রস সকল ধাতুর পোষক, সেই রসের গতি রুদ্ধ হওয়াতে পোষকাভাবে কোন ধাতুই পুষ্ট হইতে না পারিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ক্ষয়কে অনুলোম-ক্ষয় কহে। আর অতিমৈথুন দ্বারা শুক্রধাতু ক্ষীণ হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাতুগুলি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। অর্থাৎ শুক্রক্ষয় হইলে বায়ুপ্রকোপহেতু তৎপূর্ব্ব ধাতু মজ্জা ক্ষয় এবং মজ্জক্ষয়ে বায়ুর অতিকোপহেতু তৎপূর্ব্ব ধাতু অস্থি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপে বিলোমভাবে মেদ, মাংস, রক্ত ও রসধাতুর ক্ষয় হইয়া থাকে। এইপ্রকার ক্ষয়কে বিলোম-ক্ষয় কহে। ধাতু ক্ষয় হওয়াতে মনুষ্যও শুষ্ক হইয়া যায়।

অংসপার্শ্বাভিতাপশ্চ সন্তাপঃ করপাদয়োঃ। জ্বরঃ সর্ব্বাঙ্গিগশ্চেতি লক্ষণং রাজযক্ষ্মণঃ।।

স্বরভেদোঽনিলাচ্ছূলং সঙ্কোচশ্চাংসপার্শ্বয়োঃ। জ্বরো দাহোঽতিসারশ্চ পিত্তাদ্রক্তস্য চাগমঃ।।
শিরসঃ পরিপূর্ণত্বভক্তচ্ছন্দ এব চ। কাসঃ কণ্ঠস্য চোদ্ধংসো বিজ্ঞেয়ঃ কফকোপতঃ।।

স্কন্ধ ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, হস্তে পদে সন্তাপ এবং সর্ব্বগত জ্বর, এই তিনটি রাজযক্ষ্মার লক্ষণ।

যক্ষ্মরোগে বাতাধিক্য থাকিলে স্বরভঙ্গ, স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশের সঙ্কোচ ও শূলবদ্‌বেদনা, পিত্তাধিক্য থাকিলে জ্বর, দাহ, অতিসার ও রক্তনিষ্ঠীবন এবং কফাধিক্য থাকিলে মস্তকের পরিপূর্ণতা (মাথাভার), অরুচি, কাস ও কণ্ঠের উদ্ধংস (গলা সুড়সুড় করা, কার্ত্তিকের মতে উৎকাসিকা), এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

রাজযক্ষ্ম-চিকিৎসা

বলিনো বহুদোষস্য পঞ্চকর্ম্মাণি কারয়েৎ। যক্ষ্মিণঃ ক্ষীণদেহস্য তৎ কৃতং স্যাদ্ বিষোপমম্।।
শুক্রায়ত্তং বলং পুংসাং মলায়ত্তঞ্চ জীবিতম্।। তস্মাদ্ যত্নেন সংরক্ষেদ্ যক্ষ্মিণো মলরেতসী।।

বাতাদি বহুদোষে আক্রান্ত যক্ষ্মরোগির যদি বল থাকে, তাহা হইলে প্রথমে বমন বিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্ম করান যাইতে পারে, কিন্তু রোগী ক্ষীণদেহ হইলে উহা বিষবৎ অনিষ্টোৎপাদক হইয়া থাকে। যেহেতু মনুষ্যের বল শুক্রায়ত্ত এবং জীবন মলায়ত্ত, অতএব শুক্র ও মল যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

দোষাধিকানাং বমনং শস্যতে সবিরেচনম্। স্নেহস্বেদোপপন্নানাং সস্নেহং যন্ন কর্ষণম্।।

যদিও যক্ষ্মরোগে বমন বিরেচন নিষিদ্ধ, তথাপি দোষের আধিক্য থাকিলে অর্থাৎ শ্লেষ্মার প্রাবল্য অধিক হইলে বমন এবং পিত্তের প্রকোপ অধিক হইলে বিরেচনও করান যাইতে পারে। কিন্তু রোগিকে অগ্রে স্নেহ ও স্বেদ প্রদান করিয়া অল্পস্নেহযুক্ত মৃদু বমন ও বিরেচন এরূপভাবে প্রয়োগ করিবে, যেন তাহার শরীর ক্ষীণ না হয়।

শালিষষ্টিকগোধূম-যবমুদগাদয়ঃ শুভাঃ। মদ্যানি জাঙ্গলাঃ পক্ষি-মৃগাঃ শস্তা বিশুষ্যতাম্।।
শুষ্যতাং ক্ষীণমাংসানাং কল্পিতানি বিধানবিৎ। দদ্যাৎ ক্রব্যাদমাংসানি বৃংহণানি বিশেষতঃ।।

এক বৎসরের পুরাতন শালিধান্য, ষাটিধান্য, গোধূম ও যব, মুদগ প্রভৃতির দাইল এবং মদ্য ও জাঙ্গল পশু-পক্ষির মাংস, যক্ষ্মরোগির পথ্য। শোষ রোগির বলমাংস ক্ষীণ হইলে মাংসভোজি-পশুপক্ষির মাংস আহার করা বিধেয়, কারণ উহা বিশেষরূপ মাংসবর্দ্ধক।

সপিপ্পলীকং সযবং সকুলত্থং সনাগরম্। দাড়িমামলকোপেতং স্নিগ্ধমাজরসং পিবেৎ।। তেন ষড়্ বিনিবর্ত্তন্তে বিকারাঃ পীনসাদয়ঃ। দ্রব্যতো দ্বিগুণং মাংসং সর্ব্বতোঽষ্টগুণং জলম্। পাদস্থং সংস্কৃতঞ্চাজ্যে ষড়ঙ্গো যূষ উচ্যতে।।

(যবস্তু পলমিতঃ কুলত্থশ্চ। ছাগমাংসং পলচতুষ্টয়ং, জলমষ্টচত্বারিংশৎপলং, অবশিষ্টং দ্বাদশপলম্। ততঃ পলমিতে ঘৃতে সংস্করণীয়ম্। তত্র কর্ষমিতং সৈন্ধবং দেয়ম্, সৌরভার্থং হিঙ্গু দেয়ম্। পিপ্পলীনাগরঞ্চ পৃথক্ মাষমিতং কল্কীকৃত্য দেয়ম্। বৃদ্ধবৈদ্যাস্তু—পিপ্পলী-শুণ্ঠ্যোঃ প্রত্যেকং মাষকচতুষ্টয়ং, যবকুলত্থয়োস্তু প্রত্যেকং কর্ষঃ, দাড়িমামলকয়োরপি প্রত্যেকং মাষকচতুষ্টয়ং গ্রাহ্যম্। সমুদিতদ্রব্যাপেক্ষয়া মাংসং দ্বিগুণং গ্রাহ্যম, সর্ব্বমেকীকৃত্য অষ্টগুণজলে

ক্কথনীয়ম্, তৎ পাদস্থং ঘৃতেন সংস্কৃত্য উপযোজ্যমিত্যাহুঃ। চক্র-টী।)

যব ১ পল, কুলথকলাই ১ পল, ছাগমাংস ৪ পল, জল ৪৮ পল। একত্র সিদ্ধ করিয়া ১২ পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া কোন পাত্রে ১ পল ঘৃত উষ্ণ করিয়া তাহাতে ঐ রস সন্তলন করিবে এবং সৈন্ধব ২ তোলা, সৌরভার্থ কিঞ্চিৎ হিঙ্গু, পেষিত পিপ্পলী ও শুণ্ঠী এক এক মাষা দিয়া কিয়ৎক্ষণ পাক করিবে এবং অম্লরস করিবার জন্য উহাতে দাড়িম ও আমলকীর কিছু রস দিবে। ইহার নাম ষড়ঙ্গ যূষ। এই যূষ সেবনে যক্ষ্মরোগির পীনসাদি ছয় প্রকার বিকার উপশমিত হয়।

পারাবতকপিচ্ছাগ-কুরঙ্গাণাং পৃথক্ পৃথক্। মাংসচূর্ণমজাক্ষীরৈঃ পীতং ক্ষয়হরং পরম্।।

পায়রা, বানর, ছাগ বা হরিণের মাংস ঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত পান করিলে ক্ষয়রোগ নিবারণ হয়।

ছাগং মাংসং পয়শ্ছাগং ছাগং সর্পিঃ সশর্করম্। ছাগোপসেবা শয়নং ছাগমধ্যে তু যক্ষ্মনুৎ।।

ছাগমাংস ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধ পান, চিনির সহিত ছাগঘৃত পান, ছাগ সেবা ও ছাগসমূহমধ্যে শয়ন, যক্ষ্মরোগির পক্ষে বিশেষ হিতকর।

শর্করামধুসংযুক্তং নবনীতং লিহন্ ক্ষয়ী। ক্ষীরাশী লভতে পুষ্টিমতুল্যে চাজ্যমাক্ষিকে।।

চিনি ও মধুর সহিত নবনীত অথবা অসমভাগে ঘৃত ও মধু লেহন করিয়া দুগ্ধপায়ী হইলে যক্ষ্মজনিত কৃশতা দূর হইয়া শরীরের পুষ্টি হইয়া থাকে।

ঘৃতকুসুমরসালীঢ়ং ক্ষয়ং ক্ষয়ং নয়তি গজবলামূলম্। দুগ্ধেন কেবলেন চ বায়সজঙ্ঘা নিপীতৈব।।

গোরক্ষচাকুলের মূল বাটিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে অথবা দুগ্ধের সহিত কাকজঙ্ঘা সিদ্ধ করিয়া পান করিলে যক্ষ্মা প্রশমিত হয়।

শতপুষ্পা সমধুকং কুষ্ঠং তগরচন্দনম্। আলেপনং স্যাৎ সঘৃতং শিরঃপার্শ্বাংসশূলনুৎ।।

মস্তকে, পার্শ্বে বা স্কন্ধে বেদনা থাকিলে শুল্‌ফা, যষ্টিমধু, কুড়, তগরপাদুকা ও শ্বেতচন্দন, একত্র বাটিয়া ঘৃত-সংযুক্ত ও উষ্ণ করিয়া বেদনাস্থানে প্রলেপ দিবে, তাহাতে বেদনা প্রশমিত হয়।

বলা রাস্না তিলাঃ সর্পির্মধুকং নীলমুৎপলম্। পলঙ্কষা দেবদারু চন্দনং কেশরং ঘৃতম্।। বীরা বলা বিদারী চ কুষ্ঠগন্ধি পুনর্নবা। শতাবরী পয়স্যা চ কত্তৃণং মধুকং ঘৃতম্।। চত্বার এতে শ্লোকার্দ্ধৈঃ প্রদেহাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। শস্তাঃ সংবৃদ্ধদোষাণাং শিরঃপার্শ্বাংসশূলিনাম্।।

বেড়েলা, রাস্না, তিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল ও ঘৃত ; অথবা গুগ্‌গুলু, দেবদারু, শ্বেতচন্দন, নাগেশ্বর ও ঘৃত ; কিংবা ক্ষীরকাকোলী, বেড়েলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, এলবালুক ও পুনর্নবা ; অথবা শতমূলী, ক্ষীরকাকোলী, গন্ধতৃণ, যষ্টিমধু ও ঘৃত একত্র বাটিয়া অল্প উষ্ণ করত প্রলেপ দিলে মস্তক, পার্শ্ব ও স্কন্ধদেশের বেদনা নিবারিত হয়।

চরসৈঃ ক্ষৌদ্রং রক্তবান্তিহরং পরম্। বিশল্যাকরণীক্বাথঃ কুক্কুরদ্রুদ্রবস্তথা।।

আম্‌ল্‌তার জল ২ তোলা, মধু ।।০ তোলা, অথবা আয়াপানের কাথ কিংবা কুক্‌শিমার রস পান করিলে রক্তবমন নিবারিত হয়।

যষ্ট্যাহ্বং চন্দনোপেতং সম্যক্‌ক্ষীরপ্রপেষিতম্। ক্ষীরেণালোড্য পাতব্যং রুধিরচ্ছর্দ্দিনাশনম্।।

যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন, দুগ্ধের সহিত বাটিয়া পান করিলে রক্তবমন নিবারিত হয়।

ব্যবায়াদিহেতুকশোষ-নিদানম্

ব্যবায়শোকবার্দ্ধক্য-ব্যায়ামাধ্বপ্রশোষিতান্। ব্রণোরঃক্ষতসংজ্ঞৌ চ শোষিণৌ লক্ষণৈঃ শৃণু। ব্যবায়শোষী শুক্রস্য ক্ষয়লিঙ্গৈরুপদ্রুতঃ। পাণ্ডুদেহো যথাপূর্ব্বং ক্ষীয়ন্তে চাস্য ধাতবঃ।। প্রধ্যানশীলঃ স্রস্তাঙ্গঃ শোকশোষ্যপি তাদৃশঃ।। জরাশোষী কৃশো মন্দ-বীর্য্যবুদ্ধিবলেন্দ্রিয়ঃ।। কম্পনোঽরুচিমান্ ভিন্ন-কাংস্যপাত্রহতস্বরঃ ।। ষ্ঠীবতি শ্লেষ্মণা হীনং গৌরবারতিপীড়িতঃ। সংপ্রস্রুতাস্যনাসাক্ষঃ শুষ্করুক্ষমলচ্ছবিঃ।। অধ্বশোষী চ স্রস্তাঙ্গঃ সংভৃষ্টপরুষচ্ছবিঃ।। প্রসুপ্তগাত্রাবয়বঃ শুষ্কক্লোমগলাননঃ।। ব্যায়ামশোষী ভূয়িষ্ঠমেভিরেব সমন্বিতঃ। লিঙ্গৈরুরঃক্ষতকৃতৈঃ সংযুক্তশ্চ ক্ষতং বিনা।। রক্তক্ষয়াদ্ বেদনাভিস্তথৈবাহারযন্ত্রণাৎ। ব্রণিতস্য ভবেচ্ছোষঃ স চাসাধ্যতমো মতঃ।।

ব্যবায় অর্থাৎ মৈথুন, শোক, বার্দ্ধক্য, ব্যায়াম, পথপর্য্যটন, ব্রণ (ক্ষত) ও উরঃক্ষত, এই সপ্ত কারণে সপ্তপ্রকার শোষরোগ উৎপন্ন হয়। তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

ব্যবায় দ্বারা যে শোষরোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে ব্যবায়শোষ কহে। ব্যবায় শোষরোগী শুক্রক্ষয়জনিত লক্ষণে অর্থাৎ লিঙ্গে ও অণ্ডকোষে বেদনা, মৈথুনে অসামর্থ্য ও বিলম্বে শুক্রের বা রক্তের অল্পক্ষরণ এই সকল উপদ্রবে উপদ্রুত ও পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং শুক্রক্ষয়হেতু বায়ু-প্রকোপে তাহার অস্থি মজ্জা প্রভৃতি ধাতুসকল বিলোমভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে।

শোকজনিতশোষরোগী প্রধ্যানশীল অর্থাৎ যাহার বিয়োগে শোক উৎপন্ন হইয়াছে, সর্ব্বদা তচ্চিন্তারত ও শিথিলাঙ্গ হয় এবং শুক্রক্ষয়লক্ষণ ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত ব্যবায়শোষের যাবতীয় উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া থাকে।

জরা অর্থাৎ বার্দ্ধক্যহেতু যে শোষ হয়, তাহাকে জরাশোষ কহে। ইহাতে শরীরের কৃশতা, বীর্য্য বুদ্ধি বল ও ইন্দ্রিয়শক্তির অল্পতা, কম্প, অরুচি, ভগ্ন কাংস্যপাত্রের ন্যায় স্বর, শ্লেষ্মহীন শুষ্ককাস, দেহের গুরুতা, চিত্তের অস্থিরতা, মুখ নাসিকা ও চক্ষু দিয়া জলস্রাব, শুষ্কমল ও রুক্ষদেহ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অধিক পথপর্য্যটন করাতে যে শোষরোগ হয়, তাহাকে অধ্বশোষ কহে। এই রোগে অঙ্গ শিথিল, দেহের কান্তি ভৃষ্ট অর্থাৎ ভাজা দ্রব্যের ন্যায় রুক্ষ, অবয়বসকল স্পর্শশক্তিবিহীন এবং ক্লোম, কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক হইয়া থাকে।

ব্যায়ামজনিত শোষরোগে শিথিলাঙ্গতাদি অধ্বশোষলক্ষণসমূহ বাহুল্যভাবে লক্ষিত হয় এবং ক্ষত ব্যতিরেকে উরঃক্ষতের অপর সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

কোন বিশেষ ক্ষত নিবন্ধন রক্তস্রাব, বেদনা ও আহার যন্ত্রণাহেতু যে শোষ হয়, তাহাকে ব্রণশোষ

কহে। এই শোষ অসাধ্যতম।

ব্যবায়শোষ-চিকিৎসা

ব্যবায়শোষিণং ক্ষীর-রসমাংসাজ্যভোজনৈঃ। সুকূলৈর্মধুরৈর্হৃদ্যৈর্জীবনীয়ৈরুপাচরেৎ।।

ব্যবায়শোষ-পীড়িত রোগিকে দুগ্ধ, মাংসের রস, মাংস ও ঘৃত পথ্য এবং তদীয় হিতকর মধুর, হৃদ্য ও জীবনীয় ঔষধ প্রদান করিবে।

শোকশোষ-চিকিৎসা

হর্ষণশ্বাসনৈঃ ক্ষীরৈঃ স্নিগ্ধৈর্মধুরশীতলৈঃ। দীপনৈর্লঘুভিশ্চান্নৈঃ শোকশোষমুপাচরেৎ।।

শোকজনিত শোষরোগে হর্ষোৎপাদন, আশ্বাসপ্রদান, দুগ্ধপান এবং স্নিগ্ধ, মধুর, শীতল, অগ্নিদীপক ও লঘু অন্ন ভোজন কর্ত্তব্য।

ব্যায়ামশোষ-চিকিৎসা

ব্যায়ামশোষিণং স্নিগ্ধৈঃ ক্ষতক্ষয়হিতৈর্হিমৈঃ। উপাচরেজ্জীবনীয়ৈর্বিধিনা শ্লৈষ্মিকেণ তু।।

ব্যায়ামজনিত শোষে ক্ষতক্ষয়-হিতকর স্নিগ্ধ-শীতল জীবনীয়গণ দ্বারা শ্লৈষ্মিক বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে।

অধ্বশোষ-চিকিৎসা

আস্যাসুখৈর্দিবাস্বপ্নৈঃ শীতৈর্মধুরবৃংহণৈঃ। অন্নমাংসরসাহারৈরধ্বশোষমুপাচরেৎ।

সুখোপবেশন, দিবানিদ্রা এবং শীতল মধুর বৃংহণ অন্ন ও মাংসরস অধ্বশোষে হিতকর।

ব্রণশোষ-চিকিৎসা

ব্রণশোষং জয়েৎ স্নিগ্ধৈর্দীপনৈঃ স্বাদুশীতলৈঃ। ঈষদম্লৈরনম্লৈর্বা যূষৈর্মাংসরসাদিভিঃ।।

স্নিগ্ধ অগ্নিদীপক স্বাদু ও শীতল আহার অথবা দাড়িমাদির রসের অম্লীকৃত বা নিরম্ল মুদগাদির যূষ ও মাংসরস প্রদান করিয়া ব্রণশোষের চিকিৎসা করিবে।

উরঃক্ষত-নিদানম্

ধনুষায়াসতোঽত্যর্থং ভারমুদ্বহতো গুরুম্। যুধ্যমানস্য বলিভিঃ পততো বিষমোচ্চতঃ।। বৃষং হয়ং বা ধাবন্তং দম্যং বান্যং নিগৃহ্ণতঃ। শিলাকাষ্ঠাশ্মনির্ঘাতান্ ক্ষিপতো নিঘ্নতঃ পরান্।। অধীয়ানস্য বাত্যুচ্চৈর্দূরং বা ব্রজতো দ্রুতম্। মহানদীর্বা তরতো হয়ৈর্বা সহ ধাবতঃ।। সহসোৎপততো দূরং তূর্ণঞ্চাতিপ্রনৃত্যতঃ। তথান্যৈঃ কর্ম্মভিঃ ক্রূরৈর্ভৃশমভ্যাহতস্য বা।। বিক্ষতে বক্ষসি ব্যাধির্বলবান্ সমুদীর্য্যতে।। স্ত্রীষু চাতিপ্রসক্তস্য রুক্ষাল্পপ্রমিতাশিনঃ।। উরো

বিরুজ্যতেঽত্যর্থং ভিদ্যতেঽথ বিভজ্যতে। প্রপীড্যেতে ততঃ পার্শ্বে শুষ্যত্যঙ্গং প্রবেপতে।।
ক্রমাদ্ বীর্য্যং বলং বর্ণো রুচিরগ্নিশ্চ হীয়তে। জ্বরো ব্যথা মনোদৈন্যং বিড়্‌ভেদাগ্নিবধাবপি।।
দুষ্টঃ শ্যাবঃ সুদুর্গন্ধঃ পীতো বিগ্রথিতো বহুঃ। কাসমানস্য চাভীক্ষ্ণং কফঃ সাসৃক্ প্রবর্ত্ততে।
স ক্ষতঃ ক্ষীয়তেঽত্যর্থং তথা শুক্রৌজসোঃ ক্ষয়াৎ।।

সতত জ্যারোপণ, ধনুরাকর্ষণ ও গুরুভারবহন, বলবানের সহিত মল্লযুদ্ধ, অতি উচ্চস্থান হইতে পতন, ধাবমান বৃষ অশ্ব বা গজোষ্ট্রাদি দমনার্হ পশুকে বলপূর্ব্বক বিধারণ, শিলা (দীর্ঘ প্রস্তর) খণ্ড, কাষ্ঠ বা নির্ঘাতি নামক অস্ত্রবিশেষের সবলে নিক্ষেপ, শত্রুতাড়ন, অতি উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, দ্রুতবেগে বা বহুদূর গমন, সন্তরণ দ্বারা বড় বড় নদী উত্তরণ, ধাবমান অশ্বের সহিত ধাবন, দূর লম্ফন ও শীঘ্র শীঘ্র নর্ত্তন, এই সকল কারণে এবং এই প্রকার অন্যান্য কঠোর কর্ম্ম সম্পাদনে বক্ষঃস্থল ক্ষত হইলে অথবা অত্যন্ত স্ত্রীসঙ্গমও রুক্ষাল্পভোজন করিলে বায়ু কুপিত হওয়ায় উরঃক্ষত রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে বক্ষঃস্থল যেন ভগ্ন, বিদীর্ণ বা দ্বিধাবিভক্তবৎ বলিয়া অনুমিত হয় এবং পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, অঙ্গশোষ ও কম্প উপস্থিত হয়। ক্রমে বীর্য্য বল বর্ণ রুচি ও অগ্নির হীনতা, জ্বর, ব্যথা, মনোদৈন্য, মলভেদ ও অগ্নিলোপ হইতে থাকে। কাসের সহিত পচাদুর্গন্ধি, শ্যাব বা পীতবর্ণ, গ্রন্থিল, সরক্ত কফ নিরন্তর বহু পরিমাণে নির্গত হয়। বক্ষঃক্ষত হেতু বিশেযতঃ স্ত্রী-সেবনাদি দ্বারা শুক্র ও ওজঃক্ষয়বশতঃ উরঃক্ষত-রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

উরঃক্ষত-চিকিৎসা

উরো মত্বা ক্ষতং লাক্ষাং পয়সা মধুসংযুতাম্। সদ্য এব পিবেজ্জীর্ণে পয়সাদ্যাৎ সশর্করম্।।

উরঃক্ষত হইয়াছে জানিতে পারিলে দুগ্ধ ও মধুর সহিত লাক্ষাচূর্ণ সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে চিনি ও দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করিবে।

বলাদি-চূর্ণম্

বলাশ্বগন্ধা শ্রীপর্ণী বহুপুত্রী পুনর্নবা। পয়সা নিত্যমভ্যস্তাঃ শময়ন্তি ক্ষতক্ষয়ম্।।

বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, গাম্ভারীফল, শতমূলী ও পুনর্নবা, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ অথবা ইহাদের কোন দ্রব্যের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে, দুগ্ধের সহিত নিত্য সেবন করিলে উরঃক্ষত ও ক্ষয়রোগ প্রশমিত হয়।

জ্বরাণাং শমনীয়ো যঃ পূর্ব্বমুক্তঃ ক্রিয়াবিধিঃ। ক্ষয়িণাং জ্বরদাহেষু স সর্ব্বোঽপি প্রশস্যতে।।

পূর্ব্বে জ্বরের যে সমস্ত শমনীয় ক্রিয়াবিধি উক্ত হইয়াছে, যক্ষ্মরোগির জ্বরদাহেরও সেই সমস্ত বিধি প্রশস্ত।

উপদ্রবা জ্বরাদ্যাস্তে সাধ্যাঃ স্বৈঃ স্বৈশ্চিকিৎসিতৈঃ। তেষু শান্তেষু রোগেষু পশ্চাচ্ছোষমুপাচরেৎ।।

শোষ (যক্ষ্মা) রোগে জ্বরাদি যে সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত থাকে, তাহাদের চিকিৎসা তত্তদ্‌রোগোক্ত ব্যবস্থানুসারে করিবে। ঐ রোগসকল প্রশমিত হইলে পশ্চাৎ শোষচিকিৎসা কর্ত্তব্য।

লবঙ্গাদি-চূর্ণম্

লবঙ্গকক্কোলমুশীরচন্দনং নতং সনীলোৎপলকৃষ্ণজীরকম্। জলং সকৃষ্ণাগুরুভৃঙ্গকেশরং কণা সবিশ্বা নলদং সহৈলয়া।। তুষারজাতীফলবংশলোচনা-সিতার্দ্ধভাগং সমসূক্ষ্মচূর্ণিতম্।। সুরোচনং তর্পণমগ্নিদীপনং বলপ্রদং বৃষ্যতমং ত্রিদোষজিৎ।। উরোবিবন্ধং তমকং গলগ্রহং সকাসহিক্কারুচিযক্ষ্মপীনসম্। গ্রহণ্যতীসারমুরঃক্ষতং নৃণাং প্রমেহগুল্মাংশ্চ নিহন্তি সজ্বরান্।।

লবঙ্গ, কাঁক্‌লা, বেণার মূল, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, নীলোৎপল, কৃষ্ণজীরা, বালা, পিপ্পলী, অগুরু, গুড়ত্বক্, নাগকেশর, পিপুল, শুঁঠ, জটামাংসী, এলাচ, কর্পূর, জায়ফল ও বংশলোচন প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক ভাগ, চিনি ৯।।০ ভাগ। একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে যক্ষ্মা, শ্বাস, কাস ও গ্রহণ্যাদি রোগ প্রশমিত হয়। ইহা রোচক, তৃপ্তিকারক, অগ্নির দীপক, বলপ্রদ, শুক্রজনক ও ত্রিদোষনাশক।

শৃঙ্গ্যর্জ্জুনাদ্য-চূর্ণম্

শৃঙ্গ্যর্জ্জুনাশ্বগন্ধা-নাগবলা-পুষ্করাভয়াচ্ছিন্নরুহাঃ। তালীশাদিসমেতা লেহ্যা মধুসর্পির্ভ্যাং যক্ষ্মহরাঃ।।

কাঁকড়াশৃঙ্গী, অর্জ্জুনছাল, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষচাকুলে, কুড়, হরীতকী, গুলঞ্চ ও তালীশাদি (তালীশপত্র, মরিচ, শুঁঠ, পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, এলাইচ ও চিনি) এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে যক্ষ্মারোগ উপশমিত হয় (মাত্রা — ১ আনা হইতে ৪ আনা পর্য্যন্ত প্রযোজ্য)।

ত্রিকট্বাদি চূর্ণম্

ত্রিকটুত্রিফলৈলাভির্জাতীফললবঙ্গকৈঃ। নবভাগোন্মিতৈরেতৈঃ সমং তীক্ষ্ণং মৃতং ভবেৎ।। সংচূর্ণ্যালোড়য়েৎ ক্ষৌদ্রে নিত্যং যঃ সেবতে নরঃ। কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং মেহং পাণ্ডুরোগং ভগন্দরম্। জ্বরং মন্দানলং শোথং সম্মোহং গ্রহণীং জয়েৎ।।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাইচ, জায়ফল ও লবঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও সর্ব্বসমষ্টিসম (৯ ভাগ) লৌহচূর্ণ মধুর সহিত আলোড়িত করিয়া নিত্য সেবন করিবে। তাহাতে যক্ষ্মা, শ্বাস, কাস, জ্বর প্রভৃতি নিবারিত হইবে।

এলাদি চূর্ণম্

এলা পত্রং নাগপুষ্পং লবঙ্গং ভাগস্তেষাং দ্বৌ চ খর্জ্জূরকস্য। দ্রাক্ষাযষ্টীশর্করাপিপ্পলীনাং চত্বারস্তৎ ক্ষৌদ্রযুক্তং ক্ষয়ে স্যাৎ।।

এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর ও লবঙ্গ প্রত্যেকের এক এক ভাগ, পিণ্ডখর্জ্জূর দুই ভাগ, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, চিনি ও পিপুল প্রত্যেকের চারি ভাগ ; এই সমুদয়ের চূর্ণ মধুর সহিত মিলিত করিয়া

ক্ষয়রোগে প্রয়োগ করিবে।

জাতীফলাদি চূর্ণম্

জাতীফলং বিড়ঙ্গানি চিত্রকং তগরং তিলাঃ। তালীশং চন্দনং শুণ্ঠী লবঙ্গঞ্চোপকুঞ্চিকা।। কর্পূরঞ্চাভয়া ধাত্রী মরিচং পিপ্পলী তুগা। এষামক্ষসমান্ ভাগান্ চাতুর্জ্জাতকসংহিতান্।। পলানি সপ্ত ভঙ্গায়াঃ সিতা সর্ব্বসমা তথা। এতচ্চূর্ণং জয়েৎ কাসং ক্ষয়ং শ্বাসমরোচকম্।। গ্রহণীমতীসারঞ্চ অগ্নিমান্দ্যং সপীনসম্। বাতশ্লেষ্মভবান্ রোগান্ প্রতিশ্যায়াংশ্চ দুঃসহান্।।

জায়ফল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, তগরপাদুকা (অভাবে শিয়লী ছোপ, কেহ কেহ বলেন তগর অভাবে পাতাড়ী), কৃষ্ণতিল, তালীশপত্র, রক্তচন্দন, শুঁঠ, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, কর্পূর, হরীতকী, আমলকী, মরিচ, পিপুল, বংশলোচন, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, সিদ্ধিচূর্ণ ৭ পল, চিনি সর্ব্বচূর্ণের সমান। সমুদায় উত্তমরূপে একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে ক্ষয়, কাস, শ্বাস, গ্রহণী, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। মাত্রা—২ মাষা।

কর্পূরাদ্যং চূর্ণম্

(হৃদয়দাহে)

কর্পূরচোচকক্কোল-জাতীফলদলাঃ সমাঃ। লবঙ্গমাংসীমরিচ-কৃষ্ণাশুণ্ঠ্যো বিবর্দ্ধিতাঃ।। চূর্ণং সিতাসমং হৃদ্যং সদাহক্ষয়কাসজিৎ। বৈস্বর্য্যপীনসশ্বাস-চ্ছর্দ্দিকণ্ঠাময়াপহম্। প্রযুক্তঞ্চান্নপানৈর্বা ভেষজদ্বেষিণাং হিতম্।।

কর্পূর, দারুচিনি, কাঁক্লা, জায়ফল ও জয়িত্রী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং লবঙ্গচূর্ণ ২ ভাগ, জটামাংসীচূর্ণ ৩ ভাগ, মরিচচূর্ণ ৪ ভাগ, পিপুলচূর্ণ ৫ ভাগ ও শুঁঠচূর্ণ ৬ ভাগ; সর্ব্বচূর্ণসমান চিনি। একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। এই কর্পূরাদ্য চূর্ণ সেবনে দাহ, ক্ষয়, কাস, স্বরভঙ্গ, পীনস, শ্বাস, বমি ও কণ্ঠরোগ প্রশমিত হয়। ঔষধদ্বেষী রোগির অন্ন-পানের সহিত এই ঔষধ প্রযুক্ত হইলেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ককুভত্বঙ্নাগবলা-বানরীবীজানি চূর্ণিতং পয়সি। পক্বং ঘৃতমধুযুক্তং সসিতং যক্ষ্মাদিকাসহরম্।।

অর্জ্জুনছাল, গোরক্ষচাকুলের মূল ও আলকুশীবীজ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল, চিনি ১ পল, দুগ্ধ ২ সের ; এই সমস্ত চূর্ণ ৪ তোলা ঘৃতে সন্তলন করিয়া মোহনভোগের ন্যায় পাক করিবে। সুশীতল হইলে মধু সংযুক্ত করিয়া সেবন করিবে। তদ্দ্বারা যক্ষ্মাদি কাসরোগ প্রশমিত হয়।

সপ্তদশাঙ্গঃ

অশ্বগন্ধামৃতাভীরু-দশমূলীবলাবৃষাঃ। পুষ্করাতিবিষে ঘ্নন্তি ক্ষয়ং ক্ষীররসাশিনঃ।। অসমাসনির্দ্দেশাদিহ পুষ্করাতিবিষয়োঃ প্রক্ষেপাত্বমিতি বৃন্দটিপ্পনী।

অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, শতমূলী, দশমূল, বেড়েলা, বাসক, ইহাদের ক্বাথে পুষ্করমূল ও আতইচচূর্ণ

প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়। পথ্য—দুগ্ধ ও মাংসের রস।

ত্রয়োদশাঙ্গঃ

ধন্যাকপিপ্পলীবিশ্ব-দশমূলীজলং পিবেৎ। পার্শ্বশূলজ্বরশ্বাস-পীনসাদিনিবৃত্তয়ে।।

যক্ষ্মরোগে (বাতশ্লৈষ্মিকে) পার্শ্বশূল, জ্বর, শ্বাস ও পীনসাদি উপদ্রব থাকিলে ধনে, পিপুল, শুঁঠ ও দশমূল, ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে। তাহাতে উক্ত উপদ্রবসকল নিবৃত্ত হইবে।

কৃষ্ণাদ্রাক্ষাসিতালেহঃ ক্ষয়হা ক্ষৌদ্রতৈলবান্। মধুসর্পির্যুতো বাশ্বগন্ধাকৃষ্ণাসিতোদ্ভবঃ।।

পিপুল, দ্রাক্ষা ও চিনি এই দ্রব্যত্রয়, মধু ও তৈলের সহিত অথবা অশ্বগন্ধা, পিপুল ও চিনি, এইগুলি মধু ও ঘৃতের সহিত অবলেহ করিলে ক্ষয়রোগে উপকার দর্শে।

সর্পির্মধুভ্যাং ত্রিকটু প্রলিহ্যাচ্চব্যাবিড়ঙ্গোপহিতং ক্ষয়ার্ত্তঃ। মাংসাদমাংসেষু ঘৃতঞ্চ সিদ্ধং শোষাপহং ক্ষৌদ্রকণাসমেতম্।।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চৈ ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের সমান সমান চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে অথবা মাংসভোজী পশুপক্ষির মাংসের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহাতে পিপুলের গুঁড়া ও মধু দিয়া সেই ঘৃত পান করিলে ক্ষয়জনিত ক্ষীণতা নিবারিত হইয়া শীঘ্র বলবৃদ্ধি ও পীড়ার উপশম হয়।

সিতোপলাদিলেহঃ

সিতোপলাতুগাক্ষীরী-পিপ্পলীবহুলাত্বচঃ। অন্ত্যাদূর্দ্ধং দ্বিগুণিতং লেহয়েৎ ক্ষৌদ্রসর্পিষা।। চূর্ণং বা প্রাশয়েদেতৎ শ্বাসকাসক্ষয়াপহম্। সুপ্তজিহ্বারোচকিনং মন্দাগ্নিং পার্শ্বশূলিনম্।।

গুড়ত্বক্ ১ ভাগ, এলাইচ ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, বংশলোচন ৮ ভাগ এবং চিনি ১৬ ভাগ; একত্র ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে, অথবা ঐ চূর্ণ (ছাগদুগ্ধের সহিত) সেবন করিলে শ্বাস, কাস, পার্শ্বশূল ও ক্ষয়াদি রোগ উপশমিত হয়।

বাসাবলেহঃ

বাসকস্বরসপ্রস্থে মাণিকা সিতশর্করা। পিপ্পলী দ্বিপলং দত্ত্বা সর্পিষশ্চ পচেচ্ছনৈঃ।। লেহীভূতে ততঃ পশ্চাচ্ছীতে ক্ষৌদ্রপলাষ্টকম্। দত্ত্বাবতারয়েদ্ বৈদ্যো মাত্রয়া লেহ উত্তমঃ।। নিহন্তি রাজযক্ষ্মাণং কাসং শ্বাসঞ্চ দারুণম্। পার্শ্বশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং রক্তপিত্তং জ্বরং তথা।।

বাসকের রস ৪ সের, অভাবে বাসকছাল ২ সের, ক্বাথার্থ—জল ১৬ সের, শেষ ২ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত চিনি ১ সের ও ঘৃত ১ পোয়া মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। লেহবৎ হইলে পিপুলচূর্ণ ১ পোয়া প্রক্ষেপ দিয়া ও উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইয়া লইবে, শীতল হইলে উহার সহিত মধু ১ সের মিশ্রিত করিবে। এই অবলেহ রাজযক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল, হৃচ্ছূল, জ্বর ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট করে।

বৃহদ্বাসাবলেহঃ

শতং সংগৃহ্য বাসায়াস্তোয়দ্রোণে বিপাচয়েৎ। চতুর্ভাগাবশেষেঽস্মিঞ্শর্করয়াঃ পলং শতম্। ত্রিকটু ত্রিসুগন্ধিশ্চ কট্ফলং মুস্তকং গদম্। জীরকং পিপ্পলীমূলং রোচনী চবিকা শুভা।। কটুকা শ্রেয়সী চৈব তালীশং সধনীয়কম্। কার্ষিকং পৃথগেতেষাং ক্ষিপেন্মধুপলাষ্টকম্।। তদ্ যথাগ্নিবলং লিহ্যাচ্ছৃতশীতাম্বুপানতঃ। নিহন্তি রাজযক্ষ্মাণং রক্তপিত্তং ক্ষতং ক্ষয়ম্।। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্বাসঞ্চৈব সুদারুণম্। হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ বমিঞ্চৈবারুচিজ্বরম্। অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতো হ্যেষ বৃহদ্বাসাবলেহকঃ।।

বাসকমূলের ছাল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ১৬ সের ক্বাথের সহিত ১২।।০ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, কট্ফল, মুতা, কুড়, জীরা, পিপুলমূল, কমলাগুঁড়ি, চৈ, বংশলোচন, কট্কী, গজপিপ্পলী, তালীশপত্র ও ধনে ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে, শীতল হইলে ১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে ; শৃতশীতল জলের সহিত সেবনীয়। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা (১ তোলা হইতে ২ তোলা) ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, শ্বাস, হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল, জ্বর, বমি ও অরুচি প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

বৃহদ্বাসাবলেহঃ

(রসার্ণবস্য)

পঞ্চবিংশৎপলং গ্রাহ্যং বৃহত্যোর্বাসিকস্য চ। ভার্গ্যাশ্চ পঞ্চবিংশচ্চ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।। পাদশেষে রসে তস্মিন্ খণ্ডপ্রস্থং সমাবপেৎ। কুড়বার্দ্ধঞ্চ হবিষো মধুনঃ কুড়বং তথা।। মৃতাভ্রকং পলঞ্চৈকং কণাচূর্ণং চতুঃপলম্। কুষ্ঠং তালীশপত্রঞ্চ মরিচং তেজপত্রকম্।। মুরামাংসীমুশীরঞ্চ লবঙ্গং নাগকেশরম্। ত্বগ্ভার্গীং বালকং মুস্তং প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্। শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং সর্ব্বং লেহীভূতে বিনির্ক্ষিপেৎ।। হন্তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রং কাসং পঞ্চবিধং তথা। রক্তপিত্তং ক্ষয়ং শ্বাসং জ্বরং প্লীহানমেব চ। বালানামপি বৃদ্ধানাং তরুণানাং বিশেষতঃ।। পার্শ্বশূলঞ্চ হৃচ্ছূলমম্লপিত্তং বমিং তথা। বৃহদ্বাসাবলেহোঽয়ং মহাদেবেন নির্ম্মিতঃ।।

বৃহতী ২৫ পল, কন্টকারী ২৫ পল, বাসকমূলের ছাল ২৫ পল, বামুনহাটী ২৫ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথে ২ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে অভ্র ১ পল, পিপুলচূর্ণ ৪ পল, কুড়, তালীশপত্র, মরিচ, তেজপত্র, মুরামাংসী, বেণার মূল, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, গুড়ত্বক্, বামুনহাটী, বালা, মুতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা করিয়া নিক্ষেপ করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে ঘৃত এক পোয়া দিয়া আলোড়ন করত নামাইয়া লইবে। শীতল হইলে মধু অর্দ্ধ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলের পক্ষেই উপকারক। ইহা সেবন করিলে রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস ও যক্ষ্মা প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। মাত্রা—২ তোলা।

অমৃতপ্রাশাবলেহঃ

ক্ষীরে ধাত্রী চ মঞ্জিষ্ঠা ক্ষীরিণাঞ্চ তথা রসৈঃ। পচেৎ সমৈর্ঘৃতপ্রস্থং মধুরৈঃ কর্ষসম্মিতৈঃ।।

দ্রাক্ষাম্বিচন্দনোশীরৈঃ শর্করোৎপলপদ্মকৈঃ। মধুককুসুমানন্তা-কাশ্মরীতৃণসংজ্ঞকৈঃ।। প্রস্থার্দ্ধং মধুনঃ শীতে শর্করার্দ্ধতুলাং তথা। পলার্দ্ধকাংশ্চ সংচূর্ণ্য ত্বগেলাপত্রকেশরান্।। বিনীয় তত্র সংলিহ্যান্মাত্রাং নিত্যং সুযন্ত্রিতঃ। অমৃতপ্রাশমিত্যেতদশ্বিভ্যাং পরিকীর্ত্তিতম্।। ক্ষীরমাংসাশিনাং হন্তি রক্তপিত্তং ক্ষতক্ষয়ম্। তৃষ্ণারুচিশ্বাসকাস-চ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাপ্রমর্দ্দনম্। মূত্রকৃচ্ছ্রজ্বরঘ্নঞ্চ বল্যং স্ত্রীরতিবর্দ্ধনম্।।

যথাবিধানে মূর্চ্ছিত গব্যঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ—ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দ্রাক্ষা, জীবক, ঋষভক, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, মেদা, মহামেদা, জীবন্তী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, বেণার মূল, ইক্ষুচিনি, নীলোৎপল, পদ্মকাষ্ঠ, মউয়াফুল, অনন্তমূল, গাম্ভারী, কুশমূল, কেশেমূল, শরমূল, উলুমূল, কৃষ্ণ ইক্ষুমূল প্রত্যেক ২ তোলা। গব্যদুগ্ধ ৪ সের, আমলকীর রস ৪ সের, মঞ্জিষ্ঠা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। ক্ষীরিবৃক্ষসকলের ক্বাথ অর্থাৎ বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, বেতস (পলাশ পিপুল) ও পাকুড় এই সকল মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। এই সকল দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে উষ্ণাবস্থায় ইক্ষুচিনি সওয়া ছয় সের, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগকেশর প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে ও শীতলাবস্থায় মধু ২ সের মিশাইবে। অশ্বিনীকুমার কীর্ত্তিত এই অমৃতপ্রাশ অবলেহ উপযুক্ত মাত্রায় অবলেহন করিলে রক্তপিত্ত, ক্ষতক্ষীণ, তৃষ্ণা, অরুচি, শ্বাস, কাস, ছর্দ্দি, মূর্চ্ছা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও জ্বর প্রশমিত হয়। ইহা রতিশক্তিবর্দ্ধক।

চ্যবনপ্রাশঃ

বিল্বাগ্নিমন্থশ্যোনাক-কাশ্মর্য্যঃ পাটলা বলা। পর্ণ্যশ্চতস্রঃ পিপ্পল্যঃ শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্।। শৃঙ্গী তামলকী দ্রাক্ষা জীবন্তী পুষ্করাগুরু। অভয়া চামৃতা ঋদ্ধির্জীবকর্ষভকৌ শটী।। মুস্তং পুনর্নবা মেদা সূক্ষ্মেলোৎপলচন্দনে। বিদারী বৃষমূলানি কাকোলী কাকনাসিকা।। এষাং পলোন্মিতান্ ভাগাঞ্শতান্যামলকস্য চ। পঞ্চ দদ্যাৎ তদৈকধ্যং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।। জ্ঞাত্বা গতরসান্যেতান্যৌষধন্যথ তং রসম্। তচ্চামলকমুদ্ধৃত্য নিষ্কুলং তৈলসর্পিষোঃ। পলদ্বাদশকে ভৃষ্ট্বা দত্ত্বা চার্দ্ধাতুলাং ভিষক্। মৎস্যণ্ডিকায়াঃ পূতায়া লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ।। ষট্‌পলং মধুনশ্চাত্র সিদ্ধশীতে প্রদাপয়েৎ। চতুঃপলং তুগাক্ষীর্য্যাঃ পিপ্পল্যা দ্বিপলং তথা।। পলমেকং বিদধ্যাচ্চ ত্বগেলাপত্রকেশরাৎ। ইত্যয়ং চ্যবনপ্রাশঃ পরমুক্তো রসায়নঃ।। কাসশ্বাসহরশ্চৈব বিশেষেণোপদিশ্যতে। ক্ষীণক্ষতানাং বৃদ্ধানাং বালানাঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনঃ।। স্বরক্ষয়মুরোরোগং হৃদ্রোগং বাতশোণিতম্। পিপাসাং মূত্রশুক্রস্থান্ দোষাংশ্চৈবাপকর্ষতি।। অস্য মাত্রাং প্রযুঞ্জীত যোপরুদ্ধ্যান্ন ভোজনম্। অস্য প্রয়োগাচ্চ্যবনঃ সুবৃদ্ধোঽভূৎ পুনর্যুবা।। মেধাং স্মৃতিং কান্তিমনাময়ত্বমায়ুঃপ্রকর্ষং বলমিন্দ্রিয়াণাম্। স্ত্রীষু প্রহর্ষং পরমগ্নিবৃদ্ধিং বর্ণপ্রসাদং পবনানুলোম্যম্।। রসনস্যাস্য নরঃ প্রয়োগাল্লভেত জীর্ণোঽপি কুটিপ্রবেশাৎ। জরাকৃতং পূর্ব্বমপাস্য রূপং বিভর্ত্তি রূপং নবযৌবনস্য।। সিতা মৎস্যণ্ডিকালাভে ধাত্র্যাশ্চ মৃদুভর্জ্জনম্। চতুর্ভাগজলে প্রায়ো দ্রব্যং গতরসং ভবেৎ।।

বিল্বমূলছাল, গণিয়ারিছাল, শ্যোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, বেড়েলা, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, পিপুল, গোক্ষুর, বৃহতী, কন্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভুঁইআমলা, দ্রাক্ষা, জীবন্তী, কুড়, কৃষ্ণাগুরু, হরীতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীবক, ঋষভক, শটী, মুতা, পুনর্নবা, মেদা, ছোট

এলাইচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসকমূল, কাকোলী ও কাকনাসা ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল, শ্লথ-পোট্টলীবদ্ধ গোটা আমলকী ৫০০টি (অথবা ৭ পোয়া ৩ ছটাক)। এই সমুদায় একত্র ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবে এবং পোট্টলীবদ্ধ আমলকীসকল খুলিয়া, বীজ ফেলিয়া দিয়া, ৬ পল ঘৃত ও ৬ পল উক্ত ক্বাথজল এবং উল্লিখিত শিলাপিষ্ট ও নির্ব্বীজ আমলকী একত্র পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে বংশলোচন ৪ পল, পিপুল ২ পল, গুড়ত্বক্ ২ তোলা, তেজপত্র ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা ও নাগেশ্বর ২ তোলা, এই সমুদায় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করত নামাইয়া লইবে। শীতল হইলে উহার সহিত মধু ৬ পল মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। ইহার মাত্রা—২ তোলা (অনুপান—ছাগদুগ্ধ)। ইহা সেবন করিলে স্বরভঙ্গ, যক্ষ্মারোগ ও শুক্রগত দোষ প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে এবং অগ্নিবৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, বায়ুর আনুলোম্য, আয়ুর্ব্বৃদ্ধি ও বৃদ্ধের যৌবনভাব হয়। ইহা দুর্ব্বল ও ক্ষীণধাতুর পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ সেবনকালে বাতাতপাদি বর্জ্জনীয়।

দ্রাক্ষারিষ্টঃ

দ্রাক্ষাতুলার্দ্ধং দ্বিদ্রোণে জলস্য বিপচেৎ সুধীঃ। পাদশেষে কষায়ে চ পূতে শীতে বিনিক্ষিপেৎ।। গুড়স্য দ্বিতুলাং তত্র ত্বগেলাপত্রকেশরম্। প্রিয়ঙ্গুমরিচং কৃষ্ণা বিড়ঙ্গঞ্চ বিচূর্ণয়েৎ।। পৃথক্ পলোন্মিতৈর্ভাগৈর্ঘৃতভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। সমন্ততো ঘট্টয়িত্বা পিবেজ্জাতরসং ততঃ।। উরঃক্ষতং ক্ষয়ং হন্তি কাসশ্বাসগলাময়ান্। দ্রাক্ষারিষ্টাহ্বয়ঃ প্রোক্তো বলকৃন্মলশোধনঃ।।

দ্রাক্ষা ৬।০ সের, পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। এই ক্বাথে ২৫ সের গুড় গুলিয়া তাহাতে গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, মরিচ, পিপুল ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ পল পরিমাণে নিক্ষেপ ও সমুদায় আলোড়ন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে ১ মাস মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। পরে উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইবে। দ্রাক্ষারিষ্টপানে উরঃক্ষত, ক্ষয়রোগ, কাস, শ্বাস ও গলরোগ নিরাকৃত, বল বর্দ্ধিত এবং মল বিশুদ্ধ হয়।

যক্ষ্মারি লৌহম্

মধুতাপ্যবিড়ঙ্গাশ্ম-জতুলৌহঘৃতাভয়াঃ। ঘ্নন্তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রং সেব্যমানা হিতাশিনা।।

(সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহচূর্ণং ঘৃতমধুভ্যাং লেহ্যমিতি ভানুদাসঃ) লৌহমিত্যত্র লোহ-(অগুরু)-মিতি বৃন্দধৃতঃ পাঠঃ।

স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু ও হরীতকী চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বচূর্ণসম লৌহচূর্ণ। ইহা ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া অবলেহন করিলে উগ্র যক্ষ্মা নিবারিত হয়।

রাস্নাদি-লৌহম্

রাস্নাশ্বগন্ধাকর্পূর-ভেকপর্ণীশিলাহ্বয়ৈঃ। ত্রিকত্রয়সমাযুক্তৈর্লৌহো যক্ষ্মান্তকো মতঃ।। সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তমপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতম্। হন্তি কাসং স্বরাঘাতং ক্ষয়কাসং ক্ষতক্ষয়ম্। বলবর্ণাগ্নিপুষ্টীনাং সাধনো দোষনাশনঃ।।

(শিলা শিলাজতু, মনঃশিলা ইতি কেচিৎ, গ্রন্থান্তরে অস্য যক্ষ্মান্তকলৌহ ইতি সংজ্ঞা।)

রাস্না, অশ্বগন্ধা, কর্পূর, থানকুনি, শিলাজতু, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, মুতা, চিতামূল), ইহাদের প্রত্যেকের এক এক ভাগ এবং সমুদায়ের সমান লৌহ, একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে (ইহার অপর নাম যক্ষ্মান্তক লৌহ)। এই ঔষধ সেবন করিলে কাস, স্বরভঙ্গ, ক্ষয়কাস ও ক্ষতক্ষীণ রোগ নষ্ট হয়। ইহা বল, বর্ণ, অগ্নি ও পুষ্টি বর্দ্ধক এবং দোষনাশক।

শিলাজত্বাদি লৌহম্

শিলাজতুমধুব্যোষ-তাপ্যলৌহরজাংসি চ। ক্ষীরেণ লেহিতস্যাশু ক্ষয়ঃ ক্ষয়মবাপ্নুয়াৎ।।
(শিলাজত্বাদিলৌহে মধু যষ্টিমধু, তাপ্যং স্বর্ণমাক্ষিকং, লৌহং সর্ব্বচূর্ণসমম্।)

শিলাজতু, যষ্টিমধু, ত্রিকটু ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান লৌহ ; একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শীঘ্র ক্ষয় নিবারিত হয়।

বিন্ধ্যবাসি-যোগঃ

ব্যোষং শতাবরী ত্রীণি ফলানি দ্বে বলে তথা। সর্ব্বাময়হরো যোগঃ সোঽয়ং লৌহরজোঽন্বিতঃ।।
এষ বক্ষঃক্ষতং হন্তি কণ্ঠজাংশ্চ গদাংস্তথা। রাজযক্ষ্মাণমত্যুগ্রং বাহুস্তম্ভমথার্দ্দিতম্।।

চূর্ণযোগ এবায়ং ঘৃতমধুনোরশ্রুতত্বাৎ, অন্যে তু লেহ এবায়ং ঘৃতমধুভ্যাং কর্ত্তব্যঃ, লেহপ্রকরণবিহিতত্বাদিত্যাহুঃ। যুক্তঞ্চৈতদিতি শিবদাসঃ।

ত্রিকটু, শতমূলী, ত্রিফলা, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ৯ তোলা ; এই সমুদয় দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে উরঃক্ষত ও কণ্ঠরোগসকল উপশমিত হয়। কেহ কেহ বলেন, এই ঔষধে ঘৃত মধুর উল্লেখ না থাকায় ইহা একপ্রকার চূর্ণমাত্র। কেহ কেহ বলেন, ইহা চূর্ণ নহে, বস্তুতঃ ঘৃত মধু দ্বারা কর্ত্তব্য লেহ। কারণ লেহপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে। শিবদাসের মতে শেষোক্ত মতই সমীচীন।

কনকসুন্দরো রসঃ

রসস্য তুর্য্যভাগেণ হেমভস্ম প্রয়োজয়েৎ। মনঃশিলা গন্ধকঞ্চ তুত্থং মাক্ষিকতালকম্।। বিষং টঙ্গণকং সর্ব্বং রসতুল্যং প্রদাপয়েৎ। মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বমেকত্রখল্লপাত্রে চ নির্ম্মলে।। জয়ন্তীভৃঙ্গ-রাজোত্থৈঃ পাঠায়া বাসকস্য চ। প্রগস্তিলাঙ্গলাগ্নীনাং স্বরসৈশ্চ পৃথক্ পৃথক্।। ভাবয়িত্বা বিশোষ্যাথ পুনশ্চার্দ্রকবারিণা। সপ্তধা ভাবয়িত্বা চ রসঃ কনকসুন্দরঃ।। গুঞ্জাদ্বয়ং ত্রয়ং বাস্য রাজযক্ষ্মপ্রশান্তয়ে। মধুনা পিপ্পলীভির্বা মরিচৈর্বা ঘৃতান্বিতম্।। সন্নিপাতে প্রদাতব্যমার্দ্রকস্য রসেন বৈ। জয়পালরজোভির্বা গুল্মিনে শূলরোগিণে।। অম্লবর্জ্জং চরেৎ পথ্যং বল্যং হৃদ্যং রসায়নম্। বর্জ্জয়েল্লবণং হিঙ্গু তক্রং দধি বিদাহি যৎ।।

পারদ ১ ভাগ, স্বর্ণ সিকি ভাগ, মনঃশিলা, গন্ধক, তুঁতে, মাক্ষিক, হরিতাল, বিষ ও সোহাগা, এস সকল দ্রব্য পারদের সমান প্রদান করিবে। জয়ন্তী, ভীমরাজ, আকনাদি, বাসক, বকপুষ্প, ঈশলাঙ্গ লা ও চিতার রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া বিশুষ্ক করত পুনর্ব্বার আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। মধু ও পিপুলচূর্ণ কিংবা মরিচচূর্ণ ও ঘৃতের সহিত ২ বা ৩ রতি পরিমিত

বটিকা রাজযক্ষ্মরোগে প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ সেবনকালে অম্ল, লবণ, হিং, ঘোল, দধি এবং বিদাহী দ্রব্যসকল ত্যাগ করিয়া বলকারক, হৃদ্য ও রসায়ন পথ্য সেবন করিবে।

বৃহচ্চন্দ্রামৃতো রসঃ

রসগন্ধকয়োর্গ্রাহ্যং কর্ষমেকং সুশোধিতম্। অভ্রং নিশ্চন্দ্রকং দদ্যাৎ পলার্দ্ধঞ্চ বিচক্ষণঃ।। কর্পূরং শাণকং দদ্যাৎ স্বর্ণং তোলকসম্মিতম্। তাম্রঞ্চ তোলকং দদ্যাদ্ বিশুদ্ধং মারিতং ভিষক্।। লৌহং কর্ষং ক্ষিপেৎ তত্র বৃদ্ধদারকজীরকম্। বিদারী শতমূলী চ ক্ষুরকঞ্চ বলা তথা।। মর্কট্যতিবলা চৈব জাতীকোষফলে তথা। লবঙ্গং বিজয়াবীজং শ্বেতসর্জ্জরসং তথা।। শাণভাগং সমাদায় চৈকীকৃত্য প্রযত্নতঃ। মধুনা মর্দ্দয়েৎ তাবদ্ যাবদেকত্বমাগতম্।। চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কুরু যত্নতঃ। ভক্ষয়েদ্ বটিকামেকাং পিপ্পলীমধুনা সহ।।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, অভ্র ৪ তোলা (মতান্তরে ২ তোলা), কর্পূর অর্দ্ধ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, লৌহ ২ তোলা, বীজতাড়কবীজ, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, কুলেখাড়াবীজ, বেড়েলামূল, আলকুশীবীজ, গোরক্ষচাকুলে, জয়িত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ ও শ্বেতধূনা প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, এই সকল দ্রব্য মধুসহ মর্দ্দন করিবে। পরে ৪ রতি প্রমাণ বটী করিয়া পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে।

ক্ষয়কেশরী

ত্রিকটুত্রিফলৈলাভির্জাতীফললবঙ্গকৈঃ। নবভাগোন্মিতৈস্তুল্যং লৌহপারদসিন্দূরম্।। ছাগীদুগ্ধেন সংপিষ্য বল্লমস্য প্রযোজয়েৎ। মধুনা ক্ষয়রোগাংশ্চ হন্ত্যয়ং ক্ষয়কেশরী।।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাইচ, জায়ফল, লবঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ৪।।০ তোলা, রসসিন্দূর ৪।।০ তোলা ; ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—মধু। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়রোগ নিবারণ হইয়া থাকে।

ক্ষয়কেশরী (মতান্তরে)

মৃতমভ্রং মৃতং সূতং মৃতং লৌহঞ্চ তাম্রকম্। মৃতং নাগঞ্চ কাংস্যঞ্চ মণ্ডূরং বিমলং মৃতম্।। বঙ্গং খর্পরকং তালং শঙ্খটঙ্গণমাক্ষিকম্। বৈক্রান্তং কান্তলৌহঞ্চ স্বর্ণং বিদ্রুমমৌক্তিকম্।। বরাটং মণিরাগঞ্চ রাজপট্টঞ্চ গন্ধকম্। সর্ব্বমেকত্র সংচূর্ণ্য খল্লমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ।। মর্দ্দয়েৎ ত্বগ্নিভানুভ্যাং প্রপুটেৎ ত্রিদিনং লঘু। ভাবয়েৎ পুটয়েদেভির্বারাংস্ত্রীংশ্চ পৃথক্ পৃথক্।। মাতুলুঙ্গবরাবহ্নি-স্বম্লবেতসমার্কবৈঃ। হয়মারার্দ্রকরসৈঃ পাচিতো লঘুবহ্নিনা।। বাতপিত্তকফোৎক্লেশান্ জ্বরান্ সংমর্দ্দিতানপি। সন্নিপাতং নিহন্ত্যাশু সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গমারুতান্।। সেবিতশ্চ সিতাযুক্তো মাগধীরজসা যুতঃ। মধুকার্দ্রকসংযুক্তস্তদ্ব্যাধিহরণৌষধৈঃ।। সেবিতো হন্তি রোগিণাং ব্যাধিবারণকেশরী। ক্ষয়মেকাদশবিধং শোষং পাণ্ডুং ক্রিমিং জয়েৎ।। কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং মেহমেদোমহোদরম্। অশ্মরীং শর্করাং শূলং প্লীহগুল্মং হলীমকম্। সর্ব্বব্যাধিহরো বল্যো বৃষ্যো মেধ্যো রসায়নঃ।।

জারিত অভ্র, রসসিন্দূর, লৌহ, তাম্র, সীসক, কাংস্য, মণ্ডূর, বিমল, বঙ্গ, খর্পর, হরিতাল, শঙ্খ,

সোহাগা, মাক্ষিক, কান্তলৌহ, বৈক্রান্ত, স্বর্ণভস্ম, প্রবাল, মুক্তা, কড়িভস্ম, হিঙ্গুল, কান্তপাষাণ (অভাবে হরিতাল) ও গন্ধক, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া খলে মর্দ্দন করত চিতা এবং আকন্দরসে ভাবনা দিয়া তিন দিন মৃদু অগ্নিতে লঘুপুটে পাক করিবে। অনন্তর পুট হইতে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া পুনর্ব্বার চিতা ও আকন্দের রসে ভাবনা দিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। এইরূপ তিন বার করিতে হয়। পরে টাবালেবু (ছোলঙ্গলেবু), ত্রিফলা, চিতা, অম্লবেতস, ভীমরাজ, করবীর ও আদা প্রত্যেকের রসে তিনবার পৃথক্ করিয়া ভাবনা দিবে। অনুপান—চিনি, পিপুল, মধু ও আদার রস। ইহা সেবনে বাত, পিত্ত, কফরোগ, জ্বর, সন্নিপাত, সর্ব্বাঙ্গবাত ও একাঙ্গবাত প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়। এই ক্ষয়কেশরী একাদশ প্রকার ক্ষয়, শোষ, পাণ্ডু, ক্রিমি, কাস, পাঁচপ্রকার শ্বাস, মেহ, মেদ, উদর, অশ্মরী, শূল, প্লীহা, গুল্ম এবং হলীমক প্রভৃতি নানা ব্যাধি বিনষ্ট করে। ইহা বলকারক, রোগনাশক, বৃষ্য, মেধ্য ও রসায়ন।

চূড়ামণিরসঃ

দ্বিনিষ্কং রসসিন্দূরং তদর্দ্ধং হেম জারিতম্। নিষ্কদ্বয়ং গন্ধকঞ্চ মর্দ্দয়েচ্চিত্রকদ্রবৈঃ।। কুমারিকাদ্রবৈর্যামং ছাগদুগ্ধৈস্ত্রিযামকম্। মুক্তাবিদ্রুমবঙ্গানাং নিষ্কং নিষ্কং বিমিশ্রয়েৎ।। গোলকং পূরয়েদ্ ভাণ্ডে রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ। স্বাঙ্গশীতং বিচূর্ণ্যাথ ভক্ষয়েদ্রক্তিকাদ্বয়ম্।। মধুনা ক্ষয়রোগঘ্নং বাতপিত্তসমুদ্ভবম্। অজাঘৃতাঞ্চানুপিবেচ্ছর্করামধুসংযুতম্।।

রসসিন্দূর ১ তোলা, স্বর্ণ অর্দ্ধ তোলা, গন্ধক ১ তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য চিতার রসে ও ঘৃতকুমারীর রসে ১ প্রহর ও ছাগদুগ্ধে ৩ প্রহর মাড়িয়া তাহার সহিত মুক্তা, প্রবাল ও বঙ্গ প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে মিশাইয়া মাড়িয়া একটি গোলক প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ গোলকটিকে বদ্ধমূষায় গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা—২ রতি। ইহা মধুতে মাড়িয়া সেবন করিলে বাতপিত্তোদ্ভব ক্ষয়রোগ শান্ত হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া চিনি ও মধুসহ ছাগীঘৃত অনুপান করিবে।

মৃগাঙ্কো রসঃ

স্যাদ্রসেন সমং হেম মৌক্তিকং দ্বিগুণং ততঃ। গন্ধকঞ্চ সমং তেন রসপাদস্তু টঙ্গণম্।। সর্ব্বং তদ্‌গোলকং কৃত্বা কাঞ্জিকেন চ পেষয়েৎ। ভাণ্ডে লবণপূর্ণেঽথ পচেদ্ যামচতুষ্টয়ম্। মৃগাঙ্ক-সংজ্ঞঃ স জ্ঞেয়ো রোগরাজনিকৃন্তনঃ।। গুঞ্জাচতুষ্টয়ঞ্চাস্য মরিচৈঃ সহ ভক্ষয়েৎ। পিপ্পলীদশকৈর্বাথ মধুনা লেহয়েদ্ বুধঃ।। পথ্যং সুলঘুমাংসেন প্রায়শোঽস্য প্রযোজয়েৎ। দধ্যাজং গব্যতক্রং বা মাংসমাজং প্রযোজয়েৎ। ব্যঞ্জনৈর্ঘৃতপক্কৈশ্চ নাতিক্ষারৈরহিঙ্গুভিঃ। এলাজাতীমরীচৈস্তু সংস্কৃতৈরবিদাহিভিঃ।। বৃন্তাকং তৈলবিল্বাদি কারবেল্লঞ্চ বর্জ্জয়েৎ। স্ত্রিয়ং পরিহরেদ্ দূরে কোপঞ্চাপি পরিত্যজেৎ।।

পারদ ১ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা, মুক্তাভস্ম ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, সোহাগা ২ মাষা, এই সমুদায় কাঞ্জিতে পেষণ করিয়া গোলাকার করিবে। পশ্চাৎ উহা শুষ্ক করিয়া মূষামধ্যে স্থাপন করিয়া লবণযন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিবে। মাত্রা—৪ রতি। ১০টি মরিচ বা ১০টি পিপুলের সহিত মধু দিয়া মাড়িয়া সেবন করিতে দিবে। লঘু মাংসের রস, ছাগদধি, গব্যতক্র, ছাগমাংস ও ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জনাদি যক্ষ্মারোগির পথ্য। খাদ্যসকল এলাচ, জৈত্রী, মরিচ প্রভৃতি দ্বারা সুগন্ধীকৃত করিয়া

লইবে। অধিক ক্ষারদ্রব্য, হিং, বেগুন, তৈল, বিল্ব ও করোলা প্রভৃতি দ্রব্য পরিত্যাজ্য। স্ত্রীসম্পর্ক ও ক্রোধাদি একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত।

মহামৃগাঙ্কো রসঃ

নিরুত্থভস্ম সৌবর্ণং দ্বিগুণং ভস্মসূতকম্। দ্বিগুণং ভস্ম মুক্তোত্থং শুকপুচ্ছং চতুর্গুণম্।। মৃততাপ্যঞ্চ পঞ্চাংশং তারভস্ম চতুর্গুণম্। সপ্তভাগং প্রবালঞ্চ রসতুল্যঞ্চ টঙ্গণম্।। সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্য ত্রিদিনং লুঙ্গবারিণা। তৎ ততো গোলকং কৃত্বা শোষয়িত্বা খরাতপে।। লবণৈঃ পাত্রমাপূর্য্য তন্মধ্যে গোলকং ক্ষিপেৎ। তন্মুখঞ্চ মৃদা রুদ্ধা পচেদ্ যামচতুষ্টয়ম্।। আকৃষ্য চূর্ণিতং শুদ্ধং চতুঃষষ্টিবিভাগতঃ। বজ্রং বা তদভাবে তু বৈক্রান্তং ষোড়শাংশিকম্।। মহামৃগাঙ্কঃ খলু সিদ্ধ এষ শ্রীনন্দীনাথপ্রকটীকৃতোঽয়ম্। বল্লোঽস্য সেব্যো মরিচাজ্যযুক্তঃ সেব্যোঽথবা পিপ্পলিকাসমেতঃ।। অত্রোপচারাঃ কর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বে ক্ষয়গদোদিতাঃ। বল্যং বৃষ্যঞ্চ ভোক্তব্যং ত্যাজ্যং শূরবিরোধি যৎ।। যক্ষ্মাণং বহুরূপিণং জ্বরগণং গুল্মং তথা বিদ্রধিং মন্দাগ্নিং স্বরভেদকাসমরুচিং বান্তিঞ্চ মূর্চ্ছাং ভ্রমম্। অষ্টাবেব মহাগদান্ গরগদান্ পাণ্ড্বাময়ান্ কামলাং পিত্তোত্থাংশ্চ সমগ্রকান্ বহুবিধানন্যাংস্তা নাশয়েৎ।।

নিরুত্থভস্ম স্বর্ণ ১ ভাগ, রসসিন্দূর ২ ভাগ, মুক্তাভস্ম ২ ভাগ, গন্ধক ৪ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৫ ভাগ, রৌপ্যভস্ম ৪ ভাগ, প্রবাল ৭ ভাগ, সোহাগার খৈ ২ ভাগ; এই সমুদায় টাবালেবুর রসে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া গোলাকার করিবে এবং ঐ গোলক প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া মূষামধ্যে লবণযন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিবে ; শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া লইয়া তাহার সহিত সমস্ত চূর্ণের ৬৪ ভাগের ১ ভাগ হীরক মিশ্রিত করিবে ; হীরকের অভাব হইলে সর্ব্বচূর্ণের ১৬ ভাগের ১ ভাগ বৈক্রান্ত দিবে। তৎপরে ইহা মাড়িয়া লইবে। মাত্রা—২ রতি। অনুপান—মরিচ ও ঘৃত, কিংবা পিপুলচূর্ণ। এস ঔষধ সেবনকালে ঘৃতাদি বলকর দ্রব্য আহার করা এবং ক্ষয়রোগোক্ত বিধি অনুসারে চলা আবশ্যক। ইহা সেবন করিলে যক্ষ্মা, জ্বরসমূহ, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বমন, মূর্চ্ছা ও স্বরভেদাদি নানা রোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

রাজমৃগাঙ্করসঃ

রসভস্ম ত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকম্। মৃততাম্রস্য * ভাগৈকং শিলাতালকগন্ধকম্।। প্রতিভাগদ্বয়ং শুদ্ধমেকীকৃত্য বিচূর্ণয়েৎ। বরাটীঃ পূরয়েৎ তেন চাজাক্ষীরেণ টঙ্গণম্।। পিষ্ট্বা তেন মুখং রুদ্ধা মৃদ্ভাণ্ডে তাং নিরোধয়েৎ। শুষ্কং গজপুটে পাচ্যং চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতলম্।। রসো রাজমৃগাঙ্কোঽয়ং চতুর্গুঞ্জঃ ক্ষয়াপহঃ। দশপিপ্পলিকৈঃ ক্ষৌদ্রৈর্মরিচৈকোনবিংশকৈঃ। সঘৃতৈর্দাপয়েদ্ বাথ বাতশ্লেষ্মোদ্ভবে ক্ষয়ে।।

* মৃততারস্যেতি রসেন্দ্রধৃতঃ পাঠঃ।

রসসিন্দূর ৩ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র (পাঠান্তরে রৌপ্য) ১ তোলা, শিলাজতু (পাঠান্তরে মনঃশিলা) ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ; এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া বড় বড় কড়ির মধ্যে পূরিবে। পরে ছাগদুগ্ধে সোহাগা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ঐ কড়িসকলের মুখ রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকার ভাণ্ডে স্থাপিত ও রুদ্ধ করিয়া লেপ দিবে। পশ্চাৎ লেপ শুষ্ক হইলে গজপুটে পাক

করিয়া শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা—৪ রতি। ১০টি পিপুল ও মধু অথবা ১৯টি মরিচ ও ঘৃতের সহিত সেব্য। ইহাতে বাতশ্লেষ্মজ ক্ষয়রোগ নিবারণ হয়।

মহাভ্রবটী

অভ্রকং পুটিতং তাম্রং লৌহং গন্ধকপারদম্। কুনটী টঙ্গণক্ষারং ত্রিফলা চ পলং পলম্।। গরলস্য তথা মাষ-চতুষ্কঞ্চৈব চূর্ণয়েৎ। তৎ সর্ব্বং ভাবয়েদেষাং রসৈঃ প্রত্যেকশঃ পলৈঃ।। দেবরাজাশনাখ্যস্য কেশরাজাখ্যকস্য চ। সোমরাজস্য ভৃঙ্গাখ্য-রাজস্য শ্রীফলস্য চ। পারিভদ্রাগ্নিমন্থস্য বৃদ্ধাদারস্য তুম্বুরোঃ। মণ্ডূকপর্ণী নিগুণ্ডী পূতিকোন্মত্তকস্য চ।। শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ জয়ন্ত্যাশ্চার্দ্রকস্য চ। গ্রীষ্মসুন্দরকস্যাট-রূষকস্য রসেন তু।। রসৈস্তাম্বূলবল্ল্যাশ্চ পত্রোত্থৈর্ভাবয়েৎ পৃথক্। দ্রবে কিঞ্চিৎ স্থিতে চূর্ণং মরিচস্য পলং ক্ষিপেৎ। ততশ্চৈব বটীং কুর্য্যান্মাত্রাং দদ্যাদ্ যথোচিতাম্। জ্বরে চৈবাতিসারে চ কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে তথা।। সন্নিপাতজ্বরে চৈব বিবিধে বিষমে জ্বরে। ক্ষয়রোগেষু সর্ব্বেষু ক্ষীণশুক্রে চ যক্ষ্মণি।। গ্রহণ্যাংহ্চিরভূতায়াং সূতিকায়াং বিশেষতঃ। শোথে শূলে তথাসাধ্যে স্থবিরে চামবাতকে।। মন্দানলেহ্বলে চৈব সকলে শ্লেষ্মজে গদে। পীনসেহ্পীনসে চৈব পক্কেহ্পক্কে বিশেষতঃ।। বাতশ্লেষ্মণি বাতে বা বিবিধে চেন্দ্রিয়স্থিতে। বাতবৃদ্ধে বৃতে পিত্তে বলাসেনাবৃতেহ্পি চ।। অষ্টসূদররোগেষু কুষ্ঠরোগে প্রশস্যতে। অজীর্ণে কর্ণরোগে চ কৃশে স্থূলে তু যক্ষ্মণি।। অয়ং সর্ব্বগদেষ্বেব রসো বৈ পরিকীর্ত্তিতঃ। মহাভ্রবটিকা সেয়ং পরং শ্রেষ্ঠা রসায়নে।।

অভ্র, তাম্র, লৌহ, গন্ধক, পারদ, মনঃশিলা, সোহাগা ও ত্রিফলা প্রত্যেক ৮ তোলা, বিষ ।।০ তোলা ; একত্র মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধিপত্র, কেশুর্ত্তে, সোমরাজ, ভৃঙ্গরাজ, বিল্বপত্র, পালিধাপত্র, গণিয়ারি, বিদ্ধড়ক, তুম্বুরু, থুলকুড়ি, নিসিন্দা, নাটা, ধুতূরাপত্র, শ্বেত অপরাজিতা, জয়ন্তী, আদা, গিমা, বাসক ও পাণ ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা পরিমিত রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া কিঞ্চিৎ দ্রবাংশ থাকিতে মরিচচূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া (১ রতি প্রমাণ) বটী করিবে। ইহাতে গ্রহণী, অতিসার, সূতিকা ও যক্ষ্মা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

কাঞ্চনাভ্ররসঃ

কাঞ্চনং রসসিন্দূরং মৌক্তিকং লৌহমভ্রকম্। বিদ্রুমঞ্চাভয়া তারং কস্তূরী চ মনঃশিলা।। প্রত্যেকং বিন্দুমাত্রঞ্চ সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ। বারিণা বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।। অনুপানং প্রযোক্তব্যং যথাদোষানুসারতঃ। ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং শ্লেষ্মপিত্তসমুদ্ভবম্।। প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব দোষত্রয়সমুত্থিতান্। অশীতিং বাতজান্ রোগান্ নাশয়েৎ সদা এব হি।। বলবৃদ্ধিং বীর্য্যবৃদ্ধিং লিঙ্গদার্ঢ্যং করোতি চ। শ্রীকরঃ পুষ্টিজননো নানারোগনিসূদনঃ। গহনানন্দনাথোক্তো রসোহ্য়ং কাঞ্চনাভ্রকঃ।।

স্বর্ণ, রসসিন্দূর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, হরীতকী, রৌপ্য, মৃগনাভি ও মনছাল প্রত্যেক ২ তোলা ; জলে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়রোগ, প্রমেহ ও কাস প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হইয়া বল এবং বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়।

বৃহৎকাঞ্চনাভ্ররসঃ

কাঞ্চনং রসসিন্দূরং মৌক্তিকং লৌহমভ্রকম্। বিদ্রুমং মৃতবৈক্রান্তং তারং তাম্রঞ্চ বঙ্গকম্।। কস্তূরিকা লবঙ্গঞ্চ জাতিকোষৈলবালুকম্। প্রত্যেকং বিন্দুমাত্রঞ্চ সর্ব্বং মর্দ্দ্যং প্রযত্নতঃ।। কন্যানীরেণ সংমর্দ্দ্য কেশরাজরসেন চ। অজাক্ষীরেণ সংভাব্যং প্রত্যেকং দিবসত্রয়ম্।। চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্। অনুপানং প্রদাতব্যং যথাদোষানুসারতঃ।। ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং যক্ষ্মাণং শ্বাসমেব চ। প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব দোষত্রয়সমুত্থিতান্। সর্ব্বান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।।

স্বর্ণ, রসসিন্দূর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, মৃগনাভি, লবঙ্গ, জ ও এলবালুক প্রত্যেক ২ তোলা, একত্র মাড়িয়া ঘৃতকুমারীর রসে, কেশরাজের রসে ও ছাগীদুগ্ধে ৩ দিন ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়, শ্বাস, কাস, প্রমেহ ও যক্ষ্মা প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

কল্যাণসুন্দরাভ্রম্

বজ্রাভ্রমেকপলিকং পুটনৈঃ সুজীর্ণং ধাত্রীপয়োদবৃহতীশতমূলিকেক্ষু-। বিল্বাগ্নিমন্থজলবাসককন্টকারী-শ্যোনাকপাটলিবলাশ্চ রসৈরমীষাম্।। সংমর্দ্দিতং পলমিতৈঃ পৃথগেকশশ্চ গুঞ্জাসমা সুবলিতা বটিকা কৃতা চ। যক্ষ্মক্ষয়ৌ সকলশোষবলাসপিত্তং শ্বাসং সমীরমরুচিং সকলাঙ্গসাদম্।। শোথং স্বরক্ষয়মজীর্ণমুদর্দ্দশূলং মেহং জরং বিষমুরোগ্রহপাণ্ডুহিক্কাঃ। কার্শ্যং ক্রিমিং বলবিনাশনম্লপিত্তং প্লীহাময়ং সহহলীমকমস্রগুল্মম্।। তৃষ্ণামবাতনিচয়ং গ্রহণীং প্রদুষ্টাং বিস্ফোটকুষ্ঠনয়নাস্যশিরোগদাংশ্চ। মূর্চ্ছাং বমিং বিরসতাং বিনিহন্তি সদ্যঃ কল্যাণসুন্দরমিদং বলদং সুবৃষ্যম্।। মেধ্যং রসায়নবরং সকলাময়ানাং নাশায় যক্ষ্মনিবহে কথিতং হরেণ।।

জারিত কৃষ্ণাভ্র ১ পল, আমলকী, মুতা, বৃহতী, শতমূলী, ইক্ষু, বিল্বপত্র, গণিয়ারিপত্র, বালা, বাসকপত্র, কন্টকারী, শ্যোনা, পারুল ও বেড়েলা ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত রসে পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে যক্ষ্মা, ক্ষয়, শ্বাস, শোথ, অরুচি, শোষ, স্বরভঙ্গ, অজীর্ণ, মেহ, অম্লপিত্ত, ক্রিমি, প্লীহা, রক্তগুল্ম, মূর্চ্ছা, গ্রহণী ও কুষ্ঠ প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। ইহা বৃষ্য, রসায়ন ও বলকারক।

রসেন্দ্র-গুড়িকা

কর্ষং শুদ্ধরসেন্দ্রস্য স্বরসেন জয়ার্দ্রয়োঃ। শিলায়াং খল্লয়েৎ তাবদ্ যাবৎ পিণ্ড ঘনং ভবেৎ।। জলকর্ণাকাকমাচী-রসাভ্যাং ভাবয়েৎ পুনঃ। সৌগন্ধিকপলং ভৃঙ্গ-স্বরসেন সুভাবিতম্।। চূর্ণিতং রসসংযুক্তমজাক্ষীরপলদ্বয়ে। খল্লিতং ঘনপিণ্ডন্তু গুড়ীঃ স্বিন্নকলায়বৎ।। কৃত্বাদৌ শিবমভ্যর্চ্চ্য দ্বিজাতীন্ পরিতোষ্য চ। জীর্ণান্নো ভক্ষয়েদেকাং ক্ষীরমাংসরসাশনঃ।। সর্ব্বরূপং ক্ষয়ং কাসং রক্তপিত্তমরোচকম্। অপি বৈদ্যশতৈস্ত্যক্তমম্লপিত্তং নিযচ্ছতি।।

বক্ষ্যমাণ ক্ষুধাবতী গুড়িকোক্ত বিধানে শোধিত রস ২ তোলা, জয়ন্তী ও আদার রসে মর্দ্দন করত

* শঙ্খপত্ররসেন [illegible] অলম্বুষকরসেন চ এবং শৃঙ্গবেররসেনৈব [illegible] ভৃঙ্গরাজরসেনেতি পাঠান্তরম্।

পিণ্ডবৎ করিবে, পরে উহা কাণ্ছিড়া ও কাকমাচীর রসে পৃথক্ পৃথক্ ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। পশ্চাৎ ভৃঙ্গরাজরসে ভাবিত নবনীতাখ্য গন্ধকচূর্ণ ১ পল ঐ পারার সহিত মাড়িয়া কজ্জলী করিবে। অনন্তর ছাগদুগ্ধ ২ পল ঐ কজ্জলীর সহিত মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধ মটরের ন্যায় গুড়িকা করিবে (অনুপান—ছাগদুগ্ধ কিংবা মধু ও বাসকপত্রের রস)। ভুক্ত অন্নের পরিপাক হইলে ঔষধ সেবনীয়। পথ্য—দুগ্ধ ও মাংসরস। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়, কাস, রক্তপিত্ত, অরুচি ও অম্লপিত্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহদ্রসেন্দ্র-গুড়িকা

কুমার্য্যা ত্রিফলাচূর্ণৈশ্চিত্রকস্য রসৈঃ ক্রমাৎ। শোধয়িত্বা পুনা রাজী-গৃহধূমহরিদ্রয়া।। পক্কেষ্টকারজোভিশ্চ বোহ্লাপত্ররসেন চ। * শৃঙ্গবেরসেনাপি শোধয়িত্বা পুনঃপুনঃ।। প্রক্ষালয়েৎ পুনঃ পশ্চাচ্ছানয়েদ্ বসনে ঘনে। কর্ষদ্বয়ং রসেন্দ্রস্য ভাবয়েদ্ বিজয়ারসে।। শিলায়াং খল্লেয়েচ্চাপি যাবৎ পিণ্ডত্বমাগতম্। জলকর্ণাকাকমাচী-রসাভ্যাং ভাবয়েৎ পুনঃ।। সৌগন্ধিকপলং শুদ্ধমর্দ্ধং মরিচটঙ্গণম্। মাক্ষিকঞ্চ শিখিগ্রীবং তালকঞ্চাভ্রকং তথা।। এতাংস্তু মিলিতান্ দত্ত্বা ভাবয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ। রক্তিদ্বয়প্রমাণেন কারয়েদ্ গুড়িকাং ভিষক্।। জীর্ণেঽন্নে ভক্ষয়েদেকাং ক্ষীরমাংসরসাশনঃ। হন্তি কাসং ক্ষয়ং শ্বাসং রক্তপিত্তমরোচকম্। পাণ্ডুক্রিমিজ্বরহরী কৃশানাং পুষ্টিবর্দ্ধিনী।।

৪ তোলা পারদ লইয়া ঘৃতকুমারীর রস, ত্রিফলাচূর্ণ, চিতার রস, রাইসর্ষপচূর্ণ, ঝুল, হরিদ্রা, ইষ্টকচূর্ণ, বোহ্লাপত্রের রস (পাঠান্তরে অলম্বুষ-রস) ও আদার রস (পাঠান্তরে ভীমরাজরস) এই সকল দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন ও জলে ধৌত করিয়া স্থূল বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। পরে জয়ন্তী, কাণ্ছিড়া, কাকমাচী ইহাদের প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিয়া ও মাড়িয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পশ্চাৎ ভৃঙ্গরাজ-রসে শোধিত গন্ধক এক পল, মরিচ, সোহাগা, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, হরিতাল ও অভ্র প্রত্যেক ৪ তোলা, এই সমুদয় আদার রসে মাড়িয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ঔষধ সেবনের পর দুগ্ধ ও মাংসের যূষ পান করা উচিত। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত, অরোচক, ক্রিমি ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া বলবীর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

লোকেশ্বর-পোট্‌টলীরসঃ

ভস্মসূতাচ্চতুর্থাংশং মৃতস্বর্ণং প্রদাপয়েৎ। দ্বিগুণং গন্ধকং দত্ত্বা মর্দ্দয়েচ্চিত্রকাম্বুনা।। পূর্য্যা বরাটিকা তেন টঙ্গণেন নিরুধ্য চ। ভাণ্ডে চূর্ণপ্রলিপ্তেঽথ ক্ষিপ্ত্বা রুদ্ধা চ মৃন্ময়ে।। শোষয়িত্বা পুটে গর্ত্তেঽরত্নিমাত্রে পরাহ্নিকে। স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য চূর্ণয়িত্বা তু বিন্যসেৎ।। এষ লোকেশ্বরো নাম বীর্য্যপুষ্টিবিবর্দ্ধনঃ। গুঞ্জাচতুষ্টয়ঞ্চাস্য পিপ্পলীমধুসংযুতম্।। ভক্ষয়েৎ পয়সা ভক্ত্যা লোকেশং সর্ব্বদর্শনঃ। অঙ্গকার্শ্যেঽগ্নিমান্দ্যে চ কাসে পিত্তে রসস্ত্বয়ম্।। মরিচৈর্ঘৃতযুক্তৈশ্চ প্রদাতব্যো দিনত্রয়ম্। লবণং বর্জ্জয়েৎ তত্র সাজ্যং দধি চ যোজয়েৎ।। একবিংশদ্দিনং যাবৎ সঘৃতং মরিচং পিবেৎ। পথ্যং মৃগাঙ্কবদ্ দেয়ং শরীতোত্তানপাদতঃ।। যে শুষ্কা বিষমানলৈঃ ক্ষয়রুজা ব্যাপ্তাশ্চ যেঽস্ত্রীলয়া যে পাণ্ডুত্বহতাঃ কুবৈদ্যবিধিনা যে শোষিণো দুর্ভগাঃ। যে তপ্তা বিবিধৈর্জ্বরৈঃ শ্রমমদোন্মাদৈঃ প্রমাদং গতাস্তে সর্ব্বে বিগতাময়া হি পরয়া স্যুঃ পোট্টলী

রসসিন্দুর ৪ ভাগ, শোধিত স্বর্ণ ১ ভাগ, গন্ধক ৮ ভাগ, একত্র করিয়া চিতার রসে মর্দ্দিত করিবে। পরে কড়ির মধ্যে পুরিয়া সোহাগা দিয়া মুখ বন্ধ করত একটি চূর্ণপ্রলিপ্ত ভাণ্ডে নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রলেপ দ্বারা তাহার মুখ বন্ধ করিবে এবং অরত্নিপ্রমাণ গর্ত্তে পাক করিতে দিবে; পাকানন্তর শীতল হইলে এক দিন পরে ঐ ভাণ্ড উত্তোলন করিয়া ঔষধসকল চূর্ণ করিবে। মধু, পিপুলচূর্ণ ও দুগ্ধের সহিত ৪ রতি মাত্রায় সেব্য। কৃশতা, অগ্নিমান্দ্য, পিত্তদুষ্টি ও কাস থাকিলে মরিচ ও ঘৃতের সহিত তিন দিন সেবন করিবে এবং ঔষধ সেবনের পর চিৎ হইয়া শয়ন করিবে। এই ঔষধ সেবনকালে লবণ পরিত্যাগ করিয়া ঘৃত ও দধি ভক্ষণ করিবে এবং একুশ দিন ঘৃত ও মরিচচূর্ণ সেবন করিবে। মৃগাঙ্করসের পথ্যের ন্যায় পথ্য প্রদেয়। এইরূপ নিয়মে থাকিলে যাহারা বহুদিন হইতে ক্ষয়রোগ, অষ্ঠীলা, পাণ্ডু, শোষ, বিবিধ জ্বর ও উন্মাদ প্রভৃতি রোগে পীড়িত হইয়াছে, তাহারাও আরোগ্যলাভ করিবে। এমন কি অসাধ্য হইলেও এই ঔষধ সেবনে উক্ত রোগসকল বিনষ্ট হয়।

হেমগর্ভ-পোট্টলীরসঃ

রসভস্ম ত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকম্। মৃততাম্রস্য ভাগৈকং তৌলৈকং গন্ধকস্য চ।। মর্দ্দয়েচ্চিত্রকদ্রাবৈর্দ্বিযামান্তে সমুদ্ধরেৎ। পূর্য্যা বরাটিকা তেন টঙ্গণেন বিলেপয়েৎ।। বরাটীং পূরয়েদ্ ভাণ্ডে রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ। বিচূর্ণয়েৎ সাঙ্গশীতে পোট্টলীং হেমগর্ব্ভিকাম্। মৃগাঙ্কবচ্চতুর্গুঞ্জা-ভক্ষণাদ্ রাজযক্ষ্মনুৎ।।

রসসিন্দুর ৩ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা, মারিত তাম্র ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, এই দ্রব্যগুলি চিতার রসে ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া কড়ির মধ্যে পুরিয়া সোহাগা দ্বারা তাহার মুখ বন্ধ করিবে এবং ভাণ্ডে পুরিয়া গজপুটে পাক করিতে দিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া ৪ রতি পরিমাণে মৃগাঙ্করসের ন্যায় সেবন করিবে। ইহাতে রাজযক্ষ্মা বিনষ্ট হয়।

রত্নগর্ভপোট্টলীরসঃ

রসং বজ্রং হেম তারং নাগং লৌহঞ্চ তাম্রকম্। তুল্যাংশং মারিতং যোজ্যং মুক্তামাক্ষিকবিদ্রুমম্।। শঙ্খং তুত্থঞ্চ তুল্যাংশং সপ্তাহং চিত্রকদ্রবৈঃ। মর্দ্দয়িত্বা বিচূর্ণ্যাথ তেন পূর্য্যা বরাটিকাঃ।। টঙ্গণং রবিদুগ্ধেন পিষ্টা তন্মুখমন্ধয়েৎ। মৃদ্ভাণ্ডে তাং নিরুধ্যাথ সম্যগ্ গজপুটে পচেৎ।। আদায় চূর্ণয়েৎ সর্ব্বং নির্গুণ্ড্যাঃ সপ্ত ভাবনাঃ। আর্দ্রকস্য রসৈঃ সপ্ত চিত্রকস্যৈকবিংশতিঃ।। দ্রবৈর্ভাব্যং ততঃ শোষ্যং দেয়ং গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্। যক্ষ্মরোগং নিহন্ত্যাশু সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ।। যোজয়েৎ পিপ্পলীক্ষৌদ্রৈঃ সঘৃতৈর্মরিচৈস্তথা। মহারোগাষ্টকে* কাসে জ্বরে শ্বাসেঽতিসারকে। পোট্টলীরত্নগর্ভোঽয়ং সর্ব্বরোগকুলান্তকঃ।।

রসসিন্দূর, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা, লৌহ, তাম্র, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, প্রবাল, শঙ্খভস্ম ও তুঁতে, এই সমুদায় সমভাগে লইয়া চিতার রসে ৭ দিন মাড়িয়া ও চূর্ণ করিয়া কড়ির ভিতর পুরিবে এবং কিঞ্চিৎ সোহাগা আকন্দের আঠায় পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ঐ কড়িসকলের মুখ বন্ধ করিয়া মৃত্তিকার ভাণ্ডে স্থাপনপূর্ব্বক ভাণ্ড আবৃত এবং লিপ্ত করত যথাবিধি গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উত্তোলনপূর্ব্বক (বরাটিকার) সহিত চূর্ণ করিয়া নিসিন্দার রসে ৭ বার, আদার রসে ৭ বার ও চিতার রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা—৩ রতি। মধু ও পিপুলচূর্ণ অথবা ঘৃত ও মরিচের সহিত সেব্য। এই ঔষধ সেবন করিলে কৃচ্ছ্রসাধ্য যক্ষ্মা, অষ্টবিধ মহারোগ

ও জ্বরাদি নানা পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো রসঃ

রসং গন্ধঞ্চ তুল্যাংশৌ দ্বৌ ভাগৌ টঙ্গণস্য চ। মৌক্তিকং বিদ্রুমং শঙ্খ-ভস্ম দেয়ং সমাংশিকম্।। হেমভস্মার্দ্ধভাগঞ্চ সর্ব্বং খল্লে বিমর্দ্দয়েৎ। নিম্বু-(নিম্ব)-দ্রবেণ সংপিষ্য পিণ্ডিকাং কারয়েদ্ভিষক্।। পশ্চাদ্ গজপুটং দত্ত্বা সুশীতঞ্চ সমুদ্ধরেৎ। হেমভস্মসমং তীক্ষ্ণং তীক্ষ্ণার্দ্ধং দরদং মতম্।। একীকৃত্য সমস্তানি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ। ততঃ পূজাং প্রকুর্ব্বীত রসস্য দিবসে শুভে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো হ্যেষ রাজযক্ষ্মনিকৃন্তনঃ।। বাতপিত্তজ্বরে ঘোরে সন্নিপাতে সুদারুণে। অর্শসি গ্রহণীদোষে মেহে গুল্মে ভগন্দরে। নিহন্তি বাতজান্ রোগান্ শ্লৈষ্মিকাংশ্চ বিশেষতঃ। পিপ্পলীমধুসংযুক্তং ঘৃতযুক্তমথাপি বা। ভক্ষয়েৎ পর্ণখণ্ডেন সিতয়া চার্দ্রকেণ বা।।

(সর্ব্বাঙ্গসুন্দররসে রসগন্ধং স্বর্ণতুল্যং; মৌক্তিকাদীনি স্বর্ণার্দ্ধভাগানি। রসেন্দ্রটীকা।)

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগার খৈ ২ ভাগ, মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খভস্ম প্রত্যেক অর্দ্ধ ভাগ, স্বর্ণভস্ম ১ ভাগ; এই সকল দ্রব্য কাগজীলেবুর রসে (পাঠান্তরে—নিমপাতার রসে) মাড়িয়া গোলাকার করিয়া পশ্চাৎ তীব্র অগ্নিতে বদ্ধমূষায় গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে উহা তুলিয়া লইয়া লৌহ একভাগ ও লৌহের অর্দ্ধেক হিঙ্গুল মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—২ রতি। অনুপান—মধুসংযুক্ত বা ঘৃতসংযুক্ত পিপুলচূর্ণ কিংবা পাণের রস, চিনি অথবা আদার রস। ইহা সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা, বাতিক ও পৈত্তিক জ্বর, সন্নিপাত, অর্শঃ, গ্রহণী, মেহ, গুল্ম, ভগন্দর ও কাস প্রভৃতি নানা রোগ বিনষ্ট হয়।

পারাশর-ঘৃতম্

যষ্টীবলাগুড়ূচ্যল্প-পঞ্চমূলীতুলাং পচেৎ। সূর্পেঽপামষ্টভাগস্থে তত্র পাত্রং পচেদ্ ঘৃতম্।। ধাত্রীবিদারীক্ষুরসে ত্রিপাত্রে পয়সোঽর্মণে। সুপিষ্টৈর্জীবনীয়ৈশ্চ পারাশরমিদং ঘৃতম্। সসৈন্যং রাজযক্ষ্মাণমুন্মূলয়তি শীলিতম্।।

ঘৃত ১৬ সের। যষ্টিমধু, বেড়েলা, গুড়ূচী ও স্বল্প পঞ্চমূল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১২ সের; জল ১২৮ সের, শেষ ১৬ সের; আমলকীর রস ১৬ সের; ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ১৬ সের, ইক্ষুরস ১৬ সের, দুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ—জীবনীয় গণ অর্থাৎ জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি। এই ঘৃত সেবনে যক্ষ্মা ও তদুপদ্রব প্রশমিত হয়।

অজাপঞ্চক-ঘৃতম্

ছাগশকৃদ্রসমূত্র-ক্ষীরৈর্দধ্না চ সাধিতং সর্পিঃ। সক্ষারং যক্ষ্মহরং শ্বাসকাসোপশান্তয়ে পরমম্।।

ছাগঘৃত ৪ সের, ছাগবিষ্ঠার রস ৪ সের, ছাগমূত্র ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের, ছাগদধি ৪ সের; একত্র পাক করিয়া যবক্ষারচূর্ণ ১ সের প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। মাত্রা—১ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে

---

* বাতব্যাধ্যশ্মরীকুষ্ঠ মেহোদরভগন্দরাঃ। অর্শাংসি গ্রহণীত্যষ্টৌ মহারোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।। বাতব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ, মেহ, উদররোগ, অর্শঃ, ভগন্দর ও গ্রহণী, এই আটটি পীড়াকে মহারোগ বলে।

যক্ষ্মা, শ্বাস ও কাসরোগ উপশমিত হয়।

বলাগর্ভং ঘৃতম্

দ্বিপঞ্চমূলস্য পচেৎ কষায়ে প্রস্থদ্বয়ে মাংসরসস্য চৈকে। কল্কং বলায়াঃ সুনিযোজ্য গর্ভং সিদ্ধং পয়ঃ প্রস্থযুতং ঘৃতঞ্চ। সর্ব্বাভিঘাতোত্থিতযক্ষ্মশূলক্ষতক্ষয়োৎকাসহরং প্রদিষ্টম্।।

বলাগর্ভে ঘৃতে দশমূলমিলিতপলানি ৫০, জলশরাবাঃ ৩২, শেষশরাবাঃ ৮। ইতি বৃন্দটীকা।

ঘৃত ৪ সের, দশমূলের ক্বাথ ৮ সের (মিলিত দশমূল ৫০ পল, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের, ছাগমাংসের ক্বাথ ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ—কুট্টিত বেড়েলা ১ সের। যথানিয়মে পাক করিয়া সেই পক্ক ঘৃত পান করিলে অভিঘাতজ যক্ষ্মা, শূল, ক্ষতক্ষয় ও উৎকাস নাশ হয়।

জীবন্ত্যাদ্যঘৃতম্

জীবন্তীং মধুকং দ্রাক্ষাং ফলানি কুটজস্য চ। শটীং পুষ্করমূলঞ্চ ব্যাঘ্রীং গোক্ষুরকং বলাম্।।
নীলোৎপলং তামলকীং ত্রায়মাণাং দুরালভাম্। পিপ্পলীঞ্চ সমং পিষ্টা ঘৃতং বৈদ্যো বিপাচয়েৎ।।
এতদ্ ব্যাধিসমূহস্য রোগেশস্য সমুত্থিতম্। রূপমেকাদশবিধং সর্পিরগ্র্যং ব্যপোহতি।।

ঘৃত ৪ সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ—জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইন্দ্রযব, শটী, কুড়, কন্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, নীলোৎপল, ভুঁইআমলা, বলাডুমুর, দুরালভা ও পিপ্পলী মিলিত ১ সের। এই উৎকৃষ্ট ঘৃত পান করিলে একাদশবিধ রূপবিশিষ্ট যক্ষ্মারোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

অমৃতপ্রাশঘৃতম্

জীবকর্ষভকৌ বীরাং জীবন্তীং নাগরং শটীম্। চতস্রঃ পর্ণিনীর্মেদে কাকল্যৌ দ্বে নিদিগ্ধিকে।।
পুনর্নবে দ্বে মধুকমাত্মগুপ্তাং শতাবরীম্। ঋদ্ধিং পরূষকং ভার্গীং মৃদ্বীকাং বৃহতীং তথা।।
শৃঙ্গাটকং তামলকীং পয়স্যাং পিপ্পলীং বলাম্।। বদরাক্ষোটখর্জ্জুর-বাতামাভিষুকাণ্যপি।। ফলানি চৈবমাদীনি কল্কান্ কুর্ব্বীত কার্ষিকান্। ধাত্রীরসবিদারীক্ষু-চ্ছাগমাংসরসং পয়ঃ।। দত্ত্বা প্রস্থোন্মিতান্ ভাগান্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। প্রস্থার্দ্ধং মধুনঃ শীতে শর্করার্দ্ধতুলাং তথা।। পলার্দ্ধকঞ্চ মরিচ-ত্বগেলাপত্রকেশরাৎ। বিনীয় চূর্ণিতং তস্মাল্লিহ্যান্মাত্রাং সদা নরঃ।। অমৃতপ্রাশমিত্যেতন্নরাণামমৃতং ঘৃতম্। সুরামৃতরসপ্রখ্যং ক্ষীরমাংসরসাশিনঃ।। নষ্টশুক্রক্ষতক্ষীণ-দুর্ব্বলব্যাধিকর্ষিতান্। স্ত্রীপ্রসক্তান্ কৃশান্ বর্ণ-স্বরবহীনাংশ্চ বৃংহয়েৎ।। কাসহিক্কাজ্বরশ্বাস-দাহতৃষ্ণাস্রপিত্তনুৎ। পুত্রদং বমিমূর্চ্ছাহৃদ্-যোনিমূত্রাময়াপহম্।।

কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, শালপাণি, জীবন্তী, শুঁঠ, শটী, চতুর্ব্বিধ পর্ণিনী (শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী), মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, কন্টকারী, বৃহতী, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, যষ্টিমধু, আলকুশী, শতমূলী, ঋদ্ধি, ফল্‌সা, বামুনহাটী, কিস্‌মিস্, বৃহতী (পুনরুক্তি-জন্য ২ ভাগ), পানিফল, ভুঁই আমলা, কাল ভুঁইকুমড়া, পিপুল, বেড়েলা, কুল, আখরোট, খেজুর, বাদাম ও অভিষুক (পেস্তা) এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা (কুল ও আখরোট প্রভৃতি ফল না পাইলে তদ্‌গুণবিশিষ্ট অন্য ফল লওয়া যাইতে পারে)। আমলকী-রস, ভূমিকুষ্মাণ্ড-রস, ইক্ষুরস, ছাগমাংস-রস ও দুগ্ধ এই সকল প্রত্যেক ৪ সের হিসাবে লইয়া ৪ সের ঘৃত পাক করিবে।

ঘৃত ছাঁকিয়া তাহাতে সওয়া ছয় সের চিনি, মরিচ, দারুচিনি, এলাচ, তেজপাতা ও নাগকেশর পুষ্প-চূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে; শীতল হইলে ২ সের মধু তাহাতে দিবে। এই অমৃতপ্রাশ ঘৃত মানবের পক্ষে অমৃততুল্য। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিয়া দুগ্ধ ও মাংসরস পথ্য করিলে কাস, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, দাহ, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, বমি, মূর্চ্ছা, হৃদ্রোগ, যোনিরোগ ও মূত্ররোগ প্রশমিত হয়। এই অমৃতপ্রাশ ঘৃত সেবন করিলে নষ্টশুক্র ও ক্ষতক্ষীণ, দুর্ব্বল, ব্যাধিপীড়িত, স্ত্রীসক্ত, কৃশ ও বর্ণ-স্বরহীন ব্যক্তিগণ পরিপুষ্ট হয়। ইহা পুত্রপ্রদ।

বৃহচ্চন্দনাদি তৈলম্

চন্দনাম্বু নখং বাপ্যং যষ্টিশৈলেয়পদ্মকম্। মঞ্জিষ্ঠা সরলং দারু শট্যেলা পূতি কেশরম্।। পত্রং শৈলং মুরামাংসী কক্কোলং বনিতাম্বুদম্। হরিদ্রে শারিবে তিক্তা লবঙ্গাগুরুকুঙ্কুমম্।। ত্বগ্রেণুনলিকাশৈভিস্তৈলং মস্তু চতুর্গুণম্।। লাক্ষারসসমং সিদ্ধং গ্রহঘ্নং বলবর্ণকৃৎ।। রক্তপিত্তক্ষতক্ষীণ-শ্বাসকাসবিনাশনম্। আয়ুঃপুষ্টিকরঞ্চৈব বশীকরণমুত্তমম্।।

যথাবিধি মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের, লাক্ষা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, বালা, নখী, কুড়, যষ্টিমধু, শৈলজ, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, শটী, এলাইচ, খটাশী, নাগেশ্বর, তেজপত্র, শিলারস, মুরামাংসী, জটামাংসী, কাঁক্লা, প্রিয়ঙ্গু, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, লতাকস্তূরী, লবঙ্গ, অগুরু, কুঙ্কুম, গুড়ত্বক্, রেণুক ও নালুকা ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে লইয়া কুটিয়া ১৬ সের জলসহ পাক করিবে, পরে গন্ধদ্রব্য প্রদান করিয়া পাক শেষ করিবে। শীতল হইলে মৃগনাভি প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহা ব্যবহারে রক্তপিত্ত, ক্ষয়, শ্বাস, কাস প্রভৃতি নিবারিত এবং বলবীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হয়।

শোকং স্ত্রিয়ং ক্রোধমসূয়তাঞ্চ ত্যজেদুদারান্ বিষয়ান্ ভজেচ্চ। তথা দ্বিজাতীংস্ত্রিদশান্ গুরূংশ্চ বাচশ্চ পুণ্যাঃ শৃণুয়াদ্ দ্বিজেভ্যঃ।।

যক্ষ্মরোগী শোক, স্ত্রীসঙ্গম, ক্রোধ ও অসূয়া ত্যাগ করিবে। উদার অর্থাৎ ধর্ম্মের অবিরোধী ও মনের অনুকূল বিষয়সকল সেবা করিবে। ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের সেবা এবং বেদোক্ত রুদ্রস্তুতি ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুণ্যকথাসকল ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে শ্রবণ করিবে।

পথ্যাপথ্য বিধিঃ

রাজযক্ষ্মরোগে পথ্যানি

মদ্যানি জাঙ্গলং পক্ষি-মৃগমাংসং বিশুষ্যতাম্। মুদ্গযষ্টিকগোধূম-যবশাল্যাদয়ো হিতাঃ।। দোষাধিকস্য বলিনো মৃদুশুদ্ধিরাদৌ গোধূমমুদ্গচণকারুণশাল-শ্চ। ছাগাদিমাংস নবনীতপয়োঘৃতানি ক্রব্যাদমাংসমপি জাঙ্গলজা রসাশ্চ।। পক্কানি মোচপনসাম্রফলানি ধাত্রী খর্জ্জূরপৌষ্করপরূষকনারিকেলম্। শোভাঞ্জনঞ্চ কুলকং নবতালশস্যং দ্রাক্ষাফলানি মিষয়োহপি চ মাণিমন্থম্।। সিংহাস্যপত্রমপি গোমহিষীঘৃতঞ্চ চ্ছাগাশ্রয়শ্চ তদবস্করমূত্রলেপঃ। মৎস্যণ্ডিকা শিখরিণী মদিরা রসালা কর্পূরকং মৃগমদঃ সিতচন্দনঞ্চ।। অভ্যঞ্জনানি সুরভীণ্যনুলেপনানি স্নানানি বেশরচনান্যবগাহনানি। হর্ম্ম্যং স্রজঃ স্মরকথা মৃদুগন্ধবাহো গীতানি লাস্যমপি চন্দ্ররুচো

বিপঞ্চী।। সন্দর্শনং মৃগদৃশামপি হেমচূর্ণং মুক্তামণিপ্রচুরভূষণধারণঞ্চ। হোমঃ প্রদানমমরদ্বিজপূজনানি। হৃদ্যান্নপানমপি পথ্যগণঃ ক্ষয়েষু।।

মদ্য, জাঙ্গল দেশজাত পাখীর ও মৃগের মাংস, মুগ, ষষ্টিকতণ্ডুল, গম, যব ও শালিতণ্ডুল যক্ষ্মরোগির সুপথ্য। দোষাধিক বলবান্ ব্যক্তির পক্ষে প্রথমতঃ অতীক্ষ্ণ বমনাদি দ্বারা মৃদু শোধন হিতকর। গোধূম, মুগ, ছোলা, রক্তশালিতণ্ডুল, ছাগমাংস, ছাগদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধোদ্ভব মাখন ও ঘৃত, মাংসাশী জন্তুর মাংস এবং জাঙ্গলদেশজ পশুপক্ষির মাংসরস, কলার মোচা, পাকা কাঁঠাল, পাকা আম, আমলকী, খর্জ্জূর, পুষ্করমূল, পরূষফল, নারিকেল, সজিনা, পল্‌তা, কচিতালের শস্য, দ্রাক্ষাফল, মৌরি, সৈন্ধবলবণ, বাসকপত্র, গব্যঘৃত, মাহিষঘৃত, ছাগাশ্রয় এবং ছাগমল ও ছাগমূত্রের প্রলেপন, মৎস্যণ্ডিকা (গুড়বিশেষ), শিখরিণী, মদ্য, রসালা, কর্পূর, কস্তুরী, শ্বেতচন্দন, অভ্যঙ্গ (তৈলাদি মর্দ্দন), সুগন্ধি দ্রব্য (চন্দনাদি) অনুলেপন, স্নান, সুবেশ-বিন্যাস, অবগাহন স্নান, অট্টালিকায় বাস, মাল্যধারণ, হর্ষজনক বাক্যশ্রবণ, মৃদুবায়ুসেবন, সঙ্গীতশ্রবণ, নৃত্যদর্শন, চন্দ্রের শোভা (জ্যোৎস্না), বীণাবাদ্য, মৃগনয়না কামিনীগণের দর্শন, স্বর্ণভস্ম, মুক্তামণিনির্ম্মিত প্রচুর ভূষণ ধারণ, যজ্ঞ, দান, দেবতাপূজা, ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা এবং হৃদয়গ্রাহী অন্নপানীয়, এই সমস্ত রাজযক্ষ্মা ও ক্ষতক্ষীণরোগে হিতকর।

রাজযক্ষ্মরোগেঽপথ্যানি

বিরেচনং বেগবিধারণানি শ্রমং স্ত্রিয়ং স্বেদনমঞ্জনঞ্চ। প্রজাগরং সাহসকর্ম্ম সেবা রুক্ষান্নপানং বিষমাশনঞ্চ। তাম্বূলকালিঙ্গকুলত্থমাষরসোনবংশাঙ্কুররামঠানি। অম্লানি তিক্তানি কষায়কাণি কটূনি সর্ব্বাণি চ পত্রশাকম্।। ক্ষারান্ বিরুদ্ধান্যশনানি শিম্বীং কর্কোটকঞ্চাপি বিদাহি সর্ব্বম্। কঠিল্লকং কৃষ্ণমপি ক্ষয়েষু বিবর্জ্জয়েৎ সন্ততমপ্রমত্তঃ।।

বিরেচন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, পরিশ্রম, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, স্বেদ, নেত্রাঞ্জন, রাত্রিজাগরণ, সাহসিক কর্ম্ম, রুক্ষ অন্নপান ও বিষমভোজন, তাম্বূল, তরমুজফল, কুলত্থকলায়, মাষকলায়, রশুন, বাঁশের কোঁড়, হিঙ্গু, অম্লদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, কষায়দ্রব্য, কটুদ্রব্য ও সকল প্রকার পত্রশাক, ক্ষারদ্রব্য, বিরুদ্ধভোজন, শিম, কাঁকরোল, বিদাহী দ্রব্য এবং কৃষ্ণতুলসী, এই সকল রাজযক্ষ্মরোগে অপথ্য।

বৃন্তাকং কারবেল্লঞ্চ তৈলং বিল্বঞ্চ রাজিকাম্। মৈথুনঞ্চ দিবানিদ্রাং ক্ষয়ী কোপং বিবর্জ্জয়েৎ।।

ক্ষয়রোগী বেগুন, করোলা, তৈল, বেল, সর্ষপ, মৈথুন, দিবানিদ্রা ও ক্রোধ ত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে রাজযক্ষ্মরোগাধিকারঃ।

কাসরোগাধিকার

কাস-নিদানম্

ধূমোপঘাতাদ্রসতস্তথৈব ব্যায়ামরুক্ষান্ননিষেবণাচ্চ। বিমার্গগত্বাচ্চ হি ভোজনস্য বেগাবরোধাৎ ক্ষবথোস্তথৈব।। প্রাণো হ্যুদানানুগতঃ প্রদুষ্টঃ সংভিন্নকাংস্যস্বনতুল্যঘোষঃ। নিরেতি বাক্ত্রুৎ সহসা সদোষো মনীষিভিঃ কাস ইতি প্রদিষ্টঃ।। পঞ্চ কাসাঃ স্মৃতা বাত-পিত্তশ্লেষ্মক্ষতক্ষয়ৈঃ। ক্ষয়ায়োপেক্ষিতাঃ সর্ব্বে বলিনশ্চোত্তরোত্তরম্।। পূর্ব্বরূপং ভবেৎ তেষাং শূকপূর্ণগলাস্যতা। কণ্ঠে কণ্ডুশ্চ ভোজ্যানামবরোধশ্চ জায়তে।।

মুখ ও নাসাপথে ধূম বা ধূলির প্রবেশ, আমরসের ঊর্দ্ধগতি, ব্যায়াম, রুক্ষান্ন ভোজন, ভুক্তদ্রব্যের বিমার্গগমন (দ্রুত ভোজনাদি হেতু শ্বাসপথে আহারের প্রবেশ), মলমূত্রাদির ও হাঁচির বেগরোধ, এই সকল কারণে কুপিত প্রাণবায়ু, দুষ্ট উদানবায়ুর অনুগত ও কফপিত্তের সহিত মিলিত এবং ভগ্নকাংস্যপাত্রের ন্যায় শব্দবিশিষ্ট হইয়া সহসা মুখ হইতে নির্গত হয়, ইহাকেই পণ্ডিতেরা কাসরোগ বলেন।

বায়ু, পিত্ত, কফ, উরঃক্ষত ও ধাতুক্ষয়, এই পাঁচ প্রকার কারণে পাঁচ প্রকার কাস উৎপন্ন হয়। তদ্ব্যতীত জরানিবন্ধনও এক প্রকার কাস জন্মে, তাহা বাতাদি দোষজ কাসেরই অন্তর্ভূত বলিয়া জানিবে। সকল প্রকার কাসই উপেক্ষিত অর্থাৎ অচিকিৎসিত হইলে ক্রমশঃ বলবান্ হইয়া শেষে ধাতুক্ষয়কারক হইয়া উঠে।

কাসরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে মুখ ও কণ্ঠদেশ যবাদির শূঁয়া দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া অনুভূত হয় এবং গলার মধ্যে কণ্ডু ও আহারদ্রব্য গিলনে কণ্ঠব্যথা হইয়া থাকে।

বাতজকাস-নিদানম্

হৃচ্ছঙ্খমূর্দ্ধোদরপার্শ্বশূলী ক্ষামাননঃ ক্ষীণবলস্বরৌজাঃ। প্রসক্তবেগস্তু সমীরণেন ভিন্নস্বরঃ কাসতি শুষ্কমেব।।

বাতজ কাসে হৃদয়, শঙ্খদেশ (ললাটৈকদেশ), পার্শ্বদ্বয়, উদর ও মস্তকে শূলবদ্ বেদনা, মুখের শুষ্কতা, বল স্বর ও ওজঃপদার্থের ক্ষীণতা, নিরন্তর কাসবেগ, স্বরভঙ্গ ও শ্লেষ্মাদি রহিত শুষ্ককাস, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বাতজকাস-চিকিৎসা

বাস্তুকো বায়সীশাকং মূলকং সুনিষণ্ণকম্। স্নেহাস্তৈলাদয়ো ভক্ষ্যাঃ ক্ষীরেক্ষুরসগৌড়িকাঃ।। দধ্যারনালাম্লফলং প্রসন্নাপানমেব চ। শস্যতে বাতকাসে তু স্বাদ্বম্ললবণানি চ।। গ্রাম্যানূপৌদকৈঃ শালি-যবগোধূমষষ্টিকান্। রসৈর্মাষাত্মগুপ্তানাং যূষৈর্বা ভোজয়েদ্ধিতান্।।

বাতকালে বেতোশাক, কাকমাচী, কচিমূলা, সুষুণিশাক, ঘৃত ও তৈলাদি স্নেহপদার্থ, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গুড়বিকার (মিছরি প্রভৃতি), দধি, কাঁজি, অম্লরস, প্রসন্না (সুরামণ্ড), মধুর অম্ল ও লবণ রসাত্মক দ্রব্য হিতকর। গ্রাম্য (ছাগাদি), আনূপ (বরাহাদি) ও ঔদক (কচ্ছপাদি) জন্তুর মাংসরসের সহিত অথবা মাষকলায় ও আলকুশীবীজের যূষের সহিত যব, গম এবং ষষ্টিক ও শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন প্রশস্ত।

পঞ্চমূলীকৃতঃ ক্বাথঃ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতঃ। রসান্নমশ্নতো নিত্যং বাতকাসমুদস্যতি।।

বৃহৎ পঞ্চমূলের ক্বাথ, পিপুলচূর্ণের সহিত এবং মাংসের রসের সহিত অন্ন নিত্য ভোজন করিলে বাতজ কাস বিনষ্ট হয়।

অপরাজিতাদিলেহঃ

শটীশৃঙ্গীকণাভার্গী-গুড়বারিদযাসকৈঃ। সতৈলৈর্বাতকাসঘ্নো লেহোহ্য়মপরাজিতঃ।। চূর্ণিতা বিশ্বদুঃস্পর্শা-শৃঙ্গীদ্রাক্ষাশটীসিতাঃ। লীঢ়া তৈলেন বাতোত্থং কাসং জয়তি দারুণম্।। ভার্গীদ্রাক্ষাশটী-শৃঙ্গী-পিপ্পলীবিশ্বভেষজৈঃ। গুড়তৈলযুতো লেহো হিতোমারুতকাসিনাম্।।

অত্র তৈলং কটু গ্রাহ্যম্। এবং বক্ষ্যমাণযোগেহ্পি। ইতি শ্রীকণ্ঠঃ।

শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, বামুনহাটী, পুরাতন গুড়, মুতা ও দুরালভা; অথবা শুঁঠ, দুরালভা, কাঁক্ড়াশৃঙ্গী, দ্রাক্ষা, শটী ও চিনি; কিংবা বামুনহাটী, দ্রাক্ষা, শটী, কাঁক্ড়াশৃঙ্গী, পিপুল, শুঁঠ ও পুরাতন গুড়, এই তিনটি যোগ কটুতৈলের সহিত লেহন করিলে বাতকাস প্রশমিত হয়। এই যোগত্রয় বাতকাসের প্রধান অবলেহ।

পিত্তজকাস-লক্ষণম্

উরোবিদাহজ্বরবক্ত্রশোষৈরভ্যর্দ্দিতস্তিক্তমুখস্তৃষার্ত্তঃ। পিত্তেন পীতানি বমেৎ কটুনি কাসেৎ সপাণ্ডুঃ পরিদহ্যমানঃ।।

পৈত্তিক কাসে হৃদয়ের দাহ, জ্বর, মুখের শোষ ও তিক্ততা, পিপাসা, পীতবর্ণ-কটুস্বাদ বমন, দেহের পাণ্ডুবর্ণতা ও কাসকালে দাহ, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

পিত্তজকাস-চিকিৎসা

পিত্তকাসে তনুকফে ত্রিবৃতাং মধুরৈর্যুতাম্। দদ্যাদ্ ঘনকফে তিক্তৈর্বিরেকার্থং যুতাং ভিষক্।।

পিত্তজ কাসে যদি কফ পাত্‌লা হয়, তাহা হইলে বিরেচনার্থ মধুর দ্রব্যের সহিত অথবা জীবনীয়-গণোক্ত দ্রব্যের সহিত তেউড়ীচূর্ণ, কিন্তু কফ ঘন হইলে তিক্তরসের সহিত তেউড়ীচূর্ণ সেবন করিতে দিবে।

মধুরৈর্জাঙ্গলরসৈঃ শ্যামাকযবকোদ্রবাঃ। মুদ্গাদিযূষৈঃ শাকৈশ্চ তিক্তকৈর্মাত্রয়া হিতাঃ।।

মধুরদ্রব্য (অথবা জীবনীয়-গণোক্ত দ্রব্য) সংস্কৃত জাঙ্গল মাংসরস, মুদ্গাদির যূষ ও তিক্ত শাকের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় যব, শ্যামাধান্য ও কোদোধান্যের অন্ন পৈত্তিক কাসে সুপথ্য।

কণ্টকারীযুগং দ্রাক্ষা-বাসাকচ্চূরবালকৈঃ। নাগরেণ চ পিপ্পল্যা ক্বথিতং সলিলং পিবেৎ।
শর্করামধুসংযুক্তং পিত্তকাসাপহং পরম্।।

বৃহতী, কণ্টকারী, কিস্‌মিস্, বাসক, শটী, বালা, শুঁঠ ও পিপ্পলী, ইহাদের ক্বাথ চিনি ও মধুসহ সেবন করিলে পৈত্তিক কাস প্রশমিত হয়।

বলাদ্বিবৃহতীবাসা-দ্রাক্ষাভিঃ ক্বথিতং জলম্। পিত্তকাসাপহং পেয়ং শর্করামধুযোজিতম্।

বেড়েলা, বৃহতী, কণ্টকারী, বাসক ও দ্রাক্ষা, ইহাদের ক্বাথ মধু ও চিনিসহ পান করিলে পিত্তকাস নিবারিত হয়।

শরাদিপঞ্চমূলস্য পিপ্পলীদ্রাক্ষয়োস্তথা। কষায়েণ শৃতং ক্ষীরং পিবেৎ সমধুশর্করম্।।

শরমূল, ইক্ষুমূল, কুশমূল, কাসমূল ও শালিধান্যমূল, এই শরাদি পঞ্চমূল এবং পিপুল ও দ্রাক্ষা, ইহাদের অর্দ্ধশৃত চারিগুণ ক্বাথের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া মধু ও চিনির সহিত পিত্তকাসগ্রস্ত রোগিকে পান করিতে দিবে।

কাকোলীবৃহতীমেদা-যুগ্মৈঃ সবৃষনাগরৈঃ। পিত্তকাসে রসক্ষীর-যূষাংশ্চাপ্যুপকল্পয়েৎ।।

পিত্তপ্রধান কাসরোগে কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বৃহতী, কণ্টকারী, মেদা, মহামেদা, বাসক ও শুঁঠ, এই সকল দ্রব্যের সহিত মাংসরস, দুগ্ধ বা যূষ পাক করিয়া রোগিকে সেবন করিতে দিবে।

দ্রাক্ষামলকখর্জ্জূরং পিপ্পলীমরিচান্বিতম্। পিত্তকাসাপহং হ্যেতল্লিহ্যান্মাক্ষিকসর্পিষা।।

দ্রাক্ষা, আমলকী, পিণ্ডখর্জ্জূর, পিপুল ও মরিচ, ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে পিত্তকাস নষ্ট হয় (ক্ষারপাণির মতে এই লেহ কফানুবন্ধ পিত্তজকাসে প্রযোজ্য; পিত্তজ কাসে ইহা প্রয়োগ করিতে হইলে মরিচের পরিবর্ত্তে চিনি দিতে হইবে)।

খর্জ্জূরপিপ্পলীদ্রাক্ষা সিতালাজাঃ সমাংশিকাঃ। মধুসর্পির্যুতো লেহঃ পিত্তকাসহরঃ পরঃ।।

পিণ্ডখর্জ্জূর, পিপ্পলী, দ্রাক্ষা, চিনি ও খৈ সমভাগে লইয়া মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে পিত্তকাস প্রশমিত হয়।

শটীহ্রীবেরবৃহতী-শর্করাবিশ্বভেষজম্। পিষ্টা রসং পিবেৎ পূতং সঘৃতং পিত্তকাসনুৎ।। মধুনা পদ্মবীজানাং চূর্ণং পৈত্তিককাসনুৎ।।

শটী, বালা, কণ্টকারী (বৃহতীর অর্থ এখানে কণ্টকারী), চিনি ও শুঁঠ জলে পেষণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিলে পিত্তকাস প্রশান্ত হয়। পদ্মবীজের চূর্ণ মধুর সহিত সেবনেও পিত্তকাস নিবারিত হইয়া থাকে।

কফজকাস-লক্ষণম্

প্রলিপ্যমানেন মুখেন সীদন্ শিরোরুজার্ত্তঃ কফপূর্ণদেহঃ। অভক্তরুগ্ গৌরবকণ্ডুযুক্তঃ কাসেদ্ভৃশং সান্দ্রকফঃ কফেন।।

শ্লৈষ্মিক কাসে রোগী শ্লেষ্মলিপ্তমুখ, অবসন্ন, শিরোবেদনাযুক্ত, কফপূর্ণদেহ, আহারবিমুখ, দেহভারাক্রান্ত ও কণ্ডূযুক্ত হয় এবং তাহার নিরন্তর কাসবেগ হইয়া থাকে। কাসের সময় অতিশয় ঘন কফ নির্গত হয়।

কফজকাস-চিকিৎসা

বলিনং বমনেনাদৌ শোধিতং কফকাসিনম্। যবান্নৈঃ কটুরূক্ষোষ্ণৈঃ কফঘ্নৈশ্চাপ্যুপাচরেৎ।।

কফকাসগ্রস্ত রোগির বল থাকিলে প্রথম তাহাকে বমন করাইয়া কটু, রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য কফনাশক যবান্ন ভোজন করাইবে।

পিপ্পলীক্ষারকৈর্যূষৈঃ কৌলত্থৈর্মূলকস্য চ। লঘুন্যন্নানি ভুঞ্জীত রসৈর্বা কটুকান্বিতৈঃ।।

পিপ্পলী ও যবক্ষার সংযুক্ত কুলত্থকলায়ের যূষ, অথবা মূলার যূষ কিংবা কটু (ঝাল) রসান্বিত মাংসের যূষ পান এবং ইহাদের সহিত লঘুপাক অন্ন আহার করিতে দিবে।

পঞ্চকোলৈঃ শৃতং ক্ষীরং কফঘ্নং লঘ শস্যতে। শ্বাসকাসজ্বরহরং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।।

পঞ্চকোলের (পিপুল, পিপুলমুল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ) সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেবন করিলে শ্বাস, কাস ও জ্বর বিনষ্ট এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পৌষ্করং কট্‌ফলং ভার্গী বিশ্বপিপ্পলিসাধিতম্। পিবেৎ ক্কাথং কফোদ্রেকে কাসে শ্বাসে চ হৃদ্‌গ্রহে।।

পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), কট্‌ফল, বামুনহাটী, শুঁঠ ও পিপুলের ক্কাথ পান করিলে কফোল্বণ কাস, শ্বাস ও হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

স্বরসং শৃঙ্গবেরস্য মাক্ষিকেণ সমন্বিতম্। পায়য়েচ্ছ্বাসকাসঘ্নং-প্রতিশ্যায়কফাপহম্।।

মধুর সহিত আদার রস পান করিলে শ্বাস, কাস, সর্দ্দি ও কফ নিবারিত হয়।

পার্শ্বশূলে জ্বরে কাসে শ্বাসে শ্লেষ্মসমুদ্ভবে। পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং দশমূলীজলং পিবেৎ।।

শ্লেষ্মসমুদ্ভব কাসে, শ্বাসে ও জ্বরে পার্শ্ববেদনা থাকিলে দশমূলের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

ক্ষতজকাস-নিদানম্

অতিব্যবায়ভারাধ্ব-যুদ্ধাশ্বগজবিগ্রহৈঃ। রুক্ষস্যোরঃক্ষতং বায়ুগৃহীত্বা কাসমাচরেৎ।। স পূর্ব্বং কাসতে শুষ্কং ততঃ ষ্ঠীবেৎ সশোণিতম্। কণ্ঠেন রুজতাত্যর্থং বিরুগ্নেনেব চোরসা।। সূচীভিরিব তীক্ষ্ণাভিস্তুদ্যমানেন শূলিনা। দুঃখস্পর্শেন শূলেন ভেদপীড়াভিতাপিনা।। পর্ব্বভেদজ্বরশ্বাস তৃষ্ণাবৈস্বর্য্যপীড়িতঃ। পারাবত ইবাকূজন্ কাসবেগাৎ ক্ষতোদ্ভবাৎ।।

অতি মৈথুন, গুরুভার বহন, অধিক পথ পর্য্যটন, যুদ্ধাশ্বগজের বিধারণ (বলপূর্ব্বক ধারণাদি) এই সকল কারণে শরীর রুক্ষীভূত এবং বক্ষঃস্থলে (ফুসফুসে) ক্ষত হইলে বায়ু সেই ক্ষতকে আশ্রয় করিয়া কাসরোগ উপস্থিত করে। এই কাসে প্রথমে শ্লেষ্মহীন শুষ্ককাস, পরে কাসাভিঘাতে হৃদয়বিদারণহেতু রক্তনিষ্ঠীবন হয়। কণ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা, বক্ষঃস্থলে ভঙ্গবদ্‌ব্যথা, তীক্ষ্ণসূচীবেধবৎ যাতনা ও শূলনিখাতবৎ অসহ্য ক্লেশ অনুভূত হয় এবং পার্শ্বাদি স্থানেও দুঃখস্পর্শ ভঙ্গবৎ পীড়াদায়ক শূলযন্ত্রণা উপস্থিত হয়। তদ্ব্যতীত পর্ব্বভেদ, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা ও স্বরভঙ্গ এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। কাসিবার কালে কপোতধ্বনির ন্যায় শব্দ নির্গত হয়।

ক্ষতজকাস-চিকিৎসা

ইক্ষিক্ষুবালিকা পদ্মং মৃণালোৎপলচন্দনম্। মধুকং পিপ্পলী দ্রাক্ষা লাক্ষা শৃঙ্গী শতাবরী।। দ্বিগুণা চ তুগাক্ষীরী সিতা সর্ব্বচতুর্গুণা। লিহ্যাৎ তন্মধুসর্পির্ভ্যাং ক্ষতকাসনিবৃত্তয়ে।।

ইক্ষু, ইক্ষুবালিকা (কাশতৃণবিশেষ), পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল, পদ্ম, শ্বেতচন্দন, যষ্টিমধু, পিপ্পলী, দ্রাক্ষা, লাক্ষা, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও শতমূলী প্রত্যেকে এক একভাগ, বংশলোচন দুইভাগ, চিনি সমস্ত দ্রব্যের চতুর্গুণ; এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত করিয়া মধু ও ঘৃত সংযুক্ত করত লেহন করিলে ক্ষতকাস নিবারিত হয়।

ক্ষয়জকাস-নিদানম্

বিষমাসাত্ম্যভোজ্যাতি-ব্যবায়াদ্ বেগনিগ্রহাৎ। ঘৃণিনাং শোচতাং নৃণাং ব্যাপন্নেহগ্নৌ ত্রয়ো মলাঃ। কুপিতাঃ ক্ষয়জং কাসং কুর্য্যুর্দেহক্ষয়প্রদম্।। স গাত্রশূলজ্বরদাহমোহান্ প্রাণক্ষয়ঞ্চোপলভেত কাসী। শুষ্যন্ বিনিষ্ঠীবতি দুর্ব্বলস্তু প্রক্ষীণমাংসো রুধিরং সপূযম্। তং সর্ব্বলিঙ্গং ভৃশদুশ্চিকিৎস্যং চিকিৎসিতজ্ঞাঃ ক্ষয়জং বদন্তি।।

বিষম ও অননুকূল ভোজন, অতি মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ এবং আহারাভাব হেতু আত্মধিক্কার ও শোককরণ এই সকল কারণে পাচকাগ্নি বিকৃত হইলে, বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া দেহ-ক্ষয়কর ক্ষয়জ কাস উৎপাদন করে। এই ক্ষয়জনিত কাসে গাত্রশূল জ্বর দাহ মূর্চ্ছা বা মৃত্যু পর্য্যন্তও উপস্থিত হয়। রোগী ক্রমশঃ শুষ্ক, দুর্ব্বল ও ক্ষীণমাংস হয় এবং কাসের সহিত

পূযযুক্ত রক্ত নিষ্ঠীবন করে। চিকিৎসকেরা এইরূপ সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত ক্ষয়কাসকে অতি দুশ্চিকিৎসা বলিয়া বর্ণনা করেন।

কাস-চিকিৎসা

চূর্ণং কাকুভমিষ্টং বাসকরসভাবিতং বহুবারান্। মধুঘৃতসিতোপলাভির্লেহ্যং ক্ষয়কাসরক্তহরম্।।

অর্জ্জুনবৃক্ষের ছালচূর্ণ বাসকের রস দ্বারা সাতবার ভাবনা দিয়া মধু, ঘৃত ও মিছরির সহিত লেহন করিবে ক্ষয়কাস ও রক্তোদ্‌গিরণ নষ্ট হয়।

কণ্টকারীকৃতঃ ক্বাথঃ সকৃষ্ণঃ সর্ব্বকাসহা। কণ্টকার্য্যাঃ কণায়াশ্চ চূর্ণং সমধু কাসহৃৎ।।

পিপুলচূর্ণের সহিত কণ্টকারীর ক্বাথ পান অথবা কণ্টকারীচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে সর্ব্বপ্রকার কাস নিবারিত হয়।

বিভীতকং ঘৃতাভ্যক্তং গোশকৃৎপরিবেষ্টিতম্। স্বিন্নমগ্নৌ হরেৎ কাসং ধ্রুবমাস্যবিধারিতম্।।

ঘৃতাক্ত বহেড়া গোময়ের মধ্যে পুরিয়া অগ্নিতে পুটপাক করিয়া উহা মুখমধ্যে ধারণ করিলে কাসের শান্তি হয়।

বাসকস্বরসঃ পেয়ো মধুযুক্তো হিতাশিনা। পিত্তশ্লেষ্মকৃতে কাসে রক্তপিত্তে বিশেষতঃ।।

সুপথ্যভোজী হইয়া প্রতিদিন বাসকের রস মধুর সহিত পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজনিত কাস, বিশেষতঃ রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

বাসকয়াঃ স্বরসং পূতং কণামাক্ষিকসংযুতম্। অভ্যাসান্মুচ্যতে পীত্বাপ্যসাধ্যাৎ কাসরোগতঃ।।

পুটপাকে বাসকের রস গ্রহণ করিয়া পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত উহা প্রতিদিন সেবন করিলে দুঃসাধ্য কাসরোগ হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বৃদ্ধ বৈদ্যেরা বাসকের ক্বাথও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

কাসস্য সাধারণ-চিকিৎসা

রুক্ষস্যানিলজং কাসমাদৌ স্নেহৈরুপাচরেৎ। ঘৃতৈঃ সপিত্তং সকফং জয়েৎ স্নেহবিরেচনৈঃ।।

রুক্ষদেহ ব্যক্তির বাতজ কাসে প্রথমে স্নেহপান, পিত্তজ কাসে ঘৃতপান এবং কফজ কাসে স্নেহ বিরেচন বিধেয়।

কট্‌ফলাদিঃ

কট্‌ফলং কত্তৃণং ভার্গী মুস্তং ধান্যং বচাভয়া। শৃঙ্গী পর্পটকং শুণ্ঠী সুরাহ্বঞ্চ জলে শৃতম্।।
মধুহিঙ্গুযুতং পেয়ং কাসে বাতকফাত্মকে। কণ্ঠরোগে ক্ষয়ে শূলে শ্বাসে হিক্কাজ্বরেষু চ।।

কট্‌ফল, গন্ধতৃণ, বামুনহাটী, মুতা, ধনে, বচ, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ক্ষেতপাপড়া, শুঁঠ ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা। ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে

নামাইয়া মধু ও হিং সহ সেবন করিলে বাতশ্লৈষ্মিক কাস ও কণ্ঠরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

পিপ্পলী পদ্মকং দ্রাক্ষা সংপক্কং বৃহতীফলম্। ঘৃতক্ষৌদ্রযুতো লেহঃ শ্বাসকাসনিবর্হণঃ।।

পিপ্পলী, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা ও সুপক্ক বৃহতীফল, ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস ও কাস নিবারন হয়।

হরীতক্যাদি-গুড়িকা

হরীতকীনাগরমুস্তচূর্ণং গুড়েন তুল্যাং গুড়িকা বিধেয়া। নিবারয়ত্যাস্যবিধারিতেয়ং শ্বাসং প্রবৃদ্ধং প্রবলঞ্চ কাসম্।।

হরীতকী, শুঁঠ ও মুতা ইহাদের চূর্ণ সমপরিমাণ (কেহ বলেন দ্বিগুণ) গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে, সেই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে প্রবল কাস ও শ্বাস প্রশমিত হয়।

মরিচাদি-গুড়িকা

মরিচং কর্ষমাত্রং স্যাৎ পিপ্পলী কর্ষসম্মিতা। অর্দ্ধকর্ষো যবক্ষারঃ কর্ষযুগ্মঞ্চ দাড়িমম্।। এতচ্চূর্ণীকৃতং যুঞ্জ্যাদষ্টকর্ষং গুড়েন হি। শাণপ্রমাণাং গুড়িকাং কৃত্বা বক্ত্রে বিধারয়েৎ। অস্যাঃ প্রভাবাৎ সর্ব্বেঽপি কাসা যান্ত্যেব সংক্ষয়ম্।।

মরিচ ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, যবক্ষার ১ তোলা, দাড়িমের ছাল ৪ তোলা ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণে ১৬ তোলা গুড় মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহার অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে গুড়িকা করিয়া মুখে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার কাস বিনষ্ট হইবে।

সমূলং চিত্রকঞ্চৈব পিপ্পলীচূর্ণকং হরেৎ। কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ মধুযুক্তং দ্বিজোত্তম।।

শুষ্কমূলা, চিতামূল ও পিপ্পলীচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে কাস, শ্বাস ও হিক্কা নিবারিত হয়।

তদ্বৎ ক্রব্যাদজং মাংসং কৌলিঙ্গং মাংসমেব চ। অসাধ্যান্মুচ্যতে ভুক্তা কাসাদভ্যাসযোগতঃ।।

মাংসাশী পশু পক্ষী ও ফিঙেপাখী প্রভৃতির মাস প্রতিদিন আহার করিলে অসাধ্য কাসরোগ হইতেও মুক্তি পাওয়া যায়।

মরিচাদ্যং চূর্ণম্

কর্ষঃ কর্ষার্দ্ধমথো পলং পলদ্বয়ং তথার্দ্ধকর্ষশ্চ। মরিচস্য পিপ্পলীনাং দাড়িমগুড়যাবশূকানাম্।। সর্ব্বৌষধৈরসাধ্যা যে কাসাঃ বৈদ্যবিনির্ম্মুক্তাঃ। অপি পূযং ছর্দ্দয়তাং তেষামিদং মহৌষধং পথ্যম্।।

মরিচচূর্ণ ২ তোলা, পিপুলচূর্ণ ১ তোলা, অম্লদাড়িম বীজচূর্ণ ৮ তোলা, পুরাতন গুড় ১৬ তোলা, যবক্ষার ১ তোলা, এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া যথাযোগ্য মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অতি দুঃসাধ্য কাস এবং যে কাসে পূযাদি পর্য্যন্ত নির্গত হয়, তাহাও উপশমিত হইয়া থাকে।

সমশর্করচূর্ণম্

লবঙ্গজাতীফলপিপ্পলীনাং ভাগান্ প্রকল্প্যাক্ষসমানমীষাম্। পলার্দ্ধমেকং মরিচস্য দদ্যাৎ পলানি চত্বারি মহৌষধস্য।। সিতাসমং চূর্ণমিদং প্রসহ্য রোগানিমানাশু বলাগ্নিহন্যাৎ। কাসজ্বরারোচকমেহগুল্ম-শ্বাসাগ্নিমান্দ্যগ্রহণীপ্রদোষান্।।

লবঙ্গ ২ তোলা, জায়ফল ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, শুঁঠ ৪ পল, চূর্ণসমষ্টির সমান চিনি। এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে কাস, জ্বর, অরুচি, মেহ, গুল্ম, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণী প্রমুখ নানা রোগ নষ্ট হয়।

এলাদি চূর্ণম্

এলাত্বচৌ নাগপুষ্পং মরিচং টঙ্গণং কণা। যথোত্তরং ভাগবৃদ্ধ্যা চূর্ণস্তু সিতয়া সমম্।। গ্রহণ্যর্শোযক্ষ্মগুল্ম-রক্তপিত্তকফাপহম্। কণ্ঠরোগারুচিহরং প্লীহরোগহরং পরম্।।

ছোট এলাইচচূর্ণ ১ তোলা, দারুচিনিচূর্ণ ২ তোলা, নাগেশ্বরচূর্ণ ৩ তোলা, মরিচচূর্ণ ৪ তোলা, সোহাগার খৈ ৫ তোলা, পিপুলচূর্ণ ৬ তোলা এবং চিনি ২১ তোলা। এই সকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে গ্রহণী, অর্শঃ, যক্ষ্মা, গুল্ম, রক্তপিত্ত, কফ, কণ্ঠরোগ, অরুচি ও প্লীহা প্রভৃতি রোগসকল নিবারিত হয়।

ব্যাঘ্রীহরীতকী

সমূলপুষ্পচ্ছদকন্টকার্য্যাস্তুলাং জলদ্রোণপরিপ্লুতাঞ্চ। হরীতকীনাঞ্চ শতং নিদধ্যাদ্ বিপাচ্য সম্যক্ চরণাবশেষম্।। গুড়স্য দত্ত্বা শতমেতদগ্নৌ বিপক্কমূত্তার্য্য ততঃ সুশীতে। কটুত্রিকঞ্চ দ্বিপলপ্রমাণং পলানি ষট্ পুষ্পরসস্য তত্র।। ক্ষিপেচ্চতুর্জ্জাতপলং যথাগ্নি প্রযুজ্যমানো বিধিনাবলেহঃ। বাতাত্মকং পিত্তকফোদ্ভবঞ্চ দ্বিদোষকাসানপি চ ত্রিদোষম্।। ক্ষয়োদ্ভবঞ্চ ক্ষতজঞ্চ হন্যাৎ সপীনসশ্বাসমুরঃক্ষতঞ্চ। যক্ষ্মাণমেকাদশমুগ্ররূপং ভৃগুপদিষ্টং হি রসায়নং স্যাৎ।।

মূল পুষ্প ও পত্র সহিত কন্টকারী ১০০ পল, শ্লথ-পোট্টলীবদ্ধ গোটা হরীতকী ১০০টি, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথজলের সহিত পুরাতন গুড় ১০০ পল ও সিদ্ধ হরীতকীসকল বীজরহিত করিয়া একত্র পাক করিবে, লেহবৎ হইলে ত্রিকটু প্রত্যেক ২ পল, চাতুর্জাত (গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর) মিলিত ১ পল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ৬ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে (এই অবলেহ ৪ মাষা ও হরীতকী অর্দ্ধ খান এক এক মাত্রায় সেব্য)। এই ঔষধ সেবন করিলে নানাবিধ কাস, যক্ষ্মা, শ্বাস, উরঃক্ষত ও পীনস প্রভৃতি রোগসকল নষ্ট হয়।

অগস্ত্যহরীতকী

দশমূলীং স্বয়ংগুপ্তাং শঙ্খপুষ্পীং শটীং বলাম্। হস্তিপিপ্পল্যপামার্গ-পিপ্পলীমূলচিত্রকান্।। ভার্গীং পুষ্করমূলঞ্চ দ্বিপলাংশং যবাঢ়কম্। হরীতকীশতং ভদ্রং জলে পঞ্চাঢ়কে পচেৎ।। যবৈঃ স্বিন্নৈঃ কষায়ং তং পূতং তচ্চাভয়াশতম্। পচেদ্ গুড়তুলাং দত্ত্বা কুড়বঞ্চ পৃথগ্ ঘৃতাৎ।। তৈলাৎ

সপিপ্পলীচূর্ণাৎ সিদ্ধে শীতে চ মাক্ষিকাৎ। কুড়বং পলমানঞ্চ চাতুর্জ্জাতং সুচূর্ণিতম্।। লিহ্যাদ্ দ্বে চাভয়ে নিত্যমতঃ খাদেদ্রসায়নাৎ। তদ্ বলীপলিতং হন্যাদ্ বর্ণায়ুর্বলবর্দ্ধনম্। পঞ্চ কাসান্ ক্ষয়ং শ্বাসং হিক্কাঞ্চ বিষমজ্বরান্।। হন্যাৎ তথা গ্রহণ্যর্শোহৃদ্রোগারুচিপীনসান্। অগস্ত্যবিহিতং ধন্যমিদং শ্রেষ্ঠং রসায়নম্।।

দশমূল, আলকুশীবীজ, শঙ্খপুষ্পী, শটী, বেড়েলা, গজপিপ্পলী, অপামার্গ, পিপুলমূল, চিতা, বামুনহাটী ও পুষ্করমূল প্রত্যেক ২ পল, পোট্টলীবদ্ধ যব ৮ সের ও উৎকৃষ্ট হরীতকী ১০০টি, এই সমস্ত দুই মণ (৮০ সের) জলে পাক করিবে। চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে এবং যবগুলি সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। সিদ্ধ হরীতকীগুলি এক সের ঘৃতে ও এক সের তৈলে ভাজিয়া উক্ত ক্বাথে নিক্ষেপ করিবে এবং তাহাতে সাড়ে বার সের গুড় দিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে পিপুলচূর্ণ অর্দ্ধ সের এবং দারুচিনি, এলাচ, তেজপত্র ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। পাক শেষ হইলে নামহিবে ও শীতল হইলে তাহাতে মধু এক সের প্রক্ষেপ দিবে। প্রত্যহ ২টি হরীতকী সহ ২ তোলা মাত্রায় এই লেহ সেবন করিলে পঞ্চবিধ কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হিক্কা, বিষমজ্বর, গ্রহণী, অর্শঃ, হৃদ্রোগ, অরুচি, পীনস ও বলীপলিত নাশ এবং বর্ণ, আয়ুঃ ও বল বর্দ্ধিত হয়।

বৃহদ্বাসাবলেহঃ

তুলামাদায় বাসায়া জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। পাদশেষে রসে তস্মিন্ খণ্ডং শতপলং ন্যসেৎ।। শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা সম্যক্ সিদ্ধে তত্র প্রদাপয়েৎ। ত্রিকটুত্রিসুগন্ধিশ্চ কট্ফলং মুস্তমেব চ।। কুষ্ঠং কম্পিল্লকং শ্বেত-জীরঞ্চ কৃষ্ণজীরকম্। ত্রিবৃতা পিপ্পলীমূলং চব্যং কটুকরোহিণী।। শিবা তালীশধন্যাকং প্রত্যেকঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্। চূর্ণয়িত্বা ক্ষিপেৎ তত্র শীতে মধু পলাষ্টকম্।। অস্য মাত্রাং ততো লীঢ়্বা তোয়মুষ্ণং পিবেদনু। সর্ব্বকাসবিকারেষু স্বরভঙ্গে বিশেষতঃ।। রাজযক্ষ্মণি দুঃসাধ্যে বাতশ্লেষ্মাশ্রয়ে তথা। আনাহে বহ্নিমান্দ্যে চ হৃদ্রোগে চ ক্ষতক্ষয়ে। মূত্রকৃচ্ছে চ কৃচ্ছ্রে চ শস্তোহ্যয়ং লেহ উত্তমঃ।।

বাসকমূলের ছাল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, চিনি ১২।।০ সের। প্রক্ষেপার্থ—ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, কট্ফল, মুতা, কুড়, কমলাগুঁড়ি, শ্বেতজীরা, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী, পিপুলমূল, চৈ, কট্কী, হরীতকী, তালীশপত্র ও ধনে প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা। শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—২ তোলা। অনুপান—উষ্ণ জল। ইহা সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, কাস ও অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ নষ্ট হয়।

তালীশাদ্যং চূর্ণং গুড়িকা চ

তালীশপত্রং মরিচং নাগরং পিপ্পলী শুভা। যথোত্তরং ভাগবৃদ্ধ্যা ত্বগেলে চার্দ্ধভাগিকে।। পিপ্পল্যষ্টগুণা চাত্র প্রদেয়া সিতশর্করা। কাসশ্বাসারুচিহরং তচ্চূর্ণং দীপনং পরম্।। হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীরোগ-প্লীহশোথজ্বরাপহম্। ছর্দ্দতীসারশূলঘ্নং মূঢ়বাতানুলোমনম্।। কল্পয়েদ্ গুড়িকাঞ্চৈতচ্চূর্ণং পক্বা সিতোপলাম্। গুড়িকা হ্যগ্নিসংযোগাচ্চূর্ণাল্লিঘুতবা স্মৃতা।।

(পৈত্তিকে গ্রাহয়ন্ত্যেকে শুভায়াং বংশলোচনাম্। বিশেষণং হি পিপ্পল্যা অন্যত্র পৈত্তিকাচ্ছুভা।।)

তালীশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঁঠ ৩ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, বংশলোচন ৫ তোলা, গুড়ত্বক্ ।।০ তোলা, এলাইচ ।।০ তোলা, চিনি ৩২ তোলা ; একত্র মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করিবে। ইহার নাম তালীশাদ্য চূর্ণ। এই চূর্ণসকল চিনির সহিত যথাবিধানে পাক করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিলে, তাহা অগ্নিযোগ হেতু চূর্ণ অপেক্ষা লঘু হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিলে কাস, শ্বাস, অরুচি, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, গ্রহণী, প্লীহা, শোথ, জ্বর, অতিসার, বমি ও শূল প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয় ("পিপ্পলী শুভা" এই স্থানে কেহ কেহ বলেন যে, প্রবল পৈত্তিক কাসে "শুভা" পদে বংশলোচন গ্রহণ করিবে, কিন্তু অন্যত্র উহা "পিপ্পলী" এই পদের বিশেষণস্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে)।

ধূমপানবিধিঃ

মনঃশিলালমধুক-মাংসীমুস্তেঙ্গুদৈঃ পিবেৎ। ধূমং ত্র্যহঞ্চ তস্যানু সগুড়ঞ্চ পয়ঃ পিবেৎ।। এষ কাসান্ পৃথগ্দ্বন্দ্ব-সর্ব্বদোষসমুদ্ভবান্। শতৈরপি প্রয়োগাণাং সাধয়েদপ্রসাধিতান্।।

মনঃশিলা, হরিতাল, যষ্টিমধু, জটামাংসী, মুতা ও ইঙ্গুদীফল, এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া সেই পেষিত কল্ক দ্বারা একখানি বস্ত্রখণ্ড লিপ্ত করত রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। তৎপরে একখানি শরাতে কুলকাষ্ঠের অঙ্গারাগ্নি রাখিয়া তাহাতে ঐ বর্ত্তি নিক্ষেপ করিবে। এবং আর একখানি ছিদ্রবিশিষ্ট শরা উহার উপর ঢাকা দিয়া শরার ছিদ্রে একটি নল প্রবেশিত করিয়া দিবে। যখন নল দিয়া ধূম নির্গত হইবে, তখন সেই ধূম নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিবে এবং ধূমপানানন্তর গুড়-মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিবে। তিন দিবস এইরূপ ধূম পান করিলে পৃথক্ দ্বন্দ্ব ও সর্ব্বদোষোদ্ভব যে সকল কাস শত শত ঔষধেও প্রশমিত না হয়, সে সমস্তও ইহাতে নিবারিত হইয়া থাকে।

মনঃশিলালিপ্তদলং বদর্যাতপশোষিতম্। সক্ষীরং ধূমপানঞ্চ সর্ব্বকাসনিবর্হণম্।। মনঃশিলেত্যাদৌ বদর্য্যাতপশোষিতমিতি বদর্য্যা মনঃশিলালিপ্তদলম্ আতপে শোষিতমিতি যোজনা। বদর্য্যাতপেতি পূর্ব্বত্রাসিদ্ধবিধেরনিত্যত্বাৎ সন্ধিঃ। চক্র-টীকা।

মনছাল জলে ঘষিয়া কতকগুলি কুলপত্রে মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। সেই কুলপত্রের ধূম গ্রহণ করিয়া দুগ্ধপান করিলে সকল প্রকার কাস নিবারিত হয়।

অর্কচ্ছল্লশিলে তুল্যে ততোঽর্দ্ধেন কটুত্রিকম্। চূর্ণিতং বহ্নিনিক্ষিপ্তং পিবেদ্ধূমন্তু যোগবিৎ।। ভক্ষয়েদথ তাম্বূলং পিবেদ্ দুগ্ধমথাম্বু বা। কাসাঃ পঞ্চবিধা যান্তি শান্তি মাশু ন সংশয়ঃ।।

আকন্দমূলের ছাল ও মনঃশিলা প্রত্যেক সমভাগ, মিলিত ত্রিকটু উভয়ের অর্দ্ধভাগ, ইহাদের চূর্ণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার ধূম পানানন্তর তাম্বূল ভক্ষণ এবং দুগ্ধ বা জল পান করিলে পঞ্চবিধ কাসই আশু প্রশমিত হইয়া থাকে।

মরীচশিলার্কক্ষীরৈর্বার্ত্তাকীং ত্বচমাশু ভাবিতাম্। শুষ্কাং কৃত্বা বিধিনা ধূমং পিবতঃ কাসাঃ শমং যান্তি।।

মরিচ, মনঃশিলা ও আকন্দের আটা, ইহাদের দ্বারা বেগুনের ছাল ভাবিত ও আতপে শুষ্ক করিয়া যথাবিধি তাহার ধূম পান করিলে সর্ব্বপ্রকার কাসের শান্তি হইয়া থাকে।

রসপ্রয়োগঃ

পঞ্চামৃতরসঃ

শুদ্ধসূতস্য ভাগৈকং ভাগৌ দ্বৌ গন্ধকস্য চ। ভাগদ্বয়ং মৃতং তাম্রং মরিচং দশভাগিকম্।। মৃতাভ্রস্য চতুর্ভাগং ভাগমেকং বিষং ক্ষিপেৎ। অম্লেন মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বং মাষৈকং বাতকাসনুৎ।। অনুপানং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্বিভীতকফলত্বচম্।।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা, মরিচ ১০ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, বিষ ১ তোলা; এই সমুদয় লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া মাষকলাই প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার অনুপান—বহেড়াফলের ছালচূর্ণ ও মধু। ইহাতে বাতকাস নষ্ট হয়।

পুরন্দরবটী

সূতকাদ্ দ্বিগুণং গন্ধমেকধা কজ্জলীকৃতম্। ত্রিকটুত্রিফলাচূর্ণং প্রত্যেকং সূতসম্মিতম্।। অজাক্ষীরেণ সম্ভাব্য বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্। আর্দ্রকস্য রসৈঃ সেব্যা শীতং তোয়ং পিবেদনু।। কাসশ্বাসপ্রশমনী বিশেষাদগ্নিবর্দ্ধনী।। ইয়ং যদি সদা সেব্যা তদা স্যাদ্ যোগসাধনী। বৃদ্ধোঽপি তরুণঃ শক্তঃ স্ত্রীশতেষু বৃষায়তে।।

পারা ১ ভাগ এবং গন্ধক ২ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে তাহাতে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক ভাগ মিশ্রিত করিয়া ছাগীদুগ্ধে ৭ বার ভাবনা দিয়া (২ রতি প্রমাণ) বটিকা করিবে। আদার রসের সহিত সেবন করিবে। অনুপান—শীতল জল। ইহা দ্বারা কাস, শ্বাস নিবারিত, অগ্নি প্রদীপ্ত এবং বয়ঃ স্থাপিত হয়।

চন্দ্রামৃতা বটী (চন্দ্রামৃতরসঃ)

রসগন্ধকলৌহানাং প্রত্যেকং কার্ষিকং শুভম্। টঙ্গণস্য পলং দত্ত্বা মরিচস্য পলার্দ্ধকম্।। ত্রিকটু ত্রিফলা চব্যং ধান্যজীরকসৈন্ধবম্। প্রত্যেকং তোলকং গ্রাহ্যং ছাগীক্ষীরেণ গোলয়েৎ। নবগুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক।। প্রাতঃকালে শুচির্ভূত্বা চিন্তয়িত্বামৃতেশ্বরীম্। একৈকাং বটিকাং খাদেদ্রক্তোৎপলরসপ্লুতাম্।। নীলোৎপলরসেনাপি কুলত্থস্য রসেন বা। ছাগীক্ষীরেণ মুণ্ডেন কেশরাজরসেন চ।। * হন্তি পঞ্চবিধং কাসং বাতপিত্তসমুদ্ভবম্। বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং দোষং পিত্তশ্লেষ্মোদ্ভবং তথা।। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব নানাদোষসমুদ্ভবম্। রক্তনিষ্ঠীবনঞ্চাপি জ্বরং শ্বাসসমন্বিতম্।। তৃষ্ণাং দাহং শ্রমং হন্তি জঠরাগ্নিপ্রদীপনী। বলবর্ণকরী হ্যেষা প্লীহগুল্মোদরাপহা।। আনাহক্রিমিহৃৎ পাণ্ডু-জীর্ণজ্বরবিনাশিনী। ইয়ং চন্দ্রমৃতা নাম চন্দ্রানাথেন নির্ম্মিতা।। বাসা গুড়ূচী ভার্গী চ মুস্তকং কণ্টকারিকা। সেবনান্তে প্রকর্ত্তব্যা গুড়িকা বীর্য্যধারিণী।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা, সোহাগার খৈ ৮ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চৈ, ধনে, জীরা, সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ১ তোলা ; এই সমুদয় ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ৯ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—রক্তোৎপল, নীলোৎপল, কুলত্থকলায়, মুণ্ডিরি ও কেশরাজ

* ইতঃপরম্ পিপ্পল্যা মধুনা বাপি শৃঙ্গবেররসেন বা ইতি পদ্যার্দ্ধং দৃশ্যতে কচিৎ।

ইহাদের কাহারও রস অথবা ছাগীদুগ্ধ (কেহ কেহ পিপুলচূর্ণ মধু অথবা আদার রস ও মধু সহ সেবন করিতে বলেন)। ইহা সেবন করিলে নানাবিধ কাস, রক্তবমন, শ্বাস, জ্বর, দাহ, ভ্রম, গুল্ম ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয় এবং ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক ও বর্ণকারক। এই ঔষধ সেবন করিয়া বাসক, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, মুতা ও কন্টকারী মিলিত ২ তোলা, অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া দুই ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই ক্বাথ কিঞ্চিৎ মধুসহ পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

কাসান্তকো রসঃ

সূতং গন্ধং বিষঞ্চৈব শালপর্ণী চ ধান্যকম্। যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রং মরীচকম্। গুঞ্জাচতুষ্টয়ং খাদেন্মধুনা কাসশান্তয়ে।।

পারদ, গন্ধক, বিষ, শালপাণি ও ধনে প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বচূর্ণসম মরিচচূর্ণ ; একত্র মাড়িয়া ৪ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে কাস নষ্ট হয়।

কাসকুঠারঃ

হিঙ্গুলং মরিচং গন্ধং সব্যোষং টঙ্গণম্ তথা। দ্বিগুঞ্জমার্দ্রকদ্রাবৈঃ সন্নিপাতং সুদারুণম্। কাসং নানাবিধং হন্তি শিরোরোগং বিনাশয়েৎ।।

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, ত্রিকটু ও সোহাগা, এই সকল একত্র করিয়া ২ কুঁচ পরিমিত বটী আদার রসের সহিত সেবন করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার কাস ও শিরোরোগ উপশমিত হয়।

কাসসংহারভৈরবো রসঃ

রসগন্ধকতাম্রাভ্র-শঙ্খটঙ্গণলৌহকম্। মরিচং কুষ্ঠতালীশ-জাতীফললবঙ্গকম্।। কার্ষিকং চূর্ণমাদায় দণ্ডেনামর্দ্দ্য ভাবয়েৎ।। ভেকপর্ণীকেশরাজ-নির্গুণ্ডীকাকমাচিকা।। দ্রোণপুষ্পী শালপর্ণী গ্রীষ্মসুন্দরমেব চ। ভার্গী হরীতকী বাসা কার্ষিকৈঃ পত্রজৈ রসৈঃ।। বটিকাং কারয়েদ্ বৈদ্যঃ পঞ্চগুঞ্জাপ্রমাণতঃ।। বাতজং পিত্তজং কাসং শ্লৈষ্মিকং চিরকালজম্। নিহন্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা।। শ্রীমদ্গহননাথেন কাসসংহারভৈরবঃ। রসোঽয়ং নির্ম্মিতো যত্নাল্লোকরক্ষণহেতবে। বাসাশুণ্ঠীকন্টকারী-ক্বাথেন পায়য়েদ্ বুধঃ।। কাসং নানাবিধং হন্তি শ্বাসমুগ্রমরোচকম্। বলবর্ণকরঃ শ্রীদঃ পুষ্টিদো বহ্নিদীপনঃ।।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খৈ, লৌহ, মরিচ, কুড়, তালীশপত্র, জায়ফল ও লবঙ্গ প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে একত্র করিয়া থুলকুড়ি, কেশুরিয়া, নিসিন্দা, কাকমাচী, ঘলঘসিয়া, শালপাণি, গিমা, বামুনহাটী, হরীতকী ও বাসক ইহাদের প্রত্যেকের পত্রের ২ তোলা পরিমিত রসে ভাবনা দিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—বাসক, শুঁঠ ও কন্টকারী ইহাদের ক্বাথ। ইহাতে সকল প্রকার কাস ও উগ্র শ্বাস নষ্ট হয়। ইহা বল, বর্ণ, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি ও অগ্নিকারক।

পিত্তকাসান্তকো রসঃ

ভস্ম তাম্রাভ্রকান্তানাং কাসমর্দ্দত্বচো রসৈঃ। মণিজৈর্বেতসাম্লৈশ্চ দিনং মর্দ্দ্যং সুপিণ্ডিতম্।। নিষ্কার্দ্ধং পিত্তকাসার্ত্তো ভক্ষয়েচ্চ দিনত্রয়ম্। কাসশ্বাসাগ্নিমান্দ্যঞ্চ ক্ষয়ঞ্চাপি নিহন্ত্যলম্।।

তাম্র, অভ্র ও কান্তলৌহ ভস্ম, কালকাসিন্দার ছালের রসে, বকপুষ্প ও অম্লবেতসের রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া সিকিতোলা পরিমাণে (ব্যবহার এক আনা) তিন দিন সেবন করিলে পিত্তকাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয় বিনষ্ট হয়।

অমৃতার্ণবরসঃ

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং মৃতলৌহঞ্চ টঙ্গণম্। রাস্নাবিড়ঙ্গত্রিফলা-দেবদারু চ চিত্রকম্ *।। অমৃতা পদ্মকং ক্ষৌদ্রং বিষঞ্চাপি বিচূর্ণয়েৎ। দ্বিগুঞ্জং বাতকাসার্ত্তঃ সেবয়েদমৃতার্ণবম্।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, সোহাগা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, দেবদারু, চিতামূল (পাঠান্তরে — ত্রিকটু), গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ, মধু ও বিষ, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করত ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান—মধু। বাতকাসে প্রযোজ্য।

মহাকালেশ্বরো রসঃ

মৃতং লৌহং মৃতং বঙ্গং মৃতার্কং মৃতমভ্রকম্। শুদ্ধং সূতঞ্চ গন্ধঞ্চ মাক্ষিকং হিঙ্গুলং বিষম্।। জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ ত্বগেলানাগকেশরম্। উন্মত্তস্য চ বীজানি জয়পালঞ্চ শোধিতম্।। এতানি সমভাগানি মরিচং ত্রিগুণন্ত্রকম্। সর্ব্বদ্রব্যং ক্ষিপেৎ খল্লে লৌহদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ।। শক্রাশনস্য স্বরসৈর্ভাবয়েদেকবিংশতিম্। গুঞ্জামাত্রা প্রদাতব্যা আর্দ্রকস্য রসৈর্যুতা।। তর্দ্দদ্ধং বালবৃদ্ধেষু পথ্যং দেয়ং যথোচিতম্। পঞ্চ কাসান্ ক্ষয়ং শ্বাসং রাজযক্ষ্মাণমেব চ।। সন্নিপাতং কণ্ঠরোগমভিন্যাসমচেতনম্। মহাকালেশ্বরো হন্তি কালনাথেন ভাষিতঃ।।

লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, অভ্র, পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গুল, বিষ, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, নাগেশ্বর, ধুতূরাবীজ ও শোধিত জয়পালবীজ প্রত্যেক ১ তোলা, মরিচ ৩ তোলা, সিদ্ধিপত্র-রসে (অভাবে সিদ্ধি-ভিজা জলে) ২১ বার লৌহদণ্ডে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। বাল্য ও বৃদ্ধ অবস্থায় অর্দ্ধ রতি পরিমাণে প্রযোজ্য। যথাযোগ্য পথ্য ব্যবস্থা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহাতে কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা ও কণ্ঠরোগ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

জয়াগুড়িকা

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষং বৎসকমেব চ। বিড়ঙ্গং কেশরং মুস্তমেলাগ্রন্থিকরেণুকম্।। ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রং শুদ্ধং জৈপালবীজকম্। এতানি সমভাগানি দ্বিগুণো গুড় উচ্যতে।। তিন্তিড়ীবীজমানেন প্রাতঃকালে চ ভক্ষয়েৎ। কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং গুল্মং প্রমেহং বিষমজ্বরম্।। অজীর্ণং গ্রহণীরোগং শূলং পাণ্ড্বাময়ং তথা। অপানে হৃদয়ে শূলে বাতরোগে গলগ্রহে।। অরুচাবতিসারে চ সূতিকাতঙ্কপীড়িতে। জয়াখ্যা নির্ম্মিতা হ্যেষা ভক্ষণীয়া সুরৈরপি।।

* কটুত্রিকমিতি বা পাঠঃ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, কুড়্চি, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, মুতা, এলাইচ, পিপুলমূল, রেণুক, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতা ও শোধিত জয়পালবীজ এই সকল দ্রব্য সমভাগ, গুড় দ্বিগুণ। একত্র মিশ্রিত করিয়া তেঁতুলবীজ পরিমাণে প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবনে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, গুল্ম, প্রমেহ, বিষমজ্বর, অজীর্ণ, গ্রহণী, শূল, পাণ্ডু, সূতিকারোগ ও বাতরোগ প্রভৃতি নষ্ট হয়।

বৃহদ্রসেন্দ্রগুড়িকা

কর্ষং শুদ্ধরসেন্দ্রস্য গন্ধকস্যাভ্রকস্য চ। লৌহচূর্ণস্য তাম্রস্য তালকস্য বিষস্য চ।। মনঃশিলায়াঃ ক্ষারাণাং বীজং ধুস্তুরকস্য চ। মরিচপি সর্ব্বেস্যাং সমং চূর্ণং প্রকল্পয়েৎ।। জয়ন্তী চিত্রকং মাণং ঘন্টাকর্ণোহথ মণ্ডুকী। শক্রাশনং ভৃঙ্গরাজং কেশরাজার্দ্রকং তথা।। সিন্ধুবারস্য চ রসৈঃ কর্ষমাত্রৈর্ব্বিভাবয়েৎ। কলায়পরিমাণাস্তু গুড়িকাং কারয়েদ্ ভিষক্।। হন্তি পঞ্চবিধং কাসং শ্বাসঞ্চৈব সুদারুণম্। কফবাতাময়ানুগ্রানানাহং বিড়্বির্দ্ধিতাম্।। অগ্নিমান্দ্যারুচিং শোথমুদরং পাণ্ডুকামলাম্। রসায়নী চ বৃষ্যা চ বলবর্ণপ্রসাদনী।। মধুরং বৃংহণং বৃষ্যং মৎস্যং মাংসঞ্চ জাঙ্গলম্। ঘৃতপক্বং সদা ভক্ষ্যং রুক্ষং তীক্ষ্ণং বিবর্জ্জয়েৎ।।

(আর্দ্রকরসেন ভক্ষণম্।)

পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, তাম্র, হরিতাল, বিষ, মনছাল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, ধুতুরাবীজ ও মরিচ, এই সমুদায় প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে লইয়া জয়ন্তী, চিতা, মাণ, ঘেঁট্‌কোল, থুল্‌কুড়ি, সিদ্ধিপত্র, কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, আদা ও নিসিন্দা ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা পরিমিত রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া মটর প্রমাণ বটিকা করিবে (অনুপান—আদার রস)। ইহা সেবন করিলে পঞ্চবিধ কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, কামলা ও শোথ প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট নয়। পথ্য—ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন, জাঙ্গলমাংস ও অন্যান্য বলকর দ্রব্য। রুক্ষ ও তীক্ষ্ণদ্রব্য বর্জ্জনীয়।

ভাগোত্তরগুড়িকা

রসভাগো ভবেদেকো গন্ধকো দ্বিগুণো ভবেৎ। ত্রিভাগা পিপ্পলী পথ্যা চতুর্ভাগা বিভীতকঃ।। পঞ্চভাগস্তথা বাসা ষড়্‌গুণা সপ্তভাগিকা। ভার্গী সর্ব্বমিদং চূর্ণং ভাব্যং বব্বোলজৈর্দ্রবৈঃ। একবিংশতিবারাংস্তু মধুনা গুড়িকাঃ কৃতাঃ।। বিভীতক প্রমাণেন প্রাতরেকাস্তু ভক্ষয়েৎ। কাসং শ্বাসং হরেৎ ক্ষুদ্রা-ক্বাথং তদনু কৃষ্ণয়া।।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, পিপুল ৩ তোলা, হরীতকী ৪ তোলা, বহেড়া ৫ তোলা, বাসক ৬ তোলা, বামুনহাটী ৭ তোলা, এই সমুদায় চূর্ণ ২১ বার বাব্‌লার আঠায় ভাবনা দিয়া মধু-সংযুক্ত করিয়া বহেড়াফলের ন্যায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ প্রাতে এক এক গুড়িকা ভক্ষণীয়। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও কণ্টকারীর ক্বাথ। ইহা সেবন করিলে কাস ও শ্বাস রোগ নষ্ট হয়।

শৃঙ্গারাভ্রম্

শুদ্ধং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণং দ্বিপলপরিমিতং শাণমানং যদন্যৎ কর্পূরং জাতিকোষং সজলমিভকণা তেজপত্রং লবঙ্গম্। মাংসী তালীশচোচে গজকুসুমগদং ধাতকী চেতি তুল্যং পথ্যা ধাত্রী বিভীতং ত্রিকটুরথ পৃথক্ ত্বর্দ্ধশাণং দ্বিশাণম্।। এলাজাতীফলাখ্যং ক্ষিতিতলবিধিনা শুদ্ধগন্ধাশ্মকোলং

কোলার্দ্ধং পারদস্য প্রতিপদবিহিতং পিষ্টমেকত্র মিশ্রম্। পানীয়েনৈব কার্য্যাঃ পরিণতচণকস্বিন্নতুল্যাশ্চ বটঃ প্রাতঃ খাদ্যাশ্চতত্প্রস্তদনু চ হি কিয়চ্ছৃঙ্গবেরং সপর্ণম্।। পানীয়ং পীতমন্তে ধ্রুবমপহরতি ক্ষিপ্রমেতান্ বিকারান্ কোষ্ঠে দুষ্টাগ্নিজাতান্ জ্বরমুদরুজো রাজযক্ষ্মক্ষয়ঞ্চ। কাসং শ্বাসং সশোথং নয়নপরিভবং মেহমেদোবিকারান্ ছর্দ্দিং শূলাম্লপিত্তং তৃষমপি মহতীং গুল্মজালং বিশালম্।। পাণ্ডুত্বং রক্তপিত্তং গরগরলগদান্ পীনসান্ প্লীহরোগান্ হন্যাদামাশয়োত্থান্ কফপবনকৃতান্ পিত্তরোগানশেষান্। বল্যো বৃষ্যশ্চ যোগস্ত্তরুণতরকরঃ সর্ব্বরোগে প্রশস্তঃ পথ্যং মাংসঞ্চ যূষৈর্ঘৃতপরিলুলিতৈর্গব্যদুগ্ধৈশ্চ ভূয়ঃ।। ভোজ্যং যোজ্যং যথেষ্টং ললিতললনয়া দীয়মানং মুদা যৎ শৃঙ্গারাভ্রেণ কামী যুবতিজনশতাভোগযোগাদতুষ্টঃ। বর্জ্জ্যং শাকাম্লমাদৌ দিনকতিপয়চিৎ স্বেচ্ছয়া ভোজ্যমন্যৎ দীর্ঘায়ুঃ কামমূর্ত্তির্গতবলিপলিতো মানবোঽস্য প্রসাদাৎ।।

কৃষ্ণাভ্র ১৬ তোলা, কর্পূর, জৈত্রী, বালা, গজপিপ্পলী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, কুড়, ধাইফুল প্রত্যেক ।।০ তোলা ; হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ত্রিকটু প্রত্যেক ।০ আনা ; এলাইচ, জায়ফল প্রত্যেক ১ তোলা এবং গন্ধক ১ তোলা, পারদ ।।০ তোলা। এই সমুদায় জলে পেষণ করিয়া সিদ্ধ চণক-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। কিঞ্চিৎ আদা ও পাণের সহিত সেবনীয়। ঔষধ সেবনান্তে কিঞ্চিৎ জল পান করা কর্ত্তব্য। ইহা সেবন করিলে কাসাদি বিবিধ রোগের শান্তি ও বল-বীর্য্যাদির বৃদ্ধি হয়।

সার্ব্বভৌমরসঃ

জীর্ণং সুবর্ণং লৌহং বা যদ্যত্রৈব প্রদীয়তে। তদায়ং সর্ব্বরোগাণাং সার্ব্বভৌমো ন সংশয়ঃ।।

শৃঙ্গারাভ্রে স্বর্ণ বা লৌহ ২ মাষা মিশ্রিত করিলে সার্ব্বভৌম রস হয়।

বৃহচ্ছৃঙ্গারাভ্রম্

পারদং গন্ধকঞ্চৈব টঙ্গণং নাগকেশরম্। কর্পূরং জাতীকোষঞ্চ লবঙ্গং তেজপত্রকম্।। সুবর্ণঞ্চাপি প্রত্যেকং কর্ষমাত্রং প্রকল্পয়েৎ। শুদ্ধকৃষ্ণাভ্রচূর্ণন্তু চতুঃকর্ষ প্রযোজয়েৎ।। তালীশং ঘনকুষ্ঠঞ্চ মাংসী ত্বগ্ ধাত্রীপুষ্পিকা। এলাবীজং ত্রিকটুকং ত্রিফলা করিপিপ্পলী।। কর্ষদ্বয়মেতষাঞ্চ পিপ্পলীক্বাথমর্দ্দিতম। অনুপানং প্রযোক্তব্যং চোচং ক্ষৌদ্রসমাযুতম্।। অগ্নিমান্দ্যাদিকান্ রোগানরুচিং পাণ্ডুকামলাম্। উদরাণি তথা শোথমানাহং জ্বরমেব চ।। গ্রহণীং শ্বাসকাসঞ্চ হন্যাদ্ যক্ষ্মাণমেব চ। নানারোগপ্রশমনং বলবর্ণাগ্নিকারকম্।। বৃহচ্ছৃঙ্গারাভ্রনাম বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্। এতস্যাভ্যাসমাত্রেণ নির্ব্ব্যাধির্জায়তে নরঃ।।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, নাগেশ্বর, কর্পূর, জৈত্রী, লবঙ্গ, তেজপত্র, ধুতূরাবীজ (কেহ কেহ বলেন সুবর্ণ), প্রত্যেক ২ তোলা পরিমিত। শোধিত কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ ৮ তোলা, তালীশপত্র, মুতা, কুড়, জটামাংসী, গুড়ত্বক্, ধাইফুল, এলাইচ, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও গজপিপ্পলী, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা ; একত্র করিয়া পিপুলের ক্বাথে মর্দ্দন করিবে। ইহা দারুচিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, পাণ্ডু, কামলা, উদর, শোথ, আনাহ, জ্বর, গ্রহণী, শ্বাস, কাস ও যক্ষ্মা প্রভৃতি নানা রোগ নিবারিত হয় এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি পায়। ইহা নিয়মিত ব্যবহার করিলে লোক নির্ব্ব্যাধি হয়।

শ্রীডামরানন্দাভ্রম্

অভ্রস্যামলমারিতস্য তু পলং ক্ষুদ্রাটরূষস্থিরাবিল্বশ্যোনাকপাটলা-কলসিকাঃ সব্রহ্মযষ্ট্যার্দ্রকাঃ। চিত্রগ্রন্থিকগোক্ষুরং সচবিকং মার্গাম্নিগুপ্তান্বিতম্ স্বস্বৈর্মর্দ্দিতমেকশশ্চ পলিকৈর্গুঞ্জার্দ্ধকং ভক্ষিতম্।। কাসং পঞ্চবিধং স্বরাময়মুরোঘাতঞ্চ হিক্কাং জ্বরং শ্বাসং পীনসমেহগুল্মরুচিং যক্ষ্মাল্লপিত্তং ক্ষয়ম্। দাহং মোহমশেষদোষজনিতং শূলং বলাসং ক্রিমিং ছর্দ্দিং পাণ্ডুহলীমকং গলগদং বিস্ফোটকং কামলাম্।। মন্দাগ্নিং গ্রহণীং ক্ষয়ঞ্চ যকৃতং প্লীহামর্শাংসি ষড়্ হন্যাদামকফোদ্ভবান্ গুরুগদান্ শ্রীডামরানন্দভ্রম্। বল্যং বৃষ্যমশেষদোষহরণং ধাতুপ্রদং কাসিনাং মেধ্যং হৃদ্যরসায়নং হরমুখাজ্ জ্ঞাত্বা ময়া ভাষিতম্।।

(আমলকী রসে জারিত) অভ্র ১ পল, কন্টকারী, বাসকমূল, শালপাণি, বিল্বমূল, শোনামূল, পারুলমূল, চাকুলে, বামুনহাটী, আদা, চিতামূল, পিপুলমূল, গোক্ষুর, চৈ, আপাঙ্গ ও আলকুশী ইহাদের প্রত্যেকের এক এক পল রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা—অর্দ্ধ রতি। এই অভ্র কাস, শ্বাস, হিক্কা, স্বরভঙ্গ ও যক্ষ্মা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট করে।

বিজয়ভৈরবরসঃ

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষমভ্রকতালকম্। বিড়ঙ্গং রেণুকং মুস্তমেলাগ্রন্থিককেশরম্।। ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রং শুদ্ধং জৈপালবীজকম্। এতানি সমভাগানি গুড়ো দ্বিগুণ উচ্যতে।। তিন্তিড়ীবীজমাত্রে প্রাতঃকালে তু ভক্ষয়েৎ। কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং গুল্মং প্রমেহং বিষমজ্বরম্।। অজীর্ণং গ্রহণীদোষং হন্তি পাণ্ড্বাময়ং তথা। অপানে হৃদয়ে শূলং বাতরোগং গলগ্রহম্। ব্রহ্মণা নির্ম্মিতো হ্যেষ রসো বিজয়ভৈরবঃ।।

(বিজয়ভৈরবরসে অভ্রকতালকমিত্যত্র "বৎসকমেব চ" ইতি পাঠেঽস্য জয়া গুড়িকা ইতি সংজ্ঞা স্যাৎ।)

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অভ্র, হরিতাল, বিড়ঙ্গ, রেণুক, মুতা, এলাইচ, পিপুলমূল, নাগেশ্বর, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, শোধিত জয়পালবীজ, ইহাদের প্রত্যেকের এক এক ভাগ, গুড় দ্বিগুণ; এই সমুদয় দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা—তেঁতুলবীজের ন্যায়। এই ঔষধ সেবন করিলে কাস, শ্বাস, অজীর্ণ ও অন্যান্য রোগ উপশমিত হয় (এই ঔষধে অভ্র ও হরিতালের পরিবর্ত্তে কুড়চি দিলে ইহার জয়া গুড়িকা সংজ্ঞা হয়)।

কাসলক্ষ্মীবিলাসঃ

শুদ্ধসূতং সতালঞ্চ তালার্দ্ধং রসখর্পরম্। বঙ্গং তাম্রং ঘনং কান্তং কাংস্যং গন্ধং পলং পলম্।। কেশরাজরসেনাপি ভাবনা দিবসত্রয়ম্। কুলত্থস্য রসেনাথ ভাবয়েচ্চ পুনঃপুনঃ।। এলা জাতীফলাখ্যঞ্চ তেজপত্রলবঙ্গকম্। যমানী জীরকশ্চৈব ত্রিকটু ত্রিফলা সমম্।। নতং ভৃঙ্গং বংশগর্ভং কর্ষমাত্রঞ্চ কারয়েৎ। ভাবয়েচ্চ রসেনাথ গোলয়েৎ সর্ব্বমৌষধম্।।তৎপশ্চাদ্ বটিকা কার্য্যা চণকপ্রমিতা তথা।। শীতাম্বুনা পিবেদ্ ধীমানভ্রকাসনিবৃত্তয়ে।। মৎস্যং মাংসং তথা ক্ষীরং পথ্যং স্যাৎ স্নিগ্ধভোজনম্। ক্ষতকাসং তথা শ্বাসং জ্বরং হন্তি ন সংশয়ঃ।। হলীমকং পাণ্ডুরোগং শোথং শূলং প্রমেহকম্। অর্শোনাশং করোত্যেব বলবৃদ্ধিঞ্চ কারয়েৎ।। কামদেবসমং বর্ণং তৃষ্ণারোচকনাশনম্। বর্জ্জ্যং শাকাম্লমাদৌ চ ভৃষ্টদ্রব্যং হুতাশনম্। রসো লক্ষ্মীবিলাসোঽয়ং

মহাদেবেন ভাষিতঃ।।

বঙ্গ, তাম্র, অভ্র, লৌহ, কাঁসা, পারদ, গন্ধক ও হরিতাল প্রত্যেক ১ পল, খর্পর ৪ তোলা, একত্র করিয়া কেশুরিয়ার রসে ও কুলখকলাইয়ের ক্বাথে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিবে। পরে উহার সহিত এলাইচ, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তগরপাদুকা, গুড়ত্বক্ ও বংশলোচন প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার কেশুরিয়ার রসে ও কুলখকলাইয়ের ক্বাথে মাড়িয়া চণক-প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—শীতল জল। ইহা সেবন করিবে রক্তকাস, যক্ষ্মা, শ্বাস, জ্বর, হলীমক, পাণ্ডু, শোথ, শূল, অর্শঃ ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা বলকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক। এই ঔষধ সেবনকালে মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ ও স্নিগ্ধকর দ্রব্য সুপথ্য। শাক ও অম্ল প্রভৃতি এবং ভাজা দ্রব্য ও অগ্নিতাপ বর্জ্জনীয়।

মহোদধিঃ

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষঞ্চাপি বরাঙ্গকম্। তাম্রকং বঙ্গভস্মাপি ব্যোমকঞ্চ সমাংশকম্।। ভদ্রমুস্তং ত্রিকটুকং বিড়ঙ্গং নাগকেশরম্। রেণুকামলকঞ্চৈব পিপ্পলীমূলমেব চ। এষাঞ্চ দ্বিগুণং দত্ত্বা মর্দ্দয়িত্বা প্রযত্নতঃ। ভাবনা তত্র দাতব্যা গজপিপ্পলিকাম্বুভিঃ। মাত্রা চণকতুল্যা তু বটিকেয়ং প্রকীর্ত্তিতা।। হন্তি কাসং তথা শ্বাসমর্শাংসি চ ভগন্দরম্। হৃচ্ছুলং পার্শ্বশূলঞ্চ কর্ণরোগং কপালিকাম্।। হরেৎ সংগ্রহণীরোগনষ্টৌ চ জঠরাণি চ। প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈবাপ্যশ্মরীঞ্চ চতুর্ব্বিধাম্।। ন চান্নপানে পরিহার্য্যমস্তি ন চাতপে চাধ্বনি মৈথুনে চ। যথেষ্টচেষ্টাভিরতঃ প্রয়োগে নরো ভবেৎ কাঞ্চনরাশিগৌরঃ।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, গুড়ত্বক্, তাম্র, বঙ্গ ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, ভদ্রমুতা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, রেণুক, আমলকী ও পিপুলমূল ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা, সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া গজপিপ্পলীর ক্বাথে ভাবনা দিয়া চণক-প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে কাস, শ্বাস, অর্শঃ, গ্রহণী, ভগন্দর, কপালিকা ও প্রমেহ প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিলে ইচ্ছামত আহারাদি করা যাইতে পারে।

সমশর্করলৌহম্

লবঙ্গং কট্ফলং কুষ্ঠং যমানী ত্র্যূষণং তথা। চিত্রকং পিপ্পলীমূলং বাসকং কণ্টকারিকা।। চব্যং কর্কটশৃঙ্গী চ চাতুর্জ্জাতং হরীতকী। শঠী কক্কোলক মুস্তং লৌহমভ্রং যবাগ্রজম্।। সর্ব্বং প্রতি সমং চূর্ণং তাবচ্ছর্করয়ান্বিতম্। সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে। নিহন্তি সর্ব্বজং কাসং শ্বাসমাশু বিনাশয়েৎ। ক্ষীণস্য পুষ্টিজননং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।।

লবঙ্গ, কট্ফল, কুড়, যমানী, ত্রিকটু, চিতামূল, পিপুলমূল, বাসকমূলের ছাল, কণ্টকারী, চৈ, কাঁক্ড়াশৃঙ্গী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, হরীতকী, শটী, কাক্লা, মুতা, লৌহ, অভ্র ও যবক্ষার ইহাদের প্রত্যেকের এক এক ভাগ চূর্ণ, সর্ব্বসমষ্টির সমান চিনি; সমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কাস, রক্তপিত্ত, ক্ষয়কাস ও শ্বাসরোগ নষ্ট এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয় (মাত্রা—৩ মাষা)।

বসন্ততিলকরসঃ

হেম্নো ভস্মকতোলকং ঘনযুগং লৌহাৎ ত্রয়ঃ পারদাচ্চত্বারো নিয়তাস্তু বঙ্গযুগলঞ্চৈকীকৃতং মর্দ্দয়েৎ। মুক্তাবিদ্রুময়ো রসেন সমতা গোক্ষুরবাসেক্ষুণা সর্ব্বং বালুকযন্ত্রগং পরিপচেদ্ যামং দৃঢ়ং সপ্তকম্।। কস্তূরীঘনসারমর্দ্দিতরসঃ পশ্চাৎ সুসিদ্ধো ভবেৎ কাসশ্বাসপিত্তবাতকফজিৎ পাণ্ডুক্ষয়াদীন্ হরেৎ। (শূলাদিগ্রহণীং বিষাদিহরণো মেহাশ্মরীবিংশতিম্) হৃদ্রোগাপহরো জ্বরাদিশমনো বৃষ্যো বয়োবর্দ্ধনঃ শ্রেষ্ঠঃ পুষ্টিকরো বসন্ততিলকো মৃত্যুঞ্জয়েনোদিতঃ।।

(নিয়তো গন্ধকঃ, ঘনসারং কর্পূরম্।)

স্বর্ণ ১ তোলা, অভ্র ২ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, মুক্তা ২ তোলা ও প্রবাল ২ তোলা; এই সমুদয় দ্রব্য গোক্ষুর, বাসক ও ইক্ষুর রসে মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে সাত প্রহর পাক করিবে। পরে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া তাহা মৃগনাভি (৪ তোলা) ও কর্পূর (৪ তোলা) দ্বারা ভাবিত করিয়া মাড়িয়া লইবে। ইহা কাস ও ক্ষয়াদিরোগের মহৌষধ। মাত্রা—২ রতি।

কণ্টকারীঘৃতম্

ঘৃতং রাস্নাবলাব্যোষ-শ্বদংষ্ট্রাকল্কপাচিতম্। কণ্টকারীরসে সর্পিঃ পঞ্চকাসনিসূদনম্।। কণ্টকারীরস ইতি কণ্টকারীস্বরসশ্চতুর্গুণ ইতি শিবদাসঃ।

ঘৃত ৪ সের। কণ্টকারীর রস অভাবে কণ্টকারীর ক্বাথ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য যথা—রাস্না, বেড়েলা, ত্রিকটু ও গোক্ষুর মিলিত ১ সের। এই ঘৃত পান করিলে পঞ্চবিধ কাস নষ্ট হয়।

বৃহৎ কণ্টকারীঘৃতম্

সমূলপত্রশাখায়াঃ কণ্টকার্য্যা রসাঢ়কে। ঘৃতপ্রস্থং বলাব্যোষ-বিড়ঙ্গ-শঠিচিত্রকৈঃ।। সৌবর্চ্চলযবক্ষার-বিল্বামকপুষ্করৈঃ। বৃশ্চীরবৃহতীপথ্যা-যমানীদাড়িমর্দ্ধিভিঃ।। দ্রাক্ষাপুনর্নবাচব্য-ধন্বযাসাম্লবেতসৈঃ। শৃঙ্গীতামলকীভার্গী-রাস্নাগোক্ষুরকৈঃ পচেৎ।। কল্কৈস্তু সর্ব্বকাসেষু হিক্কাশ্বাসে চ শস্যতে। কণ্টকারীঘৃতং সিদ্ধং কফব্যাধিবিনাশনম্।।

মূল পত্র ও শাখার সহিত কণ্টকারীর স্বরস (বা ক্বাথ) ১৬ সের, ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য যথা—বেড়েলা, ত্রিকটু (মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ), বিড়ঙ্গ, শটী, চিতা, সচললবণ, যবক্ষার, বেলমূল, আমলকী, পুষ্কর (অভাবে কুড়), শ্বেতপুনর্নবা, বৃহতী, হরীতকী, যমানী, দাড়িম, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, রক্তপুনর্নবা, চৈ, দুরালভা, অম্লবেতস, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, ভুঁইআমলা, বামুনহাটী, রাস্না ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য ১ সের পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে কুট্টিত করত ঘৃতে প্রদান করিবে। এই ঘৃত সেবনে সর্ব্বপ্রকার কাস, কফরোগ, হিক্কা ও শ্বাস রোগ নষ্ট হয়।

দশমূলঘৃতম্

দশমূলীকষায়েণ ভার্গীকল্কং পচেদ্ ঘৃতম্। দক্ষতিত্তিরিনির্য্যূহে তৎ পরং বাতকাসনুৎ।।

ঘৃত ৪ সের, দশমূলের ক্বাথ ৮ সের এবং কুক্কুট ও তিত্তিরি পক্ষীর মাংসের মিলিত ক্বাথ ৮ সের।

কল্কার্থ—পেষিত বামুনহাটী ১ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে বাতকাস প্রশমিত হয়।

দশমূলাদ্যং ঘৃতম্

দশমূলাঢ়কে প্রস্থং ঘৃতস্যাক্ষসমৈঃ পচেৎ। পুষ্করাহ্বশটীবিল্ব-সুরসব্যোষহিঙ্গুভিঃ।। পেয়ানুপানং তৎ পেয়ং কাসে বাতকফাধিকে। শ্বাসরোগেষু সর্ব্বেষু কফবাতাত্মকেষু চ।।

ঘৃত ৪ সের। দশমূল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—কুড়, শটী, বিল্বমূল, তুলসী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও হিং প্রত্যেক ২ তোলা। যথারীতি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মোল্বণ কাস ও সর্ব্বপ্রকার শ্বাস নিবারিত হয়। ঘৃতপানান্তে পেয়া পান কর্ত্তব্য।

দশমূলষট্পলকং ঘৃতম্

দশমূলীচতুঃপ্রস্থে রসে প্রস্থোন্মিতং হবিঃ। সক্ষারৈঃ পঞ্চকোলৈস্তু কল্কিতং সাধুসাধিতম্। কাসহৃৎপার্শ্বশূলঘ্নং হিক্কাশ্বাসনিবারণম্।। কল্কং ষট্পলমেবাত্র গ্রাহয়ন্তি ভিষগ্বরাঃ।।

ঘৃত ৪ সের, দশমূলের কাথ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য যথা—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ ও যবক্ষার মিলিত ৬ পল (প্রত্যেকে ৮ তোলা)। যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে কাস, হৃৎপার্শ্বশূল, হিক্কা ও শ্বাস প্রশান্ত হয়।

চন্দনাদ্যতেলম্

চন্দনাগুরুতালীশ-নখং মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকম্। মুস্তকঞ্চ শটী লাক্ষা হরিদ্রা রক্তচন্দনম্।। এষাং প্রতি পলৈশ্চূর্ণৈস্তৈলার্দ্ধপাত্রকং পচেৎ। ভার্গীবাসাকণ্টকারী-বাট্যালকগুড়ূচিকাঃ।। এষাং শতপলে ক্বাথ্যে সমভাগে জড়ীবৃতে। পক্ত্বা তৈলং প্রদাতব্যং রাজযক্ষ্মবিনাশনম্।। কাসঘ্নং গরদোষঘ্নং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্। পাপালক্ষ্মীপ্রশনমং গ্রহদোষবিনাশনম্।। আদৌ কল্কঃ প্রদাতব্যঃ গন্ধদ্রব্যং ততঃ পরম্। তৈলমুত্তার্য্য দাতব্যং শিহ্লকং কুঙ্কুমং নখম্। গন্ধচন্দনকর্পূরমেলাবীজং লবঙ্গকম্।।

তিলতৈল ৮ সের। কল্কার্থ—শ্বেতচন্দন, অগুরু, তালীশপত্র, নখী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, মুতা, শঠী, লাক্ষা, হরিদ্রা ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ১ পল। ক্বাথার্থ—বামুনহাটী, বাসকছাল, কণ্টকারী, বেড়েলা, গুলঞ্চ মিলিত ১২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; এই ক্বাথেই কল্ক পাক করিতে হয়। কল্কপাকার্থ অন্য জল দিবার প্রয়োজন নাই। কল্ক পাকান্তে গন্ধদ্রব্যের মধ্যে শিলারস, কুঙ্কুম, নখী, শ্বেতচন্দন, কর্পূর, এলাইচ ও লবঙ্গ, তৈল নামাইয়া সর্ব্বশেষে এই সকল দ্রব্য প্রদান করিতে হয়। এই তৈল মর্দ্দনে যক্ষ্মা ও কাস প্রভৃতি রোগ প্রশমিত এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। ইহা পাপ, অলক্ষ্মী ও গ্রহদোষ নাশক।

বাসাচন্দনাদ্যতেলম্

চন্দনং রেণুকা পূতির্হয়গন্ধা প্রসারণী। ত্রিসুগন্ধি কণামূলং নাগকেশরমেব চ।। মেদে দ্বে চ

ত্রিকটুকং রাস্না মধুকশৈলজম্। শটী কুষ্ঠং দেবদারু বনিতা চ বিভীতকম্। এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈঃ পচেৎ তৈলাঢ়কং ভিষক্।। বাসায়াশ্চ পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। লাক্ষারসাঢ়কঞ্চৈব তথৈব দধিমস্তুকম্। চন্দনঞ্চামৃতা ভার্গী দশমূলং নিদিগ্ধিকা।। এতেষাং বিংশতিপলং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। পাদশেষে স্থিতে ক্বাথে তৈলং তেনৈব সাধয়েৎ।। কাসান্ জ্বরান্ রক্তপিত্তং পাণ্ডুরোগং হলীমকম্। কামলাঞ্চ ক্ষতক্ষীণং রাজযক্ষ্মাণমেব চ।। শ্বাসান্ পঞ্চবিধান্ হন্তি বলবর্ণাগ্নিপুষ্টিকৃৎ। তৈলং বাসাচন্দনাদি কৃষ্ণাত্রেয়েণ ভাষিতম।।

তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ—বাসকছাল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, মিলিত দশমূল ও কণ্টকারী প্রত্যেক ২০ পল, মোট ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; লাক্ষার ক্বাথ ১৬ সের; দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, রেণুক, খটাশী, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদুলে, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, পিপুলমূল, নাগেশ্বর, মেদা, মহামেদা, ত্রিকটু, রাস্না, যষ্টিমধু, শৈলজ, শঠী, কুড়, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু ও বহেড়া প্রত্যেক ১ পল। এই তৈল মর্দ্দনে কাস, রক্তপিত্ত, যক্ষ্মা ও পঞ্চপ্রকার শ্বাস প্রভৃতি নানা রোগের শান্তি হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

কাসরোগে পথ্যানি

স্বেদো বিরেচনং ছর্দ্দির্ধূমপানং সমাশনম্। শালিষষ্টিকগোধূম-শ্যামাকযবকোদ্রবাঃ।। আত্মগুপ্তামাষমুদগ-কুলত্থানাং রসাঃ পৃথক্। গ্রাম্যৌদকানূপধন্ব-মাংসানি বিবিধানি চ।। সুরা পুরাতনং সর্পিশ্ছাগঞ্চাপি পয়ো ঘৃতম্। বাস্তুকং বায়সীশাকং বার্ত্তাকুর্বালমূলকম্।। কণ্টকারী কাসমর্দ্দো জীবন্তী সুনিষণ্নকম্। দ্রাক্ষা বিম্বী মাতুলুঙ্গং পৌষ্করং বাসকস্ত্রুটিঃ।। গোমূত্রং লশুনং পথ্যা ব্যোষমুষ্ণোদকং মধু। লাজা দিবসনিদ্রা চ লঘূন্যন্নানি যানি চ। পথ্যমেতদ্ যথাদোষমুক্তং কাসগদাতুরে।।

স্বেদ, বিরেচন, বমন, ধূমপান, পরিমিত আহার, শালিতণ্ডুল, ষষ্টিকতণ্ডুল, গোধূম, শ্যামাধান্য, যব, কোদোধান্য, আলকুশী, মাষকলায়ের যূষ, মুগের যূষ, কুলথকলায়ের যূষ, গ্রাম্য (ছাগাদি) মাংস, ঔদকমাংস, আনূপমাংস ও মরুদেশজ বিবিধ মাংস, মদ্য, পুরাণ ঘৃত, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, বেতোশাক, কাকমাচী, বেগুন, কচিমূলা, কণ্টকারী, কালকাসুন্দা, জীবন্তী, সুষুণিশাক, দ্রাক্ষা, তেলাকুচা, ছোলঙ্গলেবু, পুষ্করমূল, বাসক, ছোটএলাইচ, গোমূত্র, রসুন, হরীতকী, ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল, মরিচ), গরমজল, মধু, খৈ, দিবানিদ্রা ও লঘুদ্রব্য, এইগুলি কাসরোগিকে দোষানুসারে পথ্যার্থ ব্যবস্থা করিবে।

কাসরোগেহ্পথ্যানি

বস্তিং নস্যমসৃঙ্মোক্ষং ব্যায়ামং দন্তঘর্ষণম্। আতপং দুষ্টপবনং রজোমার্গনিষেবণম্। বিষ্টম্ভীনি বিদাহীনি রুক্ষাণি বিবিধানি চ।। শকৃন্মূত্রোদগারকাস-বমিবেগবিধারণম্। মৎস্যং কন্দং সর্ষপঞ্চ তুম্বীফলমুপোদিকাম্।। দুষ্টাম্বু চান্নপানঞ্চ বিরুদ্ধান্যশনানি চ।। গুরু শীতঞ্চান্নপানং কাসরোগী পরিত্যজেৎ।।

বস্তিক্রিয়া, নস্য, রক্তমোক্ষণ, ব্যায়াম, দন্তধাবন, রৌদ্র, দূষিত বায়ু, ধূলি, পথপর্য্যটন, বিষ্টম্ভিদ্রব্য,

বিদাহিদ্রব্য, বিবিধ প্রকার রুক্ষভোজন এবং মল মূত্র উদগার কাস ও বমির বেগধারণ, মৎস্য, কন্দশাক, সর্ষপ, লাউ, পুঁইশাক, দুষ্টজল, দূষিত অন্নপানীয়, বিরুদ্ধ গুরু কিংবা শীতল অন্নপানীয়, এই সকল কাসরোগির পক্ষে অহিতকর।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে কাসরোগাধিকারঃ।

হিক্কাশ্বাসরোগাধিকার

হিক্কাশ্বাস-নিদানম্

বিদাহিগুরুবিষ্টম্ভি-রুক্ষাভিষ্যন্দিভোজনৈঃ। শীতপানাশনস্থান রজোধূমাতপানিলৈঃ।।
ব্যায়ামকর্ম্মভারাধ্ব-বেগাঘাতাপতর্পণৈঃ। হিক্কা শ্বাসশ্চ কাসশ্চ নৃণাং সমুপজায়তে।। অন্নজাং
যমলাং ক্ষুদ্রাং গম্ভীরাং মহতীং তথা। বায়ুঃ কফেনানুগতঃ পঞ্চ হিক্কাঃ করোতি হি।।
কণ্ঠোরসোর্গুরুত্বঞ্চ বদনস্য কষায়তা। হিক্কানাং পূর্ব্বরূপাণি কুক্ষেরাটোপ এব চ।।
পানান্নৈরতিসংযুক্তৈঃ সহসা পীড়িতোহনিলঃ। হিক্কারত্যূর্দ্ধগো ভূত্বা তাং বিদ্যাদন্নজাং ভিষক্।।
চিরেণ যমলৈর্বেগৈর্যা হিক্কা সংপ্রবর্ত্ততে। কম্পয়ন্তী শিরোগ্রীবং যমলাং তাং বিনির্দ্দিশেৎ।।
বিকৃষ্টকালৈর্যা বেগৈর্মন্দৈঃ সমভিবর্ত্ততে। ক্ষুদ্রিকা নাম সা হিক্কা জত্রুমূলাৎ প্রধাবিতা।।
নাভিপ্রবৃত্তা যা হিক্কা ঘোরা গম্ভীরনাদিনী। অনেকোপদ্রববতী গম্ভীরা নাম সা স্মৃতা।।
মর্ম্মাণ্যুৎপীড়য়ন্তীব সততং যা প্রবর্ত্ততে। মহাহিক্কেতি সা জ্ঞেয়া সর্ব্বগাত্রবিকম্পিনী।।
মহোর্দ্ধচ্ছিন্নতমক-ক্ষুদ্রভেদৈস্তু পঞ্চধা। ভিদ্যতে স মহাব্যাধিঃ শ্বাস একো বিশেষতঃ।। যদা
স্রোতাংসি সংরুধ্য মারুতঃ কফপূর্ব্বকঃ। বিশ্বগ্‌ব্রজতি সংরুদ্ধস্তদা শ্বাসান্ করোতি সঃ।।

বিদাহী (যাহা আহারে জ্বালা উপস্থিত হয়), গুরুপাক, বিষ্টম্ভজনক, রুক্ষ, কফজনক এবং শীতল দ্রব্যের পান ও ভোজন, শীতল স্থানে বাস, নাসিকাদি পথে ধূলি ও ধূম প্রবেশ, আতপ ও প্রবল বায়ু সেবন, ধনুরাকর্ষণাদি ব্যায়ামকর্ম্ম, গুরুভারবহন, অধিক পথপর্য্যটন, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও অনশনাদি অপতর্পণক্রিয়া, এই সমস্ত কারণে হিক্কা, শ্বাস ও কাস রোগ উৎপন্ন হয়।

বায়ু কফানুগত হইয়া অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গম্ভীরা ও মহতী নামে পাঁচ প্রকার হিক্কা উৎপাদন করে।

হিক্কারোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে ভারবোধ, মুখে কষায়াস্বাদ এবং কুক্ষিদেশে আটোপ অর্থাৎ উদরে গুড়গুড় শব্দোৎপত্তি, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অপরিমিত পান ও ভোজন দ্বারা বায়ু সহসা পীড়িত ও উর্দ্ধগত হইয়া যে হিক্কা উৎপাদন করে, তাহাকে অন্নজা হিক্কা কহে।

যে হিক্কা মস্তক ও গ্রীবাদেশ কাঁপাইয়া বিলম্বে বিলম্বে যমলবেগে অর্থাৎ যোড়া যোড়া প্রবির্ত্তিত হয়, তাহাতে যমলা হিক্কা বলে।

যে হিক্কা জত্রুমূল (কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের সন্ধি) হইতে বিলম্বে বিলম্বে মন্দ মন্দ বেগে উদগত হয়, তাহাকে ক্ষুদ্রিকা হিক্কা কহে।

যে হিক্কা নাভিস্থল হইতে উৎপন্ন হইয়া তৃষ্ণাজ্বরাদি নানা উপদ্রব ঘটাইয়া অতি ঘোর গম্ভীর স্বরে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে গম্ভীরা হিক্কা কহে।

যে হিক্কা উদগত হইবার সময় সর্ব্বশরীর কম্পিত হয় এবং বোধ হয় যেন বস্তি, হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি প্রধান প্রধান মর্ম্মস্থানসকল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তাহাকে মহাহিক্কা কহে। এই হিক্কা নিরন্তর উদগত হইতে থাকে।

যে সকল কারণে হিক্কারোগ উৎপন্ন হয়, সেই সকল কারণই প্রবলতর হইলে অতীব ভয়ঙ্কর শ্বাস, বিশেষ বিশেষ হেতু ও বিশেষ বিশেষ লক্ষণভেদে মহান্, ঊর্দ্ধ, ছিন্ন, তমক ও ক্ষুদ্র, এই পাঁচ প্রকার নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কফোল্বণ বায়ু যখন প্রাণ ও উদানবহ স্রোতঃসকলকে রুদ্ধ করিয়া, নিজে কফ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ অর্থাৎ বিমার্গগত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখনই শ্বাসরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

হিক্কাশ্বাস-চিকিৎসা

যৎ কিঞ্চিৎ কফবাতঘ্নমুষ্ণং বাতানুলোমনম্। ভেষজং পানমন্নং বা হিক্কাশ্বাসেষু তদ্ধিতম্।।

যে কোন ঔষধ, অন্ন বা পানীয় কফবাতঘ্ন, বাতানুলোমক ও উষ্ণবীর্য্য, সে সমস্তই হিক্কা ও শ্বাসরোগে হিতকর।

হিক্কাশ্বাসাতুরে পূর্ব্বং তৈলাক্তে স্বেদ ইষ্যতে। স্নিগ্ধৈর্লবণযোগৈশ্চ মৃদু বাতানুলোমনম্।
ঊর্দ্ধাধঃশোধনং শক্তে দুর্ব্বলে শমনং মতম্।।

প্রথমে হিক্কারোগির উদরে এবং শ্বাসরোগির হৃদয়ে সৈন্ধবলবণ-যুক্ত তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নিগ্ধ স্বেদ প্রদান করিবে। রোগির বল থাকিলে বায়ুর অনুলোমক সংশোধন ঔষধ কিংবা লবণ-মিশ্রিত সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ করিয়া মৃদু বমন ও বিরেচন করাইবে, দুর্ব্বল হইলে শমন ঔষধ সেবন করাইবে।

কোলমজ্জাঞ্জনং লাজা তিক্তা কাঞ্চনগৈরিকম্। কৃষ্ণা ধাত্রী সিতা শুণ্ঠী কাসীসং দধিনাম চ।।
পাটল্যাঃ সফলং পুষ্পং কৃষ্ণা খর্জ্জুরমস্তকম্। ষড়েতে পাদিকা লেহা হিক্কাঘ্না মধুসংযুতাঃ।।

কুল আঁটির শস্য, সৌবীরাঞ্জন ও খৈ। কট্‌কী ও স্বর্ণ-গৈরিক। পিপুল, আমলকী, চিনি ও শুঁঠ। কয়েতবেলের শস্য ও হীরাকস্। পারুলের ফল ও পুষ্প। পিপুল ও খেজুরমাতি। এই ছয়টি যোগের প্রত্যেকটি মধুর সহিত সেবিত হইলে হিক্কা নিবারণ হয়।

মধুকং মধুসংযুক্তং পিপ্পলী শর্করান্বিতা। নাগরং গুড়সংযুক্তং হিক্কাঘ্নং নাবনত্রয়ম্।।

যষ্টিমধুচূর্ণ মধুর সহিত; পিপুলচূর্ণ চিনির সহিত বা শুঁঠচূর্ণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে হিক্কা নিবারিত হয়।

স্তন্যেন মক্ষিকাবিষ্ঠা নস্যং বালক্তকাম্বুনা। যোজ্যং হিক্কাভিভূতায় স্তন্যং বা চন্দনান্বিতম্।।

মক্ষিকার বিষ্ঠা স্তনদুগ্ধে কিংবা আল্‌তার জলে গুলিয়া, অথবা রক্তচন্দন স্তনদুগ্ধে ঘষিয়া নস্য লইলে হিক্কার শান্তি হয়।

মধুসৌবর্চ্চলোপেতং মাতুলুঙ্গরসং পিবেৎ। হিক্কার্ত্তস্য পয়শ্ছাগং হিতং নাগরসাধিতম্।।

টাবালেবুর রস, মধু ও সচল (অভাবে সৈন্ধব) লবণের সহিত সেবন করিলে; অথবা শুঁঠ ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১ পোয়া, ১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া পান করিলে হিক্কা নিবারণ হয়।

কৃষ্ণামলকশুণ্ঠীনাং চূর্ণং মধুসিতাযুতম্। মুহুর্ম্মুহুঃ প্রযোক্তব্যং হিক্কাশ্বাসনিবর্হণম্।।

পিপুল, আমলকী ও শুঁঠ, ইহাদের চূর্ণ মধু ও চিনির সহিত বারংবার সেবন করিলে হিক্কা ও শ্বাস নিবৃত্ত হয়।

হিক্কাশ্বাসী পিবেদ্ ভার্গীং সবিশ্বামুষ্ণবারিণা। নাগরং বা সিতাভার্গীং সৌবর্চ্চলসমন্বিতাম্।।

হিক্কা ও শ্বাসরোগে বামুনহাটী ও শুঁঠচূর্ণ উষ্ণজলের সহিত সেবনীয়। শুঁঠ, চিনি, বামুনহাটী ও সৌবর্চ্চল লবণ একত্র সেবনেও হিক্কা ও শ্বাস নিবারিত হয়।

প্রাণাবরোধতর্জ্জন-বিস্মাপনশীতবারি পরিষেকৈঃ। চিত্রৈঃ কথাপ্রয়োগৈঃ শময়েদ্ধিক্কাং মনোঽভিঘাতৈশ্চ।।

প্রাণবায়ুর অবরোধ (শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ), তর্জ্জন, বিস্ময়োৎপাদন, শীতল জল সেচন, বিচিত্র বাক্য প্রয়োগ ও মনোভিঘাত (যাহা দ্বারা মন আহত হয়), এই সকল দ্বারা হিক্কা নিবারিত হয়।

প্রবালশঙ্খত্রিফলাচূর্ণং ঘৃতমধুপ্লুতম্। পিপ্পলী গৈরিকঞ্চেতি লেহো হিক্কানিবারণঃ।।

প্রবালভস্ম, শঙ্খভস্ম, ত্রিফলা, পিপুল ও গেরিমাটী চূর্ণ, ঘৃত এবং মধুর সহিত লেহন করিলে হিক্কা নিবারিত হয়।

নারিকেলাস্য পুষ্পাণি শ্বেতচন্দনমেব চ। হিক্কাঞ্চ প্রবলাং হন্তি ধারণাৎ তু ন সংশয়ঃ।।

জলসহ শ্বেতচন্দন ঘষিয়া সেই ঘৃষ্ট চন্দনে নারিকেল-পুষ্পচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহা মুখে ধারণ করিলে প্রবল হিক্কা নিশ্চয়ই নিবারিত হইবে।

ধূমপ্রয়োগঃ

নৈপাল্যা গোবিষাণাদ্ বা কুষ্ঠাৎ সর্জ্জরসস্য বা। ধূমং কুশস্য বা কার্য্যং পিবেদ্ধিক্কোপশান্তয়ে।

মনঃশিলা, গোশৃঙ্গ, কুড়, ধূনা বা কুশের ধূম পান করিলে হিক্কার শান্তি হয়।

নির্ধূমাঙ্গারনিক্ষিপ্তং হিঙ্গুমাষভবং রজঃ। হিক্কাঃ পঞ্চাপি হন্ত্যাশু ধূমঃ পীতো ন সংশয়ঃ।।

হিং ও মাষকলাইচূর্ণ নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার ধূম পান করিলে পঞ্চপ্রকার হিক্কা প্রশমিত হয়।

মাষচূর্ণভবো ধূমো হিক্কাং হন্তি ন সংশয়ঃ। অসাধ্যাং সাধয়েদ্ধিক্কাং সিতয়ৈলভবং রজঃ।।

মাষকলাইচূর্ণের ধূম পানে হিক্কা নিবারিত হয়। এলাইচচূর্ণ ও চিনি একত্র সেবন করিলে অসাধ্য হিক্কাও প্রশমিত হয়।

কনকস্য ফলং শাখাং পত্রং সংকুট্য যত্নতঃ। শোষয়িত্বা চ তদ্ধূম-পানাচ্ছ্বাসো বিনশ্যতি।।

কনকধুতুরার ফল, শাখা ও পাতা অস্ত্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড ও কুটিত করিয়া শুকাইয়া তাহার ধূম পান করিলে শ্বাস নিবারিত হয়।

অপ্যসাধ্যাং নয়ত্যন্তং হিক্কাং ক্ষৌদ্রবিলেহনম্।।

মধু অবলেহন করিলে অসাধ্য হিক্কাও নিবারিত হইয়া থাকে।

শর্করামরিচং চূর্ণং লীঢ়ং মধুযুতং মুহুঃ। নিহন্তি প্রবলাং হিক্কামসাধ্যামপি দেহিনাম্।

চিনি ও মরিচচূর্ণ মধুর সহিত মিলিত করিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ লেহন করিলে হিক্কা নিবৃত্ত হইবে।

হিক্কাং হরতি প্রবলাং শ্বাসমতিপ্রবৃদ্ধং জয়তি। শিখিপুচ্ছভূতিপিপ্পলীচূর্ণং মধুমিশ্রিতং লীঢ়ম্।।

ময়ূরপুচ্ছ রুদ্ধপাত্রে ভস্ম করিয়া উহার সহিত পিপুলচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া অবলেহন করিলে প্রবল হিক্কা ও দারুণ শ্বাস নিবারিত হয়।

হিক্কাঘ্নঃ কদলীমূল-রসঃ পেয়ঃ সশর্করঃ।।

কদলীমূলের রস চিনির সহিত পান করিলে হিক্কা নিবারিত হয়।

কর্ষং কলিফলচূর্ণং লীঢ়ঞ্চাত্যন্তং মধুনা মিশ্রম্। অচিরাদ্ধরতি শ্বাসং প্রবলামুদ্ধংসিকাঞ্চৈব।।

মধুর সহিত বহেড়াচূর্ণ ২ তোলা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে শীঘ্র শ্বাস ও প্রবল উদ্ধংসিকা (গলা সুড়সুড় করা) নিবারিত হয়।

অভয়ানাগরকল্কং পৌষ্করযাবশূকমা[illegible] বা। তোয়েনোষ্ণেন পিবেচ্ছ্বাসী হিক্কী চ তচ্ছান্তৌ।।

হরীতকী ও শুণ্ঠী কিংবা কুড়, যবক্ষার ও মরিচ বাটিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে হিক্কা ও শ্বাস প্রশমিত হয়।

শৃঙ্গ্যাদি-চূর্ণম্

শৃঙ্গীকটুত্রিকফলত্রয়কণ্টকারী ভার্গী সপুষ্করজটা লবণানি পঞ্চ। চূর্ণং পিবেদশিশিরেণ জলেন হিক্কাশ্বাসোর্দ্ধবাতকসনারুচিপীনসেষু।।

(অত্র পুষ্করজটা পুষ্করমূলম্)।।

কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কণ্টকারী, বামুনহাটী, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) ও পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, বিট্, সাম্ভার, সৌবর্চ্চল ও ঔদ্ভিদ্‌লবণ), এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে হিক্কা, শ্বাস, ঊর্দ্ধবায়ু, কাস, অরুচি ও পীনসরোগ উপশমিত হয়।

হরিদ্রাচূর্ণম্

হরিদ্রাং মরিচং দ্রাক্ষাং গুড়ং রাস্নাং কণাং শটীম্। কটুতৈলং লিহন্ হন্যাচ্ছ্বাসান্ প্রাণহরানপি।।

হরিদ্রা, মরিচ, দ্রাক্ষা, পুরাতন গুড়, রাস্না, পিপ্পলী ও শঠী, ইহাদের চূর্ণ সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহন করিলে উৎকট শ্বাসও নিবৃত্ত হয়।

গুড়ং কটুকতৈলেন মিশ্রয়িত্বা সমং লিহেৎ। ত্রিসপ্তাহপ্রয়োগেণ শ্বাসং নির্ম্মূলিতো জয়েৎ।।

পুরাতন গুড় ও সর্ষপতৈল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ৩ সপ্তাহ লেহন করিলে শ্বাস সমূলে বিনষ্ট হয়।

কুষ্মাণ্ডকশিফাচূর্ণং পেয়ং কোষ্ণেন বারিণা। শীঘ্রং প্রশময়েচ্ছ্বাসং কাসঞ্চৈব সুদারুণম্।।

কুষ্মাণ্ডমূল-চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে শ্বাস ও কাস প্রশমিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণাসৈন্ধবচূর্ণং স্বরসেন শৃঙ্গবেরস্য হি। যো লেঢ়ি শয়নকালে স জয়তি সপ্তাহতঃ শ্বাসান্।।

শয়নকালে পিপুলচূর্ণ ১ মাষা ও সৈন্ধব ১ মাষা আদার রসের সহিত এক সপ্তাহ কাল সেবন করিলে শ্বাসের উপশম হয়।

গন্ধকং মরিচং সাজ্যং শ্বাসকাসক্ষয়াপহম্। গন্ধকং ঘৃতযোগেন শ্বাসকাসক্ষয়াপহম্।।

শোধিত গন্ধক ও মরিচচূর্ণ অথবা কেবল গন্ধকচূর্ণ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগের শান্তি হয়।

শৃঙ্গীমহৌষধকণাঘপুষ্করাণাং চূর্ণং শঠীমরিচশর্করয়া সমেতম্। ক্বাথেন পীতমমৃতাবৃষপঞ্চমূল্যাঃ শ্বাসং ত্র্যহেণ শময়েদতিদোষমুগ্রম্।।

কাঁক্ড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মুতা, কুড়, শঠী, মরিচ ও চিনি, ইহাদের চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া গুলঞ্চ, বাসক ও বৃহৎপঞ্চমূলের (বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারিছাল) ক্বাথ তিন দিন পান করিলে প্রবল শ্বাসরোগের প্রশম হয়।

বিল্বাটরূষদলবারিসমূলশুক্রদণ্ডোৎপলোৎপলজলং কটুতৈলমিশ্রম্। ভার্গীগুড়ো যদি চ তত্র

হৃতপ্রভাবস্তং শ্বাসমাশু বিনিহন্তি মহাপ্রভাবম্।।

ভার্গীগুড় সেবনেও যে শ্বাস প্রশমিত না হয়, তাহা বিল্বপত্রের রস, বাসকপত্রের রস, সমূল শ্বেত-ডানকুনি পত্রের রস ও উৎপলের রস সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে আশু প্রশমিত হয়।

অমৃতানাগরফঞ্জী-ব্যাঘ্রীপর্ণাসসাধিতঃ ক্বাথঃ। পীতঃ সকণাচূর্ণঃ কাসশ্বাসৌ নিহন্ত্যাশু।। দশমূলীকষায়স্তু পুষ্করেণাবচূর্ণিতঃ। কাসশ্বাসপ্রশমনঃ পার্শ্বহৃচ্ছূলনাশনঃ।। কুলত্থনাগরব্যাঘ্রী-বাসাভিঃ ক্বথিতং জলম্। পীতং পুষ্করসংযুক্তং হিক্কাশ্বাসনিবর্হণম্।।

গুলঞ্চ, শুঁঠ, বামুনহাটী, কণ্টকারী ও তুলসী, ইহাদের ক্বাথ পিপুলচূর্ণের সহিত পান করিলে কাস ও শ্বাস নিবারিত হয়। দশমূলের ক্বাথ পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) চূর্ণের সহিত পান করিলে কাস, শ্বাস এবং পার্শ্ব ও হৃদয় শূল প্রশমিত হয়। কুলথকলাই, শুঁঠ, কণ্টকারী ও বাসক, ইহাদের ক্বাথ পুষ্করমূলচূর্ণের সহিত পান করিলে হিক্কা ও শ্বাস নিবৃত্ত হয়।

ভার্গীগুড়ঃ

শতং সংগৃহ্য ভার্গ্যাস্তু দশমূল্যাস্তথা শতম্। শতং হরীতকীনাঞ্চ পচেৎ তোয়ে চতুর্গুণে।। পাদাবশেষে তস্মিংস্তু রসে বস্ত্রপরিস্রুতে। আলোড্য চ তুলাং পূতাং গুড়স্য ত্বভয়াং ততঃ।। পুনঃ পচেন্মৃদাবগ্নৌ যাবল্লেহত্বমাগতম্। ত্রিকটু ত্রিসুগন্ধঞ্চ পলিকানি পৃথক পৃথক্।। কর্ষদ্বয়ং যবক্ষারং সংচূর্ণ্য প্রক্ষিপেৎ ততঃ। শীতে চ মধুনশ্চাত্র যট্ পলানি প্রদাপয়েৎ।। ভক্ষয়েদভয়ামেকাং লেহস্যার্দ্ধপলং লিহেৎ। শ্বাসং সুদারুণং হন্তি কাসং পঞ্চবিধং তথা।। স্বরবর্ণপ্রদো হ্যেষ জঠরাগ্নেশ্চ দীপনঃ।। "পলোল্লেখাগতে মানে ন দ্বৈগুণ্যমিহেষ্যতে। হরীতকীশতস্যাত্র প্রস্থত্বাদাঢ়কং জলম্"।।

বামুনহাটীর মূল ১০০ পল, দশমূল প্রত্যেক ১০ পল করিয়া মোট ১০০ পল ও হরীতকী ১০০টি (বস্ত্রে শিথিলভাবে বাঁধিয়া) ১১৬ সের জলে ক্বাথ করিয়া ২৯ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথে উক্ত হরীতকীসকল এবং ১০০ পল পুরাতন গুড় দিয়া পাক করিবে। ঘন হইলে উহাতে ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল ও যবক্ষার ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে; শীতল হইলে উহাতে ৬ পল ও মধু দিবে। মাত্রা—১ তোলা হইতে ৪ তোলা এবং হরীতকী ১টি বা উহার অংশ একত্র সেব্য। ইহাতে প্রবল শ্বাস এবং পঞ্চপকার কাসাদি আরোগ্য হয়।

ভার্গীশর্করা

ভার্গ্যাঃ শতার্দ্ধং বাসায়াঃ কণ্টকার্য্যাশ্চ পাচয়েৎ। তুলামিতং জলং দত্ত্বা নিশাচরচতুষ্টয়ম্।। জলাঢ়কে পচেৎ তেন চতুর্থমবশেষয়েৎ। বস্ত্রপূতঞ্চ তৎ সর্ব্বং সিতাপ্রস্থং ততঃ ক্ষিপেৎ।। উষ্ণে হ্যবতারিতে তত্র চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ। ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং তালীশং নাগকেশরম্।। ভার্গী বচা শ্বদংষ্ট্রা চ ত্বগেলাপত্রজীরকম্। যমানী চাজমোদা চ বাংশী কৌলত্থজং রজঃ।। কট্ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী কোলমাত্রং ক্ষিপেৎ ততঃ। হন্তি পঞ্চবিধং কাসং শ্বাসমেব সুদারুণম্।। যক্ষ্মাণং হন্তি হিক্কাঞ্চ জ্বরং জীর্ণং ব্যপোহতি। রোগানেতান্ নিহন্ত্যাশু বলপুষ্ট্যগ্নিবর্দ্ধনম্।।

বামুনহাটীর মূল ৫০ পল, বাসকমূলের ছাল ৫০ পল, কণ্টকারী ৫০ পল, জল ৯৬ সের, শেষ ২৪ সের। চারিটি বাদুড়ের মাংস, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, ছাঁকিয়া উভয় ক্বাথ একত্র করিয়া তাহাতে চিনি ২ সের দিয়া পাক করিবে, ঘন হইলে নামাইয়া উহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, বামুনহাটীর মূল, বচ, গোক্ষুর, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, জীরা, যমানী, বনযমানী, বংশলোচন, কুলথকলায়, কট্‌ফল, কুড় ও কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। রোগ বিবেচনায় উপযুক্ত অনুপান-সহ (সিকি তোলা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায়) সেবন করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রবল শ্বাস, পঞ্চপ্রকার কাস, যক্ষ্মা, হিক্কা ও জীর্ণ জ্বর নিবারিত এবং শরীরের বল, পুষ্টি ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

শৃঙ্গীগুড়ঘৃতম্

কণ্টকারীদ্বয়ং বাসামৃতা পঞ্চপলং পৃথক্। শতাবর্য্যাঃ পঞ্চদশ ভার্গীদশপলানি চ।। গোক্ষুরং পিপ্পলীমূলং পৃথক পলসমন্বিতম্। পাটলা ত্রিপলঞ্চৈব চতুর্গুণজলে পচেৎ।। চর্তুভাগাবশিষ্টন্তু কষায়মবতারয়েৎ। পুরাতনগুড়স্যাত্র পলানি দশ দাপয়েৎ।। ঘৃতস্য পঞ্চ দত্ত্বা চ দত্ত্বা দশপলং পয়ঃ। সর্ব্বমেকীকৃতং পক্কা চূর্ণমেষাং বিনিক্ষিপেৎ।। শৃঙ্গী দ্বিতোলকং জাতি-ফলং পত্রং ত্রিতোলকম্। চতুস্তোলং লবঙ্গঞ্চ তুগাক্ষীরী পৃথক্ পৃথক্।। গুড়ত্বগেলে চ তথা তোলকদ্বয়মানকে। কুষ্ঠং তোলচতুষ্কঞ্চ শুণ্ঠ্যাস্তোলকসপ্তকম্।। পিপ্পল্যাঃ পলমেকঞ্চ তালীশং তোলকত্রয়ম্। জাতীকোষং তোলকৈকং শীতে চ মধুনঃ পলম্।। ততঃ খাদ্যঞ্চ কর্ষৈকমনুপানবিধিং শৃণু। কাষ্ঠমার্জ্জারিকাচূর্ণং মরিচং তচ্চতুর্গুণম্।। একীকৃত্য বটীং যত্নাৎ কুর্য্যান্মাষমিতাং ভিষক্। তাসামেকাং চর্ব্বয়িত্বা পিবেদনু জলং কিয়ৎ।। শৃঙ্গীগুড়ঘৃতং নাম সর্ব্বরোগহরং পরম্। অপি বৈদ্যশতৈস্ত্যক্তং শ্বাসং হন্তি সুদারুণম্।। কাসং পঞ্চবিধং হন্তি বিবিধোপদ্রবান্বিতম্। রক্তপিত্তং ক্ষয়ঞ্চৈব স্বরভঙ্গমরোচকম্। বিশেষাচ্চিরকালোত্থং শ্বাসং হন্তি সুদুস্তরম্।।

কণ্টকারী, বৃহতী, বাসকমূলের ছাল ও গুলঞ্চ প্রত্যেক ৫ পল, শতমূলী ১৫ পল, বামুনহাটী ১০ পল, গোক্ষুর, পিপ্পলীমূল প্রত্যেক ১ পল, পারুলছাল ৩ পল, এই সমস্ত কুটিয়া চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চর্তুথাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহাতে পুরাতন গুড় ১০ পল, ঘৃত ৫ পল ও দুগ্ধ ১০ পল দিয়া একত্র পাক করিবে; ঘন হইলে কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী ২ তোলা, জায়ফল ৩ তোলা, তেজপত্র ৩ তোলা, লবঙ্গ ৪ তোলা, বংশলোচন ৪ তোলা, গুড়ত্বক্ ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, কুড় ৪ তোলা, শুঁঠ ৭ তোলা, পিপ্পলী ৮ তোলা, তালীশপত্র ৩ তোলা, জয়িত্রী ১ তোলা, এই সকল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে; শীতল হইলে মধু ১ পল দিবে। ২ তোলা মাত্রায় নিম্নলিখিত অনুপান-সহ সেবন করিবে। অনুপানবিধি যথা—কাঠবিড়ালের মাংসচূর্ণ ১ ভাগ* ও মরিচচূর্ণ ৪ ভাগ, একত্র মাড়িয়া এক মাষা পরিমাণ বটিকা করিবে। শৃঙ্গীগুড়ঘৃত সেবনের পরেই এই বটিকা একটি চর্ব্বণ করিয়া কিঞ্চিৎ জল পান করিবে (অভাবে তেঁতুলপত্রের ক্বাথ এবং মরিচচূর্ণ ৬ রতি ও হিঙ্গ ৬ রতির সহিত ঔষধ সেবনীয়। তদভাবে উষ্ণ দুগ্ধসহ সেব্য)। ইহা দ্বারা শত শত বৈদ্য-পরিত্যক্ত বহুকালের প্রবল শ্বাস, উপদ্রবযুক্ত পঞ্চ প্রকার কাস, ক্ষয় ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি বহুবিধ রোগ দূরীভূত হয়।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষমভ্রকমমেব চ। বিড়ঙ্গং রেণুকং মুস্তমেলাগ্রন্থিককেশরম্।। ত্রিকটু ত্রিফলা শুল্ব-ভস্ম জৈপালচিত্রকম্। এতানি সমভাগানি দ্বিগুণো দীয়তে গুড়ঃ।। কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে গুল্মে প্রমেহে বিষমজ্বরে। সূতায়াং গ্রহণীদোষে শূলে পাণ্ড্বাময়ে তথা। হস্তপাদাদিদাহেষু বটিকেয়ং প্রশস্যতে।।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অভ্র, বিড়ঙ্গ, রেণুক, মুতা, এলাইচ, পিপুলের মূল, নাগকেশর, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তাম্রভস্ম, জয়পাল ও চিতা প্রত্যেক সমভাগ, সমুদয়ের দ্বিগুণ গুড় মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, গুল্ম, প্রমেহ, বিষমজ্বর, সূতিকা, গ্রহণীদোষ, শূল, পাণ্ডুরোগ ও হস্তপদাদির দাহ নিশ্চয় উপশমিত হয়।

ডামরেশ্বরাভ্রম্

মেচকং পলমিতং মৃতমভ্রং ব্রহ্মযষ্টিকনকামৃতবাসাঃ। কাসমর্দ্দবননিম্বকচব্যং গ্রন্থিকং দহনমূলসমেতম্।। এক শশ্চ পলিকৈরিহ সর্ব্বৈর্মর্দ্দিতং জয়তি তদ্ গুরুহিক্কাম্। শ্বাসকাসমুদরং চিরমেহান্ পাণ্ডু গুল্মযকৃতং গলরোগম্।। শোথমোহনয়নাস্যজরোগং যক্ষ্মপীনসগরং বলসাদম্। গণ্ডমণ্ডলবমিভ্রমিদাহং প্লীহশূলবিষমজ্বরকৃচ্ছ্রম্। হন্তি বাতকফপিত্তমশেষং ডামরেশ্বরমিদং মহদভ্রম্।। হিক্কায়াং শ্বাসে চ প্রশস্তম্।

মারিত কৃষ্ণাভ্র ১ পল, ভাবনার্থ—বামুনহাটী ১ পল, জল ১ সের, শেষ ১ পল ক্বাথ, ধুস্তুর-পত্রের রস, গুলঞ্চের রস, বাসকপত্রের রস, কালকাসুন্দাপত্রের রস প্রত্যেক ১ পল এবং ঘোড়ানিমের মূলের ছাল, চৈ, পিপ্পলীমূল, চিতামূল ইহাদিগের প্রত্যেকের ১ পল স্বরসে (অভাবে উপরি উক্ত বামুনহাটীর মূলের ন্যায় ক্বাথ করিয়া ঐ ক্বাথে) এক এক বার ভাবনা দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে প্রবল হিক্কা, শ্বাস, শোথ, মোহ, নয়নজ ও আস্যজ রোগ, যক্ষ্মা, শূল ও দাহ প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হয় (মাত্রা—১ রতি হইতে ৬ রতি পর্য্যন্ত)। অনুপান— মধু প্রভৃতি।

পিপ্পল্যাদ্যং লৌহম্

পিপ্পল্যামলকীদ্রাক্ষা-কোলাস্থিমধুশর্করা—। বিড়ঙ্গপুষ্করৈর্যুক্তং লৌহং হন্তি সুদুস্তরাম্। হিক্কাং ছর্দ্দিং মহাশ্বাসং ত্রিরাত্রেণ ন সংশয়ঃ।।

অত্র লৌহং সর্ব্বচূর্ণসমম্। মধু যষ্টিমধু, পুষ্করং পুষ্করমূলম্। হিক্কায়ামতিপ্রশস্তমেতৎ।

পিপ্পলী, আমলকী, দ্রাক্ষা, কুলবীজের শস্য, যষ্টিমধু, চিনি, বিড়ঙ্গ ও পুষ্করমূল, ইহাদিগের প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, জল দিয়া মাড়িয়া (৫ রতি প্রমাণ) বটিকা করিবে। দোষ বিবেচনা করিয়া যথোপযুক্ত অনুপান-সহ এই ঔষধ তিন দিন সেবন করিলে হিক্কা, বমি এবং মহাশ্বাস নিবারিত হয়। ইহা হিক্কার মহৌষধ।

* কেহ কেহ বলেন "কাষ্ঠমার্জ্জারিকার অর্থ গন্ধপলাশ"; কেহ বা বলেন "কাঠাবলী" নামক ওষধিবিশেষ, তাহারই মূলচূর্ণ ১ ভাগ। কিন্তু কাষ্ঠমার্জ্জারিকা শব্দের এ সকল অর্থের কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মহাশ্বাসারিলৌহম্

কর্ষদ্বয়ং লৌহচূর্ণং কর্ষার্দ্ধমভ্রমেব চ। সিতাকর্ষদ্বয়ঞ্চৈব মধু কর্ষদ্বয়ং তথা।। ত্রিফলা মধুকং দ্রাক্ষা কণা কোলাস্থি বংশজা। তালীশপত্রং বৈড়ঙ্গমেলা পুষ্করকেশরম্।। এতানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কর্ষার্দ্ধঞ্চ সমাংশিকম্। লৌহে চ লৌহদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্।। ততো মাত্রাং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্বুদ্ধা দোষবলাবলম্। ইদং শ্বাসারিলৌহঞ্চ মহাশ্বাসং বিনাশয়েৎ।। কাসং পঞ্চবিধঞ্চৈব রক্তপিত্তং সুদারুণম্। একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব তথৈব সান্নিপাতিকম্। নিহন্তি মাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা।।

লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ১ তোলা, চিনি ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা এবং ত্রিফলা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, কুলআঁটির শাঁস, বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, কুড় ও নাগেশ্বর ইহাদিগের প্রত্যেকের সূক্ষ্ম চূর্ণ ১ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য লৌহপাত্রে ও লৌহদণ্ডে ২ প্রহর মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ মাষা হইতে ২ মাষা। ইহা মধুসহ সেবন করিলে মহাশ্বাস, পঞ্চ প্রকার কাস এবং রক্তপিত্তাদি রোগ নিশ্চয় প্রশমিত হয়।

শ্বাসকুঠারো রসঃ

রসং গন্ধং বিষং টঙ্কং শিলোষণকটুত্রিকম্। সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য দাতব্যো রসঃ শ্বাসকুঠারকঃ।। বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভূতং কাসং শ্বাসং স্বরক্ষয়ম্। নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।।

অত্র মরিচস্য ভাগদ্বয়ং পুনরুক্তত্বাৎ, মাত্রা রক্তিমিতা, বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশাৎ আর্দ্রকরসানুপানম্।

রস, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ, মনছাল, মরিচ এবং ত্রিকটু ইহাদিগের প্রত্যেকের সমান ভাগ; জলের সহিত মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আদার রসসহ সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত শ্বাস, কাস ও স্বরভঙ্গ বিনষ্ট হয়।

তন্ত্রান্তরোক্তঃ শ্বাসকুঠারো রসঃ

রসং গন্ধকং বিষঞ্চৈব টঙ্গণং সমনঃশিলম্। এতানি সমভাগানি মরিচঞ্চাষ্ট টঙ্গণাৎ।। টঙ্গষট্‌কং দ্বিকটুকং খল্লে সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ। রসঃ শ্বাসকুঠারোঽয়ং বিষমশ্বাসকাসজিৎ।। প্রতিশ্যায়ং ক্ষতক্ষীণমেকাদশবিধং ক্ষয়ম্। হৃদ্রোগং পার্শ্বশূলঞ্চ স্বরভেদঞ্চ দারুণম্।। সন্নিপাতং তথা তন্দ্রাং প্রমেহাংশ্চ বিনাশয়েৎ। গতা সংজ্ঞা যদা পুংসাং তদা নস্যং প্রদাপয়েৎ।। ঘ্রাপয়েন্নাসিকারন্ধ্রে সংজ্ঞাকারণমুত্তমম্। সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদৌ চ দুঃসহাঞ্চ শিরোব্যথাম্। অনুপানং পর্ণরসমার্দ্রকস্য রসং তথা।।

টঙ্গণাদষ্টগুণং মরিচম্। ষড়্‌গুণা পিপ্পলী শুণ্ঠী চ।

পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ, মনছাল এই সকল প্রত্যেক ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপ্পলী ৬ তোলা, শুঁঠ ৬ তোলা, একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমিত বটী করিবে। ইহা পাণের রস কিংবা আদার রসের সহিত সেবন করিলে বিষম শ্বাস, কাস, ক্ষয়, হৃদ্রোগ, সন্নিপাত ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। সংজ্ঞা করিবার জন্য ইহার নস্য বিশেষ কার্য্যকর। ইহাতে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক (আধ্কপালে) প্রভৃতি উৎকট শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

শ্বাসভৈরবো রসঃ

রসং গন্ধকং বিষং ব্যোষং মরিচং চব্যচিত্রকম্। আর্দ্রকস্য রসেনৈব সংমর্দ্দ্য বটিকাং ততঃ।। গুঞ্জাদ্বয়প্রমাণেন খাদেৎ তোয়ানুপানতঃ। স্বরভেদং নিহন্ত্যাশু শ্বাসং কাসং সুদুর্জ্জয়ম্।।

অত্রাপি মরিচস্য ভাগদ্বয়ম্।

রস, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, মরিচ, চৈ এবং চিতামূল এই সকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়া আদার রসে মাড়িয়া ২ রতি পরিমিত বটী করিবে; জল সহ সেব্য। ইহা সেবনে শ্বাস, কাস ও স্বরভেদ বিনষ্ট হয়।

সূর্য্যাবর্ত্তো রসঃ

সূতকং গন্ধকো মর্দ্দ্যো * যামৈকং কন্যকাদ্রবৈঃ। দ্বয়োস্তুল্যং তাম্রপত্রং পূর্ব্বকল্কেন লেপয়েৎ।। দিনৈকং বালুকাযন্ত্রে পাচ্যমাদায় চূর্ণয়েৎ। সূর্য্যাবর্ত্তরসো হ্যেষ দ্বিগুঞ্জঃ শ্বাসকাসনুৎ।। ইন্দ্রবারুণিকামূলং দেবদারু কটুত্রয়ম্। শর্করাসহিতং খাদেদূর্দ্ধশ্বাসনিবৃত্তয়ে।।

(এতেষাং চূর্ণং যথাবলং লেহ্যম্, কস্যচিন্মতে ক্বাথঃ।)

পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ১ ভাগ (পাঠান্তরে গন্ধক পারদের অর্দ্ধভাগ) এই উভয় দ্রব্য ঘৃতকুমারীর রসে ১ প্রহর মাড়িয়া উহা দ্বারা ২ ভাগ পরিমিত তাম্রপত্র প্রলিপ্ত করিয়া এক দিন বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পরে ঐ তাম্র উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। ইহার মাত্রা—২ রতি। ঔষধ সেবনান্তে রাখালশসার মূল, দেবদারু ও ত্রিকটু ইহাদের চূর্ণ বা ক্বাথ চিনির সহিত সেব্য। ইহাতে ঊর্দ্ধশ্বাস নিবারিত হয়।

শ্বাসচিন্তামণিঃ

দ্বিকর্ষং লৌহচূর্ণস্য তদর্দ্ধং গন্ধমভ্রকম্। তর্দর্দ্ধং পারদং তাপ্যং পারদার্দ্ধেন মৌক্তিকম্।। শাপমানং হেমচূর্ণং সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ। কণ্টকারীরসৈশ্চাপি শৃঙ্গবেররসৈস্তথা।। ছাগীক্ষীরেণ মধুকৈঃ ক্রমেণ মতিমান্ ভিষক্। গুঞ্জাচতুষ্টয়ঞ্চাস্য বিভীতকসমন্বিতম্। ভক্ষয়েৎ শ্বাসকাসার্ত্তো রাজযক্ষ্মনিপীড়িতঃ।।

লৌহচূর্ণ ৪ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, পারদ ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, মুক্তা অর্দ্ধ তোলা ও স্বর্ণ অর্দ্ধ তোলা; এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মাড়িয়া কণ্টকারীর রসে, আদার রসে, ছাগদুগ্ধে ও যষ্টিমধুর ক্বাথে ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—মধু ও বহেড়া-চূর্ণ। শ্বাস, কাস ও যক্ষ্মরোগে প্রযোজ্য।

হিংস্রাদ্যঘৃতম্

হিংস্রাবিড়ঙ্গপূতীক-ত্রিফলাব্যোষচিত্রকৈঃ। দ্বিক্ষীরং সর্পিষঃ প্রস্থং চতুর্গুণজলান্বিতম্।। কোলমাত্রৈঃ পচেৎ তদ্ধি শ্বাসকাসৌ ব্যপোহতি। অর্শাংস্যরোচকং গুল্মং শকৃদ্‌ভেদং ক্ষয়ং তথা।।

* সূতার্দ্ধো গন্ধকো মর্দ্দ্যঃ ইতি চিন্তামণৌ রসরত্নসমুচ্চয়ে চ পাঠঃ

(হিংস্রা—কালাওকড়া।)

ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ৮ সের, জল ৬ সের। কল্কার্থ—কালাওকড়া, বিড়ঙ্গ, নাটাকরঞ্জার মূল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও চিতা প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত পান করিলে শ্বাস, কাস, অর্শঃ, অরুচি, গুল্ম, মলভেদ ও ক্ষয় প্রশমিত হয়।

তেজোবত্যাদ্যং ঘৃতম্

তেজোবত্যভয়া কুষ্ঠং পিপ্পলী কটুরোহিণী। ভূতিকং পৌষ্করং মূলং পলাশশ্চিত্রকং শটী।। সৌবর্চ্চলং তামলকী সৈন্ধবং বিল্বপেষিকা। তালীশপত্রং জীবন্তী বচা তৈরক্ষসম্মিতৈঃ।। হিঙ্গুপাদৈর্ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ তোয়চতুর্গুণে। এতদ্ যথাবলং পীত্বা হিক্কাশ্বাসৌ জয়েন্নরঃ। শোথানিলার্শোগ্রহণী হৃৎপার্শ্বরুজ এব চ।।

ঘৃত ৪ সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ—চৈ, হরীতকী, কুড়, পিপুল, কট্‌কী, কত্তৃণ, পুষ্করমূল, পলাশ, চিতা, শটী, সৌবর্চ্চল, ভূম্যামলকী, সৈন্ধব, বেলশুঁঠ, তালীশপত্র, জীবন্তী ও বচ প্রত্যেক ২ তোলা, হিং অর্দ্ধ তোলা। যথাবিহিত নিয়মানুসারে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে হিক্কা, শ্বাস, শোথ, বাতার্শঃ, গ্রহণীরোগ এবং হৃদয় ও পার্শ্ববেদনা নিবারিত হয়।

কনকাসবঃ

সংক্ষুদ্য কনকং শাখামূলপত্রফলৈঃ সহ। ততশ্চতুষ্পলং গ্রাহ্যং বৃষমূলত্বচস্তথা।। মধুকং মাগধী ব্যাঘ্রী কেশরং বিশ্বভেষজম্। ভার্গী তালীশপত্রঞ্চ সংচূর্ণ্যৈষাং পলদ্বয়ম্।। সংগৃহ্য ধাতকীপ্রস্থং দ্রাক্ষায়াঃ পলবিংশতিম্। জলদ্রোণদ্বয়ং দত্ত্বা শর্করায়াস্তুলাং তথা।। ক্ষৌদ্রস্যার্দ্ধতুলাঞ্চাপি সর্ব্বং সংমিশ্র্য যত্নতঃ। ভাণ্ডে নিক্ষিপ্য চাবৃত্য নিদধ্যান্মাসমাত্রকম্।। নিহন্তি নিখিলান্ শ্বাসান্ কাসং যক্ষ্মাণমেব চ। ক্ষতক্ষীণং জ্বরং জীর্ণং রক্তপিত্তমুরঃক্ষতম্।।

শাখা মূল পত্র ও ফল সহিত কুট্টিত ধুস্তূর ৪ পল, বাসকমূলের ছাল ৪ পল, যষ্টিমধু, পিপুল, কণ্টকারী, নাগেশ্বর, শুঁঠ, বামুনহাটী, তালীশপত্র প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল, ধাইফুল ১৬ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, জল ১২৮ সের, চিনি সাড়ে বার সের ও মধু ৬ সের, এই সমুদয় উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া আবৃত পাত্রে ১ মাস রাখিয়া পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার শ্বাস, কাস ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। মাত্রা—২ তোলা।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

হিক্কারোগে পথ্যানি

স্বেদনং বমনং নস্যং ধূমপানং বিরেচনম্। নিদ্রা স্নিগ্ধানি চান্নানি মৃদুনি লবণানি চ।। জীর্ণাঃ কুলত্থা গোধূমাঃ শালয়ঃ ষষ্টিকা যবাঃ। এণতিত্তিরিলাবাদ্যা জাঙ্গলা মৃগপক্ষিণঃ।। পক্বং কপিত্থং লশুনং পটোলং বালমূলকম্। পৌষ্করং কৃষ্ণতুলসী মদিরা নলদম্বু চ।। উষ্ণোদকং মাতুলুঙ্গং মাক্ষিকং সুরভীজলম্। অন্নপানানি সর্ব্বাণি বাতশ্লেষ্মহরাণি চ।। শীতাম্বুসেকঃ সহসা ত্রাসো বিস্মাপনং ভয়ম্। ক্রোধো হর্ষঃ প্রিয়োদ্বেগঃ প্রাণায়ামনিষেবণম্।। দগ্ধসিক্তমৃদাঘ্রাণং কূর্চ্চে ধারাজলার্পণম্। নাভ্যূর্দ্ধঘাতনং দাহো দীপদগ্ধহরিদ্রয়া। পাদয়োর্দ্ব্যঙ্গুলান্নাভে রূর্দ্ধঞ্চেষ্টানি

হিক্কিনাম্।।

স্বেদক্রিয়া, বমন, নস্য, ধূমপান, বিরেচন, নিদ্রা, স্নিগ্ধ অথচ লঘু অন্ন, সৈন্ধবলবণ, পুরাতন কুলথকলায়, গোধূম, শালি ধান্য, ষষ্টিক ধান্য ও যব, এণ (কৃষ্ণহরিণ), তিত্তিরি ও লাব পক্ষী এবং জাঙ্গল মৃগপক্ষির মাংস, পাকা কয়েৎবেল, লশুন, পটোল, কচি মূলা, পুষ্করমূল, কৃষ্ণতুলসী, মদ্য, নিম্ব, গরম জল, ছোলঙ্গলেবু, মধু, গোমূত্র, কফবায়ুনাশক অন্নপানীয়, শীতল জল দ্বারা পরিষেক, হঠাৎ ত্রাস বিস্ময় ভয় ক্রোধ ও হর্ষ উৎপাদন, প্রিয়বিচ্ছেদাদি হেতুক উদ্বেগ, প্রাণায়াম, এই সকল হিক্কারোগে হিতকর। জলসিক্ত পোড়ামাটির ঘ্রাণ, কূর্চ্চস্থানে জলের ধারা, নাভির ঊর্দ্ধদেশে পীড়ন এবং পাদদ্বয়ের দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে ও নাভির দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে দীপদগ্ধ-হরিদ্রা দ্বারা দাহ, এই সমস্ত হিক্কারোগে হিতকর।

হিক্কারোগেঽপথ্যানি

বাতমূত্রোদগারকাস-শকৃদ্বেগবিধারণম্। রজোঽনিলাতপায়াসান্ বিরুদ্ধান্যশনানি চ।। বিষ্টম্ভীনি বিদাহীনি রুক্ষাণি কফদানি চ। নিষ্পাবং পিষ্টকং মাষং পিণ্যাকানূপজামিষম্।। অবিদুগ্ধং দন্তকাষ্ঠং বস্তিং মৎস্যাংশ্চ সর্ষপান্। অম্লং তুম্বীফলং কন্দং তৈলভৃষ্টমুপোদিকাম্। গুরু শীতঞ্চান্নাপানং হিক্কারোগী বিবর্জ্জয়েৎ।।

বায়ু মূত্র উদগার কাস এবং মলের বেগধারণ, ধূলি বায়ু ও রৌদ্রসেবন, শ্রমজনক কার্য্য, বিরুদ্ধভোজন, বিষ্টম্ভিদ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য, রুক্ষদ্রব্য, কফকর দ্রব্য, শিম, পিষ্টক, মাষকলায়, পিণ্যাক (তিলসর্ষপাদির কল্ক) ও অনূপদেশজাত মাংস, মেষীদুগ্ধ, দন্তধাবন, বস্তিক্রিয়া, মৎস্য, সর্ষপ, অম্লদ্রব্য, লাউ, কন্দশাক (আলু, ওল প্রভৃতি), তৈলভৃষ্ট দ্রব্য, পুঁইশাক এবং গুরু ও শীতল অন্নপানীয়, এই সমস্ত হিক্কারোগে অহিতজনক।

শ্বাসরোগে পথ্যানি

বিরেচনং স্বেদনধূমপানং প্রচ্ছর্দ্দনানি স্বপনং দিবা চ। পুরাতনাঃ যষ্টিকরক্তশালি-কুলথগোধূমযবাঃ প্রশস্তাঃ।। শশাহিভুক্তিত্তিরিলাবদক্ষ-শুকাদয়ো ধন্বমৃগদ্বিজাশ্চ। পুরাতনং সর্পিরজাপ্রসূতং পয়ো ঘৃতঞ্চাপি সুরা মধূনি।। নিদিগ্ধিকা বাস্তুকতণ্ডুলীয়ং জীবন্তিকামূলকপোতিকঞ্চ। পটোলবার্ত্তাকুরসোনপথ্যা-জম্বীরবিম্বীফলমাতুলুঙ্গম্।। দ্রাক্ষা ত্রুটিঃ পৌষ্করমুষ্ণবারি কটুত্রয়ং গোজনিতঞ্চ মূত্রম্। অন্নানি পানানি চ ভেষজানি কফানিলঘ্নানি চ যানি যানি।। বক্ষঃ প্রদেশদপি পার্শ্বযুগ্মে করস্থয়োর্মধ্যময়োর্দ্ধয়োশ্চ। প্রদীপ্তলৌহেন চ কণ্ঠকূপে দাহোঽপি চ শ্বাসিনি পথ্যবর্গঃ।।

বিরেচন, স্বেদ, ধূমপান, বমন, দিবানিদ্রা, পুরাতন যষ্টিক ও রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন, কুলথ-কলায়, যব, গম, শশক, ময়ূর, তিত্তিরি পাখী, লাবপক্ষী, কুক্কুট, শুকাদি পক্ষী, ধন্বদেশজ পাখী ও মৃগের মাংস, পুরাতন ঘৃত, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, সুরা, মধু, কণ্টকারী, বেতুয়াশাক, ক্ষুদে নটেশাক, জীবন্তীশাক, কাঁচিমূলা, নাটার পাতা, পটোল, বেগুন, রসুন, হরীতকী, জাম্বীরলেবু, তেলাকুচা, ছোলঙ্গ, কিসমিস্, ছোট এলাইচ, পুষ্করমূল, গরমজল, ত্রিকটু, গোমূত্র ও কফবায়ুনাশক অন্ন-পানীয় এবং ভেষজ, বক্ষঃপ্রদেশ হইতে উভয় পার্শ্বে, হস্তদ্বয়ের মধ্যাঙ্গুলিমূলে ও কণ্ঠকূপে উত্তপ্ত

লৌহ দ্বারা দাহ, এই সমস্ত শ্বাসরোগে হিতজনক।

শ্বাসরোগেঽপথ্যানি

মূত্রোদগারচ্ছর্দ্দিতৃট্‌কাসরোধো নস্যং বস্তির্দন্তকাষ্ঠং শ্রমশ্চ। অধ্বা ভারো রেণবঃ সূর্য্যপাদা বিষ্টম্ভীনি গ্রাম্যধর্ম্মো বিদাহি।। আনূপানামামিষং তৈলভৃষ্টং নিস্পাবঞ্চ শ্লেষ্মকারীণি মাষঃ। রক্তস্রাব পূর্ব্ববাতোঽনুপানং মেষীসর্পির্দুগ্ধমম্ভোঽপি দুষ্টম্।। মৎস্যাঃ কন্দাঃ সর্ষপাশ্চান্নপানং রুক্ষং শীতং গুর্ব্বপি শ্বাস্যমিত্রম্।।

মূত্রবেগ, উদগারবেগ, বমনবেগ, তৃষ্ণাবেগ এবং কাসবেগ ধারণ, নস্য, বস্তিক্রিয়া, দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন, পরিশ্রম, পথপর্য্যটন, ভারবহন, ধূলি ও রৌদ্রসেবন, বিষ্টম্ভিদ্রব্য, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, বিদাহিদ্রব্য, আনূপমাংস, তৈলভৃষ্ট দ্রব্য, শিম, কফকারক দ্রব্য, মাষকলায়, রক্তমোক্ষণ, পূর্ব্ববায়ুসেবন, অনুপান (আহার বিহারাদির পর শীতল জলাদিপান), মেষীদুগ্ধ, মেষীঘৃত, দূষিত জল, মৎস্য, কন্দশাক (আলু, শূরণ প্রভৃতি), সর্ষপ, রুক্ষ শীতল ও গুরু অন্ন পানীয়, এই সকল শ্বাসরোগির অহিতজনক।

দ-সংগ্রহে হিক্কাশ্বাসরোগাধিকারঃ।

স্বরভেদাধিকার

স্বরভেদ-নিদানম্

অত্যুচ্চভাষণবিষাধ্যয়নাভিঘাত-সন্দূষণৈঃ প্রকুপিতাঃ পবনাদয়স্তু। স্রোতঃসু তে স্বরবহেষু গতাঃ প্রতিষ্ঠাং হন্যুঃ স্বরং ভবতি চাপি হি ষড়্‌বিধঃ সঃ।। বাতাদিভিঃ পৃথক্ সর্ব্বৈর্মেদসা চ ক্ষয়েণ চ।। বাতেন কৃষ্ণনয়নাননমূত্রবর্চ্চাঃ ভিন্নং শনৈর্বদতি গর্দ্দভবৎ স্বরঞ্চ। পিত্তেন পীতনয়নাননমূত্রবর্চ্চাঃ ব্রূয়াদ্ গলেন স চ দাহসমন্বিতেন।। ব্রূয়াৎ কফেন সততং কফরুদ্ধকণ্ঠঃ স্বল্পং শনৈর্বদতি চাপি দিবা বিশেষাৎ। সর্ব্বাত্মকে ভবতি সর্ব্ববিকারসম্পৎ তঞ্চাপ্যসাধ্যমৃষয়ঃ স্বরভেদমাহুঃ।। ধূপ্যেত বাক্ ক্ষয়কৃতে ক্ষয়মাপ্নুয়াচ্চ বাগেষ চাপি হতবাক্ পরিবর্জ্জনীয়ঃ। অন্তর্গতং স্বরমলক্ষ্যপদং চিরেণ মেদোহন্বয়াদ্ বদতি দিগ্ধগলস্তৃষার্ত্তঃ।।

অতি উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন ও বেদাদিপাঠ এবং বিষপান ও কণ্ঠদেশে আঘাত এই সকল কারণে ও এবংবিধ অন্য কারণে বাতাদিদোষ প্রকুপিত হইয়া স্বরবহ ধমনীচতুষ্টয়ে অধিগত হইয়া স্বর নষ্ট করে। ইহাতেই স্বরভেদ রোগ উৎপন্ন হয়। স্বরভেদ ছয় প্রকার, যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, মেদোজ ও ক্ষয়জ।

বাতিক স্বরভেদে মল মূত্র নয়ন ও আনন কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং গর্দ্দভের ন্যায় কর্ণোদ্বেজক স্বর অল্পে অল্পে নির্গত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক স্বরভেদে মল মূত্র নয়ন ও আনন পীতবর্ণ হয় এবং বাক্যকথনের সময় গলদেশে দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক স্বরভেদে কণ্ঠদেশ সতত শ্লেষ্মা দ্বারা রুদ্ধ থাকায় অতি অল্প অল্প বাক্য নিঃসৃত হয়, কিন্তু

দিবাভাগে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা কফের মন্দীভাব হওয়াতে রোগী অপেক্ষাকৃত ভালরূপ কথা কহিয়া থাকে।

সান্নিপাতিক স্বরভেদে উক্ত বাতাদি দোষত্রয়ের লক্ষণসকল প্রকাশিত হয়। এই স্বরভেদকে ঋষিরা অসাধ্য কহিয়া থাকেন।

ধাতুক্ষয়জনিত স্বরভেদে বাক্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং রোগির বোধ হয় যেন উহা ধূমের সহিত নির্গত হইতেছে, অর্থাৎ কণ্ঠদেশ হইতে ধূম নির্গমকালে যেরূপ বেদনা অনুভূত হয়, বাক্য কথনকালে তদ্রূপ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। ক্ষয়জনিত স্বরভেদরোগে রোগী হতবাক্ অর্থাৎ বাক্যকথনে অসমর্থ হইলে তাহাকে ত্যাগ করিবে।

মেদোজ স্বরভেদে গলদেশ শ্লেষ্মা বা মেদো দ্বারা লিপ্ত হয়। সুতরাং রোগী কণ্ঠলগ্ন অস্পষ্ট বাক্য বিলম্বে উচ্চারণ করে ও পিপাসায় কাতর হয়।

স্বরভেদ-চিকিৎসা

বাতাদিজনিতশ্বাস-কাসঘ্না যে প্রকীর্ত্তিতাঃ। যোগাস্তানত্র যুঞ্জীত যথাদোষং চিকিৎসকঃ।।

বাতাদি দোষজনিত শ্বাসঘ্ন ও কাসঘ্ন যে সকল যোগ কথিত হইয়াছে, চিকিৎসক বিবেচনাপূর্ব্বক দোষানুসারে স্বরভেদে সেই সকল যোগ প্রয়োগ করিবেন।

বাতে সলবণং তৈলং পিত্তে সর্পিঃ সমাক্ষিকম্। কফে সক্ষারকটুকং ক্ষৌদ্রং কবড় ইষ্যতে।।
গলে তালুনি জিহ্বায়াং দন্তমূলেষু চাশ্রিতঃ। তেন নিষ্ক্রম্যতে শ্লেষ্মা স্বরশ্চাস্য প্রসীদতি।।
স্বরোপঘাতে মেদোজে কফবদ্ বিধিরিষ্যতে। ক্ষয়জে সর্ব্বজে চাপি প্রত্যাখ্যায় চরেৎ ক্রিয়াম্।।

বাতজ স্বরভেদে লবণের সহিত ঈষদুষ্ণ তৈল, পিত্তজ স্বরভেদে মধুর সহিত ঘৃত এবং কফজ স্বরভেদে মধুর সহিত যবক্ষার ও ত্রিকটু মিলিত করিয়া কবল করিবে। তদ্দ্বারা গলা তালু জিহ্বা ও দন্তমূলাশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত ও স্বর বিশুদ্ধ হইবে। মেদোজ স্বরভেদে কফজ স্বরভেদের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ক্ষয়জ ও ত্রিদোষজ স্বরভেদ দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া রোগিকে প্রত্যাখ্যান এবং ত্রিদোষজ স্বরভেদে বাতাদি ত্রিদোষোক্ত চিকিৎসা করিবে।

আদ্যে কোষ্ণং জলং পেয়ং জগ্ধা ঘৃতগুড়ৌদনম্। ক্ষীরানুপানং পিত্তোত্থে পিবেৎ সর্পিরতন্দ্রিতঃ।।
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচিং বিশ্বভেষজম্। পিবেন্মূত্রেণ মতিমান্ কফজে স্বরসংক্ষয়ে।।

বাতপ্রধান স্বরভঙ্গে ঘৃত ও গুড়ের সহিত অন্ন ভোজন করিয়া ঈষদুষ্ণ জল পান করিবে। পিত্তাধিক স্বরভেদে দুগ্ধানুপানে বাসাঘৃতাদি পান কর্ত্তব্য। কফজ স্বরভেদে পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ গোমূত্রের সহিত পান করিবে।

তৈলাক্তং স্বরভেদে বা খদিরং ধারয়েন্মুখে। পথ্যাং বা পিপ্পলীযুক্তাং সংযুক্তাং নাগরেণ বা।।

স্বরভঙ্গ রোগে তৈলাক্ত খদির অথবা হরীতকী ও পিপুলচূর্ণ কিংবা হরীতকী ও শুঁঠচূর্ণ মুখে ধারণ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

অজমোদাং নিশাং ধাত্রীং ক্ষারং বহ্নিং বিচূর্ণ্য চ। মধুসর্পির্যুতং লীঢ়া স্বরভেদমপোহতি।।

বনযমানী, হরিদ্রা, আমলকী, যবক্ষার ও চিতা সমভাগে লইয়া বিচূর্ণিত এবং ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে স্বরভেদ বিনষ্ট হয়।

বদরীপত্রকল্কং বা ঘৃতভৃষ্টং সসৈন্ধবম্। স্বরোপঘাতে কাসে চ লেহমেনং প্রযোজয়েৎ।।

সৈন্ধবের সহিত কুলপাতা পেষণ করিয়া, সেই পেষিত কল্ক বহুল ঘৃতে ভাজিয়া, সেই ঘৃতসহ আলোড়িত করিয়া লেহন করিলে স্বরভেদ ও কাস প্রশমিত হয়।

শর্করামধুমিশ্রাণি শৃতানি মধুরৈঃ সহ। পিবেৎ পয়াংসি যস্যোচ্চৈর্বদতোঽভিহতঃ স্বরঃ।।

উচ্চ কথা বলিতে যাহার স্বরভঙ্গ হয়, সেই ব্যক্তি কাকোল্যাদিগণের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

মৃগনাভ্যাদিরবলেহঃ

মৃগনাভিঃ সসূক্ষ্মৈলা লবঙ্গকুসুমানি চ। ত্বক্ক্ষীরী চেতি লেহোঽয়ং মধুসর্পিঃসমাযুতঃ। বাক্স্তম্ভমুগ্রং জয়তি স্বরভ্রংশসমন্বিতম্।।

মৃগনাভি, ছোট এলাইচ, লবঙ্গ ও বংশলোচন, ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহন করিলে বাক্স্তম্ভ ও স্বরভ্রংশ নিবারিত হয়।

চব্যাদিচূর্ণম্

চব্যাম্লবেতসকটুত্রিকতিন্তিড়ীক-তালীশজীরকতুগাদহনৈঃ সমাংশৈঃ। চূর্ণং গুড়ৈর্বিমৃদিতং ত্রিসুগন্ধিযুক্তং বৈস্বর্য্যপীনসকফারুচিষু প্রশস্তম্।।

(তিন্তিড়ীকং মহার্দ্রকম্)

চৈ, অম্লবেতস, ত্রিকটু, মহাদা, তালীশপত্র, জীরা, বংশলোচন, চিতামূল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া পুরাতন গুড়ের সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে স্বরভঙ্গ, পীনস ও শ্লৈষ্মিক অরুচি নষ্ট হয়।

নিদিগ্ধিকাবলেহঃ

নিদিগ্ধিকা তুলা গ্রাহ্যা তদর্দ্ধং গ্রন্থিকস্য তু। তদর্দ্ধং চিত্রকস্যাপি দশমূলঞ্চ তৎসমম্।। জলদ্রোণদ্বয়ে ক্বাথং গৃহ্নীয়াদাঢ়কং ততঃ। পূতে ক্ষিপেৎ তদর্দ্ধন্তু পুরাণস্য গুড়স্য চ।। সর্ব্বমেকত্র কৃত্বা তু লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ। অষ্টৌ পলানি পিপ্পল্যাস্ত্রিজাতকপলং তথা।। মরিচস্য পলঞ্চৈকং সর্ব্বমেকত্র চূর্ণিতম্। মধুনঃ কুড়বং দত্ত্বা তদশ্নীয়াদ্ যথানলম্।। নিদিগ্ধিকাবলেহোঽয়ং ভিষগ্ভির্মুনিভির্মতঃ। স্বরভেদহরো মুখ্যঃ প্রতিশ্যায়হরস্তথা।। কাসশ্বাসাগ্নিমান্দ্যাদি-গুল্মমেহগলাময়ান্। আনাহমূত্রকৃচ্ছ্রাণি হন্যাদ্ গ্রন্থ্যর্ব্বুদানি চ।

কণ্টকারী সাড়ে ১২ সের, পিপুলমূল সোয়া ৬ সের, চিতা ৩ সের ২ পোয়া এবং দশমূল ৩ সের ২ পোয়া, এই সমস্ত একত্র ১২৮ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। তদনন্তর ছাঁকিয়া উহার সহিত ৮ সের পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পাক করিবে। লেহবৎ

ঘন হইলে উহাতে পিপুলচূর্ণ ৮ পল, ত্রিজাতক (দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপত্র) চূর্ণ মিলিত ১ পল ও মরিচচূর্ণ ১ পল প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে অর্দ্ধসের মধু উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া ইহা উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে স্বরভেদ, প্রতিশ্যায়, শ্বাস, কাস ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি শ্লোকোল্লিখিত রোগসকল বিনষ্ট হয়।

কল্যাণাবলেহঃ

সহরিদ্রা বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্। অজাজী চাজমোদা চ যষ্টীমধুকসৈন্ধবম্।। এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। তচ্চূর্ণং সর্পিষালোড্য প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ।। একবিংশতিরাত্রেণ ভবেচ্ছ্রুতিধরো নরঃ। মেঘদুন্দুভিনির্ঘোষো মত্তকোকিলনিস্বনঃ। জড়গদগদমূকত্বং লেহঃ কল্যাণকো জয়েৎ।।

হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপুল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, যষ্টিমধু (যষ্টিমধুক অর্থে কেহ কেহ বামুনহাটী ও যষ্টিমধু গ্রহণ করিয়া থাকেন) ও সৈন্ধবলবণ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান পরিমাণে লইয়া তাহা গব্যঘৃতে আলোড়িত করিয়া সেই ঘৃত প্রত্যহ সেবন করিলে ৩ সপ্তাহের মধ্যে মনুষ্য শ্রুতিধর ও সুস্বরবিশিষ্ট হয়।

ভৈরবো রসঃ

রসং গন্ধং বিষং টঙ্গং মরিচং চব্যচিত্রকম্। আর্দ্রকস্য রসেনৈব সংমর্দ্দ্য বটিকাং ততঃ।। গুঞ্জাত্রয়প্রমাণেন খাদেৎ তোয়ানুপানতঃ। স্বরভেদং নিহন্ত্যাশু শ্বাসং কাসং সুদুস্তরম্।।

পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, মরিচ, চৈ ও চিতা, এই সকল দ্রব্য একত্র করত আদার রসে মাড়িয়া তিন কুঁচ পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—জল। ইহাতে স্বরভেদ, শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হয়।।

ত্র্যম্বকাভ্রম্

অভ্রং মেচকমারিতং পলমিতং ব্যাঘ্রী বলা গোক্ষুরং কন্যাপিপ্পলিমূলভৃঙ্গবৃষকাঃ পত্রং তথা বাদরম্। ধাত্রীরাত্রিগুড়ূচিকাঃ পৃথগতঃ সত্ত্বৈঃ পলাংশৈর্যুতং সংমর্দ্দ্যাতিমনোরমং সুবলিতং কৃত্বা যদা সেবিতম্।। বাতোত্থং কফপিত্তজং স্বরগতং যচ্চ ত্রিদোষাত্মকমত্যুচ্চৈবদতো হতং বহুবিধং পানীয়দোষোদ্ভবম্। কাসং শ্বাসমুরোগ্রহং সযকৃতং হিক্কাং তৃষাং কামলামর্শাংসি গ্রহণীজ্বরং বহুবিধং শোথং ক্ষয়ঞ্চার্ব্বুদম্।। হন্তি ত্র্যম্বকমভ্রমদ্ভুততরং বৃষ্যাতিবৃষ্যং পরম্ রং রসায়নবরং সর্ব্বাময়ধ্বংসি তৎ।।

জারিত কৃষ্ণাভ্র ১ পল পরিমাণে লইয়া কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, ঘৃতকুমারী, পিপুলমূল, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, কুলপত্র, আমলা, হরিদ্রা ও গুলঞ্চ, ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার স্বরভঙ্গ, কাস, শ্বাস, উরোগ্রহ, গ্রহণী, জ্বর, শোথ ও হিক্কা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। ইহা অগ্নিকারক ও রসায়ন।

ব্যাঘ্রীঘৃতম্

ব্যাঘ্রীস্বরসবিপক্ক রাস্নাব্যাট্যালগোক্ষুরাব্যোষৈঃ। সর্পিঃ স্বরোপঘাতং হন্যাৎ কাসঞ্চ পঞ্চবিধম্।
শুষ্কদ্রব্যমুপাদায় স্বরসানামসম্ভবে। বারিণ্যষ্টগুণে সাধ্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্।।

গব্য ঘৃত ৪ সের, কণ্টকারীর রস ১৬ সের; কল্কার্থ—রাস্না, বেড়েলা, গোক্ষুর, ত্রিকটু মিলিত ১ সের। কাঁচা কণ্টকারী না পাওয়া গেলে শুষ্ক কণ্টকারী ৮ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথের সহিত ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা—২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে স্বরভেদ ও কাস নিবারিত হয়।

সারস্বতঘৃতম্ (ব্রাহ্মীঘৃতম্)

সমূলপত্রামাদায় ব্রাহ্মীং প্রক্ষাল্য বারিণা। উদূখলে ক্ষোদয়িত্বা রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ।। রসে চতুর্গুণে তস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। ঔষধানি তু পেষ্যাণি তানীমানি প্রদাপয়েৎ।। হরিদ্রা মালতী কুষ্ঠং ত্রিবৃতা সহরীতকী। এতেষাং পলিকান্ ভাগান্ শেষাণি কার্ষিকাণি চ।। পিপল্যোহথ বিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং শর্করা বচা। সর্ব্বমেতৎ সমালোড্য শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।। এতৎ-প্রাশিতমাত্রেণ বাগ্বিশুদ্ধিঃ প্রজায়তে। সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে।। অর্দ্ধমাসপ্রয়োগেণ সোমরাজীবপুর্ভবেৎ। মাসমাত্রপ্রয়োগেণ শ্রুতমাত্রন্তু ধারয়েৎ।। হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি অর্শাংসি বিবিধানি চ। পঞ্চ গুল্মান্ প্রমেহাংশ্চ কাসং পঞ্চবিধং তথা।। বন্ধ্যানামপি নারীণাং নরাণমল্পরেতসাম্। ঘৃতং সারস্বতং নাম বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।।

(ইদানীন্তনৈরিদং ব্রাহ্মীঘৃতমুচ্যতে।)

মূল ও পত্র সহ ব্রাহ্মীশাক জলে ধৌত করিয়া উদূখলে পেষণ করত তাহার রস নিঙড়াইয়া লইবে। এই রস ১৬ সের, ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ—হরিদ্রা, মালতীপুষ্প, কুড়, তেউড়ীমূল ও হরীতকী প্রত্যেক ১ পল, পিপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, চিনি ও বচ প্রত্যেক ২ তোলা। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে (এক্ষণে ইহা ব্রাহ্মীঘৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ)। সপ্তরাত্র ইহা সেবন করিলে কিন্নরের ন্যায় গীতশক্তি, অর্দ্ধমাস সেবন করিলে চন্দ্রের ন্যায় কান্তি, এবং ১ মাস সেবন করিলে স্মৃতিশক্তির অত্যন্ত প্রাখর্য্য হয়। ইহা দ্বারা স্বরবিকৃতি, কুষ্ঠ, অর্শঃ, গুল্ম, প্রমেহ ও কাস প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

ভৃঙ্গরাজাদ্যং ঘৃতম্

ভৃঙ্গরাজামৃতবল্লীবাসকদশমূলকাসমর্দ্দরসৈঃ। সর্পিঃ সপিপ্পলীকং সিদ্ধং স্বরভেদকাসজিন্মধুনা।।

ঘৃত ৪ সের। ভৃঙ্গরাজ, গুলঞ্চ, বাসক, দশমূল ও কালকাসুন্দে ইহাদের ক্বাথ ১৬ সের এবং পিপুলের কল্ক ১ সের। এই ক্বাথ ও কল্ক সহ যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া শীতল হইলে ১সের মধু প্রক্ষেপ দিবে। এই ঘৃত পান করিলে স্বরভেদ ও কাসরোগ নিবারিত হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

স্বরভেদে পথ্যানি

স্বেদো বস্তির্ধূমপানং বিরেকঃ কবলগ্রহঃ। নস্যং ভালে শিরাবেধো যবা লোহিতশালয়ঃ।। হংসাটবীতাম্রচূড়-কেকিমাংসরসাঃ সুরা। গোকণ্টকঃ কাকমাচী জীবন্তী বালমূলকম্। দ্রাক্ষা পথ্যা মাতুলুঙ্গং লশুনং লবণার্দ্রকম্। তাম্বূলং মরিচং সর্পিঃ পথ্যানি স্বরভেদিনাম্।

স্বেদ, বস্তিক্রিয়া, ধূমপান, বিরেচন, কবলধারণ, নস্য, কপালে শিরাবেধ এবং যব ও রক্তশালি স্বরভেদরোগে পথ্য। হংস, বন্য কুক্কুট ও ময়ূর মাংসের রস, সুরা (মদ্যবিশেষ), গোক্ষুর, কাকমাচী, জীবন্তীশাক, কচিমূলা, দ্রাক্ষা, হরীতকী, ছোলঙ্গ লেবু, রসুন, সৈন্ধব, আদা, তাম্বূল, গোলমরিচ ও ঘৃত, এই সমস্ত স্বরভেদরোগির পথ্য।

স্বরভেদেঽপথ্যানি

আমং কপিত্থং বকুলং শালূকং জাম্ববানি চ। তিন্দুকানি কষায়াণি বমিং স্বপ্নং প্রজল্পনম্। অনুপানঞ্চ যত্নেন স্বরভেদী বিবর্জ্জয়েৎ।।

কাঁচা কয়েৎবেল, বকুল, শালূক (কুমুদাদির মূল), জামফল, গাব, কষায়দ্রব্য, বমন, নিদ্রা, অধিক বাক্যকথন এবং অনুপান (আহার বিহারাদির পর শীতল জলাদিপান), এই সকল স্বরভেদরোগির অপথ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে স্বরভেদাধিকারঃ।

অরোচকাধিকার

অরোচক-নিদানম্

বাতাদিভিঃ শোকভয়াতিলোভক্রোধৈর্মনোঘ্নাশনরূপগন্ধৈঃ। অরোচকাঃ স্যুঃ পরিহৃষ্টদন্তঃ কষায়বক্ত্রশ্চ মতোঽনিলেন।। কট্বম্লমুষ্ণং বিরসঞ্চ পূতি পিত্তেন বিদ্যাল্লবণঞ্চ বক্ত্রম্। মাধুর্য্যপৈচ্ছিল্যগুরুত্বশৈত্য বিবদ্ধসম্বন্ধযুতং কফেন।। অরোচকে শোকভয়াতিলোভ-ক্রোধাদ্যহৃদ্যাশুচিগন্ধজে স্যাৎ। স্বাভাবিকঞ্চাস্যমথারুচিশ্চ ত্রিদোষজে নৈকরসং ভবেৎ তু।। হৃচ্ছূলপীড়নযুতং পবনেন পিত্তাৎ তৃড়্দাহচোষবহুলং সকফপ্রসেকম্। শ্লেষ্মাত্মকং বহুরুজং বহুভিশ্চ বিদ্যাদ্-বৈগুণ্যমোহজড়তাভিরথাপরঞ্চ।।

অরোচক পাঁচ প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ অরোচক এবং শোক, ভয়, অতিলোভ, অতিক্রোধ ও ঘৃণাজনক আহার, ঘৃণাজনক রূপ, ঘৃণাজনক গন্ধ এই সকল আগন্তু কারণে উৎপন্ন আগন্তুজ অরোচক।

তন্মধ্যে বাতজ অরোচকে মুখ কষাররসবিশিষ্ট এবং দন্ত অম্লভোজনের ন্যায় হর্ষযুক্ত হইয়া থাকে। পৈত্তিক অরোচকে মুখ তিক্ত, অম্ল, বিস্বাদ, দুর্গন্ধি ও উষ্ণ হয় এবং শ্লৈষ্মিক অরোচকে মুখ লবণ, মধুর, পিচ্ছিল, গুরু, শীতল আহারাক্ষম ও কফলিপ্ত হইয়া থাকে।

শোক, ভয়, অতিলোভ, ক্রোধ এবং অহৃদ্য ও অপবিত্র গন্ধ এই সকল আগন্তু কারণজাত অরোচকে মুখ স্বাভাবিক রসবিশিষ্ট থাকে অর্থাৎ আস্বাদের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না, কিন্তু অরুচি হয়। ত্রিদোষজ অরোচকে মুখ একরূপ রসবিশিষ্ট থাকে না, বাতজাদি অরোচকোক্ত সকল প্রকার রসই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাতজনিত অরোচকে হৃদয় শূলবেদনাযুক্ত, পৈত্তিক অরোচকে তৃষ্ণা, দাহ ও চূষণবৎ পীড়া, শ্লৈষ্মিক অরোচকে কফপ্রসেক হয় এবং ত্রিদোষজ অরোচকে বাতজাদি ত্রিবিধ অরোচকেরই লক্ষণসকল ঘটিয়া থাকে। আগন্তুজে অর্থাৎ শোকাদি আগন্তুক কারণজাত অরোচকে ব্যাকুল-চিত্ততা, মোহ ও জড়তা উপস্থিত হয়।*

অরোচক-চিকিৎসা

বস্তিং সমীরণে পিত্তে বিরেকং বমনং কফে। কুর্য্যাদ্ হৃদ্যানুকূলানি হর্ষণঞ্চ মনোঘ্নজে।।

বাতিক অরুচি রোগে বস্তিক্রিয়া, পৈত্তিকে বিরেচন, কফজে বমন এবং মনোবিঘাতজনিত অরোচকে হৃদ্য অনুকূল ও হর্ষণক্রিয়া কর্ত্তব্য।

ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং লবণার্দ্রকভক্ষণম্। রোচনং দীপনং বহ্নের্জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্।।

প্রত্যহ দিবাভোজনের পূর্ব্বে লবণ ও আদা একত্র ভক্ষণ করিলে আহারে রুচি, অগ্নির দীপ্তি এবং জিহ্বা ও কণ্ঠের বিশোধন হয়।

কুষ্ঠং সৌবর্চ্চলাজাজী শর্করা মরিচং বিড়ম্। ধাত্র্যেলাপদ্মকোশীর-পিপ্পলীচন্দনোৎপলম্।।
লোধ্রং তেজোবতী পথ্যা ত্র্যূষণং সযবাগ্রজম্। আর্দ্রদাড়িমনির্য্যাসশ্চাজাজী শর্করা তথা।।
সতৈলমাক্ষিকাস্ত্বেতে চত্বারঃ কবড়গ্রহাঃ। চতুরো রোচকান্ হন্যুর্বাতাদ্যেকজসর্ব্বজান্।।

কুড়, সচললবণ, জীরা, চিনি, মরিচ ও বিট্‌লবণ; আমলকী, এলাইচ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, পিপুল, চন্দন ও নীলোৎপল; লোধ, চৈ, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও যবক্ষার; কচি দাড়িমের রস, জীরা ও চিনি; এই চারি প্রকার যোগ (চূর্ণ) মধু ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কবল ধারণ করিলে বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও ত্রিদোষজ অরুচি প্রশমিত হইয়া থাকে।

ত্বঙ্মুস্তমেলাধান্যানি মুস্তমামলকং ত্বচঃ। ত্বক্ চ দার্ব্বী যমান্যশ্চ পিপ্পল্যস্তেজোবত্যাপি।।
যমানী তিন্তিড়ীকঞ্চ পঞ্চৈতে মুখশোধনাঃ। শ্লোকপাদৈরভিহিতাঃ সর্ব্বারোচকনাশনাঃ।।

দারুচিনি, মুতা, এলাইচ ও ধনে। মুতা, আমলকী ও দারুচিনি। দারুচিনি, দারুহরিদ্রা ও যমানী। পিপুল ও চৈ। যমানী ও তেঁতুল। এই পাঁচটি যোগ মুখে ধারণ করিলে মুখের শুদ্ধি ও সর্ব্বপ্রকার অরুচির শান্তি হয়।

অম্লিকাগুড়তোয়ঞ্চ ত্বগেলামরিচান্বিতম্। অভক্তচ্ছন্দরোগেষু শস্তং কবড়ধারণম্।।

পুরাতন তেঁতুল ও গুড়ের জলে দারুচিনি, এলাইচ ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কবল করিলে অরুচি রোগে বিশেষ উপকার হয়। দারুচিনি প্রভৃতির চূর্ণ এইরূপ মাত্রায় মিশাইবে, যাহাতে কিঞ্চিৎ কটুরস ও সুগন্ধ হয়।

কারব্যজাজী মরিচং দ্রাক্ষাবৃক্ষাম্লদাড়িমম্। সৌবর্চ্চলং গুড়ং ক্ষৌদ্রং সর্ব্বারোচকনাশনম্।।

* চরক সুশ্রুত গ্রন্থে অরোচক ত্রিবিধ বলিয়া উক্ত আছে; যথা— অরুচি, অনন্নাভিনন্দন ও ভক্তদ্বেষ। অরুচির লক্ষণ এই যে, উহাতে ক্ষুধা সত্ত্বেও আহার করিতে পারা যায় না। অনন্নাভিনন্দন রোগে খাদ্য অভিলষিত হইলেও খাইতেও পারা যায় না। আর ভক্তদ্বেষে আহারের শ্রবণ, স্মরণ, দর্শন, ঘ্রাণ ও স্পর্শেও বিরক্তি জন্মে।

কৃষ্ণজীরা, জীরা, মরিচ, দ্রাক্ষা, মহার্দ্রক (বা আমরুল), দাড়িম, সচললবণ, গুড় ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার অরুচি প্রশমিত হয়।

ত্রীণ্যূষণানি ত্রিফলা রজনীদ্বয়ঞ্চ চূর্ণীকৃতানি যবশূকবিমিশ্রিতানি। ক্ষৌদ্রান্বিতানি বিতরেন্মুখধারণ্যর্থমন্যানি তিক্তকটুকানি চ ভেষজানি।।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও যবক্ষার ইহাদের চূর্ণ অথবা অন্যান্য কটুতিক্ত দ্রব্য (দারুচিনি ও এলাইচ প্রভৃতি) মধু মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে অরুচিরোগ দূরীভূত হয়।

বিট্‌চূর্ণমধুসংযুক্তো রসো দাড়িমসম্ভবঃ। অসাধ্যামপি সংহন্যাদরুচিং বক্ত্রধাবিতঃ।।

বিট্‌লবণ ও মধু দাড়িমের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া কবল করিলে অসাধ্য অরুচিও প্রশান্ত হয়।

রাজিকাজীরকৌ পিষ্টৌ ভৃষ্টং হিঙ্গু সনাগরম্। সৈন্ধবং দধি গোঃ সর্ব্বং বস্ত্রপূতং প্রকল্পয়েৎ।।
তাবন্মাত্রং ক্ষিপেৎ তক্রং যথা স্যাদ্রুচিরুত্তমা। তক্রমেতদ্ ভবেৎ সদ্যো রোচনং বহ্নিবর্দ্ধনম্।।

রাইসর্ষপ, জীরা ও হিং ভাজিয়া চূর্ণ করিবে, ঐ চূর্ণত্রয় এবং শুঁঠচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকের এক এক ভাগ, গব্য দধি সর্ব্বসমান, এই সকল দ্রব্য একত্র আলোড়ন করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। পরে উহাতে সর্ব্বসমষ্টির সমান গব্যতক্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহা সদ্যোরুচিকর ও অগ্নিবর্দ্ধক।

দাড়িমাদি চূর্ণম্

দ্বে পলে দাড়িমাদষ্টৌ খণ্ডাদ্ ব্যোষং পলত্রয়ম্। ত্রিসুগন্ধি পলঞ্চৈকং চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ।।
তচ্চূর্ণং মাত্রয়া ভুক্তমরোচকহরং পরম্। দীপনং পাচনঞ্চ স্যাৎ পীনসজ্বরকাসজিৎ।।

অম্ল দাড়িমচূর্ণ ২ পল, খাঁড়গুড় ৮ পল এবং ত্রিকটু ৩ পল, ত্রিসুগন্ধি (দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র) ১ পল, এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিবে। ইহা অরুচিনাশক, অগ্নির দীপক, পাচক এবং পীনস, জ্বর ও কাস নিবারক।

যমানীষাড়বঃ

যমানী তিন্তিড়ীকঞ্চ নাগরঞ্চাম্লবেতসম্। দাড়িমং বদরঞ্চাম্লং কার্ষিকাণ্যুপকল্পয়েৎ।।
ধান্যসৌবর্চ্চলাজাজী-বরাঙ্গঞ্চার্দ্ধকার্ষিকম্। পিপ্পলীনাং শতঞ্চৈব যে শতে মরিচস্য চ।।
শর্করায়াশ্চ চত্বারি পলান্যেকত্র চূর্ণয়েৎ। জিহ্বাবিশোধনং হৃদ্যং তচ্চূর্ণং ভক্তরোচনম্।।
হৃৎপীড়াপার্শ্বশূলঘ্নং বিবন্ধানাহনাশনম্। কাসশ্বাসহরং গ্রাহি গ্রহণার্শোবিকারনুৎ।।

যমানী, তেঁতুল, শুঁঠ, অম্লবেতস, দাড়িম ও অম্লকুল এই সমুদায়ের প্রত্যেকের ২ তোলা, ধনে, সচললবণ, জীরা, গুড়ত্বক্ প্রত্যেক ১ তোলা, পিপুল ১০০টি, মরিচ ২০০টি, চিনি ৪ পল। এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা সংগ্রাহী ও হৃদ্য। এই চূর্ণ মুখে ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে গলাধঃকরণ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে জিহ্বাশুদ্ধি, অন্নে রুচি এবং হৃদ্রোগ, পার্শ্বশূল, আনাহ ও কাসাদি রোগ নষ্ট হয়।

কলহংসম্

অষ্টাদশ শিগ্রুফলানি দশ মরিচানি বিংশতিঃ পিপ্পল্যশ্চ। আর্দ্রকপলং গুড়পলং প্রস্থত্রয়মারনালস্য চ।। এতদ্ বিড়লবণসহিতং খজাহতং সুরভিগন্ধাঢ্যম্। ব্যঞ্জনসহস্রঘাতি জ্ঞেয়ং কলহংসকং নাম।।

(খজাহতং মন্থনদণ্ড-মথিতম্। সুরভিগন্ধাঢ্যং চাতুর্জ্জাতগন্ধাঢ্যং, চাতুর্জ্জাতস্য মিলিত্বা পলম্, প্রত্যেকমিতিকেচিৎ। কলহংসবৎ কলস্বরজনকত্বাদস্য কলহংসসংজ্ঞা।)

সজিনাবীজ ৮টি, মরিচ ১০টি, পিপুল ১০টি, আদা ১ প[illegible] ১ পল, কাঁজি ১২ সের, বিট্‌লবণ ১ পল, এই সমুদায় মন্থনদণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে মন্থন করিয়া তাহার সহিত চাতুর্জ্জাত-চূর্ণ (গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর) ১ পল মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ সেবনে কলহংসের ন্যায় অতি উৎকৃষ্ট কণ্ঠস্বর হয় বলিয়া ইহার নাম কলহংস। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক।

তিন্তিড়ীপানকম্

ভাগাস্তু পঞ্চ চিঞ্চায়াঃ খণ্ডস্যাপি চতুর্গুণাঃ। ধান্যকার্দ্রকয়োর্ভাগশ্চাতুর্জাতার্দ্ধভাগিকম্।। দ্বিগুণং জলমেতেষামেকপাত্রে বিলোড়িতম্। পিহিতং তপ্তদুগ্ধেন ততো বস্ত্রপরিপ্লুতম্।। বিধিনা ধূপিতে পাত্রে কৃত্বা কর্পূরবাসিতম্। নৃপযোগ্যমিদং পানং ভবেদ্ যুক্ত্যা সুযোজিতম্।।

বীজাদিরহিত সুপক্ক তেঁতুল ৫ পল, চিনি ২০ পল, সুপিষ্ট ধনে ৪ তোলা, আদা ৪ তোলা, গুড়ত্বক্‌চূর্ণ ১ তোলা, তেজপত্রচূর্ণ ১ তোলা, এলাইচচূর্ণ ১ তোলা, নাগেশ্বরচূর্ণ ১ তোলা, জল ৫৩ পল; এই সমুদায় নূতন মৃৎপাত্রে স্থাপন ও হস্ত দ্বারা আলোড়ন করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে অগুরু প্রভৃতি দ্বারা ধূপিত নূতন মৃৎপাত্রে রাখিয়া কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া ৪ দণ্ড কাল রাখিবে, পশ্চাৎ সেবনীয়। ইহা রাজযোগ্য পানীয়।

আর্দ্রকমাতুলুঙ্গাবলেহঃ

আর্দ্রকস্বরসপ্রস্থং তদর্দ্ধাংশং গুড়ং ক্ষিপেৎ। কুড়বং বীজপূরাম্লং গালয়িত্বা বিচক্ষণঃ।। সর্ব্বং মন্দাগ্নিনা পক্ত্বা তত্রেমানি বিনিক্ষিপেৎ। ত্রিজাতকং ত্রিকটুকং ত্রিফলা যাসমেব চ।। চিত্রকং গ্রন্থিকং ধান্যং জীরকদ্বয়মেব চ। কর্ষাংশং শ্লক্ষ্ণচূর্ণন্তু মেলয়িত্বা তু ভক্ষয়েৎ।। অরোচকক্ষয়হরমগ্নিদীপ্তিকরং পরম্। কামলাপাণ্ডুশোথঘ্নং শ্বাসকাসহরং পরম্। আধ্মানোদরগুল্মানি প্লীহশূলে চ নাশয়েৎ।।

আদার রস ৪ সের, গুড় ২ সের, টাবালেবুর রস অর্দ্ধ সের, এই সমস্ত মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া তাহাতে নিম্নলিখিত চূর্ণসকল ২ তোলা মাত্রায় প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপ্য—গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, দুরালভা, চিতা, পিপুলমূল, ধনে, জীরে ও কালজীরে। এই ঔষধ সেবন করিলে অরুচি, ক্ষয়, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, শ্বাস, কাস, আধ্মান, জঠর, গুল্ম, প্লীহা ও শূল রোগ নষ্ট এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

রসালা

অর্দ্ধাঢ়কং সুচিরপর্য্যুষিতস্য দধ্নঃ। খণ্ডস্য ষোড়শ খলানি শশিপ্রভস্য। সর্পিঃপলং মধুপলং

মরিচদ্বিকর্ষং শুণ্ঠ্যাঃ পলার্দ্ধমপি চার্দ্ধপলং চতুর্ণাম্।। শুক্লোপলে ললনয়া মৃদুপাণিঘৃষ্টা কর্পূরচূর্ণসুরভীকৃতভাণ্ডসংস্থা। এষা বৃকোদরকৃতা সুরসা রসালা যাস্বাদিত ভগবতা মধুসূদনেন।। রসালা বৃংহণী বৃষ্যা স্নিগ্ধা বল্যা রুচিপ্রদা।।

(অত্র দগ্ধো ন দ্বৈগুণ্যমিতি কেচিৎ।)

অম্ল দধি ৮ সের, নির্ম্মল চিনি ২ সের, ঘৃত ১ পল, মধু ১ পল, মরিচচূর্ণ ৪ তোলা, শুঁঠচূর্ণ ৪ তোলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর প্রত্যেক ১ তোলা। কোন সুন্দরী রমণী কোমল হস্তে শ্বেত পাথরে এই সমুদায় একত্র প্রমর্দ্দিত ও কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া ভাণ্ডমধ্যে সংস্থাপন করিবেন। ইহার নাম রসালা। ইহা পুষ্টিকর, বৃষ্য, বলপ্রদ, স্নিগ্ধ ও রুচিকর।

পলং সুজীর্ণং গগনস্ত বজ্রকং তেজোবতীকোলমুশীরদাড়িমম্। ধাত্র্যম্ললোণীরুচকং পৃথগ্দশপলোন্মিতং মর্দ্দিতমেব সেবিতম্।। অরোচকং বাতকফত্রিদোষজং পিত্তোদ্ভবং গন্ধসমুদ্ভবং নৃণাম্। কাসং স্বরাঘাতমুরোগ্রহং রুজং শ্বাসং বলাসং যকৃতং ভগন্দরম্।। প্লীহাগ্নিমান্দ্যং শ্বয়থুং সমীরণং মেহং ভৃশং কুষ্ঠমসৃগ্দরং ক্রিমিম্। শূলাম্লপিত্তক্ষয়রোগমুদ্ধতং সরক্তপিত্তং বমিদাহমশ্মরীম্।। নিহন্তি চার্শাংসি সুলোচনাভ্রকং বলপ্রদং বৃষ্যতমং রসায়নম্।।

অভ্রভস্ম ১ পল, কান্তলৌহ ১ পল এবং চৈ, কুলের শাঁস, বেণার মূল, দাড়িম, আমলকী আমরুল, ছোলঙ্গলেবু প্রত্যেক ১০ পল পরিমিত, একত্র মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অরোচক, কাস ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি শ্লোকোক্ত রোগসকল নষ্ট হয়। ইহা বলকর, বৃষ্য ও রসায়ন।

সুধানিধিরসঃ

রসগন্ধৌ সমৌ শুদ্ধৌ দন্তীক্বাথেন ভাবয়েৎ। জম্বীরস্বরসেনৈব আর্দ্রকস্য রসেন চ।। মাতুলুঙ্গস্য তোয়েন তস্য মজ্জরসেন চ। পশ্চাদ্ বিশোষ্য সর্ব্বাংশং টঙ্কণঞ্চাবতারয়েৎ ।। দেবপুষ্পং বাণমিতং রসপাদং মৃতামৃতম্। মাষমাত্রঞ্চ তৎ সেব্যং নাগরেণ গুড়েন বা।। সর্ব্বারোচকশূলার্ত্তিমামবাতং সুদারুণম্। বিসূচীমগ্নিমান্দ্যঞ্চ ভক্তদ্বেষঞ্চ দারুণম্। রসো নিবারয়ত্যাশু কেশরী করিণং যথা।।

(গ্রন্থান্তরে স্যামৃতসুন্দররস ইতি সংজ্ঞা।)

১ ভাগ পারদ ও ১ ভাগ গন্ধক লইয়া তাহা দন্তীক্বাথে, জামীরলেবুর রসে, আদার রসে, ছোলঙ্গলেবুর রসে ও ছোলঙ্গ-মজ্জার রসে ক্রমান্বয়ে এক এক বার ভাবনা দিবে। পরে তৎসহ ২ ভাগ সোহাগার খৈ এবং ৫ ভাগ লবঙ্গচূর্ণ ও সিকিভাগ মিঠাবিষ মিশ্রিত করিয়া তাহা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে তাহাতে ১ মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া প্রতি দিবস এক এক বটী শুঁঠচূর্ণ অথবা ইক্ষুগুড়-সহ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অরুচি, শূলবেদনা, আমবাত, বিসূচিকা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

অরোচকে পথ্যানি

বস্তির্বিরেকো বমনং যথাবলং ধূমোপসেবা কবড়গ্রহস্তথা। তিক্তানি কাষ্ঠানি চ দন্তঘর্ষণে

চিত্রান্নপানানি হিতৈঃ কৃতানি চ।। গোধূমমুদ্গারুণশালিষষ্টিকা মাংসং বরাহাজশশৈণসম্ভবম্। চেঙ্গো ঝষাণ্ডং মধুরালিকেল্লিশঃ প্রোষ্ঠী খলীশঃ কবয়ী চ রোহিতঃ।। কর্কারু বেত্রাগ্রনবীনমূলকং বার্ত্তাকুশোভাঞ্জনমোচদাড়িমম্। ভব্যং পটলং রুচকং ঘৃতং পয়ো বালানি তালানি রসোনশূরণম্। দ্রাক্ষা রসালং নলদম্বু কাঞ্জিকং মদ্যং রসালা দধি তক্রমার্দ্রকম্। কঙ্কোলখর্জ্জূরপিয়ালতিন্দুকং পেরুকং কপিত্থং বদরং বিকঙ্কতম্।। তালাস্থিমজ্জা হিমবালুকা সিতা পথ্যা যমানী মরিচানি রামঠম্। স্বাদ্বম্লতিক্তানি চ দেহমার্জ্জনা বর্গোঽয়মুক্তোঽরুচিরোগিণে হিতঃ।।

বস্তিক্রিয়া, বিরেচন, রোগির বলানুসারে বমন, ধূমসেবন, কবলধারণ, তিক্তরসযুক্ত দন্তকাষ্ঠ, নানা প্রকারে প্রস্তুত রুচিজনক হিতকর অন্নপানীয়, গোধূম, মুগ, রক্তশালি ও ষষ্টিক তণ্ডুল, শূকর, ছাগল, শশক এবং কৃষ্ণহরিণের মাংস, চেঙ্গমাছ, মাছের ডিম, মৌরলামাছ, ইল্লিশমাছ, পুঁটীমাছ, খলিশামাছ, কয়ীমাছ, রুইমাছ, কুমড়া, বেত্রাগ্র, কচি মূলা, বেগুন, সজিনা, কলার মোচা, দাড়িম, চাল্‌তে, পটোল, ছোলঙ্গ, ঘৃত, দুগ্ধ, কচি তালের শস্য, রসুন, ওল, আম্র, দ্রাক্ষা, নিম্ব, কাঁজি, মদ্য, রসালা, দধি, তক্র, আদা, কাঁক্‌লা, খর্জ্জূর, পিয়ালফল, গাব, পাকা কয়েতবেল, বদরীফল, বিকঙ্কত (বৈঁচি), তাল আঁটির শাঁস, কর্পূর, চিনি, হরীতকী, যমানী, গোলমরিচ, হিঙ্গু, অম্লমধুরদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য ও শরীরমার্জ্জন, এই সকল অরুচিরোগে পথ্য।

অরোচকেঽপথ্যানি

কাসোদগারক্ষুধানেত্র-বারিবেগবিধারণম্। অহৃদ্যান্নমসৃঙ্মোক্ষং ক্রোধং লোভং ভয়ং শুচম্। দুর্গন্ধিরূপসেবাঞ্চ ন কুর্য্যাদরুচৌ নরঃ।।

কাসবেগ, উদগারবেগ, ক্ষুধাবেগ এবং অশ্রুবেগ ধারণ, অহৃদ্য দ্রব্য ভোজন, রক্তমোক্ষণ, ক্রোধ, লোভ, ভয়, শোক, দুর্গন্ধ এবং দুর্দ্দর্শন (ঘৃণার্হরূপ দর্শন), এই সকল অরুচিরোগে অহিতকর।

দ-সংগ্রহেঽরোচকাধিকারঃ।

ছর্দ্দিরোগাধিকার

ছর্দ্দিনিদানম্

দুষ্টৈর্দোষৈঃ পৃথক সর্ব্বৈর্বীভৎসালোচনাদিভিঃ। ছর্দ্দয়ঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়াস্তাসাং লক্ষণমুচ্যতে।। অতিদ্রবৈরতিস্নিগ্ধৈরহৃদ্যৈর্লবণৈরতি। অকালে চাতিমাত্রৈশ্চ তথাহ্সাত্ম্যৈশ্চ ভোজনৈঃ।। শ্রমাদ্ভয়াৎ তথোদ্বেগাদজীর্ণাৎ ক্রিমিদোষতঃ। নার্য্যাশ্চাপন্নসত্ত্বায়াস্তথাতিদ্রুতমশ্নতাঃ।। বীভৎসৈর্হেতুভিশ্চান্যৈর্দ্রুতমুৎক্লেশিতো বলাৎ। ছাদয়ত্যাননং বেগৈরর্দ্দয়ন্নঙ্গভঞ্জনৈঃ। নিরুচ্যতে ছর্দ্দিরিতি দোষো বক্ত্রং প্রধাবিতঃ।। হৃল্লাসোদগাররোধৌ চ প্রসেকো লবণস্তনুঃ। দ্বেষোহন্নপানে চ ভৃশং বমীনাং পূর্ব্বলক্ষণম্।।

কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ ও মিলিত দোষত্রয় এবং বীভৎসালোচনাদি (বিকৃতিদর্শন, অপ্রিয়গন্ধাঘ্রাণ ও অপ্রিয়বস্তুভোজনাদি) এই পঞ্চবিধ হেতুতে পঞ্চ প্রকার ছর্দ্দি (বমিরোগ) উৎপন্ন হয়। ইহাদের লক্ষণ পরে বলিব। অতিদ্রব পান, অতিস্নিগ্ধ ভোজন, অহৃদ্য আহার, অধিক লবণ ভক্ষণ, অকালে ভোজন, অপরিমিত ভোজন, অসাত্ম্য (দেহের অননুকূল) ভোজন, অতি দ্রুতভোজন এবং শ্রম, ভয়, উদ্বেগ, অজীর্ণ, ক্রিমিদোষ, গর্ভাবস্থা এবং অপরাপর নানাবিধ বীভৎস হেতু, এই সকল কারণে দোষ শীঘ্র উৎক্লিষ্ট (স্বস্থান হইতে বহির্গমনোন্মুখ) ও বেগে ধাবিত হইয়া মুখকে পীড়িত ও আচ্ছাদিত এবং অঙ্গে ভঙ্গবৎ পীড়া উৎপাদন করিয়া নির্গত হয়, ইহাকেই ছর্দ্দি কহে।

বমি হইবার পূর্বে হৃল্লাস (বমনবেগ), উদ্গার-রোধ, মুখ হইতে লবণাক্ত পাত্লা জলস্রাব ও পানাহারে বিদ্বেষ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বাতজচ্ছর্দ্দি-লক্ষণম্

হৃৎপার্শ্বপীড়ামুখশোষশীর্ষ-নাভ্যর্ত্তিকাসস্বরভেদতোদৈঃ। উদগারশব্দপ্রবলং সফেনং বিচ্ছিন্নকৃষ্ণং তনুকং কষায়ম্। কৃচ্ছ্রেণ চাল্পং মহতা চ বেগেনার্ত্তোঽনিলাচ্ছর্দ্দয়তীহ দুঃখম্।।

বায়ুজনিত বমনরোগে হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনা, মুখশোষ, মস্তকে ও নাভিস্থলে শূল, কাস, স্বরভেদ ও অঙ্গে সূচীবেধবদ্ বেদনা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং রোগী অতিকষ্টে মহাবেগে প্রবল উদগার ও প্রবল শব্দ সহকারে সফেন, বিচ্ছিন্ন (মধ্যে মধ্যে বেগরহিত) পাত্‌লা কৃষ্ণবর্ণ কষাররসবিশিষ্ট অল্পমাত্র পদার্থ বমন করিয়া থাকে।

বাতজচ্ছর্দ্দি-চিকিৎসা

আমাশয়োৎক্লেশভবা হি সর্ব্বাশ্ছর্দ্দ্যো মতা লঙ্ঘনমেব তস্মাৎ। প্রাক্ কারয়েন্মারুতজাং বিমুচ্য সংশোধনং বা কফপিত্তহারি।।

অত্র লঙ্ঘনমল্পদোষবিষয়ম্, সংশোধনং বহুদোষবিষয়মিতি ব্যবস্থা। সংশোধনং বা কফপিত্তহারীতি কফহারি শোধনং বমনং, পিত্তহারি শোধনং বিরেচনম্।

আমাশয়ের উৎক্লেশহেতু বমি হইয়া থাকে, অতএব বমনরোগে প্রথমে লঙ্ঘন দেওয়া কর্ত্তব্য। বাতজ বমি ভিন্ন অন্য বমিরোগে কফের প্রবলতা লক্ষিত হইলে বমন এবং পিত্তের আধিক্যে বিরেচন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

হন্যাৎ ক্ষীরোদকং পীতং ছর্দ্দিং পবনসম্ভবাম্। সসৈন্ধবং পিবেৎ সর্পির্বাতচ্ছর্দ্দিনিবারণম্।।

সমাংশ জল ও দুগ্ধ কিংবা সৈন্ধবলবণ ও ঘৃত পান করিলে বাতপ্রধান বমনরোগ প্রশমিত হয়।

মুদগামলকযূষং বা সসর্পিষ্কং সসৈন্ধবম্। যবাগূং মধুমিশ্রাং বা পঞ্চমূলীকৃতাং পিবেৎ।।

মুগ ও আমলকীর যূষ ঘৃতে সম্তলন করিয়া সৈন্ধবের সহিত, অথবা স্বল্পপঞ্চমূলীর ক্বাথে যবাগূ পাক করিয়া তাহা মধুর সহিত পান করিলে বমনরোগ বিনষ্ট হয়।

পিত্তজচ্ছর্দ্দি-লক্ষণম্

মূর্চ্ছাপিপাসামুখশোষমূর্দ্ধ-তাল্বক্ষিসন্তাপতমোভ্রমার্ত্তঃ। পীতং ভৃশোষ্ণং হরিতং সতিক্তং ধূম্রঞ্চ পিত্তেন বমেৎ সদাহম্।।

পিত্তজনিত বমিরোগে মূর্চ্ছা, পিপাসা, মুখশোষ, মস্তক তালু ও চক্ষুতে সন্তাপ, অন্ধকার দর্শন ও ভ্রম এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং রোগী পীত হরিত বা ধূম্রবর্ণ (কৃষ্ণলোহিত) সতিক্ত অতি উষ্ণ পদার্থ বমন করে ও বমনকালে কণ্ঠাদি স্থানে জ্বালা হয়।

পিত্তজচ্ছর্দ্দি-চিকিৎসা

পিত্তাত্মিকায়াং ত্বনুলোমনার্থং দ্রাক্ষাবিদারীক্ষুরসৈস্ত্রিবৃৎ স্যাৎ। কফাশয়স্থন্ত্বতিমাত্রবৃদ্ধং পিত্তং হরেৎ স্বাদুভিরূর্দ্ধমেব।। শুদ্ধস্য কালে মধুশর্করাভ্যাং লাজৈশ্চ মন্থং যদি বাপি পেয়াম্।

প্রদাপয়েন্মুদগরসেন বাপি শাল্যোদনং জাঙ্গলজৈরসৈর্বা।।

পিত্তজ বমনরোগে অনুলোমনার্থ দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুরসের সহিত (কেহ বলেন ইহাদের কোন একটির রসের সহিত) তেউড়ীচূর্ণ সেবন করিবে এবং কফাশয়স্থ অতিবৃদ্ধ পিত্তের নাশার্থ দ্রাক্ষাদি মধুররসবিশিষ্ট দ্রব্য (তাহাতে মদনফলাদি প্রক্ষেপ দিয়া) দ্বারা বমন করাইবে।

বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ রোগিকে অগ্নিবলানুসারে উপযুক্ত সময়ে মধু ও চিনিসহ লাজমন্থ বা পেয়া অথবা মুদগযূষ কিংবা জাঙ্গলমাংসরস-সহ শালিধান্যের অন্ন ভোজন করাইবে।

চন্দনেনাক্ষমাত্রেণ সংযোজ্যামলকীরসম্। পিবেন্মাক্ষিকসংযুক্তং ছর্দ্দিস্তেন নিবর্ত্ততে।।
চন্দনঞ্চামৃণালঞ্চ বালকং নাগরং বৃষম্। সতণ্ডুলোদকক্ষৌদ্রঃ পীতঃ কল্কো বমিং জয়েৎ।।

শ্বেতচন্দন ২ তোলা, আমলকীর রস ৮ তোলা, একত্র করিয়া মধুর সহিত অথবা চন্দন, বেণার মূল, বালা, শুঁঠ ও বাসক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চালুনিজল ও মধুর সহিত পান করিলে বমি নিবারিত হয়।

ক্বাথঃ পর্পটজঃ পীতঃ সক্ষৌদ্রশ্ছর্দ্দিনাশনঃ।

ক্ষেত্পাপড়ার ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে বমি নিবারিত হয়।

কষায়ো ভৃষ্টমুদগস্য সলাজমধুশর্করঃ। ছর্দ্দ্যতীসারতৃড়্দাহ-জ্বরঘ্নঃ সম্প্রকাশিতঃ।।

ভাজা মুগের ক্বাথে খৈ-চূর্ণ, মধু ও চিনি দিয়া তাহা আহার করিলে ভেদ, বমি, পিপাসা, দাহ ও জ্বর নিবারিত হয়।

হরীতকীনাং চূর্ণন্তু লিহ্যান্মাক্ষিকসংযুতম্। অধোভাগীকৃতে দোষে ছর্দ্দিঃ ক্ষিপ্রং নিবর্ত্ততে।।

মধুর সহিত হরীতকীচূর্ণ সেবন করিলে বিরেচন হইয়া বমি নিবারিত হয়।

গুড়ূচীত্রিফলারিষ্ট-পটোলৈঃ ক্বথিতং পিবেৎ। ক্ষৌদ্রযুতং নিহন্ত্যাশু ছর্দ্দিং পিত্তাম্লসম্ভবাম্।।
(অত্র পিত্তাম্লসম্ভবামিত্যম্লপিত্তসম্ভবামিত্যর্থঃ।)

গুলঞ্চ, ত্রিফলা, নিমছাল ও পল্তা, ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে অম্লপিত্তজনিত বমনরোগ বিনষ্ট হয়।

তন্দ্রাস্যমাধুর্য্যকফপ্রসেক সন্তোষনিদ্রারুচিগৌরবার্ত্তঃ। স্নিগ্ধং ঘনং স্বাদু কফাদ্ বিশুদ্ধং সরোমহর্ষোঽল্পরুজং বমেৎ তু।।

কফজনিত বমনরোগে তন্দ্রা, মুখমাধুর্য্য, কফপ্রসেক, সন্তোষ (ভোজনে অনিচ্ছা), নিদ্রা, অরুচি ও দেহের গুরুতা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং রোগী স্নিগ্ধ, ঘন, স্বাদু ও শুক্লবর্ণ পদার্থ বমন করে। বমনকালে রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে। কফজ বমিতে যাতনা অল্প হয়।

কফজচ্ছর্দ্দি-চিকিৎসা

কফাত্মিকায়াং বমনং প্রশস্তং সপিপ্পলীসর্ষপানিম্বতোয়ৈঃ। পিণ্ডীতকৈঃ সৈন্ধবসংপ্রযুক্তৈশ্ছর্দ্দ্যাং

কফামাশয়শোধনার্থম্।। নিম্বছল্লসার্দ্ধশৃতকাথে পিপ্পল্যাদীনাং প্রক্ষেপঃ।

কফজ বমনরোগে কফপূর্ণ আমাশয়ের শোধনার্থ নিমছালের অর্দ্ধশৃত ক্বাথের সহিত পিপুল ও সর্ষপচূর্ণ পান করাইয়া বমন করাইবে অথবা সৈন্ধবলবণ-মিশ্রিত মদনফলচূর্ণ সেবন করাইবে।

বিড়ঙ্গত্রিফলাবিশ্ব-চূর্ণং মধুযুতং জয়েৎ। বিড়ঙ্গপ্লবশুণ্ঠীনামথবা শ্লেষ্মজাং বমিম্।।

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও শুঁঠচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে শ্লেষ্মজ বমি নিবারিত হয়।

সজাম্ববং বা বদরস্য চূর্ণং মুস্তাযুতাং কর্কটকস্য শৃঙ্গীম্। দুরালভাং বা মধুসম্প্রযুক্তাং লিহ্যাৎ কফচ্ছর্দ্দিবিনিগ্রহার্থম্।।

জামের আঁটির ও কুলের আঁটির শাঁস অথবা মুতা ও কাঁক্ড়াশৃঙ্গী কিংবা দুরালভা, মধুসংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে কফজ বমি নিগৃহীত হয়।

ত্রিদোষজচ্ছর্দ্দি-লক্ষণম্

শূলাবিপাকারুচিদাহতৃষ্ণা-শ্বাসপ্রমোহপ্রবলা প্রসক্তম্। ছর্দ্দিস্ত্রিদোষাল্লবণাম্লনীল-সান্দ্রোষ্ণরক্তং বমতাং নৃণাং স্যাৎ।।

ত্রিদোষজ বমনরোগে শূল, অবিপাক, অরুচি, দাহ, পিপাসা, শ্বাস ও মূর্চ্ছা এই সকল লক্ষণ প্রবলভাবে প্রকাশিত হয় এবং রোগী নিরন্তর অম্ললবণরসাক্ত, নীল বা লোহিতবর্ণ ঘন ও উষ্ণ পদার্থ বমন করিয়া থাকে।

ত্রিদোষজচ্ছর্দ্দি-চিকিৎসা

পিষ্ট্বা ধাত্রীফলং দ্রাক্ষাং শর্করাঞ্চ পলোন্মিতাম্। দত্ত্বা মধু পলঞ্চাপি কুড়বং সলিলস্য চ। বাসসা গালিতং পীতং হন্তি চ্ছর্দ্দিং ত্রিদোষজাম্।।

আমলকীফল, দ্রাক্ষা, চিনি ও মধু, প্রত্যেক ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া বাটিবে। পরে তাহা অর্দ্ধসের জলে গুলিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। ঐ দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে ত্রিদোষজ বমনরোগ নিবৃত্ত হয়।

গুড়ূচ্যা রচিতং হন্তি হিমং মধুসমন্বিতম্। দুর্নিবারামপি চ্ছর্দ্দিং ত্রিদোষজনিতাং বলাৎ।।

রাত্রিতে গুলঞ্চ ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে সেই জল মধুর সহিত পান করিলে ত্রিদোষজ দুর্নিবার বমিরও শান্তি হইয়া থাকে।

অশ্বত্থবল্কলং শুষ্কং দগ্ধং নির্ব্বাপিতং জলে। তজ্জলং পীতমাত্রং হি বান্তিং জয়তি দুর্জ্জয়াম্।।

অশ্বত্থবৃক্ষের শুষ্ক ছাল পোড়াইয়া কোন পাত্রস্থ জলে নির্ব্বাপিত করিয়া সেই জল পান করিবামাত্র দুর্জ্জয় বমনও নিবারিত হয়।

শ্রীফলস্য গুড়ূচ্যা বা কষায়ো মধুসংযুতঃ। পেয়শ্ছর্দ্দিত্রয়ে শীতো মূর্ব্বা বা তণ্ডুলাম্বুনা।।

বিল্বমূলের বা গুলঞ্চের ক্বাথ শীতল করিয়া মধু সহযোগে পান করিলে অথবা মূর্ব্বা চালুনি-

জলের সহিত সেবন করিলে বাতজাদি ত্রিবিধ বমি প্রশমিত হয়।

জাত্যা রসঃ কপিত্থস্য পিপ্পলীমরিচান্বিতঃ। ক্ষৌদ্রেণ যুক্তঃ শময়েল্লোহদ্রয়ং ছর্দ্দিমুল্বণাম্।।

আমলকীর রস ১ তোলা ও কয়েতবেলের রস ১ তোলা কিঞ্চিৎ পিপুলচূর্ণ মরিচচূর্ণ ও মধু সংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে প্রবল বমি নিবারিত হয়।

যষ্ট্যাহ্বং চন্দনোপেতং সম্যক্‌ক্ষীরপ্রপেষিতম্। তেনৈবালোড্য পাতব্যং রুধিরচ্ছর্দ্দিনাশনম্।।

যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে পেষণ ও আলোড়ন করিয়া পান করিলে রক্তবমন নিবারণ হয়।

লাজাকপিত্থমধুমাগধিকোষণানাং ক্ষৌদ্রাভয়াত্রিকটুধান্যকজীরকাণাম্। পথ্যামৃতা-
মরিচমাক্ষিকপিপ্পলীনাং লেহাস্ত্রয়ঃ সকলবম্যরুচিপ্রশান্ত্যৈ।।

খৈ, কয়েতবেল, মধু, পিপুল ও মরিচচূর্ণ। মধু, হরীতকী, ত্রিকটু, ধনে ও জীরকচূর্ণ। হরীতকী, গুলঞ্চ, মরিচ, মধু ও পিপুলচূর্ণ। এই তিন প্রকার অবলেহ ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার বমি ও অরুচি প্রশমিত হয়।

বীভৎসজাদিচ্ছর্দ্দিলক্ষণম্

বীভৎসজা দৌর্হৃদজামজা চ অসাত্ম্যজা চ ক্রিমিজা চ যা হি। সা পঞ্চমী তাঞ্চ বিভাবয়েচ্চ দোষোচ্ছ্রয়েণৈব যথোক্তমাদৌ।।

বীভৎসজ (কুৎসিত ঘৃণাজনক হেতুজাত), দৌর্হৃদজ (গর্ভকালজ), আমজ (অজীর্ণজ), অসাত্ম্যজ (অনভ্যস্ত বা অননুকূল দ্রব্যভোজনজনিত) ও ক্রিমিজ, এই পাঁচ প্রকার বমিই আগন্তু কারণে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহারা আগন্তুজ বমন নামে অভিহিত। অতএব পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার ও এই আগন্তুজ এক প্রকার, সমুদায়ে পাঁচ প্রকার বমি নির্দ্দিষ্ট হইল। আগন্তুজ বমিরোগে বাতাদি যে দোষের লক্ষণ লক্ষিত হইবে, তাহাকে সেই দোষাক্রান্ত জানিয়া চিকিৎসা করিবে।

বীভৎসজাদিচ্ছর্দ্দিচিকিৎসা

বীভৎসজাং হৃদ্যতমৈরিষ্টৈর্দৌর্হৃদজাং ফলৈঃ। লঙ্ঘনৈরামজাং ছর্দ্দিং জয়েৎ সাত্ম্যৈরসাত্ম্যজাম্।।
ক্রিমিহৃদ্রোগবৎ হন্যাৎ ছর্দ্দিং ক্রিমিসমুদ্ভবাম্। তত্র তত্র যথাদোষং ক্রিয়াং কুর্য্যাচ্চিকিৎসকঃ।।
সোদগারায়াং ভৃশং ছর্দ্দ্যাং মূর্ব্বায়া ধান্যমুস্তয়োঃ। সমধুকাঞ্জনং চূর্ণং লেহয়েন্মধুসংযুতম্।।
সৌবর্চ্চলমজাজী চ শর্করা মরিচানি চ। ক্ষৌদ্রেণ সহিতং লীঢ়ং সদ্যশ্ছর্দ্দিনিবারণম্।।

বীভৎসজ (কুৎসিত ঘৃণাজনক হেতুজাত) বমি হৃদয়গ্রাহি দ্রব্য দ্বারা ; দৌর্হৃদজ বমি অভিলষিত বস্তু প্রদান দ্বারা ; আমরসজ বমি লঙ্ঘন দ্বারা ; অসাত্ম্যজ বমি সাত্ম্য দ্রব্য দ্বারা নিবারণ করিবে। ক্রিমিজ বমির চিকিৎসা ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগের চিকিৎসার ন্যায় জানিবে এবং এই সকল বমনরোগে বাতাদি যে দোষের লক্ষণ দেখিবে, সেই দোষেরই চিকিৎসা করিবে। প্রবল উদ্‌গারের সহিত বমন হইলে মূর্ব্বা, ধনে, মুতা, যষ্টিমধু ও রসাঞ্জনচূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত লেহন করিবে। সচললবণ, জীরক, চিনি ও মরিচচূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত লেহন করিলে সদ্যঃ বমির শান্তি হয়।

এলাদি-চূর্ণম্

এলালবঙ্গগজকেশরকোলমজ্জলাজপ্রিয়ঙ্গুঘনচন্দনপিপ্পলীনাম্। চূর্ণানি মাক্ষিকসিতাসহিতানি লীঢ়া ছর্দ্দিং নিহন্তি কফমারুতপিত্তজাতাম্।।

এলাইচ, লবঙ্গ, নাগকেশর, কুল আঁটির শস্য, খৈ, প্রিয়ঙ্গু, মুতা, রক্তচন্দন ও পিপুল, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া চিনি ও মধুর সহিত অবলেহন করিলে বাতজ, পিত্তজ ও কফজ বমি নিবারণ হয়।

রসেন্দ্রঃ

অজাজীধান্যপথ্যাভিঃ সক্ষৌদ্রাভিঃ কটুত্রিকৈঃ। এভিঃ সার্দ্ধং ভস্মসূতঃ সেব্যো বান্তিপ্রশান্তয়ে।।

জীরা, ধনে, হরীতকী, মধু, ত্রিকটু ও রসসিন্দূর সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে বমির শান্তি হয়।

বমনামৃতরসঃ

গন্ধকঃ কমলাক্ষশ্চ যষ্টীমধু শিলাজতু। রুদ্রাক্ষস্টঙ্গণশ্চৈব সারঙ্গস্য চ শৃঙ্গকম্।। চন্দনঞ্চ তবক্ষীরী গোরোচনমিদং সমম্। বিল্বমূলকষায়েণ মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রকম্।। মাত্রাঞ্চৈব প্রকুর্ব্বীত বল্লস্যৈব প্রমাণতঃ। নানাবিধানুপানেন চ্ছর্দ্দিং হন্তি ত্রিদোষজাম্।। বমনামৃতযোগোঽয়ং কমলাকরভাষিতঃ।।

গন্ধক, পদ্মবীজ (কেহ বলেন, কমলালেবুর খোসা), যষ্টিমধু, শিলাজতু, রুদ্রাক্ষ, সোহাগার খৈ, হরিণের শিং, শ্বেতচন্দন, গন্ধশঠী ও গোরোচনা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া বিল্বমূলের ক্বাথে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। যথোপযুক্ত অনুপান-সহ সেবন করিলে ত্রিদোষজ বমন নিবারিত হয়।

বৃষধ্বজরসঃ

শুদ্ধং রসং গন্ধকঞ্চ লৌহমেব সমাংশিকম্। মধুকং চন্দনং ধাত্রী সূক্ষ্মৈলা সলবঙ্গকম্।। টঙ্গণং পিপ্পলী মাংসী তুল্যং পারদসম্মিতম্। বিদারীক্ষুরসাভ্যাঞ্চ ভাবয়েদ্ দিনসপ্তকম্।। সংশোষ্য মর্দ্দয়েদ্ যামং ছাগীদুগ্ধেন যত্নতঃ। দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং বিদারীরসসংযুতম্। বাতাম্লিকাং পিত্তযুতাং চ্ছর্দ্দিং হন্তি সশোণিতাম্। বৃষধ্বজরসো নাম বৃষধ্বজেন নির্ম্মিতঃ।।

শোধিত পারদ, গন্ধক, লৌহ, যষ্টিমধু, চন্দন, আমলকী, ছোট এলাইচ, লবঙ্গ, সোহাগা, পিপুল ও জটামাংসী এই সকল দ্রব্য সমভাগ ; শালপাণি ও ইক্ষু রসে পৃথক্ পৃথক্ সাত দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ছাগীদুগ্ধে এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। ২ রতি প্রমাণ বটিকা। অনুপান—শালপাণির রস। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার ছর্দ্দি বিনষ্ট হয়।

পদ্মকাদ্যং ঘৃতম্

পদ্মকামৃতনিম্বানাং ধান্যচন্দনয়োঃ পচেৎ। কল্কে ক্বাথে চ হবিষঃ প্রস্থং ছর্দ্দিনিবারণম্।

তৃষ্ণারুচিপ্রশমনং দাহজ্বরহরং পরম্।।

পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, নিম, ধনে ও চন্দন ইহাদের ক্বাথে এবং কল্কে ৪ সের ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, অরুচি, জ্বর ও দাহ রোগের শান্তি হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

ছর্দ্দিরোগে পথ্যানি

বিরেচনচ্ছর্দ্দনলঙঘনানি স্নানং মৃজা লাজকৃতশ্চ মণ্ডঃ। পুরাতনাঃ যষ্টিকশালিমুদগকলায়গোধূমযবা মধূনি।। শশাহিভুক্তিত্তিরিলাবকাদ্যা মৃগা দ্বিজা জাঙ্গলসঙ্গতাশ্চ। মনোজ্ঞনানারসগন্ধরূপা রসাশ্চ যূষা অপি ষাড়বাশ্চ।। রাগাঃ খড়াঃ কাম্বলিকাঃ সুরা চ বেত্রাগ্রকুস্তুম্বুরুনারিকেলম্। জম্বীরধাত্রীসহকারকোল-দ্রাক্ষাকপিত্থানি পচেলিমানি।। হরীতকী দাড়িমবীজপূরং জাতীফলং বালকনিম্ববাসাঃ। সিতা শতাহ্বা করিকেশরাণি ভক্ষ্যা মনঃপ্রীতিকরা হিতাশ্চ।।

ভুক্তস্য বক্ত্রে শিশিরাম্বুসেকঃ কস্তূরিকা চন্দনমিন্দুপাদাঃ। মনোজ্ঞগন্ধানানুলেপনানি পুষ্পাণি পত্রাণি ফলানি চাপি।। রূপাণি শব্দাশ্চ রসাশ্চ গন্ধাঃ স্পর্শাশ্চ যে যস্য মনোহ্নুকূলাঃ। দাহশ্চ নাভেস্ত্রিযবোপরিষ্টাদিদং হি পথ্যং বমনাতুরেষু।।

বিরেচন, বমন, উপবাস, স্নান, শরীরমার্জ্জন, খৈ-এর মণ্ড, পুরাতন রক্তশালি ও যষ্টিকতণ্ডুলের অন্ন, মুগ, কলায়, গোধূম, যব, মধু, শশক, ময়ূর, তিত্তিরি ও লাব প্রভৃতি পক্ষী, নানাবিধ মনোজ্ঞ রূপরসগন্ধযুক্ত জাঙ্গল মৃগপক্ষীর মাংসরস, মুদগাদিযূষ, ষাড়ব, রাগ, খড়যূষ, কাম্বলিক, সুরা, বেতাগা, ধনিয়া, নারিকেল, জামীরলেবু, আমলকী, আম্র, কুল, দ্রাক্ষা, কয়েতবেল প্রভৃতি স্বয়ংপক্ক ফল, হরীতকী, দাড়িম, ছোলঙ্গ, জাতীফল, বালা, নিম্ব, বাসক, চিনি, শুল্‌ফা, নাগকেশর, হৃদ্য অথচ হিতকর দ্রব্য, ভুক্ত ব্যক্তির মুখে শীতল জল সেচন, কস্তুরী, চন্দন, চন্দ্রকিরণ (জ্যোৎস্না), সুগন্ধি অনুলেপন, সুগন্ধি পত্র পুষ্প ও ফল, যে ব্যক্তির যেরূপ শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ মনের প্রীতিকর সেই ব্যক্তির পক্ষে সেইরূপ শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ সেবন এবং নাভির ঊর্দ্ধে তিন যব অন্তরে দাহ, এই সকল ছর্দ্দিরোগির হিতকর।

ছর্দ্দিরোগেহ্পথ্যানি

নস্যং বস্তিং স্বেদনং স্নেহপানং রক্তস্রাবং দন্তকাষ্ঠং নবান্নম্। বীভৎসেক্ষাং ভীতিমুদ্বেগমুষ্ণং স্নিগ্ধাসাত্ম্যাহৃদ্যবিরোধিকান্নম্।। শিম্বীবিম্বীকোসতক্যো মধূকং চিত্রামেলাং সর্ষপান্ দেবদালীম্। ব্যায়ামঞ্চ চ্ছত্রিকামঞ্জনঞ্চ ছর্দ্দ্যাং সত্যাং বর্জ্জয়েদপ্রমত্তঃ।।

নস্য, বস্তিক্রিয়া, স্বেদ, ঘৃতাদি স্নেহপান, রক্তমোক্ষণ, দন্তধাবন, নূতন তণ্ডুলকৃত অন্ন, ঘৃণিত বস্তু দর্শন, ভয়, উদ্বেগ, উষ্ণদ্রব্য, স্নিগ্ধদ্রব্য, অসাত্ম্যদ্রব্য, অহৃদ্যদ্রব্য, বিরুদ্ধদ্রব্য, শিম, তেলাকুচা, কোষাতকী, মউলফল, চিতা, ছোট এলাইচ, সর্ষপ, দেবদালী (ঘোষা) লতা, ব্যায়াম, ছত্রিকা (ভূঁইছাতা) ও রসাঞ্জন, ছর্দ্দিরোগে এই সকল পরিত্যাজ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে চ্ছর্দ্দিরোগাধিকারঃ।

তৃষ্ণারোগাধিকার

তৃষ্ণানিদানম্

ভয়শ্রমাভ্যাং বলসংক্ষয়াদ্ বা ঊর্দ্ধং চিতং পিত্তবিবর্দ্ধনৈশ্চ। পিত্তং সবাতং কুপিতং নরাণাং তালুপ্রপন্নং জনয়েৎ পিপাসাম্।। স্রোতঃস্বপাংবাহিষু দূষিতেষু দোষৈশ্চ তৃট্ সম্ভবতীহ জন্তোঃ।। তিস্রঃ স্মৃতাস্তাঃ ক্ষতজা চতুর্থী ক্ষয়াৎ তথান্যামসমুদ্ভবা চ। ভক্তোদ্ভবা সপ্তমিকেতি তাসা নিবোধ লিঙ্গান্যনুপূর্ব্বশস্তু।।

ভয়, শ্রম বা বলক্ষয়াদি বাতপ্রকোপণ হেতু দ্বারা অথবা কটু, অম্ল, ক্রোধ ও উপবাসাদি পিত্তবর্দ্ধক কারণে স্বস্থান সঞ্চিত কুপিত পিত্ত বায়ুসহকারে ঊর্দ্ধপ্রসৃত এবং তালু ও ক্লোম নামক পিপাসা স্থানকে প্রাপ্ত হইয়া তৃষ্ণারোগ উৎপাদন করে। জলবাহি-স্রোতঃসকলও বাতাদিদোষ কর্ত্তৃক দূষিত হইলে পিপাসা সঞ্জনিত হয়। তৃষ্ণা সাত প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ, ক্ষয়জ, আমজ ও অন্নজ। যথাক্রমে ইহাদের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

বাতজতৃষ্ণালক্ষণম্

ক্ষামাস্যতা মারুতসম্ভবায়াং তোদস্তথা শঙ্খশিরঃসু চাপি। স্রোতোনিরোধো বিরসঞ্চ বক্ত্রং শীতাভিরদ্ভিশ্চ বিবৃদ্ধিমেতি।।

বাতজ তৃষ্ণায় মুখের শুষ্কতা ও ম্লানত্ব, শঙ্খদেশে ও মস্তকে সূচীবেধবদ্ বেদনা, রস ও অম্বুবাহী স্রোতঃসকলের নিরোধ এবং মুখে বিকৃতাস্বাদ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। শীতল জলপানে বাতজ তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়।

বাতজতৃষ্ণা-চিকিৎসা

তৃষ্ণায়াং পবনোত্থায়াং সগুড়ং দধি শস্যতে। রসাশ্চ বৃংহণাঃ শীতা গুড়ূচ্যা রস এব বা।।
বাতঘ্নমন্নপানং মৃদু লঘু শীতঞ্চ বাততৃষ্ণায়াম্।।

বায়ুজন্য তৃষ্ণারোগে গুড়সংযুক্ত দধি, শীতবীর্য্য পুষ্টিজনক মাংসের যূষ বা গুলঞ্চের রস এবং বাতঘ্ন অন্নপানীয় ও মৃদু লঘু শীতল দ্রব্য হিতকর।

পিত্তজতৃষ্ণালক্ষণম্

মূর্চ্ছান্নবিদ্বেষবিলাপদাহা রক্তেক্ষণত্বং প্রততশ্চ শোষঃ শীতাভিনন্দা মুখতিক্ততা চ পিত্তাত্মিকায়াং পরিদূয়নঞ্চ।।

পিত্তজ তৃষ্ণায় মূর্চ্ছা, আহারে বিদ্বেষ, প্রলাপ, দাহ, রক্তনেত্রতা, অতীব মহতী তৃষ্ণা, শীতেচ্ছা, মুখতিক্ততা ও উপতাপ, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

পিত্তজতৃষ্ণা-চিকিৎসা

পিত্তজায়াস্তু তৃষ্ণায়াং পক্বোডুম্বরজো রসঃ। তৎক্কাথো বা হিমস্তদ্বচ্ছারিবাদিগণাম্বু বা।।

পিত্তজ তৃষ্ণায় পাকা যজ্ঞডুমুরের রস কিংবা তাহার ক্বাথ বা তাহার শীতকষায় পেয়। বাগ্‌ভটোক্ত শারিবাদি গণেরও শীতকষায় পিত্তজ তৃষ্ণানাশক।

পিত্তোত্থিতাং পিত্তহরৈর্বিপক্বং নিহন্তি তোয়ং পয় এব বাপি।।

কাকোল্যাদি পিত্তঘ্ন দ্রব্যের সহিত জল বা দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া সেই জল বা দুগ্ধ পান করিলেও পিত্তজ তৃষ্ণা বিনষ্ট হয়।

কাশ্মর্য্যশর্করাযুক্তং চন্দনোশীরপদ্মকম্। দ্রাক্ষামধুকসংযুক্তং পিত্ততর্ষে জলং পিবেৎ।।

পৈত্তিক তৃষ্ণারোগে গাম্ভারী, শর্করা, রক্তচন্দন, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধু এস সকল ঔষধের শীত-কষায় পান করিবে। কাহারও মতে ঐ সকল দ্রবা বাটিয়া জলের সহিত পেয়।

স্বাদু তিক্তং দ্রবং শীতং পিত্ততৃষ্ণাপহং পরম্।।

পিত্তজ তৃষ্ণায় মধুর ও তিক্ত এবং তরল ও শীতল দ্রব্য হিতকর।

মুস্তপর্পটিকোদীচ্য-চ্ছত্রাখ্যোশীরচন্দনৈঃ। শৃতশীতং জলং দদ্যাৎ তৃড়্‌দাহজ্বরশান্তয়ে।।

(ষড়ঙ্গপানীয়ম্)।

মুতা, ক্ষেত্পাপড়া, বালা, ধনে, বেণার মূল ও রক্তচন্দন মিলিত ২ তোলা, জল ৪ সের, শেষ ২ সের। ইহা শীতল করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর নিবারিত হয় (ইহাকে ষড়ঙ্গপানীয় বলে)।

লাজোদকং মধুযুতং শীতং গুড়বিমর্দ্দিতম্। কাশ্মর্য্যশর্করাযুক্তং পিবেৎ তৃষ্ণার্দ্দিতো নরঃ।।

অর্দ্ধ পোয়া খৈ ১ সের উষ্ণজলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত গাম্ভারীফলচূর্ণ ৪ মাষা, মধু ৪ মাষা, গুড় ৪ মাষা ও চিনি ৪ মাষা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিপাসা নিবারিত হয়।

তদ্বদ্ দ্রাক্ষাচন্দন-খর্জ্জূরোশীরমধুযুক্তং তোয়ম্।

দ্রাক্ষা, চন্দন, খর্জ্জূর ও বেণার মূল এই সকল দ্রব্যের শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ তৃষ্ণা প্রশমিত হয়।

সশারিবাদৌ তৃণপঞ্চমূলে তথোৎপলাদৌ মধুরে গণে বা। কুর্য্যাৎ কষায়াংশ্চ তথৈব যুক্তান্ মধূকপুষ্পাদিষু চাপরেষু।।

সুশ্রুতোক্ত শারিবাদিগণ, তৃণপঞ্চমূল, উৎপলাদিগণ বা মধুরগণ এই চতুর্ব্বিধ গণের অথবা মধূকপুষ্পাদির (মউলফুল, শোভাঞ্জনফুল, কোবিদারফুল ও প্রিয়ঙ্গুফুল) শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া পিত্তজ তৃষ্ণায় পান করিতে দিবে।

কফজতৃষ্ণালক্ষণম্

বাষ্পাবরোধাৎ কফসংবৃতেঽগ্নৌ তৃষ্ণা বলাসেন ভবেৎ তথা তু। নিদ্রাগুরুত্বং মধুরাস্যতা চ তৃষ্ণার্দ্দিতঃ শুষ্যতি চাতিমাত্রম্।।

(কফ, শীতল ও দ্রবপদার্থ, ইহা হইতে পিপাসার উৎপত্তি অসম্ভব, অতএব যেরূপ কারণে কফ হইতে পিপাসা জন্মে, তাহা লিখিত হইতেছে।)

কফ কর্ত্তৃক জঠরাগ্নি উপরিভাগে আচ্ছাদিত হইলে জঠরোষ্মা অধোগত হইয়া জলবহ স্রোতকে শুষ্ক করে, তাহাতেই পিপাসার উৎপত্তি হয়। কফজ তৃষ্ণায় নিদ্রাধিকা, মুখে মিষ্টাস্বাদ ও দেহের অতিশয় শুষ্কতা উপস্থিত হইয়া থাকে।

কফজতৃষ্ণা-চিকিৎসা

বিম্বাঢ়কীপাতকিপঞ্চকোল-দর্ভেষু সিদ্ধং কফজাং নিহন্তি। হিতং ভবেচ্ছর্দ্দনমেব চাত্র তপ্তেন নিম্বপ্রসবোদকেন।।

বিল্বমূলের ছাল, অড়হরপত্র, ধাইফুল, পঞ্চকোল (পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ), কুশমূল, (কাহারও মতে উলু), এই সকল দ্রব্য ষড়ঙ্গপানীয় বিধানানুসারে জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করিলে কফজ তৃষ্ণা নিবারিত হয়। নিমছালের বা নিমপাতার কিংবা নিমফুলের উষ্ণ ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইলে কফজ তৃষ্ণায় উপকার হয় [সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণাতেই পিত্তসম্বন্ধ আছে বলিয়া পঞ্চকোল দেওয়া অনুচিত বিবেচনায় কেহ কেহ পঞ্চকোল স্থানে পঞ্চমূল (স্বল্প) পাঠ করিয়া থাকেন]।

আমলং কমলং কুষ্ঠং লাজাশ্চ বটরোহকম্। এতচ্চূর্ণস্য মধুনা গুটিকাং ধারয়েন্মুখে।। তৃষ্ণাং প্রবৃদ্ধাং হন্ত্যেষা মুখশোষঞ্চ দারুণম্।।

আমলকী, পদ্মমূল, কুড়, খৈ ও বটের ঝুরি, ইহাদের চূর্ণ মধুসংযোগে গুটিকাকার করিয়া সেই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে প্রবল তৃষ্ণা ও দারুণ মুখশোষ প্রশমিত হয়।

ক্ষতজক্ষয়জামজান্নজতৃষ্ণালক্ষণম্

ক্ষতস্য রুক্‌শোণিতনির্গমাভ্যাং তৃষ্ণা চতুর্থী ক্ষতজা মতা তু।। রসক্ষয়াদ্ যা ক্ষয়সম্ভবা সা তয়াভিভূতশ্চ নিশাদিনেষু। পেপীয়তেঽম্ভঃ স সুখং ন যাতি তাং সন্নিপাতাদিতি কেচিদাহুঃ।। রসক্ষয়োক্তানি চ লক্ষণানি তস্যামশেষেণ ভিষগ্ ব্যবস্যেৎ।। ত্রিদোষলিঙ্গামসমুদ্ভবা চ হৃচ্ছূলনিষ্ঠীবনসাদকর্ত্রী। স্নিগ্ধং তথাম্লং লবণঞ্চ ভুক্তং গুর্ব্বন্নমেবাশু তৃষাং করোতি।।

শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষতাঙ্গ ব্যক্তির ক্ষতযন্ত্রণা ও ক্ষত হইতে রক্তস্রাবহেতু যে পিপাসা হয়, তাহাকে ক্ষতজ তৃষ্ণা কহে।

রসক্ষয় হেতু যে তৃষ্ণা হয়, তাহাকে ক্ষয়জ তৃষ্ণা কহে। ক্ষয়জতৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি দিবারাত্রি মুহুর্ম্মুহুঃ জলপান করে, তথাপি তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। কেহ কেহ এইরূপ তৃষ্ণাকে সন্নিপাতোৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহাতে হৃৎপীড়া, কম্প এবং শূন্যতা প্রভৃতি সুশ্রুত-নির্দ্দিষ্ট রসক্ষয়-লক্ষণসকলও উপস্থিত হয়।

আমজ তৃষ্ণায় হৃচ্ছূল, নিষ্ঠীবন, অবসাদ এবং বাতাদি ত্রিদোষজ লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়। কারণ আমনিবন্ধন অর্থাৎ অজীর্ণতাহেতু ত্রিদোষেরই প্রকোপ হইয়া থাকে।

ঘৃত-তৈলাদি স্নেহযুক্ত খাদ্য অম্ল লবণ ও কটুরস এবং গুরুপাক অন্ন ভোজন করিলে শীঘ্র পিপাসা উপস্থিত হয়, ইহাকেই ভক্তোদ্ভবা অর্থাৎ অন্নজা তৃষ্ণা কহে।

ক্ষতজাদিতৃষ্ণা-চিকিৎসা

ক্ষতোত্থিতাং রুগ্‌বিনিবারণেন জয়েদ্রসানামসৃজশ্চ পানৈঃ। ক্ষয়োত্থিতাং ক্ষীরজলং নিহন্যান্মাংসোদকং বাথ মধূদকং বা।।

ক্ষতজনিত তৃষ্ণায় ক্ষতোদ্ভব বেদনার শান্তি, মাংসরস সেবন বা (এণ-হরিণাদির সদ্যোধৃত) রক্তপান কর্ত্তব্য। ক্ষয়জ তৃষ্ণায় দুগ্ধ বা মধু মিশ্রিত জল ও মাংসের রস হিতকর।

আমোদ্ভবাং বিল্ববচাযুতানাং জয়েৎ কষায়ৈরথ দীপনানাম্।।

আমজনা তৃষ্ণারোগে বেলশুঁঠ ও বচ সংযুক্ত দীপনীয় বর্গের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

সর্ব্বান্নজানুল্লিখনৈর্জয়েৎ তু ক্ষয়াদৃতে সর্ব্বকৃতাঞ্চ তৃষ্ণাম্।।

গুরু অন্ন ভোজনজনিত তৃষ্ণায় এবং ক্ষয়জ ভিন্ন অন্য সকল প্রকার তৃষ্ণায় বমন করান কর্ত্তব্য।

অতিরুক্ষদুর্ব্বলানাং তর্ষং শময়েন্নৃণামিহাশু পয়ঃ। ছাগো বা ঘৃতভৃষ্টঃ শীতো মধুরো রসো হৃদ্যঃ।।

মধুরো রসো হৃদ্য ইতি মধুরগণসাধিতত্বেন রসো মধুরো জ্ঞেয়ঃ। ইতি শ্রীকণ্ঠঃ।

অতিশয় রুক্ষদেহ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির তৃষ্ণা নিবারণের জন্য দুগ্ধপান অথবা মধুরগণসংস্কৃত ঘৃতভৃষ্ট শীতল ছাগমাংসরস ব্যবস্থা করিবে।

আম্রজম্বুকষায়ং বা পিবেন্মাক্ষিকসংযুতম্। ছর্দ্দিং সর্ব্বাং প্রণুদতি তৃষ্ণাঞ্চৈবাপকর্ষতি।।

আম ও জামের পাতার বা আঁটির শস্যের ক্বাথ মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে বমি ও তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

প্রাতঃ শর্করয়োপেতং ক্বাথো ধন্যাকসম্ভবঃ। জয়েৎ তৃষ্ণাং তথা দাহং কুর্য্যাৎ স্রোতোবিশোধনম্।।

প্রাতঃকালে ধনের ক্বাথ অথবা শীতকষায় চিনির সহিত পান করিলে দাহ ও তৃষ্ণা নিবৃত্ত এবং স্রোতোবিশুদ্ধি হইয়া থাকে।

বটশুঙ্গসিতালোধ্র-দাড়িমং মধুকং মধু। পিবেৎ তণ্ডুলতোয়েন ছর্দ্দিতৃষ্ণানিবারণম্।।

বটের শুঙ্গা, চিনি, লোধ, দাড়িম, যষ্টিমধু ও মধু, তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করিলে বমি ও পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে।

গোস্তনেক্ষুরসক্ষীর-যষ্টীমধুমধূৎপলৈঃ। নিয়তং নস্যতঃ পানৈস্তৃষ্ণা শাম্যতি দারুণা।।

দ্রাক্ষারস, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, যষ্টিমধুর ক্বাথ, মধু বা সুঁদিফুলের রস নাসিকা দ্বারা নিয়ত পান করিলে দারুণ পিপাসা প্রশমিত হয়।

ক্ষীরেক্ষুরসমাধ্বীক-ক্ষৌদ্রসীধুগুড়োদকৈঃ। বৃক্ষাম্লাম্লৈশ্চ গণ্ডূষস্তালুশোষনিবারণাঃ।।

দুগ্ধ, ইক্ষুরস, মউলফুলের মদ্য, মধু, সীধু, গুড়োদক, বৃক্ষাম্ল (মহাদা) ও অন্যান্য অম্লের গণ্ডূষ ধারণ করিলে তালুশোষ নিবারিত হয়।

কেশরং মাতুলুঙ্গস্য সক্ষৌদ্রং দাড়িমীযুতম্। ক্ষণমাত্রেণ দুর্ব্বারাং তৃষ্ণাং কবলতো জয়েৎ।।
দাহতৃষ্ণা-প্রশমনং মধুগণ্ডুষধারণম্।।

টাবালেবুর কেশর, মধু ও দাড়িম পেষণ করিয়া কবল করিলে দুর্নিবার্য্য তৃষ্ণাও ক্ষণমাত্রে নিবারিত হয়। মধুর গণ্ডূষ মুখে ধারণ করিলেও দাহ ও পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে।

তালুশোষে পিবেৎ সর্পির্ঘৃতমণ্ডমথাপি বা। মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিতৃষাদাহ-স্ত্রীমদ্যভৃশকর্ষিতাঃ। পিবেয়ুঃ শীতলং বারি রক্তপিত্তে মদাত্যয়ে।। পূর্ব্বামিয়াতুরঃ সন্ দীনস্তৃষ্ণার্দ্দিতো জলং যাচন্। লভতে নচেৎ তদায়ং মরণং প্রাপ্নোতি দীর্ঘবেগং * বা।।

* দীর্ঘরোগমিতি বা পাঠঃ।

তালুশোষ রোগে ঘৃত বা ঘৃতমণ্ড (ঘৃতের উপরিস্থ স্বচ্ছ ভাগ) পান করিবে। মূর্চ্ছা, বমি, তৃষ্ণা, দাহ, মৈথুন ও মদ্যপানে অতিকর্ষিত ব্যক্তিদিগের, বিশেষতঃ রক্তপিত্ত ও মদাত্যয় রোগগ্রস্ত ব্যক্তির শীতল জল পান করা কর্ত্তব্য। যদি রোগী মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগে তৃষ্ণায় কাতর হইয়া অতি দীনভাবে জল প্রার্থনা করে, তৎকালে জল না দিলে তৃষ্ণা দীর্ঘকাল স্থায়িনী হয় এবং মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে।

ধান্যাম্লমাস্যবৈরস্য-মলদৌর্গন্ধ্যনাশনম্। তদেবালবণং পীতং মুখশোষহরং পরম্।।

সলবণ ধান্যাম্ল (কাঁজিবিশেষ) মুখের বিরসতা ও মলের দৌর্গন্ধ্য নাশক। ইহা অলবণ (অল্প লবণসহ) পান করিলে মুখশোষ নিবারিত হয়।

অসঞ্চার্য্যা তু যা মাত্রা গণ্ডূষে সা প্রকীর্ত্তিতা। সুখং সঞ্চার্য্যতে যা তু সা মাত্রা কবলে হিতা।।

যে পরিমাণ তরল দ্রব্য মুখে ধারণ করিলে তাহা সঞ্চালন করিতে পারা যায় না, তাহাকে গণ্ডূষ কহে। আর যে মাত্রায় গ্রহণ করিলে অনায়াসে চালনা করা যায়, তাহার নাম কবল। অর্থাৎ গণ্ডূষে মুখ সম্যক্‌রূপে পূর্ণ করিতে হয় ; কবল মাত্রা গণ্ডূষের অর্দ্ধেক।

বারি শীতং মধুযুতমাকণ্ঠাদ্ বা পিপাসিতম্। পায়য়েদ্ বাময়েচ্চাপি তেন তৃষ্ণা প্রশাম্যতি।।
আকণ্ঠতোয়পানাদনু কিঞ্চিন্মধুপানমিত্যুপদিশন্তি বৃদ্ধাঃ।

পিত্তজ তৃষ্ণাগ্রস্ত ব্যক্তিকে মধুসংযুক্ত শীতল জল আকণ্ঠ পান করাইয়া বমন করাইলে তৃষ্ণা দূর হয়। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ বলেন যে আকণ্ঠ জল পান করিয়া কিঞ্চিৎ মধু পান করিবে।

তৃষিতো মোহমাপ্নোতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি। তস্মাৎ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন কচিদ্ বারি বার্য্যতে।।
অন্নেনাপি বিনা জন্তুঃ প্রাণান্ ধারয়তে চিরম্। তোয়াভাবে পিপাসার্ত্তঃ ক্ষণাৎ প্রাণৈর্বিমুচ্যতে।।
অত্যম্বুপানাৎ প্রভবন্তি রোগা নিরম্বুপানাচ্চ স এব দোষঃ। তস্মাদ্ বুধঃ প্রাণবিবর্দ্ধনার্থং মুহুর্ম্মুর্হুবারি পিবেদভূরি।।

তৃষ্ণা দ্বারা মূর্চ্ছা এবং মূর্চ্ছা দ্বারা প্রাণনাশ পর্য্যন্তও ঘটে। অতএব কোন অবস্থাতেই জল নিষিদ্ধ নহে। অন্ন ব্যতিরেকে দীর্ঘকাল প্রাণরক্ষা হইতে পারে, কিন্তু জল ব্যতিরেকে পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি ক্ষণকালও বাঁচিতে পারে না। অধিক পরিমাণে জলপান করিলে নানা রোগের উৎপত্তি হয়, আবার একবারে জলপান পরিত্যাগ করিলেও সেই দোষই ঘটে, অতএব প্রাণবর্দ্ধনার্থ মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প পরিমাণে জলপান করাই ব্যবস্থেয়।

হৃদ্যং সুমধুরং শীতং সেবেত তৃষয়ার্দ্দিতঃ। উগ্রমুদ্বেগজননং ত্যজেৎ সর্ব্বমতন্দ্রিতঃ।।

হৃদ্য, মধুর ও শীতল দ্রব্য তৃষ্ণারোগির সেব্য এবং উগ্র ও উদ্বেগজনক বিষয় সমস্ত পরিত্যাজ্য।

রসাদি-চূর্ণম্

রসগন্ধককর্পূরৈঃ শৈলোশীরমরীচকৈঃ। সসিতৈঃ ক্রমবৃদ্ধৈশ্চ সূক্ষ্মং কৃত্বা ত্বহমুখে।।
ত্রিগুঞ্জাপ্রমিতং খাদেৎ পিবেৎ পর্য্যুষিতাম্বু চ। ভৃশং তৃষাং নিহন্ত্যেবমশ্বিভ্যাঞ্চ প্রকাশিতম্।।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, কর্পূর ৩ ভাগ, শিলাজতু ৪ ভাগ, উশীর ৫ ভাগ, মরিচ ৬ ভাগ, চিনি ৭ ভাগ; একত্র চূর্ণ করিয়া প্রাতঃকালে ৩ রতি পরিমাণে সেবন করিবে। অনুপান— বাসি জল। ইহা তৃষ্ণানাশক।

মহোদধিরসঃ

তাম্রং চক্রিকয়া বঙ্গং সূতং তালং সতুত্থকম্। বটাঙ্কুররসৈর্ভাব্যং তৃষ্ণাহৃদ্ বল্লমাত্রতঃ।।

সক্ষৌদ্রমাম্রজম্ব্বথং পিবেৎ ক্বাথং পলোম্মিতম্। সকৃষ্ণমধুনা কুর্য্যাদ গণ্ডূষান্ শীতলে স্থিতঃ।।
(যত্র কেবল এব রসস্তত্র ভস্মসূতো বোধ্যঃ।)

জারিত তাম্র, বঙ্গ, রসসিন্দূর, হরিতাল, তুঁতে এই পাঁচটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া তাহা বটের ঝুরির রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। প্রতিদিন ইহার এক একটি বটিকা সেবন করিলে তৃষ্ণা বিনষ্ট হইবে। এই ঔষধ সেবনান্তে অনুপানার্থ আমছাল ও জামছালের পল পরিমিত ক্বাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে এবং শীতল শয্যায় শয়ন ও উপবেশনাদি করিয়া পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত মধু-গণ্ডুষ ধারণ করিবে।

(যে যোগের মধ্যে গন্ধকের উল্লেখ নাই, অথচ কেবল রসের উল্লেখ আছে, সেখানে রসশব্দে রসসিন্দূর বুঝিতে হইবে।)

কুমুদেশ্বরো রসঃ

মৃততাম্রস্য দ্বৌ ভাগৌ ভাগৈকং বঙ্গভস্মকম্। যষ্টীমধুরসৈর্ভাব্যং শুষ্কং মাষার্দ্ধকং শুভম্। সেব্যঞ্চৈবানুপানেন বক্ষ্যমাণেন বুদ্ধিমান্।। চন্দনং শারিবা মুস্তং ক্ষুদ্রৈলা নাগকেশরম্। সর্ব্বতুল্যাস্তথা লাজাঃ পচেৎ ষোড়শিকৈর্জ্জলৈঃ।। অর্দ্ধশেসং হরেৎ ক্বাথং সিতাক্ষৌদ্রযুতন্তু তৎ। ছর্দ্দিং তৃষ্ণাং নিহন্ত্যাশু রসোহয়ং কুমুদেশ্বরঃ।।

শোধিত তাম্র ২ ভাগ, বঙ্গভস্ম ১ ভাগ, যষ্টিমধুর ক্বাথে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করত আধ মাষা পরিমাণে নিম্নলিখিত অনুপানের সহিত সেবন করিবে। অনুপান যথা—চন্দন, অনন্তমূল, মুতা, ছোট এলাইচ ও নাগকেশর প্রত্যেক সমভাগ, সকলের সমান খৈ ; একত্র করিয়া ষোলভাগ জলের সহিত পাক করিয়া অর্দ্ধ ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ইহা চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা ও ছর্দ্দি আশু বিনষ্ট হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

তৃষ্ণারোগে পথ্যানি

শোধনং শমনং নিদ্রাং স্নানং কবলধারণম্। জিহ্বাধঃশিরয়োর্দাহো দীপদগ্ধহরিদ্রয়া।। কোদ্রবাঃ শালয়ঃ পেয়া বিলেপী লাজশক্তবঃ। অন্নমণ্ডো ধন্বরসাঃ শর্করা রাগষাড়বৌ।। ভৃষ্টৈর্মুদ্গৈ-মসূরৈর্বা চণকৈর্বা কৃতো রসঃ। রম্ভাপুষ্পং তৈলকূর্চ্চং দ্রাক্ষাপর্পটপল্লবাঃ।। কপিত্থং কোলমল্লীকা কুষ্মাণ্ডকমুপোদিকা। খর্জ্জুরং দাড়িমং ধাত্রী কর্কটী নলদম্বু চ।। জম্বীরং করমর্দ্দঞ্চ বীজপূরং গবাং পয়ঃ। মধূকপুষ্পং হ্রীবেরং তিক্তানি মধুরাণি চ।। বালতালাম্বু শীতাম্বু পয়ঃপেটী প্রপাণকম্। মাক্ষিকং সরসাং তোয়ং শতাহ্বা নাগকেশরম্।। এলা জাতীফলং পথ্যা কুস্তুম্বুরু চ চন্দনম্। ঘনসারঃ গন্ধসারঃ কৌমুদী শিশিরানিলঃ।। চন্দনার্দ্রপ্রিয়াশ্লেষো রত্নাভরণধারণম্। হিমানুলেপনঞ্চ স্যাৎ পথ্যমেতৎ তৃষাতুরে।।

শোধন ঔষধ, শমন ঔষধ, নিদ্রা, স্নান, কবলধারণ এবং দীপদগ্ধ হরিদ্রা দ্বারা জিহ্বার অধোদেশের শিরাদ্বয়ের দাহ, কোদোধান্য, শালিধান্য, পেয়া, বিলেপী, খৈয়ের ছাতু, অন্নমণ্ড, ধন্বদেশজাত পশু-পক্ষির মাংসরস, চিনি, রাগ ও ষাড়ব, ভৃষ্ট মুগ মসূর এবং ছোলার যূষ, কলার মোচা,

তৈলকূর্চ্চ, কিস্‌মিস্‌, ক্ষেতপাপড়া, কয়েতবেল, কুল, তেঁতুল, কুম্‌ড়া, পুঁইশাক, খর্জ্জূর, দাড়িম, আমলকী, কাঁকুড়, নিম্ব, জামীরলেবু, করঞ্জ, ছোলঙ্গ, গোদুগ্ধ, মউলফুল, বালা, তিক্তদ্রব্য, মধুরদ্রব্য, কচি তালশাঁসের জল, শীতল জল, ডাব, সরবৎ, মধু, সরোবরের জল, শুল্‌ফা, নাগকেশর, এলাইচ, জাতীফল, হরীতকী, ধনে, সোহাগা, কর্পূর, চন্দন, জ্যোৎস্না, শীতল বায়ু, চন্দনচর্চ্চিত প্রিয়ার আলিঙ্গন, রত্নাভরণ ধারণ ও শীতল প্রলেপন, এই সমস্ত তৃষ্ণারোগির পথ্য।

তৃষ্ণারোগেঽপথ্যানি

স্নেহাঞ্জনস্বেদনধূমপান ব্যায়ামনস্যাতপদন্তকাষ্ঠম্। গুর্ব্বন্নমম্লং লবণং কষায়ং কটু স্ত্রিয়ং দুষ্টজলানি তীক্ষ্ণম্।। এতানি সর্ব্বাণি হিতাভিলাষী তৃষ্ণাতুরো নৈব ভজেৎ কদাচিৎ।।

স্নেহ (তৈল ঘৃতাদি), অঞ্জন, স্বেদ, ধূমপান, ব্যায়াম, নস্য, রৌদ্র, দন্তধাবন, গুরুপাক দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, লবণরসযুক্ত দ্রব্য, কষায়দ্রব্য, কটুদ্রব্য, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, দূষিত জল ও তীক্ষ্ণদ্রব্য, তৃষ্ণারোগাক্রান্ত ব্যক্তির ত্যাজ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে তৃষ্ণারোগাধিকারঃ।

মূর্চ্ছাদিরোগাধিকার

মূর্চ্ছানিদানম্

ক্ষীণস্য বহুদোষস্য বিরুদ্ধাহারসেবিনঃ। বেগাঘাতদভীঘাতাদ্ধীনসত্ত্বস্য বা পুনঃ।। করণায়তনেষূগ্রা বাহ্যেষ্বাভ্যন্তরেষু চ। নিবিশন্তে যদা দোষাস্তদা মূর্চ্ছন্তি মানবাঃ।। সংজ্ঞাবহাসু নাড়ীষু পিহিতাস্বনিলাদিভিঃ। তমোহভ্যুপৈতি সহসা সুখদুঃখব্যপোহকৃৎ।। সুখদুঃখব্যপোহাচ্চ নরঃ পততি কাষ্ঠবৎ। মোহো মূর্চ্ছেতি তামাহুঃ ষড় বিধা সা প্রকীর্ত্তিতা।। বাতাদিভিঃ শোণিতেন মদ্যেন চ বিষেণ চ। ষট্স্বপ্যেতাসু পিত্তন্তু প্রভুত্বেনাবতিষ্ঠতে।। হৃৎপীড়া জৃম্ভণং গ্লানিঃ সংজ্ঞাদৌর্ব্বল্যমেব চ। সর্ব্বাসাং পূর্ব্বরূপাণি যথাস্বঞ্চ বিভাবয়েৎ।। নীলং বা যদি বা কৃষ্ণমাকাশমথবারুণম্। পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি শীঘ্রঞ্চ প্রতিবুধ্যতে। বেপথুশ্চাঙ্গমর্দ্দশ্চ প্রপীড়া হৃদয়স্য চ। কার্শ্যং শ্যাবারুণা চ্ছায়া মূর্চ্ছায়ে বাতসম্ভবে।। রক্তং হরিতবর্ণং বা বিয়ৎ পীতমথাপি বা। পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি সস্বেদশ্চ প্রবুধ্যতে।। (সপিপাসঃ সসন্তাপো রক্তপীতাকুলেক্ষণঃ।) সংভিন্নবর্চ্চাঃ পীতাভো মূর্চ্ছায়ে পিত্তসম্ভবে।। মেঘসঙ্কাশমাকাশমাবৃতং বা তমোঘনৈঃ। পশ্যংস্তমঃ প্রবিশতি চিরাচ্চ প্রতিবুধ্যতে।। গুরুভিঃ প্রাবৃতৈরঙ্গৈর্যথৈবার্দ্রেণ চর্ম্মণা। সপ্রসেকঃ সহৃল্লাসো মূর্চ্ছায়ে কফসম্ভবে।। সর্ব্বাকৃতিঃ সন্নিপাতাদপস্মার ইবাগতঃ। স জন্তুং পাতয়ত্যাশু বিনা বীভৎসচেষ্টিতৈঃ।। পৃথিব্যাপস্তমোরূপং রক্তগন্ধস্তদন্বয়ঃ। তস্মাদ্রক্তস্য গন্ধেন মূর্চ্ছন্তি ভুবি মানবাঃ। দ্রব্যস্বভাব ইত্যেকে দৃষ্ট্বা যদভিমুহ্যতি।। গুণাস্তীব্রতরত্বেন স্থিতাস্তু বিষমদ্যয়োঃ। ত এব তস্মাৎ তাভ্যান্তু মোহৌ স্যাতাং যথেরিতৌ।। স্তব্ধাঙ্গদৃষ্টিস্ত্বসৃজা গূঢ়োচ্ছ্বাসশ্চ মূর্চ্ছিতঃ। মদ্যেন বিলপঞ্ছেতে নষ্টবিভ্রান্তমানসঃ। গাত্রাণি বিক্ষিপন্ ভূমৌ জরাং যাবন্ন যাতি তৎ।। বেপথুস্বপ্নতৃষ্ণাঃ স্যুস্তমশ্চ বিষমূর্চ্ছিতে। বেদিতব্যং তীব্রতরং যথাস্বং বিষলক্ষণৈঃ।।

বিরুদ্ধভোজন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, লগুড়াদি দ্বারা অভিঘাত ও সত্ত্বগুণের অল্পতা, এই সকল

কারণে ক্ষীণ ও বহুদোষ-ব্যাপ্তদেহ ব্যক্তির বাতাদি উগ্রদোষসকল যখন মনোধিষ্ঠান চক্ষুরাদি-বাহ্যেন্দ্রিয়ে ও মনোবহ আভ্যন্তর স্রোতঃসকলে প্রবেশ করে, তখনই মানব মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। অথবা মনঃ, শিরা ধমনী স্রোতঃ প্রভৃতি যে সকল নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়াদি স্থান প্রাপ্ত হয়, সেই সকল সংজ্ঞাবহ নাড়ীও বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক আবৃত হইলে সুখদুঃখনাশক অজ্ঞানহেতু তমোগুণ সহসা বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং সুখদুঃখের নাশ নিবন্ধন মনুষ্য মূর্চ্ছিত হইয়া কাষ্ঠবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া থাকে। এই পীড়ার নাম মোহ বা মূর্চ্ছা। ইহা ছয় প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, রক্তজ, মদ্যজ ও বিষজ। এই ছয় প্রকার মূর্চ্ছাতেই পিত্তের আধিপত্য থাকে জানিবে।

মূর্চ্ছা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে হৃদয়ে পীড়া, জৃম্ভা, গ্লানি ও জ্ঞানের অল্পতা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। মূর্চ্ছারোগের ব্যক্তাবস্থায় যে দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, তাহাকে তদ্দোষসম্বন্ধ বলিয়া জানিবে।

বাতমূর্চ্ছায় রোগী নীল, কৃষ্ণ অথবা অরুণ বর্ণ আকাশ দর্শন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হয় ও শীঘ্র সংজ্ঞা লাভ করে এবং কম্প, অঙ্গমর্দ্দ (আলস্য ত্যাগ করা—গা-ভাঙ্গা), হৃদয়ের পীড়া, দেহের কৃশতা ও শ্যাব বা অরুণবর্ণ কান্তি, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। পিত্তজ মূর্চ্ছায় রোগী রক্ত পীত অথবা হরিতবর্ণ আকাশ দর্শন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হয়। মূর্চ্ছাপনোদন কালে ঘর্ম্ম, পিপাসা, সন্তাপ এবং রক্ত বা পীত বর্ণ নেত্র, ভাঙ্গা মল ও পীতবর্ণ কান্তি, এই সকল লক্ষণ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ মূর্চ্ছায় রোগী আকাশকে মেঘাভ বা মেঘাচ্ছন্ন অথবা ঘোর অন্ধকারাবৃত দর্শন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হয় ও বিলম্বে সংজ্ঞালাভ করে। সংজ্ঞালাভকালে আপন অঙ্গসকল আর্দ্রচর্ম্মবেষ্টিতবৎ গুরু বলিয়া বোধ করে এবং তাহার মুখস্রাব ও বমনবেগ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক মূর্চ্ছায় বাতজাদি ত্রিবিধ মূর্চ্ছারই লক্ষণ সঙ্ঘটিত হয় এবং রোগী অপস্মারবৎ প্রবলবেগে পতিত ও দীর্ঘকালে চেতনা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অপস্মারে যেরূপ ফেনবমন, দন্তঘট্টন ও নেত্রবিকৃতি প্রভৃতি ভয়ানক অঙ্গবৈকৃত্য বিদ্যমান থাকে, ইহাতে তাহা থাকে না, এইমাত্র প্রভেদ জানিবে।

মৃত্তিকা ও জল উভয়ই তমোগুণবহুল, রক্তগন্ধও তদন্বয় অর্থাৎ পৃথিবীজলাত্মক, সুতরাং উহাতেও তমোগুণের আধিক্য আছে ; এবং মানবও তমোগুণ-ভূয়িষ্ঠ ; তজ্জন্য রক্তগন্ধে তমোবহুল মানব মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, দ্রব্যের স্বভাবই কারণ। যেহেতু গন্ধ আঘ্রাণ না করিয়াও কেবলমাত্র দর্শনেই মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। রক্তের এমনি স্বভাব যে, উহার ঘ্রাণে বা দর্শনও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়।

লঘু, রুক্ষ, আশুকারী, বিশদ, ব্যবায়ী, তীক্ষ্ণ, বিকাশী, সূক্ষ্ম, উষ্ণ ও অনির্দ্দেশ্য রস, এই দশটি বিষের গুণ। এই গুণসকল তৈলাদিতেও আছে, কিন্তু সকলগুলি তীব্রভাবে নাই।

বিষ ও মদ্যে ঐ দশটি গুণই তীব্রতররূপে বিদ্যমান আছে, তজ্জন্য তৈলাদি দ্বারা মূর্চ্ছা হয় না, বিষ ও মদ্যে মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। বিষজ ও মদ্যজ মূর্চ্ছার বিষয় লিখিত হইতেছে।

রক্তজ মূর্চ্ছায় অঙ্গ ও দৃষ্টি স্তব্ধীভূত এবং শ্বাসক্রিয়া অস্পষ্ট হইয়া থাকে। অধিক মদ্যপানজনিত মূর্চ্ছায় রোগী জ্ঞানরহিত ও বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া হস্তপদাদি সঞ্চালন করে ও প্রলাপ

বকিতে বকিতে মূর্চ্ছিত হয়। মদ্য যতক্ষণ না জীর্ণ হয় ততক্ষণ মূর্চ্ছাপনোদন হয় না, জীর্ণ হইলেই সংজ্ঞালাভ হইয়া থাকে। বিষজ মূর্চ্ছায় কম্প, নিদ্রা, তৃষ্ণা ও অন্ধকার দর্শন, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং কন্দ, মূল, ফল, পত্র ও ক্ষীরাদি বিষের যে সকল লক্ষণ সুশ্রুতের কল্পস্থানে লিখিত আছে, তাহাও তীব্রভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

মূর্চ্ছারোগ-চিকিৎসা

সেকাবগাহৌ মণয়ঃ সহারাঃ শীতাঃ প্রদেহা ব্যজনানিলশ্চ। শীতানি পানানি চ গন্ধবন্তি সর্ব্বাসু মূর্চ্ছস্বনিবারিতানি।।

সকল প্রকার মূর্চ্ছারোগেই শীতল জলসেক, অবগাহন, মণি (মুক্তাস্ফটিকাদি) খচিত হার ধারণ, গাত্রে উশীর-চন্দনাদি লেপন, ব্যজনবায়ু এবং কর্পূরাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত ও শীতল পানীয় হিতকর।

সিদ্ধানি বর্গে মধুরে পয়াংসি সদাড়িমা জাঙ্গলজা রসাশ্চ। তথা যবা লোহিতশালয়শ্চ মূর্চ্ছাসু পথ্যাশ্চ সতীনমুদগাঃ।।

(সতীনো বর্ত্তুলকলায়ঃ)

কাকোল্যাদি মধুরবর্গের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ, দাড়িমরস মিশ্রিত জাঙ্গল পশুর মাংসের রস, যব, রক্তশালি, মটর ও মুগ মূর্চ্ছারোগে সুপথ্য।

যথাদোষং কষায়াণি জ্বরঘ্নানি প্রযোজয়েৎ। রক্তজায়াস্তু মূর্চ্ছায়াং হিতঃ শীতক্রিয়াবিধিঃ।। মদ্যজায়াং বমেন্মদ্যং নিদ্রাং সেবেদ্ যথাসুখম্। বিষজায়াং বিষঘ্নানি ভেষজানি প্রযোজয়েৎ।।

বাতজাদি মূর্চ্ছারোগে বাতজাদি জ্বরঘ্ন কষায় প্রয়োগ করিবে। রক্তদর্শন ও রক্তের গন্ধ আঘ্রাণ দ্বারা উৎপন্ন মূর্চ্ছারোগে শীতক্রিয়া কর্ত্তব্য। মদ্যপানজনিত মূর্চ্ছারোগে বমনকারক ঔষধ দ্বারা উদরস্থ মদ্য বমন করাইয়া রোগিকে স্বাস্থ্যলাভ পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতে দিবে। বিষজ মূর্চ্ছারোগে বিষঘ্ন ঔষধ ব্যবস্থেয়।

কোলমজ্জোষণোশীর-কেশরং শীতবারিণা। পীতং মূর্চ্ছাং জয়েল্লীঢ়া কৃষ্ণাং বা মধুসংযুতাম্।।

কুলআঁটির শস্য, মরিচ, বেণার মূল, নাগেশ্বর, এই সমুদায় শীতল জলে মর্দ্দন করিয়া পান, অথবা পিপুলচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে মূর্চ্ছা দূর হয়।

মহৌষধামৃতাক্ষুদ্রা-পৌষ্করগ্রন্থিকোদ্ভবম্। পিবেৎ কণাযুতং ক্বাথং মূর্চ্ছায়েষু মদেষু চ।।

শুঁঠ, গুলঞ্চ, কন্টকারী, কুড় ও পিপুলমূল, ইহাদের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে মূর্চ্ছা ও মদরোগ নিবারিত হয়।

পীতং পয়শ্চ ধারোষ্ণং মূর্চ্ছায়াস্তকরং পরম্।।

প্রত্যহ ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে মূর্চ্ছা প্রশমিত হয়।

তাম্রচূর্ণং সমোশীরং কেশরং শীতবারিণা। পীতং মূর্চ্ছাং দ্রুতং হন্যাদ্ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।।

তাম্রভস্ম।।০ রতি, বেণার মূল ।।০ রতি ও নাগেশ্বর।।০ রতি একত্র শীতল জলের সহিত সেবন

করিলে মূর্চ্ছা নিবারিত হয়।

শিরীষবীজগোমূত্র-কৃষ্ণামরিচসৈন্ধবৈঃ। অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধায় সরসোনশিলাবচৈঃ।।

শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিলা ও বচ গোমূত্রে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে মূর্চ্ছাপনোদন হয়।

মধূকসারসিন্ধুত্থ-বচোষণকণাঃ সমাঃ। শ্লক্ষ্ণং পিষ্ট্বাম্ভসা নস্যং কুর্যাৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনম্।।

মৌলসার, সৈন্ধব, বচ, মরিচ ও পিপুল সমভাগে লইয়া জলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া নস্য লইলে মূর্চ্ছারোগির সংজ্ঞালাভ হইয়া থাকে।

ভ্রম-নিদ্রা-তন্দ্রা-লক্ষণম্

মূর্চ্ছা পিত্ততমঃপ্রায়া রজঃপিত্তানিলাদ্ ভ্রমঃ। তমোবাতকফাৎ তন্দ্রা নিদ্রা শ্লেষ্মতমোভবা।।
চক্রবদ্ ভ্রমতো গাত্রং ভূমৌ পততি সর্ব্বদা। ভ্রমরোগ ইতি জ্ঞেয়ো রজঃপিত্তানিলাত্মকঃ।।
ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসংবিত্তির্গৌরবং জৃম্ভণং ক্লমঃ। নিদ্রার্ত্তস্যেব যস্যেহা তস্য তন্দ্রাং বিনির্দ্দিশেৎ।।

পিত্ত ও তমোগুণে মূর্চ্ছা, বায়ু পিত্ত ও রজোগুণযোগে ভ্রম, বায়ু কফ ও তমোগুণযোগে তন্দ্রা এবং শ্লেষ্মা ও তমোগুণযোগে নিদ্রা হইয়া থাকে।

ভ্রমরোগে নিজ শরীরকে বা বিশ্বস্থিত সমস্ত পদার্থকে ঘূর্ণ্যমান বোধ হয়, তজ্জন্যই রোগী দাঁড়াইতে পারে না, দাঁড়াইলেই ভূমিতে পড়িয়া যায়।

নিদ্রা ও তন্দ্রার লক্ষণ। নিদ্রা ও তন্দ্রা অতি প্রসিদ্ধ, ইহা সকলেই জানেন, বিশেষ বিবরণ লিখিবার প্রয়োজন নাই। নিদ্রায় ইন্দ্রিয় ও মন উভয়েরই মোহ হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ রূপ-রসাদি নিজ নিজ বিষয় গ্রহণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া থাকে। কিন্তু তন্দ্রায় কেবল ইন্দ্রিয়মোহ, ইন্দ্রিয় বিষয়সকলে অসম্যগ্‌জ্ঞান ও নিদ্রার্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় চেষ্টা এবং দেহের গৌরব, জৃম্ভা ও ক্লান্তি, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ভ্রম-চিকিৎসা

শতাবরীবলামূল-দ্রাক্ষাসিদ্ধং পয়ঃ পিবেৎ। সসিতং ভ্রমনাশায় বীজং বাট্যালকস্য বা।। পিবেদ্ দুরালভাক্কাথং সঘৃতং ভ্রমশান্তয়ে। ত্রিফলায়াঃ প্রয়োগো বা প্রয়োগঃ পয়সোঽপি বা।।

শতমূলী, বেড়েলামূল ও কিস্‌মিসের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিলে, অথবা বেড়েলাবীজচূর্ণ ও চিনি লেহন করিলে ভ্রমরোগ নিবারিত হয়। ঘৃতসংযুক্ত দুরালভার ক্বাথ, ত্রিফলার ক্বাথ বা দুগ্ধ, ইহারাও ভ্রমরোগনাশক।

রসায়নানাং কৌম্ভস্য সর্পিষো বা প্রশস্যতে।।

(রসায়নানাং শিলাজত্বাদিরসায়নপ্রয়োগাণাম্। কৌম্ভং সর্পির্দশাব্দিকম্।)

ভ্রমরোগে (গাত্রঘূর্ণন রোগে) দশ বৎসরের পুরাতন ঘৃত মর্দ্দন ও শিলাজতু প্রভৃতি রাসায়নিক

ঔষধ সেবন প্রশস্ত।

মধুনা হন্ত্যপযুক্তা ত্রিফলা রাত্রৌ গুড়ার্দ্রকং প্রাতঃ। সপ্তাহাৎ পথ্যাশী মদমূর্চ্ছাকাসকামলোন্মাদান্।।

রাত্রিতে মধুর সহিত ত্রিফলাচূর্ণ ও প্রাতঃকালে গুড়ের সহিত আদা সপ্তাহকাল ভক্ষণ করিলে মদ, মূর্চ্ছা, কাস, কামলা ও উন্মাদ প্রশমিত হয়। ঔষধ সেবনকালে পথ্যভোজী হইবে অর্থাৎ মূর্চ্ছারোগে যে সকল দ্রব্য হিতকর, তাহাই ভোজন করিবে।

শুণ্ঠীকৃষ্ণাশতাহ্বানাং সাভয়ানাং পলং পলম্। গুড়স্য ষট্ পলান্যেষা গুড়িকা ভ্রমনাশিনী।।

শুঁঠ, পিপুল, শুল্ফা ও হরীতকী প্রত্যেক ১ পল এবং গুড় ৬ পল একত্র মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ বটী সেবনে ভ্রমরোগ নিবারিত হয়।

তাম্রং দুরালভাক্কাথৈঃ পীতন্তু ঘৃতসংযুতম্। নিবারয়েদ্ ভ্রমং শীঘ্রং সংশয়োহত্র ন বিদ্যতে।।

দুরালভা-ক্বাথের সহিত তাম্রভস্ম ঘৃতসংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে শীঘ্র ভ্রমরোগের শান্তি হয়।

নিদ্রাতন্দ্রা-চিকিৎসা

তুরঙ্গলালালবণোত্তমেন্দু-মনঃশিলামাগধিকামধূনি। নিযোজ্য তান্যক্ষি বিনিশ্চিতানি তন্দ্রাং সনিদ্রাং বিনিবারয়ন্তি।।

ঘোড়ার লাল, সৈন্ধব, কর্পূর, মনঃশিলা, পিপুল ও মধু একত্র উত্তমরূপে পেষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে নিদ্রা ও তন্দ্রা নিবারিত হয়।

সৈন্ধবং শ্বেতমরিচং সর্ষপং কুষ্ঠমেব চ। বস্তমূত্রেণ সংপিষ্য নস্যং তন্দ্রাবিনাশনম্।।

সৈন্ধবলবণ, সজিনাবীজ, শ্বেতসর্ষপ ও কুড় প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া নস্য লইলে তন্দ্রা নিবারিত হয়।

তন্দ্রিণং সুখশয্যায়াং প্রকামং স্বাপয়েদ্ ভিষক্।।

তন্দ্রারোগিকে সুখপ্রদ শয্যায় শয়ন করাইয়া যথেষ্ট নিদ্রা যাইতে দিবে।

শিরীষবীজং লশুনং পিপ্পলীং লবণোত্তমম্। মনঃশিলাঞ্চ মধুনা শ্লক্ষ্ণং যত্নেন মর্দ্দয়েৎ। তস্যাঞ্জনেন তন্দ্রাশু নিদ্রা বিনিবর্ত্ততে।।

শিরীষবীজ, রসুন, পিপুল, সৈন্ধব ও মনছাল, এই সকল দ্রব্য মধুর সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে তন্দ্রা ও নিদ্রা নাশ হয়।

সন্ন্যাস-নিদানম্

বাগ্‌দেহমনসাং চেষ্টামাক্ষিপ্যাতিবলা মলাঃ। সংন্যস্যন্ত্যবলং জন্তুং প্রাণায়তনমাশ্রিতাঃ।। স না সন্ন্যাসসন্ন্যস্তঃ কাষ্ঠীভূতো মৃতোপমঃ। প্রাণৈর্বিমুচ্যতে শীঘ্রং মুক্ত্বা সদ্যঃফলাং ক্রিয়াম্।।

সন্ন্যাসরোগে বাতাদি দোষসকল অতি কুপিত হইয়া প্রাণস্থান-হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া বাক্য দেহ

ও মনের চেষ্টা বিনাশপূর্ব্বক দুর্ব্বল মনুষ্যকে মূর্চ্ছিত করে। সেই সন্ন্যাসপীড়িত ব্যক্তি কাষ্ঠবৎ নিষ্ক্রিয় ও মৃতবৎ সংজ্ঞাহীন হয়। এই রোগ উপস্থিত হইবামাত্র যদি সূচীবেধ, তীক্ষ্ণ অঞ্জনদান, তীক্ষ্ণ নস্যপ্রয়োগ ও আলকুশী-ঘর্ষণ প্রভৃতি সদ্যঃফলপ্রদ ক্রিয়া না করা যায়, তাহা হইলে রোগির শীঘ্রই মৃত্যু হইয়া থাকে।

সন্ন্যাস-চিকিৎসা

অঞ্জনান্যবপীড়াশ্চ ধূমাঃ প্রধমনানি চ। সূচীভিস্তোদনং শস্তং দাহঃ পীড়া নখান্তরে।। লুঞ্চনং কেশলোম্নাঞ্চ দন্তৈর্দংশনমেব চ। আত্মগুপ্তাবঘর্ষশ্চ হিতস্তস্য প্রবোধনে।।

অবপীড়ঃ—কল্কীকৃতৌষধরসস্য নাসাপুটে দানম্। প্রধমনং—ঔষধচূর্ণস্য দ্বিমুখ্যা নাড়িকয়া মুখবাতেন নাসাপুটে দানম্।

সন্ন্যাসরোগে মূর্চ্ছাবস্থায় অপস্মারোক্ত তীক্ষ্ণ অঞ্জন, অবপীড়, ধূম, প্রধমন, সূচীবেদ, উষ্ণ লৌহশলাকাদি দ্বারা নখের অভ্যন্তরে দহন ও পীড়ন, কেশলোমাদি আকর্ষণ, দন্ত দ্বারা দংশন ও গাত্রে আলকুশী-ঘর্ষণ, এই সকল ক্রিয়া কর্ত্তব্য, ইহাতে রোগির সংজ্ঞালাভ হয় (কোন ঔষধ শিলায় পেষণ করিয়া তাহার রসের নস্য দেওয়াকে অবপীড় কহে। কোন ঔষধের চূর্ণ নলে পূরিয়া ফুৎকার দ্বারা নাসিকাভ্যন্তরে নস্য প্রদান করাকে প্রধমন বলে)।

কুর্য্যাচ্চৈরণ্ডতৈলেন রসচূর্ণেন বা পুনঃ। রেচনং শিশু-সন্ন্যাসে স্বেদস্তত্রোদরে হিতঃ।।

শিশুসন্ন্যাস রোগে এরণ্ডতৈল অথবা রসচূর্ণ দ্বারা বিরেচন করাইয়া উদরে স্বেদ প্রদান করিবে।

ক্রিমিজে শিশু-সন্ন্যাসে ক্রিমীণাং হরণং হিতম্।।

ক্রিমিজন্য শিশু-সন্ন্যাসে ক্রিমি-নিঃসারণ কর্ত্তব্য।

কণামধুযুতং সূতং মূর্চ্ছায়ামনুশীলয়েৎ। শীতসেকাবগাহাদীন্ সর্ব্বাঙ্গে পীড়নং হঠাৎ।।

মূর্চ্ছারোগে রসসিন্দুর পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিবে। শীতল জলের অবসেচন, শীতল জলে স্নান এবং হঠাৎ সর্ব্বাঙ্গে পীড়ন মদ ও মূর্চ্ছা রোগে প্রশস্ত।

মূর্চ্ছান্তকো রসঃ

সিন্দূরং মাক্ষিকং হেম শিলাজত্বয়সী তথা। শতমূল্যা বিদার্য্যাশ্চ স্বরসেন বিভাবয়েৎ।। শ্লক্ষ্ণং পিষ্ট্বা ততঃ কুর্য্যাদ্ বটিকা বল্লসম্মিতাঃ। রসো মূর্চ্ছান্তকো হন্যাদসৌ মূর্চ্ছাঃ শিবোদিতঃ।।

রসসিন্দুর, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, শিলাজতু ও লৌহ এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের স্বরসে ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে মূর্চ্ছারোগে। শান্তি হয় (অনুপান—শতমূলীর রস, ত্রিফলার জল প্রভৃতি)।

অশ্বগন্ধারিষ্টঃ

তুলার্দ্ধঞ্চাশ্বগন্ধায়া মুষল্যাঃ পলবিংশতিঃ। মঞ্জিষ্ঠায়া হরীতক্যা রজন্যোর্মধুকস্য চ।।

রাস্নাবিদারীপার্থানাং মুস্তকত্রিবৃতোরপি। ভাগান্ দশ পলান্ দদ্যাদনন্তাশ্যাময়োস্তথা।। চন্দনদ্বিতয়স্যাপি বচায়াশ্চিত্রকস্য চ। ভাগানষ্টপলান্ ক্ষুণ্ণানষ্টদ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ।। দ্রোণশেষে কষায়েঽস্মিন্ পূতে শীতে প্রদাপয়েৎ ধাতক্যাঃ ষোড়শপলং মাক্ষিকস্য তুলাত্রয়ম্।। ব্যোষস্য দ্বিপলঞ্চাপি ত্রিজাতকচতুষ্পলম্। চতুষ্পলং প্রিয়ঙ্গোশ্চ দ্বিপলং নাগকেশরম্।। মাসাদূর্দ্ধং পিবেদেনং পলার্দ্ধপরিমাণতঃ। মূর্চ্ছায়াপস্মৃতী শোষমুন্মাদমপি দারুণম্।। কার্শ্যমর্শাংসি মন্দত্বগ্নের্বাতভবান্ গদান্। অশ্বগন্ধাদ্যরিষ্টোঽয়ং পীতো হন্যাদসংশয়ম্।।

অশ্বগন্ধা ৫০ পল, তালমূলী ২০ পল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিতকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, রাস্না, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অর্জ্জুনছাল, মুতা ও তেউড়ী প্রত্যেক ১০ পল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বচ ও চিতামূল প্রত্যেকে ৮ পল, এই সমুদায় দ্রব্য ৫১২ সের জলে পাক করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া তাহাতে ধাইফুল ১৬ পল, মধু ৩৭।।০ সের, ত্রিকটু প্রত্যেক ২ পল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ প্রত্যেক ৪ পল, প্রিয়ঙ্গু ৪ পল, নাগেশ্বর ২ পল, এই সমুদায় প্রক্ষিপ্ত করিয়া আবৃতপাত্রে এক মাস রাখিবে। পরে ছাঁকিয়া লইবে। ইহার মাত্রা ১ তোলা হইতে ৪ তোলা পর্য্যন্ত। এই অশ্বগন্ধারিষ্ট সেবন করিলে মূর্চ্ছা, অপস্মার, শোষ, উন্মাদ, কার্শ্য, অগ্নিমান্দ্য ও বাতজ রোগসকল বিনষ্ট হয়।

পথ্যাপথ্য-বিধিঃ

মূর্চ্ছাদিরোগে পথ্যানি

সেকাবগাহৌ মণয়ঃ সহারাঃ শীতাঃ প্রদেহা ব্যজনানিলশ্চ। শীতানি পানানি চ গন্ধবন্তি ধারাগৃহং শীতমরীচিরোচিঃ।। ধূমোঽঞ্জনং নাবনমস্রমোক্ষো দাহশ্চ সূচীপরিতোদনানি। রোম্নাং কচানামপি কর্ষণানি নখান্তপীড়া দশনোপদংশঃ।। নাসামুখদ্বারমরুন্নিরোধো বিরেচনচ্ছর্দ্দনলঙ্ঘনানি। ক্রোধো ভয়ং দুঃখকরী চ শয্যা কথা বিচিত্র চ মনোহরাণি।। ছায়া নভোঽম্ভঃ শতধৌতসর্পির্মৃদূনি তিক্তানি চ লাজমণ্ডঃ। জীর্ণা যবা লোহিতশালয়শ্চ কৌন্তং হবির্মুদগসতীনযূষাঃ।। ধন্বোদ্ভবা মাংসরসাশ্চ রাগাঃ সষাড়বা গব্যপয়ঃ সিতা চ। পুরাণকুষ্মাণ্ডপটোলমোচহরীতকীদাড়িমনারিকেলম্।। মধূকপুষ্পাণি চ তণ্ডুলীয়-উপোদিকান্নানি লঘূনি চাপি। প্রকৃষ্টনীরং সিতচন্দনানি কর্পূরনীরং হিমবালুকা চ।। অত্যুচ্চশব্দোঽদ্ভুতদর্শনানি গীতানি বাদ্যান্যপি চোৎকটানি। শ্রমঃ স্মৃতিশ্চিন্তনমাত্মবোধা ধৈর্য্যঞ্চ মূর্চ্ছবিতি পথ্যবর্গঃ।।

পরিষেচন, অবগাহন স্নান, মণি ও হার ধারণ, শীতল প্রলেপন, ব্যজনবায়ু, শীতল অথচ সুগন্ধযুক্ত পানীয়, ধারাগৃহ (ফোয়ারার ঘর), চন্দ্রের কিরণ, ধূম, অঞ্জন, নস্য, রক্তমোক্ষণ, দাহ (অগ্নিকর্ম্ম), সূচিকাবেধ, রোম এবং চুল আকর্ষণ, নখের অন্তর্ভাগ পীড়ন, দন্তাঘাত, নাসিকা ও মুখের দ্বারা বায়ু নিরোধ, বিরেচন, বমন, লঙ্ঘন, ক্রোধ, ভয়, ক্লেশকর শয্যায় শয়ন, বিচিত্র মনোহর বাক্য, ছায়া, বৃষ্টির জল, শতধৌত ঘৃত, মৃদুদ্রব্য, তিক্তদ্রব্য, খৈ-এর মণ্ড, পুরাণ যব, রক্তশালি, দশ বৎসরের পুরাতন ঘৃত, মুগের যূষ, মটর কলাইয়ের যূষ, ধন্বদেশজাত মৃগ পক্ষী প্রভৃতির মাংসরস, রাগ, যাড়ব, গোদুগ্ধ, চিনি, পুরাতন কুমড়া, পটোল, মোচা, হরীতকী, দাড়িম, নারিকেল, মউলফুল, নটেশাক, পুঁইশাক, লঘুপাক অন্ন, উৎকৃষ্ট জল, শ্বেতচন্দন, কর্পূরবাসিত জল ও কর্পূর, অতিশয় গম্ভীর শব্দ, অপূর্ব্ব দর্শন, উগ্রগান, তীব্রবাদ্য, পরিশ্রম, স্মৃতি, চিন্তা, ব্রহ্মজ্ঞান ও ধৈর্য্য, এই সমস্ত মূর্চ্ছারোগির পথ্য।

মূর্চ্ছাদিরোগে পথ্যানি

তাম্বূলং পত্রশাকানি দন্তঘর্ষণমাতপম্। বিরুদ্ধান্নপানানি ব্যবায়ং স্বেদনং কটুম্।
তৃড়্‌নিদ্রয়োর্বেগরোধং তক্রং মূর্চ্ছাময়ী ত্যজেৎ।।

তাম্বূল, পত্রশাক, দন্তধাবন, রৌদ্র, বিরুদ্ধ অন্ন পান, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, স্বেদ, কটুরস, তৃষ্ণাবেগরোধ, নিদ্রাবেগ ধারণ ও তক্র, মূর্চ্ছারোগী এই সকল পরিত্যাগ করিবে।

বৈদ্য-সংগ্রহে মূর্চ্ছাদিরোগাধিকারঃ।

মদাত্যয়াদিরোগাধিকার

মদাত্যয়াদীনাং নিদান পূর্ব্বকলক্ষণম্

ক্রুদ্ধেন ভীতেন পিপাসিতেন শোকাভিতপ্তেন বুভুক্ষিতেন। ব্যায়ামভারাধ্বপরিক্ষতেন। বেগাবরোধাভিহতেন চাপি।। অত্যম্বুভক্ষাবততোদরেণ সাজীর্ণভুক্তেন তথাবলেন। উষ্ণাভিতপ্তেন চ সেব্যমানং করোতি মদ্যং বিবিধান্ বিকারান্।। পানাত্যয়ং পরমদং পানাজীর্ণমথাপি বা। পানবিভ্রমমুগ্রঞ্চ তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্।। হিক্কাশ্বাসশিরঃকম্প-পার্শ্বশূলপ্রজাগরৈঃ। বিদ্যাদ্ বহুপ্রলাপস্য বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ম্।। তৃষ্ণাদাহজ্বরস্বেদ-মোহাতিসারবিভ্রমৈঃ। বিদ্যাদ্ধরিতবর্ণস্য পিত্তপ্রায়ং মদাত্যয়ম্।। ছর্দ্দ্যরোচকহৃল্লাস-তন্দ্রাস্তৈমিত্যগৌরবৈঃ। বিদ্যাচ্ছীতপরীতস্য কফপ্রায়ং মদাত্যয়ম্।। জ্ঞেয়স্ত্রিদোষজশ্চাপি সর্ব্বলিঙ্গৈর্মদাত্যয়ঃ।। শ্লেষ্মোচ্ছ্রয়োঽঙ্গগুরুতা বিরসাস্যতা চ বিণ্মূত্রসক্তিরথ তন্দ্রিররোচকশ্চ। লিঙ্গং পরস্য চ মদস্য বদন্তি তজ্জ্ঞাস্তৃষ্ণা রুজা শিরসি সন্ধিষু চাপি ভেদঃ।। আধ্মানমুগ্রমথ চোদ্গিরণং বিদাহঃ পানেঽজরাং সমুপগচ্ছতি লক্ষণানি।।

ক্রুদ্ধ, ভীত, পিপাসিত, শোকার্ত্ত বা বুভুক্ষিত হইয়া অথবা ব্যায়াম, ভারবহন বা পথপর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া কিংবা মলমূত্রাদির বেগধারণে নিতান্ত কাতর হইয়া বা অপরিমিত পান-ভোজনে পূর্ণোদর হইয়া অথবা অজীর্ণে ভোজন করিয়া কিংবা দুর্ব্বলাবস্থায় বা উত্তাপে তাপিত হইয়া মদ্যপান করিলে বিবিধ পীড়া অর্থাৎ পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ ও উৎকট পানবিভ্রমরোগ জন্মিয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

বাতোল্বণ মদাত্যয় রোগে হিক্কা, শ্বাস, শিরঃকম্প, পার্শ্বশূল, নিদ্রানাশ ও বহুপ্রলাপ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। পিত্তোল্বণ মদাত্যয়ে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, ঘর্ম্ম, মোহ, অতিসার, বিভ্রম ও দেহের

হরিতবর্ণতা, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয় এবং কফোল্বণ মদাত্যয়ে বমি, অরুচি, বমির বেগ, তন্দ্রা, আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ জ্ঞান, দেহের গুরুতা ও অতিশয় শীত, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর সান্নিপাতিক মদাত্যয়ে উল্লিখিত বাতোল্বণাদি ত্রিবিধ মদাত্যয়েরই লক্ষণসমূহ সংঘটিত হয়।

পরমদ নামক রোগে শ্লেষ্মাধিক্য (নাসাস্রাবাদি), দেহের ভার, মুখবৈরস্য, মলমূত্ররোধ, তন্দ্রা, অরুচি, তৃষ্ণা, মস্তকবেদনা ও সন্ধিস্থানে ভঙ্গবৎপীড়া, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পানাজীর্ণ রোগে অতি উগ্র উদরাধ্মান, বমি বা উদগার, উদরে বিদাহ এবং পীতমদ্যের অপরিপাক, এই সকল লক্ষণ সঞ্জাত হয়।

মদাত্যয়াদি-চিকিৎসা

মদ্যোত্থানাঞ্চ রোগাণাং মদ্যমেব হি ভেষজম্। যথা দহনদগ্ধানাং দহনস্বেদনং হিতম্।।
মিথ্যাতিহীনমদ্যেন যো ব্যাধিরুপজায়তে। সমেনৈব নিপীতেন মদ্যেন স হি শাম্যতি।।

যেমন অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির অগ্নিস্বেদ হিতকর, সেইরূপ মদ্যপানজনিত মদাত্যয়াদি রোগে মদ্যই প্রধান ঔষধ। অতিযোগ, হীনযোগ বা মিথ্যাযোগ যুক্ত মদ্য দ্বারা যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহা সমমাত্র ও যথাবিধি পীত মদ্য দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে।

মন্থঃ খর্জ্জূরমৃদ্বীকা-বৃক্ষাম্লাম্লিকদাদাড়িমৈঃ। পরূষকৈঃ সামলকৈর্যুক্তো মদ্যবিকারনুৎ।।

(দ্রবালোড়িতলাজশক্তুঃ খর্জ্জূরাদিভির্যুক্তো মন্থ উচ্যতে। খর্জ্জূরাদীনাং দ্রবো গ্রাহ্য ইতি ভানুঃ।)

খৈ জলে গুলিয়া তাহাতে পিণ্ডখর্জ্জুর, কিস্‌মিস্, মহাদা, তেঁতুল, দাড়িম, ফলসা ও আমলকীর রস মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মদ্যপানজনিত রোগ উপশমিত হয়।

(খৈ-এর ছাতু জলে আলোড়িত করিয়া তাহাতে খর্জ্জূরাদি দ্রব্যের রস মিশ্রিত করিলে তাহা মন্থ নামে অভিহিত হইয়া থাকে)।

চব্যং সৌবর্চ্চলং হিঙ্গু পূরকং বিশ্বদীপ্যকম্। চূর্ণং মদ্যেন পাতব্যং বাতপানাত্যয়াপহম্।।

চৈ, সচললবণ, হিং, টাবালেবুর খোলা, শুঁঠ ও যমানীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া মদ্যপান করিলে মদাত্যয় রোগ নিবৃত্ত হয়।

মদ্যং সৌবর্চ্চলব্যোষ-যুক্তং কিঞ্চিজ্জলান্বিতম্। জীর্ণমদ্যায় দাতব্যং বাতপানাত্যয়াপহম্।।

বাতিক মদাত্যয়ে জীর্ণমদ্য ব্যক্তিকে সচললবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচচূর্ণ যুক্ত এবং কিঞ্চিৎ (কেহ বলেন, আট ভাগের এক ভাগ) জল মিশ্রিত মদ্য পান করিতে দিবে।

লাবতিত্তিরিদক্ষাণাং রসৈশ্চ শিখিনামপি। পক্ষিণাং মৃগমৎস্যানামানূপানাং তথৌদনৈঃ।।
স্নিগ্ধোষ্ণলবণাম্লৈশ্চ বেশবারৈর্মুখপ্রিয়ৈঃ। স্নিগ্ধৈর্গোধূমকৈরন্নৈর্বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ম্।।

লাব, তিত্তির, কুক্কুট, ময়ূর, আনূপদেশোদ্ভব মৃগমাংস ও মৎস্য ইহাদের যূষ, স্নিগ্ধ উষ্ণ এবং লবণ অম্লরস যুক্ত অন্ন, মুখপ্রিয় বেশবার এবং গোধূমকৃত লুচি প্রভৃতি স্নিগ্ধ খাদ্যের সহিত মদ পান

করিলে বাতোল্বণ মদাত্যয় নিবারিত হয়।

মুদগযূষঃ সিতাযুক্তঃ স্বাদুর্বা পৈশিতো রসঃ। পিত্তপানাত্যয়ে যোজ্যাঃ সর্ব্বতশ্চক্রিয়া হিমাঃ।।
মদ্যং পুরাতনং তত্র শীতবীর্য্যমথাপি বা। দ্রাক্ষামলকতোয়াক্তং সিতয়া সহ শস্যতে।।

পৈত্তিক মদাত্যয়ে চিনিসংযুক্ত মুগের যূষ ও স্বাদু মাংসের রস হিতকর। ইহাতে সর্ব্বতোভাবে শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য। চিনি, দ্রাক্ষা ও আমলকীর রসের সহিত পুরাতন বা শীতবীর্য্য মদ্য প্রশস্ত।

পিত্তাত্মকে মধুরবর্গকষায়মিশ্রং মদ্যং হিতং সমধুশর্করমিষ্টগন্ধম্। পীত্বা চ মদ্যমপি চেক্ষুরসপ্রগাঢ়ং নিঃশেষতঃ ক্ষণমবস্থিতমুল্লিখেচ্চ।।

পৈত্তিক মদাত্যয়ে মধুরবর্গের ক্কাথমিশ্রিত মদ্য, চিনি ও মধুসংযুক্ত মদ্য এবং ইষ্টগন্ধবিশিষ্ট মদ্য হিতকর। এই রোগে প্রচুর ইক্ষুরসযুক্ত মদ্যপান করিয়া ক্ষণকাল পরেই ঐ পীত মদ্য নিঃশেষে বমন করিলেও উপকার হয়।

মদ্যং খর্জ্জূরমৃদ্বীকা-পরূষকরসৈর্যুতম্। সদাড়িমরসং শীতং শক্তুভিশ্চাবচূর্ণিতম্।। সশর্করং শার্করং বা মাধ্বীকমথবাপরম্। দদ্যাদ্ বহূদকং কালে পাতুং পিত্তমদাত্যয়ে।।

খর্জ্জূর, কিস্‌মিস্, ফলসা ও দাড়িমের রস-যুক্ত শীতল এবং শক্তু দ্বারা প্রক্ষিত পৈষ্টিক মদ্য অথবা শর্করাযুক্ত বা শার্কর (শর্করাকৃত) বা মাধ্বীক মদ্য, কিংবা বহু জল মিশ্রিত অন্য মদ্য পৈত্তিক মদাত্যয়-রোগিকে কালে (পিপাসাকালে) পান করাইবে।

শীতানি চান্নপানানি শীতশয্যাসনানি চ। শীতবাতজলস্পর্শাঃ শীতান্যুপবনানি চ।।
ক্ষৌমপদ্মোৎপলানাঞ্চ মণীনাং মৌক্তিকস্য চ। চন্দনোদকশীতানাং স্পর্শাশ্চন্দ্রাংশুশীতলাঃ।।

শীতল অন্ন ও পানীয়, শীতল স্থানে শয়ন এবং উপবেশন, শীতল বায়ু সেবন, শীতল জল স্পর্শ, শীতল উপবনে বাস, পট্টবস্ত্র, পদ্ম, উৎপল, মণি, মুক্তা, চন্দননিষিক্ত শীতল জল স্পর্শ ও চন্দ্রকিরণ, এই সমস্ত পৈত্তিক মদাত্যয় রোগে হিতকর।

হৈমরাজতকাংস্যানাং পাত্রাণাং শীতবারিভিঃ। পূর্ণানাং হিমপূর্ণানাং দৃতীনাং পবনাহতাঃ।
সংস্পর্শাশ্চন্দনার্দ্রাণাং স্ত্রীণাং পিত্তমদাত্যয়ে।।

শীতল জলপূর্ণ স্বর্ণ, রজত ও কাংস্যপাত্র স্পর্শ, শীতল জল অথবা হিমপূর্ণ পবনাহত দৃতি (চর্ম্মপুটক) স্পর্শ ও চন্দনচর্চ্চিত নারীস্পর্শ, পৈত্তিক মদাত্যয়ে অত্যন্ত প্রশস্ত।

তৃষ্যতে সলিলঞ্চাস্মৈ দদ্যাদ্ হ্রীবেরসাধিতম্।। বলয়া পৃশ্নিপর্ণ্যা বা কণ্টকার্য্যাথবা শৃতম্।
সনাগরাভিঃ সর্বাভিরাভির্বা শৃতশীতলম্।।

এই মদাত্যয়ে তৃষ্ণা হইলে বালা, বেড়েলা, চাকুলে, কণ্টকারী ও শুঁঠ ইহাদের কোনটির সহিত কিংবা মিলিত এই সকল দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে পান করিতে দিবে।

দুঃস্পর্শেন সমুস্তেন শৃতং পর্পটকেন বা জলং মুস্তৈঃ শৃতং বাপি দদ্যাদ্ দোষবিপাচনম্।।
এতদেব চ পানীয়ং সর্ব্বত্রাপি মদাত্যয়ে। নিরত্যয়ং পীয়মানং পিপাসাজ্বরনাশনম্।।

কফজনিত মদাত্যয়ে দোষের পরিপাকার্থ দুরালভা ও মুতা অথবা ক্ষেতপাপ্‌ড়া কিংবা কেবল

মুতার সহিত সিদ্ধ জল পান করিতে দিবে। ইহা দোষের পাচক। সকল মদাত্যয়েই এই জল প্রদান করিবে। কারণ ইহাতে কোন প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, অথচ পিপাসা ও জ্বরের শান্তি হয়।

ছাগমাংসরসং রুক্ষমম্লং বা জাঙ্গলং রসম্। স্থাল্যামথ কপালে বা ভৃষ্টং কৃত্বা তু নীরসম্। কট্বম্ললবণং মাংসং খাদেৎ কফমদাত্যয়ে।।

রুক্ষ (ঘৃতাদিবিহীন) ছাগমাংস-রস বা অম্ল (দাড়িমের রস) মিশ্রিত জাঙ্গলমাংস-রস পান করিলে কিংবা কটু (মরিচাদি), অম্ল (দাড়িমাদি) ও লবণমিশ্রিত মাংস স্থালী বা খোলায় ভাজিয়া নীরস অবস্থায় ভোজন করিলেও শ্লৈষ্মিক মদাত্যয় নষ্ট হয়।

বামকদ্রব্যযুক্তেন মদ্যেনোল্লেখনং মতম্। মদাত্যয়ে কফোদ্ভূতে লঙ্ঘনঞ্চ যথাবলম্।।

শ্লৈষ্মিক-মদাত্যয় রোগিকে বমনকারক দ্রব্যসংযুক্ত মদ্য পান করাইয়া বমন করাইবে এবং রোগির বল অনুসারে যথোপযুক্ত উপবাস করাইবে।

অষ্টাঙ্গলবণম্

সৌবর্চ্চলমজাজ্যশ্চ বৃক্ষাম্লং সাম্লবেতসম্। ত্বগেলামরিচার্দ্ধাংশং শর্করাভাগযোজিতম্।। হিতং লবণমষ্টাঙ্গমগ্নিসন্দীপনং পরম্। মদাত্যয়ে কফপ্রায়ে দদ্যাৎ স্রোতোবিশোধনম্।।

সৌবর্চ্চল (সচললবণ), কৃষ্ণজীরা, থৈকল এবং অম্লবেতস, এই সমস্তের চূর্ণ সমভাগ, দারুচিনি, এলাইচ ও মরিচ এই সকল প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ, চিনি ১ ভাগ; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া স্রোতোবিশোধনার্থ কফপ্রধান মদাত্যয়ে প্রদান করিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক।

আমাশয়স্থমুৎক্লিষ্টং কফপিত্তং মদাত্যয়ে। বিজ্ঞায় বহুদোষস্য তৃড়্‌বিদাহান্বিতস্য চ।। মদ্যং দ্রাক্ষারসং তোয়ে দত্ত্বা তর্পণমেব বা। নিঃশেষং বাময়েচ্ছীঘ্রমেবং রোগাদ্ বিমুচ্যতে।।

মদাত্যয় রোগে রোগির যদি বহু দোষের সঞ্চয়, তৃষ্ণা ও দাহ থাকে এবং আমাশয়স্থ কফ ও পিত্তের উৎক্লেশ অর্থাৎ বহির্গমনোন্মুখতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে রোগিকে মদ্য ও দ্রাক্ষারস-মিশ্রিত জল অথবা তর্পণদ্রব্যসংযুক্ত জল আকণ্ঠ পান করাইয়া নিঃশেষে বমন করাইবে। ইহাতে শীঘ্রই কফ-পিত্ত-মদাত্যয় রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

কোদ্রবাদি-মদ-চিকিৎসা

সগুড়ঃ কুষ্মাণ্ডরসঃ শময়তি মদমাশু মদন-কোদ্রবজম্।।

কুমড়ার রস গুড়ের সহিত সেবন করিলে মদন (তৃণধান্যবিশেষ) ও কোদ্রবজন্য মত্ততা সত্বর প্রশমিত হয়।

ধুস্তূরজঞ্চ দুগ্ধং সশর্করাঞ্চশু পানেন।।

চিনির সহিত দুগ্ধ পান করিলে ধুতূরাজন্য মত্ততা নিবারিত হয়।

সচ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাতিসারং মদং পূগফলোদ্ভবম্। সদ্যঃ প্রশময়েৎ পীতমাতৃপ্তেবারি শীতলম্।।

সুপারিফল ভক্ষণে মত্ততা উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তৃপ্তিপূর্ব্বক জলপান করিবে। তাহা হইলে বমি, মূর্চ্ছা ও অতিসার সংযুক্ত সুপারি ফলজাত মত্ততা সদ্য দূরীভূত হইবে।

বন্যকরীষঘ্রাণাজ্জলপানাল্লবণভক্ষণাদপি চ। শাম্যতি পূগফলোদ্ভবমশ্চূর্ণরুজা শর্করাকবলাৎ।। তৎক্ষণান্মৃদিতং চূর্ণং সমাঘ্রাতং প্রণাশয়েৎ। তাম্বূলোত্থং মদং পুংসামেকমেব স্বভাবতঃ।। জাতীফলমদং শীঘ্রং হন্তি পথ্যা নিষেবিতা।। শীততোয়াবগাহশ্চ শর্করা দধিযোজিতা।। বিভীতদশান্ত্যর্থমেতদেব মতা পুনঃ।।

শুষ্ক বন্য গোময়ের আঘ্রাণ বা শীতল জল পান কিংবা লবণ ভক্ষণ দ্বারা সুপারীফলোদ্ভূত মত্ততা নষ্ট হয়। চিনি দ্বারা কবল করিলে চূর্ণভক্ষণজন্য মুখপীড়া প্রশমিত হয়। চূর্ণ মর্দ্দন করত তৎক্ষণাৎ আঘ্রাণ লইলে তাম্বূলভক্ষণজন্য মত্ততা নিবারণ হয়। হরীতকী সেবন করিলে জাতীফলোদ্ভূত মত্ততা নিবারণ হয়। বহো ফল দ্বারা মত্ততা উপস্থিত হইলে শীতল জলে অবগাহন এবং চিনি সংযুক্ত দধি সেবন করিলে তাহা প্রশমিত হয়।

বদরীপল্লবোত্থাশ্চ তথৈবারিষ্টকোদ্ভবাঃ। ফেনিলায়াশ্চ যঃ ফেনস্তৈর্দাহে লেপনং শুভম্।।

কাঁজীসহ কুলের পল্লব বা নিম্বপত্র বা রীটাফল বাটিয়া আলোড়িত করিবে। অনন্তর খজ দ্বারা মন্থন করিয়া ফেন তুলিয়া সেই ফেন শরীরে লেপন করিলে মদ্যজনিত দাহের শান্তি হয়।

মদ্যং পীত্বা যদি না তৎক্ষণমবলেঢ়ি শর্করাং সঘৃতাম্। জাতু ন মদয়তি মদ্যং মনাগপি প্রথিতবীর্য্যমপি।।

মদ্যপান করিয়া যদি তৎক্ষণাৎ ঘৃতসংযুক্ত চিনি লেহন করে, তবে ঐ পীত মদ্য কিঞ্চিন্মাত্রও মত্ততা উৎপাদন করে না।

ফলত্রিকাদ্যচূর্ণম্

ফলত্রিকং ত্রিবৃচ্ছ্যামা দেবদারু মহৌষধম্। অজমোদা যমানী চ দার্ব্বী লবণপঞ্চকম্।। শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং ত্রিসুগন্ধৈলবালুকম্। সর্ব্বাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য পিবেচ্ছীতেন বারিণা।। পানাত্যয়াদিরোগাণাং হরণেঽগ্নেশ্চ দীপনে। সংগ্রহগ্রহণীধ্বংসেঽপ্যেতদেবৌষধং ক্ষমম্।।

ত্রিফলা, তেউড়ী, শ্যামালতা, দেবদারু, শুঁঠ, বনযমানী, যমানী, দারুহরিদ্রা, পঞ্চলবণ, শুল্ফা, বচ, কুড়, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও এলবালুক প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। শীতল জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে পানাত্যয় ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নষ্ট এবং অগ্নি বর্দ্ধিত হয় (মাত্রা ১ মাষা হইতে ৪ মাষা পর্য্যন্ত)।

এলাদ্যো মোদকঃ

এলাং মধুকমগ্নিঞ্চ রজনৌ দ্বে ফলত্রিকম্। রক্তশালিং কণাং দ্রাক্ষাং খর্জ্জূরঞ্চ তিলং যবম্।। বিদারীং গোক্ষুরবীজং ত্রিবৃতাঞ্চ শতাবরীম্। সংচূর্ণ্য মোদকং কুর্য্যাৎ সিতয়া দ্বিপ্রমাণয়া।। ধারোষ্ণেনাপি পয়সা মুদ্গযূষেণ বা সমম্। পিবেদক্ষপ্রমাণাস্তু প্রাতর্নত্বাম্বিকাং গদী।। মদ্যপানসমুত্থানা বিকারা নিখিলা অপি। সেবনাদস্য নশ্যন্তি ব্যাধয়োঽন্যে চ দারুণাঃ।।

এলাইচ, যষ্টিমধু, চিতামূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, রক্তশালি, পিপুল, দ্রাক্ষা, পিণ্ডখর্জ্জুর, তিল, যব, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুরবীজ, তেউড়ী ও শতমূলী প্রত্যেক সমভাগ, সকলের দ্বিগুণ চিনি, যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা–২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান–ধারোষ্ণ দুগ্ধ অথবা মুদ্গযূষ। এই মোদক সেবন করিলে মদ্যপানজনিত সর্ব্বপ্রকার বিকার ও অন্যান্য রোগও বিনষ্ট হয়।

মহাকল্যাণবটী

হেমাভ্রঞ্চ রসং গন্ধময়ো মৌক্তিকমেব চ। ধাত্রীরসেন সংমর্দ্দ্য গুঞ্জামাত্রাং বটীং চরেৎ।। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় তিলক্ষৌদমধুপ্লুতাম্। সিতাক্ষৌদ্রযুতাং বাপি নবনীতেন বা সহ।। অযথাপানজা রোগা বাতজাঃ কফপিত্তজাঃ। গদাঃ সর্ব্বে বিনশ্যন্তি ধ্রুবমস্য নিষেবণাৎ।।

স্বর্ণ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, লৌহ ও মুক্তা প্রত্যেক সমভাগ, আমলকীর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। তিলচূর্ণ ও মধু, বা চিনি ও মধু, কিংবা নবনীত অনুপানের সহিত সেবনীয়। ইহাতে মদাত্যয়াদি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

পুনর্নবাদ্যং ঘৃতম্

পয়ঃপুনর্নবাক্কাথ-যষ্টিকল্কপ্রসাধিতম্। ঘৃতং পুষ্টিকরং পানান্মদ্যপানহতৌজসঃ।।

দুগ্ধ ৪ সের, পুনর্নবার ক্কাথ ১২ সের বা ১৬ সের ও যষ্টিমধুর কল্ক ১ সের, ইহাদের সহিত যথাবিহিত নিয়মানুসারে ঘৃত ৪ সের পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে মদ্যপান-হতৌজাঃ ব্যক্তির শরীরের পুষ্টি হয়।

বৃহদ্ধাত্রীতৈলম্

ধাত্রীফলরসপ্রস্থং শতমূলীরসং তথা। বিদারীস্বরসপ্রস্থং প্রস্থং বস্তপয়ঃ পৃথক্।। বলায়াশ্চাশ্বগন্ধায়াঃ কুলত্থস্য যবস্য চ। পৃথক্ ক্কাথাংশ্চ মাষস্য তৈলপ্রস্থেন সংপচেৎ।। জীবনীয়ো গণো মাংসী মঞ্জিষ্ঠা চেন্দ্রবারুণী। শারিবাদ্বয়শৈলেয়-শতপুষ্পাপুর্নবাঃ।। চন্দনদ্বয়মেলা ত্বক্ কমলং কদলীফলম্। বচাগুর্ব্বভয়াধাত্রীত্যেতান্ কল্কান্ পচেৎ তথা।। মর্দ্দনদস্য তৈলস্য গদাঃ পানাত্যয়াদয়ঃ। পলায়ন্তে সুদীরং হি সিংহত্রস্তা মৃগা ইব।।

তিলতৈল ৪ সের। আমলকী, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড প্রত্যেকের রস ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের। বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, কুলথকলাই, যব, মাষকলাই প্রত্যেকের ক্কাথ ৪ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, জটামাংসী, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশশার মূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, শৈলজ, শুল্ফা, পুনর্নবা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, এলাইচ,গুড়ত্বক্, পদ্মমূল, অপক্ক কদলীফল, বচ, অগুরু, হরীতকী ও আমলকী। যথাবিধি তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে পানাত্যয়াদি রোগসকল সিংহত্রস্ত মৃগের ন্যায় সুদীরে পলায়ন করে।

শ্রীখণ্ডাসবঃ

শ্রীখণ্ডং মরিচং মাংসী রজনৌ চিত্রকং ঘনম্। উশীরং তগরং দ্রাক্ষাং চন্দনং নাগকেশরম্।। পাঠাং ধাত্রী কণাং চব্যং লবঙ্গঞ্চৈলবালুকম্। লোধ্রঞ্চার্দ্ধপলোন্মানং জলদ্রোণদ্বয়ে পিবেৎ।। দ্রাক্ষাং যষ্টিপলাং তত্র গুড়স্য চ তুলাত্রয়ম্। ধাতকীং দ্বাদশপলাঞ্চৈকত্র পরিযোজয়েৎ।। মাসং সংস্থাপ্য মৃদুভাণ্ডে বস্ত্রপূতং রসং নয়েৎ। পায়য়েন্মাত্রয়া বৈদ্যো বয়োবহ্ন্যাদ্যপেক্ষয়া।। পানাত্যয়ং পরমদং পানাজীর্ণঞ্চ নাশয়েৎ। পানবিভ্রমমত্যুগ্রং শ্রীখণ্ডাসব আশু চ।।

শ্বেতচন্দন, মরিচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, মুতা, বেণার মূল, তগরপাদুকা, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, নাগেশ্বর, আক্‌নাদি, আমলকী, পিপুল, চৈ, লবঙ্গ, এলবালুক ও লোধ প্রত্যেক ৪ তোলা। এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে কুটিয়া ১২৮ সের জলে প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহাতে ৬০ পল দ্রাক্ষা, গুড় ৩৬।।০ সের ও ধাইফুল ১২ পল দিয়া আবৃতমুখ পাত্রের মধ্যে ১ মাস রাখিবে। তাহা হইলেই আসব প্রস্তুত হইবে। মাত্রা— ১ তোলা হইতে ৪ তোলা। ইহাতে পানাত্যয়, পরমদ ও পানাজীর্ণ প্রভৃতি রোগ আশু বিনষ্ট হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

মদাত্যয়াদিরোগে পথ্যানি

সংশোধনং সংশমনং স্বপনং লঙ্ঘনং শ্রমঃ। সংবৎসরসমুৎপন্নাঃ শালয়ঃ ষষ্টিকা যবাঃ।। মুদগা মাযাশ্চ গোধূমাঃ সতীনা রাগষাড়বৌ। এণতিত্তিরিলাবাজ-দক্ষবর্হিশশামিষম্।। বেশবারো বিচিত্রান্নং হৃদ্যং মদ্যং পয়ঃ সিতা। তণ্ডুলীয়ং পটোলঞ্চ মাতুলুঙ্গং পরূষকম্।। খর্জ্জূরং দাড়িমং ধাত্রী নারিকেলঞ্চ গোস্তনী। সর্পিঃ পুরাণহ কর্পূরং প্রনীরং শিশিরানিলঃ।। ধারাগৃহং চন্দ্রপাদা মণয়ো মিত্রসঙ্গমঃ। ক্ষৌমাম্বরং প্রিয়াশ্লেষো গীতং বাদিত্রমুদ্ধতম্। শীতাম্বু চন্দনং স্নানং সেব্যমেতন্মদাত্যয়ে।।

সংশোধন ঔষধ, সংশমন ঔষধ, নিদ্রা, উপবাস, পরিশ্রম, একবৎসরের পুরাতন শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন, যব, মুগ, মাষকলায়, গোধূম, মটর কলায়, রাগ, ষাড়ব এবং এণ, তিত্তিরি, লাব, ছাগ, কুকড়া, নানাবিধ হৃদ্য অন্ন, মদিরা, দুগ্ধ, চিনি, নটেশাক, পটোল, ছোলঙ্গ, ফল্‌সা, খর্জ্জূর, দাড়িম, আমলকী, নারিকেল, কিস্‌মিস্‌, পুরাতন ঘৃত, কর্পূর, উৎকৃষ্ট জল, শীতল বায়ু, ধারাগৃহ, চন্দ্রের কিরণ, মণিধারণ, সুহৃদ্ ব্যক্তির সহিত সমাগম, রেশমনির্ম্মিত বস্ত্র, প্রিয়ালিঙ্গন, তীব্র গান ও বাদ্য, শীতলজল, চন্দন ও স্নান, এই সমস্ত মদাত্যয়াদি রোগির পথ্য।

মদাত্যয়াদিরোগেঽপথ্যানি

স্বেদোঽঞ্জনং ধূমপানং নাবনং দন্তঘর্ষণম্। তাম্বূলঞ্চেত্যপথ্যং স্যান্মদাত্যয়বিকারিণাম্।।

স্বেদ, অঞ্জন, ধূমপান, নস্য, দন্তধাবন ও তাম্বূল, এই সমস্ত মদাত্যয়রোগী পরিত্যাগ করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে মদাত্যয়াদিরোগাধিকারঃ।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অ

অগস্তিসূতরাজরস ১৮৫
অগস্তিমোদক ২১৮
অগস্ত্যহরীতকী ৩৩২
অগুর্ব্বাদি তৈলাদি ১২৩
অগ্নিকরঘৃত ২৫৯
অগ্নিকুমারমোদক ১৮০
অগ্নিকুমাররস ৬৫, ১৮৬, ২৪৮
অগ্নিঘৃত ২৫৮
অগ্নিতুণ্ডীরস ২৫০
অগ্নিমুখলবণ ২৩৪
অগ্নিমুখলৌহ ২২২
অগ্নিরস ২৫১
অগ্নিসূনুরস ১৮৬
অঙ্গারক তৈল ১১৮
অচিন্ত্যশক্তীরস ৭০
অজাজ্যাদিচূর্ণ ১৭৫
অজাদিধূপ ৫০
অজাপঞ্চকঘৃত ৩২১
অজীর্ণকণ্টকরস ২৪৭
অজীর্ণহরীবটী ২৫৫
অজীর্ণারিরস ২৫৫
অঞ্জন ৩১
অঞ্জনভৈরব ৭২
অটরূষকাদিক্কাথ ২৮৮
অতিবিষাদি ১৪২
অতিসারবারণ-রস ১৫৫
অপরাজিতধূপ ৪৯
অপরাজিতাদিলেহ ৩২৬
অভয়নৃসিংহরস ১৫৮
অভ্রবটিকা ১৮৯
অমৃতকল্পবটী ২৪৯
অমৃতবটী ২৪৯
অমৃতমঞ্জরী ৬৯

অমৃতলতাদ্যঘৃত ২৮২
অমৃতহরীতকী ২৪০
অমৃতার্ণব ১৫৭
অমৃতারিষ্ট ১৪৬
অমৃতাষ্টক ২৫
অর্কমূর্ত্তীরস ৯০
অর্কমূলাদিধূপ ২১৪
অর্কেশ্বর ২৯৪
অর্দ্ধনারীশ্বররস ৯৫
অর্শঃকুঠাররস ২১৪
অশ্বগন্ধাদিধূপ ২১৪
অশ্বগন্ধারিষ্ট ৩৯১
অষ্টাঙ্গধূপ ৪৯
অষ্টাঙ্গরস ২২৬
অষ্টাঙ্গলবণ ৩৯৭
অষ্টাঙ্গাবলেহ ২০
অষ্টাঙ্গাবলেহিকা ৩১
অষ্টাদশাঙ্গলৌহ ২৭৮
অহিফেনবটিকা ১৫৬
অহিফেনযোগ ১৫৩
অহিফেনাসবঃ ১৫৯

আ

আদিত্যরস ২৪৬
আনন্দভৈরবরস ১৫৮
আনন্দভৈরববটী ৭৫
আনন্দোদয়রস ২৮২
আমলক্যবলেহ ২৭৬
আমলক্যাদিচূর্ণ ৬০
আম্রাদিফান্ট ১৮
আয়ামকাঞ্জিকম্ ১৮২
আরগ্বধাদি ১০
আরগ্বধাদিকষায় ২৩
আর্দ্রকমাতুলুঙ্গাবলেহ ৩৬৮

উ

উৎপলষট্‌ক ১২৮
উৎপলাদিচূর্ণ ১৩১
উদকমঞ্জরীরস ৬৯
উদকষট্‌পলকঘৃত ২২৭
উন্মত্তরস ৭২
উশীরাদি ৪৬, ১২৯
উশীরাদিচূর্ণ ৯১

এ

এলাদিগুড়িকা ২৯১
এলাদিচূর্ণ ৩০৭, ৩৩২, ৩৭৬
এলাদ্যমোদক ৩৯৮

ক

কঞ্চটাদি ১৩৯
কঞ্চটাবলেহ ৪৮১
কট্‌ফলাদি ৩৩০
কটফলাদিকষায় ৩৪, ১৪২
কট্‌ফলাদিপাচন ১৫
কট্‌ফলাদিলেহ ৩৬১
কট্‌ফলাদ্যবলেহ ২০
কটুকীচূর্ণ ২৬
কটুক্যাদিক্বাথ ২১
কটুত্রিকাদ্য ২২
কণাদিকষায় ১৩
কণ্টকার্য্যাদিকষায় ২৫
কণ্টকার্য্যাদিপাচন ৩১
কনকপ্রভাবটী ১৩৩
কনকসুন্দররস ১৩৩, ৩১৩
কনকাসব ৩৫৬
কপর্দ্দকরস ২৯৫
কপিত্থাষ্টকচূর্ণ ১৭০
কফকেতুরস ৮৭
করঞ্জাদিচূর্ণ ২১৫
কর্পূররস ১৫৯
কর্পূরাদিচূর্ণ ১৬৮
কর্পূরাদ্যচূর্ণ ২১৬
কলহংস ৩৬৮
কলিঙ্গাদি ১৩৯, ১৪৮
কলিঙ্গাদিগুড়িকা ১৩১
কলিঙ্গাদিপাচন ১৬
কল্পতরুরস ১০৪

কল্যাণগুড় ১৭৬
কল্যাণসুন্দরাভ্র ৩১৮
কল্যাণাবলেহ ৩৬২
কাকোল্যাদি কষায় ১৩
কাঙ্কায়নমোদক ২১৯
কাঞ্চনাভ্ররস ৩১৭
কামচারমণ্ডূর ১৭০
কামেশ্বরমোদক ১৭৮
কারব্যাদিক্কাথ ৩৯
কারুণ্যসাগররস ১৫৬
কালাগ্নিভৈরবরস ৮৪
কাশ্মর্য্যাদিকষায় ১৪
কাসকুঠার ৩৩৬
কাসলক্ষ্মীবিলাস ৩৪০
কাসসংহারভৈরবরস ৩৩৬
কাসান্তক রস ৩৩৬
কিরাততিক্তাদি কষায় ১৪২
কিরাতাদি ২৪
কিরাতাদিকষায় ১৪, ১৭
কিরাতাদিতৈল ১২০
কিরাতাদিসপ্তক ৩৫
কীটমর্দ্দরস ২৬৭
কুটজদাড়িমকষায় ১৪৯
কুটজপুটপাক ১৪৪
কুটজলেহ ১৪৫, ২২২
কুটজাদি ১২৮, ১৩৯
কুটজাদ্যঘৃত ২২৮
কুটজারিষ্ট ১৫৯
কুটজাষ্টক ১৪৫
কুমুদেশ্বররস ৩৮৪
কুলবধূ ৭৩
কুষ্মাণ্ডখণ্ড ২৯৩
কুষ্মাণ্ডগুড়কল্যাণক ১৭৬
ক্রব্যাদরস ২৫৬
ক্রিমিকালানল রস ২৬৬
ক্রিমিঘাতিনীগুড়িকা ২৬৮
ক্রিমিঘ্নরস ২৬৭
ক্রিমিবিনাশ রস ২৬৬
ক্রিমিমুদগররস ২৬৬
ক্রিমিরোগারিরস ২৬৭
ক্রিমিশত্র্বাদিকষায় ১৪৩
ক্রিমিহর রস ২৬৭
ক্ষয়কেশরী ৩১৪
ক্ষারগুড় ২৪২
ক্ষীরপাক বিধি ১৪৩
ক্ষীরষট্‌পলক ঘৃত ২৬৭

খ

খড়যূষ ১৪০
খণ্ডকাদ্যলৌহ ২৯৬
খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ ২৯১
খসর্পণ বটী ১৮৮

গ

গগনসুন্দররস ১৩৪
গদমুরারি ৭১
গন্ধককজ্জলীবিধি ১১৫
গুড়াষ্টক ২৩৮
গুড়ূচ্যাদি ১০
গুড়ূচ্যাদি কষায় ১৭
গুড়ূচাদি ক্কাথ ২৩
গুড়ূচ্যাদি ঘৃত ১১৮
গুড়ূচ্যাদি পাচন ১১
গ্রন্থ্যাদি কষায় ১৩
গ্রহণীকপাট রস ১৮৩, ১৮৯
গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা ১৮৪
গ্রহণীগজেন্দ্রাবলেহ ১৩২
গ্রহণীবজ্রকপাট ১৯২
গ্রহণীমিহির তৈল ২০৪
গ্রহণীশার্দ্দূল চূর্ণ ১৭৪
গ্রহণীশার্দ্দূলবটিকা ১৮৪

ঘ

ঘনচন্দনাদি ২৩
ঘনাদি কষায় (শীতপূর্ব্বজ্বরে) ৫১
ঘোরনৃসিংহরস ৮১

চ

চক্রাখ্যো রস ২২৪

চক্রী ৭৪
চঞ্চৎকুঠাররস ২২৫
চণ্ডেশ্বররস ৬৬
চন্দনকল্ক ১৪৯
চন্দনাদি ৩৫
চন্দনাদি ক্বাথ ২১৩
চন্দনাদি তৈলাদি ১২২
চন্দনাদি লৌহ ৯৭
চন্দনাদ্য তৈল ৩৪৩
চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা ২২৩
চন্দ্রশেখর রস ৯৩
চন্দ্রসূর্য্যাত্মকরস ২৮০
চন্দ্রামৃত রস ৩৩৫
চন্দ্রামৃতা বটী ৩৩৫
চব্যাদি কষায় ১৪৩
চব্যাদি ঘৃত ২২৭
চব্যাদিচূর্ণ ৩৬১
চাঙ্গেরী ঘৃত ২০২
চাতুর্থকারী রস ১০৩
চাতুর্ভদ্রক ও পাঠাসপ্তক ২৫
চাতুর্ভদ্রকষায় ১৬৬
চাতুর্ভদ্রাবলেহিকা ৩৬১
চিত্রকগুড়িকা ১৬৩
চিত্রক-ঘৃত ২০২
চিত্রকাদি ১৪৮
চিন্তামণি রস ৮৬, ৯৯
চূড়ামণি রস ৯৮, ৩১৫
চ্যবনপ্রাশ ৩১১

জ

১৫২
জয়ন্তীবটী ৬৬
জয়াগুড়িকা ৩৩৭
জয়াবটী ৬৬
জাতীফলরস ১৫৮
জাতীফলাদিচূর্ণ ৩০৮
জাতীফলাদিবটী ১৫৬, ২২৫, ২৫২
জাতীফলাদ্যা বটিকা ১৮৬
। বটী ১৮৬
জীবনানন্দাভ্র ১১৪
জীবন্ত্যাদ্যঘৃত ৩২২
জীরকাদিমোদক ১৭৯
জীরকাদ্যচূর্ণ ১৭৪
জ্বরকালকেতু ১০১
জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররস ১০৩
জ্বরকেশরী ৯৪
জ্বরঘ্নীবটিকা ৭১
জ্বরধূমকেতু ৬৮
জ্বরনাগময়ূরচূর্ণ ৬০
জ্বরনৃসিংহরস ৬৯
জ্বরভৈরবচূর্ণ ৬০
জ্বরভৈরবরস ৯৪
জ্বরমাতঙ্গকেশরী রস ৯২
জ্বরশূলহররস ১১৪
জ্বরহরীবটী ৭১
জ্বরান্তকরস ৯৯
জ্বরারি-অভ্র ৯৭
জ্বরারিরস ১০১
জ্বরাশনিরস ১০০
জ্বরে ঘৃতপ্রকরণ ১১৬
জ্বরে তৈলপ্রকরণ ১১৮
জ্বালানলরস ২৫১

ট

টঙ্গণাদিবটী ২৫২

ড

ডামরেশ্বরাভ্র ৩৫৩

ত

তক্রারিষ্ট ১৮২
তন্ত্রান্তরোক্ত বৃহৎকুটজাবলেহ ১৩২
তন্ত্রান্তরোক্ত শ্বাসকুঠার রস ৩৫৪
তালীশাদি বটী ১৬৮
তালীশাদ্য চূর্ণ ও গুড়িকা ৩৩৩
তিক্তাদিকষায় ২১, ১৬৫
তিক্তাদি পাচন ১৫
তীক্ষ্মমুখ রস ২২৪
তৃতীয়কজ্বরঘ্ন মহৌষধাদি ৪৬

তেজোবত্যাদ্য ঘৃত ৩৫৬
তৈলপ্রকরণ ১১৮
ত্রয়োদশাঙ্গ ৩০৯
ত্রিকট্বাদিচূর্ণ ৩০৭
ত্রিকত্রয়াদ্যলৌহ ২২৭
ত্রিদোষদাবানলকালমেঘ ৯০
ত্রিদোষনীহারসূর্য্যরস ৮১
ত্রিপুরভৈরবরস ৬৭
ত্রিপুরারিরস ১০০
ত্রিফলাদি ২১
ত্রিফলাদিকষায় ২৩
ত্রিফলাদ্যঘৃত ২৬৮
ত্রিফলালৌহ ২৫৮
ত্রিবৃতাদিমোদক ২৪০
ত্রৈলোক্যচিন্তামণি ৮৭
ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরস ৮৭, ১১১
ত্রৈলোক্যডুম্বুররস ৭০
ত্রৈলোক্যসুন্দররস ৭৩,২৮০
ত্র্যম্বকাভ্র ৩৬২
ত্র্যাহিকারিরস ১০২
ত্র্যম্বণসন্নিপাতে যোগরাজ ৩৭
ত্র্যুষণাদিচূর্ণ ১৪০
ত্র্যুষণাদিমণ্ডূর ২৭৯

দ

দন্ত্যরিষ্ট ২২১
দর্ভমূলাদি কষায় ১২
দশমূল ৩১
দশমূলগুড় ১৭৫, ২১৭
দশমূল ঘৃত ৩৪২
দশমূল শুণ্ঠী ১৫৩
দশমূলষট্‌পলকঘৃত ১১৭, ৩৪৩
দশমূলাদ্য ঘৃত ৩৪৩
দশমূলী কষায় ২৭
দাড়িমাদি কষায় ২৬৫
দাড়িমাদি চূর্ণ ৩৬৭
দাড়িমাদ্য তৈল ২০৫
দার্ব্ব্যাদি কষায় ২৮
দার্ব্ব্যাদি ৪৬
দার্ব্ব্যাদি ৪৫
দার্ব্ব্যাদিলৌহ ২৭৮
দুগ্ধবটী ৯৪
দুরালভাদি কষায় ১২, ১৭
দুঃস্পর্শাদিকষায় ১৫
দূর্ব্বাদ্য ঘৃত ২৯৮
দেবদালী যোগ ২১৫
দ্রাক্ষাঘৃত ২৮৩
দ্রাক্ষাদি ৫৩
দ্রাক্ষাদি কষায় ১৬, ১৭
দ্রাক্ষারিষ্ট ৩১২
দ্বাত্রিংশাঙ্গ ৩৩
দ্বাদশাঙ্গ ৩২
দ্বিতীয় সন্নিপাতভৈরব ৮৩

ধ

ধাত্রীলৌহ ২৭৭
ধাত্র্যরিষ্ট ২৭৬
ধান্যকাদিহিম ২৮৮
ধান্যপঞ্চক ও ধান্যচতুষ্ক ১৩৮
ধান্যপটোল ১০
ধান্যশর্করা ১৮
ধান্যশুণ্ঠী ১২৮
ধুস্তূর তৈল ২৬৯
ধুস্তূরাদি ২১৪
ধূমপানবিধি ৩৩৪

ন

নবজ্বরহরবটী ৬৩
নবজ্বরাঙ্কুশ ৬৫
নবজ্বরারিরস ৬৩
নবজ্বরেভসিংহ ৬৩
নবজ্বরেভাঙ্কুশ ৬৩
নবজ্বরে রসপ্রয়োগবিধি ৬১
নবাঙ্গকষায় ২২
নবায়স চূর্ণ ২৭৭
নস্য ৩০
নস্যভৈরব ৭২
নাগরঘৃত ২০১

নাগরাদি ১২৯
নাগরাদি মোদক ২১৮
নাগরাদ্য চূর্ণ ১৬৫
নাগার্জ্জুনপ্রয়োগ ২২১
নারায়ণচূর্ণ ১৫১
নিত্যোদিতরস ২২৬
নিদিগ্ধিকাদি ৫২, ৫৩
নিদিগ্ধিকাদি কষায় ২১, ২২
নিদিগ্ধিকাবলেহ ৩৬১
নিম্বাদি ২৭
নিম্বাদি কষায় ২০
নিশালৌহ ২৭৭
নিষ্ঠীবন ৩০

প

পঞ্চকষায় ৪৬
পঞ্চকোল ২৭
পঞ্চতিক্তকষায় ২৬
পঞ্চপল্লব ১৬৯
পঞ্চবক্ত্র রস ৮০
পঞ্চভদ্র কষায় ২৪
পঞ্চমূলীবলাদি কষায় ১৪৪
পঞ্চমূল্যাদি ১২৯
পঞ্চমূল্যাদি কষায় ১৩
পঞ্চযোগ ১৪৩
পঞ্চানন বটী ২৮১
পঞ্চাননরস ১১২
পঞ্চামৃত পর্পটী ১৯৬
পঞ্চামৃত বটী ২৫০
পঞ্চামৃতরস ৩৬৫
পঞ্চামৃতলৌহ মণ্ডুর ২৭৯
পটোলাদি ২৫, ২৬, ২৮, ৪৪, ৪৭, ১৫২
পটোলাদি কষায় ১৬
পথ্যাদি ১০
পথ্যাদি কষায় ১৩৯, ১৪১, ১৪২
পথ্যাদি চূর্ণ ১৪৩
পথ্যাদি পাচন ২৮
পদ্মকাদ্য ঘৃত ৩৭৬
পরূষকাদি ৩৫
পর্ণখণ্ডেশ্বর ১০২
পর্পটাদি কষায় ১৬
পর্পটীরস ১০৮
পাঠাদি ১২৮
পাঠাদি চূর্ণ ১৪৩
পাঠাদি পাচন ৫৭
পাঠাদ্য চূর্ণ ১৭০
পাণ্ডুপঞ্চানন রস ২৮২
পাণ্ডুসূদনরস ২৮১
পানীয় বটিকা ৭৭
পারসীয়াদি চূর্ণ ২৬৪
পারাশর ঘৃত ৩২১
পারিভদ্রাবলেহ ২৬৫
পাশুপতরস ২৪৮
পিত্তকাসান্তক রস ৩৩৭
পিত্তশ্লেষ্মহর অষ্টাদশাঙ্গ ৩২
পিপ্পল্যাদিকষায় ১৪
পিপ্পল্যাদ্যঘৃত ১১৭
পিপ্পল্যাদ্য তৈল ২২৭
পিপ্পল্যাদ্যাবলেহ ২০
পিপ্পল্যাদ্যালৌহ ৩৫৩
পিপ্পল্যাদ্যাসব ১৮২
পীযূষবল্লীরস ১৯০
পুটপাক বিষমজ্বরান্তক লৌহ ১০৬
পুনর্নবা তৈল ২৮৩
পুনর্নবাদি মণ্ডুর ২৬৯
পুনর্নবাদ্য ঘৃত ৩৯৯
পুরন্দরবটী ৩৩৫
পুষ্পরেচনী গুড়িকা ৫৮
পূতিকাদি কষায় ১৪১
পূর্ণকলা বটিকা ১৯১
পূর্ণচন্দ্রোদয় রস ১৫৬
পৃশ্নিপর্ণ্যাদি কষায় ১৪৬
প্রচণ্ডেশ্বর রস ৬৮
প্রতাপতপন রস ৮১
প্রতাপমার্ত্তণ্ড রস ৬৯
প্রদীপন রস ২৫৬
প্রমথ্যাত্রয় ১৪৮

প্রাণদাবটিকা ২২০
প্রাণবল্লভ রস ২৮১
প্রাণেশ্বর রস ৭৯, ১৫৭
প্রিয়ঙ্গ্বাদি ১৫২

ফ

ফলত্রিকাদি কষায় ২৭২
ফলত্রিকাদ্য চূর্ণ ২৯৮

ব

বচাদি কষায় ১৪১
বজ্রবটকমণ্ডুর ২৭৮
বড়বানল চূর্ণ ২৩২
বড়বানল রস ২৪৬
বড়বামুখ চূর্ণ ২৩২
বড়বামুখরস ১৯২
বৎসকাদি ১৫২
বৎসকাদি ক্বাথ ১৩৯
বলাগর্ভঘৃত ৩২২
বলাদি চূর্ণ ৩০৬
বব্বূল্যাদিযোগ ১৪৩
বব্বূলাদ্যরিষ্ট ১৬০
বসন্ততিলক রস ৩৪২
বসন্তমালতী রস ১০৬
বাতপিত্তান্তকরস ১০৩
বার্ত্তাকুগুড়িকা ১৬৭
বাসকক্বাথ ২৮৮
বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড ২৯৩
বাসাখণ্ড ২৯৪
বাসাঘৃত ২৯৭
বাসাচন্দনাদ্য তৈল ৩৪৩
বাসাদি (চতুর্থকে) ৪৭
বাসাদি কষায় ২০, ২৭২
বাসাদ্য ঘৃত ১১৭
বাসাবলেহ ৩০৯
বাসাস্বরস ২৫
বিক্রমকেশরী রস ১১৩
বিজয়চূর্ণ ২১৬
বিজয়পর্পটী ১৯৯
বিজয়বটী ৩৫২
বিজয়ভৈরব রস ৩৪০
বিজয় রস ২৫৭
বিজয়া বটিকা ১৮৯
বিড়ঙ্গঘৃত ২৬৮
বিড়ঙ্গ তৈল ২৬৮
বিড়ঙ্গ লৌহ ২৬৭
বিড়ঙ্গাদি লৌহ ২৭৮
বিদ্যাধর রস ৯৫
বিদ্যাবল্লভরস ১০৫
বিন্ধ্যবাসিযোগ ৩১৩
বিভীতকাদি কষায় ৫২
বিল্বগর্ভ ঘৃত ২০১
বিল্বতৈল ২০৩
বিল্বপঞ্চক ১৩০
বিল্বাদি ১৫২
বিল্বাদি কষায় ১৪২
বিল্বাদি ঘৃত ২০২
বিশিষ্টদ্রব্যাজীর্ণে বিশিষ্ট পাচন দ্রব্য ২৩৯
বিশ্বাদি কষায় ১৩
বিশ্বেশ্বররস ১০২
বিশ্বোদ্দীপকাভ্র ২৫৮
বিষমজ্বরঘ্ন ভার্গ্যাদি ৪৪
বিষমজ্বরান্তক লৌহ ১০৬
বীরভদ্রাভ্র ২৫৭
বৃদ্ধগঙ্গাধর চূর্ণ ১৭১
বৃশ্চীরাদি ১০
বৃষধ্বজরস ৩৭৬
বৃহচ্চন্দনাদি তৈল ৩২৩
বৃহচ্চন্দ্রামৃত রস ৩১৪
বৃহচ্চুক্র সন্ধান ১৮১
বৃহচ্ছালপর্ণ্যাদি ১৩৮
বৃহচ্ছূরণ মোদক ২১৯
বৃহচ্ছৃঙ্গারাভ্র ৩৩৯
বৃহজ্জীরকাদি মোদক ১৮০
বৃহজ্জ্বরচিন্তামণি ১০০
বৃহজ্জ্বরচূড়ামণি ৯৮
বৃহজ্জ্বরান্তক লৌহ ১১১

বৃহত্যাদিগণ ৩৩
বৃহৎ কট্‌ফলাদি ৩৪
বৃহৎ কন্টকারী ঘৃত ৩৪২
বৃহৎ কনকসুন্দর রস ১৫৫
বৃহৎ কস্তূরীভৈরব রস ৮৮
বৃহৎ কাঞ্চনাভ্ররস ৩১৮
বৃহৎ কাসীসাদ্য তৈল ২২৬
বৃহৎ কিরাতাদি তৈল ১৪৮
বৃহৎ কুটজাবলেহ ১৩১
বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ ২৯২
বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদি ১৩০
বৃহৎ পিপ্পল্যাদি তৈল ১১৯
বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ ১১০
বৃহৎ সূচিকাভরণ রস ৭৬
বৃহদগ্নিকুমার রস ২৪৮
বৃহদগ্নিমুখ চূর্ণ ২৩৩
বৃহদঙ্গারক তৈল ১১৮
বৃহৎ গঙ্গাধর চূর্ণ ১৭১
বৃহদ্ গুড়ূচ্যাদি ২৩
বৃহদ্ গ্রহণীকপাট রস ১৮৫
বৃহদ্ গ্রহণীমিহিরতৈল ২০৪
বৃহদ্ধাত্রী তৈল ৩৯৯
বৃহদ্ধুতাশন রস ২৪৭
বৃহদ্ বড়বানল রস ৮৪
বৃহদ্ ভার্গ্যাদি ৪৫
বৃহদ্বিষমজ্বরান্তকরস ১১১
বৃহদ্‌রসেন্দ্র গুড়িকা ৩১৯, ৩৩৮
বৃহন্নায়িকা চূর্ণ ১৭৩
বৃহন্নৃপবল্লভ ১৯১
বৃহন্মেথী মোদক ১৭৯
বৃহল্লবঙ্গাদি বটী ২৫২
বৃহল্লবঙ্গাদ্য চূর্ণ ১৭২
বৈদ্যনাথ বটী ৬৮
ব্যাঘ্রীঘৃত ৩৬৩
ব্যাঘ্রীহরীতকী ৩৩২
ব্যোষাদি চূর্ণ ১৩১
ব্যোষাদ্য ঘৃত ২২৭, ২৮৩
ব্রহ্মরন্ধ্র রস ৭৩
ব্রাহ্মীঘৃত ৩৬৩

ভ

ভক্তবিপাকবটী ২৫০
ভদ্রাদিকষায় (শীতপূর্ব্বজ্বরে) ৫১
ভল্লাতকাদি মোদক ২১৮
ভল্লাতামৃতযোগ ২১৫
ভাগোত্তর গুড়িকা ৩৩৮
ভানুচূড়ামণি ৯৮
ভার্গীগুড় ৩৫১
ভার্গীশর্করা ৩৫১
ভার্গ্যাদি ৪৫
ভাস্কররস ২৫৫
ভাস্করলবণ ২৩৪
ভুবনেশ্বর ১৫৭
ভূনিম্বাদি ২২
ভূনিম্বাদি কষায় ১২
ভৃঙ্গরাজাদ্য ঘৃত ৩৬৩
ভৈরবরস ৩৬২

মকরধ্বজ ১১৫
মধুকাদি ২৪, ৪৪, ১৪২
মধুপিপ্পলী ১৯
মধ্যমজ্বরাঙ্কুশ রস ৯৬
মরিচাদি কষায় ২১
মরিচাদি কষায় ১৪
মরিচাদি গুড়িকা ৩৩১
মরিচাদি চূর্ণ ২১৫
মরিচাদ্য ঘৃত ২০২
মরিচাদ্য চূর্ণ ৩৩১
মহাকল্যাণবটী ৩৯৯
মহাকালেশ্বর রস ৩৩৭
মহাগঙ্গাধর চূর্ণ ১৭১
মহাগন্ধক ১৮৭
মহাজ্বরাঙ্কুশ রস ৯৬
মহাবলাদি কষায় (দাহপূর্ব্বজ্বরে) ৫২
মহাভ্রবটী ৩১৭
মহামৃগাঙ্ক রস ৩১৬

মহারাজনৃপতিবল্লভ ১৯৪
মহারাজনৃপবল্লভ ১৯৩
মহারাজবটী ১০৯
মহালাক্ষাদিতৈল ১১৯
মহাশঙ্খবটী ২৫২, ২৫৪
মহাশ্বাসারি লৌহ ৩৫৪
মহাষট্‌কট্বরতৈল ১২০
মহাষট্‌পলক ঘৃত ২০৩
মহোদধি ৩৪১
মহোদধিবটী ২৫৬
মহোদধি রস ৩৮৩
মহৌষধাদি পাচন ৪৪
মাণশূরণাদ্য লৌহ ২২২
মাণিভদ্র মোদক ২১৯
মাতুলুঙ্গশিফাদ্য ১৯
মাতুলুঙ্গাদি ৪০
মার্কণ্ডেয় চূর্ণ ১৭৪
মাহেশ্বরধূপ ৫০
মুণ্ডাদিগুড়িকা ১৬৭
মুদ্রাঘোটকরস ১০২
মুস্তকাদ্য মোদক ১৭৭
মুস্তকারিষ্ট ২৪১
মুস্তপর্পটিক ১০
মুস্তাদি ২৪, ২৮, ৪৫, ৪৮, ১৪৭
মুস্তাদি কষায় ২৬৫
মুস্তাদ্যগণ ৩৩
মুস্তাদ্য পাচন ২২
মূর্ব্বাদ্য ঘৃত ২৮৩
মৃগনাভ্যাদি অবলেহ ৩৬১
মৃগমদাসব ৯২
মৃগাঙ্করস ৩১৫
মৃতসঞ্জীবনী ৮৯
মৃতসঞ্জীবন রস ৭৬, ১৩৪
মৃতসঞ্জীবনী বটী ১৩২
মৃতোত্থাপন রস ৭৫
মৃত্যুঞ্জয় রস ৮২
মেঘনাদ রস ১১৩
মেথীমোদক ১৭৮
মোহান্ধসূর্য্যরস ৭১

য

যবপটোল ১৭
যমানীষাড়ব ৩৬৭
যমান্যাদি ১৩৯
যক্ষ্মারি লৌহ ৩১২
যোগবাহিকা জয়া ও জয়ন্তী ৬৭
যোগরাজ ২৭৬

র

রক্তপিত্তান্তক রস ২৯৫
রত্নগর্ভপোট্টলী রস ৩২০
রত্নগিরিরস ৬৫
রসগুড়িকা ২২৪
রসপর্পটী ১৯৬
রসমঙ্গলোক্ত জ্বরমুরারী রস ৯৩
রসরাজেন্দ্র ৮০
রসরাক্ষস ২৫৭
রসাঞ্জনাদি চূর্ণ ১৫০
রসাদি চূর্ণ ৩৮৩
রসামৃত রস ২৯৫
রসালা ৩৬৮
রসেন্দ্র ৩৭৬
রসেন্দ্রগুড়িকা ৩১৮
রসেশ্বর ৯০
রাজবল্লভরস ১৯৩
রাজমৃগাঙ্ক রস ৩১৬
রাস্নাদি চূর্ণ ১৬৬
রাস্নাদি লৌহ ৩১২

ল

লঙ্ঘন ২৯
লবঙ্গদ্রাবক ১৫৫
লবঙ্গাদিচূর্ণ ৩০৭
লবঙ্গাদিবটী ২৫১
লবঙ্গাদ্যমোদক ২৩৯
লবঙ্গাভ্রযোগ ১৫৪
লবণোত্তমাদ্য চূর্ণ ২১৫
লক্ষ্মীবিলাস রস ১০৮

লাক্ষাদিতৈল ১১৯
লোকেশ্বরপোট্টলীরস ৩১৯
লৌহপর্পটী ১৯৫
লৌহভস্মযোগ ২৭৩
লৌহাসব ১১৫

শ

শঙ্খবটী ২৫২, ২৫৩
শঠ্যাদিকষায় ১২
শঠ্যাদিচূর্ণ ১৬৬
শতধৌতঘৃত ১৮
শতপুষ্পাদিকষায় ১৪
শতমূল্যাদিলৌহ ২৯৬
শতাবরীস্বরস ১৫
শম্বূকাদিবটিকা ১৯৩
শর্করাদ্য লৌহ ২৯৬
শার্দ্দূলকাঞ্জিক ২৪১
শালপর্ণ্যাদি কষায় ১৪, ১৬৪
শিংশপাদি ১১
শিলাগন্ধকবটক ২২৫
শিলাজত্বাদি লৌহ ৩১৩
শীতভঞ্জীরস ৬২, ১১২
শীতারিরস ৭১, ১১৩
শুণ্ঠীঘৃত ২০১
শুণ্ঠ্যাদি চূর্ণ ১৪০
শুণ্ঠ্যাদিপাচন ১১
শৃঙ্গবের ক্বাথ ২১২
শৃঙ্গারাভ্র ৩৩৮
শৃঙ্গীগুড় ঘৃত ৩৫২
শৃঙ্গ্যর্জ্জুনাদ্য চূর্ণ ৩০৭
শৃঙ্গ্যাদি ক্বাথ ৩৯
শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ ৩৫০
শ্যোনাকপুটপাক ১৪৫
শ্রীকামেশ্বর মোদক ১৭৭
শ্রীকালানল রস ৮৯
শ্রীখণ্ডাসব ৪০০
শ্রীজয়মঙ্গল রস ১০৫
শ্রীজ্বরমুরারি ৯৩
শ্রীডামরানন্দাভ্র ৩৪০
শ্রীনৃপতিবল্লভ ১৯০
শ্রীপ্রতাপলঙ্কেশ্বর রস ৯১
শ্রীফলাদি কল্ক ১৬৫
শ্রীফলাদিকষায় ১২
শ্রীবাহুশাল গুড় ২১৭
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রস ৬৪
শ্রীবেতাল রস ৭৩
শ্রীবৈদ্যনাথ বটিকা ১৮৮
শ্রীরসরাজ ১০১
শ্রীরামবাণ রস ২৪৭
শ্রীরামরস ৬৮
শ্রীসন্নিপাতমৃত্যুঞ্জয় রস ৮২
শ্লেষ্মকালানল রস ৮৮
শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস ১০৭
শ্বাসকুঠার রস ৩৫৪
শ্বাসচিন্তামণি ৩৫৫
শ্বাসভৈরব রস ৩৫৫

ষ

ষট্‌কট্টর তৈল ১২০
ষড়ঙ্গ ঘৃত ১৬০
ষড়ঙ্গ পানীয় ৪
ষড়াননরস ১০৬

স

সংগ্রহগ্রহণীকপাট ১৮৪
সন্নিপাতবড়বানল রস ৮৫
সন্নিপাতভৈরব ৮৩
সন্নিপাতভৈরবরস ৭৫
সন্নিপাতসূর্য্য রস ৮১
সপ্তদশাঙ্গ ৩০৮
সপ্তপ্রস্থ ঘৃত ২৯৮
সমঙ্গাদি ১৪৭
সমঙ্গাদি কষায় ১৪৪
সমশর্কর চূর্ণ ২১৬, ৩৩২
সমশর্কর লৌহ ২৯৬, ৩৪১
সর্ব্বজ্বরহর লৌহ ১০৯
সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ বটী ৯৭

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস ৬৪, ৩২১
সহদেব্যাদি ধূপ ৫০
সারস্বত ঘৃত ৩৬৩
সার্ব্বভৌমরস ৩৩৯
সিংহনাদ রস ৮৫
সিতোপলাদি লেহ ৩০৯
সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস ১৩৩
সিন্ধুবার ক্বাথ ২০
সুকুমারমোদক ২৩৮
সুদর্শন চূর্ণ ৫৯
সুধানিধি রস ২৯৫, ৩৬৯
সুনিষণ্ণক-চাঙ্গেরী ঘৃত ২২৮
সুলোচনাভ্র ৩৬৯
সূচিকাভরণ রস ৭৫, ৭৬
সূর্য্যাবর্ত্ত রস ৩৫৫
সৈন্ধবাদি চূর্ণ ২৩২
সৈন্ধবাদ্য চূর্ণ ২৩২
সৌভাগ্যবটী ৭৪
স্বচ্ছন্দনায়ক ৮৫
স্বচ্ছন্দভৈরব ৬২
স্বচ্ছন্দভৈরব রস ৬৩, ৯৪
স্বর্ণপর্পটী ১৯৫
স্বল্পকস্তূরীভৈরব রস ৮৮
স্বল্পগঙ্গাধর চূর্ণ ১৭০
স্বল্পগ্রহণীকপাট রস ১৮৫
স্বল্পচুক্রসন্ধান ১৮১
স্বল্পজ্বরাঙ্কুশ রস ৯৫, ৯৬
স্বল্পনায়িকা চূর্ণ ১৭৩
স্বল্পলবঙ্গাদ্যং চূর্ণ ১৭২
স্বল্পশালপর্ণ্যাদি ১৩৭
স্বল্প শূরণ মোদক ২১৮
স্বল্পাগ্নিমুখচূর্ণ ২৩৩
স্বেদশৈত্যারিরস ৮০

হ

হংসপোট্টলী ১৯২
হরিদ্রাদি চূর্ণ ৩৫০
হরিদ্রাদ্য ঘৃত ২৮২
হরীতকীপ্রয়োগ ২৪০
হরীতক্যাদি গুড়িকা ৩৩১
হরীতক্যাদিচূর্ণ ১৪০
হিংস্রাদ্য ঘৃত ৩৫৫
হিক্কায় ধূমপ্রয়োগ ৩৪৯
হিঙ্গুলেশ্বর ৬২
হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ ২৩৩
হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ ১৪৩
হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরস ২০১
হুতাশনরস ২৪৭
হেমগর্ভপোট্টলী রস ৩২০
হ্রীবেরাদি ১২৯, ১৫২
হ্রীবেরাদিকষায় ১৬
হ্রীবেরাদিক্বাথ ২৮৮
হ্রীবেরাদ্য তৈল ২৯৮